আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

ষষ্ঠ খণ্ড

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র)

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশ্‌র, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্‌ন কাছীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌উদী ও ইব্‌ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের ৬ষ্ঠ খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি ৬ষ্ঠ খণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী ও মাওলানা বোরহান উদ্দীন, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং প্রুফ রিডিং করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদে

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত)

ষষ্ঠ খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

- ড. আহমদ আবূ মুলহিম
- ড. আলী নজীব আতাবী
- প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
- প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
- প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ষষ্ঠ খণ্ড) [পৃষ্ঠা ঃ ৫৩৬]
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৭৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৪৪
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0900-9

প্রকাশকাল
জুন ২০০৪
জুমাদাল উলা ১৪২৫
আষাঢ় ১৪১১

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
সেতু অফসেট প্রেস
৩৭ আর. এম. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৬০০ (ছয়শত টাকা মাত্র)টাকা মাত্র।

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (Islamic History : First to Last) : Written by Abdul Fidaa Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic and translated into Bangla by Maulana Habibur Rahman Nodovi and Maulana Burhanuddin and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk ?.00; US Dollar 10.00

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ষষ্ঠ খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নবী করীম (সা)-এর স্মৃতি চিহ্নসমূহ, জীবদ্দশায় তাঁর বিশেষভাবে ব্যবহৃত পরিধেয়, অস্ত্রশস্ত্র ও বাহনসমূহ ও তাঁর ব্যবহৃত আংটি প্রসঙ্গ

আবূ দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এখানে আমরা তাঁর মুখ্য আলোচনা উপস্থাপন করব এবং তার সাথে কিছু অতিরিক্ত সংযোজন করব। আর আমরা যা কিছু উল্লেখ করব, সে ক্ষেত্রে তাঁরই উপর নির্ভর করব।

আবূ দাউদ বলেন ঃ আবদুর রহিম ইবন্ মুতাররিফ আররুআসী ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (যখন) কোন কোন অনারব রাজা-বাদশার কাছে পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, তখন তাঁকে বলা হল, তারা তো সীলমোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। তাই তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। খোদাই করে নিলেন। হাদীসখানি এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ..... কাতাদার সনদে। এরপর আবূ দাউদ বলেন, ওয়াহব ইব্ন বাকিয়্যা ..... হযরত আনাসের বরাতে ঈসা ইব্ন ইউনুসের হাদীসের মর্মে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন—"ওফাত পর্যন্ত এটা তাঁর হাতে ছিল। পরে এ আংটিটি হযরত আবূ বকরের হাতে তাঁর ওফাত পর্যন্ত, তারপর হযরত উমরের হাতে তাঁর ওফাত পর্যন্ত এবং এরপর হযরত উসমানের হাতে ছিল।" এ সময় তিনি একবার কোন এক কুয়ার নিকট ছিলেন। হঠাৎ আংটিটি তাঁর হাত থেকে কুয়াতে পড়ে যায়। পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশে কুয়া সেঁচে ফেলা হলেও তিনি তার সন্ধান পান নি। এ সূত্রে আবূ দাউদ, কুতায়বা ইব্ন সায়ীদ ও আহমদ ইব্ন সালিহ্-এর বরাতে ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর আংটি ছিল রূপার আর তার মণি ছিল হাবশী পাথরের। বুখারী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন লায়ছ-এর হাদীস সূত্রে।

মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন ইব্ন ওয়াহব, তালহা ও সুলায়মান ইব্ন বিলাল সূত্রে এবং নাসাঈ ও ইব্ন মাজা পূর্বোক্তদের অতিরিক্ত রাবী উসমান ইব্ন উমর সূত্রে—পাঁচজনই ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ আল-আয়লী (র) সূত্রে পূর্বোক্ত সনদে। হাদীসটি সম্পর্কে তিরমিযী মন্তব্য করেছেন–এ সূত্রে 'হাসান-সহীহ্-গরীব' অর্থাৎ একক সূত্রীয়, উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য। আবূ দাউদের পরবর্তী বর্ণনাটি আহমদ ইব্ন ইউনুস ..... সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর আংটি ছিল সম্পূর্ণ রূপার তৈরী, আর মণি ছিল রূপার। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইব্ন মু'আবিয়া আল-জু'ফী (র) সূত্রে

..... ঐ সনদে, আর তিরমিযী মন্তব্য করেছেন, এ সূত্রে হাসান সহীহ্ গরীব। বুখারী আবূ মা'মার সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি আংটি তৈরী করে বললেন ঃ

اِنَّا اتَّخَذْنَا خاتمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشُ عَلَيْهِ اَحَدٌ

"আমি একটি আংটি বানিয়ে তাতে নকশা খোদাই করেছি, অন্য কেউ যেন এ নক্শা উৎকীর্ণ না করে"। তিনি (আনাস) বলেন, তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলে আমি যেন তার দ্যুতি দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তী বর্ণনায় আবূ দাঊদ নুসায়র ইবনুল ফারাজ সূত্রে ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোনা দিয়ে একটি আংটি বানালেন, এবং তার মণির দিকটি তার তালুর ভিতরের দিকে করে নিলেন। আর তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্) নকশা উৎকীর্ণ করে নিলেন। তখন তাঁর দেখাদেখি লোকেরাও সোনার আংটি বানাল, নবী করীম (সা) তাদেরকে তা বানাতে দেখে নিজের আংটি ফেলে দিয়ে বললেন, আর কখনো আমি তা পরবো না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ উৎকীর্ণ করলেন। তাঁর (মৃত্যুর) পর হযরত আবূ বকর আংটিটি পরতেন, তারপর উমর, তারপর উসমান (রা)। অবশেষে তা হযরত উসমানের হাত থেকে 'আরীস কুয়া'তে পড়ে যায়। য়ূসুফ ইব্ন মূসা সূত্রে ..... বুখারী তা বর্ণনা করেছেন। তারপর ইমাম আবূ দাঊদ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ইব্ন উমর সূত্রে এ হাদীসে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই নকশা উৎকীর্ণ করে বললেন, কেউ যেন আমার এ আংটির নকশা খোদাই না করে। এরপর তিনি হাদীসখানি উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম এবং সুনান চতুষ্টয়ের সংকলকগণ সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী বর্ণনায় আবূ দাঊদ, মুহাম্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া সূত্রে ইব্ন উমর থেকে নবী করীম (সা) সম্পর্কে বলেন, লোকেরা তা সন্ধান করল; কিন্তু তারা তা পেল না। পরবর্তীতে হযরত উসমান (রা) আরেকটি আংটি বানিয়ে তাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ খোদাই করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে তিনি এটি সীলমোহর রূপে ব্যবহার করতেন। নাসাঈ তা বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার সূত্রে আবূ আসিম আয্ যাহ্হাক থেকে।

আবূ দাঊদের পরবর্তী বর্ণনা ঃ আংটি বর্জন

মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান লুওয়ায়ন, ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিনের জন্য নবী করীম (সা)-এর হাতে একটি আংটি দেখলেন, তখন লোকেরাও আংটি তৈরী করে পরলো। এরপর নবী করীম (সা) তাঁর আংটিটি খুলে ফেললে লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলল। তারপর বর্ণনাকারী বলেন, যুহরী থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যিয়াদ ইব্ন সা'দ, শুআয়ব ও ইব্ন মুসাফির। এদের সকলেই বলেন, আংটিটি রূপার। গ্রন্থকার বলেন, বুখারীও তা (হাদীসখানি) রিওয়ায়াত করেছেন। য়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন নবী করীম (সা)-এর হাতে একটি রূপার আংটি দেখতে পেলেন। এরপর লোকেরাও রূপার আংটি বানিয়ে পরল, তখন নবী করীম (সা) তাঁর আংটিটি খুলে ফেললে লোকেরাও তাদের নিজ নিজ আংটি

খুলে ফেলল। এরপর বুখারী এ হাদীসখানি ইবরাহীম ইব্ন সা'দ আয্-যুহরী আলমদানী. শু'আয়ব ইব্ন আবূ হামযা ও যিয়াদ ইব্ন সা'দ আল-খুরাসানী সূত্রে সনদবিহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ইয়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র থেকে তা বর্ণনা করেছেন, আর আবূ দাঊদ আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ ইব্ন মুসাফিরের একক সূত্রে- সকলেই আবূ দাঊদের পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের ন্যায় যুহরী সূত্রে 'রূপার'(একটি) আংটি'। তবে প্রামাণ্য হল-একদিন মাত্র পরার পর তিনি সেটি ফেলে দিয়েছিলেন, সেটি ছিল সোনার আংটি, রূপার নয়। কারণ বুখারী ও মুসলিম সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মালিক ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (প্রথমদিকে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বর্ণের আংটি পরতেন, এরপর তিনি তা খুলে ফেলে বললেন, আমি আর কখনো তা পরবো না। তখন লোকেরাও তাদের নিজ নিজ সোনার আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর তিনি প্রায়শ রূপার আংটি পরতেন, এবং তাঁর ওফাতকাল পর্যন্ত তা তাঁর হাতেই ছিল। আর তার মণিও ছিল রূপার অর্থাৎ তার পৃথক কোন মণি ছিল না। আর যারা রিওয়ায়াত করেছে যে, তাতে একজন মানুষের আকৃতি খোদিত ছিল, তাঁরা গুরুতর ভ্রান্তির শিকার। বস্তুত তার সবটুকুই ছিল রূপার, তার মণিও ছিল রূপার। আর নকশা مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهُ তিন ছত্রে খোদিত ছিল। এক ছত্রে مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ) অপর ছত্রে رَسُوْلُ (রাসূল) আরেক ছত্রে اللهُ (আল্লাহ্)। উপরের সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই সমধিক অবগত। নকশা যেমন প্রচলন রয়েছে, উল্টা করে খোদিত ছিল, যাতে সীল মারার সময়ে তা সোজা হয়ে তার ছাপ পড়ে। তবে কারো কারো মতে তার নকশা সোজাভাবেই খোদিত ছিল, এবং সেভাবেই তা দ্বারা সীলমোহর করা হত। এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয় এবং এর অনুকূলে কোন বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল সনদ আমাদের জানা নেই।

আমাদের উল্লেখিত এ সকল হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সা)-এর একটি রূপার আংটি ছিল, তা আবূ আত্তাব সাহ্ল ইব্ন হাম্মাদ সূত্রে আবূ দাঊদ ও নাসাঈ-এর সুনান গ্রন্থদ্বয়ে আমাদের উল্লেখিত হাদীস সমূহকে প্রত্যাখান করে। সেখানে বিদ্যমান রয়েছে যে, নবী (সা)-এর আংটি ছিল বাঁকানো লোহার, যার উপরের প্রলেপ ছিল রূপার। আর ইমাম আহমদ আবূ দাঊদ তিরমিযী ও নাসাঈ আবূ তায়বা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম সুলামী আলমারওয়াযী সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা এর দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি করে। সে হাদীসখানি হল, পিতলের আংটি পরিহিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসল, তখন তিনি তাকে বললেন— ব্যাপার কি, আমি যে তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি? লোকটি তখন তা ছুঁড়ে ফেলল। এরপর লোকটি যখন আসল তখন তার হাতে ছিল লোহার আংটি। নবী (সা) তাকে বললেন, কী ব্যাপার, তোমার শরীরে আমি জাহান্নামীদের অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছি? তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে কী দিয়ে আমি তা বানাব? জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, اتَّخِذْ مِنْ وَرِق ولاتتمه مثقالاً। —তুমি রূপা দিয়ে তা বানাও; তবে যেন তা পূর্ণ এক মিছকালের ওজন বিশিষ্ট না হয়। নবী করীম (সা) তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। যেমন আবূ দাঊদ, তিরমিযী শামাইলে এবং নাসাঈ (র) শুরায়কের হাদীস থেকে তা' বর্ণনা করেছেন। আর আবূ সালামা ..... আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। শুরায়ক বলেন, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান আমাকে আরো অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন। আবার বাম হাতের রিওয়ায়াতও রয়েছে।

আবূ দাঊদ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ রাওওয়াদ ..... ইব্‌ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাম হাতে আংটি পরিধান করতেন এবং তার মণি থাকত তার হাতের তালুর ভিতরের দিকে। আবূ দাঊদ বলেন, আবূ ইসহাক ও উসামা ইব্‌ন যায়দ নাফি' থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– 'তার ডান হাতে'। আর হান্নাদ সূত্রে নাফি' থেকে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন উমর (রা) তাঁর বাম হাতে আংটি পরতেন। এরপর ইমাম আবূ দাঊদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সাল্‌ত ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাওফল ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে তাঁর ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আংটি পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এভাবে তাঁর আংটি পরতে দেখেছি। তিনি তাঁর আংটির মণি হাতের পিঠের দিকে করে রাখতেন। সাল্‌ত বলেন, আর ইব্‌ন আব্বাস সম্পর্কে এরূপই ধারণা করা যায় যে, তার স্মরণ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবেই তার আংটি পরিধান করতেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণিত হাদীস থেকে তিরমিযী এভাবেই তা বর্ণনা করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাল্‌ত সূত্রে বর্ণিত ইব্‌ন ইসহাকের হাদীসখানি হাসান (উত্তম) শ্রেণীভুক্ত। আর তিরমিযী তার শামাইলে হযরত আনাস, জাবির ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান হাতে আংটি পরতেন।

বুখারী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর যখন খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁর পক্ষ থেকে ফরমান ইত্যাদি লেখা হল (এবং তাতে সীলমোহর করা হয়)। আর তাঁর আংটির নকশা (খোদাইকৃত) ছিল তিন ছত্রে مُحَمَّدٌ এক ছত্র, رَسُوْلُ এক ছত্র, এবং اَللّٰهُ এক ছত্র। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, আল আনসারী সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে আবূ আহমদ অতিরিক্ত (এই অংশ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর আংটি ছিল প্রথমে তাঁর নিজের হাতে, তারপর হযরত আবূ বকরের হাতে, তারপর হযরত উমরের হাতে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর যখন হযরত উছমান খলীফা হলেন। তখন তিনি একদিন 'আরীস কুয়ার' পাড়ে বসে আংটিটি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, হঠাৎ তা তার হাত থেকে কুয়াতে পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা তিনদিন পর্যন্ত পালাক্রমে অবস্থান করলাম। তারপর কুয়া সেঁচা হল, কিন্তু তিনি আংটিটি পেলেন না। আর কুতায়বা সূত্রে ইব্‌ন উমর থেকে তিরমিযী শামাইলে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রূপা দিয়ে একটি আংটি বানিয়েছিলেন, আর তিনি তা সীলমোহররূপে ব্যবহার করতেন, তা (সাধারণত) পরতেন না-এটি অত্যন্ত (বিরল) বর্ণনা। আর সুনান গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে যুহরীর বরাতে ইব্‌ন জুরায়জের হাদীস বিদ্যমান। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ..... শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর হাতের আংটিটি খুলে রাখতেন।

নবী (সা)-এর তরবারির আলোচনা

ইমাম আহমদ, শুরায়হ ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) তাঁর তরবারি যুলফাকারকে বদরের দিন বক্তিগত গনীমত রূপে পেয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ছিল এ তরবারি সম্পর্কিত। তিনি বলেন-আমি আমার তরবারি যুলফাকারে ফাটল দেখতে পেয়েছি। আমি তাকে তোমাদের মাঝে সৃষ্ট ভাঙ্গন রূপে

ব্যাখ্যা করেছি। আমি আরো দেখেছি, আমি এক গোত্র প্রধানকে আমার পশ্চাতে আরোহণ করিয়েছি। আমি তার ব্যাখ্যা করেছি শত্রু বাহিনীর অধিনায়করূপে। আর দেখেছি আমি রয়েছি এক সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে। তখন আমি তার ব্যাখ্যা করেছি মদীনা রূপে। এ ছাড়া একটি গরুকে জবাই হতে দেখেছি, আল্লাহ্র কসম, গরু (জবাই অর্থাৎ শাহাদাত) উত্তম, আল্লাহ্র শপথ, গরু উত্তম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছিলেন বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। তিরমিযী ও ইব্ন মাজা এ (হাদীসটি) আবুয্ যিনাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সুনান প্রণেতাগণ উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক কথককে বলতে শোনা গিয়েছে, তরবারি বলতে জুলফাকার ভিন্ন আর কোনটি নয়; আর বীরপুরুষ বলতে আলী ভিন্ন আর কেউ নন। তিরমিযী হূদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ-মাযীদা ইব্ন জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় (বিজয়কালে) প্রবেশ করেন তখন তাঁর তরবারি স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ছিল। তারপর তিনি (তিরমিযী) মন্তব্য করেছেন, এটি গরীব পর্যায়ের হাদীস। ইমাম তিরমিযী তাঁর শামাইলে মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ..... সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারির বাঁট ছিল রূপা খচিত। এছাড়া ইব্ন সীরীন সূত্রে উসমান ইব্ন সা'দের হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইব্ন সীরীন) বলেন, আমি হযরত সামুরার তরবারির আদলে আমার তরবারি বানিয়েছি। আর সামুরা দাবি করতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারির আদলে তাঁর তরবারি বানিয়েছেন। আর নবী করীম (সা)-এর তরবারিটি ছিল আহ্নাফী (অর্থাৎ আহনাফ ইব্ন কায়সের সাথে সম্পৃক্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তরবারি)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি তরবারি হযরত আলীর পরিবারে পৌঁছেছিল। হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) যখন কারবালা প্রান্তরে ফোরাত তীরে নিহত হন, তখন এটি তাঁর কাছে ছিল। এরপর হযরত যায়নুল আবিদীন আলী ইব্ন হুসায়ন তা নিয়ে য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার সাক্ষাতে দিমাশকে আসেন, পরে তিনি সেটি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। (বুখারী ও মুসলিমে) নিসওয়ার ইব্ন মাখরামা থেকে সুসাব্যস্ত বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি পথে যায়নুল আবিদীনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাকে আপনার কোন প্রয়োজন মেটানোর নির্দেশ দেবেন? তখন তিনি বললেন, না। তখন তিনি (মিসওয়ার) বললেন, আপনি কি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারিখানি অর্পণ করবেন? আমার আশঙ্কা হয় যে, শত্রুরা আপনার থেকে তা ছিনিয়ে নেবে। আল্লাহ্র কসম, আপনি যদি আমাকে তা অর্পণ করেন তাহলে আমার জীবন থাকতে কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

এ তরবারি ছাড়া নবী করীম (সা)-এর আরো কতক যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্মসমূহ যেমনটি একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে সাইব ইব্ন য়াযীদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রও রয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন একটি বর্মের উপর আরেকটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত মালিকের হাদীসে রয়েছে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) এর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তিনি যখন সেটি খুলে ফেললেন তখন তাঁকে বলা হল যে, ইব্ন খাতাল (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ঘোরতম শত্রু) কা'বার গিলাফ আঁকড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তখন তিনি বললেন, তাকে হত্যা কর। আর মুসলিম শরীফে আবূ যুবায়র সূত্রে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথায় কাল

পাগড়ি ছিল। ওকী' মুসাবির আলওয়ার্‌রাক সূত্রে হুরায়ছ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এ সময় তাঁর মাথায় ছিল একটি তৈলাক্ত (কালচে) পাগড়ি। শেষোক্ত এই বর্ণনা দু'টি ইমাম তিরমিযী তার শামাইলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আদ্ দারাওয়ারদীর হাদীস থেকে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পাগড়ি পরতেন তখন তা উভয় কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন। হাফিয আবূ বকর আল বায্‌যার তাঁর মুসনাদে আবূ শায়বা ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর (আনাসের) কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি লাঠি ছিল। তিনি মৃত্যুবরণ করলে লাঠিটি তাঁর কাফন ও পার্শ্বদেশের মধ্যখানে রেখে তাঁর সাথে দাফন করে দেন। বর্ণনা শেষে বায্‌যার মন্তব্য করেন যে, মিখওয়াল ইব্‌ন রাশিদ ব্যতীত অন্য কোন রাবী এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি সত্যবাদী, তবে শিয়াপন্থী। আর এ বর্ণনাটিকেও শিয়াপ্রীতির প্রকাশ বলে ধরে নেয়া যায়। আর হাফিয বায়হাকী এই হাদীস বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন, এই হাদীসখানি মিখওয়াল ইব্‌ন রাশিদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি শিয়াপন্থী এবং ইসরাঈল সূত্রে এমন সব বর্ণনার অবতারণা করে থাকেন, যা অন্য কেউ করে না। আর তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহে দুর্বলতা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট।

নবী করীম (সা)-এর ব্যবহৃত পাদুকার বর্ণনা

সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিবতী (পাকা চামড়ার) পাদুকা পরতেন। আর তা হল লোমমুক্ত পাকা চামড়ার পাদুকা। এ ছাড়া ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল ..... ঈসা ইব্‌ন তাহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা হযরত আনাস (রা) আমাদের কাছে ফিতাযুক্ত এক জোড়া পাদুকা নিয়ে আসলেন। তখন ছাবিত আল বুনানী বললেন, এ হল নবী করীম (সা)-এর পাদুকা। হাদীসখানি ইমাম বুখারী কিতাবুল খুমুস-এ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ঈসা ইব্‌ন তাহমান (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ঈসা বলেন, (একবার) আনাস (রা) আমাদের কাছে একজোড়া পশমবিহীন চামড়ার জুতা বের করে আনলেন, যাতে দুটি করে ফিতা ছিল। পরবর্তীতে হযরত আনাসের বরাতে ছাবিত বুনানী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, বস্তুত সে দু'টি নবী করীম (সা)-এর পাদুকা ছিল। আহমদ ইব্‌ন মানী' সূত্রে ইমাম তিরমিযী শামাইল অধ্যায়ে তা বর্ণনা করেছেন। শামাইলে ইমাম তিরমিযী আবূ কুরায়ব সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকার ফিতা ছিল দু'ভাঁজ করা। ইসহাক ইব্‌ন মনসূর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকার দু'টি ফিতা ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারযূক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাদুকার দু'টি ফিতা ছিল (গিরাযুক্ত), হযরত আবূ বকর ও উমরেরও এরূপই ছিল। আর তাতে প্রথম একটি গিরা দেন হযরত উসমান (রা)। জাওহারী বলেন, قِبَالُ النَّعْلِ (কাফ হরফে কাসরা যোগে) হল পায়ের মধ্যমা ও তার সংলগ্ন আঙ্গুলের মধ্যবর্তী ফিতা। আমার (গ্রন্থকারের) বক্তব্য হল, ছয়শ' হিজরীর ক্রান্তিকাল ও তার পরবর্তীকালে ইব্‌ন আবুল হাদরাদ নামক এক ব্যবসায়ীর কাছে রক্ষিত এক পাটি পাদুকার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে যে, তা নবী করীম (সা)-এর ব্যবহৃত পাদুকা।

তখন ন্যায়পরায়ণ শাসক আবূ বকর বিন আয়্যুবের পুত্র বাদশাহ্ আল আশরাফ মূসা অঢেল অর্থের বিনিময়ে তা খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীটি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে এর কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলে তা উল্লেখিত বাদশাহ্র অধিকারে এসে যায়। তিনি তা গ্রহণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ করেন। তারপর যখন তিনি তথাকার কিল্লার পার্শ্বে 'দারুল হাদীস আল আশরাফিয়া' নির্মাণ করেন তখন তার একটি ভাণ্ডারে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং মাসিক চল্লিশ দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে এ জন্যে স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। উল্লেখিত দারুল হাদীসে তা আজও বিদ্যমান রয়েছে। তিরমিযী শামাইলে মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি প্রমুখ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি কৌটা ছিল, যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

নবী করীম (সা)-এর পানপাত্রের বিবরণ

ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম সূত্রে আসিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-এর কাছে নবী করীম (সা)-এর পানপাত্র দেখেছি, তা' রূপার পাতে মোড়ানো ছিল। হাফিয বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ..... বুখারী আসিম আল্ আহ্ওয়াল সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিকের কাছে নবী করীম (সা)-এর পেয়ালা দেখেছি, তা ফেটে যাওয়ার কারণে রূপার পাত দিয়ে তিনি তা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তা ছিল অত্যুৎকৃষ্ট কাঠের চওড়া ও উত্তম পানপাত্র। হযরত আনাস বলেন, এই পানপাত্রে আমি নবী করীম (সা)-কে এত এত বারের অধিক পান করিয়েছি। তিনি বলেন, ইব্ন সীরীন বর্ণনা করেছেন, তাতে লোহার একটি কড়া সংযুক্ত ছিল। পরবর্তীতে হযরত আনাস (রা) তাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের কড়া সংযুক্ত করতে চাইলেন। তখন আবূ তালহা (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তৈরী কোন বস্তুতে পরিবর্তন সাধন করো না, তখন আনাস (রা) তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। এ ছাড়া ইমাম আহমদ (র) রাওহ ইব্ন উবাদা সূত্রে হাজ্জাজ ইব্ন আনাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, একবার আমরা হযরত আনাসের কাছে ছিলাম। তখন তিনি একটি পানপাত্র আনলেন, যাতে তিনটি লোহার পাত এবং একটি লোহার আংটা সংযুক্ত ছিল। তিনি একটি কাল গিলাফের (আবরণের) ভিতর হতে তা বের করলেন। আর তা ছিল এক চতুর্থাংশের চেয়ে কম এবং এক অষ্টমাংশের চেয়ে বেশি। এরপর আনাস ইব্ন মালিকের নির্দেশে তাতে পানি ভরে আমাদের কাছে আনা হল। তখন আমরা তা থেকে পান করলাম এবং আমাদের মাথায় ও মুখে ঢেলে নিলাম এবং দরূদ পড়লাম। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

নবী করীম (সা)-এর ব্যবহৃত সুরমাদানি

ইমাম আহমদ য়াযীদ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি সুরমাদানি ছিল। প্রতিদিন নিদ্রা যাওয়ার সময় তিনি তা থেকে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগাতেন। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের হাদীস থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আলী ইব্ন মাদীনী বলেন, আমি ইয়াহ্য়া ইব্ন সায়ীদকে বলতে শুনেছি (একবার) আমি আব্বাস ইব্ন মনসূরকে বললাম, আপনি কি

ইকরিমা থেকে এই হাদীস শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমাকে ইব্ন আবূ ইয়াহয়া দাঊদ ইব্ন হুসায়ন সূত্রে তাঁর (ইকরিমার) থেকে আমাকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। (গ্রন্থকার বলেন) আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মিশরে একটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যেখানে নবী করীম (সা)-এর ব্যবহৃত স্মৃতি চিহ্নজাতীয় বহু বস্তু রয়েছে। পরবর্তীকালে কয়েকজন মন্ত্রী তা সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্নবান হন। তন্মধ্যে একটি সুরমাদানি রয়েছে। কথিত আছে, তাতে তাঁর ব্যবহৃত চিরুনি প্রভৃতিও রয়েছে। আল্লাহ্ই অধিকতর অবগত।

নবী করীম (সা)-এর চাদর

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, খলীফাদের কাছে যে চাদর রয়েছে, সে সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইসহাক সূত্রে তাবূকের ঘটনায় আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়লা বাসীদেরকে যখন নিরাপত্তা সনদ লিখে দেন, তখন (নিরাপত্তার প্রতীক রূপে) তাদেরকে তাঁর ব্যবহৃত একটি চাদরও দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বনূ আব্বাসের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (সাফফাহ্) তিনশ' দীনারে তা খরিদ করে নেন। বংশ পরম্পরায় বনূ আব্বাস এই চাদরের উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। ঈদের দিন খলীফা তাঁর উভয় কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে তা পরতেন এবং তাঁর এক হাতে নবী (সা)-এর বলে কথিত লাঠি ধারণ করতেন। অতঃপর চোখ ধাঁধানো ও সমীহ উদ্রেককারী ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে বের হতেন। আর তাঁরা জুম'আ ও ঈদের দিনগুলিতে কাল বস্ত্র পরতেন। আর এটা তারা করতেন গোত্রবর্ণ নির্বিশেষে সকল আরববাসীর মহান নেতা সায়্যিদুল মুরসালীনের অনুকরণে। আর তাঁদের এ কাজের সমর্থন পাওয়া যায় হাদীস শাস্ত্রের দুই বরেণ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে, যা মালিক আয যুহ্রী সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিরস্ত্রাণ মাথায় মক্কায় প্রবেশ করেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, এ সময় তাঁর মাথায় কাল পাগড়ি ছিল। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে, তিনি তাঁর পাগড়ির শামলা উভয় কাঁধের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বুখারী মুসাদদাদ সূত্রে ..... আবূ বুরদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একবার) হযরত আইশা (রা) আমাদেরকে একটি চাদর ও মোটা লুঙ্গি বের করে দিয়ে বললেন, এই দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই নবী করীম (সা)-এর রূহ কবয্ করা হয়েছিল। আর যুহরী বর্ণিত হাদীসে হযরত আইশা (রা) ও ইব্ন আব্বাসের বরাতে বুখারী রিওয়ায়াত করেন। তাঁরা দু'জন বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্তিম মুহূর্তে বারবার একটি চাদর দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত করছিলেন। আর যখন দমবন্ধ হয়ে আসতো তখন চাদর মুখ থেকে সরিয়ে বলছিলেন, য়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করে তিনি এ কথা বলছিলেন। আমি বলি, এই তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত বস্তুগুলি শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, কবরে তাঁর নিচে একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে তিনি জীবদ্দশায় নামায পড়তেন। এখন যদি আমরা তার জীবদ্দশায় ব্যবহৃত সকল পোশাক পরিধেয়ের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করি তাহলে পরিচ্ছেদটি দীর্ঘ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ চাইলে 'কিতাবুল আহকাম আল-কাবীর'-এর পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়ই এর উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ্ চাইলে তো তা সেখানেই আলোচনা করব। আর তাঁর উপরই আমাদের ভরসা।

নবী করীম (সা)-এর ঘোড়া ও অন্যান্য বাহনের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক ইয়াযীদ ইব্‌ন হাবীব হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর 'আলমুরতাজিয' নামে একটি ঘোড়া, 'উফায়র' নামে একটি গাধা এবং 'দুলদুল' নামে একটি খচ্চর ছিল। আর তাঁর তরবারির নাম ছিল 'যুলফাকার'। তাঁর বর্মের নাম 'যুলফুযূল'। ইমাম বায়হাকী (র) আল হাকামের হাদীস থেকে ..... হযরত আলী (রা) সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী (র) বলেন, সুনান গ্রন্থে আমরা নবী (সা)-এর সেই ঘোড়াগুলির নামের বিবরণ দিয়েছি, যেগুলি সাঈদীদের কাছে ছিল। লায্‌যায আল-লাহীফ মতান্তরে আল-লাখীফ এবং আয্‌যরীর আর আবূ তালহার যে ঘোড়ায় তিনি আরোহণ করেছিলেন তার নাম ছিল 'আল-মানদূব'। তাঁর উটনীর নাম ছিল 'কাসওয়া', 'আয্‌বা', 'জাদ'আ'। তাঁর খচ্চর ছিল 'আশ-শাহ্‌বা' ও 'বায়যা'। বায়হাকী (র) বলেন, কোন বর্ণনায় এ কথা নেই যে, নবী করীম (সা) এসব রেখে ওফাত লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর খচ্চর 'আল-বায়যা' সম্পর্কে রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর যুদ্ধের হাতিয়ার (বর্ম -যা জনৈক য়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল) এবং ভূ-সম্পত্তি, যা তিনি সাদকা করে দিয়েছিলেন। আর তাঁর পরিধেয় কাপড়-চোপড়, খচ্চর এবং আংটি– যার বিবরণ বর্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) যাম'আ ইব্‌ন সালিহ্ সাহ্‌ল সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওফাত লাভ করেন তখন তাঁর একটি পশমী জুব্‌বা (পরিধেয়) বোনা হচ্ছিল। এ সনদটি বেশ উত্তম। হাফিয আবূ ইয়া'লা তাঁর 'মুসনাদে' রিওয়ায়াত করেছেন, মুজাহিদ ..... আনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তুলে নেয়া হল– আর তখন তাঁর জন্য একটি বস্ত্র বোনা হচ্ছিল। এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনার শাহিদ বা সমর্থক। আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী সা'দান ইব্‌ন নুসায়র ..... ফাতিমা বিনত হুসায়ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওফাতপ্রাপ্ত হন তখন তাঁর পরিধেয় দু'খানি চাদর তাঁতে বোনা হচ্ছিল। এই বর্ণনাটি 'মুরসাল'। আবুল কাসিম তাবারানী হাসান ইব্‌ন ইসহাক ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি তরবারি ছিল, যার বাঁট ও বাঁটের প্রান্ত ছিল রূপার। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'যুলফাকার'। এ ছাড়া 'আস্‌সাদাদ,' নমে একটি ধনুক 'আল-জামা' নামে একটি তুনীর, 'যাতুল ফুযূল' নামে তাম্রখচিত একটি বর্ম, 'আস্ সাগা' নামে একটি বল্লম, 'আয্-যাকান' নামে একটি ঢাল এবং 'আলমুজিয' নামে একটি সাদা ঢাল ছিল। আর ছিল 'আস সাকাব' নামে একটি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া এবং 'আদ্‌দাজ' নামে তার একটি জিন বা দুলদুল নামে ধূসর বর্ণের একটি খচ্চর, 'আল-কাসওয়া' নামক একটি উটনী, 'ইয়া'কূব' নামক একটি গাধা। তদ্রূপ তাঁর 'আলকার্' নামক একটি গালিচা, 'আন্‌নামির' নামে একখানা 'নামিরা' (বিছানার চাদর), 'আস্‌সাদির নামে চামড়ার একটি পানপাত্র, 'আল-মিরসা' নামক একটি আয়না, 'আলজাহ্' নামক একটি কাঁচি এবং আলমাম্‌শূক নামক একটি তরবারি ছিল।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, ইতিপূর্বে একাধিক সাহাবা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুকালে কোন দিরহাম-দীনার (টাকা কড়ি) কিংবা দাস-দাসী রেখে যাননি। তিনি রেখে গিয়েছিলেন একটি মাত্র মাদী খচ্চর এবং একখণ্ড ভূমি, যা তিনি সাদ্‌কারূপে নির্ধারিত করেছিলেন। এ বর্ণনার দাবি হল, নবী করীম (সা) আমাদের উল্লেখিত তাঁর সকল

দাস-দাসীকে আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং আমাদের উল্লেখিত ও অনুল্লোখিত সকল অস্ত্রশস্ত্র, গৃহপালিত পশু ও বাহন, গৃহসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী– যার উল্লেখ আমরা করেছি বা করিনি– সব দান করে ফেলেছিলেন। আর তার মাদী খচ্চরটি হল 'আশ্‌শাহ্‌বা' (ধূসর বর্ণ) এবং এটি 'বায়দাও' বটে। আল্লাহ্‌ই সমধিক অবগত। আর বায়দা হচ্ছে সেই খচ্চর, যা তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিস উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। উক্ত মুকাওকিসের আসল নাম হচ্ছে জুরায়জ ইব্‌ন মীনা। এটিই সেই বাহন, যার উপর আরোহণ করে হুনায়ন যুদ্ধের দিন শত্রুব্যূহ মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁর সম্মানিত নাম নিয়ে বীরত্ব ব্যঞ্জক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, এই খচ্চরটি নবী করীম (সা) এর ওফাতের পরও জীবিত ছিল এবং হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে ছিল। এরপর তা দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল, এমনকি এরপর তা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফরের কাছে ছিল। আর এটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তার জন্য যব একত্র করে খেতে দিতেন।

আর নবী করীম (সা)-এর গাধা ইয়া'কূব যাকে কখনো আদবের সাথে ক্ষুদ্রতা জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগে 'উফায়র'ও বলা হত, তিনি মাঝে মাঝে তাতে আরোহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের হাদীস থেকে ..... হযরত আলী (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উফায়র নামে একটি গাধায় আরোহণ করতেন। ..... ইব্‌ন মাসউদ সনদে আবূ ইয়া'লা আওন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ তা বর্ণনা করেছেন। একাধিক হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা) গাধায় আরোহণ করেছেন। বুখারী, মুসলিমে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একটি গাধায় আরোহণ করে একটি মজলিশ অতিক্রম করলেন-যেখানে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল; মুসলমান য়াহূদী এবং মূর্তি পূজারী মুশরিকদের দলের সাথে একত্রে অবস্থান করছিল। সেখানে পৌঁছে বাহন থেকে নেমে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা। আর এসময় তিনি অসুস্থ সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তখন (মুনাফিক) আবদুল্লাহ্‌ তাঁকে বলল, ওহে ব্যক্তি! আপনার কথার চেয়ে উত্তম কথা হতে পারে না, আর তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলেও তা বলে আপনি আমাদের মজলিসে ঝামেলা বাধাবেন না।

এ ঘটনা ছিল ইসলাম প্রবল হওয়ার পূর্বেকার। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে [রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর] বাহনের পায়ের (উৎক্ষিপ্ত) ধূলা যখন সকলকে আচ্ছন্ন করল তখন সে তার নাক ঢেকে বলল ঃ আপনার গাধার দুর্গন্ধ দ্বারা আমাদেরকে বিরক্ত করবেন না। তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গাধার দুর্গন্ধ তোমার ঘ্রাণের চাইতেও অধিকতর সুগন্ধিময়। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) আরো বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি ঐ আরোহণ নিয়ে আমাদের মজলিসে আসবেন; কেননা, আমরা তা পছন্দ করি। এই বাদানুবাদের ফলে উভয় গোত্রের মাঝে চরম উত্তেজনা দেখা দিল এবং তারা পরস্পর লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হতে উদ্যত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে শান্ত করলেন। এরপর তিনি সা'দ ইব্‌ন উবাদার কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়য়ের আচরণের অনুযোগ করলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তার প্রতি আপনাকে একটু কোমল হতে হবে। শপথ ঐ সত্তার, যিনি সত্যসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন, তাকে আমাদের রাজা রূপে বরণ করার জন্য আমরাতো তার রাজমাল্য প্রস্তুত করছিলাম। এরপর

আল্লাহ্ যখন সত্যের আবির্ভাব ঘটালেন, তখন আপনার প্রতি বিদ্বেষে তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, খয়বার অভিযান কালে নবী করীম (সা) কোন কোন দিন গাধায় আরোহণ করেছেন। এ বর্ণনাও এসেছে যে, একটি গাধায় হযরত মু'আযকেসহ আরোহীরূপে বসিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গের সব বিবরণ সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করলে পরিচ্ছেদের কলেবর বৃদ্ধি পেত। আল্লাহ্ সমধিক অবগত।

আর কাযী ইয়ায ইব্‌ন মূসা সাব্‌তী তাঁর গ্রন্থ 'আশ্-শিফাতে' তার পূর্বে ইমামুল হারামায়ন তাঁর 'আল-কাবীর ফী উসূলুদ্দীন' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা এই মর্মে যা উল্লেখ করেছেন যে, যিয়াদ ইব্‌ন শিহাব নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি গাধা ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন কোন সাহাবাকে ডেকে আনতে পাঠাতেন। তখন সে গিয়ে তাদের কারো বাড়ির দরজায় ঠক্ ঠক্ করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তলব করেছেন। এবং এই মর্মে যে গাধাটি নবী করীম (সা)-কে এ তথ্য দিয়েছিল যে, সে এমন সত্তরটি গাধার অধঃস্তন বংশধর, যাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন নবীর বাহন ছিল এবং এই মর্মে যে, নবী (সা)-এর ওফাত হলে গাধাটি এক কূপে পড়ে মারা যায়। এটি এমন এক হাদীস, যার সনদের আদৌ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হাদীস বিশারদদের অনেকেই যেমন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম ও তাঁর পিতা (র) প্রমুখসহ এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্‌যীকে একাধিকবার এই হাদীসখানি চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুনেছি। হাফিয আবূ নু'আয়ম তাঁর 'দালাইলুন নুবুওত' গ্রন্থে আবূ বক্‌র আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা আমবারীর বরাতে ..... মু'আয ইব্‌ন জাবাল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খয়বারে অবস্থানকালে নবী করীম (সা)-এর কাছে একটি কাল গাধা এসে দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি অমুকের পুত্র আমর, আমরা ছিলাম সাত ভাই, আমাদের সকলকেই নবীগণ বাহন বানিয়েছেন। আমি তাদের সকলের কনিষ্ঠ। আমি ছিলাম আপনার জন্য নির্ধারিত; কিন্তু জনৈক ইয়াহূদী আমার মালিকানা লাভ করে। আমি যখন আপনাকে স্মরণ করতাম তখন তাকে নিয়ে হোঁচট খেতাম তখন সে আমাকে ভীষণ প্রহার করত। তখন নবী করীম (সা) তাকে বললেন, তাহলে তুমি ইয়া'ফূর। এটিও একটি বিরল বর্ণনা।

পরিচ্ছেদ

এখন নবী চরিত্রের অবশিষ্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বর্ণনার সময়। আর তা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ

১. শামাইল অর্থাৎ নবী (সা)-এর অবয়ব-আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্র, ২. দালাইলুন-নুবুওয়াতের অনুকূলে যুক্তি-প্রমাণ ও পূর্বাভাস ইত্যাদি, ৩. ফাযাইল—নবী করীম (সা)-এর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী প্রসঙ্গ, ৪. খাসাইস বা তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গ। আল্লাহ্ সহায়, তিনিই ভরসা। পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই।

কিতাবুশ শামাইল ঃ রাসূল (সা)-এর দেহাবয়ব ও পবিত্র স্বভাব

অতীতে এবং সাম্প্রতিককালে লেখক-সংকলকগণ এ বিষয়ে বহু স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সংক্রান্ত সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক উপযোগিতা সম্পন্ন গ্রন্থখানি হল আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা আত্ তিরমিযী (র)-এর। এ বিষয়ে তিনি তার 'আশশামাইল' নামক প্রসিদ্ধ কিতাব স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করেছেন। আর আমাদের কাছে তার অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সংগ্রহসূত্র বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আমরা শামাইলে তার সংকলিত বিবরণের মুখ্য অংশ উল্লেখ করছি। উপরন্তু এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় আলোচনা করব, হাদীস ও ফিকাহবিদগণ যার অভাব বোধ না করে পারেন না। প্রথমে আমরা তাঁর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের আলোচনা করব। তারপর তাঁর বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করব। আর এই মুহূর্তে আমাদের বক্তব্য হল (সহায়রূপে) আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।

নবী করীম (সা)-এর দীপ্তিময় ও অনুপম সৌন্দর্যের বিবরণ

ইমাম বুখারী (র) আহমদ বিন সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ্ সূত্রে ..... আবূ ইসহাকের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা) লোকদের মাঝে সুন্দরতম চেহারা ও সর্বোত্তম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অতি দীর্ঘকায়ও নন কিংবা খর্বাকৃতিও নন। আবূ কুরায়ব সূত্রে ইমাম মুসলিমও এরূপই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বুখারী (র) জা'ফর ইব্‌ন উমরের সূত্রে বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ছিলেন মধ্যম আকৃতির, তাঁর দুই কাঁধের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল। তাঁর কেশ তাঁর উভয় কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে থাকত। আমি তাকে লাল বর্ণের জোড়া পোশাকে দেখেছি। তাঁর চাইতে অধিকতর সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখিনি। এ রিওয়ায়াতে য়ূসূফ ইব্‌ন আবূ ইসহাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর চুল পৌঁছত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত। ইমাম আহমদ ওয়াকী' সূত্রে ..... হযরত বারা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লাল জোড়া পোশাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে সুদর্শন কোন বাবরি চুলবিশিষ্ট লোক আমি দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ স্পর্শ করত আর তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল। তিনি দীর্ঘকায় নন, বেঁটেও নন। আর ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ ওকী' বর্ণিত হাদীস থেকে এ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ আসওদ ইব্‌ন আমির আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত বারা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলে লাল জোড়া পোশাকে আমি আল্লাহ্র রাসূলের চাইতে অধিকতর সুন্দর কাউকে দেখিনি। আর তাঁর বাবরি চুল তাঁর উভয় কাঁধ স্পর্শ করত। ইয়াহ্য়া ইব্‌ন আবূ বুকায়র বলেন, তাঁর উভয় কাঁধের কাছাকাছি পৌঁছত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি তাঁকে বারংবার এ হাদীস রিওয়ায়াত করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখনই তিনি হাসতেন। আর বুখারী এই হাদীসটি ইসরাইল সূত্রে 'পরিচ্ছদ' অধ্যায়ে, তিরমিযী 'শামাইল' অধ্যায়ে এবং নাসাঈ 'সাজসজ্জা' অধ্যায়ে।

বুখারী আবূ নু'আয়ম ..... আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। বারা ইব্‌ন 'আযিবকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল কি তরবারির মত ছিল? তিনি বললেন, না, বরং চন্দ্রের মত। আর ইমাম তিরমিযী তা রিওয়ায়াত করেছেন যুহায়র ইব্‌ন মু'আবিয়া আল কূফী ..... বারা' ইব্‌ন 'আযিব সূত্রে এই সনদে। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, এটি হাসান-সহীহ হাদীস। হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী 'আদ্-দালাইল' গ্রন্থে আবুল হাসান ইব্‌ন ফযল ..... সাম্মাক সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাম্মাক) জাবির ইব্‌ন সামুরাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল কি তরবারির ন্যায় (লম্বাটে) ছিল? তিনি বললেন, না; বরং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় গোলাকার ছিল। মুসলিমও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... সামুরা সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক সূত্রে সাম্মাকের বরাতে ইমাম আহমদ তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাম্মাক) জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুলের এবং দাড়ির অগ্রভাগে পাক ধরে ছিল। যখন তিনি তেল মেখে তা আঁচড়ে নিতেন তখন আর তা প্রকাশ পেত না। তবে এলোমেলো হলে তা প্রকাশ পেতো। তিনি ছিলেন ঘন চুল ও দাড়ির অধিকারী। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, তাঁর মুখমণ্ডল কি তরবারির মত? তিনি বললেন, না; বরং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় গোলাকার। তিনি বলেন, আমি তাঁর কাঁধের কাছে নুবুওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম, যা ছিল কবুতরের ডিম আকৃতির এবং তাঁর গাত্রবর্ণের সদৃশ।

হাফিয বায়হাকী ফকীহ আবূ তাহির ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক মেঘমুক্ত নির্মল চাঁদনী রাতে লাল বর্ণের জোড়া পোশোকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম। তখন আমি (তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে) একবার তার দিকে একবার চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম, আর আমার কাছে তাকে চাঁদের চাইতেও সুন্দরতর মনে হচ্ছিল। তিরমিযী ও নাসাঈ উভয়ে হাদীসখানি হান্নাদ ইব্‌ন সারী ..... আশ'আছ সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর নাসাঈ মন্তব্য করেছেন, আশ'আছ দুর্বল রাবী, তিনি বিভ্রমের শিকার হয়েছেন। সাঠিক সনদ হল আবূ ইসহাক বর্ণনা করেছেন বারা থেকে। তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি 'হাসান' স্তরের। আশআছ ইব্‌ন সাওয়ার ব্যতীত আমাদের এই হাদীসের কোন সূত্র জানা নেই। আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত বারার বরাতে আবূ ইসহাকের হাদীসটি বিশুদ্ধতর, নাকি হযরত জাবিরের বরাতে? তখন তিনি উভয় হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মত দিলেন। আর সহীহ্ বুখারীতে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে তাওবা সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (কা'ব) বলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল এমন উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হত, যেন তা চাঁদের টুকরো। ইতিপূর্বে পূর্ণ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। য়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... আবূ ইসহাক হামাদানীর বরাতে আর তিনি জনৈকা হামাদানী মহিলার বরাতে যার নাম আবূ ইসহাক উল্লেখ করেছেন, বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ পালন করেছি। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি নিজের একটি উটে আরোহণ করে কা'বাঘর তাওয়াফ করছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটি বাঁকা লাঠি আর তাঁর পরণে দু'খানি লাল চাদর, লাঠিটি (উচ্চতায়) তার কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছিল। তিনি যখন হাজারে আসওয়াদ অতিক্রম করছিলেন, তখন লাঠি দ্বারা তা স্পর্শ করছিলেন। এরপর লাঠিটি উঁচিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তাতে চুমু খাচ্ছিলেন।

আবূ ইসহাক বলেন, আমি (মহিলাটিকে) বললাম, আপনি কি উপমা দ্বারা তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে পারেন? তিনি বললেন, (হাঁ) পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, এর আগে বা পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের পৌত্র আবূ উবায়দা ইব্ন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রুবায়্যি বিন্ত মুআব্বিযকে আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর (দৈহিক সৌন্দর্যের) বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, বাছা, তুমি তাঁকে দেখলে উদয়কালীন সূর্য দেখতে। বায়হাকী তাঁর সনদে হাদীসখানি য়া'কূব ইব্ন মুহাম্মদ আয্ যুহরী এর হাদীস সংগ্রহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য হল-তখন মহিলাটি বললেন, যদি তুমি তাঁকে দেখতে তাহলে বলতে, উদীয়মান সূর্য। আর বুখারী-মুসলিমে যুহরী ..... আইশার সনদে প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আনন্দিত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসলেন, তখন আনন্দে তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো চমকাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গাত্রবর্ণের বিবরণ

বুখারী ইয়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র ..... রাবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর দেহাবয়ব ও সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে শুনেছি। তিনি (আনাস) বলেন, তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির মানুষ– না দীর্ঘকায়, না খর্বাকৃতি। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল না উজ্জ্বল ফ্যাকাশে আর না তা বাদামী বা শ্যামলা বর্ণ। আর তাঁর মাথার চুল না অতি কোঁকড়ানো আর না তা অতি সরল-সোজা। চল্লিশ বছর বয়সে তার প্রতি ওহী নাযিল হয়। এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন ও তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকে। তারপর মদীনায় দশ বছর। তখনও তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা (পাকা) চুল ছিল না। রাবী'আ বলেন, পরে আমি তাঁর একটি চুল দেখলাম, আর তা লাল দেখলাম। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হল, সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে। তারপর বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাবী'আ (ইব্ন আবদুর রহমান) তাঁকে (আনাসকে) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতি দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না, অতিরিক্ত সাদাও ছিল না আবার শ্যামলাও ছিল না। তাঁর মাথার চুল অতি কোঁকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছরের মাথায় আল্লাহ্ তাঁকে নুবুওয়াত দান করেন। তারপর তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে ওফাত দান করেন; অথচ তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না। মুসলিম ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া মালিক সূত্রে হাদীসটি এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপ তিনি তা কুতায়বা, ইয়াহয়া ইব্ন আয়্যূব এবং আলী ইব্ন হাজার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী ও নাসাঈ উভয়ে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন কুতায়বা সূত্রে ঐ সনদে। আর তিরমিযী হাদীসখানি হাসান-সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। হাফিয বায়হাকী বলেন, হযরত আনাস থেকে ছাবিত তা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী। তিনি (বায়হাকী) আরও বলেন, হুমায়দ তা আমাদের অনুরূপ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি তার সনদে ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সূত্রে ..... আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর গাত্রবর্ণ ছিল উজ্জ্বল বাদামী বা শ্যামলা ফর্সা। হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার একইভাবে এই হাদীসখানি

আলী (রা) ..... হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আল বায্যার) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দীর্ঘকায়ও ছিলেন না আবার খর্বাকৃতিও ছিলেন না। তিনি যখন হাঁটতেন সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল (উজ্জ্বল) বাদামী বর্ণ। এ হাদীস বর্ণনা করে বায্যার বলেন, হুমায়দ সূত্রে খালিদ ও আবদুল ওয়াহ্হাব ব্যতীত অন্য কেউ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তারপর বায়হাকী আবুল হুসায়ন ইব্‌ন বুশরান ..... হুমায়দ সূত্রে বলেন যে, তিনি বললেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি– এরপর তিনি নবী করীম (সা)-এর দেহাকৃতি ও সৌন্দর্য বিষয়ক হাদীস উল্লেখ করে বললেন, তিনি ছিলেন বাদামী ফর্সা বর্ণের। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এই বর্ণনাধারাটি তার পূর্বেরটির তুলনায় উত্তম। আর এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলে যে বাদামী বা তামাটে বর্ণের ছাপ ছিল, তা তাঁর অধিক সফর ও রৌদ্রক্লিষ্ট হওয়ার কারণে। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত। ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ফাসাবী ..... আবূ তুফায়লের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আবূ তুফায়ল) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে দেখেছি। আর আজ আমি ব্যতীত তাঁকে দেখেছেন এমন আর কেউ বেঁচে নেই। তখন আমরা তাঁকে বললাম, আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ গঠন ও সৌন্দর্যের বিবরণ দিন। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন ফর্সা লাবণ্যময় মুখমণ্ডলের অধিকারী। মুসলিম সাঈদ ইব্‌ন মানসূর সূত্রে এ সনদে তা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবূ দাউদ ও সাঈদ ইব্‌ন ইয়াস আল জারীরীর হাদীস থেকে আবুত তুফায়ল আমির ইব্‌ন ওয়াছিলা লায়ছীর বরাতে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন ফর্সা ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। যখন তিনি হাঁটতেন তখন মনে হত যেন ঢালু (উঁচু) ভূমি থেকে অবতরণ করছেন।

এই ভাষ্য আবূ দাউদের। ইমাম আহমদ, যায়দ ইব্‌ন হারূন আল জারীরীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ বলেছেন, আমি আবূ তুফায়লের সাথে তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমি ব্যতীত এমন কেউ বেঁচে নেই, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছে। আমি বললাম, আপনি কি সত্যিই তাঁকে দেখেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। যায়দ বলেন, আমি তখন বললাম, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন ? তিনি বললেন, তিনি ছিলেন ফর্সা লাবণ্যময় ও মধ্যম দেহাবয়বের অধিকারী। আর তিরমিযী তা বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান ইব্‌ন ওকী' ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্শার সূত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন থেকে। বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয .... আবূ জুহায়ফা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফর্সা দেখেছি, তখন তাঁর বার্ধক্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) দেখতে তারই মত ছিলেন। তারপর তিনি বলেন, ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা থেকে এবং বুখারী আমর ইব্‌ন আলী মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসটির মূল ভাষ্য হচ্ছে সহীহায়নে উল্লেখিত ভাষ্যের অনুরূপ। কিন্তু তার শব্দমালা ভিন্ন। যেমনটি শীঘ্রই আসছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যুহরী ..... সুরাকা ইব্‌ন মালিক থেকে, তিনি বলেন (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম, আমি যখন তাঁর নিকটবর্তী হলাম, আর তিনি তার উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন– তখন আমি তাঁর পায়ের গোছার দিকে তাকাতে লাগলাম, যেন তা খেজুর বৃক্ষের নব মঞ্জরী। ইব্‌ন ইসহাকের বরাতে ইউনুসের বর্ণনার ভাষ্য হল— আল্লাহ্র শপথ! আমি যেন রেকাবীতে এখনও তার পায়ের গোছা দেখতে পাচ্ছি, যেন তা খেজুর বৃক্ষের

নব মঞ্জরী। আমি (গ্রন্থকার) বলি, শুভ্রতার প্রাঞ্জল্য যেন তা সদ্য উদ্গত খেজুর মঞ্জরী। ইমাম আহমদ সুফিয়ান ইব্ন ইয়ায়নার সূত্রে ..... বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, যার নাম ছিল মিহ্‌রাশ বা মিখরাশ— যে, নবী করীম (সা) রাত্রিকালে 'জি'রানা' থেকে বের হয়ে এসে উমরা করলেন। অতঃপর ফিরে এসে সেখানে রাত্রি যাপনকারীর ন্যায় সকাল করলেন। তখন আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যেন তা ছাঁচে ঢালাইকৃত রূপার পাত। এই হাদীসখানি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এভাবেই ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে তা বর্ণনা করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম..... সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়ব ও দেহ সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন, তিনি অতি ফর্সা ছিলেন। এই সনদটি 'হাসান' শ্রেণীর। তবে সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণ তা বর্ণনা করেননি।

ইমাম আহমদ, হাসান ..... আবূ হুরায়রার মাওলা আবূ ইউনুস সুলায়মান ইব্ন জুবায়র এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে সুন্দরতর কিছু আমি দেখিনি। তিনি এমন ছিলেন, যেন সূর্যকিরণ তাঁর কপালে প্রবাহিত হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে দ্রুতগতিতে কাউতে আমি হাঁটতে দেখিনি। ভূমি (পথের দূরত্ব) যেন তাঁর জন্যে গুটিয়ে ভাজ করে (সংক্ষিপ্ত) দেয়া হত। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করতাম অথচ তিনি অবলীলায় অগ্রসর হতেন। তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। কুতায়বার সূত্রে ঐ সনদে তিনি বলেন ..... যেন তাঁর মুখমণ্ডলে সূর্যের দীপ্তি প্রবাহিত হত। আর তিনি মন্তব্য করেন, হাদীসখানি গরীব পর্যায়ের। আর বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারকের হাদীস থেকে ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর মুখমণ্ডলে যেন সূর্যের দীপ্তি প্রবাহিত হত। তদ্রূপ ইব্ন আসাকির হারমালার হাদীস থেকে ..... হযরত আবূ হুরায়রার বরাতে হুবহু উক্ত বর্ণনায় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন।

বায়হাকী আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান ..... হযরত আলী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গাত্রবর্ণ ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। আর আবূ দাউদ তায়ালিসী, মাসউদীর বরাতে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল ছিল লালাভ ফর্সা (সাদা)। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান ..... নাফি' ইব্ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (নাফি) বলেন, হযরত আলী আমাদেরকে নবী করীম (সা)-এর দেহাবয়ব ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বললেন, তিনি ছিলেন লালাভ সাদা গাত্রবর্ণের অধিকারী। আল-মাসউদীর হাদীস থেকে তিরমিযী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, এটা সহীহ্ হাদীস। বায়হাকী বলেন, অন্য একটি সূত্রেও হযরত আলী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমি (গ্রন্থকার) বলি, ইব্ন জুরায়জ সালিহ ইব্ন সাঈদ সূত্রে হযরত আলী থেকে তা বর্ণনা করেন। বায়হাকী বলেন, (রিওয়ায়াতসমূহের আপাত বিরোধ নিরসনে) বলা হয়, তাঁর শরীরে সূর্য কিরণ ও বায়ু লাগা উন্মুক্ত অংশ ছিল লালাভ সাদা, আর কাপড়ে আবৃত অংশ ছিল উজ্জ্বল শুভ্র।

রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল ও সৌন্দর্যের বিবরণ

তাঁর দাঁত, কপাল, ভুরু, চোখ ও নাকের গঠন-সৌন্দর্যের বর্ণনা

এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আবুত তুফায়লের উক্তি উল্লেখিত হয়েছে– "তিনি ছিলেন ফর্সা ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী।" হযরত আনাসের উক্তি—"তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের অধিকারী।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা তরবারির মত উজ্জ্বল ও লম্বাকৃতি ছিল কিনা? এ প্রশ্নের জবাবে বারা' (রা)-এর উক্তি, না; বরং চাঁদের ন্যায় গোলাকার। অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর উক্তি, না বরং চন্দ্র সূর্যের মত গোলাকার। রুবায়্য বিনত মুআব্বিয (রা)-এর উক্তি—"তুমি তাঁকে দেখলে বলতে, উদীয়মান সূর্য" এবং অন্য রিওয়ায়াতে "দেখতে পেতে উদীয়মান সূর্য"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হজ্জ সমাপণকারী হামাদানী মহিলা সাহাবীকে জিজ্ঞাসার জবাবে আবূ ইসহাক আস্-সুবায়ঈকে বলা তার উক্তি—"তিনি ছিলেন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত। তার আগে বা তারপরে তাঁর তুল্য কাউকে আমি দেখিনি।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "সূর্য (কিরণ) যেন তার মুখমণ্ডলে প্রবহমান।" অন্য রিওয়ায়াতে "তাঁর কপালে।" ইমাম আহমদ আফ্ফান ও হাসান ইব্ন মূসা সূত্রে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন বিশাল মাথা, ডাগর চক্ষুযুগল ও প্রশস্ত ভ্রূযুগলের অধিকারী। তাঁর দুচোখ ছিল লাল আভা মিশ্রিত, দাড়ি ছিল ঘন, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল ফর্সা আর তাঁর হাতের তালুদ্বয় ও পা দু'টি ছিল ভরাট ও বড় বড়। যখন তিনি হাঁটতেন তখন মনে হত তিনি যেন ঢালু ভূমিতে (নিচের দিকে) হাঁটছেন। যখন তিনি কোন দিকে ঘুরে তাকাতেন তখন সম্পূর্ণ ঘুরে তাকাতেন।" এটি আহমদের একক বর্ণনা। আবূ ইয়া'লা যাকারিয়্যা ও ইয়াহইয়া আল-ওয়াসিতী ..... হযরত আলী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর দেহাবয়ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, "তিনি বেঁটেও ছিলেন না, অতি দীর্ঘকায়ও না। আধা-কোঁকড়ানা সুন্দর চুলের অধিকারী, চেহারায় রক্তিম আভা মিশ্রিত পুষ্ট অঙ্গসন্ধি, মাংসল গোড়ালী ও পদযুগল, বিশাল মাথা, বুকের মাঝে প্রলম্বিত কেশরেখা-এর অধিকারী, তাঁর পূর্বে বা পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। হাঁটার সময় পা তুলে তুলে হাঁটতেন যেন তিনি ঢালু ভূমি থেকে নামছেন।"

মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ওয়াকিদীর বরাত দিয়ে হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আলী) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ইয়ামানে পাঠালেন। একদিন আমি (সেখানে) লোকদের সম্বোধন করে কথা বলছিলাম। আর তখন জনৈক ইয়াহূদী পুরোহিত দাঁড়িয়ে তার হাতের ধর্মগ্রন্থে নজর রাখছিল। এরপর সে যখন আমাকে দেখল তখন বলল, আমাদেরকে আবুল কাসিম (সা)-এর দেহাবয়রের বর্ণনা দিন। তখন আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেঁটে নন, অতি দীর্ঘায়তও নন, তাঁর চুল অতি কোঁকড়ানোও নয়, আবার অতি সোজাও নয়। তিনি আধা-কোঁকড়ানো ও কাল চুলের অধিকারী, তাঁর মাথা বিশাল, গাত্র বর্ণ লাল আভা মিশ্রিত, পরিপুষ্ট অঙ্গসন্ধি, হস্তদ্বয় ও পদযুগলের তালু মাংসল ও কোমল, বুক থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশরেখার অধিকারী, তাঁর চোখের পাতায় ঘন পালক, ভ্রূযুগল সংযুক্তপ্রায়, কপাল প্রশস্ত ও মসৃণ, উভয় কাঁধের মাঝে প্রশস্ত দূরত্ব। যখন তিনি হাঁটেন তখন পা তুলে তুলে হাঁটতেন যেন নিচের নিকে নেমে যাচ্ছেন। তাঁর পূর্বেও আমি তাঁর মত কাউকে দেখিনি তাঁর

—৫

পরেও না। আলী (রা) বলেন, এরপর আমি চুপ হলে ইয়াহূদী পুরোহিত আমাকে বলল, আর কি? আলী বলেন, (তখন আমি বললাম) "এখন আমার এতটুকুই স্মরণ হচ্ছে।" তখন ইয়াহূদী পুরোহিতটি বলল, তাঁর দু'চোখে লাল আভা রয়েছে, তিনি সুন্দর দাড়ি, সুন্দর মুখ এবং পূর্ণ কর্ণদ্বয়ের অধিকারী, পূর্ণদেহে সামনে তাকান এবং পূর্ণদেহে পিছনে তাকান (অর্থাৎ আড় চোখে তাকান না)। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, এগুলিও তাঁর বৈশিষ্ট্য। ইয়াহূদী পুরোহিত বলল, আর কি জানেন ? আলী বললেন, তা কি? পুরোহিতটি বলল, তাঁর মাঝে রয়েছে সম্মুখে ঝোঁক। আলী বললেন, এটাই তো আমি আপনাকে বললাম, যেন তিনি ঢালু ভূমি থেকে নামেন। পুরোহিতটি বলল, আমার পূর্ব পুরুষদের গ্রন্থসমূহে আমি এই বিবরণ পাই। এছাড়া আমরা আরো পাই যে, তিনি আল্লাহ্র হারামে—সম্মানিত স্থানে, নিরাপত্তাস্থলে ও তাঁর পবিত্র ঘরের স্থানে প্রেরিত হবেন। তারপর তিনি এমন হারামে (ভূখণ্ডে) হিজরত করবেন, যাকে তিনি নিজে 'হারাম' (সম্মানিত) ঘোষণা করবেন এবং তার জন্যও আল্লাহ্ ঘোষিত হারামের ন্যায় মর্যাদা সূচিত হবে। আমরা আরো পাই যে, তাঁর সাহায্যকারী আনসারগণ হবেন খর্জুর বীথির অধিকারী উমর ইব্ন আমিরের বংশধর একগোত্র। আর তাদের পূর্বে সেখানকার বাসিন্দা হল ইয়াহূদীরা। আলী বললেন, তিনিই তিনি এবং তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন সেই ইয়াহূদী পুরোহিতটি বলল, এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী এবং সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল। এ সাক্ষ্য ও বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকব এবং মৃত্যুবরণ করব এবং এ বিশ্বাস নিয়েই ইনশাআল্লাহ্ পুনরুত্থিত হব।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে সেই ইয়াহূদী পুরোহিত হযরত আলীর কাছে আসতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অবহিত করতেন। এরপর হযরত আলী এবং ঐ পুরোহিত সেখান থেকে চলে আসলেন এবং লোকটি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করলেন। আর এ সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান রাখতেন এবং তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল একথা স্বীকার করতেন। আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিবের বরাতে বিভিন্ন সূত্রে এই বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ শীঘ্রই আসছে।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সাঈদ ইব্ন মনসূর ..... উমর ইব্ন আলী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করা হল বা বলা হল, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়বের বর্ণনা দিন! তখন তিনি বললেন, তিনি গোলাকৃতি চেহারার এবং ফর্সা ছিলেন। আর তাঁর মাঝে লালাভ আভা মিশ্রিত ছিল। তার চোখের মণি ছিল কাল এবং প্রশস্ত আর পাঁপড়ি ছিল ঘন। এছাড়া ইয়া'কূব আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা এবং সাঈদ ইব্ন মনসূর ..... হযরত আলীর কোন বংশধরের বরাতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আলী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়বের বর্ণনা দিতেন তখন বলতেন, তাঁর মুখাবয়ব ছিল গোলাকার, তিনি ছিলেন ফর্সা ডাগর চক্ষু ও ঘন পাপড়ির অধিকারী। বিশিষ্ট আরবী অভিধান প্রণেতা আল-জাওহারী বলেন, চোখের ক্ষেত্রে اَلدَّعْجُ (যা হাদীসে বিদ্যমান) হল চোখের ঘন কৃষ্ণ ও প্রশস্ত হওয়া। আর আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী শু'বার সূত্রে ..... সাম্মাক থেকে বর্ণনা করেন (তিনি বলেন), আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন চোখের কাল অংশে লাল আভা মিশ্রিত অ-মাংসল গোড়ালি এবং প্রশস্ত মুখের অধিকারী। শু'বার সূত্রে আবূ দাউদের বর্ণিত রিওয়ায়াতে এমনই এসেছে।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, এই হাদীসখানি ইমাম মুসলিম, আবূ মূসা ও বুনদার সূত্রে ..... শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি পূর্ববর্তী রিওয়ায়াত أَشْهَلُ الْعَيْنَيْنِ -এর স্থলে أَكْشَلُ الْعَيْنَيْنِ বলেছেন, এরপর তিনি হাদীসখানি 'হাসান সহীহ্' বলে মন্তব্য করেছেন। আর সহীহ্ মুসলিমে شُكْلَةُ الْعَيْنَيْنِ -এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে আয়ত লোচন। আসলে এটা হচ্ছে কোন কোন রাবীর নিজস্ব বক্তব্য। তবে আবূ উবায়দের ব্যাখ্যা— তাহলো চোখের সাদা অংশের মাঝে লাল আভা। এটাই প্রসিদ্ধতর ও সঠিক ব্যাখ্যা। আর তা শক্তি ও সাহসের এবং শৌর্য-বীর্যের প্রমাণবহ। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়বের বর্ণনা দিতে শুনেছেন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন প্রশস্ত কপাল ও ঘন পাপড়ির অধিকারী। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান আবূ গাস্সান সূত্রে .... হাসান ইব্ন আলী থেকে তাঁর জনৈক খালুর বরাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন প্রশস্ত ললাটের অধিকারী, তার ভ্রূদ্বয় ছিল ধনুকের ন্যায় বাঁকানো সরু ও দীর্ঘ, তবে অসংযুক্ত, এ দুয়ের মঝে একটি শিরা ছিল যা রাগের সময় ফুলে উঠত। নাকের ডগার মধ্যভাগ উঁচু এবং ছিদ্রদ্বয় সংকীর্ণ, তাঁর উপর জ্যোতির আভা বিকীর্ণ হলে অগভীর দৃষ্টির দর্শক তাকে উঁচু নাক ভাবত, গণ্ডদ্বয় স্বাভাবিক সমতল, মুখ প্রশস্ত, দাঁতসমূহ সুদৃশ্য সুবিন্যস্ত ও সুষম ফাঁক বিশিষ্ট।

এ ছাড়া ইয়াকূব ইবরাহীম ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনের দাঁতদ্বয়ের মাঝে (সুষম) ফাঁক ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তাঁর সামনের দন্তদ্বয়ের মধ্যে আলোর দ্যুতির ন্যায় দ্যুতি দৃশ্যমান হত। তিরমিযী তা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে ঐ সনদে। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান .... সামুরার সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকাতাম তখন বলতাম (ভাবতাম) তিনি দু'চোখে সুরমা লাগিয়েছেন, অথচ সুরমা লাগাননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের গোছাদ্বয় সরু ছিল। আর যখনই তিনি হাসতেন মৃদু হাসতেন। ইমাম আহমদ ওকী' ..... আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খর্বকায় কিংবা (অতি) দীর্ঘকায় ছিলেন না, পুষ্ট মাথা ও মোটা দাড়ির অধিকারী, তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু এবং অস্থি সন্ধিসমূহ ভরাট ও মাংসল ছিল। তাঁর চেহারায় লাল আভা মিশ্রিত বুকের নিচ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশরেখা ছিল। হাঁটার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন কোন শিলাখণ্ড থেকে নামছেন। তাঁর পূর্বে বা পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। ইব্ন আসাকির বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাঊদ আল খুরায়বীও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন (পূর্ববর্তী সনদের) 'মুজাম্মি' সূত্রে। তবে তিনি রাবী ইব্ন ইমরান ও আলীর মাঝে একজন নামহীন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিয়েছেন। জনৈক আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি কূফার মসজিদে তরবারির সংযুক্ত ফিতা দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসেছিলেন। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন ফর্সা রঙের, লাল আভা মিশ্রিত, ডাগর কাল চোখ বিশিষ্ট, ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, বুকে সূক্ষ্ম পশমের রেখা, সমতল গণ্ডদেশ এবং ঘন দাড়ির অধিকারী এবং বাবরি চুলওয়ালা। তাঁর ঘাড় যেন রূপার জগ, তাঁর বুকের নিচ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশরেখা খেজুর শাখার ন্যায়, তাঁর পেটে বা বুকে এছাড়া কোন পশম ছিল না। হাত ও পায়ের তালু কোমল ও

মাংসল। যখন তিনি হাঁটতেন মনে হত ঢালু ভূমি থেকে নামছেন, যেন তিনি শিলাখণ্ড থেকে নামছেন। কোন দিকে ঘুরে তাকালে পূর্ণ দেহে ঘুরে তাকাতেন। তিনি দীর্ঘকায় নন আবার খর্বকায়ও নন, দুর্বল অসহায় নন। তাঁর মুখমণ্ডলের ঘাম যেন মুক্তাবিন্দু আর তাঁর ঘামের ঘ্রাণ সুগন্ধি মিশ্‌কের চাইতেও অধিকতর সুঘ্রাণযুক্ত। তাঁর পূর্বে বা পরে আমি তাঁর সাথে তুল্য কাউকে দেখিনি।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান সাঈদ ইব্‌ন মনসূর ..... ইউসুফ ইব্‌ন মাযিন থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিন। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন লাল আভা মিশ্রিত ফর্সা চেহারা, বিশাল খুলি; উজ্জ্বল ফর্সা বর্ণ, বিযুক্ত ভ্রূদ্বয় এবং দীর্ঘ পাপড়ির অধিকারী। ইমাম আহমদ আসওয়াদ ইব্‌ন আমির সূত্রে ..... হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন বিশাল খুলির অধিকারী। তাঁর গাত্র বর্ণ ছিল লাল আভা মিশ্রিত, হাত ও পায়ের তালু কোমল ও মাংসল, দাড়ি বিশাল, বুকের নিচ থেকে নাভি পর্যন্ত দীর্ঘকায় কেশরেখা এবং গ্রন্থি জোড়াসমূহ বিশাল। ঢালু ভূমিতে হাঁটার ন্যায় সামনে ঝুঁকে হাঁটতেন, খর্বকায় নন, দীর্ঘকায়ও নন। তাঁর পূর্বে বা পরে আমি তাঁর মত কাউকে দেখিনি। হযরত আলী থেকে এই হাদীসের অনেক সমর্থক (শাহিদ) রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া হযরত উমর থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদী বুকায়র ইব্‌ন মিস্‌মার সূত্রে যিয়াদ ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি খিযাব ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, না তিনি তা করেননি এবং তার ইচ্ছাও করেননি। তাঁর বার্ধক্য প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর চিবুকের নীচের ক্ষুদ্র দাড়িতে এবং মাথার অগ্রভাগে। যদি আমি তাঁর সাদা দাড়ি ও চুল গণনা করতে চাইতাম তাহলে অবশ্যই তা গণনা করতে পারতাম। আমি বললাম, আর তাঁর দেহাবয়বের বিবরণ কি ? তিনি বললেন, তিনি ছিলেন এমন এক পুরুষ, যিনি অতি লম্বা নন, বেঁটেও নন, অতি শুভ্রও নন, শ্যামলাও নন, তাঁর চুল একেবারে সোজাও নয়, আবার অতি কোঁকড়ানোও নয়, তাঁর দাড়ি ছিল মানানসই, কপাল মসৃণ ও রক্তিমাভা মিশ্রিত, আঙ্গুলসমূহ কোমল ও মাংসল, মাথার চুল ও দাড়ি ঘন কাল।

হাফিয আবূ নু'আয়ম আল-ইস্ফাহানী আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে যে বিষয় আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি, তা হল আমার কয়েকজন চাচা সম্পর্কীয়দের সাথে মক্কায় আগমন করলাম, তখন লোকেরা আমাদেরকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে দেখিয়ে দিল। আমরা তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় তিনি যমযমের কাছে বসা ছিলেন, তখন আমরা গিয়ে তার কাছে বসলাম। আমরা তার কাছে বসা ছিলাম, হঠাৎ 'বাবুস সাফা' (সাফা তোরণ) দিয়ে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যাঁর গাত্রবর্ণ ছিল লাল আভা মিশ্রিত ফর্সা, তাঁর অর্ধকান পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল ঈষৎ কোঁকড়ানো বাবরি চুল, তীক্ষ্ণ উঁচু নাক, সামনের দাঁতগুলি দ্যুতিময়, উজ্জ্বল কান, ডাগর চক্ষুদ্বয়, ঘন দাড়ি, বুকের নীচ থেকে নাভির দিকে সরু পশমের রেখা, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের তালু মাংসল ও কোমল। তিনি দুটি সাদা কাপড় পরিহিত ছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি যেন পূর্ণিমার রাত্রের পূর্ণ চন্দ্র। এরপর তিনি (ইব্‌ন মাসঊদ) সম্পূর্ণ হাদীস এবং নবী করীম (সা)-এর বায়তুল্লার তাওয়াফ এবং সেখানে হযরত খাদীজা ও আলীসহ তার

নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আব্বাস (রা)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ইনি হলেন আমার ভাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্। তাঁর দাবি হল আল্লাহ্ তাকে মানুষের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন।

ইমাম আহমদ জা'ফর সূত্রে ..... ইয়াযীদ ফারিসী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাসের জীবদ্দশায় (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আর ইয়াযীদ মুসহাফ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অনুলিপি লিখতেন। ইয়াযীদ বলেন, তখন আমি ইব্ন আব্বাসকে বললাম, স্বপ্নে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি। ইব্ন আব্বাস বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন—

اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يَتَشَبَّهُ بِىْ فَمَنْ رَانِىْ فَقَدْ رَانِىْ

শয়তান আমার আকৃতি (ছুরত) ধারণ করতে পারে না। সুতরাং স্বপ্নে যে আমাকে দেখেছে সে প্রকৃত আমাকেই দেখেছে (অন্য কাউকে নয়)। তুমি কি আমাদের কাছে তোমার স্বপ্নে দেখ। এই ব্যক্তির দৈহিক গঠনের বিবরণ দিতে পার ? সে বলল, হাঁ! আমি দুই ব্যক্তির মধ্যে অবস্থানরত এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যার দেহ বর্ণ হল শ্যামলা, হাসি সুন্দর, সুরমা রাঙা চোখ, মুখাবয়ব সুন্দর, তাঁর দাড়ি পূর্ণ করে রেখেছে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত। এমনকি তা তাঁর বুক ভরে ফেলার উপক্রম করেছে। আওফ বলেন, এর সাথে আর কী কী বর্ণনা ছিল, তা আমি জানি না। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন আব্বাস বলেন, জাগ্রত অবস্থায় তুমি তাঁকে দেখলেও এর চেয়ে বেশি কিছু বর্ণনা করতে পারতে না। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্ যুহালী আবদুর রাজ্জাক ..... যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একবার) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ-গঠনের বিবরণ জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি বললেন, তিনি সর্বোত্তম ও সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির চেয়ে একটু দীর্ঘকায়, দুই কাঁধের মাঝে বেশ দূরত্ব সম্পন্ন প্রশস্ত ও মসৃণ গণ্ডের অধিকারী, ঘন কাল চুল, সুরমা রাঙা চোখ, পাপড়িপূর্ণ চোখের পলক, পা দিয়ে যখন ভূমি মাড়াতেন তখন গোটা পায়ের তালু দ্বারা মাড়াতেন, পায়ের তালুতে তেমন কোন শূন্যস্থান ছিল না। তিনি যখন তাঁর পরিধেয় চাদর কাঁধের উপর রাখতেন, তখন মনে হত তা ঢালাইকৃত রূপা। তিনি যখন হাসতেন, তখন তাঁর হাসির দ্যুতিময় আভা ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর আগে বা পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া এ হাদীসখানি অন্য একটি অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) সনদে বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম .... হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে তিনি পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতটির ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আয্ যুহ্লী ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায় ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহকে যেন রূপা ঢালাই করে তৈরি করা হয়েছিল। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত উদর, উভয় কাধের মধ্যে বেশ ব্যবধান ছিল এবং জোড়ার হাড় বেশ মোটা ছিল। গোটা পায়ের পাতা দিয়ে ভূমি মাড়াতেন। সামনে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে দেখতেন অনুরূপ পিছে ফিরে তাকালে গোটা দেহ ফিরিয়ে তাকাতেন।

আবদুল মালিক ..... হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে ওয়াকিদী হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন কোমল ও মাংসল (ভরাট) হাত-পায়ের

তালুর অধিকারী, বিশাল দুই পায়ের গোছা, দুই বাহু ও দুই কাঁধ এবং উভয় কাঁধের মাঝে বেশ দূরত্ব, প্রশস্ত বক্ষ, ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, পাঁপড়িপূর্ণ চোখের পলক, সুন্দর মুখ ও দাড়ি, পরিপূর্ণ কর্ণদ্বয়, মধ্যম আকৃতির পুরুষ, অতি লম্বাও নন, বেঁটেও নন, সুন্দরতম গাত্রবর্ণ, সর্ব শরীরে সামনে তাকাতেন এবং সর্ব শরীরে পিছু হটতেন। আমি আগে বা পরে তাঁর মত কাউকে দেখিনি এবং তাঁর মত কারো কথা শুনিনি। হাফিয আবূ বকর আল বায়হাকী আবূ আবদুর রহমান সূত্রে ..... জনৈক বর্ণনাকারীর বরাত দিয়ে বলেন, আমার দাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন, আমি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীস স্মরণ করছিলাম, হঠাৎ সুঠামদেহী, বিশাল বাবরি, সরু নাক ও সরু ভ্রূদ্বয় বিশিষ্ট এক ব্যক্তি দেখলাম, তাঁর বুক হতে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশরেখা, তাঁর চুলও মাথাপূর্ণ। এরপর তিনি আমার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আস্‌সালামু ইলাইকা (اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ)।

নবী (সা)-এর কেশ বা চুলের বিবরণ

বুখারী ও মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে যুহরী বর্ণিত হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বিষয়ে আদিষ্ট না হতেন, সে বিষয়ে আহলে কিতাবদের অনুসরণ পছন্দ করতেন। আর আহলে কিতাবরা তাদের চুলে সিঁথি না কেটে আঁচড়াত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম দিকে সিঁথিবিহীন চুল আঁচড়াতেন, তারপর পরবর্তীতে সিঁথি কাটতেন। ইমাম আহমদ হাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ সূত্রে ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেশ কিছুকাল তাঁর মাথার সামনের চুল সিঁথিবিহীন আঁচড়াতেন, পরবর্তীতে তিনি সিঁথি কাটতেন। এই সূত্রে এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এছাড়া মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি (নিজে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথায় সিঁথি করে দিয়েছি, তাঁর মাথার চাঁদি বা মধ্যস্থল থেকে সিঁথি বের করেছি। আর মাথার সামনের চুল তাঁর কপালে নামিয়ে দিয়েছি। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সর্বজন স্বীকৃত ফকীহ মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র মন্তব্য করেন– এটা খ্রিস্টানদের বৈশিষ্ট্য, মানবজাতির মধ্যে তারাই এ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। বুখারী ও মুসলিমে বারা (রা) থেকে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাবরি চুল তার কাঁধ ছুঁয়ে যেত। এ ছাড়া সহীহ্ বুখারীতে তাঁর ও অন্যদের থেকে এ বর্ণনাও এসেছে যে ,তাঁর এই বাবরি তাঁর অর্ধ কান পর্যন্ত পৌছত। আর এ দুই অবস্থার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা চুল কখনও বড় হয় আবার কখনও ছোট হয়। আর প্রত্যেক বর্ণনাকারীই যা দেখেছেন সেই অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ ইব্‌ন নুফায়ল ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ওয়াফ্‌রার (কান পর্যন্ত বেয়ে নামা চুল) চাইতে লম্বা এবং জুম্মার (কাঁধ স্পর্শকারী চুল) চাইতে খাটো ছিল। একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জের সময় তাঁর মাথার সব চুল মুণ্ডন করে ফেলেছিলেন। আর এর একাশি দিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সব সময় তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা বারি বর্ষিত হোক।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ..... মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বলেন, একবার নবী করীম (সা) যখন মক্কায় আগমন করলেন, তখন তাঁর মাথায় চারটি বেণী ছিল। তিরমিযী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার বরাতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে রাবীআ'র হাদীস থেকে হযরত আনাস (রা)-এর বরাতে একথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুলের কথা উল্লেখ করার পর বলেন, তা একেবারে সোজাও নয়, আবার একেবারে কোঁকড়ানোও নয়; বরং ঈষৎ কোঁকড়ানো। তিনি (আনাস) বলেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে ওফাত দান করলেন অথচ মাথা ও দাড়িতে পাকা (সাদা) চুলের সংখ্যা কুড়িও ছিল না। সহীহ্ বুখারীতে ইব্ন সীরীন থেকে আয়্যূব বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি (ইব্ন সীরীন) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি তাঁর চুল-দাড়িতে খেযাব ব্যবহার করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, (না, তার প্রয়োজন হয়নি) কেননা তাঁর মধ্যে বার্ধক্যের সামান্যই প্রকাশ পেয়েছিল। অনুরূপ তিনি (বুখারী) ও মুসলিম উভয়ে হাম্মাদ ইব্ন যায়দের বরাতে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাম্মাদ ইব্ন সালামা ছাবিত থেকে বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথায় ও দাড়িতে কি বার্ধক্য প্রকাশ পেয়েছিল ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বার্ধক্য (সাদা চুলদাড়ি)-র খুঁতযুক্ত করেননি। তাঁর মাথায় মাত্র সতের বা আঠারটি পাকা-সাদা চুল ছিল। আর মুছান্না ইব্ন সাঈদ সূত্রে আনাস (রা)-এর বরাতে মুসলিমের রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিযাব ব্যবহার করেননি। তাঁর থুতনির ছোট দাড়িতে সামান্য পাক ধরেছিল, দুই কানপট্টি এবং মাথায়ও কিছু কিছু। বুখারী আবূ নু'আয়ম সূত্রে .... কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি খিযাব ব্যবহার করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, না। তাঁর দুই কানপট্টিতে সামান্য পাক ধরেছিল। বুখারী ইসাম ইব্ন খালিদ জারীর ইব্ন উছমান সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুসর আস্ সুলামীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিতো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন, তিনি কি বুড়ো হয়েছিলেন ? জবাবে তিনি বললেন, তার নিচের ঠোঁট ও চিবুকের মধ্যখানে কয়েকটি সাদা দাড়ি ছিল। আর ইতিপূর্বে জাবির ইব্ন সামুরা সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ জুহায়ফা আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি (আবূ জুহায়ফা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিচের ঠোঁট ও চিবুকের মধ্যকার শুভ্র কেশ দেখেছি। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান সূত্রে ..... উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাওহিব আল কুরাশী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকটি কেশ বের করে দেখালেন, আমরা দেখলাম তা মেহদী রঞ্জিত লাল। বুখারী ইসমাঈল ইব্ন মূসা ..... উম্মে সালামা (রা) সূত্রে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয সূত্রে .... উছমান ইব্ন মাওহিব থেকে। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে ঘণ্টি আকৃতির বিশাল একটা রূপার কৌটা ছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকটি কেশ সংরক্ষিত ছিল। যখন কেউ জ্বরাক্রান্ত হত, তখন তাঁর কাছে লোক পাঠাত, তখন তিনি তাতে পানি দিয়ে নাড়া দিতেন, তারপর সেই পানি নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তি তার মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দিত।

তিনি বলেন, (একবার) আমার স্বজনেরা আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন, তখন তিনি তা বের করলেন। তখন দেখলাম তা এমন— একথা বলে রাবী ইসরাঈল তিন আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন– আর তাতে পাঁচটি লাল চুল ছিল। মালিক ইব্ন ইসমাঈল ইসরাঈল সূত্রে বুখারী তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবূ নু'আয়ম সূত্রে ..... আবূ রিমছা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একবার) আমি আমার পিতার সাথে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গেলাম। যখন আমি তাঁকে দেখতে পেলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইনি কে ? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূল। তিনি যখন একথা বললেন তখন আমি শিউরে উঠলাম। আর আমার ধারণা ছিল রাসূলুল্লাহ্ এমন কেউ হবেন, যার মানুষের সাথে সাদৃশ্য নেই। কিন্তু আমি দেখলাম, তিনি একজন মানুষ, যাঁর রয়েছে কান পর্যন্ত দীর্ঘ বাবরি, যাতে রয়েছে মেহেদীর ছাপ। আর তাঁর পরণে দু'টি সবুজ চাদর। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আইয়াদের হাদীস থেকে আবূ রিমছার বরাতে তা বর্ণনা করেছেন। আবূ রিমছার আসল নাম হাবীব ইব্ন হায়্যান। কেউ কেউ তাঁকে রিফাআ ইব্ন য়াছরাবীও বলেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসখানি 'গরীব' পর্যায়ের, ইয়াদের হাদীস সংগ্রহ থেকে ছাড়া আমরা অন্য কোন সূত্রে এটা পায়নি।

নাসাঈও সুফিয়ান ছাওরী ও আবদুল মালিক ইব্ন উমায়রের হাদীস সংগ্রহ থেকে আংশিকভাবে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া য়া'কূব ইব্ন সুফিয়ানও ভিন্ন সূত্রে ..... আবূ রিমছা থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মেহেদী ও কাতাম খিযাবরূপে ব্যবহার করতেন। আর তাঁর চুল তাঁর দুই কাঁধের উদ্ভিন্ন হাড় কিংবা দুই কাঁধ স্পর্শ করত। আবূ দাউদ আবদুর রহীম ইব্ন মুতার্‌রিফ ..... ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিব্তি (পশমবিহীন চামড়ার তৈরী) পাদুকা পরতেন এবং ওয়ারস্ (রঞ্জক উদ্ভিদ বিশেষ) ও জাফরান দ্বারা দাড়ি রাঙাতেন। আর ইব্ন উমর (রা)-ও তা করতেন। নাসাঈও ভিন্ন সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবূ বকর আল বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ..... ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথা ও দাড়ি মিলে বিশটির মত পাকা চুল ছিল। আর রাবী ইসহাকের রিওয়ায়াতে এসেছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বার্ধক্যের চিহ্ন দেখেছি। তাঁর মাথার অগ্রভাগে কুড়িটির মত সাদা চুল। বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয গভর্ণর থাকাকালে হযরত আনাস ইব্ন মালিক মদীনায় আগমন করলেন। তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাঁর কাছে এই বলে দূত পাঠালেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস কর, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি খিযাব ব্যবহার করেছেন ? কেননা আমি তাঁর একটি খিযাব রঞ্জিত চুল দেখেছি। এ প্রশ্নের উত্তরে আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাল কলপ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, আর তাঁর চুল-দাঁড়ির বার্ধক্যের যা আমার দৃষ্টিগোচর হত তা আমি গুণতে চাইলেও এগারটির বেশি সাদা চুল গুণতে পারতাম না। আর যে চুলটি পরিবর্তিত রঙে দৃষ্ট হয়েছে তা সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুল সুগন্ধিযুক্ত করা হত। আর এই সুগন্ধিই তার রঙ পরিবর্তনের কারণ।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, হযরত আনাস কর্তৃক খিযাব ব্যবহারের অস্বীকৃতি পূর্বে বর্ণিত অন্যদের কর্তৃক তা সাব্যস্তকরণের পরিপন্থী। আর এক্ষেত্রে মূলনীতি হল সাব্যস্তকরণ

নাকচকরণের তুলনায় অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা সাব্যস্তকারীর সাথে যে অতিরিক্ত অবগতি রয়েছে, তা নাকচকারীর নিকট নেই। একইভাবে অতিরিক্ত অবগতি সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে অন্যদের সাব্যস্তকারী রিওয়ায়াতসমূহও নাকচকারী বর্ণনার মুকাবিলায় প্রাধান্য পাবে। বিশেষত ইব্‌ন উমর থেকে যে রিওয়ায়াতখানি বর্ণিত হয়েছে। কেননা সম্ভবত তিনি এ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে। আর তাঁর অবগতি হযরত আনাসের অবগতির চাইতে পূর্ণতর। কেননা, কখনও কখনও তিনি নবী আলাইহিস সালামের মাথা আঁচড়িয়ে উকুন বেছে দিয়েছেন।

নবী (সা)-এর কাঁধ, বাহু, বগল, পা ও পায়ের নিম্নাংশের উদ্ভিন্ন হাড়দ্বয়

ইতিপূর্বে শু'বা সংগৃহীত হাদীস থেকে হযরত বারা ইব্‌ন আযিব থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর দু'কাধের মাঝে বেশ খানিকটা দূরত্ব ছিল। আবুন নু'মান ..... হযরত আনাস সূত্রে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) অপেক্ষাকৃত বড় মাথা ও পদদ্বয়ের অধিকারী ছিলেন। আর তাঁর হাতের তালুদ্বয় ছিল কোমল সুষম গঠনের। একথা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) কোমল ও মাংসল হাতের তালু ও পদদ্বয়ের অধিকারী ছিলেন। অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, তিনি পুষ্ট তালু ও পদদ্বয়ের অধিকারী ছিলেন। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... সালিহ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (সালিহ) বলেন, আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গঠন বর্ণনা দিয়ে বলতেন, তিনি ছিলেন পুষ্ট ও ভরাট বাহুদ্বয়ের অধিকারী দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্বসম্পন্ন। দুই চোখের পলকে পাপড়িপূর্ণ। আর আলী (রা)-এর বরাতে বর্ণিত নাফি' ইব্‌ন জুবায়রের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন কোমল ও মাংসল হাতের তালু ও পায়ের অধিকারী-বিশাল অস্থি-গ্রন্থিওয়ালা, তাঁর বুক থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশ-রেখা ছিল। আর হাজ্জাজ জাবির ইব্‌ন সামুরা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের গোছাদ্বয় সরু ছিল। সুরাকা ইব্‌ন মালিক জু'শুম বলেন, আমি তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের দিকে তাকালাম। অন্য রিওয়ায়াতে আছে-রেকাবিতে রাখা তাঁর পদদ্বয়ের দিকে, যেন তা শুভ্রতায় খেজুর বৃক্ষের তরুমজ্জা। জাবির ইব্‌ন সামুরা থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিমের রিওয়ায়াতে রয়েছে-তিনি ছিলেন ভরাট মুখমণ্ডলের অধিকারী। আর তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন যে তাঁর মুখমণ্ডল ছিল বেশ বড় এবং তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল ডাগর ডাগর। তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন, দীর্ঘ ডাগর চক্ষু এবং শীর্ণ গোড়ালির অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর গোড়ালী ছিল অমাংসল। আর পুরুষের দেহগঠনে এটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুন্দর।

হারিছ ইব্‌ন আবূ উসামা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বকরের সূত্রে ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় আগমনকালে উম্মে সুলায়ম আমার হাত ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আনাস! লিখক বালক, সে আপনার খেদমত করবে। তিনি (আনাস) বলেন, এরপর আমি নয় বছর তাঁর খিদমত করেছি, কিন্তু আমার কৃত কোন কাজ সম্পর্কে তিনি একথা বলেননি, তুমি মন্দ করেছ; বা তুমি কি মন্দ করেছ। আর আমি কখনও তাঁর হাতের চাইতে কোমল কোন রেশমী কাপড় ইত্যাদি স্পর্শ করিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের সুঘ্রাণের চাইতে উত্তম কোন মিশক বা আম্বরের ঘ্রাণ গ্রহণ করিনি। রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর দেহের সুঘ্রাণ এবং তাঁর হাতের কোমলতার ব্যাপারে হযরত আনাস থেকে মু'তামির ইব্ন সুলায়মান ও আলী ইব্ন আসিম ..... এভাবেই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত যুবায়দীর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ পায়ের তালু দিয়ে ভূমি মাড়াতেন, তাঁর পায়ের তলায় কোন ভূমি স্পর্শহীন অংশ ছিল না। অবশ্য এর বিপরীত বর্ণনাও রয়েছে যা অচিরেই আসছে। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ মায়মূনা ইব্ন কারদাম সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় দেখেছি। তখন তিনি তাঁর উটনীতে সওয়ার ছিলেন। আর আমি আমার আব্বার সাথে ছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে লিপিকারের দোররার ন্যায় দোররা ছিল। এ সময় আমার পিতা তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং তাঁর সামনে সামনে থাকতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ঐ কাজে বহাল রাখলেন। মায়মূনা বলেন, আর আমি (এ সময় দেখা) নবী (সা)-এর সমস্ত আঙ্গুলের তুলনায় তাঁর পায়ের দ্বিতীয় আঙ্গুলটির দৈর্ঘ্যের কথা আজও ভুলিনি। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন সূত্রে ইমাম আহমদ সবিস্তারে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। আর ঐ সূত্রে আবূ দাঊদ আংশিকভাবে তা বর্ণনা করেছেন; তদ্রূপ ভিন্ন সূত্রে ইব্ন মাজাও অন্য হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত। বায়হাকী আলী ইব্ন আহমদ ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের একটি আঙ্গুল অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি বেশ চোখে পড়ত। এটা অবশ্য 'গরীব' পর্যায়ের বর্ণনা।

তাঁর সুঠাম দেহাবয়ব ও সুবাস

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত। রাবী'আর হাদীস সংগ্রহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন মধ্যম আকৃতির (অতি) লম্বাও না, বেঁটেও না। হযরত বারা ইব্ন 'আযিব এর বরাতে আবূ ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুন্দরতম মুখাবয়ব এবং সুঠামতম দেহাবয়বের অধিকারী ছিলেন। (অতি) লম্বাও না, আবার বেঁটেও না। বুখারী ও মুসলিমও হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। নাফি' ইব্ন জুবায়র হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা অতি) লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও না, তাঁর আগে বা পরে তাঁর মত আর কাউকেই আমি দেখিনি। সাঈদ ইব্ন মনসূর ..... হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও না, তবে লম্বার কাছাকাছি ছিলেন। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তার ন্যায়। এছাড়া সাঈদ রাওহ ..... হযরত আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতি লম্বা ছিলেন না, তবে তিনি মধ্যম আকৃতির চেয়ে একটু লম্বা ছিলেন, লোকদের সমাবেশে থাকলে তাদেরকে ছাপিয়ে থাকতেন, তার মুখমণ্ডলের ঘাম ছিল মুক্তার ন্যায় ....। যুবায়দী ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যম আকৃতির ছিলেন, তবে কিছুটা লম্বাটে। আর তিনি গোটা দেহে সামনে তাকাতেন এবং গোটা দেহে পেছনের দিকে তাকাতেন।[১] তার আগে ও পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। বুখারী শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হাম্মাদ ইব্ন যায়দের বর্ণিত হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি (আনাস) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালুর চাইতে কোমল কোন রেশমী কাপড় বা অন্য কোন কিছু কখনও স্পর্শ করিনি এবং তাঁর দেহের

১. অর্থাৎ আড় চোখে তাকাতেন না। –জালালাবাদী (সম্পাদক)

ঘ্রাণের চাইতে অধিকতর সুগন্ধময় কোন ঘ্রাণ শুঁকিনি। মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন ..... আনাস (রা) থেকে। এছাড়া ইমাম মুসলিমও হাম্মাদ ইব্ন সালামা ও সুলায়মান ইব্ন মুগীরা ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন উজ্জ্বল ফর্সা বর্ণের অধিকারী। তাঁর ঘাম যেন মুক্তার। তিনি যখন হাঁটতেন, সামনে ঝুঁকে হাঁটতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালুর চেয়ে কোমল কোন রেশমী কাপড় আমি স্পর্শ করিনি এবং তাঁর দেহের ঘ্রাণের চেয়ে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত কোন মিশ্ক বা আম্বরও আমি শুঁকিনি। ইব্ন আবূ আদী ..... হযরত আনাস সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি (আনাস) বলেছেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের তালুর চেয়ে কোন কোমল রেশমী কাপড় বা অন্য কিছু স্পর্শ করিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম কোন ঘ্রাণ শুঁকিনি। এই সনদটি ছুলাছী[১] এবং বুখারী মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ; তবে সিহা সিত্তার কোন সঙ্কলক এই সূত্রে হাদীসখানি উল্লেখ করেননি। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন তালহা সূত্রে আর বায়হাকী আহমদ ইব্ন হাযিম ইব্ন আবূ উরওয়া ..... জাবির ইব্ন সামুরা সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (জাবির) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রথম ওয়াক্তের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। তখন কয়েকজন বালক তার মুখোমুখি হলো তিনি তাদের একেকজনের গণ্ডদ্বয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জাবির (রা) বলেন, আর তিনি যখন আমার গণ্ডে হাত বুলালেন তখন আমি তাঁর অপূর্ব শীতলতা ও সুঘ্রাণ অনুভব করলাম, তিনি যেন মাত্র সুগন্ধি বিক্রেতার পাত্র থেকে তা বের করেছেন। আমর ইব্ন হাম্মাদ সূত্রে মুসলিমও তা ঐ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর সূত্রে ..... হাকাম থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন। (হাকাম বলেন) আমি আবূ জুহায়ফাকে বলতে শুনেছি, দ্বিপ্রহরকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাত্হার (কঙ্করময় ভূখণ্ড) উদ্দেশ্যে বের হলেন, এরপর তিনি উযূ করে যুহরের নামায (কসর করে) দু'রাকাআত পড়লেন। এ সময় তাঁর সামনে একটি ছড়ি ছিল। এ রিওয়ায়াতে আওন তাঁর পিতা থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা দিয়ে বলেন—এই ছড়িটির সামনে দিয়ে নারী ও গাধা অতিক্রম করছিল। এই হাদীসে হাজ্জাজ বলেন, এরপর লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরতে লাগল এবং সেই হাত তাদের মুখমণ্ডলে বুলাতে লাগল। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি তাঁর হাত ধরে তা আমার মুখমণ্ডলে রাখলাম, তখন আমার মনে হল তা বরফের চেয়ে শীতল এবং মিশকের চেয়ে সুঘ্রাণময়। হাসান ইব্ন মানসূর সূত্রে শু'বা থেকে ইমাম বুখারীও তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং হুবহু তার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর মূল হাদীসখানি সহীহায়নে এভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। আর ইমাম আহমদ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ...ইয়াযীদ ইব্ন আসওয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিনায় সালাত আদায় করলেন, তারপর যখন ঘুরে বসলেন তখন লোকদের পিছনে দুই ব্যক্তিকে পৃথক দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাদের দু'জনকে কাছে ডাকলেন। তখন কম্পনরত অবস্থায় তাদেরকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদেরকে জামাতে নামায পড়া থেকে বিরত রাখল ? তখন তারা দু'জন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের তাঁবুতে নামায আদায় করেছি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা এমন করো না, তোমাদের কেউ যদি স্বস্থানে নামায পড়ে নেয় এরপর ইমামের সাথে নামায পায় তাহলে সে

১. অর্থাৎ বর্ণনাকারী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাত্র মাঝে তিনটি সূত্রীয় ধাপ যে সনদের।

যেন তার সাথে তা পড়ে নেয়। কেননা, তা তার জন্য নফল রূপে গণ্য হবে। রাবী বলেন, তখন তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি বলেন, এ সময় লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উঠে গেল এবং আমিও তাদের সাথে উঠলাম। আর তখন আমি সকলের চেয়ে শক্ত সমর্থ যুবক। তিনি বলেন, তড়িৎ আমি (সহজেই) লোকদের ভিড় ঠেলে ঠেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। তারপর তাঁর হাত ধরে তা আমার মুখমণ্ডলে অথবা বুকে রাখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের চেয়ে শীতল ও সুঘ্রাণযুক্ত কিছু আমি পাইনি। আর সে সময় তিনি মসজিদে খায়ফে ছিলেন। তারপর তিনি তা আসওয়াদ ইব্ন আমির ও আবুন্ নযর সূত্রেও ইয়াযীদ ইব্ন আসওয়াদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ফজরের নামায পড়েছেন। তারপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করে বলেন, এরপর লোকজন তাঁর হাত ধরে তা তাদের মুখমণ্ডলে বুলাতে লাগল। তিনি বলেন, তখন আমিও তাঁর পবিত্র হাত ধরে আমার মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নিলাম। আমি তা বরফের চেয়ে শীতল এবং মেশকের চেয়ে সুগন্ধময় পেলাম। আর আবূ দাউদ শু'বার সূত্রে এবং তিরমিযী ও নাসাঈ হুশায়ম সূত্রে তা ঐ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ স্তরের।

ইমাম আহমদ আবূ নু'আয়ম আবদুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার স্বজনরা আমার পিতার বরাতে আমাকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এক বালতি পানি আনা হল, তখন তিনি তা থেকে পান করলেন, তারপর বালতিতে কুলি করলেন, পরে সেই বালতির পানি কূয়োতে ঢেলে দেয়া হল, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বালতি থেকে পান করলেন। তারপর তা কূয়োতে ঢেলে দিলেন, তখন তা থেকে মিশকের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। এ হাদীসখানি বায়হাকী ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ হাশিম আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ফজরের নামায পড়তেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্র সমূহে পানি নিয়ে হাযির হত। নিয়ে আসা সকল পাত্রেই তিনি হাত চুবাতেন, কখনও বা তারা শীতের সকালে হাযির হত, তখন তিনি তা' তাঁর পবিত্র হাতে ছুঁয়ে দিতেন। মুসলিম আবুন্ নযর থেকে ঐ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ হুজায়ন ইবনুল মুছান্না সূত্রে ...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে সুলায়মের গৃহে প্রবেশ করতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন, আর তখন উম্মে সুলায়ম সেখানে থাকতেন না। রাবী বলেন, একদিন যখন তিনি এসে তাঁর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লেন তখন উম্মে সুলায়ম সেখানে আগমন করলেন। তখন তাকে বলা হল এই যে আল্লাহ্র রাসূল তোমার ঘরে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। রাবী বলেন, তিনি তখন এসে দেখলেন, তিনি ঘামার ফলে তাঁর ঘাম বিছানার উপরের একটি চামড়ার টুকরার উপর জমা হয়ে আছে। তখন উম্মে সুলায়ম তার সুগন্ধির কৌটা খুললেন এবং সেই ঘাম শুষে নিয়ে তা নিংড়ে তার শিশিগুলিতে রাখতে লাগলেন। তখন নবী করীম (সা) ঘুম থেকে জেগে বললেন, ওহে উম্মে সুলায়ম, তুমি কী করছ? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের শিশুদের জন্য তার বরকত প্রত্যাশা করি। তিনি বললেন, তুমি (তাহলে) ঠিকই করেছ। মুসলিম মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' সূত্রে ঐ সনদে তা বর্ণনা করেছেন।

আর ইমাম আহ্‌মদ হাশিম ইব্‌ন কাসিম সূত্রে ..... আনাস থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে আসলেন, এরপর দ্বিপ্রহর কালে সামান্য ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিলেন। এ সময় তিনি ঘেমে গেলেন; তখন আমার আম্মা একটি বোতল নিয়ে এসে তাতে ঘাম সংগ্রহ করতে লাগলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) জেগে গেলেন এবং বললেন, হে উম্মে সুলায়ম, এ তুমি কী করছ? তিনি বললেন, আপনার ঘাম আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে নিচ্ছি, তা হল সর্বোত্তম সুগন্ধি। মুসলিম ..... ইমাম আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে সুলায়মের গৃহে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন। আর তাঁর শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরত। তাই উম্মে সুলায়ম তাঁর জন্য একটি চামড়ার বিছানার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তিনি দিবা বিশ্রাম করতেন। আর উম্মে সুলায়ম তার পদদ্বয়ের নিচে কোন কিছু একটা দিয়ে রাখতেন, যা তাঁর ঘাম শুষে নিতে এবং তিনি তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। এ সময় একদিন নবী আলায়হিস সালাম বললেন, হে উম্মে সুলায়ম, এটা কী? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ঘাম আমার সুগন্ধিতে মেশাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তাঁর জন্য উত্তমরূপে দু'আ করলেন-এই সূত্রে এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এ ছাড়া ইমাম আহমদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে ..... হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, নবী করীম (সা) যখন ঘুমাতেন তখন বেশ ঘামাতেন। তখন তিনি (উম্মে সুলায়ম) একখণ্ড তুলার দ্বারা শুষে তা একটি শিশিতে সংরক্ষণ করতেন এবং পরে তা তার মিশকের সাথে মেশাতেন। এই হাদীসের সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ এবং ছুলাছী [অর্থাৎ বর্ণনাকারী রাবী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে মাত্র তিনটি স্তরের পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু তাদের উভয়ে কোন একজন তা রিওয়ায়াত করেননি।] বায়হাকী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আর ইমাম মুসলিম আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা সূত্রে ..... হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি উম্মে সুলায়ম থেকে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ঘরে আসতেন এবং তাঁর কাছে দিবা বিশ্রাম করতেন। এ সময় তিনি তাঁকে একটি চামড়ার মাদুর বিছিয়ে দিতেন আর তিনি তাতে বিশ্রাম করতেন। তিনি প্রচুর ঘামতেন, উম্মে সুলায়ম তাঁর দেহ নিঃসৃত এই ঘাম সংগ্রহ করতেন এবং তা সুগন্ধিতে মেশাতেন এবং বোতলে সংরক্ষণ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্ম সুলায়ম, এসব কী? জবাবে তিনি বললেন, আপনার ঘাম, আমি আমার সুগন্ধিতে মিশিয়ে নিচ্ছি-এটা মুসলিমের পাঠ।

আবূ ইয়া'লা মাউসিলী তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে বুসর ..... হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছি— এখন আমার আকাঙ্খা আপনি কিছু একটা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন। তিনি বললেন, এখনতো আমার কাছে কিছুই নেই, তবে আগামীকাল তুমি প্রশস্তমুখ একটি বোতল এবং একটি গাছের ডাল নিয়ে আমার কাছে আসবে, আর তোমার ও আমার মাঝের সংকেত হল যে, তুমি দরজার প্রান্তে টোকা দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, কথামত সেই ব্যক্তি একটি প্রশস্তমুখ বোতল এবং একটি গাছের ডাল নিয়ে আসল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি তাঁর বাহুদ্বয় থেকে ঘাম নিংড়াতে লাগলেন, এমনকি বোতলটি পূর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, এটি নিয়ে যাও এবং তোমার মেয়েকে বলবে, এই কাঠিটি বোতলে চুবিয়ে তা যেন সুগন্ধিরূপে ব্যবহার করে। বর্ণনাকারী বলেন, সেই মেয়েটি যখন তার

সুগন্ধি মাখতো তখন গোটা মদীনাবাসী তার সুবাস পেতেন। তখন থেকে তারা এ বাড়ির নামকরণ করলো সুগন্ধিওয়ালাদের বাড়ি বলে। তবে হাদীসখানি অতি বিরল প্রকৃতির।

হাফিয আবূ বকর আল্ বায্যার মুহাম্মাদ ইব্ন হিশাম ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার কোন পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন লোকেরা তাঁর থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ পেত, এবং বলাবলি করতেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ পথে গমন করেছেন। তারপর বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আনাসের বরাতে মু'আয ইব্ন হিশামও বর্ণনা করেছেন যে, দেহের সুবাসের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান বোঝা যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন উত্তম। তাঁর দেহের ঘ্রাণও ছিল উত্তম, তা সত্ত্বেও তিনি সুগন্ধি ভালবাসতেন। ইমাম আহমদ আবূ উবায়দা আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

حُبِّبَ اِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلَاةِ

নারী ও সুগন্ধিকে আমার প্রিয় করা হয়েছে-আর নামাযে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে। আর আবুল মুনযির ..... আনাস সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِىْ الصَّلَاةِ

পার্থিব কোন সামগ্রীর মাঝে নারী ও সুগন্ধিকে আমার প্রিয় করে দেয়া হয়েছে, আর আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে। নাসাঈও এ পাঠেই ভিন্ন সূত্রে আনাস থেকে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য হাদীসখানি অন্য একটি সূত্রেও ঈষৎ ভিন্ন পাঠে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ পাঠে হাদীসখানি সুরক্ষিত নয়; কেননা, সালাত কোন পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী নয়; বরং তা হল পারলৌকিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

নবী (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী নুবুওয়াত-মোহর-এর বিবরণ

বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ..... আল'জাদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাইব ইব্ন ইয়াযীদকে বলতে শুনেছি (একবার) আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার (এই) বোনপোটি ব্যাথাক্রান্ত। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার জন্যে বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন, তখন আমি তাঁর উযূর পানি থেকে পান করলাম-এবং তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝামাঝি (নব বধুর বাসর শয্যার) গুটলির ন্যায় মোহর দেখতে পেলাম। এভাবেই মুসলিম কুতায়বা সূত্রে ..... হাতিম ইব্ন ইসমাঈল থেকে ঐ সনদে তা বর্ণনা করেছেন। তারপর বুখারী বলেন, اَلْحُجْلَةُ। শব্দটি حُجْلَةُ الْفَرَسِ। অর্থাৎ ঘোড়ার কপালের চাঁদ থেকে গৃহীত। ইবরাহীম ইব্ন হামযা বলেন, اَلْحُجَّلَةَ زِرٌّ। স্থলে رِزُّ الْحُجْلَةَ। বলেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, الرِّزُّ। 'যা'-এর পূর্বে 'রা' বিশুদ্ধ[১]। মুসলিম আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ও দাড়ির অগ্রভাগে ঈষৎ পাক ধরেছিল। তিনি যখন তেল মেখে তা আঁচড়ে

১. অন্য রিওয়ায়াতে اَلْحُجْلَةَ। رِزٌّ শব্দটি রয়েছে, বাক্যটি দ্বারা গম্বুজ সদৃশ ঘর বুঝানো হয়েছে। যা কাপড় (গিলাফ) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যার বড় বড় বোতাম সদৃশ গুটলি থাকে।

রাখতেন তখন তা প্রকাশ পেত না, আর চুল এলোমেলো হলে তা প্রকাশ পেতো। আর তাঁর দাড়ি ছিল ঘন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আর তাঁর চেহারা কি তরবারির মত (লম্বাটে) ছিল ? তিনি বললেন, না; বরং তা চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় ছিল এবং তা গোলাকার ছিল। আর তাঁর স্কন্ধ-অস্থির নিকট তাঁর মোহরে নুবুওয়াত আমি দেখেছি, তা ছিল কবুতরের ডিম সদৃশ এবং তার গাত্রবর্ণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না জাবির ইব্‌ন সামুরা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে মোহর চিহ্ন দেখেছি, যেন তা কবুতরের ডিম। এছাড়া ইব্‌ন নুমায়র ভিন্ন সূত্রে ..... অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ আবদুর রাজ্জাক ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিসের বরাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা এই বৃদ্ধকে দেখছ। এ বাক্যে তিনি নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন। আমি আল্লাহ্‌র নবীর সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁর সাথে পানাহার করেছি এবং তাঁর স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তী মোহরে নুবুওয়াত প্রত্যক্ষ করেছি। তার অবস্থান ছিল তাঁর বাঁ কাঁধের নরম হাড়ের পাশে। যেন তা মুষ্টিবদ্ধ হাত (এ কথা বলে তিনি তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করলেন)-যার উপরে রয়েছে আঁচিল আকৃতির তিলকগুচ্ছ। ইমাম আহমদ, হাশিম ইব্‌ন কাসিম এবং আসওদ ইব্‌ন আমির সূত্রে ..... আবদুল্লাহ্ সারজিস থেকে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, তাঁকে সালাম করেছি, তাঁর সাথে পানাহার করেছি এবং তাঁর উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করেছি এবং নুবুওয়াতের মোহর-চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছি। হাশিম বলেন, তার বাম কাঁধের প্রান্তের নরম হাড়ের পাশে যেন তা মুষ্টিবদ্ধ হাত, যাতে রয়েছে আঁচিল সদৃশ কালো তিলকগুচ্ছ। আর তিনি (মুসলিম) তা গুনদুর সূত্রে ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস থেকে হাদীসখানির উল্লেখ করেছেন। আর শু'বা সংশয়গ্রস্ত হয়েছেন যে, তা (নুবুওয়াত চিহ্ন) বাম কাঁধের প্রান্তের নরম হাড়ের কাছে ছিল, না কি ডান কাঁধের। এ ছাড়া মুসলিম হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ তিন জন রাবী থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিসের বরাতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে রুটি ও গোশত কিংবা ছারীদ (রাবীর সন্দেহ) খেলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, তিনি বললেন, তোমাকেও। (আসিম বলেন) আমি বললাম আল্লাহ্‌র রাসূল আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ এবং তোমাদের জন্যেও। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীর ত্রুটির জন্য" (৪৭ ঃ ১৯)।

তিনি বলেন, আমি তাঁর পিছন দিকে ঘুরলাম; তারপর তাঁর স্কন্ধদদ্বয়ের মাঝে বাম কাঁধের অস্থি-প্রান্তের নরম অংশের কাছে মোহরে নুবুওয়াতের দিকে তাকালাম, যেন তা মুষ্টিবদ্ধ হাত, যার উপর আঁচিলের ন্যায় তিলকগুচ্ছ বিদ্যমান। আবূ দাঊদ তায়ালিসী ..... কুর্‌রা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনার নুবুওয়াত চিহ্ন (মোহর) দেখান। তখন তিনি বললেন, তোমার হাত ঢুকাও! তখন আমি আমার হাত তাঁর জামার মধ্যে ঢুকালাম। তারপর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর নুবুওয়াত চিহ্ন খুঁজতে লাগলাম। দেখতে পেলাম, তার অবস্থান তাঁর স্কন্ধের প্রান্তের কোমল অস্থির কাছে ডিম

সদৃশ। আর তা তাঁকে আমার জন্য দু'আ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করলো না, অথচ আমার হাত তখনও তাঁর জামার কলারের ভিতরে। ইমাম নাসাঈ তা আহমদ ইব্ন সাঈদ সূত্রে ঐ সনদে বর্ণনা করেছেন। কুর্‌রা ইব্ন খালিদ থেকে ইমাম আহমদ ওকী' সূত্রে ..... আবূ রিমছা আত-তায়মী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একবার) আমি আমার আব্বার সাথে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম, তখন আমি তাঁর মাথায় মেহেদীর চিহ্ন এবং তাঁর কাঁধে আপেল আকৃতির নুবুওয়াত চিহ্ন দেখতে পেলাম। তখন আমার আব্বা বললেন আমি একজন চিকিৎসক, আপনার হয়ে কি আমি এর চিকিৎসা করব না? তিনি বললেন, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন তিনিই তার চিকিৎসক। বর্ণনাকারী বলেন, আর তিনি আমার পিতাকে বললেন, এটা কি তোমার ছেলে? তিনি বললেন হাঁ। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ

أَمَّا اِنَّهُ لاَ يَجْنِىْ عَلَيْكَ وَلاَتَجْنِىْ عَلَيْهِ

"শুনে রেখো! তার অপরাধে তুমি দায়ী হবে না এবং তোমার অপরাধে সে দায়ী হবে না"।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবূ নু'আয়ম ..... আবূ রাবী'আ বা রিম্‌ছা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার সাথে নবী করীম (সা)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে ঈষৎ উদ্ভিন্ন অংশ বিশেষ দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি যেমন অন্য লোকদের চিকিৎসা করি, আপনার জন্যও কি এর চিকিৎসা করব? তিনি বললেন, না! এর চিকিৎসক তিনিই, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। বায়হাকী বলেন, ছাওরী ইয়াদ ইব্ন লাকীত সূত্রে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। হঠাৎ দেখা গেল তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝে আপেল আকৃতির চিহ্ন বিশেষ। আর আবূ রিমছার বরাতে আসিম ইব্ন বাহ্‌দালা বলেন। হঠাৎ দেখা গেল তাঁর স্কন্ধাস্থির কোমল প্রান্ত-অস্থি বরাবর উটের একটি লাদি অথবা কবুতরের ডিম আকৃতির কিছু একটা। এরপর ইমাম বায়হাকী সিমাক হারব ..... সালমান ফারেসী সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি তাঁর চাদর খুলে আমাকে বললেন, হে সালমান! তুমি যার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছ তা দেখে নাও। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর দুই কাঁধের মাঝে কবুতরের ডিম সদৃশ (মোহরে নুবুওয়াত) দেখতে পেলাম। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান ..... হুমায়দী সূত্রে তানূখী থেকে যাকে হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তার বরাতে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন-এরপর তিনি পূর্ণ হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। যেমনটি আমরা তাবূক অভিযানের বর্ণনায় উল্লেখ করেছি-যাতে তিনি বলেছেন। তখন তিনি তাঁর পিঠ জড়ানো চাদর খুলে ফেললেন। তারপর বললেন, তুমি যার জন্য আদিষ্ট হয়েছ তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এদিকে এস। তানূখী বলেন, তখন আমি পিঠে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম। তখন হঠাৎ একটি মোহর চিহ্ন দেখতে পেলাম, যার অবস্থান ছিল কাঁধের প্রান্তের কোমল অস্থি বরাবর এবং আকৃতি ছিল বিশাল রক্তমোক্ষণ চিহ্নের ন্যায়।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ..... আত্তাব সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে যে

(নবুওয়াতের) মোহর চিহ্ন ছিল, তা ছিল উদ্ভিন্ন মাংসপিণ্ড। ইমাম আহমদ শুরায়হ ..... গিয়াছ আল বাকরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় আমরা আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর সাথে উঠাবসা করতাম (একবার) আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী নুবুওয়াতের মোহর চিহ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি তাঁর তর্জনী দ্বারা এভাবে ইঙ্গিত করে তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে উদ্ভিন্ন মাংস পিণ্ডের কথা বুঝালেন। এ সূত্রে ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয আবুল খাত্তাব ইব্‌ন দিহ্‌ইয়া মিস্‌রী তাঁর গ্রন্থ (التَّنْوِيْرُ فِى مَوْلِدِ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ) এ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী-যিনি হাকীম তিরমিযী নামে প্রসিদ্ধ, তাঁর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নুবুওয়াতের যে মোহর চিহ্ন ছিল, তা যেন ছিল কবুতরের একটি ডিম, যার অভ্যন্তরে اَللّٰهُ وَحْدَهُ লিখিত ছিল। আর তার বহির্ভাগে লিখিত ছিল ঃ

تَوَجَّهْ حَيْثُ شِئْتَ فَانَّكَ مَنْصُوْرٌ

"যেদিকে ইচ্ছা আপনি অভিমুখী হোন, আপনি সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন"। তারপর তিনি মন্তব্য করেন, এটা অতি গরীব আর মুনকার—অগ্রহণযোগ্য। আর কেউ কেউ বলেছেন, তা ছিল নূরের। ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মালিক তাঁর গ্রন্থ تنقل الأنوار-এ তা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরও একাধিক অদ্ভুত ও অভিনব কথার অবতারণা করেছেন। নুবুওয়াতের মোহর চিহ্ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত হওয়ার রহস্য সম্পর্কে ইব্‌ন দিহ্‌ইয়া ও তাঁর পূর্ববর্তী আলিমগণ যা উল্লেখ করেছেন তার সর্বোত্তম কথা হল এটা এই ইঙ্গিতবাহী যে, আপনার পর আর কোন নবীর অস্তিত্ব নেই, যিনি আপনার পর আগমন করবেন। ইব্‌ন দিহ্‌ইয়া বলেন, কারো কারো মতে তা ছিল তাঁর স্কন্ধাস্থির কোমল প্রান্তে। কেননা, বলা হয় এ স্থান দিয়েই শয়তান মানুষের মাঝে প্রবেশ করে-তাই এটি ছিল শয়তান থেকে নবী করীম (সা)-এর রক্ষাকবচ।

আমি বলি,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا .

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। —এই আয়াতের তাফসীরকালে আমরা সবিস্তারে ঐ সকল হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি, যা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই; রাসূলও নেই।

অধ্যায়

রাসূল (সা)-এর দেহাবয়ব ও স্বভাব বর্ণনা বিষয়ক বিচ্ছিন্ন হাদীস

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের বরাতে নাফি' ইব্‌ন জুবায়রের রিওয়ায়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি [আলী রা] বলেন ঃ তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মত কাউকে আমি দেখিনি। আর ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ও সাঈদ ইব্‌ন মানসূর সূত্রে ..... হযরত আলীর কোন এক পুত্র থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন ঃ তিনি বেশি লম্বাও ছিলেন না, আবার খুব বেঁটে-সেটেও না। তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির লোক। আর মাথার চুল অতি কোঁকাড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না, তা ছিল ঈষৎ কোঁকড়ানো। তাঁর দেহ মোটাসোটা ও মেদবহুল ছিল না এবং তাঁর চেহারা একেবারে ভরাট গোলাকারও নয়। তবে তাঁর মুখমণ্ডল গোলাকৃতির ছিল, তার গাত্রবর্ণ ছিল লালাভ ফর্সা, চক্ষুদ্বয় ছিল ডাগর কাল, চোখের পাতা পাপড়িপূর্ণ, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাঁধের অস্থিসন্ধিসমূহ শক্ত ও মোটা, দেহ অতিরিক্ত পশমবর্জিত, বুকে নিম্নমুখী পশমের রেখা, ভরাট ও কোমল হাত ও পায়ের তালুর অধিকারী। হাঁটার সময় পা তুলে দ্রুত হাঁটতেন যেন তিনি ঢালু ভূমিতে নামছেন, যখন ঘুরে তাকাতেন গোটা দেহ ঘুরে তাকাতেন, তাঁর উভয় স্কন্ধাস্থির মাঝে নুবুওয়াতের মোহর চিহ্ন সর্বাধিক উদার হস্ত ও প্রশস্ত বক্ষ, সর্বাধিক সত্যভাষী ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী, কোমলতম স্বভাবের অধিকারী, পারিবারিক জীবন যাপনে সেরা কর্তব্য পরায়ণ। হঠাৎ কেউ তাঁকে দেখলে তাঁর প্রতি সমীহ সৃষ্টি হত, আর কেউ ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সাথে পরিচিত হলে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হতো। তার দেহাবয়ব বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর আগে বা পরে তাঁর তুল্য কাউকে আমি দেখিনি। ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম كِتَابُ الْغَرِيْبْ-এ এই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি কিসাঈ, আসমায়ী ও আবূ আমর থেকে তার দুর্বোধ্য ও জটিল শব্দগুলির অর্থ ও ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখিত বিবরণের সারাংশ হল, اَلْمُطَهَّمُ হল ভরাটদেহী। اَلْمُكَلْثَمُ অতি গোলাকৃতির মুখমণ্ডলের অধিকারী। অর্থাৎ তিনি মেদবহুল অতিমোটা ছিলেন না, আবার কৃশকায় দুর্বলও ছিলেন না; বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী দেহাবয়বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকৃতির ছিল না, বরং তা কিছুটা উপবৃত্তাকার ছিল, যা আরবদের কাছে এবং রুচিবানদের কাছে প্রিয়দর্শন। তিনি ছিলেন লালাভ ফর্সা-দুধে আলতায় মেশানো বর্ণের আর এটাই সুন্দরতম গাত্রবর্ণ। এ কারণেই তিনি অতি শুভ্র বর্ণ ছিলেন না। اَلْأَدْعَجُ হল ভোমর কাজল চক্ষুমণির অধিকারী جَلِيْلُ الْمُشَاشِ বিশাল বিশাল অস্থিপ্রান্ত বা জোড়ার অধিকারী। যেমন হাঁটুদ্বয়, কনুইদ্বয় ও স্কন্ধদ্বয়, اَلْكَتَدُ হল কাঁধের সংযোগস্থল ও তাঁর সংলগ্না শরীর আর شَثْنُ الْكَفَّيْنِ অর্থাৎ ভারী ও মোটা হাতের তালুর অধিকারী আর

হাঁটার ক্ষেত্রে تَقَلُّعْ অর্থ দ্রুতগতির হাঁটা। আর اَلشُّكْلَةَ ও اَلشُّهْلَةَ এর অর্থ ও এ দু'টির পার্থক্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। اَهْدَبُ লম্বা পাঁপড়ির অধিকারী। এক হাদীসে এসেছে যে, তিনি شَبْحُ الذِّرَاعَيْنِ অর্থাৎ মযবূত ও মোটাসোটা বাহুদ্বয়ের অধিকারী ছিলেন।

এ ব্যাপারে উম্মু মাবাদের হাদীস ঃ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে নবী করীম (সা) যখন হযরত আবূ বকর, তাঁর মাওলা আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ও তাঁদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উরায়কিত আদ্‌দায়লীকে সাথে নিয়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন; তখনকার ঘটনা হাদীসখানিতে আগাগোড়া বর্ণিত হয়েছে। এ সময় তাঁরা উম্মু মা'বাদকে জিজ্ঞেস করেন, তার কাছে কি কেনার মত কোন দুধ বা গোশত আছে? কিন্তু তাঁরা তাঁর কাছে কিছুই পেল না। এ সময় মহিলাটি বললেন, যদি আমার কাছে কিছু থাকত তাহলে আমি আপনাদের আপ্যায়নে ত্রুটি করতাম না। আর এ সময় তারা জরাগ্রস্থ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল। তখন তিনি (নবী করীম) তাঁর তাঁবুর এক প্রান্তে তাকিয়ে একটি বকরী দেখতে পেয়ে বললেন, হে উম্মু মা'বাদ, এ বকরীটির কী হয়েছে[১] ? তখন তিনি বললেন, অনাহার ক্লিষ্টতা জনিত দুর্বলতার জন্যে ওটি চারণ ক্ষেত্রে যেতে পারেনি। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে তা দোহন করার অনুমতি দেবে? তখন মহিলাটি বললেন, যদি তার ওলানে দুধ থাকে তাহলে আপনি তা দোহন করুন। তখন তিনি বকরীটিকে কাছে ডাকিয়ে তার গায়ে হাত বুলালেন এবং আল্লাহ্‌র নাম নিলেন। তারপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন—

যাতে রয়েছে যে, তিনি (নবী করীম) তা থেকে এত পরিমাণ দোহন করলেন, যা তাদের সকলের জন্যে যথেষ্ট হল। তারপর পুনরায় তা দোহন করলেন এবং তার পাত্র পূর্ণ করে রেখে আসলেন। অতঃপর যখন তার স্বামী গৃহে ফিরল তখন সে দুধ দেখে অবাক হল। সে জিজ্ঞেস করল, হে মা'বাদের মা, এ দুধ তুমি কোথায় পেলে ? বাড়িতে কোন দুধেল বকরী নেই। আর ঘরের বকরীটি তো বেরোয়ও নি! তখন মহিলাটি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, এক বরকতপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের ঘর হয়ে গিয়েছেন, তার ঘটনা ছিল এমন এমন। তখন স্বামী বলল, আমাকে তার দেহাবয়বের বিবরণ দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় ইনিই সেই কুরায়শী ব্যক্তি, যাকে কুরায়শরা খোঁজাখুজি করছে। তখন মহিলাটি বলতে লাগলেন, উজ্জ্বল ফর্সা বর্ণ, সুঠামদেহী ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, পেটের ভুঁড়ি কিংবা ভগ্নস্বর তাঁকে খুঁতযুক্ত করেনি, সুদর্শন সুপুরুষ, ডাগর কাল চোখ, নিবিড় ঘন পাপড়ি, গলার স্বরে পৌরুষদীপ্ত ভারীত্ব, সুরমা মাখা কাল মণি চোখ, সংযুক্তপ্রায় সরু ও দীর্ঘকায় ভ্রূদ্বয়, দীর্ঘকায় গ্রীবাদেশ ও ঘন দাড়ি, এ হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন চুপ থাকেন তখন তাঁর মাঝে ভাব গম্ভীরতা বিরাজ করে, আর যখন কথা বলেন, তখন তাঁর থেকে এক অপার্থিব সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে। মিষ্টভাষী ও স্পষ্টভাষী, অতি অল্পবাক্‌ও নন, বাচালও নন। তাঁর কথামালা যেন একত্রে গাঁথা মালার মুক্তা দানাসমূহ, যা একটি একটি করে টপ্ টপ্ করে পড়ছে। দূর থেকে দেখা সবচে সুদর্শন ও পৌরুষদীপ্ত সে ব্যক্তি, আর নিকট থেকে দেখা সবচে মিষ্ট লাবণ্যময় ও সুন্দর ব্যক্তি। মধ্যম গড়নের অধিকারী। অতি দীর্ঘতার কারণে তাঁকে চোখ উপরে তুলে দেখতে হয় না। আর অতি খর্বতার কারণে চোখ তাকে ভিড়ের মাঝে খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয় না। তিনি যেন দুটি শাখার মাঝের শাখা, দেখতে তিনটির মাঝে সবচে সজীব সতেজ তরতাজা,

১. অর্থাৎ এত দুরবস্থাগ্রস্থ ও জীর্ণকায় কেন?-জালালাবাদী

আকৃতি-অবয়বে সবচে সুগঠিত। তাঁর সাথীরা তাঁকে ঘিরে থাকেন, তিনি যখন কথা বলেন, তখন তাঁরা মনোযোগ সহকারে তা শুনেন, আর তিনি কোন নির্দেশ দিলে তাঁরা তা পালনে দ্রুত ছুটে যান। বরেণ্য প্রিয়জন তার খিদমতে, তাঁরা ধন্য। কারো প্রতি মুখ গোমড়াকারী কিংবা কাউকে নির্বোধ সাব্যস্তকারী নন।

উম্মু মা'বাদের এই বিবরণ শুনে তাঁর স্বামী বলে উঠল, আল্লাহ্‌র কসম, ইনিই ঐ ব্যক্তি, কুরায়শরা যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেতাম তাহলে তাঁর সাহচর্যের আবেদন জানাতাম। যদি আমি তাঁর কোন পথ পাই তাহলে তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় মক্কার আকাশে-বাতাসে অদৃশ্য এক আবৃত্তিকারের আবৃত্তি শোনা গেল ঃ

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاس خير جَزَائه * رفيقين حَلاَّ خَيْمَتِى اُمِّ مَعْبَد

মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাঁর সর্বোত্তম বিনিময় প্রদান করুন এ দুই সাথীকে, যারা উম্মু মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছেন।

هُمَا نَزَلاَ بِالبِرِّ وارتحلا به * فَافلَحَ من اَمْسى رَفِيْقَ مُحَمَّد

তারা অবতরণ করেছেন পুণ্য নিয়ে এবং তা নিয়েই প্রস্থান করেছেন, আর মুহাম্মদের যে সাথী হয়েছে সে সফলকাম হয়েছে।

فيا لِقُصي ماروى اللّه عنكُمْ * به من فعالٍ لاتُجازى وسُؤْدُدِ

হে কুসায় পরিবার! তাঁর কারণে আল্লাহ্ যেন তোমাদের থেকে নেতৃত্ব এবং ঐ সকল কর্মকীর্তি অপসারণ না করেন, যার বিনিময় দেয়া সম্ভব নয়।

سَلُوا اُخْتَكُمْ عَن شاتها وانائها * فَانكموا انْ تَسْألوا الشاةَ تَشْهَد

তোমাদের বোনকে তার মেষ ও তার পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা মেষকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে সেও সাক্ষ্য দেবে।

دعاها بشَاةٍ حَائلٍ فتحَلَّبَتْ * له بِصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ

তিনি তাকে একটি গর্ভধারণে অক্ষম একটি ছাগী আনতে বললেন, এরপর তার ওলান ফেনিল দুধে পূর্ণ হয়ে উঠল।

فَغَادَرَه رَهْنًا لَدَيْها لِحالبٍ * يَدُرُّلَها فِىْ مَصْدَر ثُمَّ مَوْرِدِ

তিনি তা তার কাছে এক দোহনকারীর 'বন্ধক' রূপে রেখে গেলেন, প্রতি প্রস্থান ও আগমনকালে তাকে দুধ দিতে থাকবে।

হযরত হাসসান (রা) কর্তৃক রচিত এই কবিতাপঙ্‌ক্তিসমূহের জওয়াবী কবিতা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যা অনবদ্যতায় এর তুল্য। এখানে মূল লক্ষ্য হল (একথা বলা) যে, হাফিয বায়হাকী আল হাসান ইব্‌ন আস্ সাবুবাহ ..... আবূ মাবাদ আল খুযায়ী সূত্রে এই হাদীসখানা তার পূর্ণ পাঠসহ বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমনটি আমরা শব্দসহ পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। হাফিয ইয়া'কুব ইব্‌ন সুফিয়ান ও আবূ নু'আয়ম তাঁর 'দালাইলুন্ নুবুওয়াত' গ্রন্থে তা

রিওয়ায়াত করেছেন। আব্দুল মালিক বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, পরবর্তীতে আবূ মা'বাদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু মা'বাদ হিজরত করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর হাফিয বায়হাকী এই হাদীস উল্লেখের পর তার দুর্বোধ্য শব্দসমূহের আলোচনা করেছেন। পূর্বে পার্শ্বটীকায় আমরা তা উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা তা থেকে কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করছি।

উম্মে মাবাদের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা

উম্মু মা'বাদের ظاهِرُ الْوَضَاءَةِ অর্থাৎ প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যাধিকারী, أَبْلَجُ الْوَجْهِ অর্থাৎ উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল ওয়ালা। আবূ উবায়দ বলেন, তা'হল পেটের বিশালতা। আর অন্যরা বলেন, মাথার বিশালতা। আর যারা لَمْ تُعبه ثَجْلة রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ উবায়দ তাদের রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করেছেন, (অর্থাৎ النحول থেকে দুর্বলতার অর্থে)। গ্রন্থকার বলেন, এই অর্থেই বায়হাকী হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আবূ উবায়দের কথাই বিশুদ্ধ। আর যদি বলা হত, মাথার বিশালতা তাহলে তো আরো শক্তিশালী হত। কেননা, এরপর তার একথাটিও রয়েছে ولم تُزْرِبه صَلْعة আর صَلْعة এর অর্থ যে মাথার ক্ষুদ্রতা, এতে কারও দ্বিমত নেই। এ অর্থেই উট পাখির ছানাকে তার মাথার ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে صعل বলা হয়ে থাকে। বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন لم تعبه نحْلة রূপে অর্থাৎ দুর্বলতা অর্থে, তিনি তার ব্যাখ্যাও এরূপই করেছেন। আর ولم تَزْوِبْه صَعْلَة এ তা হল الحاصرة (কটি দেশের ক্ষীণতা ও শীর্ণতা) অর্থাৎ তিনি মধ্যম আকৃতির পুরুষ, অতি মোটাও নন অতি কৃশও নন। বায়হাকী বলেন, وَلَمْ تُعبه تُجْلَةٌ রিওয়ায়াতও রয়েছে, যার অর্থ পেটের বিশালতা এবং تَزْرِبه صلعة অর্থাৎ মাথার ছোট হওয়া। আর الوسيمُ হল সুঠাম দেহী, তদ্রূপ القَسيم। আর الدَّعْجُ অক্ষি গোলকের নিবিড় কৃষ্ণতা। الْوَطَفُ হল চোখের পাঁপড়ির দীর্ঘ হওয়া। আর কুতায়বা তা বর্ণনা করেছেন– فى اشفاره عَطَف তার পাঁপড়িতে বক্রতা রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বায়হাকী তাঁর অনুসরণ করেছেন। ইব্‌ন কুতায়বা বলেন, আমার জানা নেই এটা কী, কেননা, তাঁর রিওয়ায়াতে ভুলের উদ্ভব হয়েছে, তাই তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় দিশেহারা হয়েছেন। আর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা যা উল্লেখ করলাম, আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন। وفى صوته صَحَلُ এর صحل হল স্বর ভারিক্কি হওয়া। তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরের তুলনায় এ ধরনের স্বর শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে। আবূ উবায়দ বলেন, صَحَلٌ হরিণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। তিনি বলেন, আর যারা বর্ণনা করেছেন তাঁর স্বরে صَحَلٌ ছিল তারা ভুল করেছেন, কেননা তা ঘোড়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মানুষের জন্য নয়। আমি বলি, বায়হাকী ঐ صَحَلٌ এর রিওয়ায়াতটিই উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন أَخْوَرُ রিওয়ায়াতেও রয়েছে। তবে সঠিক হল আবূ উবায়দের বক্তব্য। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত। আর উম্মু মা'বাদের এই কথা أَخْوَرْ তা নবী (সা)-এর দেহরূপ বর্ণনায় অভিনব, আর তা হল দু'চোখের টানা দৃষ্টি পূর্ণ সাদা কাল (সাদা অংশ সাদা, কাল অংশ কাল) হওয়া, যা চোখকে সুন্দর করে, টেরাত্বের ন্যায় খুঁত সৃষ্টি করে না। আর তাঁর কথা أَكْحَلُ (সুরমা মাখা) -এর সমর্থক (শাহিদ) বর্ণনা পূর্বে

বিবৃত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত أَزَجُّ শব্দের ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দ বলেন, ধনুকবাঁকা ভ্রূদ্বয়ের অধিকারী। আর أَقْرَنُ হল দুই চোখের মাঝামাঝি ভ্রূদ্বয়ের সংযুক্ত হওয়া। বায়হাকী বলেন, নবী করীম (সা)-এর গঠন বর্ণনায় এরূপ বিবরণ শুধু এই হাদীসেই পাওয়া যায়। তাঁর গঠন বর্ণনায় প্রসিদ্ধ হল, তিনি ছিলেন প্রশস্ত ও দীর্ঘ ভ্রূদ্বয়ের অধিকারী। তাঁর ঘাড়ে سَطَعٌ ছিল, আবূ উবায়দ বলেন এর অর্থ দীর্ঘতা। অন্যরা বলেন, জ্যোতি বা আলোকময় ঔজ্জ্বল্য। আমি বলি, এ দু'য়ের একত্র সম্মিলনও সম্ভব, বরং তাই অবধারিত। আর তার একথা اذا صَمَتَ فعليه الْوقَارُ। (নিশ্চুপ থাকলে তাঁর মাঝে গাম্ভীর্য বিরাজ করে) অর্থাৎ নীরব ও নিশ্চুপ থাকাকালীন সময়ে তাঁকে দেখে ভীতি ও সমীহের উদ্রেক হত। আর যখন তিনি সবাক্ হতেন, তখন তিনি শ্রোতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতেন, এবং তার মুখাবয়বে এক প্রকার দীপ্তি বিরাজ করত অর্থাৎ কথা বলার সময়। حُلْوُ الْمنطق صهل অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী পৃথক পৃথক করে ও স্পষ্ট করে কথা বলতেন لانزر ولاهذر অতি স্বল্পবাক নন আবার বাচালও নন। كان منطقه خرزات نَظْمٍ তার কথামালা যেন মুক্তার দানা। অর্থাৎ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জলতা, সুস্পষ্টতা ও বাক্ মিষ্টতায়। أبهى الناس وأجمله من بعيد واحلاه واحسنه من قريب অর্থাৎ দূর ও কাছ থেকে তিনি লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। উম্মু মা'বাদ আরো উল্লেখ করেছেন, তিনি (অতি) লম্বা নন, আবার বেঁটেও নন। বরং তিনি এ দু'য়ের তুলনায় অনেক বেশি সুদর্শন। আর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সঙ্গীরা তাকে শ্রদ্ধা সম্মান করেন, তাঁর সেবায় তৎপর থাকেন এবং তাঁর আনুগত্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। আর তার কারণ হল, তাঁদের কাছে তাঁর মহিমা ও মাহাত্ম্য তাঁদের অন্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতা এবং তার প্রতি তাদের অনুরাগ। আর এ কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গোমড়ামুখ ছিলেন না, অর্থাৎ কারো প্রতি মুখ গোমড়া করতেন না, আর কাউকে বোকা ঠাওরাতেন না; বরং তিনি ছিলেন উত্তম সহচর ও সহাবস্থানকারী, তাঁর সঙ্গী তাঁর কাছে সম্মানের পাত্র এবং প্রিয়ভাজন।

এ ব্যাপারে হিন্দ ইব্ন আবূ হালার হাদীস

এই হিন্দ হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পালিত সৎপুত্র। তাঁর মা হলেন হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ। আর পিতা আবূ হালা, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। হাফিয ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ফাসাবী, সাঈদ ..... হাসান ইব্ন আলী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইব্ন আবূ হালাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়ব ও স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম-আর তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আর আমার বাসনা ছিল, তিনি তাঁর গঠন ও প্রকৃতির এমন কোন বিষয় বর্ণনা করবেন, যা আমি নির্ভরতার সাথে অবলম্বন করতে পারব।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন মানী সম্মানী ব্যক্তি। পূর্ণিমা রাতে চাঁদের ন্যায় তাঁর মুখমণ্ডল দীপ্তি ছড়াত। মধ্যম আকৃতির চেয়ে খানিকটা লম্বা ছিলেন, আর অতিকায় দীর্ঘের চেয়ে কিছুটা খাটো, বিশাল মাথা ও ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী। চুলের গোছ ভাগ ভাগ হয়ে গেলে সিঁথি করে দিতেন, অন্যথায় নয়। তাঁর চুল তাঁর কানের লতি অতিক্রম করত না, বাব্রী চুলওয়ালা, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ সরু ও পূর্ণ আকৃতির অসংযুক্ত ভ্রূর

অধিকারী, যে দুটির মাঝখানে একটি শিরা ছিল, ক্রোধ যাকে স্ফীত করে তুলতো। উন্নত নাসিকা, যা সর্বদা দ্যুতি ছড়াত, গভীর দৃষ্টিতে যে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেনি সে তাঁর নাকের অগ্রভাগ উঁচু মনে করত। ঘন দাড়ি ও ডাগর চোখের অধিকারী। তার গণ্ডদ্বয় সমতল, প্রশস্ত মুখ, সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি, বুকে নিম্নাগামী ও সরু পশমের রেখা, বর্ণ স্বচ্ছতায় তাঁর গ্রীবা যেন কোন কোন লোহিতবরণ প্রতিমার রৌপ্যনির্মিত গ্রীবা। সুঠৌল দেহ কাঠামো, দৃঢ় গড়নের ভারী দেহ, সমান্তরাল পেট ও বুকের অধিকারী। তাঁর বুক প্রশস্ত, দুই কাঁধের মাঝে বেশ দূরত্ব, মোটা মোটা অস্থিসন্ধি, সারা দেহ অতিরিক্ত লোমযুক্ত, বুকের মধ্যখান থেকে নাভি পর্যন্ত রেখার ন্যায় প্রবহমান পশমধারা, স্তনদ্বয় ও পেট কেশযুক্ত,দেহের অন্যত্র দুই বাহু, দুই কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে স্বাভাবিক লোম। দীর্ঘ কব্জি, প্রশস্ত তালু বিস্তৃত পেশী, হাত ও পায়ের তালু কোমল ও ভরাট, হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ দীর্ঘ পায়ের তলাদ্বয় ভরাট ও শূন্যতাবিহীন, পদদ্বয় মসৃণ যা থেকে পানি পড়া মাত্র সরে যায়। যখন তিনি কোন স্থান থেকে সরেন তখন পূর্ণ দেহে সরেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে গাম্ভীর্যের সাথে দ্রুত হাঁটেন, যখন তিনি হাঁটেন তখন মনে হয় যেন তিনি ঢালু ভূমি থেকে নামছেন, আর যখন তিনি ঘুরে তাকান তখন গোটাদেহে ঘুরে তাকান, আনত দৃষ্টি, আসমানের দিকে তাঁর দৃষ্টির চেয়ে যমীনের দিকের দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী। তার অধিকাংশ দৃষ্টিই মনযোগপূর্ণ, সাথীদের পেছনে পেছনে চলতেন, যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো তাকেই তিনি সালাম দিতেন।

এরপর আমি তাঁকে বললাম, আমাকে তাঁর কথা বলার বিবরণ দিন। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন, নিরবিচ্ছিন্ন বিষণ্ন ও সদা চিন্তিত। তাঁর যেন কোন স্বস্তি ছিল না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। দীর্ঘক্ষণ নির্বাক থাকতেন, পূর্ণমুখ খুলে কথা শুরু করতেন এবং কথা শেষ করতেন। তিনি সারগর্ভ কথা বলতেন, যা হতো স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল, অর্থহীন বাহুল্য নয় আবার উদ্দেশ্য প্রকাশে অক্ষম অতি স্বল্পও নয়। কোমল স্বভাব, কঠোর ও রূঢ় নন এবং আত্মমর্যাদাহীন ছ্যাবলাও নন। কারো দান বা অনুগ্রহ ক্ষুদ্র হলেও তাকে বিরাট বলে গণ্য করতেন, তার কোন কিছুর নিন্দা করতেন না, আবার তার অতিরিক্ত প্রশংসাও করতেন না। সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কিছু হলে তাঁর ক্রোধের সামনে কোন কিছু টিকতে পারত না; যতক্ষণ না তার প্রতিবিধান করতে পারতেন।

অন্য রিওয়ায়াতে আছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার কিছু তাকে রাগান্বিত করতে পারত না। যখন সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘিত হতো, তখন কেউ তাঁকে কিনতে পারত না এবং তার ক্রোধের সামনে কোন কিছু টিকত না, যতক্ষণ না তিনি তার প্রতিবিধান করতেন। নিজের স্বার্থে কখনও ক্ষুব্ধ হতেন না এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। তিনি যখন ইঙ্গিত করতেন তখন পূর্ণ তালু দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। আর যখন আশ্চর্য হতেন তখন তা উল্টাতেন। যখন আলোচনা করতেন তখন হাতের তালুদ্বয় একত্র করতেন, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ভিতর দিকে আঘাত করতেন। তিনি যখন ক্ষুব্ধ হতেন, উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিতেন। প্রসন্ন হলে দৃষ্টি অবনত রাখতেন। তাঁর অধিকাংশ হাসিই ছিল মৃদু হাসি, তিনি শিলা শুভ্র দাঁতে হাসতেন।

হাসান বলেন, বেশ কিছুদিন আমি তা (এই বিবরণ) আমার অনুজ হুসায়ন ইব্ন আলী থেকে গোপন রাখলাম, তারপর তার কাছে তা বর্ণনা করলাম। দেখলাম, সে আমার আগেই তা সংরক্ষণ করেছে এবং আমি তাকে যে বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম সেও তাকে সে

বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। উপরন্তু সে তার (ও আমার) পিতাকে তাঁর আগমন নির্গমন, উঠা বসা ও অবয়ব-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে, কোন কিছুই সে বাদ দেয়নি। হাসান (রা) বলেন, আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর 'প্রবেশ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, তাঁর নিজের প্রবেশ ছিল সদা অনুমোদিত। আর তিনি যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর অভ্যন্তরীণ সময়কে তিন অংশে ভাগ করতেন, একাংশ আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীর জন্য, আরেক অংশ স্ত্রী-পরিজনদের সাহচর্যের জন্য আর একভাগ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য। তারপর নিজের অংশটি (সাক্ষাৎপ্রার্থী) লোকদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং সাধারণ ও বিশিষ্ট নির্বিশেষে সকলের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন, তাদের থেকে কোন অংশই সংরক্ষিত রাখতেন না। উম্মতের জন্য নির্ধারিত অংশে তাঁর নীতি ছিল, তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে গুণী ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া এবং দীনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনুপাতে তাঁদের মাঝে তা' বন্টন করা। আর এদের মাঝে কারো একটি প্রয়োজন থাকত, কারো দু'টি প্রয়োজন থাকত, কারো বা ততোধিক প্রয়োজন, তিনি তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত-মগ্ন হতেন এবং তাঁদেরকে তাদের প্রার্থিত বিষয়াদিতে তাদের ও উম্মতের কল্যাণকর ব্যবস্থা দান করতেন এবং তাদের করণীয় কি বলে দিতেন এবং সাথে সাথে এটাও বলতেন- উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে তা পৌঁছে দিক। আর যে আমার কাছে তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না, তোমরা তার হয়ে আমার নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেবে। কেননা, যে ব্যক্তি কোন ক্ষমতাবান (কর্তৃপক্ষকে) এমন ব্যক্তির প্রয়োজনের কথা পৌঁছে দেয়, যে নিজে তাঁর কাছে তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতে পারে না, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার পদদ্বয় স্থির, অবিচল রাখবেন। তার কাছে তা (মানুষের প্রয়োজন) ব্যতীত অন্য কিছু আলোচিত হত না, কারো থেকে এছাড়া অন্য কিছু তিনি গ্রহণ (শ্রবণ) করতেন না। লোকেরা তাঁর সাথে দেখা করত সাক্ষাৎপ্রার্থীরূপে। তবে কিছু না কিছুর স্বাদ আস্বাদন করেই তারা বিচ্ছিন্ন হত। অন্য রিওয়ায়াতে শব্দের ঈষৎ পরিবর্তনসহ প্রায় একই অর্থবোধক বর্ণনা রয়েছে-সেখানে অতিরিক্ত রয়েছে তারা সেখান থেকে বের হত ফকীহ্রূপে অর্থাৎ দীনের ব্যুৎপত্তি নিয়ে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে (আমার পিতাকে) তাঁর বহির্গমন ও বহিরাবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাতে তিনি কিরূপ করতেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাজের বিষয় ব্যতীত তাঁর রসনাকে সংরক্ষণ করতেন, তিনি তাদের সাথে অন্তরঙ্গ ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন এবং তাদেরকে বিরূপ-বিতৃষ্ণ করে দূরে সরিয়ে দিতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাদেরকে তাদের নেতা মনোনীত করতেন। লোকদেরকে (অন্যায়-অনাচার) হতে সতর্ক করতেন, নিজেও তাদের থেকে সতর্ক থাকতেন, তবে তাদের কারো থেকে তাঁর প্রসন্ন আচরণ ও নুবুওয়াতের মোহর বর্ণনান্তরে তার মহান নৈতিকতা গুটিয়ে রাখতেন না[১]। তিনি তাঁর সহচর ও সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন, এবং লোকের অবস্থা সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। সুন্দরকে সুন্দর বলতেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, আর কুৎসিতকে কুৎসিত বলতেন এবং তাকে দুর্বল করতেন। মধ্য পন্থা অবলম্বনকারী ভারসাম্যপূর্ণ বিশৃঙ্খলামুক্ত। লোকেরা যাতে উদাসীন এবং সত্য বিচ্যুত না হয়, সেজন্য তিনি সদা সচেতন থাকতেন। সব রকমের অবস্থা ও

১. অর্থাৎ তাঁর সতর্কতা, সহচর ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে সদাচরণের পরিপন্থী হত না।

পরিস্থিতির জন্য তাঁর কাছে ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি থাকত। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা বা শিথিলতা করতেন না। তবে তার সীমারেখা অতিক্রমও করতেন না। শ্রেষ্ঠ ও উত্তম লোকেরাই তাঁর সান্নিধ্যে (ঘনিষ্ঠ অবস্থানে) থাকত। অন্যের হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণ কামিতায় অতি ব্যপকতা সম্পন্নরাই তাঁর কাছে সর্বোত্তম বিবেচিত হতেন। সহমর্মিতা ও সমবেদনায় সর্বোত্তমরাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা লাভ করতেন।

হুসায়ন (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজ্‌লিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা কেমন ছিল? তিনি তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিক্‌র ও আল্লাহ্‌র স্মরণ ব্যতীত উঠা-বসা করতেন না। আর বসার জন্য কোন স্থান নির্ধারিত করতেন না এবং অন্যদেরকেও তা' করা থেকে বারণ করতেন। কোন মজ্‌লিসে উপনীত হলে তিনি মজ্‌লিসের শেষ প্রান্তেই উপবেশন করতেন এবং অন্যদের এরূপ করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর মজলিসের সকলের প্রতি তিনি সমান মনোযোগ ও দৃষ্টি দিতেন। তাঁর মজলিসের কেউ এই ধারণা করত না যে, তাঁর কাছে কেউ তার চাইতে অধিক মর্যাদার পাত্র। কোন প্রয়োজনে কেউ তার সাথে বসলে বা দাঁড়ালে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রস্থান পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতেন অর্থাৎ তাকে সঙ্গ দিতেন। কেউ কোন প্রয়োজনে আসলে তিনি তাকে তা দিয়েই বিদায় করতেন, কিংবা তাকে সান্ত্বনাদায়ক কোমল কথা বলতেন। তাঁর উদারতা ও চরিত্রের অমায়িকতা ছিল সর্বব্যাপী, তাই তিনি ছিলেন তাদের পিতৃতুল্য আর অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলে তাঁর কাছে ছিলেন সমান। তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞান-প্রজ্ঞা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও বিশ্বস্তার মজলিস, যেখানে গলার আওয়াজ উঁচু হত না, কারো অন্দর, অন্তঃপুরের দোষ চর্চা হত না এবং খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটির চর্চা হত না। উপস্থিত সকলে ছিলেন সমস্তরের, তাকওয়া ও আল্লাহ্ ভীতির মানদণ্ডে তাঁরা একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতেন। তাঁরা সকলে বিনম্র, বিনয়াবনত, সেখানে তাঁরা বড়কে সম্মান করেন ছোটকে স্নেহ করেন, অভাবগ্রস্তকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং আগন্তুককে সমাদর করেন।

হযরত হুসায়ন বলেন এরপর আমি তাঁকে (আমার পিতাকে) সহচরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সদা-সহাস্যবদন, নম্র-কোমল স্বভাবের অধিকারী, রূঢ় ও কঠোর কর্কশ নন, চিৎকার বা হৈ চৈ কারী নন, অশ্লীলভাষীও নন, নিন্দুক সমালোচনাকারী কিংবা তরলহাস্য পরিহাসকারীও নন। তিনি অপছন্দনীয় বিষয় এড়িয়ে যান এবং তার অনুগ্রহ প্রার্থীকে নিরাশ ও ব্যর্থ মনোরথ করেন না। তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। ১. ঝগড়া-কলহ ২. অতিকথন ৩. অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন (বিষয় ও বক্তব্য) । আর লোকদেরকে তিনটি বিষয় থেকে তিনি অব্যাহতি দিয়েছিলেন, ১. কারো নিন্দা-সমালোচনা করতেন না ২. কাউকে লজ্জা দিতেন না ৩. কারো ছিদ্রান্বেষণ করতেন না এবং শুধু এমন বিষয়ে কথা বলতেন, যেসব বিষয়ের ছাওয়াবের প্রত্যাশা করতেন। আর তিনি যখন কথা বলতেন তখন তার মজলিসে উপবিষ্টরা এমন নিশ্চুপ হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতেন, যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে। তিনি যখন থামতেন তখন তাঁরা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তারা বাদানুবাদ করতেন না। তাঁরা যাতে হাসতেন তিনিও তাতে হাসতেন এবং তাঁরা যাতে বিস্মিত হতেন তিনিও তাতে বিস্মিত হতেন। নবাগত ও অপরিচিতের রুক্ষ কথাবার্তা ও প্রার্থনার অভদ্রতায় ধৈর্যধারণ করতেন, এমনকি তাঁর সঙ্গীগণ তাকে (ঐ নবাগত) কথার ধরন শিখিয়ে দিতেন। আর তিনি বলতেন, তোমরা কোন যাঞ্চাকারী ও অভাবগ্রস্তকে দেখলে তাকে কিছু দিয়ে সাহায্য করবে। কোন উপকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাড়া কারো পক্ষ থেকে তিনি কোন প্রশংসাস্তুতি গ্রহণ করতেন না। তিনি কারো কথার

মাঝে কথা বলতেন না, যতক্ষণ না সে তার কথা শেষ করে বা নিজে তা থেকে ক্ষান্ত হয় কিংবা উঠে যায়।

তিনি বললেন, এরপর আমি তাঁকে তাঁর নীরবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম যে, তা' কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তাঁর নীরবতা বা নিশ্চুপতা ছিল চার কারণে ১. প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা ২. সতর্কতা ৩. পরিমিতিবোধ ৪. চিন্তা-ভাবনা। আর তাঁর পরিমিতিবোধ হতো লোকদের প্রতি সমান দৃষ্টি ও মনোযোগ প্রদানে। আর চিন্তা-ভাবনা ছিল (দুনিয়ার) অস্থায়িত্ব, (আখিরাতের) স্থায়ীত্বের ব্যাপারে। আর আল্লাহ্ তাঁকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এক সাথে দান করে ছিলেন, তাই কোন কিছুই বা কোন পরিস্থিতিই তাঁকে ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু করতে পারত না। আর চারটি বিষয়ে তাঁকে সতর্কতা দান করা হয়েছিল ঃ ১. সর্বোত্তমকে গ্রহণ করা, ২. দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর সহচরদের জন্য যা সঞ্চিত হয়েছে তাতে তাঁদের তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করা।

হাফিয আবূ ঈসা তিরমিযী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শামায়েল অধ্যায়ে সুফিয়ান ইব্‌ন ওকী' সূত্রে ..... হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে এই হাদীসখানি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি [হাসান ইব্‌ন আলী (রা)] বলেন, আমি আমার মামাকে জিজ্ঞেস করলাম ..... এরপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন আর তাতে তাঁর ভাই হুসায়ন সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তাঁর হাদীসখানি রয়েছে। হাফিয আবূ বক্‌র বায়হাকী 'আদ্-দালাইল' গ্রন্থে আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ৩. হাসান বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালাক জিজ্ঞেস করলাম-এরপর তিনি সবিস্তারে তা উল্লেখ করলেন। আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্‌যী তার গ্রন্থ 'আল আতরাফে' বিগত এই সনদ দু'টি উল্লেখ করার পর বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম ..... ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবয়ব ও স্বভাব-চরিত্র বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন- আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবয়ব ও স্বভাব বর্ণনা করুন- এরপর তিনি এ হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হাফিয বায়হাকী সাবিহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সূত্রে (যিনি দুর্বল রাবী)- হযরত আয়েশ (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর অবয়ব ও স্বভাবের বিবরণ সম্বলিত এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা হিন্‌দ ইব্‌ন আবূ হালার কাছাকাছি। বায়হাকী তা আনুপূর্বক উল্লেখ করেছেন, আর তার মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যাও করেছেন, ইতিপূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি, এরপর আর তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

বুখারী আবূ আসিম যাহ্‌হাক ..... উক্‌বা ইব্‌ন হারিছ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবীজীর মুত্যুর কয়েক দিন পর আবূ বকর আসর নামায পড়লেন, এরপর তিনি আলীর (রা) সাথে হাঁটতে বের হলেন। তখন হাসান ইব্‌ন আলী বালকদের সাথে খেলছিলেন, আবূ বকর তাঁকে তার কাঁধে উঠিয়ে বলতে লাগলেন, আমার বাপজান! এ নবীজীর সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন, আলীর সাথে নয়। আর আলী তখন তাদের দু'জনের এ অবস্থা দেখে হাসছিলেন। বুখারী আহমদ ইব্‌ন ইউনুস ..... আবূ জুহায়ফা সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি, হাসান ইব্‌ন আলী তার সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন ছিলেন। আর বায়হাকী আবূ আলী রওযবারী ..... হযরত আলী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত অংশে হাসান এবং এর নিম্নাংশে হুসায়ন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্য সম্পন্ন।

Contents

অধ্যায়

তাঁর পবিত্র স্বভাব-চরিত্রের বিবরণ

পূর্বে আমরা তাঁর বংশগত কুলীনতা, পবিত্রতা এবং জন্মের কথা উল্লেখ করেছি। আর আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন ঃ اَللّٰه اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ "আল্লাহ্ তাঁর রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন, তা তিনিই ভাল জানেন" (৬ আন'আম ঃ ১২৪)।

বুখারী কুতায়বা ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

بُعِثْتُ من خير قرون بنى أدم قرنًا بعد قَرْنٍ حتى كنت من القران الذى كنت فيه -

"মানবজাতির সর্বোত্তম কালে আমি প্রেরিত হয়েছি, একের পর এককাল অতিবাহিত হয়েছে পরিশেষে আমি যে কালে প্রেরিত হওয়ার সেকালে প্রেরিত হয়েছি"।

মুসলিম শরীফে ওয়াছিলা ইব্ন আসকা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان اللّٰه اطصفى قريشًا من بنى اسماعيل واطصفى بنى هاشم من قريش واصطفانى من بنى هَاشِمٍ-

"আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মাঝে কুরায়শকে মনোনীত করেছেন, আর কুরায়শদের মধ্য থেক বনূ হাশিমকে, আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন"।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نٓ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ - وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ - وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ .

"নূন-শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। আর তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ কালাম ঃ ১-৪)।

আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তুমি এক মহান দীনের অনুসারী অর্থাৎ ইসলাম। মুজাহিদ ইব্ন মালিক, সুদ্দী, যাহ্হাক এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও এমনই বলেছেন। আর আতিয়্যা বলেন, এর অর্থ হল, আপনি মহান শিষ্টাচার এর উপর প্রতিষ্ঠিত। সহীহ্ মুসলিমে যুরারা ইব্ন আওফা সূত্রে হযরত কাতাদার হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন, (একবার) আমি উম্মুল মু'মিনীন

আইশা (রা)-কে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বললাম অবশ্যই পড়ি। তখন তিনি বললেন, কুরআনই (অর্থাৎ কুরআনে উল্লেখিত স্বভাব চরিত্রই) তাঁর চরিত্র। ইমাম আহমদ ইসমাঈল ইব্ন আলিয়্যা ..... হাসান বসরী সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (হাসান) বলেন-হযরত আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। এছাড়া ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাঈ, আর ইব্ন জারীর ভিন্ন ভিন্ন সনদে ..... জুবায়র ইব্ন নুফায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিনি (একবার) হজ্জ করার সময় আমি আইশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। এর অর্থ হল কুরআন তাঁকে যে নির্দেশই দিত তিনি তা' পালন করতেন এবং যা থেকে তাঁকে নিষেধ করত তিনি তা পরিহার করতেন। এই মহান জন্মগত ও সহজাত স্বভাব-চরিত্র দিয়েই আল্লাহ্ তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার চাইতে উত্তম চরিত্র গুণের অধিকারী কোন মানুষ কোনদিন ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না। এবং তিনি তাঁর জন্য ঐ মহান দীনের বিধান দিয়েছেন, যা তাঁর পূর্বে কাউকে দেননি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, সুতরাং তাঁর পরে কোন রাসূল নেই, কোন নবী নেই। তাই তাঁর মাঝে যে লজ্জাশীলতা, মহানুভবতা, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাপ্রিয়তা, দয়ার্দ্রতা এবং সকল চারিত্রিক পূর্ণতার সে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার কোন সীমা নেই এবং তা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সুলায়মান সূত্রে ..... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (একবার) আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। কুরআনের সন্তুষ্টিতে তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং তার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হতেন।

বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয সূত্রে ..... যায়দ ইব্ন য়াবনূস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল ... তারপর তিনি বললেন, তুমি কি সূরা মু'মিনূন পড়তে পার, তাহলে পড় প্রথম দশ আয়াত-এরপর তিনি বললেন, এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র। নাসাঈ কুতায়বা সূত্রে এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর বুখারী خُذِ الْعَفْوَ وأْمُرْ بالعرف وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের বরাতে হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের স্বভাবসমূহের মাঝে ক্ষমা ও মার্জনার স্বভাব গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আহমদ সাঈদ ইব্ন মনসূর আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الاَخْلاَقِ। সদগুণ ও সৎ স্বভাবের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। হাফিয আবূ বকর আল খারাইতী তাঁর কিতাবে তা ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন, اِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الاَخْلاَقِ। উত্তম চরিত্রগুণসমূহকে পূর্ণতাদানের জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। আবূ ইসহাকের হাদীস সংগ্রহ থেকে ইমাম বুখারী বারা বিন আযিব (রা) থেকে যা রিওয়ায়াত

করেছেন তা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। তাতে তিনি (বারা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সুন্দরতম মুখাবয়ব ও সুন্দরতম স্বভাবের অধিকারী। ইমাম মালিক যুহরী ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন দু'টি বিষয়ের একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সহজতরটি গ্রহণ করেছেন, যদি তাতে কোন পাপ না হয়। আর যদি তাতে পাপ থাকত তাহলে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ হতেন। নিজের জন্য তিনি কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে যদি আল্লাহ্র কোন পবিত্র বিষয় বা বিধান লঙ্ঘিত হত তাহলে তিনি আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির জন্যে তা করতেন।

বুখারী ও মুসলিম ইমাম মালিকের হাদীস সংগ্রহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ কুরায়ব সূত্রে এবং ইমাম মুসলিম হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্র-রাহে জিহাদের সময় ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কাউকে তার স্বহস্তে আঘাত করেন নি, না কোন স্ত্রীকে, না কোন দাস-দাসীকে এবং ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে যদি আল্লাহ্র কোন বিধান লঙ্ঘিত হত, তখন তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার বদলা নিতেন। ইমাম আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক ..... আইশা (রা) সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শুবা সূত্রে ইমাম আবূ দাঊদ, আবূ আবদুল্লাহ্ আলজাদালী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি সহজাতভাবে অশ্লীলভাষী ছিলেন না, বা রাগ করেও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না। তিনি বাজারে বাজারে শোরগোল ও হৈ চৈকারী ছিলেন না, আর তিনি মন্দের বদলে মন্দ আচরণ করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন। শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে ইমাম তিরমিযী এটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আদম ও আসিম ইব্ন আলী ..... সালিহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহাবয়ব ও স্বভাব বর্ণনা করতেন; তিনি পূর্ণদেহে অগ্রসর হতেন এবং পূর্ণদেহে পিছু হটতেন, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, তিনি স্বভাবে বা কর্মে অশ্লীল ছিলেন না এবং বাজারে বাজারে হৈ চৈ শোরগোলকারী ছিলেন না। আদম এরপর অতিরিক্ত বলেছেন, তাঁর পূর্বে ও পরে আমি তাঁর কোন তূল্য ব্যক্তিকে দেখিনি। বুখারী আবদান ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) স্বভাবে ও কর্মে অশ্লীল ছিলেন না, আর তিনি বলতেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম তারা যাদের স্বভাব-চরিত্র বা আচার-ব্যবহার সর্বোত্তম। মুসলিম আ'মাশের হাদীস সংগ্রহ থেকে ঐ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া বুখারী ফুলায়হ ইব্ন সুলায়মানের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাওরাতে সেই গুণে গুনান্বিত উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল গুণে গুণান্বিত বলে তাঁকে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

"আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে ও সর্তকারীরূপে" (৪৮ ঃ ৮)।

এবং উম্মীদের জন্য রক্ষা কবচরূপে (তোমাকে আমি প্রেরণ করেছি) তুমি আমার বান্দা ও আমার রাসূল তোমাকে আমি আলমুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) উপাধি দিয়েছি। আর তিনি রূঢ়

ও কঠোর-কর্কশ নন, বাজারে বাজারে হৈ চৈ কারী নন, মন্দের বদলে মন্দ আচরণ করেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করেন, আর আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু দান করবেন না যতদিন না তিনি বক্র ও গোমরাহ্ মিল্লাতকে সরল সোজা করবেন আর তা হবে তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করা দ্বারা। আর তিনি অন্ধদৃষ্টি বধির কর্ণ এবং আচ্ছাদিত হৃদয়সমূহকে আবরণমুক্ত ও উন্মুক্ত করবেন। আর হাদীসখানি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও কা'ব আহবার থেকেও বর্ণিত আছে। বুখারী মুসাদ্দাদ ..... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পর্দানুশীন কুমারীর চাইতেও অধিকতর লজ্জাশীল ছিলেন। ইব্ন বাশ্শার ..... শু'বা সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর তাতে আরো রয়েছে-যখন তিনি কোন কিছু অপছন্দ করতেন তখন তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত। আর মুসলিম শুবার হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ আবূ 'আমির ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গালমন্দকারী, অভিশাপকারী কিংবা অশ্লীলভাষী ছিলেন না। আমাদের কাউকে ভর্ৎসনাকালে তিনি বেশি থেকে বেশি তিনি এই বলতেন, কি হয়েছে! তার ললাট ধূলিধূসরিত হোক! মুহাম্মদ ইব্ন সিনান সূত্রে ফুলায়হ থেকে বুখারী তা রিওয়ায়াত করেছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাম্মাদ ইব্ন যায়দের হাদীস সংগ্রহ থেকে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (শব্দমালা মুসলিমের) রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বভাবে ও অবয়বে সুন্দরতম মানুষ ছিলেন, তিনি ছিলেন, সবচেয়ে বদান্য ও সাহসী ব্যক্তি। (একবার) কোন এক রাতে মদীনাবাসী (এক আওয়াজে) ভীত-সন্ত্রস্ত) হয়ে পড়ল, তখন কতিপয় সাহসী ব্যক্তি শব্দের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হলেন। এ সময় ফিরতি পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দেখা পেলেন, তাদের পূর্বেই তিনি সেই শব্দের উৎসে পৌঁছে গিয়েছিলেন, আর এ সময় তিনি আবূ তালহা (রা)-এর একটি জিনবিহীন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর কাঁধে তরবারি লটকানো ছিল আর তিনি বলছিলেন, তোমরা আতঙ্কিত হয়োনা, আতঙ্কিত হয়ো না। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা তাঁকে অত্যন্ত দ্রুতগামী পেলাম অথবা অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল। তিনি বলেন অথচ ঘোড়াটি ছিল ধীরগতি সম্পন্ন। তারপর মুসলিম বাক্র ইব্ন শায়বা ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, (একবার) মদীনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তখন নবী করীম (সা) হযরত আবূ তালহার একটি ঘোড়া ধার নিলেন, যার নাম ছিল 'মানদূব'। এরপর তিনি তাতে আরোহণ করে (ঘুরে এসে) বললেন, আমরা ভয়ের কিছুই দেখলাম না, আর ঘোড়াটিকে বেশ দ্রুতগামী পেলাম। আনাস (রা) বলেন, ভীতি ও আতঙ্ক যখন তীব্র হত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আড়ালে আত্মরক্ষা করতাম।

আবূ ইসহাক সুবায়য়ী ..... হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বদরের দিন (যুদ্ধ যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল তখন) আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আড়ালে আত্মরক্ষা করতে লাগলাম, আর তিনি ছিলেন সর্বাধিক সাহসী যোদ্ধা। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইতিপূর্বে হাওয়াযিন যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা বলে এসেছি যে, সে দিন যখন তাঁর অধিকাংশ সহযোদ্ধা পলায়ন করলেন তখনও তিনি অবিচল ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর খচ্চরে সওয়ার ছিলেন আর নিজের পবিত্র নাম উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে করে আবৃত্তি করছিলেন ঃ انا النبى لاكذب - انا ابن عبد المطلب

"আমি আল্লাহ্র নবী-মিথ্যুক কভু নই। আবদুল মুত্তালিবের সন্তান আমি হই"।

আর এ সময় তিনি তাঁর খচ্চরকে শত্রু ব্যূহ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য পদাঘাত করছিলেন। আর এটা যেমন ছিল তার সাহসিকতা ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা, তেমনি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থারও পরিচায়ক। মুসলিম শরীফে ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যার হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আনাস (রা) এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন আবূ তালহা (রা) আমাকে হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস বেশ চৌকস বালক, সে আপনার খিদমত করুক। আনাস বলেন, এরপর থেকে বাড়িতে অবস্থানকালে ও সফরে আমি তাঁর খিদমত করেছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, তিনি কখনও আমাকে আমার কৃত কোন কাজের কারণে এ কথাও বলেননি যে, এটা তুমি এভাবে কেন করলে? এবং আমার না করা কোন কাজ সম্পর্কে এ কথা বলেন নি, কেন তুমি এটা এভাবে করলে না? এছাড়া সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদার হাদীস সংগ্রহ থেকে তাঁর রিওয়ায়াত বিদ্যমান, যাতে আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ নয় বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করেছি, কিন্তু কখনও আমাকে এ কথা বলতে শুনিনি যে, কেন তুমি এমন এমন করেছো? আর তিনি কখনো আমার কোন দোষ ধরেননি। এ ছাড়া ইকরিমা ইব্‌ন আম্মারের হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাস সূত্রে তাঁর রিওয়ায়াত বিদ্যামান-যাতে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বোত্তম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁর কোন এক প্রয়োজনে পাঠালেন। তখন আমি মুখে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যাব না-আর মনে ছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ পালন করব-এরপর আমি বের হয়ে আসলাম এবং বাজারে ক্রীড়ারত কয়েকজন বালকের খেলা দেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার পিছন থেকে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস বলেন, তখন আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি মিটিমিটি হাসছেন। তিনি বললেন হে উনায়স! (আনাসের স্নেহসূচক রূপভেদ) যেখানে যেতে বলেছি সেখানে গিয়েছিলে? তখন আমি বললাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যাচ্ছি। আনাস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি দীর্ঘ নয় বছর তাঁর খিদমত করেছি, আমার করা কোন কাজ সম্পর্কে তাঁকে কোনদিন বলতে শুনিনি যে, কেন তুমি এমনটি করলে, কিংবা যা আমি করিনি সে সম্পর্কে তাঁকে বলতে শুনিনি যে, কেন তুমি এমনটি করলে না। ইমাম আহমদ, কাছীর সূত্রে ..... আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (সা)-এর খিদমত করেছি, কিন্তু তাঁর কোন নির্দেশ পালনে অলসতা বা অবহেলা করার দরুন তিনি কোনদিন আমাকে ভর্ৎসনা করেননি, আর তাঁর পরিবারের কেউ যদি আমাকে ভর্ৎসনা করতো তাহলে তিনি বলতেন, ওকে ছেড়ে দাও, তিরস্কার করো না, কেননা, যদি ভাগ্যে তা হওয়ার থাকত তাহলে হতোই (তার কি দোষ)। অতঃপর ইমাম আহমদ ভিন্ন সূত্রেও এককভাবে আনাস (রা) থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ আব্দুস সামাদ আনাস (রা) সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আবূ উমায়র নামে আমার এক ভাই ছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা, তিনি সবেমাত্র দুধ ছেড়েছে এমন ভাই বলেছেন। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে এসে দেখতেন তখন বলতেন, ওগো আবূ উমায়র! কী করল তোমার 'নুগায়র'[১]। আনাস বলেন, সে এই পাখিটি নিয়ে খেলত। আনাস বলেন, তিনি আমাদের

১. বুলবুলি পাখীর ছানা।

বাড়িতে অবস্থান কালে যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি তাঁর ব্যবহৃত মাদুর ঝাড়ার নির্দেশ দিতেন, এরপর তাতে পানির ছিঁটা দিতেন এরপর তিনি উঁঠে দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পিছে দাঁড়িয়ে পড়তাম আর তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়তেন। রাবী বলেন, আর তাদের মাদুর ছিল খেজুরের পাতার তৈরী। আবূ দাঊদ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্য সঙ্কলকগণ আবূত্‌তায়্যাহ আনাস সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী মুসলিমে জুহরীর হাদীস সংগ্রহ থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবচেয়ে দানশীল ছিলেন, আর রমাযানে তিনি সবচে অধিক দানশীল হতেন। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পরকে কুরআনও শুনাতেন। আর আল্লাহ্‌র রাসূল মুক্ত বায়ূর চাইতেও অধিকতর বদান্য ছিলেন।

ইমাম আহমদ আবূ কামিল ..... সাল্‌ম আলাভী সুত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিককে বলতে শুনেছি (একবার) নবী করীম (সা) এক ব্যক্তির শরীরে হলুদ রঙ দেখতে পেয়ে তিনি তা অপছন্দ করলেন। আনাস বলেন, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, যদি তোমরা ওকে তার শরীর থেকে এই হলুদ রঙ ধোয়ার কথা বলতে! আনাস বলেন, অপ্রিয় কোন বিষয় নিয়ে কিছুতেই তিনি কারো মুখোমুখি হতেন না। আর ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী তাঁর 'শামায়েলে' এবং নাসাঈ তাঁর 'আল ইয়াওম ওয়াল লাইলা' গ্রন্থে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের হাদীস সংগ্রহ থেকে সালম ইব্‌ন কায়স আলাভী আল বসরী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ বলেন, সাল্‌ম আলাভী আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের অধঃস্তন বংশধর নয়, সে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করত। একবার সে চাঁদ দেখার ব্যাপারে আদী ইব্‌ন আরতাআর কাছে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু তিনি তার সাক্ষ্য অনুমোদন করলেন না। আবূ দাঊদ উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল যখন তাঁর কাছে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন আপত্তিকর কিছু পৌঁছত তখন তিনি এভাবে বলতেন না যে, অমুকের কী হয়েছে, সে এমন এমন বলে; বর! এভাবে বলতেন, লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এমন এমন বলে! সহীহ্ বুখারীতে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন আমার কাছে কারো বিরুদ্ধে না লাগায়। খোলা মনে আমি তোমাদের সাথে মিলিত হতে চাই। মালিক ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে হাঁটছিলাম- এ সময় তাঁর পরণে খসখসে কিনারা বিশিষ্ট চাদর ছিল, তখন এক বেদুইন তাকে পেয়ে, তাঁর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে, আমি তাঁর গ্রীবাদেশে তার তীব্র টানের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এরপর সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তোমাকে যে মাল দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বল। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, এরপর তাকে কিছু দানের নির্দেশ দিলেন। মালিকের হাদীস সংগ্রহ থেকে হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ যায়দ ইব্‌ন হুবাব ..... হিলাল আল-কুরাশী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মসজিদে অবস্থান করছিলাম। কিছুক্ষণপর তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম। তখন এক বেদুইন এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু দান করুন। তখন তিনি বললেন, না, আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখন সে তাঁর কোমর বরাবর চাদর ধরে টেনে তাঁর

চামড়ায় দাগ ফেলে দিল। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন উপস্থিত সাহাবীগণ ওকে ধরতে উদ্যত হলেন, তখন তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। আবূ হুরায়রা বলেন, তারপর তিনি তাকে কিছু অর্থসম্পদ দান করলেন।

ইমাম আবূ দাঊদ নাসাঈ ও ইব্ন মাজা মুহাম্মাদ ইব্ন হিলাল সূত্রে ..... আবূ হুরায়রার বরাতে একাধিক সনদে এই হাদীসের মুখ্য অংশ মোটামুটি একই রকমভাবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা ..... যায়দ ইব্ন আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনসারদের গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করত আর তিনি তাকে বিশ্বাস করতেন। সেই ব্যক্তি তাঁকে যাদুগ্রস্থ করার জন্য মন্ত্র পড়ে দড়িতে গিরা দিল এবং তা একটি কুয়োতে নিক্ষেপ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে সেই যাদু ক্রিয়া করল। তখন (স্বপ্নযোগে) দুই ফেরেশতা তাঁকে দেখতে এসে জানালেন যে, অমুক ব্যক্তি তাকে যাদুগ্রস্থ করার জন্য দড়িতে গিরা দিয়েছে আর তা অমুক কূয়োতে রয়েছে, আর যাদুর গিরার তীব্র ক্রিয়ায় কূয়োর পানি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তখন নবী করীম (সা) লোক পাঠালেন, তখন সেই গিরাযুক্ত রশি বের করা হল এবং কূয়োর পানি হলুদ দেখা গেল। তারপর সেই গিরাসমূহ মুক্ত করা হলো এবং নবী করীম (সা) যাদুমুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। যায়দ ইব্ন আরকাম বলেন, এরপরও আমি ঐ ব্যক্তিকে নবীজীর সাক্ষাতে প্রবেশ করতে দেখেছি কিন্তু তাঁর চেহারায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার অপকর্মের কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি। গ্রন্থকার বলেন, এসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াতটি সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে, যে লাবীদ ইব্ন আসম নামক যারওয়ান কূয়োর নীচে রাখা একটি চিরুনী।

আর নবীজীর এই যাদুগ্রস্ত অবস্থা প্রায় ছয় মাসের মত অব্যাহত ছিল। অবশেষে আল্লাহ্ সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করলেন। বলা হয়, এই দুই সূরার আয়াত সংখ্যা এগার এবং যাতে তাকে যাদু করা হয়েছিল তাতেও এগারটি গিরা ছিল। আমাদের তাফসীর গ্রন্থে আমরা এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি যা পাঠকদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ই সঠিক জানেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবূ নু'আয়ম সূত্রে ..... আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুসাফাহা করতেন কিংবা তাঁর সাথে মুসাফাহা করত তখন তিনি এ ব্যক্তির হাত থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিতেন না যতক্ষণনা ঐ ব্যক্তি নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে নিত। আর যদি মুখোমুখি হয়ে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতেন তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণনা ঐ ব্যক্তি নিজেই তাঁর কে ফিরে যেতো। তাঁর সামনে বসা কোন ব্যক্তির সম্মুখে তার হাঁটুদ্বয়ের অগ্রভাগ কখনও দেখা যায়নি। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ইমরান ইব্ন যায়দের হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাসের বরাতে ঐ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাঊদ, আহমদ ইব্ন মানী ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি কখনও এমন ব্যক্তিকে দেখিনি যে কানে কানে কথা বলার জন্য নবী (সা)-এর কানকে আবৃত করেছে আর তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে তাঁর মাথা সরিয়ে নিয়েছে। তদ্রূপ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ অবস্থায় দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি তাঁর হাত ধরেছে আর তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, যতক্ষণনা ঐ ব্যক্তি নিজেই তাঁর হাত ছাড়িযে নিয়েছে। এটি আবূ দাঊদের বর্ণনা। ইমাম আহমদ মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ও হাজ্জাজ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনাবাসী যে কোন ছোট ছোট কাজের মেয়েরা

পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে কথা বলতো। আর তিনি তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না, এমনকি সে তাঁকে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যেত। শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে ইব্ন মাজা হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ হাশিম ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনাবাসী দাসীও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরে তার প্রয়োজনে তাকে নিয়ে যেত। ইমাম বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে 'কিতাবুল আদবে' তা'লীক রূপে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা হাশিম সূত্রে তা উল্লেখ করেছেন।

তাবারানী আবূ শুআয়ব আল হার্রানী ..... ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন) আমি শুনেছি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড় বিক্রেতাকে দেখে তার থেকে চার দিরহামে একটি জামা খরিদ করলেন, এরপর তিনি তা গায়ে দিয়ে বের হলেন। তখন এক আনসারীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। আনসারীটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে একটি জামা পরতে দিন, আল্লাহ্ আপনাকে জান্নাতের জামা পরিয়ে দেবেন। তখন তিনি ঐ জামাটি খুলে উক্ত আনসারীকে পরিয়ে দিলেন, তারপর সেই দোকানদার (কাপড় বিক্রেতার) কাছে ফিরে আসলেন এবং পুনরায় চার দিরহামের বিনিময়ে তার থেকে আরেকটি জামা খরিদ করলেন, তাঁর কাছে তখন দুই দিরহাম অবশিষ্ট রইল। এ সময় হঠাৎ তিনি এক ক্রন্দনরত বালিকার দেখা পেলেন। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছো কেন? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার গৃহকর্তারা ময়দা খরিদ করার জন্য দু'টি দিরহাম দিয়েছিল; কিন্তু আমার নিকট থেকে তা হারিয়ে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অবশিষ্ট দিরহাম দু'টি দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু মেয়েটি তখনও কাঁদছিল। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি তো দুই দিরহাম নিয়েছ, তাহলে আবার কাঁদছো কেন? তখন সে বলল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে তারা আমাকে প্রহার করবে। তখন তিনি তাকে সাথে নিয়ে তার গৃহবাসীদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে (বাড়ির বাহিরে থেকে) সালাম করলেন, তখন তারা নবীজীর কণ্ঠ চিনতে পারল। তিনি আবার সালাম করলেন, তারপর আবার, তারপর আবার, তারপর আবার, এরূপে তিনি তিনবার সালাম করলেন। তখন তারা সালামের উত্তর দিল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার প্রথম সালাম শুনতে পাওনি? তারা বলল, জী হাঁ। তবে আমরা চাচ্ছিলাম আপনি আমাদেরকে বেশি বেশি সালাম দিন। আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, আপনাকে কি সে বিব্রত করলো? তখন তিনি বললেন, এই দাসী মেয়েটি আশঙ্কা করছে যে, তোমরা তাকে প্রহার করবে। তখন সেই বাঁদীর মনিব বলল, আপনার তার সাথে হাঁটার সম্মানার্থে সে আল্লাহ্র ওয়াস্তে স্বাধীন। (তাদের এরূপ আচরণে প্রীত হয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাদেরকে মঙ্গলের ও জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে দশ দিরহামের মধ্যে বরকত দান করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে একটি জামা পরিয়েছেন, আনসারদের এক ব্যক্তিকে আরেকটি জামা পরিয়েছেন এবং তা থেকেই একজনকে দাসত্বমুক্ত করেছেন। আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, তিনিই আমাদেরকে নিজ কুদরতে এটা দান করেছেন। এভাবেই তাবারানী হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সনদে আইয়্যুব ইব্ন নাহীক আল-হালাবী রয়েছেন, যাঁকে আবূ হাতিম দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। আর আবূ যুরআ বলেন, তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য আল আয্দী বলেন—বর্জনীয়।

ইমাম আহমদ আফ্‌ফান ...... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈকা স্ত্রী লোকের মাঝে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থতা ছিল (একবার) সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুকের মা! দেখ, তুমি কোন্‌পথে যাবে? তখন তিনি তার সাথে উঠে চুপিসারে আলাপ করতে লাগলেন এবং পরিশেষে তার প্রার্থিত প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম তা এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে আ'মাশের হাদীস সংগ্রহ থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কোন খাবারের দোষ ধরেননি, যদি তাঁর তা' খাওয়ার আগ্রহ হত, তাহলে তিনি তা খেতেন, অন্যথায় তা ছেড়ে দিতেন। ছাওরী আসওদ ইব্‌ন কায়স ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বাড়িতে তাশরীফ আনলেন, তখন আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী জবাই করলাম। তখন তিনি বললেন, তাদের যেন জানা আছে, আমরা গোশ্‌ত খেতে ভালবাসি। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইয়াকুব ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কথা বলার জন্য মজলিসে বসতেন তখন থেকে থেকে বারবার আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন। আবূ দাঊদ তাঁর সুনানের 'কিতাবুল আদবে' মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের হাদীস সংগ্রহ থেকে এই সনদে এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ দাঊদ সালামা ইব্‌ন শুআয়ব ..... সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বসতেন তখন (মাঝে মাঝে) উভয় পা পেটের সাথে লাগিয়ে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন। আল বায্‌যার তাঁর মুসনাদে তা বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্য হল নবী করীম (সা) যখন বসতেন তখন উভয় হাঁটু সোজা করে (পেট সংলগ্ন অবস্থায়) তা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতেন। তারপর আবূ দাঊদ হাফস ইব্‌ন উমর ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... কায়লা বিন্‌ত মাখরামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিতম্বে ভর দিয়ে উরুদ্বয় পেট সংলগ্ন করে তা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসতে দেখেছেন। তিনি (কায়লা) বলেন, আমি যখন বসা অবস্থায় বিনীত-বিনম্র রাসূলকে দেখতে পেলাম, তখন আঁৎকে উঠলাম। আর তিরিমিযী শামাঈলে এবং তাঁর জামি গ্রন্থে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দের বরাতে রিওয়ায়াত করেছন। আর তা মূলত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ যা তাবারানী তাঁর 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বুখারী হাসান ইব্‌ন আব্বাস আল-বায্‌যার এর বরাতে সুফিয়ান ..... হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত কম কথা বলতেন যে, যদি কোন গণনাকারী তা গণনা করত তাহলে নিশ্চয় গণনা করতে পারত। বুখারী লায়ছ ..... হযরত আইশা সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি (তাঁর বোনপো উরওয়া ইব্‌ন জুবায়রকে সম্বোধন করে) বললেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে অবাক করে না, সে এসে আমার হুজরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল; আর এ সময় আমি (আমার নিয়মিত) তাস্‌বীহ পাঠ করছিলাম, আমার তাস্‌বীহ পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেল, আমি তাকে পেলে তাকে উচিত জবাব দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের এমন কথা বলে যেতেন না। ইমাম আহমদ তা রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইব্‌ন ইসহাক ..... ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ সূত্রে (ঐ সনদে)। তাঁদের রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবূ হুরায়রা কি তোমাকে

অবাক করেনা? ..... এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি আইশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) -এর কথাগুলো হতো (পৃথক পৃথক) যা সকলেই বুঝতে পারত, তিনি লাগাতার বলে যেতেন না। ইব্‌ন আবূ শায়বার বরাতে আবূ দাঊদ তা রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ইয়ালা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ অথবা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা)-এর কথা হতো ধীরে ধীরে অনব্য বা অছন্দবদ্ধ। ইমাম আহমদ আব্দুস সামাদ ..... আনাস সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার করে বলতেন এবং যখন কোন লোকজনকে সালাম করতেন তখন তিনবার করে সালাম করতেন। আব্দুস সামাদের হাদীস সংগ্রহ থেকে বুখারীও তা বর্ণনা করেছেন। আহমদ বলেন, আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুছান্না সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ছুমামা ইব্‌ন আনাসকে উল্লেখ করতে শুনেছি যে, হযরত আনাস যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার করে বলতেন এবং তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কোন কথা বলতেন তখন তিনবার করে বলতেন এবং তিনি যখন কোন গৃহে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম করতেন তখনও তিনবার করে সালাম করতেন। আর তিরমিযী আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুছান্না আনাস সূত্রে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন কথা বলতেন তখন শ্রোতারা যাতে বুঝতে পারে সে জন্য তিনি তিনি তিনবার বলতেন। এরপর তিরমিযী হাদীসখানিকে 'হাসান-সহীহ্-গরীব' বলে মন্তব্য করেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, তিনি (নবীজী) বলেন, আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাণীসমূহ প্রদান করা হয়েছে আর আমি প্রজ্ঞার বাণী সমূহ অতি সংক্ষেপে বিবৃত করি। ইমাম আহমদ, হাজ্জাজ ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমাকে সারগর্ভ বাণী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি (অর্থাৎ আমাকে দেখে সকলের মাঝে ভীতি ও সমীহবোধ সৃষ্টি হয়) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একবার নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিসমূহ আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। লায়ছের হাদীস সংগ্রহ থেকে বুখারী তা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ ইসহাক ইব্‌ন ঈসা ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে 'ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থবোধক বাণী দান করা হয়েছে। একবার ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিকাঠি আমার হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এ সূত্রে এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে ত্রাসন দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থপূর্ণ বাণীসমূহ দান করা হয়েছে এবং গোটা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পাক সদৃশ করা হয়েছে। আর একবার ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিকাঠি আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। এই সূত্রে হাদীসখানি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা আর হাদীসখানি মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ। ইব্‌ন ওয়াহ্‌বের হাদীস সংগ্রহ থেকে আইশা (রা) এর বরাতে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, তিনি (আইশা) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্ণমুখ খুলে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে আমি তাঁর আলজিহ্বা দেখতে পাব। তিনি (সব সময়) মৃদু হাসতেন। ইমাম তিরমিযী, কুতায়বা সূত্রে

..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল হারিছ ইব্ন জায্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেয়ে অধিক মৃদু হাসতে আমি কাউকে দেখিনি। তারপর তিনি লায়ছের হাদীস সংগ্রহ থেকে আবদুল্লাহ্ হারিছ থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও মৃদু হাসি ব্যতীত হাসতেন না। তারপর তিনি হাদীসখানিকে 'সহীহ্' বলেছেন। মুসলিম, ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া .... সিমাক ইব্ন হারব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি (একবার) জাবির ইব্ন সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উঠাবসা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। প্রায়শই তিনি যে স্থানে ফজরের নামায পড়তেন সূর্যোদয় পর্যন্ত সে স্থান থেকে উঠতেন না। আর সাহাবাগণ আলাপ-আলোচনা করতেন এবং কখনও কখনও জাহিলিয়াতের কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু মৃদু হাসতেন। আবূ দাঊদ তায়ালিসী শুরায়ক ও কায়স ইব্ন সা'দ সূত্রে ..... সিমাক হারব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন সামুরাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী করীম (সা)-এর সাথে উঠাবসা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি চুপ থাকতেন কম এবং হাসতেন কম, কখনওবা তার সাহাবাগণ তাঁর কাছে কবিতা আবৃত্তি করতেন, কখনওবা তাদের কোন বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতেন, তখন তিনি মাঝে মধ্যে মৃদু হাসতেন। হাফিয বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয এবং আবূ সাঈদ ইব্ন আবূ আমর সূত্রে ..... খারিজা ইব্ন যায়দ (ইব্ন ছাবিত) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় ব্যক্তি তাঁর পিতার সাক্ষাতে প্রবেশ করে বললেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু স্বভাব চরিত্রের কথা বলুন! তখন তিনি বললেন, আমি তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। যখনই ওহী নাযিল হত, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং আমি তাঁর কাছে আসতাম এবং নাযিলকৃত ওহী লিখতাম। আর আমরা যখন নিজেদের মাঝে দুনিয়ার কথা উল্লেখ করতাম তখন আমাদের সাথে তিনিও তার উল্লেখ করতেন, তদ্রূপ আমরা যখন আখিরাতের কথা উল্লেখ করতাম তখন আমাদের সাথে তিনিও তা উল্লেখ করতেন, এবং আমরা যখন খাবারের আলোচনা করতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে তার আলোচনা করতেন-এ সবই তাঁর বরাতে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করি। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'শামায়েলে' আব্বাস আদ্দাওরীর ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ সূত্রে হাদীসখানি ঐ সনদে অনুরূপ করে রিওয়ায়াত করেছেন।

নবীজীর বদান্যতা ও মহানুভবতা

যুহরী ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত যে হাদীস বিগত হয়েছে, তা হল, তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম বদান্য ব্যক্তি। আর তিনি সবচেয়ে অধিক বদন্য হতেন রমযান মাসে, যখন ওহী নিয়ে জিবরীল (আ) তাঁর সাক্ষাতে আসতেন এবং তাঁকে কুরআন শোনাতেন এবং তার থেকে কুরআন শুনতেন। আর আল্লাহ্র রাসূল বদান্যতায় অবাধ বায়ুর চাইতেও অগ্রগামী ছিলেন। সন্দেহ নেই এই উপমা আরবী ভাষার অলঙ্করণের অনুপম প্রকাশ। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদান্যতাকে তার ব্যাপকতা, সার্বক্ষণিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতায় অবাধ প্রবাহের মুক্ত বাতাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুফিয়ান ইব্ন সাঈদের হাদীস সংগ্রহ থেকে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা হল, রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি। ইমাম আহমদ, ইব্ন আবূ আদী ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মুসলমান অবস্থায় কিছু চাওয়া হলেই তিনি তা দান করতেন। তিনি বলেন, (একবার) তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল, তখন তিনি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানরত সদকার মেষপাল থেকে তাকে বহু সংখ্যক ছাগল দান করলেন। তিনি বলেন, এরপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও, কেননা, মুহাম্মদ কোনরূপ দারিদ্র্যের আশংকা না করে উদার হস্তে দান করেন। আসিম ইব্ন নসর ..... হুমায়দ সূত্রে ইমাম মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন। আহমদ আফ্ফান ..... আনাস (রা) সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাতে অতিরিক্ত আছে, শুধুমাত্র এ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই যদি কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসত, সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁর দীন ঐ ব্যক্তির কাছে গোটা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে যেত। হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে ঐ সনদে ইমাম মুসলিম এই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই দান ছিল দুর্বল চিত্ত (ঈমান) মুসলমানদের চিত্ত জয়ের উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া এ দ্বারা তিনি অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছেন যেমন হুনায়নের দিন করেছেন। সেদিন এই শ্রেণীর লোকদের মাঝে বিশাল ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্য ও উট-মেষ প্রভৃতি বন্টন করেছেন। অথচ আনসারদের কাউকে এবং মুজাহিদদের অধিকাংশকে কিছুই দেননি। বরং তা ব্যয় করেছেন তাদের মাঝে, যাদেরকে তিনি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। আর ওঁদেরকে দেননি যেহেতু আল্লাহ্ তাঁদের হৃদয়কে অভাবমুক্ত ও কল্যাণময় করেছিলেন।

এই বন্টনের রহস্য সম্পর্কে আনসারদের যারা সমালোচনা করেছিলেন, তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট ও মেষ নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে তোমাদের গৃহে ফিরবে? তখন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমরা সন্তুষ্ট আছি। একইভাবে তিনি তাঁর পিতৃব্য আব্বাস (রা)-কে ইসলাম গ্রহণের পর দান করেছিলেন। যখন বাহরায়ন থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাল এনে তাঁর সামনে রাখা হল। এ সময় আব্বাস এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে দান করুন, বদরের দিন আমি নিজের মুক্তিপণ দিয়েছি এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, আপনি নিন। তখন তিনি তাঁর পরনের জামা খুলে সে 'মাল' থেকে নিয়ে তা ভরে ফেললেন এরপর তা উঠাতে গেলেন; কিন্তু পারলেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, তা আমার উপর উঠিয়ে দিন। তিনি বললেন আমি তা করব না। তখন আব্বাস বললেন, আপনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলুন! তখনও তিনি বললেন, না, তাও পারব না। তখন তিনি (আব্বাস) তা থেকে কিছু মাল নামিয়ে তা উঠাতে গেলেন কিন্তু সক্ষম হলেন না। এরপর পুনরায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা উঠিয়ে দিতে কিংবা দেয়ার জন্য কাউকে নির্দেশ দিতে বললেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তখন আব্বাস তাঁর উঠানো 'মাল' আরো কমালেন এরপর অবশিষ্ট মাল বহন করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এই সম্পদাসক্তি দেখে অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি বলি, হযরত আব্বাস বেশ দীর্ঘকায় ও শক্ত-সমর্থ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যা বহন করেছেন তা কম করে হলেও প্রায় চল্লিশ হাজার দিরহাম হবে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে একাধিক স্থানে তালীক রূপে হাদীসখানি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসখানি হযরত আব্বাসের মানবিক বা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আলোচিত হতে পারে এই আয়াতের কারণে ঃ

يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ فِىٓ اَيْدِيْكُمْ مِنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত্ব যুদ্ধ বন্দীদিগকে বল আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তাহলে তোমাদের নিকট থেকে যা নেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! (৮ ঃ ৭০)।

ইতিপূর্বে তাঁর খাদিম আনাস ইব্ন মালিকের উদ্ধৃতিতে বিগত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম দানশীল ও সাহসী ব্যক্তি। আর কেনইবা তা হবেনা, অথচ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণে গুণান্বিতরূপে সৃষ্ট আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আল্লাহ্র হাতে যা আছে সে ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান, যিনি তাঁর সুদৃঢ় গ্রন্থে তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন ঃ

وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানাতো আল্লাহ্রই" (৫৭ ঃ ১০)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা (৩৪ ঃ ৩৯)।

আর তিনিই তাঁর মুয়ায্যিন বিলাল (রা)-কে বলেছিলেন। আর তিনি কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী ও সত্যায়িত–

وَاَنْفِقْ بِلاَلُ ولاتخش من ذى العرش اقلالاً

"হে বেলাল! তুমি মুক্ত হস্তে ব্যয় কর, আরশাধিপতি থেকে হ্রাসের আশংকা করো না"।

তিনিই বলেছেন,

ما من يَوْمٍ تصبح العباد فيه الاَّ وَمَلَكَان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خَلْفًا ويقول الاخر اللّٰهم اعط مُمْسِكًا تَلَفًا ـ

"প্রতিদিন যখন বান্দারা সকাল যাপন করে তখন দুইজন ফেরেশতার আবির্ভাব হয়, তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! তুমি ব্যয়কারীকে উত্তম বিনিময় দান কর। আর অন্যজন বলে, হে আল্লাহ্! তুমি কৃপণকে ধ্বংস কর"।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, তিনি আইশা (রা)-কে বলেন, ধনসম্পদ সংরক্ষণ করে রেখোনা তাহলে আল্লাহ্ও তোমা থেকে তা সংরক্ষণ করে রাখবেন, আর কৃপণতাবশত মশকের মুখের

ন্যায় তা বেঁধে রেখোনা, তাহলে তোমাকে দেয়া থেকে আল্লাহ্ও তা বেঁধে রাখবেন। সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (হাদীসে কুদসী) ঃ

ابن ادم انفق انفق عليك

"হে আদমসন্তান! তুমি (অন্যের জন্য) ব্যয় কর, আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব"।

সুতরাং কেন তিনি শ্রেষ্ঠতম দানশীল ও সাহসী ব্যক্তি হবেন না, অথচ আল্লাহ্র ভরসায় তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই, তিনি আল্লাহ্র দান ও সাহায্যের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী, সকল বিষয়ে নিজ প্রতিপালকের সাহায্যপ্রার্থী। তদুপরি তিনি তাঁর নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে এবং হিজরতের পূর্বে দরিদ্র ও বিধবাদের এবং পিতৃহীন ও নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। যেমনটি তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিব এক প্রসিদ্ধ পংক্তিতে বর্ণনা করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ঃ

وَمَا تَرك قَوْم لا ابَالَكَ سَيِّدًا * يَحُوْطُ الذّمار غير ذرب مُوَكَّلِ

"তুমি পিতৃহীন হও! গোত্র কর্তৃক এমন নেতাকে বর্জন, তুমি কী মনে কর, যিনি মান-মর্যাদার রক্ষক যিনি অশ্লীল ও তীক্ষ্ণ-বাক্ নন।"

وابيض يُسْتَسقى الغمام بوجهه * ثُمَال اليتامى عصمة للارامل

যিনি গৌরবর্ণ, যাঁর দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, পিতৃহীনদের আশ্রয় এবং বিধবাদের রক্ষক।

يلوذ به الهلاك من ال هاشمٍ * فهم عنده فى نعمةٍ وفواضلِ

হাশিম গোত্রের অসহায়রা তাঁর আশ্রয় নেয়, তখন তাঁর দান ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়।

আর তাঁর বিনয়ের পরিচয় হল হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাসের বরাতে ইমাম আহমদ যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলল, হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক কথা বল, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র ও আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে মর্যাদার যে স্তরে উন্নীত করেছেন, আমি এটা পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে তারও উপরে উন্নীত করবে। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব থেকে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না (আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না) যেমন খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসাকে নিয়ে করেছে। আমি তো এক বান্দা। সুতরাং তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইমাম আহমদ ইয়াহ্য়া ..... আল-আসওয়াদ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্ত্রী-পরিজনের মাঝে কিভাবে থাকতেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরিবার পরিজনের গৃহাস্থলীর কাজ করতেন, যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি নামাযে বের হতেন। আর ওকী' ..... আসওয়াদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আসওয়াদ) বলেন, আমি আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, গৃহে অবস্থানকালে নবী করীম (সা) কী কী করতেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের গৃহাস্থলীর কাজ আঞ্জাম দিতেন, আর যখন নামাযের সময় হত তখন বেরিয়ে গিয়ে নামায পড়তেন। হাদীসখানি ইমাম বুখারী আদম ও শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ আবদাহ্ সূত্রে ..... অনির্ণীত এক ব্যক্তিকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আইশা (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গৃহে কী করতেন? তিনি বললেন, তিনি কখনও কাপড়ে তালি লাগাতেন, কখনও জুতা মেরামত করতেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করতেন। এই সূত্রে হাদীসটি মুনকাতি বা ছিন্নসূত্র। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ... মা'মার উরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) এক ব্যক্তি আইশা (রা)-কে প্রশ্ন করল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গৃহাভ্যন্তরে কোন্ কাজ করতেন? তিনি বললেন, হাঁ; তিনি তার জুতা মেরামত করতেন, কাপড় সেলাই করতেন, যেমনটি তোমাদের কেউ তার গৃহে কাজ করে থাকে। বায়হাকী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তা মুত্তাসিল বা সংযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমরাহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হযরত আইশা (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গৃহে কী করতেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনিও অন্যদের মতই একজন মানুষ ছিলেন, নিজ কাপড় উকুনমুক্ত করতেন, নিজের বকরী দোহন করতেন, নিজের কাজকর্ম করতেন। তিরমিযী তাঁর শামায়েলে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ..... উমরা সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি (উমরা) বলেন, হযরত আইশা (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারে কীভাবে চলতেন? এ ছাড়া ইব্ন আসাকির আবূ উসামা ..... উমরা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আইশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্ত্রী ও পরিজনদের সাথে কেমন ছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি ছিলেন কোমলতম ও উদারতম ব্যক্তি, সহাস্য প্রসন্ন মুখ। আবূ দাউদ তায়ালিসী শু'বা মুসলিম আবূ আবদুল্লাহ্ আ'ওর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আনাসকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহুল পরিমাণে যিক্র করতেন এবং অনর্থক কথা খুবই কম বলতেন, গাধায় আরোহণ করতেন এবং সাধারণ পশমী জুব্বা পরিধান করতেন, দাসের আহ্বানেও সাড়া দিতেন। তুমি যদি তাকে খয়বার বিজয়ের দিন দেখতে তাহলে দেখতে পেতে তিনি এমন এক গাধার আরোহী যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের আঁশের রশি। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাতে মুসলিম ইব্ন কায়সানের হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাসের বরাতে এর অংশবিশেষ উল্লেখিত হয়েছে। বায়হাকী হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ ..... হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আকীলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন যে, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহুল পরিমাণে যিক্র করতেন, অনর্থক কথা কম বলতেন, নামায দীর্ঘ করতেন, খুৎবা সংক্ষিপ্ত করতেন, দাস কিংবা বিধবার সাথে পথ চলতেও সংকোচবোধ করতেন না, যতক্ষণ না তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। নাসাঈ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয সূত্রে ..... ইব্ন আবূ আওফা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বায়হাকীর হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ .....হযরত আবূ মূসা থেকে এ মর্মে বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে তিনি বলেন, নিজ হাতে অতিথির সেবা করতেন, অবশ্য এই সূত্রে হাদীসটি, 'গরীব' শ্রেণীর। আর সিহাসিত্তার সঙ্কলক এটি উল্লেখ করেননি, তবে এ সনদটি উত্তম। মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ইসমাঈল ইব্ন আবূ ফুদায়ক উতবার আযাদকৃত গোলাম সাহ্ল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মারীসবাসী খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি তাঁর চাচার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতেন, তিনি বলেন, একদিন আমি আমার চাচার একটি ধর্মীয়গ্রন্থ পড়লাম, আর

সেখানে মুহাম্মাদ (সা)-এর দেহাবয়বের বিবরণ ঃ "তিনি বেঁটেও নন অতি দীর্ঘকায়ও নন, চুলে দুটি গুচ্ছ বা বেণীসদৃশ গুচ্ছের অধিকারী, তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের মোহর চিহ্ন, ইহ্তিব[১] আসনে অধিক বসবেন, সাদকা গ্রহণ করতেন না, গাধা ও উটে আরোহণ করতেন, বকরী দোহন করতেন, তালিযুক্ত জামা পরতেন। আর যে তা করে সে অহংকারমুক্ত হয়। তিনি হযরত ইসমাঈলের অধঃস্তন বংশধর এবং নাম আহমদ।" তিনি বলেন, এরপর আমার চাচা এসে যখন দেখলেন আমি সেটি পড়ে ফেলেছি তখন আমাকে প্রহার করে বললেন, তুমি এটা খুলতে গেলে কেন? তখন আমি বললাম, এতে তো (শেষ নবী) আহমাদের বিবরণ রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তিনি এখনো আসেন নি। ইমাম আহমদ, ইসমাঈল .... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পোষ্য পরিজনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে অধিক দয়ার্দ্র হৃদয় কাউকে আমি দেখিনি এবং একথা বলে তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করলেন। ইমাম মুসলিম যুহায়র ইব্ন হারব .. ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা সূত্রে ঐ সনদে তা বর্ণনা করেছেন। 'শামাইলে' তিরমিযী মাহমুদ ইব্ন গায়লান ... আশ'আছ ইব্ন সুলায়ম সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুকে তাঁর চাচার বরাতে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনার পথ ধরে হাঁটছি, হঠাৎ আমার পিছন থেকে কে একজন বলে উঠলেন, তোমার লুঙ্গি উঠিয়ে পর। কেননা, তা অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও স্থায়ী। তখন আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো গাঢ় নীল রঙের চাদর (তেমন ময়লা হবে না), তখন তিনি বললেন, আমার মধ্যে কি তোমার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নেই? তখন আমি দেখতে পেলাম তাঁর লুঙ্গি পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত উঠানো। তারপর তিনি সুওয়াদ ইব্ন ... ইয়াস ইব্ন সালামার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) তাঁর পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত উঠিয়ে লুঙ্গি পরেছিলেন, এ সময় তিনি বললেন, আমার নবীজীর লুঙ্গিও এমনই ছিল। এছাড়া তিনি ইউসূফ ইব্ন ঈসা .... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়শই [অতিরিক্ত তেল ব্যবহারের কারণে] মাথায় এক খণ্ড কাপড় ব্যবহার করতেন, মনে হত তাঁর এই কাপড় যেন কোন তেল বিক্রেতার কাপড়। এই হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বুখারী আলী ইব্ন আল জা'দ আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রীড়ারত কয়েকজন বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। মুসলিম অন্য সূত্রে শু'বা থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

নবীজীর হাসি-কৌতুক/রস পরিহাস

ইব্ন লাহীআ, উমারা ইব্ন গাযিয়্যা ... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) একটি শিশুর সাথেও সরসতম ব্যক্তি ছিলেন। আর ইতিপূর্বে তাঁর (আনাসের) ছোট ভাই আবূ উমায়রের সাথে নবীজীর কৌতুকের কথা এবং তাঁর এই বাক্য "হে আবূ উমায়র! কী করল নুগায়র" উল্লেখিত হয়েছে। এ বাক্য দ্বারা তিনি তার খেলার সাথী বুলবলি পাখীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে তার সাথে একটু কৌতুক করলেন। এটা হল ছোট শিশুদের

১. নিতম্বে ঠেস দিয়ে উরুদ্বয় পেটসংলগ্ন করে উভয় পা-কে হাত বা অন্য কিছু দ্বারা জড়িয়ে বসা।

সাথে রসিকতা করার মানুষের যে সাধারণ অভ্যাস রয়েছে, তার প্রকাশ। ইমাম আহমদ, খালফ বিন ওলীদ ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি এসে নবী করীম (সা)-এর কাছে বাহন চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা তোমাকে বাহনরূপে একটা উটের বাচ্চা দিতে পারি। তখন সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সব উটই কি উটনীর বাচ্চা নয়? আর ইমাম আবূ দাউদ এবং তিরমিযী ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী হাদীসখানিকে 'সহীহ্ গরীব' বলেছেন। এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাউদ ইয়াহইয়া ইব্‌ন মায়ীন সূত্রে ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার (নবীগৃহে আগমন করে) আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এ সময় তিনি হযরত আইশার আওয়াজ নবীজীর আওয়াজকে ছাড়িয়ে যেতে শুনলেন। এরপর তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি তাঁকে (আইশাকে) চপেটাঘাত করতে উদ্যত হলেন এবং বললেন, আর যেন কখনও তোমাকে আল্লাহ্‌র রাসূলের আওয়াজের চেয়ে আওয়াজ উঁচু না করতে দেখি। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে আড়াল করে রাখলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) ক্রুদ্ধ অবস্থায় চলে গেলেন। হযরত আবূ বকরের যাওয়ার পর নবীজী বললেন, দেখেছো কিভাবে 'লোকটির' হাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম? এর কয়েকদিন পর পুনরায় হযরত আবূ বকর এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দেখলেন তাঁরা দুজনে (স্বামী-স্ত্রী) সমঝোতা করে নিয়েছেন। তখন হযরত আবূ বকর বললেন, আমাকে আপনাদের সমঝোতায় প্রবেশ করিয়ে নিন, যেমনভাবে আপনাদের যুদ্ধে প্রবেশ করিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা তাই করলাম! আমরা তাই করলাম!! আবূ দাউদ মুআম্মাল ইব্‌ন ফযল ..... আওফ ইব্‌ন মালিক আল আশজায়ী সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তাবূক অভিযানকালে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসি। এ সময় তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি আমার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, (ভিতরে) প্রবেশ কর, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'আমার সবটুকু'? তখন তিনি বললেন, 'তোমার সবটুকু', এরপর আমি প্রবেশ করলাম। সাফওয়ান ইব্‌ন সালিহ সূত্রে বর্ণিত আছে, এখানে 'আমার সবটুকু বা আমি পুরোপুরি প্রবেশ করব কি?" তাঁবুর ক্ষুদ্রতার কারণে বলেছিলেন। এরপর আবূ দাউদ ইবরাহীম ইব্‌ন মাহদী ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে দুই কানওয়ালা! আমি বলি, ইমাম আহমদ, আব্দুর রাজ্জাক ..... হযরত আনাস সূত্রে যা বর্ণনা করেছেন, তাও এই শ্রেণীরই। তাতে আনাস (রা) বলেন, যাহির নামক জনৈক মরুবাসী বেদুইন মরুপল্লী থেকে নবী করীম (সা)-এর জন্য 'হাদিয়া' পাঠাতেন। আর তিনি যখন কোন অভিযানে বের হতে চাইতেন তখন নবীজী তাঁর সকল ব্যবস্থা করতেন। তাঁর সম্পর্কে (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যাহির হল আমাদের মরুবাসী বন্ধু আর আমরা তার শহরবাসী বন্ধু।[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ভালবাসতেন, আর তিনি ছিলেন কদাকার। একবার তিনি তাঁর পণ্য বিক্রি করছিলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিছন দিক থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে দেখতে

১. অর্থাৎ মরুভূমিতে ও আমাদের একজন, আর শহরে আমরা তার আপনজন। -জালালাবাদী (সম্পাদক)

পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি বললেন, কে তুমি? আমাকে ছেড়ে দাও! এরপর তিনি ঘুরে তাকিয়ে নবীজীকে চিনতে পারলেন। আর তাকে চিনতে পেরে তার পিঠের যে অংশ নবীজীর বুকের সাথে লেগেছিল তা সরালেন না। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতে লাগলেন, এই গোলামটিকে কে খরিদ করবে? তখন যাহির বললেন, আল্লাহ্র কসম, তাহলে আপনি আমাকে অচল (পণ্য) পাবেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তুমি অচল নও, অথবা বললেন, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তুমি মহা মূল্যবান। আর এই সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, বুখারী ও মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ। আর ইসহাক ইব্ন মানসূর সূত্রে শুধুমাত্র ইমাম তিরমিযী তাঁর শামাইলে ছাড়া সিহাসিত্তার সঙ্কলকগণের আর কেউ তা বর্ণনা করেননি। আর ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এই জাতীয় আরেকটি হাদীস হল যা বুখারীও তার সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে 'হিমার' (গাধা) বলা হত। তিনি নবী করীম (সা)-কে হাসাতেন। মাঝে মাঝে শরাব পানের অপরাধে তাকে ধরে আনা হত। একদিন যখন তাঁকে আনা হল তখন একব্যক্তি তাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, 'তার উপর আল্লাহ্র লা'নত হোক' কতবার যে তাকে ধরে আনা হলো।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন- 'لَاتَلْعنه فَانَّه يحب الله ورَسُوْلَه' তাকে লা'নত করো না, কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। এ জাতীয় আরেকটি হাদীস যা ইমাম আহমদ, হাজ্জাজ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী করীম (সা) কোন এক সফরে ছিলেন। সে সময় এক হুদী খাঁ' তাঁর সহধর্মিণীদের উট হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। তিনি (আনাস) বলেন, তার হুদির[১] তালে তাঁর স্ত্রীদের বাহন দ্রুত গতিতে তার সামনে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি (তাকে) বললেন, একটু ধীরে হে আনজাশা! তোমার সাথে যে কাঁচের বোঝা? (অর্থাৎ উট একটু আস্তে হাঁকাও)। এখানে নারীদেরকে তাদের দুর্বলচিত্ততা ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে ভঙ্গুর কাঁচ পাত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর এটি নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে নারীদের প্রতি কৌতুকস্বরূপ। তাঁর চারিত্রিক উদারতা, রসবোধ ও সৌজন্য বোধসম্পন্ন স্বভাবের অন্যতম প্রকাশ হল যে, তিনি হযরত আইশা (রা) থেকে উম্মু যা'রআ-এর সম্পূর্ণ কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনে গেছেন। কোন কোন বর্ণনায় তো এসেছে যে, নবী করীম (সা) নিজেই তা হযরত আইশাকে শুনিয়েছেন। এই শ্রেণীর একটি হাদীস যা ইমাম আহমদ আবন্ নযর ... হযরত আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণের সাথে এক কাহিনী আলোচনা করলেন। তখন তাদের একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কাহিনী হল কল্পকাহিনী। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জান কল্পকাহিনী কী? কল্পকাহিনী হল, বানূ উযরার এক ব্যক্তি ছিল, যাকে জাহিলিয়াতের যুগে জিনেরা বন্দী করল। ফলে সে দীর্ঘকাল তাদের মাঝে অবস্থান করল, এরপর তারা তাকে মানব সমাজে ফিরিয়ে দিল। তখন সে জিনদের মাঝে থাকাকালীন যে সকল আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছিল তা মানুষের সাথে আলোচনা করতো। তখন লোকেরা বলল, এ হল কল্পকাহিনী–রূপকথা। তিরমিযী তার 'শামাইলে' হাসান ইব্ন সাবাহ

১. আমাদের মাঝিদের ভাটিয়ালী গান বা গাড়োয়ানদের ভাওয়াইয়ার মত মরুভূমিতে উটচালকরা এক প্রকার গান গেয়ে নিজের ও উটের বা তার আরোহীদের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টাই করে থাকে। এটাকে হুদী গান বলা হয় এবং এর গায়ক হচ্ছে 'হুদী খাঁ' বা হুদী গায়ক। -জালালাবাদী (সম্পাদক)

আল-বায্যার সূত্রে এই সনদে তা রিওয়াযাত করেছেন। আমি বলি, এই হাদীসখানি গরীব ও মুনকার পর্যায়ের অর্থাৎ এতে অগ্রহণযোগ্যতা বিদ্যমান, আর এর রাবী মুজালিদ ইব্ন সাঈদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও মুহদ্দিসগণের 'আপত্তি' রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন। তিরমিযী তাঁর 'শামাইলে' নবীজীর 'খিরাজ' অধ্যায়ে আব্দ ইব্ন হুমায়দ ..... হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) জনৈকা বৃদ্ধা নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তখন নবীজী তাকে বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধাতো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চললেন। তখন নবীজী বললেন, তোমরা ওকে জানিয়ে দাও যে, বৃদ্ধা অবস্থায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, (বরং পূর্ণ যুবতী ও কুমারী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে)- কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ই বলছেন اِنَّا اَنْشَأْنَاهُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا "তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী" (ওয়াকিআ ঃ ৩৫-৩৬)। অবশ্য এ সূত্রে হাদীসটি 'মুরসাল'। তিরমিযী আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও আমাদের সাথে ঠাট্টা-কৌতুক করেন? তিনি বললেন, তবে (কৌতুকেও) আমি সত্যই বলে থাকি। তিরমিযী তার জা'মি গ্রন্থে এ সনদে 'সদাচার' অধ্যায়ে হাদীসখানা রিওয়ায়াত করে মন্তব্য করেছেন, এটা 'মুরসাল ও হাসান' শ্রেণীভুক্ত।

নবীজীর যুহ্দ ও পার্থিব ভোগ বিমুখতা

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ..... وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلاَ تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلاَتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ..... فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ..... وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ..... وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না, তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণরূপে দিয়েছি তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী। (২০ তা-হা ঃ ১৩১)

তুমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে না। তুমি তার আনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। (১৮ কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল, সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। (৫৩ নাজম ঃ ২৯)

আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত- আয়াত যা পুন পুন আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন। আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না, তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করো না, তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর (১৫ হিজর ঃ ৮৭-৮৮) আর এ প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক আয়াত বিদ্যমান।

হাদীসে ভোগবিমুখতা প্রসঙ্গ

আর এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীসও রয়েছে। ইয়াকূব ইব্‌ন সুফিয়ান আবুল আব্বাস হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যে আল্লাহ্ তা'আলা একদা হযরত জিবরাঈলের সাথে এক ফেরেশতাকে তাঁর নবীর কাছে পাঠালেন। তখন সেই ফেরেশতা নবীজীকে বললেন, ان الله يخيرك بين ان تكون عَبْدًا نبِيًّا وَبَيْنَ ان تكون ملكا نبيًا "আল্লাহ্ আপনাকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিচ্ছেন, আপনি সাধারণ বান্দা ও নবী হবেন, নাকি বাদশা ও নবী হবেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল আলাইহিস সালামের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ জানতে চাচ্ছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিনয়ীকে বেছে নেয়ার ইঙ্গিত করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি বরং বান্দা-নবী হব। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, এই কথা বলার পর থেকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনদিন হেলান দিয়ে কোন খাবার খাননি। বুখারী তাঁর 'আত্ তারীখে' হাওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্ সূত্রে এবং নাসাঈ আমর ইব্‌ন উছমান সূত্রে এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর সহীহ্ বুখারীতে প্রায় এ জাতীয় শব্দেই মূল হাদীসখানা বিদ্যমান রয়েছে। আর ইমাম আহমাদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযায়ল আবূ যুর'আ সূত্রে (আমি বলি, আমার জানা মতে, আবূ হুরায়রার সূত্র ছাড়া অন্য কারো থেকে আমি তা জানি না)। তিনি বলেন, (একবার) জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসে আসমানের দিকে তাকালেন, হঠাৎ এক ফেরেশতাকে অবতরণ করতে দেখা গেল। তখন জিবরাঈল বললেন, সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই মুহূর্তের পূর্ব পর্যন্ত এই ফেরেশতা (কোথাও) অবতীর্ণ হননি। অতঃপর তিনি যখন অবতরণ করলেন তখন তিনি বললেন হে মুহাম্মদ! আপনার রব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন (আপনার মত গ্রহণ করার জন্য) যে, তিনি আপনাকে বাদশা-নবী করবেন, নাকি বান্দা-নবী? আমি বলি, আমার কাছে রক্ষিত মুসনাদে আহমদের কপিতে আমি হাদীসখানি এরূপ সংক্ষিপ্তভাবে পেয়েছি। আর এক্ষেত্রে এটি আহমদের একক বর্ণনা।

এছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাসের (রা) হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত উমরের বরাতে ঈলা[১] সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে রয়েছে যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণের সাথে ঈলা করলেন। অর্থাৎ দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত তাদের সংসর্গ বর্জন করে তাঁর গৃহের উপর তলায় অবস্থান করলেন। তারপর (একবার) হযরত উমর যখন সেখানে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, সেখানে কিছু বাবলা জাতীয় ছনো গাছের ফল স্তূপাকৃতির কিছু যব এবং একটি চামড়া ঝুলানো রয়েছে। আর তিনি একটি খালি চাটাইয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। আল্লাহ্র রাসূলের এই দীন অবস্থা দেখে হযরত উমরের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হল, তখন নবীজী তাঁকে বললেন, কী ব্যাপার? (তুমি কাঁদছ কেন) তখন আমি (উমর) বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র মনোনীত শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, (অথচ আপনার এই দীন অবস্থা) অথচ কিসরা-কায়সারের (আরাম আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের) কি অবস্থা? উমরের একথায় তিনি (ক্রুদ্ধ ও) রক্তিম চেহারা নিয়ে উঠে বসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে খাত্তাব তনয়! তুমি কি সংশয়গ্রস্ত? তারপর তিনি বললেন, ওরা তো এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পার্থিব জীবনেই সকল আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তুমি কি এতে তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য আঁখিরাত? তখন আমি বললাম, অবশ্যই! হে আল্লাহ্র রাসূল (আমি তাতে তুষ্ট)। উমর বলেন, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করছি। তারপর এক মাস অতিবাহিত হলে আল্লাহ্ তাঁকে তার স্ত্রীদের ইখতিয়ার প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ـ

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে আস- আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (৩৩ আহযাব ঃ ২৮-২৯)

আর এ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। তিনি এই ইখতিয়ার প্রদানের সূচনা করেন হযরত আইশাকে দিয়ে, তিনি তাঁকে বলেন, আমি একটি বিষয়ে তোমার মত ও সিদ্ধান্ত জানতে চাই, এতে তোমার তাড়াহুড়া করার কোন প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তুমি তোমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণ করবে। এরপর তিনি তাঁকে আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন।

আইশা বলেন, তখন জবাবে আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি পরামর্শ করতে যাব আমার পিতা-মাতার সাথে? আমি (নির্দ্বিধায়) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতকে গ্রহণ করছি।

১. (চার মাস বা তদুর্ধ্ব সময়) স্ত্রীগমন না করার শপথ করাকে পরিভাষায় ঈলা বলা হয়। -অনুবাদক

আর এরপর তাঁর অন্যান্য সহধর্মিনীগণও এমনই বললেন এবং তিনি তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। মুবারক ইব্‌ন ফুযালা আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি পাকানো দড়ি দিয়ে তৈরী একটি খাটে শুয়েছিলেন, তাঁর মাথার নীচে ছিল খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ, এ সময় হযরত উমর এবং আরও কয়েকজন সাহাবী তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরলেন, তখন উমর তাঁর শরীরে দড়ির দাগ দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, উমর! তুমি কাঁদছ কেন? উমর বললেন, না কেঁদে আমি কিভাবে থাকতে পারি? কিসরা-কায়সার কী আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে রয়েছে, তা আর আপনার এ দীন অবস্থাও আমি প্রত্যক্ষ করছি। তখন তিনি বললেন, হে উমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, দুনিয়া তাদের জন্য হবে আর আমাদের জন্য হবে আখিরাত? তখন উমর বললেন, হাঁ অবশ্যই (সন্তুষ্ট)। তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে এটাও মেনে নিতে হবে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী আল-মাসঊদী .... ইব্‌ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একখানা খালি চাটাইয়ের (খেজুর পাতার) উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। তখন তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ ফুটে উঠেছিল, তখন আমি তা মিটিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনি কেন আমাদেরকে জানালেন না তাহলে তার (চাটাইয়ের) উপর একটা (নরম) কিছু বিছিয়ে দিতাম; তাহলে আপনি তার উপর শুতে পারতেন, আর তা আপনাকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতো। তখন তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক! দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ঐ অশ্বারোহী পথচারীর ন্যায়, যে ক্ষণিকের জন্য কোন গাছের ছায়ায় আরাম করে তারপর সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। ইব্‌ন মাজা ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাকীম আবূ দাউদ তায়ালিসীর বরাতে এই সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া তিরমিযী মূসা ইব্‌ন আব্দুর রহমান কিন্দী সূত্রে তা বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, 'হাদীসখানি হাসান সহীহ্'। এছাড়া ইমাম আহমদ আব্দুস সামাদ ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে (একবার) উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি (খেজুর পাতার) চাটাইয়ে শায়িত যা তার শরীরে দাগ ফেলে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি এর চেয়ে কোমলতর বিছানা গ্রহণ করতেন! তখন তিনি বললেন, আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হল ঐ অশ্বারোহীর ন্যায়, যে গ্রীষ্মের দিবসে পথ চলে ক্ষণিকের জন্য দিনের একাংশে কোন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে, এরপর সেখান থেকে উঠে চলে যায়। হাদীসখানি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। বুখারী শরীফে ইমাম যুহরীর হাদীস সংগ্রহ থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকত, তাহলে এটা আমার জন্য খুশির ব্যাপার হত না যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য অংশ আমার কাছে থাকবে, শুধুমাত্র কিছু পরিমাণ যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য মজুদ রাখবো।[১] হযরত আবূ হুরায়রার উদ্ধৃতিতে বুখারী ও মুসলিমে উমারা ইব্‌ন কা'কা'র হাদীস সংগ্রহ থেকে আবূ হুরায়রার প্রমুখাৎ

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতেন। বিশেষত, যদি কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেতেন।—জালালাবাদী (সম্পাদক)

বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ পরিবারকে ন্যূনতম পরিমাণ জীবনোপকরণ দান করুন। আর ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান ..... হযরত আবূ সাঈদ সূত্রের বরাতে ইব্‌ন মাজা যে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমাকে নিঃস্ব দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন এবং নিঃস্ব দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং নিঃস্ব-দরিদ্রের সাথে আমার হাশর করুন, তা যয়ীফ, এর সনদ সুসাব্যস্ত নয়। কেননা, এতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান নামক একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী রয়েছেন। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত। অবশ্য তিরমিযী অন্য এক সনদে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আলা ইব্‌ন ওয়াসিল কূফী ..... আনাস (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্ত আছে ঃ তখন আইশা (রা) প্রশ্ন করলেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? জবাবে তিনি বললেন, কেননা, তারা তাদের ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে, হে আইশা! মিসকীনকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবে না, যদি একটি খেজুরের একাংশ হলেও তাকে দিও। হে আইশা, নিঃস্ব-দরিদ্রদের ভালবাসবে এবং তাদেরকে কছে টেনে নেবে; তাহলে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ও তোমাকে নৈকট্য দান করবেন। তারপর ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেন, এটা 'গরীব' শ্রেণীর হাদীস। আমি বলি, উক্ত হাদীসের সনদে দুর্বলতা, আর তার ভাষ্যে অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ আবদুস সামাদ সূত্রে ..... সাঈদ ইব্‌ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন যে, (একবার) তাঁকে প্রশ্ন করা হল ঃ তিনি কি স্বচক্ষে (ময়দা, ভুষিযুক্ত আটা) দেখেছিলেন ? তখন তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বচক্ষে ময়দা দেখেন নি এমনকি (এ অবস্থায়ই) তিনি আল্লাহ্র দরবারে চলে যান। তখন তাঁকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে কি আপনাদের চালুনি ছিল ? তখন জবাবে তিনি বললেন, না সেকালে আমাদের কোন চালুনি ছিল না। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে যব আপনারা কী করতেন ? জবাবে তিনি বললেন, আমরা ভাঙানো ও পেষা যবে ফুঁক দিতাম তখন তার ভূসি যা উড়ার উড়ে যেত। ইমাম তিরমিযী আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনারের হাদীস সংগ্রহ থেকে এই সনদে এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং নিম্নোক্ত অংশ বৃদ্ধি করেছেন—এরপর আমরা তা বাতাসে উড়িয়ে তার খামীর বানাতাম। তারপর তিনি বলেন, হাদীসখানি 'হাসান সহীহ্'। আর আবূ হাযিম থেকে ইমাম মালিক তা বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, ইমাম বুখারী সাঈদ ইব্‌ন আবূ মরিয়াম ..... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইমাম বুখারী ও নাসাঈ শায়বা ..... সাহ্ল (রা) সূত্রে ঐ সনদে তা বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী, আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ আদ্‌ দূওরী ..... সুলায়মান ইব্‌ন আমির থেকে বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন) আমি আবূ উমামাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারে যবের রুটিও বাড়তি থাকত না। তারপর তিনি হাদীসটিকে 'হাসন সহীহ্ গরীব' বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ..... আবূ হাযিম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা-কে তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একাধিকবার ইশারা করতে দেখেছি (এবং বলতে শুনেছি) শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ ঃ সাধারণ যবের রুটিও আল্লাহ্র নবী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ক্রমাগত তিন দিন পেট ভরে খেতে পারেন নি, এমনকি তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সানের

হাদীস সংগ্রহ থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে জারীর ইব্ন আবদুল হামীদের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... হযরত আইশার বরাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর পথে চলে যাওয়া পর্যন্ত মুহাম্মাদ পরিবারবর্গ গমের রুটিও উপর্যুপরি তিনদিন পেট ভরে খাননি। ইমাম আহমাদ হাশিম ...... আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ পরিবার তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত গমের রুটিও উপর্যুপরি তিন দিন পেট ভরে খাননি এবং তাঁকে উঠিয়ে নেয়া পর্যন্ত তাঁর দস্তরখানা থেকে কখনও কোন রুটির টুকরো তুলে রাখার অবকাশ ঘটেনি। ইমাম আহমদ মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ ..... হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পথে চলে গেছেন কিন্তু তাঁর পরিবারের লোকেরা উপর্যুপরি তিন দিন সাধারণ গমের রুটিও পেট ভরে খাননি। ইমাম আহমদ হাসান ..... হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, শপথ ঐ সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ (সা)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে নবী করার পর থেকে আমৃত্যু তিনি কখনও (আটার) চালুনি দেখেন নি এবং চালা আটার অর্থাৎ ময়দার রুটি খাননি। রাবী উরওয়া বলেন, আমি বললাম, কিভাবে আপনারা যব খেতেন ? তিনি বললেন, আমরা উফ্ বলতাম অর্থাৎ ফুঁক দিয়ে তার ভূসি উড়িয়ে নিতাম। এ সূত্রে হাদীসখানি ইমাম আহমাদের একক বর্ণনা।

বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর ..... হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তো পনের দিন পর একবার উট-বকরীর কিছু পা রান্না করে খেতে পারতাম। আমি বললাম, কেন আপনারা তা করতেন ? তখন তিনি হেসে বললেন, (বৎস!) মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারবর্গ কখনও পেট পুরে ব্যঞ্জনসহ রুটি খাননি, এ অবস্থা চলতে চলতেই তিনি আল্লাহ্র সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। ইমাম আহমদ ইয়াহইয়া ..... হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারে মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, কিন্তু তাদের চুলা জ্বালানো হত না, শুধু খেজুর আর পানিই ছিল তাদের সম্বল, তবে কখনও যদি গোশত আসত তাহলে চুলায় আগুন জ্বলত। বুখারী ও মুসলিমে হিশাম ইব্ন উরওয়া আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারবর্গ এমন ছিলাম যে, আমাদের মাস অতিবাহিত হয়ে যেত কিন্তু আমরা চুলা জ্বালাতাম না। শুধুমাত্র খেজুর ও পানিই ছিল আমাদের সম্বল। তবে আমাদের আশেপাশের আনসার প্রতিবেশীরা তাদের উট বা বকরীর দুধ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিতেন, তখন তিনি নিজে পান করতেন এবং আমাদেরকেও সেই দুধ থেকে পান করাতেন। ইমাম আহমদ বুরায়দা .... হযরত আইশা সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্ ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আইশাকে বলতে শুনেছেন, আমাদের মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন গৃহে আগুন জ্বলত না। তিনি (উরওয়া) বলেন, আমি বললাম, খালাম্মা! তাহলে আপনারা কী খেয়ে জীবন ধারণ করতেন ? তিনি বললেন, শুধু খেজুর আর পানির উপর চলতো। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আবূ দাউদ তায়ালিসী শু'বা ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও ক্রমাগত দুই দিন তৃপ্তির সাথে যবের রুটিও খান নি। শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ .... হযরত

আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক রাত্রে আবূ বকর পরিবার একটি বকরীর রান (রান্না করা) পাঠান, তখন আমি সেটা ধরলাম আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটা কাটালেন, অথবা আইশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটা ধরলেন আর আমি সেটা কাটলাম। তিনি বলেন, এই কাটার কাজ ছিল কোন বাতি ছাড়া। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, যদি আমাদের কাছে কোন বাতি থাকত (অর্থাৎ বাতির তেল) তাহলে আমরা তাই ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করতাম।

হুমায়দ ইব্ন হিলাল বলেন, হযরত আইশা (আরো) বলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, কিন্তু তারা কোন রুটি বানাতেন না; কোন পাত্রে কোন কিছু রান্নাও করতেন না। আর এটি তিনি বাহ্‌য ইব্ন আসাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এক রিওয়ায়াতে এক মাসের স্থলে দুই মাসের কথা উল্লেখিত আছে। হাদীসটি ইমাম আহমাদের একক বর্ণনা। ইমাম আহমদ খল্‌ফ ..... হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, (মাঝে মাঝে) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারে মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যেত; কিন্তু তারা তাঁদের ঘরে না কোন রুটি বানাতেন, না কিছু পাক করতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হুরায়রা! তাহলে তাঁরা কী খেয়ে জীবন ধারণ করতেন ? তিনি বললেন, দুটি কালো বস্তু– খেজুর ও পানি। তবে তাদের কতক আনসার প্রতিবেশী ছিলেন–আল্লাহ্ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন! যাদের দুধের উটনী ছিল, মাঝে মাঝে তাঁরা তাঁদের কাছে কিছু দুধ পাঠিয়ে দিতেন। এটি আহমদের একক বর্ণনা। সহীহ্ মুসলিমে মানসূর ইব্ন আবদুর রহমানের হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আইশার বরাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন লোকেরা কেবল দু'টি কাল বস্তু–খেজুর ও পানি দ্বারা তৃপ্ত হতেন। ইব্ন মাজা সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গরম গরম খাবার আনা হল, যখন তিনি তা খেয়ে অবসর হলেন তখন আলহামদুলিল্লাহ্ বলার পর বললেন, এত এত দিন পর্যন্ত আমার পেটে কোন গরম খাদ্য পড়েনি। ইমাম আহমদ, আবদুস সামাদ ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যবের রুটির একটি টুকরো খেতে দিলেন। তখন তিনি বললেন, তিন দিনের মাঝে এটাই প্রথম পাক করা খাবার, যা তোমার পিতা খেল। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপর্যুপরি কয়েক রাত্র ক্ষুধার্ত থাকতেন আর তাঁর পরিবার-পরিজনের কোন রাতের খাবার থাকত না। আর সচরাচর তাঁদের রুটি হত যবের তৈরী–এই শব্দমালা ইমাম আহমদের। ইমাম তিরমিযী তাঁর 'শামাইলে' আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারিমী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের পুত্র ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম তিনি এক টুকরো যবের রুটি নিলেন এবং তার উপর একটি খেজুর রেখে বললেন, এটা হল ওটার ব্যঞ্জন। তারপর তিনি তা খেয়ে নিলেন। যুহরীর হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আইশার বরাতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, তিনি (আইশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পানীয় ছিল যা ঠাণ্ডা ও মিষ্ট হতো। বুখারী কাতাদার হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাসের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ওফাতের পূর্বে কখনও (নিজগৃহে) চাপাতি রুটি কিংবা

নিজ চোখে ভুনা বকরী দেখেছেন বলে আমার জানা নেই। তাঁরই বরাতে বর্ণিত বুখারীরই অপর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও খাঞ্চায় কিংবা তশতরীতে আহার করেননি এবং তাঁর জন্য কখনও চাপাতি রুটি বানানো হয়নি। তখন আমি (কাতাদা) আনাসকে বললাম, তাহলে তাঁরা কিসে খেতেন ? তখন তিনি বললেন, এই সকল সাধারণ দস্তরখানে। এছাড়াও কাতাদার হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আনাস সূত্রে তাঁর (ইমাম বুখারীর) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যবের রুটি ও গরম চর্বি নিয়ে গেলেন। আর ইতিপূর্বে তিনি পোষ্য পরিজনের জন্য যবের বিনিময়ে জনৈক ইয়াহূদীর কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর একদিন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবারের কাছে কখনও এক সা'[১] পরিমাণ খেজুর কিংবা এক সা' পরিমাণ শস্যদানা মজুদ থাকেনি। ইমাম আহমদ, আফ্ফান ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, অতিথিদের ভিড়ের পরিস্থিতি ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কখনও দুপুর ও রাতের দু'বেলা রুটি ও গোশতের খাবার জুটেনি। ইমাম তিরমিযী তার 'শামাইল'-এ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ সনদটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী। আবূ দাউদ তায়ালিসী শু'বা .... সিমাক ইব্ন হার্ব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নু'মান ইব্ন বশিরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, (একবার) আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে খুৎবা দিতে শুনলাম, তখন তিনি তাঁর সময়ে আল্লাহ্ মানুষকে যে সম্পদ ও প্রাচুর্য দান করেছেন তার উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষুধার তাড়নায় কুঁকড়ে যেতে দেখেছি, পেট ভরার মত 'দাকাল'[২] খেজুরও তাঁর জুটতো না। শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, (একবার) হযরত আবূ তালহা তার স্ত্রীকে বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বরে ক্ষুধার আভাস পেলাম ...। আর হাদীসখানি দালাইলুন্ নবুওয়্যা গ্রন্থে এবং আবুল হায়ছাম ইব্ন তায়হান এর কাহিনীতে আসছে– যে (একবার) হযরত আবূ বকর ও উমর ক্ষুধার তাড়নায় বাড়ি থেকে বের হলেন, এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কী তোমাদের ঘর–ছাড়া করল ? তাঁরা বললেন, ক্ষুধা। তখন তিনি বললেন, শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তোমাদেরকে যা ঘর-ছাড়া করেছে আমাকেও তাই ঘর-ছাড়া করেছে। এরপর তাঁরা সকলে হায়ছাম ইব্ন তায়হানের বাগানে গেলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে গাছপালা (তরতাজা) খেজুর খাওয়ালেন এবং তাঁদের জন্য একটি বকরীও জবাই করলেন, তখন তাঁরা তা খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানিও পান করলেন। এ সময় নবীজী বললেন, এই হল ঐ নিআমত যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ্ আবূ যিয়াদ সূত্রে ... হযরত আবূ তালহা থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ক্ষুধার অনুযোগ করে আমাদের পেটে বাঁধা একটি পাথর বের করে দেখালাম, তখন নবীজী তার পেটে বাঁধা দু'টি পাথর আমাদেরকে দেখালেন। তারপর তিনি বলেন, হাদীসখানি 'গরীব'।

---

১. অতি নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের খেজুর।–অনুবাদক / সোয়া তিন কেজি পরিমাণ। –সম্পাদক

২. ব্যক্তিগত জীবনে কৃচ্ছ্রতাপালনকারী হলেও অতিথিদের আগমণে নবীগৃহে গোশতের ব্যবস্থা করা হতো।–জালালাবাদী (সম্পাদক)

হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত আইশার বরাতে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, (একবার) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা ছিল খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি চামড়ার তোষক। হাসান ইব্‌ন আরাফা ..... হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) জনৈক আনাসারী নারী আমার কক্ষে প্রবেশ করল, তখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা দেখল, আর তা ছিল দু ভাঁজ করা আবা[১] তখন সে গিয়ে তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পশম ভর্তি একটি তোষক পাঠিয়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, হে আইশা! এটা কী ? আইশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক আনসারী নারী আমার কাছে এসেছিল, সে আপনার বিছানা দেখে গিয়ে আমার কাছে এটা পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তুমি তা ফিরিয়ে দাও। আইশা বলেন, কিন্তু আমি তা ফেরত পাঠালাম না, আমার গৃহে তা থাকবে এ বিষয়টি আমার কাছে মোহনীয় ঠেকেছিল। এমনকি তিনি তা তিনবার বললেন। আইশা বলেন, তখন তিনি বললেন, হে আইশা! তুমি তা ফিরিয়ে দাও! আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি চাইতাম তাহলে আল্লাহ্ আমার সাথে সাথে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় চালিত করতেন। তিরমিযী তাঁর 'শামাইলে' আবুল খাত্তাব ..... জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদের পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার গৃহে নবীজীর বিছানা কী ছিল ? জবাবে তিনি বলেন, খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি চামড়ার তোষক। আর হযরত হাফসাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা কী ছিল ? তিনি বললেন, তা ছিল একটি পশমী জুব্বা, যাকে আমরা দু ভাঁজ করে দিতাম এবং তিনি তার উপর ঘুমাতেন। এরপর কোন এক রাত্রে আমি ভাবলাম, আমি যদি এটিকে চারভাঁজ করে দিই তাহলে তা আরো কোমল ও আরামদায়ক হবে। এরপর আমরা তাঁর জন্য তা চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলাম। তারপর (সে বিছানায় রাত্রে শোয়ার পর) সকালে তিনি বললেন, গতরাত্রে তোমরা আমাকে কী বিছিয়ে দিয়েছিলে ? হাফসা বলেন, আমরা বললাম, তা আপনারই বিছানা, তবে আমরা তা চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। আমরা বললাম, তা আপনার জন্য কোমলতর। তিনি বললেন, তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দাও। কেননা তার কোমলতা গত রাত্রে আমাকে তাহাজ্জুদ থেকে বিরত রেখেছে। তাবারানী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান ..... হাকীম ইব্‌ন হিযাম সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, একবার আমি ইয়ামানে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি যী-য়াযানের জোড়া পোশাক খরিদ করলাম এরপর তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপঢৌকনরূপে পাঠালাম, কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আমি তা বিক্রি করতে চাইলে তিনি তা খরিদ করে নিলেন, এরপর তা পরিধান করে তার সাহাবীগণের কাছে আসলেন। এই পোশাকে তাঁর চেয়ে সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি। তখন আমি আত্মসংবরণ করতে না পেরে আবৃত্তি করলাম ঃ

مَا يَنْظُرُ الْحُكَّامُ بِالْفَضْلِ بَعْدَمَا * بَدَا وَاضِحٌ مِنْ غُرَّةٍ وَحجُوْلٍ

ললাটের[২] ও পায়ের শুভ্রতা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাওয়ার পর বিচারকগণ আর অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কি রায় প্রদান করবেন।

---

১. হাতাবিহীন ঢিলেঢালা আলখেল্লা বিশেষ।

২. ললাট ও পায়ে শুভ্র চিহ্ন থাকা ঘোড়ার সদ্বংশজাত হওয়ার প্রমাণ।—অনুবাদক

اذا قَايسوه الْجِدَّ اربى عليهمْ * بمُستفرع ماضٍ الذُّباب سَحِيْلِ

আর যখন তারা তার বীরত্বের যথার্থতা পরিমাপ করে তখন তিনি অপ্রতিহত রক্ত প্রবাহিতকারী তরবারির গুণে তাদেরকে ছাড়িয়ে যান।

তখন নবীজী তা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন, তারপর ঘরে নিয়ে তা হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দকে পরিয়ে দিলেন।

ইমাম আহমদ, হুসায়ন ইব্‌ন আলী ...... হযরত উম্মু সালামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) বিবর্ণ ও ভারী চেহারা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসলেন। তিনি (উম্মু সালামা) বলেন, আমি ধারণা করলাম, তা কোন ব্যথার কারণে হয়ে থাকবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চেহারা বিবর্ণ ও ভারী দেখছি! এটা কি কোন ব্যথার কারণে ? তখন তিনি বললেন, না, বরং ঐ সাতটি দীনার যা আমাকে গতকাল দেয়া হয়েছে অথচ আমি তা এখনও ব্যয় করিনি, তোষকের নীচের এক প্রান্তে রেখে আমি তা ভুলে গিয়েছি। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। ইমাম আহমদ আবূ সালামা ..... আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমি এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র হযরত আইশার কক্ষে প্রবেশ করলাম, তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি নবী করীম (সা)-কে একদিন তাঁর মৃত্যু শয্যায় দেখতে! তিনি বলেন, আমার কাছে তাঁর ছয়টি দীনার রাখা ছিল (রাবী মূসা বিন জুবায়র বলেন, অথবা সাতটি) আইশা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সেগুলো বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে নবীজীর ব্যথা ও অসুস্থতা আমাকে ব্যস্ত রাখল এবং পরিশেষে আল্লাহ্ তাঁকে আরোগ্য দান করলেন। আইশা বলেন, এরপর তিনি আমাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন, ছয় দীনারের অথবা সাত দীনারের কী হল ? আমি বললাম, না! আল্লাহ্‌র কসম! (আমি তা বিলাতে পারিনি) আপনার অসুস্থতা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছিল। তিনি বললেন, তখন তিনি তা আনালেন এবং তা হাতে ধারণ করে বললেন, আল্লাহ্‌র নবীর কী ধারণা, যদি সে এগুলি নিজের কাছে রেখে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে ? (তখন আল্লাহ্‌র কাছে কী জবাব হবে ?) এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

কুতায়বা জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কিছু আগামীকালের জন্য মজুদ করতেন না। এই হাদীসখানি বুখারী ও মুসলিম শরীফেও বিদ্যমান। মর্মার্থ হল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন কিছু তিনি আগামীকালের জন্য মজুদ করতেন না, যেমন খাবার (রান্না করা) ও এ জাতীয় দ্রব্য। এর প্রমাণ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উমর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, বানূ নাযীরের যে সম্পদ আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে মুসলমানদের অশ্ব বা উষ্ট্র বাহিনীর আক্রমণ ছাড়াই দান করেছিলেন, সেখান থেকে তিনি পোষ্যপরিজনের এক বছরের খোরাকী-খরচা পৃথক করে রেখেছিলেন। তারপর যা অবশিষ্ট ছিল তা যুদ্ধের বাহন ও অস্ত্র সংগ্রহে আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের প্রস্তুতি-উপকরণ করেছিলেন। ইমাম আহমদের পরবর্তী রিওয়ায়াতটিও আমাদের উল্লেখিত রিওয়ায়াতের সমর্থক। আহমদ – মারওয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া ..... হিলাল ইব্‌ন সুওয়ায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিককে বলতে শুনেছি ..... (একবার) রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর জন্য তিনটি (ভুনা করা) পাখি হাদিয়া আসল। তখন তিনি তাঁর খাদিমকে একটি খাওয়ালেন। পরদিন তিনি (সম্ভবত আইশা রা) অবশিষ্ট (পাখি) তাঁকে পরিবেশন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, আমি কি তোমাকে আগামী দিনের জন্য কোন কিছু (খাবার) উঠিয়ে রাখতে নিষেধ করিনি ? কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি আগামী দিনের রিযিক (পৃথকভাবে) দান করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত বিলালের হাদীস

ইমাম বায়হাকী, আবুল হুসায়ন ইব্ন বুশরান ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলালের কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর কাছে খেজুরের কয়েকটি স্তূপ দেখতে পেয়ে বললেন, হে বিলাল! এ কী ? বিলাল বললেন, এগুলি খেজুর, আমি মজুদ করছি। তিনি বললেন, তোমার সর্বনাশ আসন্ন, বিলাল! তুমি কি ভয় করো না যে, এগুলোর জন্য জাহান্নামে (তোমার জন্য) প্রজ্জ্বলিত সমুদ্র সৃষ্টি হবে ? হে বিলাল! (দান সদকার মাধ্যমে) ব্যয় করতে থাক এবং আরশাধিপতি থেকে কোন প্রকার কমতির আশংকা করো না। বায়হাকী তাঁর নিজ সনদে আবূ দাঊদ সিজিস্তানী ..... আবদুল্লাহ্ আল হুরায়নীর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়াজ্জিন হযরত বিলালের সাথে হাল্ব শহরে[১] সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যয় (অর্থাৎ দান-সদকা) সম্পর্কে আমাকে বলুন। তখন তিনি বললেন, তাঁর নবুওয়াত লাভের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত তাঁর (প্রায়) সব ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্বই তাঁর পক্ষ থেকে আমি পালন করতাম। তাঁর কাছে যখন কোন মুসলমান আসত আর তিনি তাকে অভাবী মনে করতেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, তখন আমি বেরিয়ে পড়তাম এবং কারও থেকে ধার নিতাম, তারপর তা দিয়ে চাদর ও অন্য কিছু কিনে তাকে পরিধেয় ও আহার্য দান করতাম। অবশেষে একদিন এক মুশরিক আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, হে বিলাল! আমার যথেষ্ট অর্থ সম্পদ রয়েছে। সুতরাং তুমি আমি ছাড়া আর কারও থেকে ধার নিও না। তখন আমি তাই করলাম। এরপর কোন একদিন আমি উযূ করে আযান দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি এমন সময় ঐ মুশরিককে একদল ব্যবসায়ীর মাঝে দেখতে পেলাম। তারপর সে যখন আমাকে দেখতে পেল তখন বলল; হে হাবশী (নিগ্রো)! বিলাল বলেন, আমি বললাম, বল! তখন সে আমার উপর আক্রমণ করল এবং কঠোর বা গুরতর অন্যায় কথা বলল। সে বলল, তুমি কি জান, একমাস পূর্ণ হতে আর ক'দিন বাকী ? আমি বললাম, সামান্য কয়েক দিন। তখন সে বলল, তোমার মেয়াদ পূর্ণ হতে আর চার দিন বাকী। এরপর আমার পাওনার বিনিময়ে আমি তোমাকে পাকড়াও করব। কেননা, তোমাকে যে ঋণ আমি দিয়েছি তা তোমার বা তোমার নবীর সম্মানার্থে নয়, আমি তো এইজন্য তোমাকে ঋণ দিয়েছি যে, তার মাধ্যমে তুমি আমার দাসে পরিণত হবে আর আমি তোমাকে মেষ চরাতে পাঠাব যেমনটি তুমি পূর্বে করতে। তিনি (বিলাল) বলেন, তখন আমার অন্য দশ জনের মত মনকেও দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল। তখন আমি (সেখান থেকে) প্রস্থান করলাম এবং নামাযের আযান দিলাম।

---

১. আলেপ্পো নগরী।—জালালাবাদী (সম্পাদক)

অবশেষে আমি যখন ইশার নামায পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণীগণের কাছে ফিরে গেলেন তখন আমি তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম এবং তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন, ঐ মুশরিকটি যার কথা আমি আপনার কাছে উল্লেখ করেছিলাম, যে আমি তার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতাম, সে আজ আমাকে এমন এমন কথা বলেছে (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ দিয়েছে।) অথচ আপনার বা আমার কারও কাছেই আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং সে তো আমাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। তখন তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণকারী এই মহল্লাবাসীদের কারও কারও কাছে যেতে বললেন, যাতে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এমন কিছু দান করেন যা দিয়ে আমি আমার দেনা পরিশোধ করবো। তখন আমি সেখান থেকে বের হয়ে আমার বাড়িতে আসলাম এবং আমার তরবারি, বল্লম, বর্শা ও পাদুকা আমার শিয়রের কাছে রাখলাম, আর আমার মুখমণ্ডল দিগন্তমুখী করে রাখলাম। ফলে যখন আমার ঘুম আসছিল তখনই আমি জেগে উঠছিলাম। এরপর যখন রাত ঘনিয়ে এসেছে অনুভব করলাম তখন ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশেষে ভোরের প্রথম আলো প্রকাশ পেল। তখন আমি চলে যেতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি ডেকে বলছে ঃ হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে সাড়া দাও! তখন আমি তাঁর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম পিঠে বোঝাসহ চারটি উট। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, (বিলাল) তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছেন। তখন আমি আল্লাহ্র হামদ ও শোকর আদায় করলাম, আর তিনি বললেন, তুমি কি বসিয়ে রাখা উট চারটি অতিক্রম করে আসনি ? তিনি বলেন, জবাবে আমি বললাম, অবশ্যই । তিনি বললেন, এই উটগুলি এবং এগুলোর পিঠের উপর যা কিছু রয়েছে তুমি সবকিছুর মালিক। তখন আমি দেখতে পেলাম ওগুলোর পিঠে খাবার ও পোশাক সামগ্রী রয়েছে যা ফাদাকের শাসক তাঁর কাছে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। এগুলি তুমি নিয়ে যাও এবং তোমার দেনা পরিশোধ করে দাও। বিলাল বলেন, আমি তাই করলাম, প্রথমে সেগুলোর পিঠের বোঝাগুলি নামিয়ে সেগুলোকে ঘাস খাওয়ালাম। তারপর ফজরের আযান দিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায শেষ করলেন, তখন আমি (জান্নাতুল) বাকীর দিকে বের হয়ে গেলাম। তখন আমি কানে আঙ্গুল ভরে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম, যাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন পাওনা আছে তারা যেন উপস্থিত হয়। এভাবে আমি পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করে করে দেনা শোধ করতে থাকলাম। এমন কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৃথিবীর আর কারও কোন পাওনা অবশিষ্ট রইল না। পরিশেষে আমার কাছে দুই বা দেড় উকিয়া স্বর্ণ রয়ে গেল। তখন আমি মসজিদে গেলাম; কিন্তু বেলা হয়ে যাওয়ায় বেশির ভাগ লোক চলে গিয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাকী মসজিদে বসে আছেন, আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি আমাকে বললেন, তোমার পূর্বের ঋণের কী অবস্থা ? আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূলের সকল ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে, এখন আর কিছু বাকি নেই। তিনি বললেন, কিছু বাড়তি রয়েছে কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ, দুই দীনার। তিনি বললেন, দেখ সে দুটি থেকে আমাকে স্বস্তি দিতে পার কিনা ? সে দুটি থেকে তুমি আমাকে রেহাই না দেওয়া পর্যন্ত আমি আমার পরিবারবর্গের কারও কাছে যাচ্ছি না। কিন্তু

আমাদের কাছে কেউ (যাঞ্চাকারী) আসল না। তাই তিনি মসজিদে রাত্রি যাপন করলেন। এমনকি দ্বিতীয় দিন সকাল ও দুপুর মসজিদেই অবস্থান করলেন। অবশেষে দিন শেষে দুজন আরোহী আসল। তখন আমি তাদেরকে নিয়ে গিয়ে দীনার দুটি দ্বারা তাদের জন্য খাদ্য ও পোশাকের সংস্থান করলাম। অবশেষে যখন তিনি ইশার নামায পড়লেন তখন আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছের দীনার দুটির কী খবর ? আমি বললাম, তা থেকে আল্লাহ্ আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর কাছে দীনার দুটি থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হতে পারে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ্ বললেন। এরপর আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম। অবশেষে তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁদেরকে একজন একজন করে সালাম করলেন এবং তিনি তাঁর রাত্রি যাপনস্থলে পৌঁছলেন। আর এটাই ঐ বিষয় যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।

তিরমিযী তাঁর 'শামাইলে' হারূন ইব্ন মূসা ..... উমর ইবনুল খাত্তাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে ভিক্ষা চাইল। তখন তিনি বললেন, (এই মুহূর্তে) আমার কাছে তোমাকে দেয়ার মত কিছু নেই, তবে তুমি আমার দায়িত্বে বাকিতে কিছু কিনে নাও। আমার কাছে কিছু আসলে আমি তা পরিশোধ করে দিব। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে দিয়েছি, আর যা আপনার সামর্থ্যাতীত, তার দায়িত্ব আল্লাহ্ আপনাকে দেননি। তখন নবী করীম (সা) উমরের কথা তেমন পছন্দ করলেন না। এ সময় জনৈক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দান করে যান আর আরশাধিপতির পক্ষ থেকে কমতির আশঙ্কা করবেন না। তখন তিনি মুচকি হাসলেন এবং আনসারীর কথায় তাঁর চেহারায় প্রসন্নতার মৃদু হাসি প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, এমনটি করতেই আমি আদিষ্ট হয়েছি। হাদীসে এ-ও রয়েছে, তারা আমার কাছে চাবেই; আর আল্লাহ্ তা'আলাও আমার জন্য কৃপণতা অনুমোদন করেন না। হুনায়নের দিন যখন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমত বণ্টনের জন্য আবেদন করল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমার কাছে যদি এই সকল বাবলা গাছের সংখ্যার ন্যায় (অগণিত) ধন-সম্পদও থাকত তাহলেও আমি তার সব তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম আর তোমরা আমাকে কৃপণ ব্যয়কুণ্ঠ কিংবা মিথ্যাশ্রয়ী পেতে না। তিরমিযী, আলী ইব্ন হাজার ..... রবী বিনত মুআববিয ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (রবী) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বেশ কিছু খেজুরের কাঁদি ও আঙুরের ছড়া নিয়ে আসলাম। তখন তিনি আমাকে তার হাতের মুঠি ভরে গহনা বা সোনা দিলেন।

ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কীভাবে আমি স্বস্তি লাভ করব, অথচ শিঙ্গাওয়ালা তাঁর শিঙ্গা মুখে পুরে নিয়েছেন এবং কপাল ঝুঁকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষায় আছেন কখন তাকে (শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার জন্য) আদেশ করা হয়। তখন মুসলমানগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা কী বলব। তিনি বললেন, তোমরা বলবে حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক। আমরা তাঁরই উপর ভরসা রাখি। তিরমিযী ইব্ন আবূ উমর ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন এবং তা 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হাদীসখানি অন্য সূত্রে এবং ইব্ন আব্বাসের হাদীস সংগ্রহ থেকেও বর্ণিত আছে, যেমনটি শীঘ্রই যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

নবী করীম (সা)-এর বিনয়

নবী করীম (সা)-এর বিনয়ের আরও বহু প্রকাশ রয়েছে। ইব্‌ন মাজা, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে ..... খাব্বাব (রা) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী বর্ণিত ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ...... فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

"যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে, তাদেরকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে; তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আন'আম ঃ ৫২)।

প্রসঙ্গে তিনি (খাব্বাব) বলেন, একবার আকরা ইব্‌ন হাবিস আত্ তামীমী এবং উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন আল-ফাযারী এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সুহায়ব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব (রা) প্রমুখ অসহায় ও দুর্বল কতিপয় মু'মিনের মাঝে বসা অবস্থায় পেল। তারা যখন এদেরকে তাঁর পাশে দেখল তখন তাদেরকে হেয় জ্ঞান করে একান্তে তার সাথে মিলিত হয়ে বলল, আমরা চাই আপনি আমাদের জন্য এমন এক বিশেষ মজলিসের ব্যবস্থা করবেন যাতে করে আরবরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, আপনার কাছে বিভিন্ন আরব গোত্রের প্রতিনিধিদল আগমন করে থাকে। তাই আমরা লজ্জাবোধ করি যে আরবরা আমাদেরকে এই সকল ক্রীতদাসদের সাহচর্যে দেখবে। আমরা যখন আসব আপনি তখন ওদেরকে আপনার মজলিস থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। এরপর আমরা নিষ্ক্রান্ত হলে আপনি পুনরায় ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসবেন (এতে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না)। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা (তাই হবে)। তারা বলল, তাহলে আপনি এই মর্মে আমাদের অনুকূলে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি একটি সহীফা (কাগজ) আনতে বললেন এবং হযরত আলীকে লিখার জন্য ডেকে পাঠালেন, আর আমরা তখন এক প্রান্তে বসা। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে তিলাওয়াত করলেন ঃ

لاَتَطْرُدِ الَّذِيْنَ .... فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -[১]

তারপর তিনি আল আকরা ইব্‌ন হাবিস এবং উয়ায়না ইব্‌ন হিসন এর কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ...... بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ

"এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে, আমাদের মধ্যে কি এদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?" (৬ আন'আম ঃ ৫৩)।

তারপর বললেন, وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ .... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

১. আয়াতটির অনুবাদ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

"যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে, তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে তুমি বলো তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তার কর্তব্য বলে স্থির করেছেন" (সূরা আন'আম ঃ ৫৪)।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা তার কাছে ঘেঁষে আসলাম এমনকি আমরা আমাদের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সাথে মিশিয়ে বসলাম, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথে মজলিসে বসতেন আর যখন তিনি উঠে যেতে চাইতেন তখন আমাদেরকে রেখে উঠে যেতেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ....

"তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে না। আর সম্ভ্রান্তদের সাথে উঠা-বসা করো না।

وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

"আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি"। (অর্থাৎ উয়ায়না ও আকরা)

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا

"আর যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে" (১৮ কাহ্ফ ঃ ২৮)।

আমি বলি, উয়ায়না ও আকরার বিষয় উল্লেখ করার পর তাদের জন্য দুই ব্যক্তি ও পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। খাব্বাব বলেন, এরপর থেকে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বসতাম এবং তাঁর উঠার সময় হতো তখন আমরা তাঁকে রেখে প্রথমে উঠে যেতাম, এরপর তিনি উঠতেন। এরপর ইব্‌ন মাজা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকীম ...... হযরত সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জনের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আমি, ইব্‌ন মাসঊদ, সুহায়ব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল। তিনি বলেন, কুরায়শরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তাদের অনুগামী হতে চাই না। আপনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিন। রাবী বলেন, তখন তাদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে যে প্রতিক্রিয়া হওয়া আল্লাহ্‌র অভীষ্ট ছিল, তা-ই হয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لاَتَطْرُدِ الَّذِيْنَ .... يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

হাকিম, বায়হাকী, আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ইস্পাহানী ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি মুহাজিরদের একটি দলের সাথে বসা ছিলাম, গায়ে কাপড় না থাকায় তারা একে অপরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে বসে ছিলেন, আর আমাদের এক কারী আমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলেন। আমরা সকলে

মন দিয়ে আল্লাহ্র কালাম শুনছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র, যিনি আমার উম্মতের মাঝে এমন লোক পয়দা করেছেন, যাদের সংস্পর্শে নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। রাবী বলেন, তখন চক্রাকারে উপবিষ্ট সকলে ঘুরে বসল এবং তাদের চেহারা প্রকাশ পেল। (তিনি বলেন) কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে একমাত্র আমাকে ব্যতীত কাউকেই চিনলেন না। তখন তিনি বললেন, হে দরিদ্র-নিঃস্ব মুহাজির সম্প্রদায়! তোমরা কাল কিয়ামত দিবসের পূর্ণ নূর ও জ্যোতির সুসংবাদ গ্রহণ কর। ধনীদের অর্ধ-দিবস পূর্বেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তা হবে (এ দুনিয়ার) পাঁচশ বছর। ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে হুমায়দ... আনাস সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাইতে প্রিয়তর কেউ ছিল না। আনাস (রা) বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ) যখন তাঁকে দেখতে পেতেন (অর্থাৎ তাঁর আগমনকালে) তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতেন না। কেননা তিনি যে তা পছন্দ করতেন না তা তাদের জানা ছিল।

পরিচ্ছেদ

নবী করীম (সা)-এর ইবাদত বন্দেগী এবং এ ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা সাধনা

হযরত আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে (ক্রমাগত) রোযা রেখে যেতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি বুঝি আর রোযা ক্ষান্ত দেবেন না। আবার এমনভাবে ক্রমাগত রোযা না রেখে রেখে থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি বুঝি আর রোযা রাখবেন না। তুমি ইচ্ছা করলে রাত্রে তাঁকে (নামাযে) দণ্ডায়মান দেখতে পেতে, ইচ্ছা করলে ঘুমন্ত। তিনি বলেন, রমযানে কিংবা অন্য কোন সময়ে (রাত্রিকালে ইশার পর) তিনি এগার রাক'আতের বেশি পড়েননি। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন—এই চার রাকআত কেমন দীর্ঘ ছিল বা কেমন সুন্দর ছিল, সে সম্পর্কে তোমার প্রশ্ন করার কিছু নেই। তারপর চার রাকআত তাও দৈর্ঘ্যে ও সৌন্দর্যে অনুপম ও প্রশ্নাতীত, তারপর তিনি তিন রাক'আত বিত্র পড়তেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন তখন তারতীলের (ধীর স্থিরতা ও সুস্পষ্টতার) কারণে তা অনেক অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। তিনি বলেন, তিনি এত দীর্ঘ সময়ে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর দাঁড়ানোর কষ্ট দেখে আমার তাঁর জন্য বড় করুণা হতো! ইব্ন মাসঊদ (রা) উল্লেখ করেন যে, তিনি এক রাত্রে তাঁর সাথে নামায পড়লেন, তখন তিনি প্রথম রাকআতে সূরা বাকারা, নিসা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করলেন। তারপর তার সমপরিমাণ সময় রুকূ করলেন এবং রুকূর পর সমপরিমাণ সময় কিয়াম করলেন, তারপর সমপরিমাণ সময় সিজদা করলেন।

হযরত আবূ যার্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পড়তে পড়তে সকাল করে ফেললেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ মায়িদা ঃ ১১৮)।

এই হাদীসখানি ইমাম আহমদ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এসবই বুখারী মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য সহীহ্ গ্রন্থে বিদ্যমান। আর এ সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনার ক্ষেত্র হল 'কিতাবুল আহকাম আল-কাবীর'।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার হাদীস সংগ্রহ থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পদদ্বয় ফেটে যেত। এ প্রসঙ্গে তাঁকে বলা হল, আল্লাহ্ কি আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেননি ? তখন তিনি বলতেন, আমি কি তাঁর শোকরগুযার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হবো না ? আর সালাম ইব্ন সুলায়মানের হাদীস সংগ্রহে হযরত আনাস সূত্রে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমার কাছে সুগন্ধি ও নারীকে প্রিয় করা হয়েছে আর নামাযে আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে। ইমাম আহমদ ও নাসাঈ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ, আফ্ফান ...... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন ঃ

قَدْ حُبِّبَ اِلَيْكَ الصَّلاَةُ فَخذ مِنْهَا مَاشِئْتَ

"আপনার কাছে নামাযকে প্রিয় করা হয়েছে। সুতরাং আপনি তা থেকে যত ইচ্ছা গ্রহণ করুন।"

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (একবার) রমযান মাসে প্রচণ্ড গরমের মাঝে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সফরে বের হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ব্যতীত আমাদের কেউ রোযাদার ছিল না। মানসূরের হাদীস সংগ্রহ থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে আলকামার বরাতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবাদত-বন্দেগীর জন্য কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশেষ কোন দিন নির্ধারিত করতেন? জবাবে তিনি বললেন, না! তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। আর আল্লাহ্র রাসূল যা পারতেন তোমাদের কে তা পারবে? হযরত আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা বর্ণিত হাদীস থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে একথা প্রামাণ্যরূপে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে (সাওমে বিছাল) বিরামহীনভাবে রোযা রাখতেন; কিন্তু তাঁর সাহাবীগণকে তা থেকে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, আমিতো তোমাদের কারও মত নই। আমি যখন আমার প্রতিপালকের কাছে (বিশেষ ব্যবস্থায়) রাত্রি যাপন করি তখন তিনি আমাকে (বিশেষ ব্যবস্থায়) পানাহার করান। আমি বলি, বিশুদ্ধ মত হল, এই পানাহার হচ্ছে আধ্যাত্মিকভাবে (বাহ্যিক পানাহার নয়) যেমন ইব্ন আসিম বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের অসুস্থদের পানাহারে বাধ্য করোনা, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (বিশেষ) পানাহারের ব্যবস্থা করেন। জনৈক কবি কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ

لَهَا احاديث مِنْ ذكراك يُشْغلها ـ عَنِ الشَّراب ويلهيها عن الزَّاد

তোমার স্মৃতির মধুর আলোচনা তাকে পানাহার ও পাথেয়ের কথা বিস্মৃত করে দেয়।

নযর ইব্ন শুমায়ল, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রতিদিন আমি আল্লাহ্র কাছে একশ'বার তাওবা-ইসতিগ্ফার করি। বুখারী ফারয়াবী

..... আবদুল্লাহ্ আমর ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, আমাকে তিলাওয়াত করে শুনাও! তখন আমি বললাম, আপনাকে কী তিলাওয়াত করে শুনাবো, আপনার উপরই তো তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আমি তা অন্যের থেকে শুনতে ভালবাসি। তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, তখন আমি সূরা আন-নিসা তিলাওয়াত শুরু করলাম। অবশেষে আমি যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

"যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কী অবস্থা হবে"? (৪ নিসা ঃ ৪১)

তখন তিনি বললেন, থাম, যথেষ্ট হয়েছে! তখন আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম,তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, নবী করীম (সা) [মাঝে মধ্যে] তাঁর বিছানায় কোন খেজুর পেতেন, তখন তিনি বলতেন, আমার যদি এই আশঙ্কা না হত যে তা সদকার হতে পারে, তাহলে আমি তা খেতাম। ইমাম আহমদ (রা) ওয়াকী ...... আমর ইব্ন শুআয়বের দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাত্রিকালে তাঁর পার্শ্বদেশের নীচে একটি খেজুর পেয়ে তা খেয়ে ফেললেন, এরপর তিনি আর সেই রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। তখন তাঁর এক সহধর্মিণী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বিনিদ্র রাত কাটালেন? জবাবে তিনি বললেন, পার্শ্বদেশের একপাশে একটি খেজুর পেয়ে আমি তা খেয়ে ফেলেছি। আর এ সময় আমাদের গৃহে কিছু সাদকার খেজুর ছিল, তখন আমার আশঙ্কা হল, খেজুরটি ঐ খেজুরও হতে পারে। হাদীসটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আর এই হাদীসের রাবী উসামা ইব্ন যায়দ (লায়ছী) ইমাম মুসলিমের অন্যতম রাবী। আমি বলি, আমাদের বিশ্বাস, এই খেজুরটি সাদকার খেজুর ছিল না। যেহেতু নবী করীম (সা) ইসমতের[১], অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁর খোদাভীতি ও তাকওয়ার পূর্ণতার কারণে সেই রাত্রে বিনিদ্র থেকেছেন। কেননা, বুখারী শরীফে তাঁর সম্পকে প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী (সতর্ক ও সংযমী) এবং কোন ব্যাপারে আমাকে সাবধান হতে হবে সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। অন্য হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন, সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করবে। আর হাম্মাদ ইব্ন সালামা, ছাবিত ..... মুতার্রাফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিখখীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আর তার উদরাভ্যন্তর থেকে ডেগ্‌চির টগবগ করার ন্যায় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, কান্নার কারণে তাঁর বুকের অভ্যন্তরে ডেগের টগবগ করার ন্যায় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বায়হাকী আবূ কুরায়ব মুহাম্মা ইব্ন আলা ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দেখছি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তখন তিনি বললেন, সূরা হূদ, ওয়াকি'আ, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলছে! আবূ কুরায়ব ..... সাঈদ সূত্রে তাঁর ভিন্ন একটি রিওয়ায়াতে আছে, তিনি (আবূ সাঈদ) বলেন,

১. ইস্‌মাত ঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত ঐ যোগ্যতা যা আল্লাহ্র নাফরমানী ও তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখে। এটা একমাত্র নবীগণের বৈশিষ্ট্য।

(একবার) হযরত উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে দ্রুত বার্ধক্য পেয়ে বসেছে। তখন তিনি বললেন, সূরা হূদ ও এ জাতীয় সূরাগুলি, ওয়াকি'আ না'বা, তাকভীর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে!

নবী করীম (সা)-এর বীরত্ব প্রসঙ্গ

গ্রন্থকার বলেন, আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে অতীতকালের জনৈক পুণ্যবান পুরুষের বরাতে উল্লেখ করেছি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَتُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে এবং মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর—থেকে এই সিদ্ধান্ত আহরণ করেছেন যে, একাকী অবস্থায় মুশরিকদের মুখোমুখি হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের থেকে পলায়ন না করার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। আর তিনি ছিলেন, সর্বাধিক সাহসী, ধৈর্যশীল এবং শক্তসমর্থ অবিচল। তিনি কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি, যদিও তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। জনৈক সাহাবী বলেন, যুদ্ধ যখন তীব্রতর হত এবং যোদ্ধারা প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আড়ালে আত্মরক্ষা করতাম। বদরের দিন তিনি যখন شَاهَتِ الْوُجُوْهُ (চেহারাসমূহ বিকৃত হোক) বলে এক মুঠো কঙ্কর নিয়ে এক সহস্র কাফেরের দিকে ছুঁড়ে মারলেন, তখন তা তাদের সকলের উপরই পড়েছিল। এভাবে হুনায়নের দিনেও; যেমনটি ইতিপূর্বে বিগত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের দিন পরবর্তী অবস্থায় তাঁর অধিকাংশ সহযোদ্ধারা পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বস্থানে স্থির ও অবিচল ছিলেন, তাঁর সাথে শুধুমাত্র বারজন ছিলেন যাঁদের মধ্যকার সাতজন নিহত হয়েছিলেন এবং পাঁচজন জীবিত ছিলেন। আর এ সময়েই উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ নিহত হয়েছিল। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করেন এবং সত্বরই জাহান্নামে প্রেরণ করেন। আর হুনায়নের দিন সকলেই পলায়ন করেছিলেন, আর তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার, এ সময় তিনি (তাঁর) একশর মত সাহবী নিয়ে স্বস্থানে অবিচল ছিলেন, সেদিন তিনি তাঁর খচ্চর হাঁকিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর উচ্চস্বরে নিজের নাম ঘোষণা করে আবৃত্তি করছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لاكذب * انا ابْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِب

"আমি আল্লাহ্‌র নবী মিথ্যুক কভু নই
আবদুল মুত্তালিবের সন্তান আমি হই"

এমনকি শত্রুদের কেউ তাঁর কাছে পৌঁছে যেতে পারে এ আশংকায় তাঁর খচ্চরের চলার গতি হ্রাস করার জন্য হযরত আব্বাস, আলী ও আবূ সুফিয়ান ঐ খচ্চরের সাথে ঝুলে পড়ছিলেন। (যুদ্ধের এই কঠিন মুহূর্ত পর্যন্ত) তিনি এরূপ স্থির ও অবিচল ছিলেন, অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর ঐ স্থানেই তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন যোগালেন। আর লোকেরা যখন ফিরে আসল তখন তাঁর সামনে কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছিল। আবূ যুরআ আব্বাস ইব্‌ন ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রচণ্ড আক্রমণের ক্ষমতা দ্বারা আমাকে লোকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

নবী করীম (সা)-এর ঐ সকল গুণাগুণের বিবরণ,যেগুলো পূর্ববর্তী নবীগণের বরাতে প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের পূর্বে প্রকাশিত শুভ লক্ষণসমূহের বিবরণে আমরা এ বিষয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছি। আর এখানে আমরা তার শ্রেষ্ঠাংশ উল্লেখ করছি। ইমাম বুখারী ও বায়হাকী (এখানে উল্লেখিত ভাষ্য বায়হাকীর) ফুলায়হ ইব্ন সুলায়মান ..... আতা ইব্ন ইয়াসার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে বললাম, তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনা সম্পর্কে আমাকে বলুন। তখন তিনি বললেন , হাঁ; আল্লাহ্র কসম, আল ফুরকানে (অর্থাৎ কুরআনে) তাঁর যে সকল বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, তাওরাতে তাঁকে তাঁর কতক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন –

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"হে নবী! আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (৩৩ আহযাব ঃ ৪৫)।

এবং উম্মীদের আশ্রয়স্থলরূপে; তুমি আমার বান্দা ও রাসূল, তোমাকে আমি 'আল মুতাওয়াক্কিল' (ভরসাকারী) নামে অভিহিত করেছি, যে কর্কশভাষী নয় এবং হাটে বাজারে শোরগোল ও কোলাহলকারী নয়, মন্দ আচরণকে মন্দ আচরণ দ্বারা প্রতিহত করে না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে, তার দ্বারা বক্র মিল্লাতকে সোজা না করে আমি তাকে মৃত্যু দান করবনা। অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই বলা পর্যন্ত। তার দ্বারা আমি অন্ধ চোখসমূহ, বধির কানসমূহ এবং আচ্ছাদিত হৃদয়সমূহ আবরণমুক্ত করব। আতা ইব্ন ইয়াসার বলেন, এরপর আমি হযরত কা'ব আহ্বারের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁকে এ বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন এই বিবরণের সাথে তাঁর বিবরণের একটি বর্ণেও অমিল ছিল না। তবে কা'ব চোখ শব্দটি (অন্ধ বিশেষণ ছাড়া) উল্লেখ করলেন। বুখারী ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ ..... হিলাল ইব্ন আলী সূত্রে ঐ সনদে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) সূত্রে ..... ইমাম বুখারী হাদীসখানিকে তালীকরূপে উল্লেখ করেছেন। আর বায়হাকী ইয়াকুব ইব্ন সুফিয়ান ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) সূত্রে পূর্বোল্লেখিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্ন য়াসার বলেন, আমাকে আল্লায়ছী অবহিত করেছেন যে, তিনি কা'ব আল আহবারকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের ন্যায় বলতে শুনেছেন। অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) থেকে হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী যায়দ ইব্ন আরখম আততায়ী আল-বসরী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের দাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওরাতে লিখিত আছে, মুহাম্মাদ এর সাথে (পাশে) ঈসা ইব্ন মরিয়মকে সমাহিত করা হবে। এরপর আবূ মাওদূদ বলেন, নবী গৃহে একটি কবরের স্থান সংরক্ষিত রয়েছে। তারপর তিরমিযী বলেন, এই হাদীসখানি 'হাসান' স্তরের। আয্যাহ্হাক এমনই বলেছেন। ইনি যাহ্হাক ইব্ন উছমান আল মাদানী নামে বিখ্যাত। আমাদের শায়খ আল হাফিয আল্ মিয্যী তাঁর 'আল আতরাফ' গ্রন্থে ইব্ন আসাকিরের বরাতে এমনটিই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিরমিযীর অনুরূপ বলেছেন। তারপর তিনি বলেন, এই

যাহ্হাক হলেন যাহ্হাক ইব্ন উছমানেরও পূর্ববর্তী অন্য এক শায়খ। ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর পিতার বরাতে তাঁকে উছমান নামধারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস সূত্রে। প্রথমোক্তজন ইয়াহূদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, পরে ঈমান আনয়ন করে এবং এ বিষয়ে দ্বিতীয়োক্তজনের অবগতি ছিল ঐ দুই বোঝা কিতাব থেকে, যা তিনি ইয়ারমুকের দিন লাভ করেছিলেন। তিনি আহ্ল কিতাবদের সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এ বিষয়ে রিওয়ায়াত সমূহের অপর উৎস হচ্ছেন কা'ব আল আহবার। তিনি এ বিষয়ে পূর্ববর্তীদের বর্ণনা ও উক্তি সম্বন্ধেই কেবল জ্ঞাত ছিলেন না, তাতে বিদ্যমান সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি, পরিবর্তন ও বিকৃতি সম্বন্ধেও সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তবে এসব তিনি তেমন কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন ও মন্তব্য ছাড়াই হুবুহু বর্ণনা করতেন। সুতরাং অনেক পূর্বসূরী রাবী এ সকল বর্ণনার প্রতি সুধারণাবশত নির্দ্বিধায় তা রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ এগুলো আমাদের কাছে যে সকল প্রমাণিত সত্য রিওয়ায়াত রয়েছে তার পরিপন্থী, কিন্তু এ ব্যাপারেই সচেতন নন।

উপরন্তু এ বিষয়টিও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে পূর্ববর্তীদের অনেকেই তাওরাত বলতে ইয়াহূদীদের নিকট পঠিত হয় এমন যে কোন ধর্মগ্রন্থকে বুঝে থাকেন, বরং এর থেকেও ব্যাপকতর অর্থেও তাঁরা এ শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন; যেমন কুরআন বলতে বিশেষভাবে আমাদের ধর্মগ্রন্থকে বুঝায়, তবে অন্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ হয়ে থাকে, যেমন বুখারী শরীফে রয়েছে : خُفِّفَ عَلى داؤد القرانَ فكان يامر بدوابّه فتسرَجُ فيقرا القران مقدار ما يفرغ হযরত দাঊদ (আ)-এর জন্য 'কুরআন' সহজপাঠ্য করে দেয়া হয়েছিল, তাই তিনি তাঁর গবাদিপশুদের ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন যেন ওগুলো চারণক্ষেত্র চরে বেড়ায়। এতে তিনি সে সময়টুকুর অবসর পেতেন যেটুকু কুরআন (তাওরাত) তিলাওয়াতে ব্যয় করতেন।

এ বিষয়টি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। বায়হাকী হাকিম ..... উম্মুদ্ দারদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি হযরত কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কী বিবরণ পান? তিনি বললেন, সেখানে আমরা পাই-তিনি মুহাম্মদের আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর উপাধি আলমুতাওয়াক্কিল (ভরসাকারী) তিনি কঠোর ও কর্কশভাষী নন, বাজারে বাজারে শোরগোলকারীও নন, তাঁকে হিদায়াতের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে যাতে আল্লাহ্ তাঁর দ্বারা অন্ধ চোখসমূহকে দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ও বধির কানসমূহকে শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন করেন এবং বক্র জিহ্বাসমূহকে সোজা করতে পারেন যাতে তারা এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তার কোন শরীক নেই। আর তিনি মযলূম ও অসহায়কে সাহায্য ও রক্ষা করেন। এছাড়া ইউনুস ইব্ন বুকায়র হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে ইনজিলে রয়েছে যে, তিনি কঠোর কিংবা কর্কশভাষী নন, বাজারে বাজারে হৈ চৈ ও কোলাহলকারী নন, মন্দের প্রতিদান তদ্রূপ মন্দ দিয়ে দেননা, বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা করেন। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান কায়স আল বাজালী ..... মুকাতিল ইব্ন হায়্যান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়মের কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন, আমার নির্দেশ পালনে তৎপর ও সত্যনিষ্ঠ হও, একে হালকাভাবে নিও না। হে

পুরুষাসক্তিমুক্ত পবিত্র নারীর পুত্র! আমার নির্দেশ শুন এবং আনুগত্য কর, আমিতো তোমাকে কোন পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টি করেছি এবং তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছি। সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত করবে এবং আমারই উপর ভরসা রাখবে। আর সূরানবাসীদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে যে, আমি পরম সত্য স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা, আমার কোন লয় নেই। আর তোমরা আরবী নবীর সত্যায়ন করবে, যিনি নর উটের মালিক, বর্মধারী, পাগড়ি, পাদুকা ও ছড়ির অধিকারী; তাঁর মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়ানো, ললাট প্রশস্ত ও মসৃণ, ভ্রুদ্বয় সংযুক্ত প্রায়, চক্ষুদ্বয় ডাগর ও টানাটানা, নাসিকা উন্নত, গণ্ডদ্বয় মসৃণ, দাড়ি ঘন। তাঁর মুখমন্ডলের ঘাম যেন মুক্তোদানা, তাঁর দেহের ঘ্রাণ (যেন) সৌরভময় মেশক, তাঁর গ্রীবা দেশ যেন রূপার জগ, তাঁর হাঁসুলির হাড়ে যেন বহমান গলিতস্বর্ণ, তাঁর বুকের মধ্যস্থল থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত কেশরেখা যা কর্তিত বৃক্ষশাখার ন্যায়। এ ছাড়া তাঁর বুকে ও পেটে কোন পশম নেই, ভরাট ও কোমল হাতের তালু ও পায়ের পাতার অধিকারী, লোক সমাবেশে থাকলে উচ্চতায় তাদেরকে ছাপিয়ে যান, যখন হাঁটেন মনে হয় যেন তিনি প্রস্তরখণ্ড থেকে পা টেনে তুলছেন এবং ঢালুভূমিতে নামছেন, স্বল্প সংখ্যক সন্তানের অধিকারী।

হাফিয বায়হাকী ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ আল ইয়ামযী থেকে তাঁর সনদে বর্ণনা করেন। তিনি (ওয়াহ্ব) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে নিকট সান্নিধ্যে নিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ করলেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যারা মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্ট, যারা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎ ও গর্হিত কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ করবে, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হল আহমদ (সা)-এর উম্মত। তখন মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ উম্মত, কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রগামী তাদেরকে আপনি আমার উম্মত করে দিন। তিনি বললেন, তারা আহমাদের উম্মত। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যাদের ধর্মগ্রন্থ হবে তাদের বুকে তাঁরা তা মুখস্থ পড়বে। অথচ তাদের পূর্বের উম্মতগণ কণ্ঠস্থ না করে তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ দেখে দেখে পড়ত, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। তিনি বললেন, তারা আহমদের উম্মত। মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যারা প্রথম ও শেষ ধর্মগ্রন্থকে বিশ্বাস করবে এবং গোমরাহীর হোতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এমন কি তারা মহামিথ্যুক কানা দাজ্জালের বিরুদ্ধেও লড়বে, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। তিনি বললেন, এরা হল আহমদের উম্মত। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যারা তাদের দানসাদ্কাসমূহ নিজেরাই ভক্ষণ করবে, অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের কেউ যখন সাদকা করত, তখন একটি অগ্নিকুণ্ড পাঠাতেন এবং তা এই সাদকাকে গ্রাস করত, আর যদি তা আল্লাহ্র কাছে গৃহীত না হত তাহলে আগুন তার নিকটবর্তী হত না, তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, তারা হল আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যাদের কেউ যখন কোন মন্দ কর্মে উদ্যত হয় তখন তা লিপিবদ্ধ করা হয় না-এরপর যদি সে তা করে তখন তা একটি পাপরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে তাদের কেউ যখন কোন ভাল

কাজে উদ্যত হয় তাহলে তা কাজে পরিণত করার পূর্বেই তা একটি নেক আমলরূপে লিখিত হয়। আর যদি সে তা কাজে পরিণত করে তাহলে তা দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। তিনি বললেন, তারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তাওরাতে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়াদানকারী এবং প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সাড়াপ্রাপ্ত, আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। তিনি বললেন, তারা আহমদের উম্মত। ওয়াহ্ব বিন মুনাব্বিহ হযরত দাউদ (আ) ও তাঁর প্রতি ওহীরূপে প্রেরীত যাবূরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন- (হযরত দাউদকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) হে দাউদ! তোমার পর এমন একজন নবী আসবেন, যাঁর নাম হবে আহমদ ও মুহাম্মদ। তিনি আসবেন সত্যবাদী ও বরণীয়রূপে। আমি কখনও তাঁর প্রতি রুষ্ট হবো না, আর তিনিও কখনও আমাকে রুষ্ট করবেন না। আমার নাফরমানী করার পূর্বেই আমি তার অগ্র পশ্চাত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। তার উম্মত হল অনুগ্রহপ্রাপ্ত। তাদের আমি এমন সব নফল (অতিরিক্ত) ইবাদত-বন্দেগী দান করব যা ইতিপূর্বে নবীদেরকে দান করেছি। আর তাদের উপর ঐ সকল ফরয বিধান (অত্যাবশ্যকীয়) আরোপ করেছি যা (ইতিপূর্বে) নবী-রাসূলদের উপর আরোপ করেছি। ফলে তারা কাল কিয়ামতের দিন নবীদের নূরের ন্যায় (উজ্জ্বল) নূর নিয়ে উপস্থিত হবে। আর তার কারণ হল আমি তাদের উপর প্রত্যেক নামাযে আমার জন্য বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জনকে অপরিহার্য করে দিয়েছি; যেমন তাদের পূর্বে নবীদের জন্য করেছিলাম। আর আমি তাদেরকে জানাবতের গোসলের নির্দেশ দিয়েছি যেমন তাদের পূর্বে নবীদেরকে দিয়েছি, তাদেরকে হজের নির্দেশ দিয়েছি যেমন তাদের পূর্বের নবীদের দিয়েছি। তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছি যেমন তাদের পূর্বের রাসূলদেরকে দিয়েছি। হে দাউদ! আমি মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতকে অন্য সকল উম্মতের উপর অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন করেছি। আর যে মুহাম্মদ (সা)-কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাঁর আনীত কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমার কিতাবকে উপহাস করবে আমি তাকে কবরে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করব আর আযাবের ফেরেশতাগণ তার মুখমণ্ডল ও পশ্চাৎদদেশে আঘাত করতে করতে তাকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবে, তারপর আমি তাকে জাহান্নামের নিম্নতমস্তরে প্রবেশ করাব।

হাফিয বায়হাকী আবুল ফাত্‌হ শরীফ আল উমরী সূত্রে ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুবায়র বিন মুতইম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা জুবায়র ইব্‌ন মুতইমকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যখন তাঁর নবীকে নবুওয়াত দান করলেন এবং মক্কায় তাঁর প্রচারিত দীন প্রকাশ পেল সে সময় আমি (একবার) শাম দেশের উদ্দেশ্যে বের হলাম। অতঃপর আমি যখন বুসরায় উপনীত হলাম তখন আমার কাছে খ্রিস্টান একটি দল এসে বলল, তুমি কি (মক্কার) হারাম এলাকার অধিবাসী? আমি বললাম, হাঁ। তারা বলল, তুমি কি তোমাদের নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তিটিকে জান? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তখন তারা আমার হাত ধরে আমাকে তাদের একটি মঠে ঢুকালো যেখানে বহু প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য রক্ষিত ছিল। তখন তারা আমাকে বলল, লক্ষ্য করে দেখ তো, এগুলোর মধ্যে কি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত এই নবীর প্রতিকৃতি আছে? তখন আমি বললাম, (এখানেতো আমি) তাঁর প্রতিকৃতি দেখছিনা। তখন তারা আমাকে পূর্বের চাইতে বড় একটি মঠে প্রবেশ করাল, আমি তখন দেখতে পেলাম সেখানে পূর্বের উপসনালয়ের চাইতে অধিক সংখ্যক ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি। তখন তারা আমাকে

বলল, এবার তুমি লক্ষ্য কর, তাঁর কোন প্রতিকৃতি দেখতে পাও কি না। তখন আমি লক্ষ্য করলাম এবং হঠাৎ একস্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম, তদ্রূপ অবিকল হযরত আবূ বকরের প্রতিকৃতি, তিনি তাঁর পশ্চাতে অবস্থান করছেন। তারা আমাকে বলল, তুমি কি তাঁর প্রতিকৃতি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হাঁ। তারা তখন (তাঁর প্রতিকৃতিরি প্রতি ইঙ্গিত করে) বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনি তোমাদের নবী আর এ হলো তাঁর পরবর্তী খলীফা।

আত্-তারীখে ইমাম বুখারী তাঁর সনদে মুহাম্মদ সূত্রে ...... হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বর্ণিত ভাষ্যে রয়েছে-তখন তারা বলল, ইনি ব্যতীত এমন কোন নবী ছিলেন না যার পর অন্য নবী আসেননি। এ বিষয়ে আমরা আমাদের তাফসীরগ্রন্থে সূরা আরাফের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজিলে, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে বারণ করে"(৭ আরাফ ঃ ১৫৭)।

ঐ হাদীসখানি উল্লেখ করেছি যা বায়হাকী ও অন্যরা হযরত আবূ উসামা বাহিলী ..... হিশাম ইবনুল আস সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি বলেন যে, ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে জনৈকা কুরায়শীর সাথে আমি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হলাম। এরপর তিনি তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের কথা এবং তারা যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করলেন তখন তার রাজকীয় অতিথিশালায় অবস্থান করালেন। তারপর তিনদিন পর তাঁদেরকে ডেকে পাঠালেন, তারপর বিশালাকৃতির সুগন্ধিপাত্রের ন্যায় (অ্যালবাম জাতীয়) কিছু একটা আনালেন যার মাঝে দরজা বিশিষ্ট ছোট ছোট খোপের মত ছিল, আর সেগুলির মাঝে রেশমের টুকরো কাপড়ে হযরত আদম (আ) থেকে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল নবীদের প্রতিকৃতি, তখন তিনি একটি একটি ছবি বের করে তাদেরকে দেখাতে লাগলেন এবং তাঁদেরকে তাঁদের পরিচয় অবহিত করতে লাগলেন। এভাবে তিনি তাদেরকে প্রথমে আদম, তারপর নূহ তারপর ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিকৃতি বের করে দেখালেন। তারপর তড়িঘড়ি করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিকৃতি বের করতে চাইলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি অপর একটি দরজা খুললেন, হঠাৎ দেখা গেল তাতে একটি শুভ্রপ্রতিকৃতি, আল্লাহ্র কসম, তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিকৃতি। তিনি বললেন, তোমরা কি এঁকে চিন? আমরা বললাম, হাঁ। ইনিই আল্লাহ্র রাসূল (সা)। হিশাম বলেন, তখন আমরা কেঁদে ফেললাম, আর আল্লাহ্ সাক্ষী, তিনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এসে বললেন, আল্লাহ্র কসম, তিনিই তিনি! আমরা বললাম, হাঁ-আপনি যেমন তাঁকে দেখছেন তিনিই তিনি। এরপর তিনি বেশ কিছুক্ষণ সেই প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনে রেখো তাঁর প্রতিকৃতিটি ছিল সর্বশেষ খোপে, কিন্তু তোমাদের তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি তা দ্রুত বের করেছি। তারপর তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করেছেন যাতে তার অন্যান্য নবীদের প্রতিকৃতি বের করা, এবং তাঁদের (দু'জন)-কে সেগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর হাদীসের শেষাংশে রয়েছে-আমরা তাঁকে বললাম, এই সকল প্রতিকৃতি আপনি কোথায় পেলেন?

আমরাতো দেখতে পাচ্ছি এতে নবীদের হুবহু প্রতিকৃতি বিদ্যমান। কেননা, আমরা আমাদের নবী (আ) প্রতিকৃতিকে তাঁরই মত দেখলাম। তখন তিনি বললেন, হযরত আদম (আ) তাঁর রবের কাছে বর্ণনা করেছিলেন যেন তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যকার নবীদেরকে (প্রতিকৃতিকে) তাঁকে দেখিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর কাছে তাদের প্রতিকৃতিসমূহ অবতারিত করলেন, আর সেগুলি অস্তাচলের নিকট হযরত আদমের ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল। এরপর যুলকারনায়ন সেগুলিকে বের করে দানিয়ালের নিকট হস্তান্তরিত করেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা শুনে রেখো, এখন আমার মন এতে পূর্ণ সন্তুষ্ট যে আমি আমার রাজ্যপথ ত্যাগ করে তোমাদের নিকৃষ্টতম ব্যক্তির দাস হয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। হিশাম বলেন, তারপর তিনি আমাদেরকে মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়ে বিদায় জানালেন। তারপর আমরা যখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে আসলাম তখন আমরা দু'জন যা দেখেছি তাঁকে তা অবহিত করলাম; কিন্তু তিনি আমাদেরকে তেমন কিছুই বললেন না বা আমাদেরকে কোন পুরস্কারও দিলেন না। হিশাম বলেন, তখন আবূ বকর কেঁদে বললেন, হতভাগা সে! আল্লাহ্ যদি তার মঙ্গল চাইতেন তাহলে সে যা বলেছে তাই করত। তারপর বললেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিয়েছেন যে, (খ্রিষ্টানরা) ও ইয়াহূদীরা (তাদের গ্রন্থে) মুহাম্মদ (সা)-এর দেহাকৃতির বিবরণ পেয়ে থাকে।

ওয়াকিদী আলী ইব্‌ন ঈসা আল-হাকীমী ..... আমির ইব্‌ন রাবিআর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত ইসমাঈলের বংশধর থেকে একজন নবীর প্রতীক্ষা করছি, যিনি বানূ আবদুল মুত্তালিব পরিবার থেকে হবেন। আমার মনে হয় না যে, আমি তাঁর সাক্ষাৎ পাব, তবে আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি, তাঁর সত্যায়ন করছি এবং তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছি। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় আর তুমি তাঁর দেখা পাও, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবে, আর আমি অবশ্যই তোমাকে তাঁর দেহাবয়বের বর্ণনা দেবো যাতে করে তাঁর বিষয় তোমার কাছে গোপন না থাকে। আমি বললাম, তাহলে আপনি তার বিবরণ দিন। তখন তিনি বললেন, তিনি অতি দীর্ঘকায় নন আবার খর্বাকৃতিও নন। অতি ঘন চুলওয়ালা নন আবার অতিঅল্প চুলওয়ালাও নন, তাঁর চোখ থেকে লালিমা সরে না; নুবুওয়াতের মোহর চিহ্ন তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে, তাঁর নাম আহমদ-এই শহর জন্মভূমি এবং নবুওয়াত লাভের স্থান, তারপর তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে, এবং তাঁর আনিত পয়গামকে তারা অপছন্দ করবে, অবশেষে তিনি য়াছরিবে হিজরত করবেন এবং সেখানে তাঁর (দীনের) আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে তুমি কোন প্রতারণার শিকার হয়ো না, হযরত ইবরাহীমের দীনের সন্ধানে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এ সময় যে সকল ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মাজুসীকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারাই বলেছে এই দীনই সেই দীন, এবং তারা তাঁর সেরূপ বিবরণই দিয়েছে, যেরূপ আমি তোমাকে দিলাম। তাদের বক্তব্য হলো, তিনি ছাড়া আর কোন নবী নেই। আমির ইব্‌ন রাবীআ বলেন, তারপর আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন নবী করীম (সা) যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়লের বক্তব্য ও তাঁকে তাঁর সালাম জানানোর কথা বললাম, তখন তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে তাঁর জন্য রহমতের দু'আ করলেন এবং বললেন, জান্নাতে আমি তাঁকে কাপড়ের খুঁট টেনে ধরে হাটতে দেখেছি।

অধ্যায়

দালাইলুন নবুওয়াহ বা নবুওয়াতের প্রমাণসমূহ

এ সকল প্রমাণাদি দু'প্রকার। ১। অতীন্দ্রিয়, ২। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম অতীন্দ্রিয় প্রমাণ হল তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া। আর তা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা, উজ্জ্বলতম নিদর্শন এবং স্পষ্টতম প্রমাণ। কেননা, এই কুরআন এমন এক অলৌকিক গঠন ও বিন্যাসের ধারক যা দ্বারা সে সমগ্র মানব ও জিন জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে তার অনুরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য, কিন্তু তারা তাতে অক্ষম হয়েছে। অথচ তার (কুরআনের) শত্রুদের মাঝে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু উপাদান মওজুদ ছিল, তাদের কাজে তাদের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অনুপম অলঙ্কার জ্ঞান। তারপর কুরআন তাদেরকে কুরআনের সূরার ন্যায় দশটি সূরা রচনার আহ্বান জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে, কিন্তু এতেও তারা অক্ষম হয়েছে। সর্বশেষে কুরআন তাদেরকে সর্বনিম্ন একটি মাত্র সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে; কিন্তু এতেও তারা অক্ষম হয়েছে। আর এ বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার কথা তারা জানত আর এও তার জানতো যে, এই কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যার অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচনার কারও কোন সাধ্য নেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

"বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য সমস্ত মানুষ ও জিন একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না" (১৭ আল-ইসরা ঃ ৮৮)। এটি মক্কী আয়াত আর সূরা আত্-তূরে তিনি বলেন, আর সেটিও মক্কী সূরা-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ - فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ

"নাকি তারা বলে, এই কুরআন তার নিজের রচনা; বরং তারা অবিশ্বাসী, তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না (৫২ আত্-তূর ঃ ৩৩-৩৪)।

অর্থাৎ (হে কুরআন বিরোধিরা) যদি তোমরা বিশ্বাস করে থাক যে তিনি তার নিজ থেকে এই কুরআন রচনা করেছেন তাহলে তিনি তো তোমাদের মতই মানুষ, সুতরাং তিনি যা এনেছেন তার মত কিছু তোমরাও আন। কেননা তোমাদের দাবি তো তোমরা তারই মত। সূরা বাকারাতে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় চ্যালেঞ্জ করে বলেন, আর এটি মাদানী সূরা ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এসো, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে (সাহযার্থে) আহ্বান কর। আর যদি তোমরা না নিয়ে আস এবং কখনই তা আনতে পারবে না তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে" (২ বাকারা ২৩,২৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

"নাকি তারা বলে, সে তা নিজে রচনা করেছে? বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে পার (সাহাযার্থে) ডেকে নাও। (এরপর) যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহ্রই ইল্ম থেকে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তবে কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না"? (১১ হূদ ১৩,১৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ -

"এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে তার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটা তার সমর্থন এবং বিধাণসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই নিয়ে এসো এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাকে পার আহবান কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বরং তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ব করেন নি তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর পরিনাম তাদের নিকট উপস্থিত হয়নি, এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, সুতরাং দেখ যালিমদের পরিণাম কি হয়েছে" (১০ ইউনুস ঃ ৩৭-৩৯)।

(এখানে) আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, গোটা সৃষ্টিকুল এই কুরআনের মুকাবিলা করতে অক্ষম, এমনকি তার সূরার ন্যায় দশটি সূরা রচনা করতে, এমনকি একটি সূরা রচনা করতেও অক্ষম এবং তারা কখনোই তা করতে সক্ষম হবে না, যেমন তিনি বলেছেন فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا আর যদি তোমরা তা না কর (পার) আর কিছুতেই তোমরা তা পারবে না। অর্থাৎ যদি তোমরা অতীতে পেরে না থাক, তাহলে ভবিষ্যতেও কিছুতেই পারবে না। আর এটা হল দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ, আর তাহল এই কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা তাদের জন্য বর্তমানেও সম্ভব নয় ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না। আর এই ধরনের চ্যালেঞ্জ এমন আস্থাবানের পক্ষ থেকে সম্ভব, যে নিশ্চিতভাবে জানে, সে যা নিয়ে এসেছে কোন মানুষের পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিংবা তার অনুরূপ কিছু আনয়ন করা সম্ভব নয়, যদি তা কোন স্বরচিয়তার পক্ষ থেকে হত তাহলে সে অন্যের পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে অপদস্থতার আশংকা করত এবং মানুষকে অনুসারী বানানোর যে ইচ্ছা সে পোষণ করত তার বিপরীত পরিস্থিতির শিকার হত। আর প্রত্যেক জ্ঞানীরই একথা জানা উচিত যে, মুহাম্মদ (সা) হলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক বুদ্ধিমান বরং এ বিষয়ে তিনি অবিসংবাদিত ভাবে সকলের চাইতে বুদ্ধিমান ও পূর্ণতার অধিকারী। এই কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব নয়-এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই তিনি এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এবং তাঁর এ বিশ্বাস অটুট থেকেছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাল থেকে আমাদের একাল পর্যন্ত কেউ এর কোন নজীর পেশ করতে সক্ষম হয়নি এমনকি একটি সূরায়ও না; আসলে কোন ক্রমেই এটা সম্ভব নয়, কেননা, তা জগৎসমূহের ঐ প্রতিপালকের কালাম যাঁর কোন সৃষ্টিই সত্তাগতভাবে, গুণগতভাবে বা ক্রিয়াকর্মে তার সদৃশ নয়। আর সৃষ্টির কথা কিভাবে স্রষ্টার কথার মত হবে? আর কুরায়শ কাফিরদের যে দাবি আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

"যখন তাদের নিকট আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, আমরা তো শুনলাম ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি এটাতো শুধু সেকালের লোকদিগের উপকথা" (৮ আনফাল ঃ ৯)।

এই তাদের অসার ও মিথ্যা দাবি যার স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ কিংবা দলীল কিছুই নেই। তারা যদি সত্যবাদী হতো, তাহলে তার সমকক্ষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ে আসত, বরং তারা নিজেরাই তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে অবগত যেমন তারা তাদের নিম্নের বক্তব্যে নিজেদের মিথ্যাচার সম্পর্কে অবগত ছিল যাতে তার বলেছে ঃ

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

"এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, এগুলি সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়" (২৫ ফুরকান ঃ ৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

" বল, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল রহস্য অবগত আছেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু" (২৫ ফুরকান ঃ ৬)।

অর্থাৎ তা অবতীর্ণ করেছেন অদৃশ্যসমূহের পরিজ্ঞাতা, যিনি যমীন ও আসমানের রব, যিনি জানেন যা হয়েছে এবং যা হবে এবং যা হয়নি তা যদি হত তাহলে কেমন হত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দা এবং রাসূল উম্মী নবীর প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন, যিনি ভাল করে লিখতে জানতেন না এবং অতীত ও আদিকালের লোকদের কোন বৃত্তান্তও তাঁর আদৌ জানা ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা অতীতে সংঘটিত এবং ভবিষ্যতে সংঘতিতব্য সব কিছুকে যথাযথভাবে তাঁকে অবহিত করেছেন। আর এক্ষেত্রে তিনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে ব্যবধান করেছেন যার বর্ণনায় পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহ পরস্পর বিরোধী বিষয়ের অবতারণা করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

"এই সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য" (১১ হূদ ঃ ৪৯)।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ـ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا خٰلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ـ

"পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি উপদেশ, তা থেকে যে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে। তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কত মন্দ" (২০ তা-হা ঃ ৯৯-১০১)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

"তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে" (৫ মায়িদা ঃ ৪)।

আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا .... اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

"তুমিতো এর পুর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং নিজহাতে কোন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল জালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। তারা বলে, তার

প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট নিদর্শন কেন প্রেরিত হয় না? বল নিদর্শন আল্লাহ্র ইখতিয়ারে, আমিতো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়, এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে। বল, আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত" (২৯ আনকাবূত ৪৮-৫২)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে-অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জ্ঞান এবং মানুষের মাঝে যা কিছু ঘটবে তার বিধান সম্বলিত এই গ্রন্থ এককভাবে এই উম্মী নবীর ন্যায় এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হওয়াই তার সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ .... اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

"যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো অথবা এটা বদলিয়ে দাও। তুমি বল, নিজ থেকে এটা বদলান আমার কাজ নয়, আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। বল আল্লাহ্র তেমন অভিপ্রায় হলে আমিও তোমাদের নিকট এটা পাঠ করতাম না এবং তিনিও এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করতেন না। আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করেছি, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হয় না" (ইউনুস ঃ ১৫-১৭)।

তিনি (রাসূল) তাদেরকে বলছেন, নিজের পক্ষ থেকে এর পরিবর্তন আমার সাধ্যাতীত, আল্লাহ্ তা'আলা এর যে অংশ ইচ্ছা মিটিয়ে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর আমি তাঁর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক ও প্রচারক, আর তোমরাতো আমার আনীত গ্রন্থের ব্যাপারে আমার সত্যতা সম্পর্কে অবগত রয়েছে। কেননা, আমি তোমাদের মাঝেই লালিত-পালিত হয়েছি, এবং তোমরা আমার বংশ পরিচয়, সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমি তো কোনদিন তোমাদের কারো নামে মিথ্যা বলিনি। তাহলে মহান আল্লাহ্র নামে আমি কিভাবে মিথ্যা বলতে পারি? যিনি উপকার-অপকারের মালিক, সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান, এবং সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবগত। তাঁর কাছে তাঁর নামে মিথ্যা রটনা এবং যা তাঁর নয় তাকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করার চাইতে বড় পাপ আর কী হতে পারে? যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ـ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ

অর্থাৎ "যদি সে আমার নামে কোন মিথ্যা রটনা করত তাহলে আমি তার থেকে নির্মমতম প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম, এবং কোন পৃথিবীবাসী তাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না" (৬৯ হাক্কা ঃ ৪৪-৪৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى .... عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

"যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট ওহী হয়, যদিও তার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, আমিও তার অনুরূপ নাযিল করব, তার চাইতে বড় যালিম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে" (৬ আনআম ঃ ৯৩)।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ـ

"বল, সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? বল আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি" (৬ আনআম ঃ ১৯)।

এই ভাষ্যের দ্বারা একথা অবগত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। আর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমি তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছি সে বিষয়ে পূর্ণ অবগত। আর তিনি আমাকে সৃষ্টিকূলের কাছে পাঠিয়েছেন এই কুরআন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করতে, সুতরাং তাদের মধ্যে যাকে তিনি এই বার্তা পৌছে দিলেন, তার জন্য তিনি সতর্ককারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

"অন্যান্য দলের যারা একে অস্বীকার করে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে সন্দিহান হয়ো না। এতো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না" (১১ হূদ ঃ ১৭)।

আর এই কুরআনে আল্লাহ্ ফেরেশতা, আরশ, উর্ধ্ব জগত ও এ জগতের সৃষ্টিকুল, আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী ও অন্তবর্তী সৃষ্টিকুল সম্বন্ধীয় সত্য বিবরণ সমূহে এমন বহু সংখ্যক বিরাট বিষয়াদি বিদ্যমান যা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত এবং সুস্থবুদ্ধির দিক থেকে সঠিক জ্ঞানের পথপ্রদর্শক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرَ النَّاسِ اِلاَّ كَفُوْرًا ـ

" আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফ্‌রী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হল না" (১৭ ইস্‌রা ঃ ৮৯)।

তিনি আরো বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ

" মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে" (২৯ আনকাবূত ঃ ৪৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ - قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ -

"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে" (৩৯ যুমার ঃ ২৭-২৮)।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অতীত ঘটনাবলীর যথার্থ বিবরণ বিদ্যমান, আর তার যথার্থতার প্রমাণ আহলে কিতাবদের গ্রন্থসমূহে তার যে সাক্ষী রয়েছে, উপরন্তু তার এমন একজন উম্মী ব্যক্তির উপর নাযিল হয় যিনি লিখতে জানেন না, এবং কোন দিন বিগতদের কোন ইতিকথা কিংবা আদি লোকদের জ্ঞান ও শাস্ত্রের চর্চা করেননি। এরপর মানুষ সচকিত হল তার কাছে প্রেরিত ওহী দ্বারা যার বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষণীয় অতীত বৃত্তান্তসমূহ যা উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমরূপে উল্লেখ করা উচিত, আর এগুলি হল আল্লাহ্র নবীদের সাথে তাদের উম্মতের বৃত্তান্ত এবং আচার আচরণ কিভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের রক্ষা করেছেন এবং কাফিরদের ধ্বংস করেছেন। আর এ সকল বৃত্তান্ত ও ঘটনাসমূহ কুরআনে এমন মর্মস্পর্শী বিশুদ্ধ ও সারগর্ভ ভাষ্যে বিবৃত হয়েছে, যা কোন মানুষের পক্ষে কখনও তার সদৃশ বর্ণনায় আনয়ন করা সম্ভব নয়। একস্থানে তা কাহিনী বিবৃত করেছে সংক্ষিপ্তাকারে কিন্তু অত্যন্ত বিশুদ্ধে ও প্রাঞ্জল ভাষায়, আবার কখনও বিশদ বিস্তারিতভাবে। তার বর্ণনা ধারার চেয়ে উন্নত, স্পষ্ট শ্রুতিমধুর ও জীবন্ত কোন বর্ণনাধারা নেই। এমনকি তার পাঠক বা শ্রোতা যেন প্রতিটি ঘটনা ও বৃত্তান্তের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ -

"মূসাকে যখন আমি আহবান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে দয়া স্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে" (২৮ কাসাস ঃ ৪৬)।

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -

মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে– এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তুমি তখন তাদের নিকট ছিলেনা এবং তারা তখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

সূরা ইউসুফে রয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْاۤ اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ـ وَمَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

"এ হল অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে তখন তারা মতৈক্যে পৌঁছেছিল, তখন তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে না। তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয় এবং তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবি করছ না। এতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়" (১২ ইউসুফ ঃ ১০২-১০৪)।

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

"তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এ এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য তা পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত" (১২ ইউসুফ ঃ ১১১)।

وَقَالُوْا لَوْلاَ يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ـ

"তারা বলে সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে" (তা-হা ঃ ১৩৩)।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ـ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْۤ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ

" বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত আছে, তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত"? (৪১ হা-মীম সাজদা ৫২-৫৩)।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অবশ্যই তিনি নিদর্শনাবলীর প্রকাশ ঘটাবেন, আর সেগুলি হল, আল-কুরআন, তার সত্যতা, এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন তাঁর সত্যতা। তা তিনি করবেন দিক্‌দিগন্তে এই গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী নিদর্শনাদি সৃষ্টি করে এবং তার অস্বীকারকারী প্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তরে তাদের সংশয় খণ্ডনকারী অকাট্য যুক্তি প্রমাণাদি সৃষ্টি করা দ্বারা। যাতে করে তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর সত্যবাদী রাসূলের কাছে প্রেরিত। তারপর তিনি স্বতন্ত্র একটি প্রমাণের সন্ধান দিয়ে বলেছেন ঃ "এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত"। অর্থাৎ তাদের এই অবগতি কি কুরআন বাহকের সত্যতার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তার এ বিষয়ে

অবগত, কেননা, তিনি যদি মিথ্যা রটনাকারী হতেন তাহলে তো আল্লাহ্ তাঁকে তৎক্ষণাৎ কঠোর শাস্তিদ্বারা পাকড়াও করতেন-যেমন ইতিপূর্বে তার আলোচনা হয়েছে। এই কুরআনে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনা সমূহের সঠিক বিবরণ রয়েছে, এভাবে হাদীসসমূহে রয়েছে যেমন আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে বিবৃত করেছি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ফিত্নার বিষয়ে আমরা যা উল্লেখ কবর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে" (৭৩ মুয্যাম্মিল ঃ ২০)। এই সূরাটি মক্কায় নাযিলকৃত প্রথম সূরাগুলির অন্যতম। তদ্রূপ সূরা 'কামারে' আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, আর সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ -

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ـ

"এ দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর" (৫৪ কামার ঃ ৪৫)

এ পরাজয় সংঘটিত হয়েছিল এ আয়াত নাযিল হওয়ার বেশ পরে বদরের যুদ্ধে। এ জাতীয় আরও বহু সুস্পষ্ট বিষয়াদি বিদ্যমান। শীঘ্রই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত একটি পরিচ্ছেদ আসছে। এ ছাড়া আল-কুরআনে আদেশ ও নিষেধ বাচক ভারসাম্যমূলক বিধানালী রয়েছে, যা এমন সব হিকমত ও প্রজ্ঞার ধারক যে, যেকোন সুবোধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি একটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলেই বুঝতে পারবে যে এ সকল (প্রজ্ঞাময়) বিধি বিধান এমন সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যিনি অদৃশ্যসমূহের পরিজ্ঞাতা, আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল এবং বান্দাদের সাথে যার আচরণ কোমলতা, সদায়তা ও অনুগ্রহশীলতায় পূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً ؕ

"সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ" (৫ আন'আম ঃ১১৫)

অর্থাৎ খবর ও বৃত্তান্তের সত্যতা এবং আদেশ-নিষেধের যথার্থতা। তিনি আরও বলেন ঃ

الٓرٰ ـ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ـ

"আলিফ্ লাম-রা, যিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ এই কিতাব তাঁর নিকট থেকে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত করা হয়েছে ও পরে বিশদভাবে বলা হয়েছে" (১১ হূদ ঃ ১)

অর্থাৎ তার শব্দমালাকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে তারপর তার অর্থ ও মর্মসমূহকে সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ـ

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন" (৪৮ ফাত্হ ঃ ২৮)।

অর্থাৎ কল্যাণময় জ্ঞান ও নেক আমলসমূহ। হযরত আলী (রা) থেকেও এমন বর্ণিত আছে যে, তিনি (একবার) কুমায়ল ইব্ন যিয়াদকে বলেন, তা হল আল্লাহ্র কিতাব, তাতে রয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের বৃত্তান্ত, পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের নিজেদের মাঝের সমস্যার সমাধান। আর এ সকল বিষয় আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যা যথেষ্ট। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্র। আল কুরআন অনেক দিক থেকেই মু'জিযা। তার ভাষার বিশুদ্ধতা, অলঙ্কারগুণ, বাক্য বিন্যাস, গঠন ও রচনাশৈলী, তার মধ্যে বিবৃত অতীত ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত, সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত বিধি-বিধান এবং তার সদৃশ রচনার চ্যালেঞ্জ। আর তার ভাষার বিশুদ্ধতা ও অলঙ্কার গুণের চ্যালেঞ্জের পাত্র হল প্রাঞ্জলভাষী আরবগণ। আর তার অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ অর্থ ও মর্মের (সমকক্ষ আনার) চ্যালেঞ্জের পাত্র হল সমগ্র জগৎবাসী, কিতাবধারী ইয়াহূদী নাসারা জাতিদ্বয় এবং গ্রীক, ভারতীয়, পারসিক (মিসরের) কিবতীসহ ধর্ম, বর্ণের জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক-পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ। আর বিজ্ঞজনদের অনেকের কাছে এটাই সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ। আর কালামশাস্ত্রীয় যে সকল জ্ঞানীগণ এই দাবি করেছেন, যে ই'জায হল অস্বীকৃতির সাথে কাফিরদের আল কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব প্রতিহত করণের অংশবিশেষ অথবা তাদের সেই সামর্থ্যহরণ—তা অসার দাবি। আসলে তাদের এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, আল কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন এক অবয়বে বা আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের কাছে মাখলূকে মাখলূকে কোন তারতম্য নেই। আর তাদের এই বক্তব্য (সম্পূর্ণ) কুফ্রী ও ভিত্তিহীন এবং বিষয়টির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং সঠিক হল কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং তা মাখলূক বা সৃষ্ট নয়। তার ইচ্ছামাফিক তিনি এই কালাম করেছেন (কথা বলেছেন)। তাদের বক্তব্যের অনেক ঊর্ধ্বে সর্বোতভাবে পবিত্র, মহান। আর প্রকৃত বিচারে এবং বাস্তবিক অর্থে তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি এই কুরআনের সদৃশ কিছু আনয়ন করতে অক্ষম, যদিও তারা এ ব্যাপারে একে অন্যকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করে। এমন কি রাসূলগণ যাঁরা সবচাইতে প্রাঞ্জলভাষী এবং আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি, তাঁরাও আল্লাহ্র কালামের ন্যায় কথা বলতে সক্ষম নন। আর এই কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌঁছান অথচ তার বর্ণনাশৈলী রাসূলের কথার বর্ণনা শৈলীসমূহের সাথে তুল্য নয়, তদ্রূপ রাসূলের ঐ সকল কথা-যা অবিচ্ছিন্ন ও বিশুদ্ধ সূত্র পরম্পরায় সংরক্ষিত-তার ন্যায় বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ বাকশৈলীতে কথা বলা কোন সাহাবী বা তাঁদের পরবর্তী কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন কি সাহাবায়ে কিরামের বাক্শৈলীও তাবেয়ীদের বাকশৈলী থেকে উন্নততর। আর একই ভাবে পূর্বসূরী আলিমগণ তাঁদের কথা ও বর্ণনায় উত্তরসূরী আলিমগণের তুলনায় অধিকতর প্রা লভাষী, জ্ঞানবান এবং অপেক্ষাকৃত কম লৌকিকতা-কৃত্রিমতা সম্পন্ন। আর যাদের মধ্যে মানুষের কথা ও বর্ণনার সাহিত্যমান বিচারের শক্তি বিদ্যমান তারা এ বিষয়ের যথার্থতার সাক্ষ্য দিবেন, অনুরূপ তাঁরাও যাঁরা জাহিলী যুগের রচিত আরবী কাব্য এবং পরবর্তীদের রচিত কাব্যের মাঝে ব্যবধান উপলব্ধি করে থাকেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বর্ণিত হাদীসে এই প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ হাজ্জাজ ..... হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর উম্মতের ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত পরিমাণ নিদর্শনাদি (সাময়িক) দান করা হয়েছে, আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হল

ওহী, যা আল্লাহ্ আমার কাছে প্রেরণ করেছেন, আমি আশা করি কিয়ামতের দিন তাদের সকলের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা অধিক হবে। লায়ছ ইব্ন সাদের হাদীস সংগ্রহ থেকে বুখারী ও মুসলিম হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এর মর্মার্থ হল, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা এবং প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আনীত রিসালাতের যথার্থতা প্রমাণকারী যথেষ্ট পরিমাণ দলীল ও প্রমাণ প্রদান করা হয়েছে। এরপর কোন কোন সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাদের ঈমানের সাওয়াব লাভ করেছে আর কোন কোন সম্প্রদায় দম্ভ প্রদর্শন করে শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। আর তাঁর এই বক্তব্য– وانما كان الذى اوتيت وَحيًا اوحاه الله الى। "অর্থাৎ আমাকে যা দেয়া হয়েছে তার প্রধান বা বৃহত্তর অংশ হল ওহী যা আল্লাহ্ আমার কাছে প্রেরণ করেছেন।" আর তা হল আল-কুরআন যা তাঁর কালে ও পরবর্তী সময়ে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ। কেননা, অন্যান্য নবীগণের প্রমাণাদি ছিল সাময়িক বা তাঁদের জীবদ্দশা পর্যন্তই, এখন শুধু সেগুলোর বিবরণ রয়ে গেছে। কিন্তু আল-কুরআন হল সুপ্রতিষ্ঠিত স্থায়ী প্রমাণ, যেন তার শ্রোতা স্বয়ং রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে তা' শ্রবণ করছে। এভাবে এই কুরআনের দ্বারা আল্লাহ্র এই প্রমাণ রাসূলের জীবদ্দশায় ও তাঁর ইনতিকালের পরেও বিদ্যমান। এ জন্যই তিনি বলেছেন, আমি আশা করি, কাল কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা সকলের চাইতে অধিক হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাকে যে পরিপূর্ণ প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তিসমূহ দান করেছেন তার স্থায়ীত্বের কারণে। আর এ কারণেই কাল কিয়ামতের দিন তিনি সর্বাধিক সংখ্যক অনুসারীর অধিকারী হবেন।

পরিচ্ছেদ

নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির অন্যতম হল, তাঁর পূত-পবিত্র স্বভাব-চরিত্র, নিখুঁত ও সুঠাম দেহাবয়ব, বীরত্ব, সহনশীলতা, মহানুভবতা, ভোগ বিমুখতা, অল্পে তুষ্টি, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহচর-বাৎসল্য, সততা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ্ ভীতি, ইবাদত-বন্দেগী, বংশ কৌলিন্য, জন্মস্থান ও লালন ক্ষেত্রের পবিত্রতা, যেমন আমরা যথাস্থানে তা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিভিন্ন দল উপদলের ভ্রান্তদাবিসমূহ প্রত্যাখ্যানে আমাদের শায়খ ইব্ন তায়মিয়্যা তাঁর রচিত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কতই না চমৎকার! ঐ গ্রন্থেই শেষাংশে তিনি নুবুওয়াতের যথার্থতার প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন এবং তাতে অত্যন্ত সুন্দর বিশুদ্ধ, সার্থকভাবে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন, যা যে কোন বোধসম্পন্ন ও চিন্তাশীল ব্যক্তি অকুণ্ঠে মেনে নিতে বাধ্য। উল্লেখিত এই গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন, রাসূলের জীবন চরিত, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, কাজকর্ম তাঁর নুবুওয়াতের প্রমাণ ও নিদর্শন। ইব্ন তাইমিয়্যা (র) বলেন, তাঁর আনীত শরীয়ত, তাঁর উম্মত, উম্মতের ইল্ম ও জ্ঞান, তাদের দীন, এমন কি তাঁর উম্মতের পুণ্যবান ব্যক্তিদের কারামতসমূহ তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ। আর তা সুস্পষ্টভাবে জন্ম থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত এবং নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে এবং তাঁর জন্মস্থান, বংশ- গোত্র পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করলে। কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীর সম্ভ্রান্ততম বংশের সন্তান, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধঃস্তন বংশধর, যাঁর বংশধরদের আল্লাহ্ নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীমের পর তাঁর অধঃস্তন বংশধরদের মধ্যে কোন নবী আসেননি। আর

আল্লাহ্ তাঁকে দুই পুত্র দান করেছিলেন, ইসমাঈল ও ইসাহক। তাওরাতে উভয়ের উল্লেখ রয়েছে এবং ইসমাঈলের অধঃস্তনদের মাঝে সংঘটিতব্য বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর ইসমাঈলের অধঃস্তন পুরুষদের মাঝে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা) ব্যতীত এমন কেউ ছিলেন না, যাঁর মাঝে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্য দু'আ করলেন যেন আল্লাহ্ তাদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠান। এই রাসূল হলেন কুরায়শ গোত্রীয় যারা ইবরাহীম সন্তানদের শ্রেষ্ঠতম গোত্র-তারপর তিনি হলেন বানূ হাশিমের সদস্য-যারা কুরায়শ গোত্রের শ্রেষ্ঠ উপগোত্র। আর তিনি হলেন উম্মুল কুরা মক্কার অধিবাসী, যেখানে ঐ পবিত্র গৃহ রয়েছে যা হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন এবং মানব জাতিকে তার হজ্জের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর হযরত ইবরাহীমের যামানা থেকে এই গৃহের হজ্জ করা হচ্ছে এবং নবীগণের গ্রন্থসমূহে তা সর্বোত্তম বিশেষণ ও বিবরণে উল্লেখিত হয়ে আসছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিপালিত হয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে, তাঁর সততা, সদাচারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, যুলুম ও অশ্লীলতা বর্জিত পূত চরিত্রের কথা ছিল তাঁর চেনা-জানা সকলের নিকট সুবিদিত। নবুওয়াতের পূর্বে থেকে যারাই তাঁকে জানত তারা সকলে এক বাক্যে এর সাক্ষী দিত। এ ক্ষেত্রে তাঁর নবুওয়াতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কারোরই দ্বিমত ছিল না। তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও স্বভাব চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু ছিল না। জীবনে কখনও তিনি একটি মিথ্যা বলেছেন বা কোন অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম করেছেন, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার দেহের গঠন ও আকৃতি ছিল সুন্দরতম ও পূর্ণাঙ্গতম এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ পূর্ণতার প্রমাণবহ সৌন্দর্যরাশির ধারক। তিনি ছিলেন নিরক্ষর এক সম্প্রদায়ের অক্ষর জ্ঞানশূন্য এক সদস্য। তিনি বা তাঁর সম্প্রদায় কেউই তাওরাত, ইনজিল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না যা আহ্‌ল কিতাবগণ অবগত ছিলেন। তিনি কোন মানবীয় জ্ঞান অর্জন করেননি কিংবা কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি, কোন শাস্ত্রবিদের সাহচর্যেও তিনি কোনদিন অবস্থান করেননি। তাঁর বয়স চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি নবুওয়াত দাবি করেননি। এরপর তিনি এমন এক বিষয়ের অবতারণা করলেন যা ছিল অতি গুরতর ও আশ্চর্যজনক এবং এমন কথা শোনালেন যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো শোনেনি, এমন একটি বিষয় অবহিত করলেন যে তাঁর দেশ ও সম্প্রদায় কেউ তার পরিচয় জানত না। তারপর সর্বকালে যারা নবীদের অনুসারী হয়ে থাকে, সেই অসহায় দুর্বলেরাই তাঁর অনুসরণ করল, আর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধিকারীরা তাঁকে মিথ্যাবাদী ঠাওরালো এবং তাঁর সাথে শত্রুতা শুরু করল। উপরন্তু তারা তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করল যেমন পূর্বকালের কাফিররা তাদের নবী ও তাঁদের অনুসারীদের সাথে করত। আর যারা তাঁর অনুসরণ করলেন তাঁরা কোন কিছু পাওয়ার আশায় বা কোন কিছু হারাবার ভয়ে তাঁকে অনুসরণ করেননি, কেননা, তাঁদেরকে দেয়ার মত কোন সম্পদ বা পদ কিছুই তাঁর কর্তৃত্বে ছিল না। না ছিল তার কোন তরবারি (অস্ত্রশক্তি)। বরং তরবারি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ সবই ছিল তাঁর শত্রুদের হাতে। ওরা তাঁর অনুসারীদের নানাভাবে নির্যাতন করতো। আর তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহ্র কাছে ছওয়াবের প্রত্যাশায় ধৈর্যের সাথে তাঁদের নতুন দীনে অবিচল থাকলেন, কেননা, ঈমান ও মা'রিফাতের (আল্লাহ্র পরিচয়) মিষ্টতা তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাল থেকে আরবগণ মক্কায় (কাবা গৃহের) হজ্জ করতে আসত। ফলে হজ্জের মৌসুমে সেখানে আরব গোত্র সমূহের সমাবেশ ঘটত। তাই এ সময় তিনি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর মিথ্যাচার, দুর্ব্যহারকারীর রূঢ়তা ও উপেক্ষাকারীর উপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে তাদের কাছে যেতেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করতেন এবং তাঁর রিসালাতের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতেন। অবশেষে তিনি ইয়াছরিববাসীদের সাথে মিলিত হলেন, আর এরা ছিলেন ইয়াহূদীদের প্রতিবেশী, ইতিপূর্বে তারা ইয়াহূদীদের থেকে তার বৃত্তান্ত শুনেছিলেন এবং তাঁর মর্যাদার কথা জেনেছিলেন। তাই তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত পেয়েই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ইনিই সেই বহুল প্রতীক্ষিত নবী-যাঁর কথা তাঁরা ইয়াহূদীদের কাছেও শুনেছিলেন। কেননা, তাঁর নবুওয়াত লাভের বিষয়টি দশ বার বছর যাবৎ প্রচারিত হচ্ছিল। তাই তাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তাঁর ও তাঁর মক্কাবাসী সহচরদের তাঁদের শহরে হিজরতের ব্যাপারে এবং তাঁর সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর হাতে বায়‘আত করলেন। এরপর তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ মদীনায় হিজরত করলেন। সেখানে অবস্থানকারী মুজাহির ও আনসারদের মাঝে এমন কেউ ছিলেন না যিনি কোন পার্থিব প্রাপ্তি কিংবা কোন কিছু হারাবার ভয়ে ঈমান এনেছিলেন। হাঁ, অল্পসংখ্যক আনসার এরূপও ছিলেন যারা প্রথমে বাহ্যিকভাবে ঈমান এনেছিলেন, পরে অবশ্য তাদের অনেকেই নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হল, তারপর জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হল। আর তিনি পূর্ণ সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে চললেন। কারো প্রতি কোন মিথ্যাচার, অনাচার অবিচার কিংবা প্রতারণার আচরণ তাঁর দ্বারা কখনো সংঘটিত হয়নি। বরং তিনি ছিলেন সর্বাধিক সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণকারী। বিভিন্ন অবস্থা যেমন যুদ্ধ-সন্ধি, ভয়-ভীতি, স্বচ্ছলতা, অস্বচ্ছলতা, ক্ষমতা, অক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, দুর্বলতা, আধিক্য, স্বল্পতা, বিজয়ী অবস্থা বা বিজিতাবস্থা– সর্বাবস্থায়ই তিনি এ সকল গুণে পূর্ণরূপে গুণান্বিত ছিলেন। অবশেষে গোটা আরবভূমিতে এই দাওয়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করল, যা ছিল প্রতিমা পূজা, গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী স্রষ্টার মুকাবিলায় সৃষ্টির আনুগত্য, অবৈধ রক্তপাত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তারা আখিরাত ও পরকাল বলে কিছু জানত না। কিন্তু এরাই গোটা পৃথিবীর সর্বোধিক জ্ঞানী, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হল। এমনকি তাদের একদল যখন শামদেশে গমন করলেন তখন সেখানকার খ্রিষ্টানরা তাদের সার্বিক অবস্থা দেখে মন্তব্য করল, হযরত ঈসা মসীহ্ এর সহচরগণও এদের চাইতে উত্তম ছিলেন না। আর পৃথিবীতে বিদ্যমান তাঁদের ইলম ও আমলের প্রমাণাদি এবং অন্যদের প্রমাণাদির মধ্যে জ্ঞানীরা পার্থক্য করতে পারল। আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বের বিস্তার এবং অনুসারীদের একনিষ্ঠ আনুগত্য, তাঁদের জানমাল তাঁর জন্য সদা উৎসর্গিত হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকালে একটি দিরহাম, দীনার কিংবা উট বা মেষ রেখে যাননি, শুধুমাত্র তাঁর খচ্চরটি এবং জিহাদের অস্ত্র; এর মধ্যে তার বর্মখানি আবার তাঁর পোষ্য পরিজনের জন্য ত্রিশ ওসাক পরিমাণ যব খরিদ করা বাবদ জনৈক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। এছাড়া তাঁর অধিকারে একখণ্ড ভূমি ছিল যার আয়ের কিছু অংশ তিনি তাঁর পোষ্যপরিজনের জন্য ব্যয় করতেন আর অবশিষ্টাংশ ব্যয় করতেন মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে। ওফাতের পূর্বেই তিনি এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ তাঁর উত্তরাধিকারী হবেনা এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারবেন না।

সব সময় তিনি অভিনব নিদর্শনাদি ও বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করতেন, যার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। আর তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদ অবহিত করতেন, তিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দিতেন এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করতেন, পাক বস্তুসমূহ তাদের জন্যে হালাল সাব্যস্ত করতেন এবং নাপাক বস্তুসমূহ তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করতেন। একটু একটু করে তিনি শরীয়াতের বিধি-বিধান জারী করতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁর ঐ দীনকে পরিপূর্ণ করলেন যা দিয়ে তিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন। এভাবে তাঁর আনীত শরীয়ত পূর্ণাঙ্গতম শরীয়াতে পরিণত হল। আর সুস্থ মানব বিবেকের বিবেচনায় যা কিছু ভাল বিবেচিত তিনি তার নির্দেশ দিলেন এবং যা মন্দ বিবেচিত তা থেকে বারণ করলেন। এমন কোন বিষয়ের নির্দেশ তিনি দেননি যে তারপরে একথা বলা হয়েছে, হায়! যদি তিনি তার নির্দেশ না দিতেন! তদ্রূপ এমন কোন বিষয় থেকে তিনি বারণ করেননি যে, পরে বলা হয়েছে হায়! যদি তিনি তা থেকে বারণ না করতেন! তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য সকল প্রকার পাক বস্তু হালাল সাব্যস্ত করেছেন, তার কোনটিকে পরবর্তীতে হারাম সাব্যস্ত করেননি, যেমনটি অন্যান্য নবীগণের শরীয়তে করা হয়েছিল। তেমনি তিনি যে সকল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন তার কোনটিকেই পরবর্তীতে হালাল করেননি, যেমনটি অন্যরা করেছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উত্তম বৈশিষ্ট্য সমূহের সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন; তাওরাত, যাবূর, ইনজিলে আল্লাহ্ সম্পর্কে ফেরেশতা সম্পর্কে এবং শেষ দিবস সম্পর্কে যে খবরই উল্লেখিত হয়েছে তাই তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করেছেন এবং এমন অনেক বৃত্তান্ত আনয়ন করেছেন, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে নেই। এ সকল গ্রন্থে ন্যায়পরায়ণতার সমর্থন, শ্রেষ্ঠ বিচার, সৎ স্বভাব ও গুণের প্রতি উৎসাহ প্রদান, নেক আমলসমূহে আগ্রহ সৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু বিদ্যমান তিনি তার সবই এনেছেন এবং তার থেকে উত্তম বিষয়ও এনেছেন। কোন বুদ্ধিমান যদি ঐ ইবাদতসমূহের যা তিনি প্রবর্তন করেছেন এবং অন্য উম্মতের জন্য প্রবর্তিত ইবাদতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে তার কাছে তাঁর প্রবর্তিত ইবাদতসমূহের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। একই অবস্থা তাঁর শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি ও বিধি বিধান এবং অন্যান্য শরীয়তসমূহের নির্ধারিত শাস্তি ও বিধি-বিধানের মাঝে। সকল সদগুণে ও বৈশিষ্ট্যে তাঁর উম্মত হল পূর্ণতম উম্মত। যদি তাঁদের ইলম ও জ্ঞানের তুলনা করা হয় অন্য সকল উম্মতের ইলম ও জ্ঞানের সাথে তাহলে তাঁদের ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাবে। তদ্রূপ তাঁদের ধার্মিকতা, ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহ্র আনুগত্যকে অন্যদের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, তাঁরা অন্যদের তুলনায় অধিকতর ধার্মিক। আর যদি আল্লাহ্র পথে তাদের সাহসিকতা ও জিহাদ এবং আল্লাহ্র খাতিরে কষ্ট-দুর্দশায় তাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা পরিমাপ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, জিহাদে তাঁরা শ্রেষ্ঠতর এবং অন্তরের সাহসিকতায় শ্রেয়তর। তদ্রূপ যদি তাঁদের দানশীলতা, সদাচারিতা ও মনের উদারতার অন্যদের সাথে তুলনা করা হয় তাদের দেখা যাবে তারা অন্যদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি অগ্রসর।

আর এ সকল সদগুণই তাঁরা লাভ করেছেন তাঁর (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ওসীলায়; শিখেছেন তারই কাছে, তিনিই তাঁদেরকে এগুলির নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁরা (উম্মত) এমন কোন কিতাবের অনুসারী ছিলেন না যার পূর্ণতা প্রদানের জন্য তিনি আগমন করেছিলেন,যেমন মাসীহ (আ) তাওরাতের শরীয়তকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য

এসেছিলেন। তাই হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের কতক সদগুণ ও জ্ঞান ছিল তাওরাত থেকে সংগৃহীত, কতক যাবূর থেকে, কতক বিভিন্ন (ঐশী) ভবিষ্যদ্বাণী থেকে, কতক হযরত মাসীহ (আ) থেকে, কতক তাঁর পরবর্তী হাওয়ারীদের থেকে এবং কতক এদেরও পরবর্তীদের থেকে। আর তারা দার্শনিক প্রভৃতিদের মতবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে, এমনকি তারা যখন মাসীহের দীনকে পরিবর্তিত করেছে তখন এতে কাফিরদের এমন সব বিষয়াদির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যা মাসীহ (আ)-এর দীনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ ইতিপূর্বে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন না; বরং তাঁদের সিংহভাগই তাঁর মাধ্যমেই হযরত মূসা, ঈসা, দাউদ এবং তাওরাত, ইনজিল ও যাবূরের প্রতি ঈমান এনেছেন। তিনি তাঁদেরকে সকল নবীর প্রতি ঈমান আনার এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল কিতাবকে আল্লাহ্র কিতাব বলে স্বীকার করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং রাসূলগণের মাঝে কোনরূপ তারতম্য করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর আনীত গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُوْلُوْاۤ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَاۤ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্তে ঈমান রাখি, এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা কিছু তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে সে সবের প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী" (২ বাকারা : ১৩৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ـ

" রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে সে সবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং মু'মিনরা তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্তে; তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি ও তার রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে) আমরা তার রাসূলগণের মাঝে কোন তারতম্য করিনা, আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট। আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা অর্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই" (২বাকারা : ২৮৫-২৮৬)।

আর তাঁর উম্মত তাঁর আনীত বিষয় ব্যতীত দীনের ক্ষেত্রে নতুন কিছুর অস্তিত্ব দানকে বৈধ মনে করেনা, এবং এমন কোন বিদআত বা অভিনব বিষয়ের অবতারণা করে না যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।[১] তদ্রূপ দীনের এমন কোন বিধান প্রবর্তন করেনা, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি। কিন্তু তিনি তাদেরকে পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতসমূহের যে বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আর আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের দীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা কিছু তাদেরকে বর্ণনা করেছেন তারা তা বিশ্বাস করেছে, আর যে বিষয়ের সত্যতা ও অসত্যতা প্রমাণিত হয়নি তারা সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছে। আর যে বিষয়কে তারা মিথ্যা জেনেছে তারা তা প্রত্যাখান করেছে। আর দীনের বিষয়ে যারা ভারতীয়, পারসিক, গ্রীক ও অন্যান্য দার্শনিকদের মতামতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে তারা তাদের কাছে ধর্মদ্রোহী ও বিদআতীরূপে বিবেচিত হয়েছে। এটাই হল ঐ দীনের পরিপূর্ণ অবয়ব যার অনুসারী ছিলেন আল্লাহ্-রাসূলের সাহাবীগণ ও তাবিঈগণ, তদ্রূপ এরই অনুসারী হলেন নেতৃস্থানীয় আলিম ও ইমামগণ, যাঁদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি গোটা উম্মতে রয়েছে এবং যাঁদের অনুসারী সিংহভাগ সাধারণ মুসলমান। আর যে ব্যক্তি দীনের এই কাঠামো থেকে বের হয়ে গেল সে সকলের কাছে নিন্দিত ও বিতাড়িত। আর তা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব-যারা কিয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকবে। যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمُ السَّاعَةُ -

"আমার উম্মতের একটি দল (সবসময়) সত্যে অবিচল ও প্রবল থাকবে, তাদের বিরোধী ও অসহযোগীরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।

দীন ইসলামের মূল বিষয় যা ব্যাপক অর্থে সকল রাসূলের দীন এবং বিশেষ অর্থে মুহাম্মদ (সা)-এর দীন, তাতে একমত থাকার পর কখনও কোন কোন মুসলমান পারস্পরিক কলহ বিবাদে লিপ্ত হয়। আর যারা এই মূল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করে তারা তাদের কাছে ধর্মদ্রোহী ও ভর্ৎসনারপাত্র। তবে তারা ঐ সকল নাসারাদের মত নয় যারা একটি নতুন দীনের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার অভিভাবকত্ব করেছে তাদের বড় বড় ধর্মযাজক ও সাধকগণ, আর তাদের রাজা-বাদশারা তার খাতিরে যুদ্ধ করেছে এবং সাধারণ প্রজারা তাতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। আর এটা হল 'নব উদ্ভাবিত দীন'। এটা যেমন ঈসা মাসীহের দীন নয় তেমনি অন্য নবীদের দীনও নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে কল্যাণকর ইল্‌ম ও নেক আমল দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যারা রাসূলগণের অনুসারী হবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভ করবে, আর যারা ইল্‌ম ও আমলে নবীদের অনুসরণে অবহেলা করবে তারা বিদআতের অনুসারী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়াত ও সত্যদীন সহ প্রেরণ করলেন, তখন মুসলমানগণ তাঁর থেকে তা গ্রহণ করল। তাই মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত যে কল্যাণকর জ্ঞান এবং পুণ্যকর্মের অনুসারী, তার সবই তারা গ্রহণ করেছে তাদের নবী থেকে। যেমনভাবে প্রত্যেক বুদ্ধিসম্পন্ন

১. শরীয়তের পরিভাষায় এ জাতীয় কাজকে বেদা'আত বলা হয়ে থাকে। মূল আরবী পাঠেও এ শব্দটিও রয়েছে। —সম্পাদক

ব্যক্তির কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, তাঁর উম্মতই সকল ইলমী ও আমলী ফযীলত ও গুণের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতম উম্মত। আর এ কথাও সুবিদিত শাখারূপী শিক্ষার্থীর সকল পূর্ণতা মূলরূপী শিক্ষক থেকে উৎসারিত। আর এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) ছিলেন ইল্‌মে ও দীনদারীতে পূর্ণতম মানব। আর আমাদের আলোচিত উপরোক্ত বিষয়সমূহ অপরিহার্যভাবে একথা সাব্যস্ত করে যে, তিনি তাঁর এ কথায় সত্যবাদী যে, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র (প্রেরিত) রাসূল, তিনি মিথ্যাশ্রয়ী বা মিথ্যারটনাকারী নন। কেননা, এ কথা সত্যবাদী, পূর্ণাঙ্গতম ও সর্বোত্তম মানব ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না। আর যদি কোন মিথ্যাবাদী এরূপ কথা বলে, তাহলে সে সর্বাধিক ঘৃণ্য হবে। আর নবী করীম (সা)-এর উল্লেখিত জ্ঞানের পূর্ণতা ও দীনদারী সকল নিকৃষ্টতা, পৈশাচিকতা ও অজ্ঞতার পরিপন্থী। সুতরাং এ কথা সুসাব্যস্ত ও নির্ধারিত হল যে, তিনি ইল্‌মে ও দীনদারীতে সর্বোচ্চ পূর্ণতার অধিকারী। আর এ সিদ্ধান্তের অপরিহার্য দাবি হল , তাঁর এ বক্তব্যে তিনি সত্যবাদী, যাতে তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র (প্রেরিত) রাসূল" -কেননা, সত্য না বলার কারণ হয় ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলবশত। আর যদি তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে থাকেন তিনি অবশ্যই একজন পথভ্রষ্ট ও অনাচারী, আর ভুলবশত বলে থাকলে তিনি অবশ্যই অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত, অথচ মুহাম্মদ (সা)-এর জ্ঞান বা অজ্ঞতার পরিপন্থী আর তাঁর পরিপূর্ণ দীনদারী ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারের পরিপন্থী। তাঁর সকল চারিত্রিক গুণাবলীর অবগতি এই অবগতিকে অপরিহার্যরূপে সাব্যস্ত করে যে, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতে পারেন না, অবগতি বা জ্ঞান ছাড়া মিথ্যা বলার মত অজ্ঞও তিনি হতে পারেন না। আর উভয়টিই যখন তাঁর পক্ষে অসম্ভব তখন এ বিষয়টি সুনির্ধারিত হল যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, এবং নিজের সত্যবাদিতার অবগতিও তাঁর ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই দু'টি বিষয় থেকে তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করেছেন ঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলেনা, এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়" (৫৩ নাজ্‌মঃ ১-৪)

রাসূলের উপর অবতীর্ণ এই ওহীর বাহক ফেরেশতা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ -

"নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন" (৮১ তাক্‌ভীর ঃ ১৯-২১)।

তারপর তিনি তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ - فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ - اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ -

"এবং তোমাদের সঙ্গী উম্মাদ নয়, সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে, সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয় এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ ? এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ" (৮১ তাক্‌ভীর ঃ ২২-২৭)।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ -

"আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হতে অবতীর্ণ, জিবরীল তা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে; যাতে করে তুমি সতর্ককারী হতে পার। অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়" (২৬ শুআরা ঃ ১৯২-১৯৫)।

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ - تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ - يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ -

"তোমাদেরকে কি আমি জানাব যে, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী" (২৬ শুআরা ঃ ২২১-২২৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য প্রয়াসী, তার উপরই শয়তান অবতীর্ণ হয়। কেননা, শয়তান সর্বদা অনিষ্ট ও অকল্যাণকামী। আর অনিষ্ট হল মিথ্যা ও পাপাচার। সে কখনও সত্য ও ইনসাফকামী হয় না। তাই সে তারই সহচর হয়, যার মাঝে মিথ্যার অস্তিত্ব থাকে। সে মিথ্যা চাই ইচ্ছাকৃত হোক, চাই ভুলবশত বা পাপাসক্তির কারণেই হোক। দীনের ব্যাপারে এ জাতীয় ভুলও শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে-যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যখন একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলেন তখন তিনি বললেন, (এরপর) আমি আমার রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, যদি তা সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর যদি তা ভুল হয় তাহলে আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এর দায় মুক্ত। কেননা ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র রাসূল শয়তানের প্রভাবমুক্ত থাকেন। তবে রাসূল ছাড়া অন্যদের ব্যাপার আলাদা; কেননা, তার ভুল কখনও কখনও শয়তান থেকে হয়ে থাকে, যদি তা ক্ষমাও পেয়ে যায় আর যেহেতু তাঁর সম্বন্ধে এমন কোন কথা জানা যায়নি, যাতে তাঁর প্রদত্ত সংবাদ ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিংবা এমন কোন নির্দেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করেছেন। তাই একথা প্রমাণিত হল যে, তাঁর উপর শয়তান নাযিল হয়নি, নাযিল হয়েছেন সম্মানিত ফেরেশতা। এজন্য তিনি অন্য আয়াতে নবী করীম (সা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ - وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"নিশ্চয় এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা, এ কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এ কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এ জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ" (৬৯ আল-হাক্কা ঃ ৪০-৪৩)।

নবুওয়াতের ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রমাণসমূহ

এ জাতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল আলোকময় চন্দ্রের দ্বিখন্ডিত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ - وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ - وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ - وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَافِيْهِ مُزْدَجَرٌ - حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ -

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে। তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধানবাণী। এ পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি" (৫৪ কামার ঃ ১-৫)।

সকল উলামা ও ইমামগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়। অকাট্য সূত্রে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

আনাস ইব্ন মালিকের রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ আবদুর রায্যাক ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কাবাসীরা নবী করীম (সা)-এর কাছে একটা নিদর্শন চাইল, তখন মক্কায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটল। আনাস (রা) তিলাওয়াত করলেন ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"। মুসলিম মুহাম্মদ ইব্ন রাফি'র সূত্রে এবং বুখারী আবদুল্লাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাদেরকে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি করল। তখন তিনি তাদের দ্বিখণ্ডিত চন্দ্র দেখালেন, ফলে তারা হেরা পাহাড়কে চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত খণ্ডদ্বয়ের মাঝে দেখল। বুখারী ও মুসলিম শায়বানের হাদীস সংগ্রহ থেকে কাতাদা সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া মুসলিম শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে কাতাদা সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

জুবায়র ইব্ন মুত্‌ইমের রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ..... জুবায়র ইব্ন মুতইম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত (দু'টুকরা) হল, এই পাহাড়ের উপর একাংশ এবং ঐ পাহাড়ের উপর একাংশ। তা দেখে মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ আমাদেরকে যাদু করেছে। তখন তারা (এও) বলল, আমাদেরকে সে যাদু করতে পারে; কিন্তু অন্য লোকদেরতো জাদু করতে পারবেনা। হাদীসখানি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আর ইব্ন জারীর ও বায়হাকীর রিওয়ায়াতে হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান থেকে তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের রিওয়ায়াত

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর ইয়া'কূব ..... আবূ আবদুর রহমান আস-সূলামী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমরা মাদায়িন অভিমুখে যাত্রা করলাম। আমরা যখন সেখান থেকে এক ফারসাখ দূরত্বে অবস্থান করছিলাম, তখন জুমআর সময় হল। এ সময় আমি ও আমার পিতা জুমআয় উপস্থিত হলাম। তখন হযরত হুযায়ফা আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"। সবাই শুনে নাও, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, দুনিয়া তার বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছে, শুনে রেখো আজ হল প্রস্তুতিকাল আর আগামীকাল প্রতিযোগিতা কাল। তখন আমি পিতাকে বললাম, কাল কি আপনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবেন। তিনি বললেন, বৎস, তুমি তো দেখছি মূর্খ। তা হল নেক আমলের প্রতিযোগিতা। এরপর পরবর্তী জুমআ উপস্থিত হল। তখন তিনি (আমার পিতা) তাতে উপস্থিত হলেন। এ সময় হুযায়ফা খুৎবা দিয়ে বললেন, সকলে শুনে নাও, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"। শুনে রেখো, দুনিয়া তার বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছে, [আর আবূ যুরআ 'আররাযী দালাইলুন্ নবুওয়্যা' গ্রন্থে আতা ইব্ন সায়িব থেকে একাধিক সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, শুনে রেখো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে] শুনে রেখো, আজ প্রস্তুতি এবং আগামীকালই হল প্রতিযোগিতা। শুনে রেখো, জাহান্নামই হল পরিণতি আর প্রকৃত অগ্রবর্তী সে, যে জান্নাতের দিকে অগ্রবর্তী হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাসের রিওয়ায়াত

বুখারী, ইয়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এ ছাড়া বুখারী ও মুসলিম বক্র ইব্ন মুযারের হাদীস সংগ্রহ থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর অন্য একটি সূত্রে ইব্ন জারীর ইব্ন মুছান্না ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .... سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ (দ্বিখণ্ডিত) হওয়ার ঘটনা বিগত হয়েছে। হিজরতের পূর্বেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এমনকি লোকেরা তার দ্বিখণ্ডিত অংশদ্বয়কে (পৃথক পৃথক) প্রত্যক্ষ করেছে। আল-আওফী (র) ইব্ন আব্বাস সূত্রে এমনই রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে ভিন্ন একটি সূত্রেও হাদীসখানি বর্ণিত আছে। তাবারানী আল বায্যার ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র গ্রহণ হল। তখন মুশরিকরা বলল, সে (মুহাম্মদ) চাঁদকে যাদু করেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ .... سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

এই বর্ণনাটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। হতে পারে সে সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার সময় তাতে গ্রহণও লেগেছিল। তাহলে তা একথা প্রমাণ করে যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি ঘটে ছিল চাঁদের পূর্ণ অবয়বে (পূর্ণিমাকালে)। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের রিওয়ায়াত

হাফিয বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ও আবূ বক্র আহমদ ইব্ন হাসান ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে- "কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে"।-এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন, এটা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়, এ সময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, এক খণ্ড ছিল পাহাড়ের সামনে, অন্যখণ্ড পাহাড়ের পিছনে, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। মুজাহিদের বরাতে শু'বা থেকে মুসলিম ও তিরমিযী একাধিক সূত্রে এভাবেই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম, ইব্ন মাসউদ ..... আবূ মা'মার সূত্রে বর্ণিত মুজাহিদের রিওয়ায়াতের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী মন্তব্য করেন, হাদীসখানি 'হাসান' সহীহ্।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ, সুফিয়ান ..... ইব্ন মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হল। লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। বুখারী ও মুসলিম সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং আমাশের হাদীস সংগ্রহ থেকে ইবরাহীম ..... ইব্ন মাসউদ সূত্রে তাঁরা উভয়ে হাদীসখানি সনদসহ উল্লেখ করেছেন।

বুখারী সনদবিহীনভাবে এবং আবূ দাউদ তাঁর মুসনাদে সনদসহ হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। তিনি আবূ আওয়ানা ..... ইব্ন মাসউদের বরাতে বলেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। তখন কুরায়শরা বলল, এ হল ইব্ন আবূ কাবশার যাদু। (ইব্ন মাসউদ বলেন) তখন তারা বলল, অপেক্ষা কর, মুসাফিরগণ আমাদের কাছে কী খবর নিয়ে আসে? কেননা সকল মানুষকে মুহাম্মদ যাদু করতে পারবে না। ইব্ন মাসউদ বলেন, এরপর মুসাফিরগণ এসে তার সত্যতার সাক্ষী দিল। আর বায়হাকী হাকিম ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় মক্কায় চন্দ্র বিদীর্ণ (দ্বিখণ্ডিত) হল। তখন কুরায়শের কাফিররা বলল, এ হল এক যাদু যা দ্বারা ইব্ন আবূ কাবশা তোমাদেরকে যাদু করেছে। তোমরা তোমাদের মুসাফিরদের প্রতীক্ষায় থাক, তারাও যদি তোমাদের মত দেখে থাকে তাহলে সে সত্য নবী। আর যদি তারা তোমাদের ন্যায় কিছু দেখে না থাকে তাহলে এটা তার যাদু দ্বারা সে তোমাদেরকে যাদু করেছে। এরপর চতুর্দিক থেকে আগত মুসাফির দলকে জিজ্ঞেস করা হল তখন তারা সকলে বলল, আমরা তা (দ্বিখণ্ডিত চন্দ্র) প্রত্যক্ষ করেছি। ইব্ন জারীর মুগীরার হাদীস সংগ্রহ থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন, আর তিনি তাতে এই অংশ বাড়তি বলেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

ইমাম আহমদ মুআম্মিল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হল এমন কি আমি মক্কার পাহাড়কে চন্দ্র খণ্ডদ্বয়ের মাঝে দেখতে পেলাম। ইয়া'কূব আদ্ দাওরীর সূত্রে ..... ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে,

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতেন যে, [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়] চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন মাসঊদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, (কিয়ামতের) পাঁচটি আলামত গত হয়েছে— রোম, লিযাম, পাকড়াও, ধূম্র, এবং চন্দ্র- (এর দ্বিখণ্ডিত হওয়া[১])।

সূরা দুখানের তাফসীরে তার থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে। [আদ্ দালাইল গ্রন্থে আবূ যুরআ (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন ইবরাহীম ...... ইব্‌ন বুকায়র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হিজরতের পূর্বে নবী করীম (সা) মক্কায় অবস্থানকালে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। তখন মুশরিকরা বলল, ইব্‌ন আবূ কাবশা এটাকে যাদু করেছে। আর এই হাদীসখানি এই বর্ণনা সূত্রে মুরসাল]। এগুলি হচ্ছে সাহাবাদের এই জামাত থেকে বর্ণিত সূত্রসমূহ। আর বিষয়টির প্রসিদ্ধির কারণে তার সনদ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। আল-কুরআনেও যে তা বিবৃত হয়েছে। আর কোন কোন কাহিনীকার বলে থাকেন যে, চন্দ্র নবী করীম (সা)-এর জামার গলা দিয়ে প্রবেশ করে হাতা দিয়ে বের হয়েছিল, এবং এ জাতীয় অন্যান্য কথা, এর কোনটিরই নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নেই। আর দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময়ও চন্দ্র আকাশে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়নি বরং তা দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়েছিল এবং তার একখণ্ড হেরা পাহাড়ের পশ্চাতে অবস্থান নিয়েছিল আর অন্যখণ্ড তার বিপরীত দিকে। আর তখন অন্য পাহাড়ের অবস্থান ছিল এ দু'খণ্ডের মাঝামাঝি, আর উভয় খণ্ডই আকাশে (স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল) এ সময় মক্কাবাসীরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। তাদের অনেক মূর্খই ধারণা করেছিল যে এটা হল (রাসূলের) যাদু যা দ্বারা তাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটানো হয়েছে।। পরে তারা তাদের কাছে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন তারা তাদেরকে তারা যা প্রত্যক্ষ করেছিল তার অনুরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার সংবাদই দিয়েছিল। তখন তার এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে পৃথিবীর সকল স্থানে কেন তা জানা যায়নি? এর উত্তর হল, এর সম্ভাবনা অস্বীকার করল কে? আসলে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে আর কাফিরগণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি অস্বীকার করে চলেছে। সম্ভবত যখন তারা জানতে পেরেছে যে, এটা ছিল প্রেরিত মহানবীর নিদর্শন, তখন তাদের বিকৃত বিবেক তা গোপন করা এবং বিস্মৃত হওয়ার পথেই রায় দিয়েছে। এছাড়া একাধিক পর্যটক উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা ভারতে একটি ধর্মীয় স্থাপনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যাতে এ কথা খোদাই করে লেখা যে তা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার রাত্রে নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এই ঘটনা যেহেতু রাত্রিকালে সংঘটিত হয়েছিল তাই তা বহু মানুষের কাছে গোপন থাকতে পারে। আর সে সময় তা প্রত্যক্ষ করার একাধিক অন্তরায় থেকে থাকতে পারে। হয়তবা এ সময় তাদের আকাশ ঘন মেঘে আবৃত ছিল, কিংবা তাদের অনেকেই নিদ্রিত ছিল। কিংবা হয়তবা তা গভীর রাতে ঘটেছিল যখন অধিকাংশ লোক ঘুমিয়ে যায়। আল্লাহ্ই অধিক জানেন। আর আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আর অস্ত যাওয়ার পর সূর্যকে ফিরিয়ে আনা সম্পর্কে আমাদের শায়খ বাহাউদ্দীন কাসিম ইব্‌ন মুযাফফর, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আসাকির ..... আসমা বিন্ত উমায়স সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। একবার হযরত আলীর কোলে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছিল। এ সময় আলীর (রা) আসরের নামায আদায়ের পূর্বেই সূর্য অস্ত গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তুমি কি

১. হাদীসখানির ব্যাখ্যা তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

আসরের নামায পড়েছ? আর আবূ উমায়্যার রিওয়ায়াতে- হে আলী , শব্দটি বাড়তি আছে। তিনি বললেন, জী-না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ উময়্যার বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থলে নবী করীম (সা) আছে। হে আল্লাহ্! সেতো তোমার ও তোমার নবীর আনুগত্যে মশগুল ছিল। (আবূ উময়্যার বর্ণনায়'তোমার নবীর' স্থলে তোমার রাসূলের আছে) । সুতরাং আপনি তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দিন। আসমা বলেন, আমি সূর্যকে (প্রথমে) অস্ত যেতে দেখেছি এরপর তাকে পুনরায় উদিত হতে দেখেছি। শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী হাদীসখানিকে আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মানদার সূত্রে 'জাল' হাদীসের মাঝে রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া আবূ জা'ফর আল উকায়লী সূত্রেও তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, এটা জাল হাদীস। এই হাদীস বর্ণনায় রাবীগণ তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। সাঈদ ইব্ন মাসউদ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা সূত্রে ..... আসমা বিন্ত উমায়স সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন আর এটা রিওয়ায়াতের তালগোল পাকানো বৈ নয়। ইবনুল জাওযী বলেন, (এই সনদের রাবী) আহমদ ইব্ন দাউদ সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। দারা কুত্নী বলেন, রাবী হিসাবে লোকটি প্রত্যাখ্যাত এবং সে মিথ্যুক। ইব্ন হিব্বান বলেন, সে জাল হাদীস তৈরী করত। আর অন্য রাবী আম্মার ইব্ন মাতাবের ব্যাপারে উকায়লী বলেন, এই ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বরাতে 'মুনকার হাদীসসমূহ' রিওয়ায়াত করত। ইব্ন আদী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইবনুল জাওযী বলেন, আর রাবী ফুযায়ল উব্ন মারযূককে ইয়াহ্য়া (ইব্ন মায়ীন) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে ইব্ন হিব্বান বলেন, সে জাল হাদীসসমূহ রিওয়ায়াত করে এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের বরাতে ভুল বর্ণনা করে।

হাফিয ইব্ন আসাকির , আবূ মুহাম্মদ ..... উরওয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুশায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ফাতিমা বিন্ত আলীর সাক্ষাতে প্রবেশ করলাম, তখন আমি তাঁর গলায় একটি পুঁতির হার এবং হাতে দু'টি পুরু বালা দেখতে পেলাম। উল্লেখ্য, এ সময় তিনি অতিবৃদ্ধা ছিলেন-তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, এটা কী? তিনি বললেন, নারীর জন্য (নিরাভরণ হয়ে) পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করা অনুচিত। এরপর তিনি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, আসমা বিন্ত উমায়স তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার নবী করীম (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হওয়ার সময় আলী (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন নবী করীম (সা) তাকে তাঁর চাদর দিয়ে আবৃত করে নিলেন। তিনি এ অবস্থায় থাকতে থাকতে সূর্য অস্তমিত হল। উরওয়া বলেন, সূর্য অস্তমিত হল বা হওয়ার উপক্রম হল। তারপর নবী করীম (সা)-এর ওহী নাযিলের বিশেষ অবস্থা অপসারিত হল। তখন তিনি বললেন, আলী তুমি কি নামায আদায় করেছো? তিনি বললেন, জী-না। তখন নবী করীম (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! আলীর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দিন। তখন সূর্য তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসল, এমন কি তা মসজিদের অর্ধেক বরাবর হয়ে গেল। আবদুর রহমান (এই হাদীসের এক রাবী) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, মূসা আল জুহানী আমাকে এর মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর ইব্ন আসাকির মন্তব্য করেছেন, এটা 'মুনকার' প্রত্যাখ্যাত হাদিস। এর সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রয়েছে। ইবনুল জাওযী 'আল-মাওযূআত' গ্রন্থে বলেন, ইব্ন শাহীন এই হাদীসখানি ইব্ন উকদা থেকে বর্ণনা করেছেন, এরপর তিনি হাদীসখানি উদ্ধৃত করে বলেন, এই রিওয়ায়াতটি বাতিল বা ভ্রান্ত। আর এই হাদীসের রাবী ইব্ন উক্দা অভিযুক্ত। কেননা, সে

রাফেযী ছিল, সাহাবায়ে কেরামের দোষচর্চা করত। খতীব বলেন, আলী ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে তিনি বলেন আমি হামযাহ্ ইব্ন ইউসুফকে বলতে শুনেছি, ইব্ন উকদা এমন এক ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করত, যে সাহাবাগণের দোষচর্চায় অভ্যস্ত ছিল অথবা তিনি বলেন যে, শায়খায়নের[১] দোষচর্চা করত। ফলে আমি তাকে বর্জন করলাম। দারাকুতনী বলেন, ইব্ন উকদা মন্দ লোক ছিল। ইব্ন আদী বলেন, আমি আবূ বক্র ইব্ন আবূ গালিবকে বলতে শুনেছি, ইব্ন উক্দা হাদীসের ব্যাপারে দীনদার নয়। কেননা, সে কূফাবাসী একাধিক শায়খকে মিথ্যা বলায় প্ররোচিত করত, এরপর তাঁদেরকে জাল হাদীস সম্বলিত অনুলিপি তৈরী করে দিয়ে তা রিওয়ায়াত করতে বলত। আর আমরা কূফাবাসী জনৈক শায়খ থেকে তার মিথ্যা বর্ণনার প্রমাণ পেয়েছি। হাফিয আবূ বিশ্র আদ্দূলাবী তাঁর গ্রন্থ 'আয্যরিয়াতুৎ তাহিরা' গ্রন্থে ইসহাক ইব্ন ইউনুস ..... হযরত হুসায়ন (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) হযরত আলীর কোলে মাথা থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছিল। এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় হাদীস উল্লেখ করেছেন।- এই সনদের ইব্রাহীম ইব্ন হিব্বানকে দারাকুত্নী ও অন্যান্যরা বর্জন করেছেন। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন নাসির আল-বাগ্দাদী বলেন, এই বর্ণনাটি 'জাল'। শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ যাহাবী (র) বলেন, ইব্ন নাসিরের মন্তব্য যথার্থ। আর ইবনুল জাওযী বলেন, ইব্ন মারদাওয়ায়হ্ দাউদ ইব্ন ওয়াহিজ সূত্রে আবূ হুরায়রার বরাতে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হযরত আলীর কোলে মাথা রেখে নবী করীম (সা) ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত আলী আসরের নামায না পড়তেই সূর্য অস্ত গেল। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুম থেকে জাগলেন তখন তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, এবং তিনি আসরের নামায পড়ার পর সূর্য আবার অস্ত গেল। তারপর ইবনুল জাওযী বলেন, শুবা এই হাদীসের রাবী দাউদকে 'যয়ীফ' বলেছেন। এরপর ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীস জালকারীর অসতর্কতার প্রমাণ হল সে এই হাদীসের ফযীলতের প্রতি লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তার অসারতার কথা উপলব্ধি করেনি। কেননা, সূর্য অস্ত গেলে আসরের নামায় কাযায় পরিণত হয়, আর সূর্যের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা তার পুনরায় আদায় করা সাব্যস্ত করেনা। এ ছাড়া সহীহ্ বুখারীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একমাত্র হযরত ইউশা ছাড়া অন্য কারো জন্য সূর্যকে স্থির রাখা হয়নি। আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসখানি তার সকল বর্ণনা সূত্রেই 'যয়ীফ' ও 'মুনকার' এর একটি সূত্রও অন্তত একজন অজ্ঞাত পরিচয় শিয়া রাবী এবং একজন অগ্রহণযোগ্য শিয়া রাবী থেকে মুক্ত নয়। আর এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে বর্ণনা সূত্র অবিচ্ছিন্ন সনদ মুত্তাসিল হলেও কোন এক পর্যায়ে একজন মাত্র রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসখানি এমন শ্রেণীভুক্ত যার বর্ণনার পর্যাপ্ত কারণ ও হেতু বিদ্যমান, সুতরাং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সূত্রে তা বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন। এ হল ন্যূনতম শর্ত এর চেয়ে কম হলে চলবে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান বিবেচনায় আমরা এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করি না। বুখারী শরীফে রয়েছে যে, সূর্যকে ইউশা ইব্ন নূন (আ)-এর জন্য স্থির রাখা হয়েছিল। আর তা ঘটেছিল তাঁর বায়তুল মাক্দিস অবরোধের দিন। ঘটনাক্রমে তা শুক্রবার দিবসের শেষ প্রহর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, আর শনিবারে তারা যুদ্ধ করত না। এ সময় হযরত ইউশা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তা অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তখন

১. শায়খায়ন দ্বারা এখানে হযরত আবূ বকর ও উমরকে বুঝানো হয়েছে। –অনুবাদক

তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। হে আল্লাহ্ ! আমার জন্য এটাকে স্থির রাখুন। তখন আল্লাহ্ তাঁর জন্য সূর্যকে স্থির করে রাখলেন এবং তারা সে দিনই বিজয় লাভ করলেন।

আর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইউশা ইব্ন নূনের চেয়ে সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর, বরং তিনি তো সকল নবীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা সত্য ও বিশুদ্ধ কথা ছাড়া বলব না। এবং যা সঠিক নয় তা তার দিকে সম্পৃক্ত করব না। যদি তা সঠিক ও যথার্থ হত, তা হলে আমরাই তা সকলের আগে বলতাম এবং বিশ্বাস করতাম। আর আল্লাহ্ই আমাদের সাহায্য স্থল। হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন যাম জুইয়া বুখারী তাঁর "ইছবাতু ইমামাতি আবী বকর" গ্রন্থে বলেন, যদি কোন রাফিযী এ কথা বলে যে, হযরত আলীর শ্রেষ্ঠতম ফযীলত এবং তাঁর ইমামতের অকাট্য প্রমাণ হল আসমা বিন্ত উমায়সের বর্ণিত রিওয়ায়াত, যাতে তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছিল। আর সে সময় তাঁর পবিত্র মস্তক হযরত আলীর কোলে রাখা ছিল। তখন হযরত আলীর আসরের নামায পড়ার পূর্বেই সূর্য অস্ত গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে বললেন, তুমি কি নামায আদায় করেছো? তিনি বললেন, জী না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! সে তো তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে মশগুল ছিল, আপনি তার (নামাযের) জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দিন। হযরত আসমা বলেন, আমি তখন সূর্যকে একবার অস্ত যেতে তারপর পুনরায় উদিত হতে দেখেছি। তাহলে তাকে বলা হবে, এই হাদীস যদি সহীহ্ হতো, তাহলে তো আমাদের ভালই হত, আমরা তা দ্বারা আমাদের বিরোধী ইয়াহূদী ও নাসারাদের বিপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারতাম, কিন্তু হাদীসখানি অত্যন্ত 'যয়ীফ'-এর কোন ভিত্তি নেই। আসলে এটা রাফিযীদের স্বকপোল কল্পিত জাল হাদীস, অস্ত যাওয়ার পর যদি পুনরায় সূর্যের উদয় ঘটত তাহলে মু'মিন কাফির সকলেই তা দেখতে পেত এবং ঐতিহাসিকগণ আমাদেরকে বর্ণনা করতেন যে, অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিনে অস্ত যাওয়ার পর সূর্য পুনরায় উদিত হয়েছিল।

এরপর রাফিযীদের প্রশ্ন করা হবে, আসরের নামায কাযা হওয়ায় হযরত আলীর জন্য সূর্য পুনরায় উদিত হল, অথচ আল্লাহ্র রাসূলের জন্য এবং সকল আনসার ও মুজাহিরদের জন্য পুনরায় উদিত হল না। যখন খন্দকের যুদ্ধের দিন তাঁদের সকলের যুহর, আসর ও মাগরিবের নামায কাযা হল এটা কি যুক্তি সম্মত কথা? এছাড়া আরেকবার নবীজী (সা) খায়বার অভিযান থেকে ফেরার পথে আনসার ও মুজাহিরগণকে নিয়ে রাত্রের শেষ প্রহরে যাত্রা বিরতি করলেন-এরপর হাদীসে ফজরের নামাযের সময় তাঁদের ঘুমিয়ে থাকার কথা এবং সূর্যোদয়ের পর তার কাযা আদায়ের উল্লেখ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণের জন্য কেন রাত্রকে ফেরানো হল না? আর এটা যদি কোন ফযীলতের বিষয় হতো, তাহলে আল্লাহ্র রাসূলকে তা দেয়া হত। আর আলী ইব্ন আবূ তালিবকে প্রদত্ত কোন সম্মান ও ফযীলত আল্লাহ্ কেন তাঁর নবী থেকে বারিত রাখবেন?

এরপর গ্রন্থকার বলেন, ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব আল জাওয্যানী বলেন, একবার আমি মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আত্তনাফিসিকে প্রশ্ন করলাম, ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে দাবি করে, হযরত আলীর জন্য সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পর উদিত করা হয়েছিল যাতে তিনি

আসরের নামায পড়তে পারেন? তখন জবাবে তিনি বললেন, যে একথা বলেছে, সে মিথ্যা বলেছে। ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব আরো বলেন, আমি ইয়ালা ইব্‌ন উবায়দ আত্ তনাফিসীকে প্রশ্ন করলাম, আমাদের কাছের কতিপয় লোকজন বলে, হযরত আলী হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওসী, তাঁর খাতিরে অস্ত যাওয়ার পর সূর্যকে পুনরায় উদিত করা হয়েছে, তখন তিনি বললেন, এর সবই মিথ্যা।

বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসের উপস্থাপন এবং এ সম্পর্কে পুস্তক রচনা প্রসঙ্গে

আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ আল-হাসকানী এ প্রসঙ্গে تصحيح رَدّ الشَّمْس وَترغيم النواصب الشَّمْس শিরোনামে বলেন, এই হাদীসখানি আসমা বিন্‌ত উমায়স, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আবূ হুরায়রা এবং আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণিত আছে। এরপর তা বর্ণিত হয়েছে আহমদ ইব্‌ন সালিহ আল মিসরী, আহমদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আল আনতাকী এবং হাসান ইব্‌ন দাঊদ ..... আসমা বিন্‌ত উমায়স সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার ভূমির আস্ সাহ্‌বাতে যুহরের নামায পড়লেন, এরপর হযরত আলীকে কোন প্রয়োজনে পাঠালেন, এরপর আলী যখন ফিরে আসলেন-আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতিমধ্যে আসরের নামায পড়ে নিয়েছিলেন-তখন তিনি তাঁর পবিত্র মস্তক হযরত আলীর কোলে রাখলেন এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তা আর নড়ালেন না এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা আলী তাঁর নবীর জন্য নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিল, সুতরাং আপনি তার জন্য দিনের আলো ফিরিয়ে দিন। আসমা বলেন, এরপর সূর্য উদিত হল এমনকি তা পাহাড়ের চূড়ায় দৃশ্যমান হল, তখন হযরত আলী উঠে গিয়ে উযূ করলেন এবং আসরের নামায পড়লেন-তারপর আবার সূর্য অস্ত গেল। এই হাদীসের সনদে অজ্ঞাত অবস্থার রাবী রয়েছেন। কেননা, এই সনদে রাবী আওন ও তার মা সম্পর্কে এমন বিশ্বস্ততা ও স্মরণশক্তির কথা জানা নেই, যার কারণে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কোন বিষয়েও এদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং তাদের বর্ণিত খবর বা তথ্য দ্বারা কিভাবে এরূপ গুরুতর একটি বিষয় সাব্যস্ত হতে পারে, অথচ সিহাহ্ সিত্তার নির্ভরযোগ্য কোন সংকলকই তা রিওয়ায়াত করেননি। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত। আর আমরা জানি না যে, আওনের মা তাঁর পিতামহী আসমা বিন্‌ত উমায়স থেকে তা শুনেছেন কিনা! তারপর এই মিসরীয় রাবী তা হুসায়ন ইব্‌ন হাসান আল আমাকরের বরাতে উল্লেখ করেছেন। আর সে হল কট্টর শিয়া, একাধিক হাদীসবেত্তা তাকে 'যয়ীফ' আখ্যা দিয়েছেন। সে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছে ফুযায়ল ইব্‌ন মারযূক .... আসমা বিনত্ উমায়স সূত্রে। এছাড়া ফুযায়ল ইব্‌ন মারযূক থেকে একাধিক ব্যক্তি তা রিওয়ায়াত করেছেন। এদের অন্যতম হলেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা। এরপর তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ জাফর আত্ তাহাবী সূত্রে। ইতিপূর্বে আমরা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা আল আবসীর ..... সাঈদ ইব্‌ন মাসঊদ এবং আবূ উমায়্যার হাদীস সংগ্রহ থেকে আমাদের রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি। আর উবায়দুল্লাহ্ আল আবসী শিয়া। তারপর এই মিশরীয় রাবী তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ জা'ফর আল উকায়লী আহমদ ইব্‌ন দাঊদ ..... ফুযায়ল ইব্‌ন মারযূক সূত্রে এবং আল আগার আর রক্কাশী থেকে। তাকে আর রুয়াসীও বলা হয়ে থাকে। আবূ আবদুর রহমান আল কূফী তিনি

বানূ আনযার মাওলা বা আযাদকৃত দাস। সুফিয়ান ছাওরী এবং ইব্ন উয়ায়না তাঁকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন। আর ইমাম আহমদ বলেন, তার ব্যাপারে আমি ভাল ব্যতীত মন্দ কিছু জানিনা। ইব্ন মায়ীন বলেন, ইনি নির্ভরযোগ্য। মুর্‌রা বলেন, এ ব্যক্তি সৎ তবে কট্টর শিয়া। মুর্‌রা আরো বলেন, তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। আবূ হাতিম বলেন, সে সত্যবাদী তার হাদীস চলনসই তবে সে প্রচুর ভ্রান্তির শিকার হয়, তার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয় কিন্তু তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না। উছমান ইব্ন সাঈদ আদ্ দারিমী বলেন, তার সম্পর্কে বলা হয় সে 'যয়ীফ'। ইমাম নাসাঈও তাকে 'যয়ীফ' বলেছেন। ইব্ন আদী বলেন, আমার প্রত্যাশা, তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। ইব্ন হিব্বান বলেন, তার হাদীস একান্তই অগ্রহণযোগ্য। সে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বরাতে ভুল রিওয়ায়াত করত এবং আতিয়্যার বরাতে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করত। মুসলিম এবং সুনান চতুষ্টয়ের সংকলকগণ তাঁর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এসব বর্ণনা থেকে তার সম্পর্কে কথা বলা যায় যে, তাকে মিথ্যা বর্ণনার অপবাদ দেওয়া যায় না। তবে সে কখনও কখনও শিথিলতা করেছে, বিশেষত ঐ সকল ক্ষেত্রে যা তার মাযহাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে সে অপরিচিত জন থেকে কিংবা যার প্রতি সে সুধারণা পোষণ করত তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছে। তারপর তাদলীসের আশ্রয় নিয়ে উক্ত রাবীকে অনুক্ত রেখে সে রাবীর শায়খের বরাত দিয়েছে। এ কারণেই সে এই হাদীস যেখানে মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষা অপরিহার্য, সেখানে তাদলীসের শব্দ (عَنْ) উল্লেখ করেছে, সরাসরি হাদীস বর্ণনার জন্য প্রচলিত কোন শব্দ ব্যবহার করেনি। সম্ভবত এ রাবী দু'জনের মাঝে এমন কেউ রয়েছে, যার পরিচয় অজ্ঞাত।

উপরন্তু তার এই শায়খ ইবরাহীম ইব্ন হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিবও তেমন প্রসিদ্ধ কোন হাদীসবেত্তা নন। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থের সংকলকই তাঁর কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেননি। আর এই ফুযায়ল ইব্ন মারযূক এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুতাওয়াক্কি ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেননি। এ বক্তব্য আবূ হাতিম রাযী এবং আবূ যুরআ রাযীর। আর তাঁরা এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনরূপ মন্তব্য করেননি। আর (এই সনদের রাবী) ফাতিমা বিন্ত হুসায়ন ইব্ন আলী-যিনি যায়নুল আবিদীনের ভগ্নি তাঁর হাদীসখানি 'মাশহূর' সুনান চতুষ্টয়ের সংকলকগণ তাঁর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর পিতার শাহাদতের পর তিনি আহল বায়তের অন্যান্য সদস্যদের সাথে দিমাশকে পদার্পণ করেন। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন সংশয় নেই কিন্তু এ বিষয়টি অজ্ঞাত যে তিনি আসমা বিন্ত উমায়স (রা) থেকে সরাসরি হাদীসখানি শুনেছেন কিনা। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তারপর গ্রন্থকার হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ হাফ্স আল কিনানীর হাদীস সংগ্রহ থেকে। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন উমর ..... হযরত আসমা সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলীর জন্য দু'আ করেছিলেন, ফলে সূর্য একবার অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় উদিত হয়েছিল। সনদটি অতি 'গরীব' বা অপরিচিত। আর আবদুর রায্যাক ও তাঁর শায়খ ছাওরীর হাদীস, হাদীস বিশারদগণের নিকট সুরক্ষিত, তার কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশই পরিত্যাজ্য নয়। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আবদুর রায্যাক সূত্রে কিভাবে শুধু খাল্ফ ইব্ন সালিম বর্ণনা করলেন? এছাড়া সনদে তার পূর্বে এমন সকল রাবী রয়েছেন স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যাদের অবস্থা অজ্ঞাত। অতপর উম্মু আশআছও অজ্ঞাত পরিচয়।

আল্লাহ্ই অধিক জানেন। এরপর এই মিসরীয় রাবী তা রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন মারযূকের বরাতে আলী ইব্ন হাশিম থেকে-যার সম্পর্কে ইব্ন হিব্বান বলেন, এ ব্যক্তি কট্টর শিয়া সে প্রসিদ্ধ রাবীদের বরাত ব্যবহার করে মুনকার হাদীস সমূহ বর্ণনা করে। আলী ইব্ন হাশিম আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার থেকে তিনি আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন হাসান থেকে তিনি ফাতিমা বিন্ত আলী থেকে তিনি আসমা বিন্ত উমায়স থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এ সনদটি প্রামাণ্য নয়। এরপর তিনি আবদুর রহমান ইব্ন শুরায়ক ..... আসমা বিন্ত উমায়স সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসখানি তেমনভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমনভাবে আমরা ইব্ন উকদা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাখয়ী সূত্রে উপস্থাপন করেছি। বুখারী তাঁর 'কিতাবুল আদবে' এর বরাতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাদীস শাস্ত্রের একদল ইমাম তাঁর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম রাযী তাঁর ব্যাপারে বলেন, সে ছিল দুর্বল হাদীসের অধিকারী। ইব্ন হিব্বান তাঁর 'আছ-ছিকাত' গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ করে বলেন, কখনও কখনও সে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। আর ইব্ন উবাদা ২২৭ হিজরীতে তাঁর ওফাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেছেন, আবুল আব্বাস ইব্ন উকদাকেই এই হাদীস জাল করার ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তিনি তার ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রীয় ইমামগণের অভিযোগ ও অনাস্থার কথা উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও যে এই ব্যক্তি মাশায়েখদের নামে নুসখা (হাদীসের অনুলিপি) প্রস্তুত করে তাঁদের নামে তা চালিয়ে দিত। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি বলি, সনদে হযরত আসমার বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্য পুনরায় উদিত হয়ে মসজিদের (নববীর) মধ্য বরাবর পৌঁছেছিল, আর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ঘটনা ঘটেছিল খায়বার ভূমির আস সাহ্বা অঞ্চলে। সুতরাং এ দুয়ের মাঝে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। আর এ অবস্থা অপরিহার্যভাবে হাদীসের দুর্বল ও সমালোচনা যোগ্যও প্রমাণিত করেছে। তারপর তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আল কাযীর হাদীস সংগ্রহ থেকে..... আসমা বিন্ত উমায়সের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, গনীমত বন্টনে হযরত আলীর ব্যস্ত থাকার কারণে সূর্য অস্ত গেল বা অস্ত যাওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি নামায পড়নি? তখন আলী বললেন, জী না। তখন তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন, ফলে সূর্য উপরের দিকে উঠে আকাশের মাঝ বরাবর চলে আসল, তখন আলী (রা) নামায পড়লেন। এরপর যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তা থেকে করাত দিয়ে লোহা কাটার মত শব্দ শোনা গেল।

একাধিক কারণে এটিও পূর্ববর্তী রিওয়ায়াত সমূহের পরিপন্থী। উপরন্তু এর সনদটি একান্তই অস্পষ্ট। কেননা, এ সনদের রাবী সাব্বাহ অজ্ঞাত পরিচয়। এছাড়া নিহত হুসায়ন ইব্ন আলী কিভাবে (শহীদ অবস্থায়) একজন একজন থেকে আসমা বিন্ত উমায়সের বরাতে হাদীস রিওয়ায়াত করলেন? হাদীসের বর্ণনা সূত্র ও পাঠ উভয়দিক থেকেই এটি বিভ্রান্তিকর। কেননা, এতে রয়েছে শুধু গনীমত বন্টনে ব্যস্ত ছিলেন। আর এটা অন্য কেউ বলেননি, এবং এ কারণে নামায তরকের বৈধতার পক্ষেও কেউ সমর্থন দেননি। যদিও যুদ্ধের কারণে কোন কোন ইমাম নামায বিলম্বিত করাকে বৈধ বলেছেন। যেমন ইমাম বুখারী তা বর্ণনা করেছেন মাকহূল, আওযায়ী এবং আনাস ইব্ন মালিকের বরাতে। বুখারী খন্দকের যুদ্ধের দিন নামায বিলম্বিত

করা এবং নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ-বনী কুরায়যায় না পৌঁছে কেউ যেন নামায পড়ে-দ্বারা তাঁদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন। অবশ্য একদল ইমামের মত হল, এটা 'সালাতুল খাওফ' বা যুদ্ধকালীন নামায দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হল এই যে ইমামদের কেউ এই মত পোষণ করেননি যে, গনীমত বন্টনের ওযরে নামায বিলম্বিত করা বৈধ, যার ফলে এটাকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অথচ আল-কুরআনে বর্ণিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ "মধ্যবর্তী সালাত যে আসরের নামায" তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রমুখাৎ রিওয়ায়াত করেছেন। এই দলের বর্ণনা সত্ত্বেও যদি এই পরবর্তী বর্ণনাটি সাব্যস্ত হয় এবং গনীমত বন্টনের কারণে আলী (রা) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায বিলম্বিত করে থাকেন এবং শরীয়ত প্রবর্তক তাঁকে তাতে বহাল রেখে থাকেন, তা এককভাবেই এর বৈধতার প্রমাণ হবে এবং বুখারীর উল্লেখিত রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর অকাট্য প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। কেননা, এটা নিশ্চিতভাবে যুদ্ধকালীন সালাতের বিধান আসার পরবর্তী ঘটনা। কেননা, তিনি খায়বারে ছিলেন সপ্তম হিজরীতে আর যুদ্ধকালীন সালাতের বিধান তার পূর্বেই দেয়া হয়েছে। আর আলী (রা) যদি ভুলে গিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায তরক করে থাকেন, তাহলে তিনি মাযূর, সে ক্ষেত্রে তাঁর জন্য সূর্যকে ফিরানোর কোন প্রয়োজন নেই, বরং এ রূপ ক্ষেত্রে সে নামাযের সময়ই হল মাগরিবের পর। ব্যাপারটি ছিল তাই যা হাদীসে এসেছে। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এসবই উক্ত হাদীসের দুর্বলতা প্রমাণ করে। আর তাকে যদি আমরা অন্য কোন ঘটনা ধরি, যা পূর্বে বিগত হয়নি তাহলে বলতে হয় একাধিকবার সূর্যের ফিরে আসার ঘটনা ঘটেছে, অথচ হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের কেউ প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকগণ তা রিওয়ায়াত করেননি। এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এমন সকল রাবী যাদের কারো সনদই অজ্ঞাত-অগ্রহণযোগ্য এবং অভিযুক্ত রাবী মুক্ত নয়। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। এরপর দুই মিশরীয় রাবী আবুল আব্বাস ইব্‌ন উকদার ..... আমর ইব্‌ন ছাবিত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আবূ তালিবকে হযরত আলীর জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে আনার হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করে বললাম, এটা কী আপনার কাছে প্রামাণ্য? তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থে সূর্য ফিরানোর চেয়ে বড় কোন নিদর্শনের উল্লেখ করেননি। আমি বললাম, আপনি সত্য বলেছেন? আল্লাহ্ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুন। কিন্তু আমি তা আপনার মুখে শুনতে চাই। তখন তিনি তাঁর পিতা হাসান ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আলী সূত্রে আসমা থেকে বর্ণনা করলেন যে, তিনি বলেছেন, এরপর হযরত আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতিমধ্যেই আসরের নামায পড়ে নিয়েছিলেন। আর এ সময় তাঁর কাছে ওহী নাযিল হল তখন তিনি তাঁকে তার বুকের সাথে লাগিয়ে নিলেন, এভাবে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আলী, তুমি কি আসরের নামায পড়েছ? জবাবে আলী বললেন, আমি এসে দেখলাম আপনার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে, তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি আপনাকে বুকের সাথে লাগিয়ে রেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হলেন- ইতিমধ্যে অবশ্য সূর্য অস্ত গিয়েছে- এবং বললেন, হে আল্লাহ্ ! আলী আপনার আনুগত্যে মশগুল ছিল। সুতরাং আপনি তার জন্য সূর্য ফিরিয়ে দিন, আসমা (রা) বলেন, তখন সূর্য যাঁতার ন্যায় ঘরঘর্ শব্দ করে পুনরায় উদিত হল এবং আসরের সময়ে যে

স্থানে ছিল সেই স্থানে অবস্থান নিল। তখন হযরত আলী ধীরস্থির ভাবে নামায আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন নামায শেষ করেন, তখন পুনরায় যাঁতার ন্যায় ঘরঘর্ শব্দ করে সূর্য তার পূর্বাবস্থানে ফিরে গেল। এরপর সূর্য যখন অদৃশ্য হল, তখন অন্ধকার ঘনীভূত হল এবং তারকারাজি প্রকাশ পেল।

এই বর্ণনাটিও সনদ ও পাঠ উভয় দিক থেকে 'মুনকার' বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর এটা তার পূর্বের হাদীস সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গের পরিপন্থী। আর এ সনদের রাবী আমর ইব্ন ছাবিতই হল হাদীস জাল করার ব্যাপারে কিংবা অন্য রাবীর সংগ্রহ থেকে চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত। তার পূর্ণ পরিচয় হল, আমর ইব্ন ছাবিত ইব্ন হুরমুয আল বাক্রী আল কূফী সে ছিল বাক্র ইব্ন ওয়াইল গোত্রের মাওলা। সে আমর ইব্ন মিকদাম হাদ্দাদ (কর্মকার) নামেও পরিচিত। একাধিক তাবেয়ীর বরাতে সে হাদীস বর্ণনা করেছে এবং তার বরাতেও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ দাউদ, আবুল ওলীদ আত্ তয়লাসান অন্যতম। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক তাকে বর্জনীয় আখ্যা দিয়ে বলেছেন তোমরা তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করো না, কেননা, সে আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণের প্রতি কটূক্তি করে। এই ব্যক্তির জানাযা যখন তাঁকে অতিক্রম করছিল তখন তিনি তা থেকে গা বাঁচিয়ে সরে যান। অনুরূপ আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দীও তাকে বর্জন করেছেন। আর আবূ মাঈন ও নাসাঈ তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, সে নির্ভরযোগ্য কিংবা নিরাপদ নয়, আর তার হাদীস লিখিত হয় না। নাসাঈ ও আবূ যুরআ বলেন, সে দুর্বল। আর আবূ হাতিম এও বলেন, সে ছিল নিকৃষ্ট মতের অধিকারী কট্টর শিয়া, তার হাদীস লিখিত হতো না। বুখারী বলেন, মুহাদ্দিসদের নিকট সে সবল রাবী নয়। আবূ দাউদ বলেন, সে ছিল অত্যন্ত মন্দলোক কট্টর শিয়া এবং অত্যন্ত বদলোক। এখানে তিনি তার প্রসঙ্গে বলেন, সে মৃত্যুবরণ করলে আমি তার জানাযায় যোগ দেইনি। কেননা সে বলত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হলে পাঁচজন ব্যতীত সকল মুসলমান কাফির হয়ে গিয়েছিলেন। এ মন্তব্য করে আবূ দাউদ তার নিন্দাবাদ করতে লাগলেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, সে জাল হাদীস বর্ণনা করত (বিশ্বস্ত রাবীগণের বরাত দিয়ে)। ইব্ন আদী বলেন, তার বর্ণিত হাদীসে দুর্বলতা প্রকট। ঐতিহাসিকগণ একশ' সাতাশ (১২৭) হিজরীতে তার ওফাত উল্লেখ করেছেন। এ কারণে আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ইব্ন তায়মিয়্যা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান ও তাঁর পিতা এ জাতীয় হাদীস বর্ণনার উর্ধ্বে। আর এ গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে আকীল ইব্ন হাসান আসকারীর ...... উমরা ইব্ন বুরদ সূত্রে। গ্রন্থকার বলেন, একদীর্ঘ হাদীস থেকে আমি তা সংক্ষিপ্ত করেছি। এর সনদ বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর এর রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াযীদ তাঁর পিতা এবং তাঁর শায়খ দাউদ ইব্ন ফারাহীজ সবাই দুর্বল। এদিকে ইঙ্গিত করে ইবনুল জাওযী বলেছেন, ইব্ন আরদা ওয়ায়হ তা রিওয়ায়াত করেছেন। দাউদ ইব্ন ফারাহীজ হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রে। আর এই দাউদকে ইমাম শু'বা, নাসাঈ প্রমুখ ইমামগণ দুর্বল গণ্য করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হয় তা হল এটা কোন রাবীর কারসাজি। অথবা কোন রাবীর অজ্ঞাতসারে সে (সনদে) তার পূর্বে অনুপ্রবেশ করেছে। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল বিদায়ার গ্রন্থকার বলেন, আবূ সাঈদের হাদীসখানির বর্ণনা সূত্র হল মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল জুরপানী ..... হুসায়ন ইব্ন আলীর সূত্রে। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরীকে বলতে

শুনেছি, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম তাঁর পবিত্র মস্তক হযরত আলীর কোলে রয়েছে। ইতিমধ্যে সূর্য অস্তমিত হল। তখন নবী করীম (সা) বললেন, হে আলী! তুমি কি আসরের নামায পড়েছ? তিনি বললেন, জী না, আমি নামায পড়িনি। আপনার ব্যথা পীড়িত অবস্থায় আমি আমার কোল থেকে আপনার মাথা নামিয়ে রাখা পছন্দ করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আলী! দু'আ কর আল্লাহ্ যেন তোমার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দেন। তখন আলী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই বরং দু'আ করুন আর আমি আমীন বলি। তখন তিনি এই বলে দু'আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আলী আপনার ও আপনার নবীর আনুগত্যে মশগুল ছিল, আপনি তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দিন। রাবী আবূ সাঈদ বলেন, আল্লাহ্ কসম, আমি যখন সূর্য থেকে চরকির ন্যায় ঘরঘর্ শব্দ শুনলাম এমনকি তা শুভ্র ও নির্মল হয়ে পুনরায় উদিত হল। এটাও অস্পষ্ট সনদ এবং তার পাঠও 'মুনকার' বা অগ্রহণযোগ্য এবং পূর্বে বিগত বর্ণনাধারাসমূহের পরিপন্থী। এ সকল আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ বিষয়টি সম্পূর্ণ জাল বানোয়াট ও ভিত্তিহীন যা এই শিয়া রাফিযীগণ একে অন্য থেকে রিওয়ায়াত করেছে। আবূ সাঈদের রিওয়ায়াত থেকে যদি এর প্রকৃত কোন উৎস বা ভিত্তি থাকত, তাহলে তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যগণ অবশ্যই তাঁর বরাতে তা আহরণ করতেন। যেমন ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর সূত্রে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মিখদাজের কাহিনী ও হযরত আলীর ফযীলত সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলীর (রা) হাদীসখানির সনদ হল, আবুল আব্বাস আল ফারগানী, ... জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত শাহ্‌র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি হযরত আলীর সাথে বের হলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে জুওয়ায়রিয়া! কখনও কখনও আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ওহী নাযিল হত এরপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করেন। এই সনদটিও অন্ধকারাচ্ছন্ন-এর অধিকাংশ রাবী যে অজ্ঞাত পরিচয় তা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এটা রাফিযীদের স্বকপোল কল্পিত সম্পূর্ণ বানোয়াট বর্ণনা। আল্লাহ্ তাদেরকে অপছন্দ করুন, আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নামে মিথ্যা রটনা করেছে তাদেরকে লা'নত করুন এবং শরীয়ত প্রবর্তক যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন তাদের জন্য তা ত্বরান্বিত করুন, তিনি বলেছেন-আর তার চেয়ে সত্যবাদী কে আছে- "যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা রটনা করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়"। হযরত আলী এই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাতে তার বিরাট ফযীলত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযার প্রমাণ রয়েছে, অথচ তাঁর বরাতে এই অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবীদের সনদের মাধ্যমেই বর্ণিত রিওয়ায়াত হবে-এ কথা কী করে কোন আলিমের বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে? বাস্তবে এ সকল রাবীর কোন অস্তিত্ব ছিল কি? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর উত্তর, না। তবে প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। উপরন্তু তাও আবার বর্ণিত হয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় এক স্ত্রীলোকের বরাতে। হযরত আলীর যেমন উবায়দা আস্ সালমানী, কাযী শুরায়হ, আমির শাবা প্রমুখের মত নির্ভরযোগ্য শিষ্যগণ কোথায়?

উপরন্তু হাদীস শাস্ত্রের সকল ইমাম বিশেষত সিহাহ্ সিত্তা, মুসনাদ, সুনান প্রভৃতির সংকলকগণ কর্তৃক এই হাদীসের রিওয়ায়াত না করা এবং তা তাঁদের গ্রন্থসমূহে অন্তর্ভুক্ত না করাই এ কথার সবচাইতে বড় প্রমাণ যে এই হাদীসের প্রকৃত কোন উৎস নেই। এটা

পরবর্তীকালে রটনাকৃত ও বানোয়াট। ইমাম আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ হযরত আলীর ফযীলত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত স্বতন্ত্র একটি কিতাব (অধ্যায়) রচনা করেছেন, অথচ তিনি এই হাদীসখানি উল্লেখ করেননি। তদ্রূপ হাকিমও তাঁর মুস্তাদরাকে এর উল্লেখ করেননি। অথচ এঁরা উভয়েই কিছুটা শিয়াপন্থী বলে অনেকের ধারণা। নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত যাঁরাই তা রিওয়ায়াত করেছেন তাঁরা তা করেছেন বিস্ময়ের সাথে। দিনের আলোতে প্রকাশ্যে তা সংঘটিত হল, আর তা বর্ণনার কার্যকারণও পর্যাপ্ত অথচ অগ্রহণযোগ্য ও দুর্বল, কিছু সূত্রেই তা বর্ণিত হল যার অধিকাংশই জাল ও বানোয়াট। এর মাঝে সর্বোৎকৃষ্ট সনদ হল, আহমদ ইব্ন সালিহ আল মিস্রীর দাউদ রিওয়ায়াত খানি, যা তিনি বর্ণনা করেছেন ইব্ন আবূ ফুদায়ক ..... আসমা বিন্ত উমায়স সূত্রে। আর এতেও বেশ খুঁত ও দুর্বলতা বিদ্যমান যার প্রতি ইতিপূর্বেই আমরা ইঙ্গিত করে এসেছি। আসলে আহমদ ইব্ন সালিহ এ রিওয়ায়াতে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন এবং তিনি এর যথার্থতার অনুকূলে মত পোষণ করে এর সাব্যস্তকরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম তাহাবী তাঁর গ্রন্থ 'মুশকিলুল হাদীসে' আলী ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে আহমদ ইব্ন সালিহ আল-মিসরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানের পথ অন্বেষী তার জন্য সূর্যকে ফিরানো বিষয়ক আসমা (রা)-এর হাদীস মুখস্থ করা থেকে পিছিয়ে থাকা উচিত নয়। কেননা, এটা নবুওয়াতের নিদর্শন। একইভাবে যেমন বলা হয় ইমাম তাহাবীও এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আবুল কাসিম আল হাসকানী মুতাজিলী কালাম শাস্ত্রবিদ আবূ আবদুল্লাহ্ আল বাসরী থেকে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, সূর্যাস্তের পর পুনরায় সূর্যের উদিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হওয়ার অধিক উপযুক্ত, কেননা, যদিও তা আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর ফযীলত কিন্তু আসলে তা নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন, আর ফযীলতের ক্ষেত্রে তা নবুওয়াতের বহু অন্যান্য নিদর্শনের সমকক্ষ, এ কথার সারমর্ম হলো এ হাদীসখানি বহু সংখ্যক ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে 'মুতাওয়াতির রূপে' বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল। আর হাদীসখানি প্রকৃতই 'সহীহ্' হলে এ কথাই যথার্থ হত। কিন্তু তা এভাবে রিওয়ায়াত করা হয়নি। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় যে হাদীসখানি সহীহ্ নয়। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, সর্বযুগে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণ এ হাদীসের বিশুদ্ধতার কথা অস্বীকার করে তা প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন এবং এর রাবীদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে আপত্তি করে এসেছেন, যেমন আমরা ইতিপূর্বে একাধিক হাফিয-হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ, ইয়া'লা ইব্ন উবায়দ, দামিশকের খতিব ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম আল বুখারী, যিনি ইব্ন যাওজাওয়ায়হ্ নামে খ্যাত, হাফিয আবুল কাসিম ইবৃন আসাকির, শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী প্রমুখ প্রাচীন ও পরবর্তীকালের হাদীসবেত্তাগণ। আর এ হাদীসখানিকে যারা স্পষ্টভাবে জাল ও বানোয়াট আখ্যা দিয়েছেন এদের অন্যতম হলেন, আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্যী, আল্লামা আবুল আব্বাস ইব্ন তায়মিয়্যা।

পাঁচটি ভিত্তিহীন হাদীস

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরী, মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ আল হাশিমীর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী (ইব্ন) আল মাদীনী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাবীদের বর্ণিত পাঁচটি হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

প্রথম হাদীস

لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا افلَحَ مَنْ رَدَّهُ

প্রার্থী যদি সত্য বলে, তাহলে তাকে যে ফিরিয়ে দেয় সে সফলকাম হবে না।

দ্বিতীয় হাদীস

لا وجع الا وجع العين ولاغَمَّ الا غَمُّ الدَّيْنِ

চোখের ব্যথা ছাড়া কোন ব্যথা নেই এবং ঋণের দুশ্চিন্তা ছাড়া কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তৃতীয় হাদীস

اِنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ عَلى عَلِيِّ بْنِ اَبِى طالبٍ

হযরত আলীর জন্য অস্ত যাওয়ার পর সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

চতুর্থ হাদীস

انا اكرم على الله من ان يدعنى تحت الارض مائتى عامٍ

আমাকে আল্লাহ্ দু'শ বছর মাটির নিচে রাখবেন-এর চাইতে আল্লাহ্র কাছে আমি অধিকতর সম্মানিত। (অর্থাৎ আমার মর্যাদার কারণে দুই শতাধিক বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে মাটির নীচে ফেলে রাখতে পারেন না।)

পঞ্চম হাদীস

اَفطر الحَاجِمُ وَالْمَحْوم انهما كانا يغتابان

শিঙ্গা যে লাগায় এবং যাকে লাগানো হয় তাদের উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যায়। তাদের একজন অপরজনকে (রোজা ভঙ্গের জন্য) উদ্বুদ্ধ করে।

ইমাম তাহাবী (র) যদিও তাঁর নিজের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট মনে হয়েছে, তবে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক এই হাদীসখানি প্রত্যাখ্যান করার এবং তার রাবীদের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনার উল্লেখ করেছেন। আবুল আব্বাস ইব্ন উকদা, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে ..... সুলায়মান ইব্ন আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বাশ্শার ইব্ন দার্রাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, একবার মুহাম্মদ ইব্ন নু'মান ইমাম আবূ হানীফার (র)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, আপনি সূর্য ফিরানোর হাদীসখানি কার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আপনি যার বরাতে يـاسارية الجبل হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তিনি ব্যতীত অন্য রাবী থেকে। দেখা যাচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা যিনি সর্বমান্য ইমামদের অন্যতম, এবং কূফার অধিবাসী আলী (রা)-এর প্রতি ভালবাসা এবং

তাঁর আল্লাহ্ ও রাসূল প্রদত্ত ফযীলতকে খাটো করে দেখার জন্য যাঁকে কোন ভাবেই অভিযুক্ত করা যায় না, তিনিও এই হাদীসের রাবীর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। আর তাকে বলা মুহাম্মাদ ইব্ন নু'মানের কথাটি কোন জওয়াব নয়, বরং এটা হল একটা কথার কথা-অর্থহীন বিরোধীতা মাত্র। এর মর্মার্থ হলো, হযরত আলীর ফযীলত বর্ণনায় এই হাদীসখানি আমি রিওয়ায়াত করেছি, তা যদি 'গরীব' বা আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে তাহলে তা হযরত উমরের ফযীলতে আপনার বর্ণিত يـاسـاريـة الجبل হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য কর-এর সদৃশ। মুহাম্মাদ ইব্ন নু'মানের এই দাবি যথার্থ নয়। কেননা, ভাষ্য ও বর্ণনাসূত্র বিবেচনায় এটা ওটার মত নয়। আর শরীয়ত প্রবর্তক নবী করীম (সা) যাঁর 'মুহাদ্দাছ' হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেই ইমামের [(অর্থাৎ উমর (রা)-এর] একটি কল্যাণকর বিষয়ের কাশ্ফ এর সাথে অস্ত যাওয়ার পর সূর্যোদয়ের তুলনা কিভাবে হতে পারে, যা কিনা কিয়ামতের অন্যতম প্রধান নিদর্শন। আর ইউশা ইব্ন নূন এর জন্য যা ঘটেছিল, তা তাঁর জন্য সূর্যকে ফিরানো ছিল না; বরং তা ছিল অস্ত যাওয়ার পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ সূর্যকে স্থির রাখা, অর্থাৎ সূর্যের গতি কিছুক্ষণের জন্য শ্লথ করা হয়েছিল। ফলে তাদের জন্য সে দিবসকালেই বিজয় লাভ করা সম্ভবপর হয়েছিল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

এই মিসরীয় রাবী হযরত আলী, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ ও আসমা বিন্ত উমায়স থেকে এই হাদীসের যে সকল সনদ বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। আবূ বিশ্র আদ্ দূলাবীর 'যুর্রিয়াতুৎ তাহিরা' (পবিত্র বংশধরগণ) গ্রন্থের আলোচনায় হুসায়ন ইব্ন আলীর হাদীস সংগ্রহে তা এসেছে। তবে দৃশ্যত এটা তাঁর সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত।

রাফিযীদের শায়খ জামাল উদ্দীন ইউসুফ ইবনুল হাসান তাঁর 'আল-ইমামাত' গ্রন্থে যে যুক্তি দিয়েছেন তা খণ্ডন করেছেন আমাদের শায়খ ইব্ন তায়মিয়্যা। সে গ্রন্থে তিনি বলেন, ইব্ন মুতাহ্হার আলী-হুল্লী বলেন, নবম বিষয় হল, দুইবার সূর্যের প্রত্যাবর্তন। একবার নবী করীম (সা)-এর যামানায় দ্বিতীয় বার তার পরবর্তীকালে। প্রথমবার সম্পর্কে হযরত জাবির ও আবূ সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জিবরীল (আ) এসে একান্ত আলাপ করতে লাগলেন। তারপর যখন ওহী তাঁকে আচ্ছন্ন করল তখন তিনি আমিরুল মু'মিনীন আলী (রা)-এর উরুতে মাথা রাখলেন, আর সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি মাথা উঠালেন না। তখন আলী (রা) ইশারায় আসরের নামায পড়ে নিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ণ সম্বিত ফিরে পেলেন তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি তোমার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে তুমি দঁড়িয়ে (যথাযথভাবে) নামায পড়তে পারবে। তখন তিনি দু'আ করলে সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হল এরপর তিনি দাঁড়িয়ে (পুনরায়) আসরের নামায পড়লেন। আর দ্বিতীয়বার হল যখন তিনি 'বাবিল' নগরীতে ফোরাত নদী পার হতে চাইলেন, তখন সাহাবাদের অনেকে তাঁদের নিজ নিজ বাহন নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তখন তিনি (আলী) তাঁর কতিপয় সঙ্গীকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন, আর অনেকের আসরের নামায কাযা হয়ে গেল। তখন তাঁরা সে ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললে তিনি

আল্লাহ্‌র কাছে সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রার্থনা করলেন, তখন সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হল। এই প্রসঙ্গে কবি হিময়ারী কবিতা রচনা করে বলেন ঃ

رُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ لَمَّافَاتَه * وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقَدْ دَنَتْ لِلْمَغْرِبِ

তার জন্য অস্তগামী সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হল যখন তার নামাযের সময় বিগত হল। এবং সূর্য অস্তমিত প্রায় হয়ে গেল।

حتى تَبَلَّجَ نُوْرُهَا فى وقتها * للعصْرِ ثُمَّ هَوَتْ هَوِىَّ الْكَوْكَبِ

এমনকি যথা সময়ে অপরাহ্নকালে তার আলো উদ্ভাসিত হল, এরপর তা তারকার ন্যায় খসে পড়ল।

وَعَلَيْهِ قَدْ رُدَّتْ بِبابل مَرَّةً * اخرى وما رُدَّتْ لَخَلْقِ مُقرب

তার জন্য বাবিল শহরেও একবার সূর্যকে ফিরানো হয়েছিল, আর ইতিপূর্বে কোন সান্নিধ্যপ্রাপ্তের সৃষ্টির জন্য তাকে ফেরানো হয়নি।

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস ইব্‌ন তায়মিয়্যা বলেন, হযরত আলীর ফযীলত এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর উচ্চ মর্যাদা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাব্যস্ত এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। এর সাথে অজ্ঞাত কিংবা অসত্য কোন বিষয়ের সংযোজনের কোন প্রয়োজন নেই। আর সূর্যকে ফিরানো সংক্রান্ত হাদীসখানি আবূ জা'ফর আত্-তাহাবী, কাযী ইয়ায প্রমুখগণ উল্লেখ করেছেন এবং একে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযারূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু গবেষক ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ জানেন এই হাদীসখানি জাল ও বানোয়াট। তারপর তিনি একটির পর একটি করে এর সনদসমূহ উল্লেখ করেছেন। যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আবুল কাসিম আল হাসকানীর সাথে যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা সবিস্তারে তার সম্পূর্ণটুকু উল্লেখ করেছি এবং প্রয়োজন মাফিক তাতে সংযোজন ও সংকোচন ঘটিয়েছি। আল্লাহ্‌ই তওফীকদাতা। আর তিনি আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ আল মিসরীর পক্ষে কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন যে, তিনি এই হাদীসের সনদ দ্বারা প্রতারিত হয়ে তাকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি ইমাম তাহাবীর পক্ষেও কৈফিয়ত দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর কাছে বিশিষ্ট হাফিযে হাদীসগণের ন্যায় সনদ বা সূত্রের কোন ভাল উদ্ধৃতি ছিল না। তিনি তাঁর মূল বক্তব্যে বলেছেন-আর যে বিষয়টি নিশ্চিত তা হল এই হাদিসখানি মিথ্যা এবং বানোয়াট। আমি বলি, ইবনুল মুতাহ্‌হার কর্তৃক জাবির (রা)-এর সূত্রে এই হাদীসখানির উল্লেখ 'গরীব' আর তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি। আর এর বর্ণনাধারা অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয়বার হযরত আলী সূর্যকে ফিরানোর দু'আ করেছিলেন। আর তাঁর উল্লেখিত বাবিল কাহিনী এর কোন (নির্ভরযোগ্য) সনদ বা বর্ণনা সূত্র নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, এটা নাস্তিক শিয়াদের জালকৃত হাদীস। কেননা, খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ যুদ্ধরত থাকা অবস্থায় সূর্য অস্ত যায়, ফলে তাঁদের আসরের নামায কাযা হয়ে যায়, তখন তাঁরা সেখানকার 'বাতহান' উপত্যকায় গিয়ে সেখানে উযূ করে আসরের নামায (কাযারূপে) আদায় করলেন। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা ছিল সূর্যাস্তের পর, আর এদের মাঝে হযরত আলীও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটল না। তদ্রূপ বনূ কুরায়যার

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন যে সকল সাহাবী তাঁদের অনেকেরই সেদিন আসরের নামায কাযা হয়ে যায়; কিন্তু সেদিনও তাঁদের জন্য সূর্যকে ফিরানো হয়নি। একইভাবে একদিন (সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। তখন সূর্য খানিকটা উপরে উঠার পর তাঁরা সে নামাযের কাযা আদায় করেন, কিন্তু তাঁদের জন্য রাতকে ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। আর স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণের আল্লাহ্ যে ফযীলত দান করেননি, তা তিনি কীভাবে আলী ও তাঁর সঙ্গীদের দিতে পারেন? আর হিময়ারীর কবিতা, এতে এ হাদীসের সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। বরং তা ইব্ন মুতাহ্হারের প্রলাপের ন্যায়। গদ্যের ভাষা খুঁজে না পেয়ে সে পদ্যের আবরণের আশ্রয় নিয়েছে। আর এ ব্যক্তিও তার পদ্যের যথার্থতা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। বাবিল ভূখণ্ডে হযরত আলী সম্পর্কে যে ঘটনা প্রসিদ্ধ তা ইমাম আবূ দাউদ তাঁর 'সুনানে' হযরত আলী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর তা হচ্ছে তিনি বাবিল শহর অতিক্রম কালে আসরের নামাযের সময় হল। কিন্তু তিনি নামায না পড়েই সে স্থান অতিক্রম করে গেলেন এবং বললেন, আমার খলীল (অন্তরঙ্গ) আমাকে বাবিল ভূখণ্ডে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, কেননা তা অভিশপ্ত। ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাযম তাঁর 'আল মিলাল ওয়ান্ নিহাল' গ্রন্থে হযরত আলীর জন্য সূর্যকে ফিরানোর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের উল্লেখিত বিষয় সমূহের কিছু দাবি করা এবং রাফিযীদের এই দাবি করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে হযরত আলীর জন্য দুইবার সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। এমন কি রাফিযীদের কারো কারো দাবি হল, হাবীব ইব্ন আওস এ প্রসঙ্গে কাব্য রচনা করে বলেন ঃ

فَرُدَّتْ عَلَيْنَا الشَّمْسُ وَاللَّيْلُ رَاغِمٌ * لَهُمْ مِنَ جَانِبِ الخدر تَطْلَعُ

আমাদের জন্য সূর্যকে ফিরানো হল আর রাত অন্তপুরের পাশ দিয়ে আরেক সূর্যের উদয় ঘটাল।

نضا ضوءها صبغ الدجنة وانطوى * لِبَهْجَتِهَا نُوْرُ السَّمَاءِ الْمُرَجَّعُ

আর আলো অন্ধকার দূর করল, তার উদ্ভাসে আকাশের আলো নিস্প্রভ হয়ে গেল।

والله ما ادرى عَلِيٌّ بَدَالنا فرُدَّتْ له * ام كان فى القَوْم يُوْشَعُ

আল্লাহ্র শপথ! জানি না আলীর কারণে তা হল নাকি তাদের মাঝে ইউশা ছিলেন।

এভাবেই ইব্ন হায্ম তাঁর গ্রন্থে এই পঙ্ক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন। আর এই কবিতায় দুর্বলতা, কৃত্রিমতা প্রকট এবং স্পষ্টতই বোঝা যায় তা বানোয়াট।

নবুওয়াতের প্রমাণাদির মধ্যে আসমানী নিদর্শনাদির সাথে সম্পৃক্ত অন্যতম নিদর্শন হল অনাবৃষ্টিকালে একবার নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁর উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা এবং তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তাঁর সেই প্রার্থনায় সাড়া প্রদান। এ সময় তিনি খুৎবা ও দু'আ শেষ করে মিম্বর থেকে নামার পূর্বেই তাঁর দাড়িতে বৃষ্টির ফোটা পড়তে লাগল। তাঁর বৃষ্টি মুক্তির প্রার্থনা। বুখারী আমর ইব্ন আলী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনারের পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমরকে আবূ তালিবের এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি—

وَاَبْيَض يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِه # ثُمَال اليتامى عُصْمَةٌ لِلاَرَامِل

শ্বেতশুভ্র সেই সত্তা, যার দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয় ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিধবাদের রক্ষক।

বুখারী আবূ আকীল আছ্ ছাকাফী ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারাপানে তাকিয়ে কখনও বা আমি কবির কথা স্মরণ করেছি, এদিকে তিনি মিম্বর থেকে নামতে না নামতেই সব পরনালা উপচে বৃষ্টি নামা শুরু হয়ে গেছে। তা হল ঃ

وَاَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِه * ثُمَال اليتامى عصمة للارامل

শ্বেতশুভ্র সেই সত্তা, যার দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, যিনি ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিধবাদের রক্ষক।

আর এটা আবূ তালিবের বক্তব্য। এটি বুখারীর একক বর্ণনা। তাঁর সনদবিহীনভাবে বর্ণিত এ হাদীসখানিকে ইব্ন মাজা তাঁর 'সুনানে' সনদসহ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন, আহমদ ইব্ন আজহার ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে। আর বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন সালাম সূত্রে ...... শারীক ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিককে উল্লেখ করতে শুনেছেন যে, একবার জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি মিম্বর বরাবর দরজা দিয়ে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করল। এরপর সে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখোমুখি হয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! গবাদি পশু অনাহারে ধ্বংস হয়েছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হয়েছে। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন! হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করুন! আনাস বলেন, আল্লাহ্র কসম, সে সময় আকাশে কোন মেঘ, মেঘখণ্ড বা তার কোন ছিঁটে ফোটাও ছিল না। আর আমাদের ও সালা' পাহাড়ের মাঝে কোন বাড়িঘরের প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। আনাস বলেন, এমন সময় ঢালের ন্যায় আকৃতি নিয়ে সালা পাহাড়ের পশ্চাত থেকে মেঘের উদয় হল। তারপর তা আকাশের মধ্যস্থলে এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ করল। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, এরপর অনবরত ছয় দিন আমরা সূর্যের দেখা পেলাম না। এরপর পরবর্তী জুমুআর দিন ঐ একই দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে, এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, লোকটি তখন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদিপশু ধ্বংস হচ্ছে এবং সকল পথ রুদ্ধ হচ্ছে, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন তিনি যেন এই বর্ষণ থামিয়ে দেন। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! এখন আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না! এখন আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ্! এখন পাহাড়-পর্বত, টিলা ও গাছপালা জন্মানোর স্থান সমূহে বর্ষণ করুন! আনাস বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রে হাঁটতে বের হলাম। রাবী শুরায়ক বলেন, এ সময় আমি আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করলাম। প্রথম যে ব্যক্তি বৃষ্টির আবেদন করেছিল এ কি সেই একই ব্যক্তি? তিনি বললেন, আমি তা জানিনা, ইসমাঈল ইব্ন জাফরের হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম এবং বুখারীও হাদীসখানি একইভাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর বুখারী মুসাদ্দাদ ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআর দিন খুৎবা দেওয়া অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করেন। তখন তিনি দু'আ করলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ আমরা বর্ষণসিক্ত হলাম, এমনকি নিজ নিজ গৃহে পৌঁছা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এভাবে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমরা বিরামহীনভাবে বর্ষণসিক্ত হতে থাকলাম। আনাস বলেন, তখন প্রথবারের ঐ ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন, এখন যেন আল্লাহ্ তা'আলা এই বর্ষণকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! এখন আপনি আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না, এখন আমাদের আশে পাশে বর্ষণ করুন! আনাস বলেন, এরপর আমি মেঘমালাকে ডানে বামে বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) যেতে দেখলাম, এরপর মদীনার আশেপাশের লোকেরা বর্ষণ সিক্ত হল; কিন্তু মদীনাবাসী রক্ষা পেল। এই সূত্রে হাদীসখানি বুখারীর একক বর্ণনা। এছাড়া বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, গবাদিপশু ধ্বংস হচ্ছে এবং পথসমূহ রুদ্ধ হচ্ছে-আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি আমাদের জন্য দু'আ করলেন এবং আমরা এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণ এক সপ্তাহ অবিরাম বর্ষণসিক্ত হলাম। তারপর পুনরায় এসে বলল, বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে, পথসমূহ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদিপশুসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন তা বন্ধ করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! (এখন আপনি) পাহাড় পর্বত, টিলা, উপত্যকা এবং গাছপালা জন্মানোর স্থানে তা বর্ষণ করুন। তখন এই বর্ষণমুখর মেঘমালা মদীনা থেকে সরে গেল।

এছাড়া বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় অনাবৃষ্টি দেখা দিল। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক বেদুইন আরব দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনাবৃষ্টিতে গবাদি পশু ধ্বংস হচ্ছে এবং আমাদের পোষ্য পরিজন ক্ষুধাপীড়িত। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, আর এ সময় আকাশে মেঘের কোন ছিটে ফোঁটাও ছিল না। শপথ ঐ সত্তার, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, দু'আ শেষ করে তিনি হাত নামাতে না নামাতেই পাহাড় সদৃশ মেঘমালায় আকাশ ছেয়ে গেল। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামতে না নামতেই তাঁর দাঁড়িতে বৃষ্টির ফোটা পড়তে দেখলাম। আনাস বলেন, আমরা সেদিন, তার পরবর্তী দিন এভাবে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টিসিক্ত হতে থাকলাম। তখন সেই বেদুইন আরব অথবা অন্য একজন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে এবং মালপত্র নিমজ্জিত হচ্ছে, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! এখন আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না। আমাদের আশে পাশে বর্ষণ করুন। আনাস (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাশের এক এক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করতে লাগলেন আর সে দিকের মেঘ কেটে যেতে লাগল। এভাবে গোটা মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত

হয়ে তা চতুর্দিকে সরে গেল। আর 'কানাত' উপত্যকা মাসব্যাপী প্রবাহিত হল। এ সময় মদীনার আশপাশ থেকে যারাই আসল তাঁরা প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের আলোচনা করল। ওলীদের হাদীস সংগ্রহ থেকে আওযায়ী সূত্রে মুসলিম এবং বুখারী 'জুমুআ'-তে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। বুখারী আয়্যুব ইব্ন সুলায়মান ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিককে বলতে শুনেছি একবার জুমুআর দিন এক বেদুইন আরব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদিপশুসমূহ ধ্বংস হচ্ছে, পোষ্য পরিজন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এবং মানুষজন কষ্ট স্বীকার করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে সাথে অন্যরাও তাদের হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগল। আনাস বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হতে না হতেই বৃষ্টিসিক্ত হলাম, এভাবে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত আমরা অবিরাম বর্ষণে সিক্ত হলাম। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুসাফির অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। বুখারী আবদুল্লাহ্ আল উয়ায়স ..... ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ ও শুরায়ক সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা দু'জনে আনাস থেকে শুনেছেন যে-নবী করীম (সা) তাঁর উভয় হাত এতখানি উঁচু করেছিলেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। এভাবেই তিনি এই হাদীস দু'টিকে সনদহীনভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, আর হাদীসের ছয়খানা বিখ্যাত কিতাবের সংকলকগণের কেউই তার সনদ উল্লেখ করেননি।

এ ছাড়া বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী করীম (সা) কোন এক জুমুআর দিন খুৎবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অনাবৃষ্টিতে গাছপালা সব লালচে হয়ে গেছে এবং গবাদি পশু ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে, আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করেন। তখন তিনি দু'বার বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন! আল্লাহ্র কসম, এ সময় আমরা আকাশে কোন মেঘখণ্ড দেখলাম না। কিন্তু তাঁর দু'আ করার সাথে সাথে মেঘ সৃষ্টি হল এবং বৃষ্টিবর্ষিত হল। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি যখন ফিরছিলেন তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। এভাবে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। এরপর (পরবর্তী জুমুআয়) নবী করীম (সা) যখন খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন, তখন লোকেরা চিৎকার করে বলল, বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, সুতরাং আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন বৃষ্টি থামিয়ে দেন। আনাস বলেন, তখন নবী করীম (সা) মৃদু হেসে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন। তখন মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল এবং আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগল; কিন্তু মদীনায় এক ফোটা বৃষ্টিও হল না। তখন আমি মদীনার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যেন তার চারপাশের আকাশে ছড়িয়ে থাকা মেঘখণ্ডসমূহ যেন মালা বা হার। মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন মুতামির ইব্ন সুলায়মানের হাদীস সংগ্রহ থেকে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, ইব্ন আবূ আদী হুমায়দ সূত্রে। তিনি বলেন, হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি তাঁর দু'টি হাত উঠাতেন? তখন তিনি বললেন, এক জুমুআয় তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বৃষ্টি বন্ধ, ভূমি শুষ্ক, গবাদিপশু বিনষ্ট। আনাস বলেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাত উঠালেন, এমন কি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। আর

তিনি তাঁর দুই হাত উঠিয়ে তারপর বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আর যখন তিনি তাঁর দুই হাত উঠান তখন আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখিনি। অথচ নামায শেষ করতে না করতেই নিকটবর্তী গৃহের যুবককে তার পরিবারের কাছে ফেরার বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছিল। আনাস (রা) বলেন, এরপর পরবর্তী জুমুআয় তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাড়িঘর ধ্বসে গিয়েছে, পথচারীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তখন আদম সন্তানের অল্পতেই মুষড়ে পড়ার দৃশ্য দেখে তিনি মুচকি হেসে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের উপরে নয়, আমাদের আশে পাশে (বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। আনাস বলেন, তখন মদীনার আকাশ থেকে মেঘ কেটে গেল। আর এটা শায়খগণের সর্বোত্তীর্ণ তিনস্তর বিশিষ্ট সনদ; কিন্তু তাঁরা তার সনদ উল্লেখ করেননি।

বুখারী ও আবূ দাউদ (পাঠ আবূ দাউদের) মুসাদ্‌দাদ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবদ্দশায় মদীনাবাসী অনাবৃষ্টি কবলিত হলে। একদিন তিনি জুমুআর খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদিপশু সব ধ্বংসের পথে, ছাগ-মেষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি হাত প্রসারিত করে দু'আ করলেন। আনাস বলেন, এ সময় আকাশ ছিল কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও মেঘমুক্ত। কিন্তু (নবী করীমের দু'আর সাথে সাথে) প্রবল বাতাস প্রবাহিত হল এবং মেঘ সৃষ্টি হল। এরপর মেঘমালা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির ঢল নামল। আমরা তখন পানিতে নেমে (বর্ষণসিক্ত অবস্থায়) নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত অবিরাম বর্ষণ চলতে থাকল। এরপর সেই ব্যক্তি কিংবা অন্য এক ব্যক্তি (রাবীর সন্দেহ) দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (এখনতো বৃষ্টির তোড়ে) বাড়ঘর ধ্বসে যাচ্ছে, আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন বৃষ্টি থামিয়ে দেন। তখন তিনি মৃদু হাসলেন তারপর দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না, আমাদের আশেপাশে করুন। তখন আমি (মদীনার আকাশের দিকে) তাকিয়ে দেখলাম খণ্ডবিখণ্ড হয়ে তা মদীনার চারপাশের আকাশে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেন তা মেঘের মালা বা হার।

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত এই সনদ বা সূত্রগুলি 'মুতাওয়াতির' স্তরের; কেননা, তা হাদীস বিশারদদের নিকট অকাট্যরূপে বিবেচিত। বায়হাকী একাধিক সূত্রে তাঁর নিজ সনদে আবূ মা'মার ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার এক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম, আমরাতো এমন অবস্থায় আপনার কাছে আসলাম যে, আমাদের আরোহণের উপযুক্ত কোন উট নেই এবং প্রভাত দুগ্ধ পানের উপযুক্ত কোন শিশু নেই। এরপর সে আবৃত্তি করলো ঃ

أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدْمِى لَبَانُهَا * وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِىِّ عَنِ الطِّفْلِ

আমরা আপনার কাছে এসেছি এমন অবস্থায় যে, আমাদের কুমারীরা অনাহারক্লিষ্ট এবং সন্তানবতীরা ক্ষুধার তাড়নায় সন্তানের ব্যাপারে বেখবর।

وَأَلْقى بِكَفَّيْهِ الْفَتى لِاسْتِكَانَةٍ * مِنَ الْجُوْعِ ضَعْفًا قَائِمًا وَهُوَ لَايُخْلِى .

আর বীর যুবকেরা ক্ষুধা ও দুর্বলতায় হাল ছেড়ে দিয়েছে

وَ لَاشَىْءَ يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا * سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِىِّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسْلِ

মানুষের খাবার মত কিছুই নেই আমাদের কাছে, শুধুমাত্র নিকৃষ্ট মাকাল ফল এবং নিম্নমানের শাক ছাড়া।

وَلَيْسَ لَنَا اِلاَّ اِلَيْكَ فِرَارُنَا * وَاَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ اِلاَّ اِلَى الرُّسُلِ

আপনি ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই, আর রাসূলগণই তো মানুষের উত্তম আশ্রয়। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে মিম্বরে আরোহণ করলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্র হামদ ও ছানা পাঠের পর তিনি তাঁর উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে বললেন; "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন বর্ষণ দ্বারা সিক্ত করুন যা স্বাচ্ছন্দ্যময় সর্বব্যাপী উর্বরতাদানকারী ত্বরিৎ এবং উপাদেয় যা দ্বারা দুধের ওলান পূর্ণ হবে শস্যাদি উৎপন্ন হবে এবং মৃতবৎ ভূখণ্ড প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। আর এভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে[১]।

আনাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি তাঁর (দু'আ শেষে) বুক বরাবর হাত নামাতে না নামাতেই আকাশ বর্ষণ শুরু করল। তখন লোকেরা এসো চিৎকার করে ফরিয়াদ করতে লাগল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ডুবে মরার দশা হয়েছে"! তখন তিনি তাঁর উভয় হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! এখন আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না, আমাদের আশেপাশে বর্ষণ করুন! তখন মেঘমালা মদীনার আকাশ থেকে সরে তাকে মালার ন্যায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন, আবূ তালিব কি চমৎকার বলেছেন, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এই অবস্থায় তাঁর চোখ জুড়াত, কে আছে তার সেই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে পারে ? তখন হযরত আলী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মনে হয় তার এই কথা বোঝাতে চাচ্ছেন ঃ

وَاَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِه * ثَمَالُ الْيَتَامى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

শ্বেত-শুভ্র চেহারার অধিকারী, যার দোহাই দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে, ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিধবাদের রক্ষক।

يَلُوْذُ بِه الْهُلاَّكُ مِنْ ال هَاشِمٍ * فَهُمْ عِنْدَهُ فِىْ نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

হাশিম পরিবারের দুস্থরা তার আশ্রয় গ্রহণ করে, আর তারা তার কাছে দান ও অনুগ্রহের মাঝে অবস্থান করে।

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللّٰهِ يُبْزَى مُحَمَّدٌ * وَلَمَّا نُقَاتِلُ دُوْنَه وَنُنَاضِلُ

মুহাম্মাদ অসহায় ও পরাভূত হবেন– বায়তুল্লাহর কসম, তোমরা মিথ্যা বলেছো– আর আমরাতো এখনও তাঁর পক্ষে তীর-তরবারী ধারণ করিনি।

وَنُسْلِمُه حَتّى نُصَرَّعَ حَوْلَه * نَذْهَلُ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلُ

তার চারপাশে আমরা ধরাশায়ী হব; কিন্তু তাকে নিরাপদ রাখব আর এ সময় আমরা আমাদের স্ত্রী পুত্রদের কথা বিস্মৃত হয়ে যাব।

১. এ বাক্যাংশটি আসলে কুরআন শরীফের সূরা রূম (৩০)-এর ১৯তম আয়াতের শেষাংশ। –জালালাবাদী (সম্পাদক)

আনাস (রা) বলেন, এরপর বানূ কিনানার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ

لَكَ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ مِمَّنْ شَكَرَ * سُقِيْنَا بِوَجْهِ النَّبِيِّ الْمَطَرْ

প্রশংসা আপনার, প্রশংসা কৃতজ্ঞের পক্ষ থেকে; আমরা নবীর দোহাই দিয়ে বর্ষণ সিক্ত হলাম।

دَعَا اللّٰهَ خَالِقَه دَعْوَةً * اِلَيْهِ وَاَشْخَصَ مِنْهُ الْبَصَرْ

তিনি তাঁর স্রষ্টা আল্লাহ্কে একবার আহ্বান করলেন, আর সে আহ্বানের কারণে চক্ষু বিস্ফোরিত হল।

فَلَمْ يَكُ اِلاَّ كَلَفَّ الرِّدَاءِ * وَاَسْرَعَ حَتّٰى رَأَيْنَا الدُّرَرْ

চাদর গুটানোর বরাবর সময় অতিবাহিত হল, কিংবা তার চেয়েও কম; এরই মধ্যে আমরা বৃষ্টির ফোটা দেখতে পেলাম।

رِقَاقَ الْعَوَالِيْ عَمَّ الْبِقَاعَ * اَغَاثَ بِهِ اللّٰهُ عَيْنًا مُضَرْ

উঁচু অঞ্চলের নরম মাটি (এর সাহায্যে) সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুযার বংশের ঝর্ণাধারা ও কুয়োগুলোকে আল্লাহ এর দ্বারা পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত করেছেন।

وَكَانَ كَمَا قَالَه عَمُّه * اَبُوْ طَالِبٍ اَبْيَضُ ذُوْ غُرَرْ

চাচা আবূ তালিবের কথা মত তিনি ছিলেন শুভ্র উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী।

وَبِهِ اللّٰهَ يَسْقِيْ بَصَوْبِ الْغُمَامِ * وَهٰذَا الْعَيَانُ كَذَالِكَ الْخَبَرُ

তাঁর ওসীলায় আল্লাহ্ মেঘদ্বারা সিঞ্চন করেন, এটা হল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আর ওটা হল খবর। (উভয়টা মিলে গেছে।)

فَمَنْ يَشْكُرِ اللّٰهَ يَلْقَى الْمَزِيْدَ * وَمَنْ يَكْفُرُ اللّٰهَ يَلْقَى الْغِيَرْ

সুতরাং যে আল্লাহ্র শোক্র করবে সে অতিরিক্ত নিয়ামত লাভ করবে; আর যে আল্লাহ্র নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করবে সে কালচক্রের (বিপর্যয়ের) সম্মুখীন হবে।

আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি কোন কবি ভাল কিছু বলে থাকে তাহলে তুমিও ভালই বলেছো। এই বর্ণনাধারায় 'গরীব' দোষ বিদ্যমান। আর আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আমাদের মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতসমূহের সাথে এর সাদৃশ্য নেই। আর এই রিওয়ায়াতটি যদি এভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাহলে তা পূর্বে বর্ণিত ঘটনা নয়, অন্য একটি ঘটনা হবে। হাফিয বায়হাকী আবূ বকর ইবনুল হারিছ ..... ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দ সূত্রে আসসুলামী আবূ ওয়াজরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাবূক অভিযান থেকে ফিরলেন, তখন তাঁর কাছে বানূ ফাজারার একটি প্রতিনিধি দল আসল, যার সদস্য সংখ্যা ছিল তের থেকে উনিশ। এঁদের মাঝে খারিজা ইবনুল হুসায়ন এবং হুর্ ইব্ন কায়স ছিলেন। আর ইনি ছিলেন তাদের কনিষ্ঠতম সদস্য এবং উয়ায়না ইব্ন হিসরের ভাতিজা। তারা এসে রামলা বিন্ত হারিছ আলআনসারীর গৃহে অতিথেয়তা গ্রহণ করলেন।

আর তারা দুর্বল ও শীর্ণকায় উটের আরোহী হয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থায় আগমন করেছিল। এ সময় তারা ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তাদের আপন ভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের ভূখন্ড ও তার অধিবাসীরা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ কবলিত, পোষ্য পরিজন অভাবগ্রস্ত, গবাদিপশু সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন, আর আপনার রব আপনার কাছে সুপারিশ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হায় সর্বনাশ! কী বলছ তুমি ? আমি আমার রবের কাছে সুপারিশ করতে পারি, কিন্তু তিনি আবার কার কাছে সুপারিশ করবেন ? আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর কুরসী পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীকে বেষ্টন করে আছে। আর তা (কুরসী) তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভারে (আরোহী ভারাক্রান্ত) নতুন হাওদার ন্যায় শব্দ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনাবৃষ্টিজনিত উৎকণ্ঠা এবং বৃষ্টির নৈকট্যের কারণে হাসছেন। তখন সেই বেদুইনটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের রবও হাসেন নাকি ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বেদুইনটি বলল, তা'হলে নিশ্চয় আমরা এমন রব থেকে কল্যাণ বঞ্চিত হব না যিনি হাসেন। তার এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে ফেললেন। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে কিছু কথা বললেন, এরপর দু'আর জন্য হাত উঠালেন– বৃষ্টির জন্য প্রার্থনাকালেই শুধু তিনি হাত উঁচুতে উঠাতেন– এ সময় তিনি এমনভাবে দু'হাত উঠালেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দৃশ্যমান হল, আর তাঁর দু'আর যে অংশ সংরক্ষিত আছে, তা' হল ঃ "হে আল্লাহ! আপনার (পবিত্র) শহর ও পশুপালকে সিঞ্চিত করুন! আপনার অনুগ্রহ (বৃষ্টিরূপে) ছড়িয়ে দিন এবং আপনার নির্জীব ও শুষ্ক ভূমিকে সজীব করুন! হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন বর্ষণ দ্বারা সিক্ত করুন যা' স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নকারী, সর্বব্যাপী, উর্বরতা দানকারী, ত্বরিৎ এবং উপকারী। হে আল্লাহ্! এই বর্ষণকে আমাদের জন্য অনুগ্রহের বর্ষণ করুন, দুর্ভোগের বর্ষণ নয়, একে আপনি ধ্বস, ধ্বংস ও নিমজ্জনের বর্ষণ করবেন না। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বষর্ণ সিক্ত করুন এবং শত্রুদের উপর বিজয় দান করুন!

তখন আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযির দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খেজুর (শুকানোর জন্য) খলায় রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন। তখন আবূ লুবাবা বললেন, খেজুর খলায় (তিনবার)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমনভাবে বর্ষণসিক্ত করুন, যেন আবূ লুবাবা তার কাপড় ছেড়ে যেন তার লুঙ্গি দিয়ে খলার নালামুখ বন্ধ করে। রাবী বলেন, এ সময় আকাশে কোন মেঘখণ্ড বা মেঘমালা কিছুই ছিল না এবং মসজিদ (নববী) এবং 'সাল্লা' পাহাড়ে মাঝে কোন বাড়িঘরের আড়াল ছিল না। এমন সময় হঠাৎ 'সালা' পাহাড়ের পশ্চাৎদিক থেকে ঢাল আকৃতির একটি মেঘখন্ড দেখা দিল। তারপর যখন তা' আকাশের মধ্যস্থলে পৌছল, তখন তা'চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এসবই ঘটল সকলের চোখের সামনে। এরপর বর্ষণ শুরু হল। আল্লাহ্র কসম! এরপর ছয়দিন সূর্যের মুখ দেখা গেল না। আর আবূ লুবাবা বিবস্ত্র হয়ে লুঙ্গি দিয়ে খলার নালা-মুখ বন্ধ করতে লাগল, যাতে করে তা' দিয়ে খেজুর ভেসে বেরিয়ে না যায়। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গবাদিপশুপাল ধ্বংস হচ্ছে এবং পথসমূহ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ কথা শুনে নবীজী মিম্বরে আরোহণ করে হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। এ সময় তিনি

এত উঁচুতে হাত উঠালেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃশ্যমান হল। তারপর তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! এখন আর আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না, বরং আমাদের চারপাশে বর্ষণ করুন। এখন আপনি পাহাড়, পর্বত, টিলাসমূহ, উপত্যকাগর্ভ ও বৃক্ষময় স্থানে বর্ষণ করুন। এরপর মেঘমালা কাপড় গুটিয়ে যাওয়ার ন্যায় মদীনার আকাশ থেকে গুটিয়ে গেল। এই বর্ণনাধারাটি হযরত আনাস থেকে বর্ণিত মুসলিম আলমুলাইর বর্ণনাধারার সদৃশ। আবূ দাউদের সুনানে এর একাংশের 'শাহিদ' (সমর্থক) রিওয়ায়াত বিদ্যমান। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

বায়হাকী তাঁর 'আদ্দালাইল' গ্রন্থে আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান ...... আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযির আল আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন! তখন আবূ লুবাবা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) আমাদের খেজুর খলায় রয়েছে। আর এ সময় আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখতে পেলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন।" তখন আবূ লুবাবা দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খেজুর খলায়। তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন বর্ষণ দ্বারা সিক্ত করুন যেন আবূ লুবাবা (তার কাপড় ছেড়ে) তার খলার নালা তার লুঙ্গি দ্বারা বন্ধ করে। এরপর আকাশ প্রবলবেগে বর্ষণ শুরু করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নামায পড়ালেন। এদিকে লোকজন আবূ লুবাবার কাছে এসে বলল, হে আবূ লুবাবা! আকাশ এই বর্ষণ থেকে ক্ষান্ত হবে না, যতক্ষণ না তুমি বিবস্ত্র হয়ে তোমার লুঙ্গি দ্বারা তোমার খলার নালার মুখ বন্ধ করবে, যেমনটি আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন। রাবী বলেন, তখন আবূ লুবাবা গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে তার খলার নালামুখ তার লুঙ্গি দিয়ে বন্ধ করতে লাগল। এরপর আকাশের বর্ষণ থামল। এই হাদীসের সনদ 'হাসান' আর ইমাম আহমাদ এবং সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণও এর উল্লেখ করেননি। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এইরূপ বৃষ্টি প্রার্থনার ঘটনা তাবূক অভিযানকালে পথে থাকা অবস্থায় ঘটেছিল। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব, আমর ইবনুল হারিছ ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, একবার হযরত উমরকে বলা হল, আমাদেরকে অনটনকালের অবস্থা সম্পর্কে বলুন। তখন উমর (রা) বললেন, প্রচন্ড তাপদাহে আমরা তাবূক অভিমুখে বের হলাম। তারপর পথে একস্থানে যাত্রাবিরতি করলাম এবং সেখানে আমরা এমন পিপাসার্ত হলাম যে, আমাদের আশংকা হতে লাগল যে, আমাদের গ্রীবাস্থ ধমনী ছিঁড়ে যাবে। এমনকি আমাদের কেউ কেউ গিয়ে তার হাওদায় পানি খুঁজত, কিন্তু সে তা পেতোনা, তখন তার মনে হত তার গ্রীবা-শিরা যেন কখন ছিঁড়ে যাবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার উট জবাই করে তার নাড়িভূঁড়ি চিপে তা পান করত। তারপর তার অবশিষ্টাংশ তার যকৃতের উপর রাখত। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনাকে নেক দু'আয় অভ্যস্ত করেছেন। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, তুমি কিং তা ভালবাস ? আবূ বকর (রা) বললেন, জী হাঁ। তখন তিনি আসমানের দিকে হাত উঠালেন এবং হাত ফিরাতে না ফিরাতে আকাশ ভারী বর্ষণে আমাদেরকে সিক্ত করল। তখন লোকেরা তাদের সাথে থাকা সকল পাত্র পূর্ণ করে নিল। এরপর আমরা আশেপাশে বৃষ্টির অবস্থা দেখতে গেলাম। তখন আমরা দেখলাম, এই বৃষ্টি আমাদের সেনাছাউনী অতিক্রম করেনি। এই হাদীসের সনদ বেশ শক্তিশালী; কিন্তু (সিহাহ সিত্তার) ইমামদের কেউই তা রিওয়ায়াত করেননি।

ওয়াকিদী বলেন, এই যুদ্ধাভিযানে মুসলমানদের সাথে প্রায় বার হাজার উট এবং অনুরূপ সংখ্যা ঘোড়া ছিল। আর মুসলমানদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। রাবী বলেন, এ সময় এত অধিক পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, তা' ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিত করে ফেলল, এমন কি গর্ত ও নালাসমূহের পানি একটা থেকে উপচে অন্যটাতে পৌঁছতে লাগল। আর সেটা ছিল গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাপদহে। তার প্রতি আল্লাহ্‌র সালাত-সালাম। আর বিশুদ্ধ সহীহ্ হাদীসে নবী করীম (সা)-এর এরূপ কত ঘটনা বিদ্যমান। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরায়শদের হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের কারণে তিনি যখন বদদু'আ করলেন, যেন আল্লাহ্ ইউসুফ আলাইহিস সালামের কালের দুর্ভিক্ষের সাত বছরের ন্যায় সাত বছর দ্বারা কুরায়শদের আক্রান্ত করেন, তখন তারা এমন দুর্ভিক্ষের শিকার হল, যা সবকিছু নিঃশেষ করে দিল। ফলে তারা হাড়, কুকুর, নিম্নমানের ইলহীজ শাক প্রভৃতি আখাদ্য খেতে বাধ্য হল। তারপর আবূ সুফিয়ান তাঁর কাছে এসে তাদের এই দুরবস্থা দূর করার জন্য দু'আর সুপারিশ করলেন। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে তাদের এই দুরবস্থা উঠিয়ে নেয়া হয়। বুখারী হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ...... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব অনাবৃষ্টি দেখা দিলে হযরত আব্বাসের ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন 'হে আল্লাহ্ পূর্বে আমরা আপনার কাছে আমাদের নবীর ওসীলায় ফলে আপনি আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করতেন। আর এখন আমরা আপনার নবীর চাচার ওসীলায় আপনার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করছি আপনি আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন! রাবী বলেন, এভাবে তাঁরা বৃষ্টি লাভ করতেন। এটি বুখারীর একক বর্ণনা।

ভূমণ্ডলীয় মু'জিযাসমূহ

এর মধ্যে কোনটি জড়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত আর কোনটি জীব-জন্তুর সাথে। জড়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযাগুলির অন্যতম হল, বিভিন্নভাবে একাধিক স্থানে পানি বৃদ্ধিকরণ। অচিরেই আমরা এর বর্ণনা সূত্রসহ উল্লেখ করব। আর আমরা এর মাধ্যমে এই পরিচ্ছেদের সূচনা করলাম; কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক পানি প্রার্থনা এবং তার প্রার্থনায় আল্লাহ্ তা'আলার সাড়াদানের বিষয় আলোচনার পরবর্তীতে উল্লেখের জন্য এটাই অধিক প্রাসঙ্গিক। বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম, তখন আসরের নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছিল, অথচ লোকজন উযূর পানি পাচ্ছিল না। তাঁর কাছে উযূর পানি আনা হল, তখন তিনি সেই পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন, তারপর লোকদের সেই পাত্র থেকে উযূ করার নির্দেশ দিলেন। তখন আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের নিম্নদেশ থেকে পানি উৎসারিত হতে দেখলাম। এভাবে লোকেরা সকলেই উযূ করল। মালিকের বরাতে একাধিক সূত্রে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিরমিযী হাদীসখানি 'হাসান সহীহ্' বলেছেন।

ভিন্ন সূত্রে হযরত আনাসের আরেকটি বর্ণনা

ইমাম আহমাদ ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ ...... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন একদিকে বের হয়েছিলেন, তাঁর সাথে ছিল সাহাবাদের একটি দল। পথচলা অবস্থায় নামাজের সময় হল; কিন্তু উযূ করার মত কোন পানির সন্ধান পাওয়া গেল

না। তখন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরাতো উযূ করার মত কোন পানি পাচ্ছি না। এ সময় তিনি তার সাহাবাগণের চেহারায় এই অবস্থায় অসন্তোষের ছাপ দেখলেন। তখন তাঁদের এক ব্যক্তি গিয়ে একটি বড় পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে আসল। তখন আল্লাহর নবী সেটা নিয়ে তা থেকে উযূ করলেন। তারপর সেই পাত্রের উপর তাঁর হাতের চার আঙুল প্রসারিত করে বললেন, এসো, তোমরা উযূ করে নাও। তখন (সেই পানি দ্বারা) সকলে সুন্দরভাবে তাঁদের উযূ সম্পন্ন করলেন। হাসান বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁদের সংখ্যা ছিল কত ? তিনি বললেন, সত্তর কিংবা আশি। বুখারী আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক সূত্রে হায্ম ইব্ন মাহরান থেকে এভাবেই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

ভিন্ন সনদে হযরত আনাসের আরেকটি রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ, ইব্ন আবূ আদী ...... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নামাযের জন্য আযান দেয়া হল; তখন যাদের বাড়ি মসজিদের নিকটবর্তী, তাঁরা উযূ করার জন্য স্ব স্ব গৃহে গমন করলেন, আর যাঁদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে তাঁরা উযূ বিহীন অবস্থায় থাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাথরে নির্মিত একটি খেযাবের বাটি আনা হল। বাটিটি ছোট হওয়ায় তিনি তাতে তাঁর হাতের তালু প্রসারিত করতে পারলেন না। তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহ একত্র করে তাতে রাখলেন। আনাস বলেন, তখন সেই পাত্রের পানি দিয়ে দূরবর্তী গৃহবাসীরা সকলেই উযূ করলেন। হুমায়দ বলেন, হযরত আনাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁরা কতজন ছিলেন ? জবাবে তিনি বললেন, আশি কিংবা ততোধিক। এছাড়া বুখারী আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার নামাযের ওয়াক্ত হল, তখন যাদের বাড়ি নিকটবর্তী তারা বাড়িতে উযূ করতে গেলেন, আর অন্যেরা স্ব স্ব স্থানে রয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পাথরে নির্মিত খেযাবের বাটিতে করে পানি আনা হল। তিনি তাতে তাঁর হাতের তালু প্রসারিত করে রাখতে চাইলেন, কিন্তু বাটিটি ছোট হওয়ায় তা পারলেন না। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে তাতে বাটিটি স্থাপন করলেন, তখন সেই বাটির পানি থেকে সকলেই উযূ করলেন। রাবী হুমায়দ বলেন, আমি বললাম, তাঁদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি (আনাস) বললেন, তাঁরা ছিলেন আশিজন।

তাঁর বরাতে অন্য একটি সনদ

ইমাম আহমাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ...... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আয্যাওরাতে' অবস্থান করছিলেন, তখন একটি পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে আসা হল; যাতে তাঁর আঙ্গলসমূহ নিমজ্জিত হয় না। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে (সেই পানি থেকে) উযূ করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর হাতের তালু সেই পানিতে ধরে রাখলেন। তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে এবং অগ্রভাগ থেকে পানি উৎসারিত হতে থাকল। ফলে সকলে উযূ করে নিলেন। কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমরা ছিলাম তিনশ' বা তিনশ'র মত। বুনদার ইব্ন আবূ 'আদী সূত্রে বুখারী এবং আবূ মূসা সূত্রে মুসলিম এভাবেই হাদীসখানি

রিওয়ায়াত করেছেন। কারো কারো মতে, শু'বা থেকে। তবে বিশুদ্ধ হল, সাঈদ, কাতাদা থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে। তিনি (আনাস) বলেন, যাওরাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পানির পাত্র আনা হল। তখন তিনি পাত্রে তাঁর হাত ধরে রাখলেন। তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে পানি উৎসারিত হতে লাগল, তখন লোকেরা তা থেকে উযূ করল। কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের সংখ্যা কত ছিল ? জবাবে তিনি বললেন, তিনশ' বা তিনশ'র কাছাকাছি। এই হাদীসের পাঠ বুখারীর।

এ প্রসঙ্গে বারা ইব্ন 'আযিবের হাদীস

বুখারী মালিক ইব্ন ইসমাঈল ..... বারা ইব্ন 'আযিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হুদায়াবিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় ছিলাম চৌদ্দশ'। আর হুদায়বিয়া একটি কুয়া, আমরা (তা) এমনভাবে জলশূন্য করে ফেললাম যে, তাতে এককোটা পানিও অবশিষ্ট রইলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পাড়ে বসে পানি আনালেন। এরপর গড়্গড়ার সাথে কুলি করে সেই পানি কূয়াতে নিক্ষেপ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা সেই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করতে লাগলাম। এভাবে আমরা পান করে তৃপ্ত হলাম এবং আমাদের বাহনসমূহও তৃপ্ত হল অথবা ফিরে চলল। এই বর্ণনা সূত্র ও পাঠ এককভাবে বুখারীর।

বারা ইব্ন আযিবের অপর একটি হাদীস

ইমাম আহমদ, আফ্ফান ও হাশিম ...... হযরত বারা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা একটি অল্প পানির (অগভীর) কূপে এসে উপনীত হলাম। তিনি বলেন, তখন তাতে ছয় ব্যক্তি নামল, আমি ছিলাম তাদের ষষ্ঠজন। এরপর আমাদের কাছে একটি বালতি নামিয়ে দেয়া হল। বারা (রা) বলেন, এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুয়াটির পাড়ে। তখন আমরা তাতে বালতিটির অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ ডুবিয়ে পানি উঠালাম, তারপর তা টেনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উঠানো হল। বারা (রা) বলেন, এরপর আমি আমার পাত্রে গলা ভিজানো পরিমাণ পানি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি তাও পেলাম না। এরপর বালতিটি নবী করীম (সা)-এর কাছে উঠিয়ে আনলাম। তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে যা বলার বললেন, এবং বালতিতে যেটুকু পানি ছিল তাসহ-ই তা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হল। বারা (রা) বলেন, এরপর দেখলাম আমাদের একজনকে তার জলমগ্ন হওয়ার আশংকায় কাপড় ঝুলিয়ে বের করে আনা হল। এরপর কূয়া থেকে বিরামহীনভাবে পানি উৎসারিত হতে লাগল। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এর সনদও বেশ ভাল ও সবল। আর দৃশ্যত এটা হুদায়বিয়ার দিন ভিন্ন অন্য কোন ঘটনা। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

এ প্রসঙ্গে জাবির (রা)-এর বরাতে আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, সিনান ইব্ন হাতিম ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর কাছে পিপাসার অনুযোগ করলেন। জাবির (রা) বলেন, তখন তিনি একটি বড় পেয়ালা আনালেন, এরপর তাতে সামান্য পানি

ঢালা হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে তাঁর হাত রেখে বললেন, এবার তোমরা পান কর। তখন সকলে তা থেকে পান করলেন। জাবির (রা) বলেন, এ সময় আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে পানির ধারাসমূহ উৎসারিত হতে দেখেছি। এ সূত্রে হাদীসখানি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈলের হাদীস সংগ্রহ থেকে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র (রা)-এর বরাতে মুসলিমের যে দীর্ঘ একক বর্ণনা রয়েছে, তাতে রয়েছে– (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে পথ চলে এক প্রশস্ত উপত্যকায় উপনীত হলাম। তখন তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য উঠে গেলেন, আমি একটি পানির পাত্র হাতে তাঁকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আড়াল হওয়ার মত কোন গাছ-পালা দেখতে পেলেন না। হঠাৎ উপত্যকার পাড়ে দু'টি গাছ দেখতে পেয়ে তিনি তার একটির দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে আমার অনুগত হয়ে যাও, তখন তা নাকে লাগাম পরানো উটের ন্যায় অনুগত হয়ে নুয়ে পড়ল। এরপর তিনি অপর গাছটির কাছে এসে তার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে আমার অনুগত হয়ে যাও। তখন ডালটিও তাঁর সামনে নুয়ে পড়ল। এরপর উভয় ডালের মাঝে দাঁড়িয়ে সে দু'টিকে একত্র করে বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে আমাকে আবৃত করে তোমরা একত্র হয়ে যাও। তখন ডাল দুটি একত্রে মিলে গেল। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নৈকট্য অনুভব করে সরে যাবেন এই আশংকায় আমি দৌড়ে সরে যেতে লাগলাম এবং বসে বসে মনে মনে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পতিত হল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে (স্বাভাবিক অবস্থায়) দেখতে পেলাম এবং গাছ দু'টিকে দেখলাম তারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্ব স্ব কান্ডে দন্ডায়মান। তখন আমি নবী করীম (সা)-কে একবার থেমে তাঁর মাথা দ্বারা ডানে বামে ইঙ্গিত করতে দেখলাম। তারপর তিনি ফিরে আসলেন, তিনি যখন আমার কাছে পৌঁছলেন, তখন বললেন, হে জাবির! তুমি কি আমার অবস্থান স্থলটি দেখেছো ? তখন আমি বললাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি গাছ দু'টির কাছে যাও এবং তাদের উভয়টি থেকে একটি করে ডাল কেটে নিয়ে আস, আর তুমি যখন আমার অবস্থানে দাঁড়াবে তখন তোমার ডানপাশে একটি ডাল ছেড়ে দিবে, (রাখবে) বামপাশে একটি ডাল ছেড়ে দিবে (রাখবে)।

জাবির বলেন, তখন আমি দাঁড়িয়ে একটি পাথর নিলাম অতঃপর তা ভেঙে ধারালো করলাম এরপর আমি গাছ দু'টির কাছে আসলাম এবং তাদের উভয়টি থেকে একটি করে ডাল কাটলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানে এসে দাঁড়ালাম এবং আমার ডান দিক থেকে একটি এবং বাম দিক থেকে একটি ডাল ছাড়লাম এবং তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি তা' করেছি। জাবির বলেন, আমি বললাম, এটা কেন ? তিনি বললেন, আমি দুটি কবর অতিক্রম করলাম, যেখানে আযাব হচ্ছিল। তাই আমি চাইলাম, আমার সুপারিশ দ্বারা ডাল দু'টি তরতাজা থাকা পর্যন্ত তারা এই আযাব থেকে অব্যাহতি পাক। জাবির বলেন, এরপর আমরা (দু'জন) সেনাছাউনিতে ফিরে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে জাবির! সকলকে উযূ করতে বল। তখন আমি বললাম, কারোর উযূর প্রয়োজন আছে কি ? কারো উযূর প্রয়োজন আছে কি? জাবির বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো গোটা বাহিনীতে এক ফোঁটা পানি পাচ্ছি না, আনসারদের মধ্যকার এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর জন্য পানি ঠান্ডা করত। জাবির বলেন, তখন তিনি আমাকে বললেন, অমুক

আনসারীর কাছে গিয়ে দেখ, তার ডোলে কোন পানি আছে কিনা ? জাবির বলেন, তখন আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম তাতে সামান্য কয়েক ফোটা পানি রয়েছে, যদি আমি তা ঢালতে যাই, তাহলেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাতে সামান্য কয়েক ফোটা পানি দেখেছি, যদি আমি তা' ঢালতে যাই, তাহলেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, তুমি যাও, তাই আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন আমি তা তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম এবং তিনি তা হাত দিয়ে ধরে কিছু একটা বলতে লাগলেন– আমি জানিনা তা কী ? আর এ সময় তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা খোঁচা মারলেন, তারপর আমাকে তা দিলেন। তখন তিনি বললেন, হে জাবির! একটি পাত্র আনতে বল। তখন আমি (উচ্চস্বরে) বললাম, কে আছ, একটি পাত্র নিয়ে এসো। এরপর যখন তা' আমার কাছে আনা হল তখন আমি তা' রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রাখলাম। তখন তিনি এভাবে পাত্রের মাঝে ইশারা করলেন, তারপর হাতের তালু প্রসারিত করে, আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে তা পাত্রের তলদেশে রাখলেন এবং বললেন, হে জাবির! এটা ধর এবং বিসমিল্লাহ্ বলে (আমার হাতের উপর) ঢাল। তখন আমি বিসমিল্লাহ্ বলে (তার উপর) তা' ঢাললাম। এরপর দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে পানি সবেগে উৎসারিত হচ্ছে। তারপর পাত্রটির পানি উৎসারিত হতে লাগল এবং পাত্রটি ঘুরতে লাগল এমনকি তা পূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, হে জাবির! যাদের পানির প্রয়োজন আছে তাদেরকে ডেকে নাও! জাবির বলেন, এরপর লোকজন এসে পানি পান করে তৃপ্ত হল। তখন আমি বললাম, আর কারো পানির প্রয়োজন আছে কি ? তখন পাত্রটি পানিপূর্ণ অবস্থায় নবী করীম (সা) থেকে তাঁর হাত উঠালেন। জাবির বলেন, এদিকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ক্ষুধার অনুযোগ করল। তখন তিনি বললেন, অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে খাওয়াবেন। এরপর আমরা যখন সমুদ্রের তীরে পৌছলাম তখন তা আমাদের জন্য বিশাল এক মাছ ভাসিয়ে তীরে উঠিয়ে দিল। তখন আমরা তা রান্না করে এবং আগুনে ঝলসিয়ে খেয়ে তৃপ্ত হলাম। জাবির বলেন, আমি এবং অমুক, অমুক ও অমুক এভাবে তিনি পাঁচজনের উল্লেখ করলেন, সেই মাছের চক্ষু কোটরে অনায়াসে প্রবেশ করলাম, বাইরে থেকে কেউ আমাদেরকে দেখতে পেল না। অবশেষে আমরা তা থেকে বের হয়ে তার একটি পাঁজরের হাড় ধনুকাকৃতিতে রাখলাম এরপর আমাদের সাথের সবচে' বিশাল আরোহী ও সবচে বড় বোঝাবাহী উট ডেকে আনলাম। তখন সে মাথা না ঝুঁকিয়েই অনায়াসে তার নীচে প্রবেশ করল।

আর বুখারী মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকজন পিপাসার্ত হল। সে সময় নবী করীম (সা) তাঁর সামনে রাখা একটি পাত্র থেকে উযূ করছিলেন, এ সময় সকলে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হয়েছে ? তাঁরা বললেন, আপনার সামনের এই যৎসামান্য পানিটুকু ব্যতীত আমাদের উযূ করা এবং পান করার মত কোন পানি নেই। তখন তিনি পাত্রটিতে তাঁর হাত রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে প্রস্রবণের ধারার ন্যায় পানি উৎসারিত হতে লাগল। তখন আমরা (তা থেকে) পান করলাম এবং উযূ করলাম। (সালিম বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, যদি আমাদের সংখ্যা এক লক্ষও হত তাহলেও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত।

আমরা ছিলাম পনের শ'। হোসায়নের হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁরা উভয়ে আ'মাশের হাদীস সংগ্রহ থেকেই তা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাম্মাদ ..... শাকীক আলআবদী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সফরে বা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম, এ সময় আমাদের সংখ্যা ছিল দুশ' দশের কিছু বেশি। পথে নামাযের সময় হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লোকদের কাছে কি পানি আছে ? তখন একব্যক্তি দৌড়ে তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র নিয়ে আসল, যাতে সামান্য পানি ছিল। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা একটি পেয়ালায় ঢাললেন, তারপর তা থেকে অতি উত্তমভাবে উযূ করে পেয়ালাটি রেখে ফিরে গেলেন। তখন লোকেরা এই বলে পেয়ালিটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল যে, তোমরা তার অবশিষ্টাংশ শরীরে মুছে নাও। তিনি যখন তাঁদেরকে এরূপ বলতে শুনলেন তখন বললেন, তোমরা একটু ক্ষান্ত হও। রাবী বলেন, একথা বলে তিনি ঐ অবিশষ্ট পানিতে তাঁর হাতের তালু রাখলেন। তারপর 'বিসমিল্লাহ্' বললেন। তারপর বললেন, তোমরা তোমাদের উযূ পূর্ণ করে নাও। জাবির বলেন, শপথ ঐ সত্তার, যিনি আমার দৃষ্টি শক্তির ব্যাপারে আমাকে পরীক্ষা করেছেন, সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলসমূহের মাঝ থেকে পানি ঝর্ণার ন্যায় উৎসারিত হতে দেখেছি। ঐ পানি দ্বারা তাঁরা সকলে উযূ করার পূর্বে তিনি তাঁর হাত উঠাননি। এ হাদীসের সনদ বেশ ভাল, আর এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আর বাহ্যত এটা পূর্বের ঘটনা নয়, ভিন্ন একটি ঘটনা।

মুসলিম শরীফে সালামা ইব্‌ন আকওয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যখন আমরা হুদায়বিয়ায় পদার্পণ করলাম, তখন আমাদের সংখ্যা চৌদ্দশ' কিংবা ততোধিক। আর আমাদের সাথের পঞ্চাশটি পানিবাহী উট আমাদের পিপাসা নিবারণে সক্ষম ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কূয়ার পাড়ে বসে দু'আ করে তাতে থুক দিলেন। সালামা (রা) বলেন, তখন সবেগে কূয়া থেকে পানি উৎসারিত হতে লাগল এবং আমাদের বাহনগুলোকে পান করালাম এবং নিজেরাও পান করলাম।

বুখারী শরীফে যুহরীর হাদীস সংগ্রহ থেকে মিসওয়ার ও মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম সূত্রে বর্ণিত হুদায়বিয়ার সন্ধি বিষয়ে সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে পাশ কাটিয়ে হুদায়বিয়ার দূরতম প্রান্তে সামান্য পানির এক গর্তের পাশে অবস্থান নিলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানেই লোকেরা সেই পানি শেষ করে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পিপাসার অনুযোগ করল। তখন তিনি তাঁর তূণী থেকে একটি তীর নিয়ে তাদেরকে তা সেই গর্তের মধ্যে গেড়ে দিতে বললেন। আল্লাহ্র শপথ, সেখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত সেই জলাশয়টি তাদেরকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করল। হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ হাদীসখানি ইতিপূর্বে গিয়েছে বিধায় এখানে আর তা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কোন এক রাবীর সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তীর নিয়ে যিনি গর্তে নেমেছিলেন তিনি হলেন উট চালক নাজিয়া ইব্‌ন জুনদুব। তিনি বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা)। তারপর ইব্‌ন ইসহাক প্রথম টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি হাদীস

ইমাম আহমদ, হুসায়ন আল আশকর ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৈন্যশিবিরে কোন পানি পাওয়া গেল না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বাহিনীতে কোন পানি নেই। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোন পানি আছে ? সে ব্যক্তি বলল, জী, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি তা নিয়ে এসো। রাবী বলেন, তখন সেই ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি পাত্র নিয়ে আসল যাতে সামান্য পানি ছিল। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাত্র মুখে তাঁর আঙ্গুলসমূহ রেখে সেগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন- তখন তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে পানির ঝর্ণাধারা উৎসারিত হতে লাগল। আর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা কর, তারা যেন বরকতপূর্ণ উযূ করে নেয়। এটা আহমদের একক বর্ণনা। ইমাম তাবারানী, আমির আশ্‌শা'বীর হাদীস সংগ্রহ থেকে ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে হাদীসখানি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের একটি হাদীস

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তো আল্লাহর নিদর্শনাদিকে 'বরকত' বলে গণ্য করতাম, অথচ তোমরা তাকে ভয়ের কারণ বলে গণ্য করে থাক। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন আমাদের পানির সংকট দেখা দিল। তখন তিনি বললেন, তোমরা কোন পানির উচ্ছিষ্ট অংশ নিয়ে এসো। তখন তাঁরা একটি পাত্র নিয়ে আসল, যাতে সামান্য একটু পানি ছিল। তখন তিনি সেই প্াত্রে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বরকতময় পবিত্রতা অর্জনে এগিয়ে এসো। আর বরকত তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে পানি উৎসারিত হতে দেখেছি, আর আমরা তো খাবার যখন খাওয়া হত তখন তার থেকে 'তাসবীহ' শুনতে পেতাম। বুনদার থেকে তিরমিযী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেন এবং বলেন, হাদীসখানি হাসান সহীহ।

এ প্রসঙ্গে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন এর হাদীস

বুখারী, আবুল ওলীদ .... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন এক সফরে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় তাঁরা রাতভর পথ চললেন, ভোর বেলায় যাত্রা বিরতি করে তাঁরা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও (ক্লান্তিজনিত কারণে) ঘুমিয়ে গেলেন। এদিকে বেলা উঠে গেল। এরপর সর্বপ্রথম যিনি জাগলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবূ বকর, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ থেকে না জাগলে তাঁর ঘুম ভাঙ্গানো হতো না। এরপর উমর (রা) জাগ্রত হলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর শিয়রে বসে উচ্চ স্বরে তাকবীর বলতে লাগলেন, ফলে নবী করীম (সা) জাগ্রত হলেন এবং (তাঁবু থেকে) নেমে এসে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। এ সময় এক ব্যক্তি আমাদের সাথে নামায না পড়ে

দূরে সরে থাকল। সে যখন ফিরে আসল তখন নবী করীম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক, আমাদের সাথে নামায পড়া থেকে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো ? সে বলল, আমি 'জানাবাতগ্রস্ত'[১] হয়েছি। তখন তিনি তাকে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন। এরপর সে নামায আদায় করল। আর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্মুখের একটি বাহনের আরোহী করেছিলেন। এদিকে আমরা সকলে ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমরা আমাদের পথ চলছিলাম, হঠাৎ আমরা এক স্ত্রীলোকের দেখা পেলাম, যে দুটি মশকের মাঝে তার পদদ্বয় ছড়িয়ে রেখেছিল, তখন আমরা তাকে বললাম, পানি কোথায় ? সে বলল, এখানে কোন পানি নেই। আমরা তখন প্রশ্ন করলাম, তোমার গৃহবাসী ও পানির মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? সে বলল, একদিন একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চল। সে বলল, 'রাসূলুল্লাহ্' আবার কী ? তার এরূপ কথাবার্তা আমাদের কাছে অসহ্য মনে হল। আমরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখোমুখি এনে দাঁড় করালাম। তখন সে তাঁকেও ঐরূপ কথা বলল যা আমাদেরকে বলেছিল। আর তাকে অতিরিক্ত একথাও বলল যে, সে বিধবা। এরপর তিনি তার মশক দুটি নিয়ে আসতে বললেন, এবং সেগুলোর মুখ দুটি ছুঁয়ে দিলেন। তখন আমরা চল্লিশজন পিপাসার্ত তা থেকে পান করে তৃপ্ত হলাম এবং আমাদের সাথের সকল মশক ও পানির পাত্র সমূহ ভরে নিলাম। তবে আমরা কোন উটকে পান করাইনি। মহিলাটির ক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কাছে (খাদ্যদ্রব্য) যা কিছু আছে নিয়ে এসো। এভাবে তিনি তার জন্য রুটির অনেকগুলো টুকরা ও খেজুর সংগ্রহ করে দিলেন। স্ত্রীলোকটি সেগুলি নিয়ে তার স্বগোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের সাক্ষাৎ পেয়েছি অথবা তিনি আল্লাহ্র নবী হবেন; যেমন তাঁর সচরগণ দাবি করছে। এরপর আল্লাহ্ ঐ স্ত্রীলোকের মাধ্যমে ঐ যাযাবর গোত্রকে সত্যের পথ দেখালেন। ফলে স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করল এবং সাথে সাথে তার গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করল। সিল্ম ইব্ন রাযীনের হাদীস সংগ্রহ থেকে মুসলিম এভাবেই বর্ণনা করেছেন। আর বুখারী ও মুসলিম উভয়ে আওফ আল আ'রাবীর হাদীস সংগ্রহ থেকে .... ইমরান ইব্ন হুসায়নের বরাতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে– এরপর তিনি তাকে বললেন, এগুলি (রুটির টুকরা ও খেজুর) তোমরা পোষ্যপরিজনের জন্য নিয়ে যাও এবং বিশ্বাস কর যে, আমরা তোমার পানির সামান্য অংশও হ্রাস করিনি, আসলে আল্লাহ্ই আমাদেরকে পান করিয়েছেন। আর তাতে এও রয়েছে— তিনি যখন মশকের মুখ খুললেন তখন 'বিসমিল্লাহ্' বললেন।

এ বিষয়ে আবূ কাতাদা (রা) এর হাদীস

ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ... আবূ কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সফরে ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, আগামীকাল যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পিপাসায় কষ্ট পাবে। তখন দ্রুতগামী লোকেরা পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সদা লেগে থাকলাম। এদিকে তাঁর বাহন তাঁকে নিয়ে কাত হয়ে গেল। আর তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তখন

১. অর্থাৎ আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। -জালালাবাদী (সম্পাদক)

আমি তাঁকে ঠেকনা দিলাম আর তিনি আমার গায়ে হেলান দিলেন। এরপর তিনি আরো ঝুঁকলেন, আবার আমি তাঁকে ঠেকনা দিলাম আর তিনি আমার গায়ে হেলান দিলেন, এরপর তিনি আরো কাত হয়ে পড়েন যাতে তাঁর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন আমি তাঁকে পুনরায় ঠেকনা দিলাম তখন তিনি জেগে উঠলেন এবং বললেন, তুমি কে ? আমি বললাম, আবূ কাতাদা (রা)। তিনি বললেন, তোমার (আমাদের) এই পথচলা কতক্ষণ যাবৎ। আমি বললাম, রাতভর। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে হিফাযত করুন, যেভাবে তুমি তাঁর রাসূলের হিফাযত করেছো ? তারপর বললেন, যদি আমরা (রাতের শেষ প্রহরে) খানিকটা বিশ্রাম করে নিতাম। এই বলে তিনি একটি গাছের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর সেখানে নেমে বললেন, দেখতো, তুমি কাউকে দেখতে পাও কিনা ? আমি বললাম, এই যে একজন আরোহী, এই যে দুইজন, এভাবে তাদের সংখ্যা সাতে পৌঁছে গেল। তখন তিনি (এদেরকে বললেন) তোমরা আমাদের নামাযের প্রহরায় থাক, যেন তা কাযা না হতে পারে। এরপর আমরা ঘুমিয়ে গেলাম, তারপর সূর্যের তাপ গায়ে লাগার পূর্বে কেউই জাগতে পারলাম না, সূর্যোদয়ের পর আমরা জাগ্রত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহনে আরোহণ করে অগ্রসর হলেন এবং আমরাও কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বাহন থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে কি পানি আছে ? আবূ কাতাদা বলেন, আমি বললাম, আমার কাছে একটি উযূর পাত্র আছে তাতে সামান্য পানি রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি তা নিয়ে এসো। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে, তা নিয়ে আসলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা তা থেকে স্পর্শ কর। তোমরা তা থেকে স্পর্শ কর!! তখন লোকেরা তা থেকে উযূ করার পর এক ঢোক পরিমাণ অবশিষ্ট থাকল। তিনি আমাকে বললেন, আবূ কাতাদা, তা সংরক্ষণ কর, অচিরেই তার গুরুত্ব প্রকাশ পাবে। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং তিনি ফজরের পূর্বের দু'রাকাত আদায় করলেন তারপর ফজরের ফরয নামায পড়লেন।

এরপর তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং আমরাও বাহনে আরোহণ করলাম। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আমরা আমাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করলাম। একথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা কি বলাবলি করেছো ? যদি তোমাদের কোন পার্থিব ব্যাপার হয় তাহলে তা তোমাদের ব্যাপার আর যদি তা তোমাদের দীনের ব্যাপার হয়ে থাকে তবে তা আমার দিকে রুজু কর। লোকেরা বলল, আমরা আমাদের নামাযের ব্যাপারে হেলাফেলা করলাম। তিনি বললেন, ঘুমের কারণে কোন হেলাফেলা হয় না। হেলাফেলা প্রযোজ্য হয় জাগ্রত মানুষের ক্ষেত্রে। যখন তোমাদের ঘুমের কারণে নামায কাযা হয়ে যায় তখন তা পড়ে নিও, আর পরদিনই তার উপযুক্ত সময়। এরপর তিনি বললেন, তোমরা লোকদের অবস্থা অনুমান কর। তারা বলল, আপনি গতকাল বলেছিলেন, যদি তোমরা আগামীকাল পানি না পাও তাহলে পিপাসার্ত হবে। লোকেরা তো এখনো পানি পাচ্ছে। রাবী বলেন, সকালে যখন লোকেরা নবী করীম (সা)-কে খুঁজে পেল না তখন একে অন্যকে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল জলাশয়ে রয়েছেন। এ সময় তাদের মাঝে আবূ বকর ও উমর ছিলেন, তাঁরা দু'জন বললেন, হে লোকসকল! তোমাদেরকে ফেলে রেখে তিনি পানির উৎসে পৌঁছে যাওয়ার নন। লোকেরা যদি আবূ বকর ও উমরের কথা মানে তাহলে তারা সুপথ পাবে, এটা তারা তিনবার বললেন।

তারপর যখন দুপুরের উত্তাপ তীব্র হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দৃশ্যমান হলেন। তারা তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা পিপাসায় মরে গেলাম, আমাদের ঘাড়সমূহ অর্থাৎ ঘাড়ের শিরাসমূহ ছিঁড়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, তোমরা মরবে না। এরপর আবূ কাতাদাকে বললেন, হে আবূ কাতাদা! সেই উযূর পাত্রটি নিয়ে এসো। আমি সেটা তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, আমার পেয়ালাটি খুলে নিয়ে এসো! তখন আমি তা খুলে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তখন তিনি তাতে সেই (উযূর পাত্রের) পানি ঢালতে লাগলেন এবং লোকদেরকে পান করাতে থাকলেন। এ সময় লোকজন ভিড় করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সদাচারের সাথে ধীরস্থিরভাবে পান কর, কেননা, তোমাদের প্রত্যেকেই তৃপ্তি ভরে পান করতে পারবে। এভাবে লোকেরা সকলে পান করল। শুধু মাত্র আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাকি থাকলাম। তখন তিনি পানি ঢেলে আমাকে বললেন, আবূ কাতাদা! তুমি পান করে নাও। আবূ কাতাদা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আগে পান করুন তিনি বললেন, যে পান করায় তাকে সবশেষে পান করতে হয়। তখন আমি পান করলাম এবং তিনি আমার পর পান করলেন, আর যে পরিমাণ পানি ছিল তার সমপরিমাণ অবশিষ্ট রয়ে গেল। এ সময় সাহাবাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'।

আবদুল্লাহ বলেন, ইমরান ইব্ন হুসায়ন আমাকে জামে মসজিদে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিচয় বল। আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ আল আনসারী। তিনি বললেন, ঘরের খবর ঘরের লোকই বেশি জানে, ভেবে-চিন্তে হাদীস রিওয়ায়াত করবে, কেননা আমি ঐ রাত্রের সেই সাতজনের একজন। আমি যখন হাদীস বর্ণনা শেষ করলাম, তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিল না যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এই হাদীস সংরক্ষণ করেছে।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা, হুমায়দ আত্তবীল .... আবূ কাতাদা আল-মাওসেল সূত্রে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং অতিরিক্ত একথা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফরে রাত্রিকালে যাত্রা বিরতি করে বিশ্রাম করতেন তখন তাঁর ডান হাতকে বালিশ রূপে ব্যবহার করতেন, আর প্রভাতকালে যাত্রা বিরতিকালে তাঁর মাথা রাখতেন ডান হাতের তালুতে এবং কনুই পর্যন্ত হাত খাড়া রাখতেন। মুসলিম ও শায়বান ইব্ন ফাররূখ ...... আবূ কাতাদা আল-হারিছ ইব্ন রিরঈ (রা) সূত্রে সম্পূর্ণ হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে তার সর্বশেষ সনদেও তা রিওয়ায়াত করেছেন।

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত এরূপ একটি হাদীস

বায়হাকী আবূ ইয়া'লার হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আনাস ইব্ন মালিকের বরাতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এদের মাঝে আবূ বকর (রা)ও ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা দ্রুত চলে যাও। কেননা তোমাদের ও মুশরিকদের মাঝে একটি পানির উৎস রয়েছে। মুশরিকরা যদি তোমাদের আগে সেই পানির উৎসের দখল নিয়ে নেয় তাহলে তা সকলের জন্য কষ্টদায়ক হবে আর তোমরা এবং তোমাদের বাহনসমূহ ভীষণ পিপাসার শিকার হবে। আনাস (রা) বলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আটজনকে নিয়ে পিছিয়ে রইলেন। আমি ছিলাম তাদের নবম জন। তিনি তাঁর এ

সঙ্গীদেরকে বললেন, আমরা সামান্য নৈশ বিশ্রাম নিয়ে তারপর অন্যদের সাথে মিলিত হব, তোমরা কী বল ? তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর তাঁরা বিশ্রাম করলেন, সূর্যতাপ তাঁদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তারা আর জাগ্রত হলেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত হলেন এবং তাঁর সাহাবাগণও জাগ্রত হলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা অগ্রসর হয়ে তোমাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করে নাও! তখন তাঁরা তা' করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলেন। তখন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কারো সাথে কি পানি আছে ? তখন তাঁদের একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে একটি উযূর পাত্র রয়েছে, তাতে সামান্য পানি আছে। তিনি বললেন, তুমি তা নিয়ে এসো! তখন লোকটি তা নিয়ে আসল এবং আল্লাহ্র নবী তা ধরলেন। তারপর উভয় হাত দ্বারা তা মুছলেন, আর তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলতে লাগলেন, এসো, তোমরা উযূ করে নাও। তখন তাঁরা আসলেন আর আল্লাহ্র রাসূল তাঁদেরকে পানি ঢেলে দিতে থাকলেন। এভাবে তাঁরা সকলে উযূ শেষ করলেন। তখন তাঁদের একজন আযান ও ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। এরপর উযূর পাত্রধারী সাহাবীকে তিনি বললেন, তোমার উযূর পাত্র সংরক্ষণ করে রাখ। অচিরেই এর গুরুত্ব প্রকাশ পাবে।

একথা বলে তিনি সকলের আগে বাহনে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, লোকেরা কি করেছে বলে তোমরা মনে কর ? তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তাঁদের মাঝে আবূ বকর, উমর আছেন। সুতরাং লোকেরা সঠিক পথের দিশা পাবে। এরপর যখন মুসলমানদের বাহিনী সেখানে আগমন করে দেখতে পেল যে, তাদের পূর্বেই মুশরিকরা সেই পানির উৎসে পৌঁছে গেছে তখন বিষয়টি তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিল, উপরন্তু তাঁরা এবং তাঁদের বোঝাবহনকারী পশুরা ভীষণ পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, সেই উযূর পাত্রধারী লোকটি কোথায় ? লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এইতো সে এখানে। তিনি বললেন, তোমার পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন সে তা নিয়ে আসল আর তাতে সামান্য একটু পানি ছিল। এরপর তিনি বললেন, এসো, তোমরা সকলে পান করে নাও! আর তিনি নিজে তাঁদেরকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। এভাবে সকলে পান করলেন এবং তাঁদের আরোহণের পশু এবং ভারবাহী পশুপালকে পান করালেন এবং তাঁদের সাথের সকল মশক ও পানির পাত্র পূর্ণ করে নিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় আল্লাহ্ বায়ু প্রবাহ দ্বারা মুশরিকদের আক্রান্ত করলেন এবং মু'মিনদের জন্য তার সাহায্য অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করলেন। ফলে তাঁরা বিপুলসংখ্যক মুশরিককে হত্যা করলেন, বহুসংখ্যককে বন্দী করলেন এবং বহু গনীমত লাভ করলেন। আর অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে সহীহ সালামতে (বিজয়ীরূপে) ফিরে আসলেন।

কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত জাবির সূত্রে এরূপ একটি রিওয়ায়াত গত হয়েছে। আর এটা মুসলিম শরীফে বিদ্যমান। আর তাবূক অভিযানের প্রসঙ্গে আমরা ঐ রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি, যা মুসলিম, মালিক .... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সেখানে)

তাবূক অভিযানকালে দুই সালাত একত্র করা সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আগামীকাল আল্লাহ্ চাইলে তোমরা তাবূকের জলাশয়ে উপনীত হবে। পূর্বাহ্ণের পূর্বে তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যেই সেখানে পৌঁছবে, সে যেন আমার না আসা পর্যন্ত সেখানকার কোন পানি স্পর্শ না করে। মু'আয (রা) বলেন, এরপর আমরা সেখানে এসে পৌঁছলাম, অবশ্য দুই ব্যক্তি আমাদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল, আর পানির উৎসটি ছিল সবুজ ঘাসের গুচ্ছসদৃশ, যা অতি সামান্য সামান্য পানি উৎসারিত করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তার পানি স্পর্শ করেছ ? তারা বলল, জী হাঁ। তখন তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বেশ কিছু কথা বললেন। তারপর লোকেরা সেই পানির উৎস থেকে হাতের কোষ ভরে সামান্য সামান্য পানি নিল। এমনকি তা একটি পাত্রে সংগৃহীত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই (সামান্য) পানি দ্বারা তাঁর উভয় হাত এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, তারপর তা আবার সেই পানির উৎসে ঢেলে দিলেন। তখন সেই উৎস থেকে প্রচুর পানি উৎসারিত হতে লাগল। তখন লোকেরা তা থেকে পান করল।

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে মু'আয! আল্লাহ্ যদি তোমাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে হয়ত তুমি দেখবে, এখানকার সবকিছু বাগ-বাগিচায় পূর্ণ। আর 'প্রতিনিধিদল অধ্যায়ে' আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনউম সূত্রে যিয়াদ ইব্ন হারিছ আসসদাঈ থেকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে আগমনের ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি যে দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাতে রয়েছে ঃ তারপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের একটি কূয়া রয়েছে, শীতকালে আমরা তাতে পর্যাপ্ত পানি পাই এবং সকলে একত্রে অবস্থান করি, আর গ্রীষ্মকালে তার পানি কমে যায়; তখন আমরা আমাদের আশেপাশের পানির উৎস সমূহে ছড়িয়ে পড়ি (আর একত্রে থাকা হয় না)। আর ইতিপূর্বে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের শত্রু। আপনি আমাদের কূয়ার জন্য দু'আ করুন; যেন তার পানি আমাদের জন্য (সবসময়) পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে, যাতে আমরা একত্রে থাকতে পারি, আমাদের আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন না হয়। তখন তিনি সাতটি কংকর আনালেন এবং তাঁর হাত দিয়ে সেগুলিকে মললেন এবং সেগুলির মাঝে দু'আ পড়ে দিলেন। তারপর বললেন, এই কংকরগুলি নিয়ে যাও, তোমরা যখন কূয়ার পাড়ে পৌঁছবে তখন আল্লাহ্র নাম নিয়ে একটি একটি করে সেগুলি কূয়ায় নিক্ষেপ করবে। আস্সদাঈ বলেন, তখন তিনি আমাদেরকে যা বললেন, আমরা তাই করলাম। এরপর আর আমরা কখনও সেই কূয়ার তলদেশের দেখা পাইনি। এই হাদীসের মূল অংশ ইমাম আহমদের মুসনাদে এবং ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজার সুনান সমূহে বিদ্যমান। আর হাদীসখানির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে ইমাম বায়হাকীর 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে। নিম্নে ইমাম বায়হাকী প্রদত্ত শিরোনামে তা উল্লেখিত হল ঃ

অধ্যায়

কুবায় অবস্থিত কুয়ায় তাঁর যে বরকত প্রকাশ পেয়েছিল

আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল আলাভী, আবূ হামিদ ইবনুশ্ শারকী সূত্রে ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কুবায় তাঁদের কাছে আগমন করলেন এবং তাদের কাছে সেখানকার একটি কুয়ার সন্ধান জানতে চাইলেন। তখন আমি তাঁকে তার সন্ধান দিলাম। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এই কুয়ার অবস্থাতো এমন ছিল, কোন ব্যক্তি যদি তার গাধার পিঠে (কয়েক মশক) পানি বহন করে নিয়ে যেত তাহলেই তা শুকিয়ে যেত। এরপর (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসলেন, এবং একটি (বিশাল) বালতিতে সেখান থেকে পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর হয় তিনি থেকে উযূ করলেন কিংবা তাতে থুথু দিলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে সেই পানি কুয়ায় ঢেলে দেয়া হল। রাবী বলেন, এরপর থেকে আর এই কূয়া কখনও শুকায়নি। রাবী বলেন, এরপর আমি তাঁকে পেশাব করে এসে উযূ করতে এবং উভয়পার্শ্ব মাসেহ করে নামায পড়তে দেখেছি।

আবূ বকর আল বায্‌যার, আল ওলীদ ইব্‌ন আমর ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে আমাদের অতিথি হলেন, তখন আমরা তাঁকে জাহিলিয়াতে 'আন্‌নাযূর' (স্বল্পপানির কূপ) নামে খ্যাত আমাদের কূয়ার পানি পান করালাম। তখন তিনি তাতে থুক দিলেন। তখন থেকে সেই কুয়া আর শুকাত না। তারপর রাবী বলেন, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নবী করীম (সা)-এর বরকতে খাদ্য বৃদ্ধি

একাধিক স্থানে নবী করীম (সা)-এর বরকতে দুধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমাম আহমদ ..... রাওহ ..... মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম, ক্ষুধার তাড়নায় আমি আমার যকৃৎ (বরাবর পেট) মাটিতে চেপে ধরতাম। আর কখনও বা ক্ষুধার তাড়নায় আমি পেটে পাথর বেঁধে নিতাম। একদিন আমি ঐ পথের সামনে বসলাম যে পথ দিয়ে সকলে বের হয়। প্রথমে আবূ বকর (রা) বের হলেন। তখন আমি তাঁকে কিতাবুল্লাহর একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম, আমার উদ্দেশ্য ছিল এ কারণে তিনি আমাকে তাঁর সাথে যেতে বলবেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না। এরপর উমর (রা) বের হলেন। তখন আমি তাঁকেও কিতাবুল্লাহ্‌র একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম। এবারও আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়ত তিনি আমাকে তাঁর সাথে যেতে বলবেন। কিন্তু না, তিনিও তা করলেন না। এরপর আবুল কাসিম (সা) বের হলেন। তিনি আমার চেহারার আবেদন এবং মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি তাঁকে বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাযির)। তখন তিনি বললেন, আমার সাথে এসো। এরপর আমি ভিতরে প্রবেশের

অনুমতি প্রার্থনা করলাম, তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় দুধ দেখতে পেলাম। এ সময় তিনি তাঁর গৃহবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ তোমরা কোথায় পেলে ? তখন তাঁরা বললেন, অমুক ব্যক্তি (বা অমুক পরিবার রাবীর সংশয়) আমাদের তা হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন তুমি যাও, (মসজিদে নববীর) সুফ্ফাবাসীদের ডেকে নিয়ে এসো!

আবূ হুরায়রা বলেন, এই সুফ্ফাবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি, তাঁরা কোন স্বজন-পরিজন কিংবা ধনসম্পদের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তিনি তার অংশ বিশেষ নিতেন এবং তাদের কাছেও তা থেকে পাঠাতেন। আর তাঁর কাছে যখন কোন সাদ্কা আসত, তখন তার সবটুকুই তিনি তাদের কাছে পাঠাতেন; নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আবূ হুরায়রা বলেন, তা (রাসূলের নির্দেশ) আমাকে আশাহত করল; কেননা, আমি আশা করেছিলাম যে, ঐ দুধ থেকে যদি কিছুটা পান করতে পারি তাহলে তা অবশিষ্ট দিন ও রাতের জন্য আমার দেহে শক্তি সঞ্চয় করতে পারব। আর আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি হলাম তাদের আহ্বানের দূত। তারা যখন আসবে, তখন আমাকেই তাদেরকে এই দুধ পান করাতে হবে। আর তারপর আমার জন্য এই দুধের কীইবা বাকি থাকবে ? কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করে তো কোন উপায়ও নেই। তখন আমি গিয়ে তাঁদেরকে ডাকলাম এবং তাঁরা এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন, তখন তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করে যার যার ন্যায় বসলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা, পেয়ালাটি নাও এবং এদেরকে পান করাতে থাকো। তখন আমি পেয়ালাটি নিলাম এবং তাদেরকে পান করাতে লাগলাম.। একজন পেয়ালাটি ধরে তারপর পান করে তৃপ্ত হয়ে তা ফিরিয়ে দেয়।

এভাবে আমি সর্বশেষ জনকে পর্যন্ত পান করালাম এবং পেয়ালাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলাম। তিনি তখন পেয়ালাটি নিয়ে তাঁর হাতে রাখলেন। এ সময় পাত্রটিতে সামান্য দুধ অবশিষ্ট ছিল। এরপর তিনি মাথা তুলে মৃদু হেসে আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি তখন বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, এখন শুধু আমি আর তুমি বাকি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন, এখন তুমি বস, পান কর। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন আমি বসে পান করলাম। তারপর তিনি বললেন, আরো পান কর, তখন আমি আবার পান করলাম। এভাবে তিনি আমাকে 'পান কর' বলতে থাকলেন, আরা আমিও বারবার পান করতে থাকলাম। অবশেষে আমি বললাম, না ! শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আর পান করার কোন উপায় দেখছি না। তিনি বললেন তাহলে এবার পেয়ালাটি আমাকে দাও। তখন আমি পেয়ালাটি তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলাম। তিনি তখন অবশিষ্ট দুধ (থেকে) পান করলেন। বুখারী আবূ নু'আয়ম এবং মুহাম্মাদ মুকাতিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিরমিযী আব্বাদ ইব্ন ইউনুস ইব্ন বুকায়র সূত্রে। আর ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করেন, হাদীসখানি সহীহ্।

ইমাম আহমদ, আবূ বক্র ইব্ন আয়্যাশ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উক্বা ইব্ন আবূ মুআইতের মেষপাল চরাতাম। তখন (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বক্র আমাকে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্) আমাকে

বললেন, হে বালক, তোমার কাছে কি দুধ আছে ? ইব্‌ন মাসঊদ বলেন, আমি বললাম, জী হাঁ। তবে আমি তো তার রক্ষক। তিনি বললেন, এমন কোন মাদী মেষ আছে কি যা এখনও নরের সংস্পর্শে আসেনি ? (তার একথা বলার পর) আমি তাঁর কাছে (তেমন) একটি মাদী মেষ নিয়ে আসলাম। তখন তিনি তার ওলানে হাত বুলালেন, ফলে তাতে দুধ নামল। তখন তিনি একটি পাত্রে তা দোহন করলেন। এরপর তিনি নিজে পান করলেন এবং আবূ বক্‌র (রা)-কে পান করালেন। তারপর তিনি ওলান লক্ষ্য করে বললেন, সংকুচিত হও, তখন তা সংকুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনি এই কথা থেকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, হে বালক, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন! তুমি তো বেশ সুবোধ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত।

এছাড়া ইমাম বায়হাকী আবূ আওয়ানার হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদের বরাতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। সে রিওয়ায়াতে ইব্‌ন মাসঊদ বলেন ঃ তখন আমি তাঁর কাছে অল্প বয়স্ক একটি মাদী মেষ নিয়ে আসলাম। তিনি তার পা তাঁর পায়ের গোছা ও রানের মাঝে রেখে চেপে ধরে ওলানে হাত বুলাতে লাগলেন এবং দু'আ করতে লাগলেন। আবূ বকর (রা) তখন একটি পাত্র নিয়ে আসলেন আর তিনি তাতে দুধ দোহন করলেন। প্রথমে আবূ বকরকে পান করালেন। তারপর নিজে পান করলেন। তারপর ওলান লক্ষ্য করে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও! তখন তা সংকুচিত হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এই কথা থেকে শিক্ষা দিন। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি তো বেশ সুবোধ ও সুশিক্ষিত বালক। এরপর আমি তাঁর থেকে সত্তরটি সূরা শিখেছি, কোন মানুষ এ নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করেনি।

ইতিপূর্বে হিজরতের আলোচনায় উম্মে মা'বাদের হাদীস এবং নবী করীম (সা) কর্তৃক তার মেষ দোহনের কথা বিগত হয়েছে। আর তার এই মেষটি ছিল শীর্ণকায়। তার ওলানে কোনও দুধ ছিল না। কিন্তু তার দুধ দোহন করে তিনি ও তাঁর সাথীগণ তা পান করলেন এবং তাঁর কাছে দুধের একটি বিশাল পাত্র রেখে গেলেন এবং তাঁর স্বামী এসে তা দেখতে পেলেন।

এছাড়া নবী করীম (সা)-এর আযাদকৃত দাসগণ ছাড়া যারা তাঁর খিদমত করতেন, তাঁদের মধ্যে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ এর আলোচনায় বিগত হয়েছে যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আসা দুধ পান করলেন। তারপর রাত্রিকালে তার নিজের একটি বকরী জবাই করতে গেলেন তখন তিনি তার ওলানে প্রচুর দুধ দেখতে পেলেন। তারপর তা দোহন করে অনেক বড় একটি পাত্র পূর্ণ করলেন (হাদীস)।

আবূ দাউদ তয়ালিসী, যুহায়র ..... ইবনাতু হুবাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি বকরী নিয়ে আসলেন, তখন তিনি তাকে দোহন করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে তোমাদের সবচে বড় পাত্রটি নিয়ে আস। তখন আমরা তাকে আটা খামীর করার বড় একটি পাত্র এনে দিলাম। তখন তিনি দোহন করে তা পূর্ণ করে ফেললেন। তারপর বললেন, তোমরা এবং তোমাদের প্রতিবেশীরা পান কর।

বায়হাকী, আবুল হুসায়ন ইব্‌ন বুশরান ..... (সাহাবী) নাফি' (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম, আমাদের সংখ্যা

ছিল চারশ'র মত। পথে আমরা পানিশূন্য এক প্রান্তরে যাত্রা বিরতি করলাম। তখন তাঁর সাহাবীগণের জন্য তা কষ্টকর হল, কিন্তু তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূলই অধিক জানেন। সাহাবী নাফি' বলেন, এ সময় দু'শিংওয়ালা ছোট একটি বকরী এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়াল। তখন তিনি এটাকে দোহন করলেন। তারপর নিজে সেই দুধ পান করে তৃপ্ত হলেন এবং তাঁর সাহাবাগণকেও পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। তারপর বললেন, হে নাফি'! তুমি তাকে আজ রাতে হাতছাড়া করো না, অবশ্য আমার মনে হয় না তুমি তা পারবে। তিনি বলেন, এরপর আমি এটাকে ধরলাম এবং একটি খুঁটি পুঁতে তার সাথে দড়ি দিয়ে (ভালভাবে) বেঁধে রাখলাম। তারপর আমি রাতের একাংশে উঠে দেখলাম বকরীটি নেই, আর আমি দড়িটিকে পড়ে থাকতে দেখলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি আমাকে প্রশ্ন করার পূর্বেই আমি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, হে নাফি'! যিনি ওটাকে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই ওটা নিয়ে গেছেন। বায়হাকী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ..... খালফ ইব্‌ন ওলীদ ..... আবান সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর বর্ণনাসূত্র এবং পাঠ উভয়টির দিক থেকেই হাদীসটি অত্যন্ত 'গরীব'। তারপর বায়হাকী আবূ সাঈদ আল-মালীনী ..... আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সা'দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার জন্য বকরীটি দোহন কর। তিনি বলেন, আর আমার জানা মতে সে স্থানে কোন বকরী ছিল না। তিনি বলেন, এরপর আমি এসে (দেখলাম বকরীটি দুধে পূর্ণ) সাদ বলেন, তখন আমি দুধ দোহন করে বকরীটিকে দেখেশুনে রাখলাম এবং এটাকে দেখে রাখতে লোকজনকে বললাম। রাবী বলেন, এরপর আমরা সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হওয়ায় তা হারিয়ে গেল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বকরীটি উধাও হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তার একজন মালিক রয়েছেন। এটাও বর্ণনাসূত্র ও পাঠের বিবেচনায় অত্যন্ত 'গরীব' হাদীস। এর সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বিদ্যমান। আর প্রাণী সম্পর্কিত মু'জিযা বর্ণনায় হরিণীর ঘটনা সম্বলিত হাদীস অচিরেই আসছে।

নবী (সা) কর্তৃক উম্মু সুলায়মের ঘি বর্ধন

হাফিয আবূ ইয়া'লা, শায়বান ..... আনাস (রা) সূত্রে তাঁর আম্মা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন যে, তাঁর (মায়ের) একটি বকরী ছিল। তিনি তার দুধের ঘি একটি মাটির বয়ামে সংগ্রহ করলেন। বয়ামটি পূর্ণ করার পর তিনি তার রাবীবাকে[১] দিয়ে (রাসূলুল্লাহ্ সা-এর কাছে) পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, হে রাবীবা, এই ঘিয়ের বয়ামটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে দিয়ে দাও। তিনি তা ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করতে পারবেন। তখন রাবীরা গিয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘিয়ের এই বয়ামটি উম্মু সুলায়ম আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তখন তাঁর ঘরের লোকদেরকে বললেন, তোমরা তার বয়ামটি খালি করে দাও। তখন বয়ামটি খালি করে তাকে দিয়ে দেয়া হল। এরপর সে তা নিয়ে ফিরে আসল। উম্মু সুলায়ম তখন তাঁর ঘরে ছিলেন না। তখন সে বয়ামটি একটি পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল। এরপর উম্মু সুলায়ম ঘরে ফিরে দেখলেন বয়ামটি পূর্ণ, তা থেকে টপাটপ করে

১. রাবীবা শব্দটি দাই এবং সতীন কন্যা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে ঠিক কোন অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত তা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। এখানে রাবীবা নামও হতে পারে। — জালালাবাদী (সম্পাদক)

ঘি ঝরছে। তখন তিনি বললেন, হে রাবীবা! আমি কি তোমাকে এই ঘিয়ের বয়ামটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলিনি ? তখন সে বলল, আমি তা করে এসেছি। আপনার বিশ্বাস না হলে আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন। তখন তিনি রাবীবাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেলেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার মাধ্যমে আমি আপনার কাছে ঘিপূর্ণ একটি বয়াম পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, সে তা করেছে। সে তা নিয়ে এসেছিল। উম্মু সুলায়ম বললেন, শপথ ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সত্য ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাতো এখনও পূর্ণ হয়ে আছে, তা থেকে ঘি টপকাচ্ছে। আনাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তুমি আল্লাহ্র নবীকে খাওয়াতে চেয়েছ, তাই আল্লাহ্ যদি তোমাকে খাওয়াতে চান তাহলে আশ্চর্যের কী আছে ? তা থেকে তুমি নিজে খাও অন্যদেরকেও খাওয়াও। উম্মু সুলায়ম বলেন, তখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং সেই ঘি আমাদের একটি বড়পাত্র এবং অন্যান্য পাত্রে নিয়ে বন্টন করলাম, আর এরপর বয়ামে যা অবশিষ্ট থাকল তা আমরা একমাস বা দুইমাস ঘরে ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করলাম।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

বায়হাকী, হাকিম ..... উম্মু আওস আল-বাহযিয়্যা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি একটি পাত্রে ঘি জমা করে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাদিয়া দিলাম। তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং পাত্রে সামান্য ঘি অবশিষ্ট রেখে তাতে ফুঁ দিয়ে বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তাঁর গৃহবাসীদের বললেন, তার পাত্রটি ফিরিয়ে দাও। তাঁরা যখন তা ফিরিয়ে দিলেন তখন তা ঘিতে টইটম্বুর। উম্মু আওস বলেন, তখন আমি ধারণা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝি তা গ্রহণ করেননি। তখন তিনি বিলাপ করতে করতে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তা জমা করেছি আপনার খাওয়ার জন্য! (আপনি কেন তা গ্রহণ করেননি) তখন নবী করীম (সা) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দু'আ কবুল হয়েছে তখন তিনি বললেন, তোমরা গিয়ে তাকে বল, সে যেন বরকতের দু'আ করে তা খেতে থাকে। এরপর উম্মু আওস নবী করীম (সা)-এর অবশিষ্ট জীবনকাল এবং আবূ বকর, উমর ও উছমানের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত তা খেয়েছিলেন। এরপর হযরত আলী ও মু'আবিয়ার মাঝের বিরোধকালে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

অপর একটি হাদীস

বায়হাকী, হাকিম ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মু শুরায়ক নামে দাওস গোত্রের একজন স্ত্রীলোক ছিলেন, এক রমযানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আবূ হুরায়রা তাঁর হিজরত এবং ঐ ইয়াহূদীর সহচার্য বিষয়ক হাদীস উল্লেখ করেছেন, এবং আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পিপাসার্ত হলেন, কিন্তু ইয়াহূদী না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ইয়াহূদী তাকে পানি পান করাতে অস্বীকার করল। এরপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। স্বপ্নে দেখলেন যে, কেউ তাঁকে পানি পান করাচ্ছে। এরপর তিনি যখন জাগলেন তখন তিনি পিপাসামুক্ত-তৃপ্ত। তারপর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের ঘটনা বললেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁর নিজের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলেন; কিন্তু

তিনি নিজেকে নবী করীম (সা)-এর উপযুক্ত ভাবলেন না। তিনি বললেন, তার চেয়ে বরং আপনার পছন্দের কারো সাথে আমার বিবাহ দিন। তখন তিনি হযরত যায়দের সাথে তাঁর বিবাহ দিলেন এবং মোহরানা স্বরূপ তাঁকে তিরিশ সা' (যব) প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তা থেকে তোমরা খেতে থাক, মাপামাপি করো না। আর তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হাদিয়া স্বরূপ একটি ঘিয়ের বয়াম ছিল। তখন তিনি তার পরিচারিকাকে নির্দেশ দিলেন তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে। এরপর বয়ামটি খালি করা হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মুখ না বেঁধে তা ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। এরপর উম্মু শুরায়ক এসে সেই পাত্রটিকে পূর্ণ দেখতে পেয়ে তাঁর পরিচারিকাকে বললেন, আমি কি তোমাকে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলিনি ? তখন সে বলল, আমি তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এরপর তাঁরা বিষয়টি নবীজীর কাছে উল্লেখ করলে তিনি তাঁদেরকে তার মুখ না বাঁধার নির্দেশ দিলেন, এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর উম্মু শুরায়ক তার মুখ বাঁধলেন, এরপর তারা সেই যব মেপে দেখলেন, তা ত্রিশ সা'ই রয়েছে, একটুও হ্রাস পায়নি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, হাসান ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উম্মু মালিক আল বাহ্যিয়্যা নবী করীম (সা)-কে তাঁর একটি বয়ামে ঘি হাদিয়া পাঠাতেন। একবার তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে ব্যঞ্জন চাইল, কিন্তু সে সময় তার কাছে কিছুই ছিল না। তখন তিনি তাঁর ঐ ঘিয়ের বয়ামটি নিংড়ে তাদেরকে দিলেন যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। তখন নবীজী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তা নিংড়ে ফেলেছো ? তখন আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন, তুমি যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিতে তাহলে তার ঘি প্রদান অব্যাহত থাকত। তারপর ইমাম আহমদ এই সনদে জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তাঁর কাছে এসে এক ব্যক্তি খাবার চাইল, তখন তিনি তাকে অর্ধওয়াসাক যব দান করলেন। এরপর সেই ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং তাদের একজন অতিথি তা থেকে দীর্ঘদিন খেল। অবশেষে তারা একদিন তা পরিমাপ করায় তা নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা যদি তা না মাপতে তাহলে তোমরা অব্যাহতভাবে তা খেতে পারতে এবং তা তোমাদের জন্য স্থায়ী হত। মুসলিম আবুয্ যুবায়র থেকে ভিন্নসূত্রে এই হাদীস দু'টি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ তাল্হা আনসারী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপ্যায়ন

বুখারী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ..... ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন-একবার আবূ তালহা উম্মু সুলায়মকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষীণ স্বরে আমি ক্ষুধার আভাস পাচ্ছি, তোমার কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে ? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি যবের চাকতি রুটি বের করলেন, তারপর তার একটি ওড়না বের করে তার একাংশ দিয়ে রুটিগুলি পেঁচিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন আর একাংশ দিয়ে আমার হাত পেঁচিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন। আনাস বলেন, তখন আমি তা নিয়ে

গেলাম এবং তাঁকে লোকদের সাথে মসজিদে পেলাম। তখন আমি (লোকজনের) সরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় থাকলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি আবূ তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন, খাবার দিয়ে ? আমি বললাম, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে বললেন, তোমরা সবাই ওঠো! এ কথা বলে তিনি সকলকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। আমিও তাদের সামনে সামনে এসে আবূ তালহার কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন আবূ তালহা বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! এই যে আল্লাহ্‌র রাসূল সাথীদের নিয়ে হাযির; অথচ তাদেরকে খাওয়ানোর মত আমাদের কাছে কিছু নেই। তখন উম্মু সুলায়ম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এ কথা বলে আবূ তালহা অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এরপর আবূ তালহাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার কাছে কি আছে আন দেখি! তখন তিনি সেই রুটি আনলেন। এরপর আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশে তা টুকরো টুকরো করা হল এবং উম্মু সুলায়ম একটি ঘিয়ের পাত্র নিংড়ে ব্যঞ্জন স্বরূপ তাতে যোগ করলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যা বলার তা বললেন (অর্থাৎ কিছু একটা দু'আ করলেন)। এরপর বললেন, দশজনকে ভিতরে আসতে বল। তখন আবূ তালহা তাঁদের (দশজনকে) ভিতরে আসতে বললেন এবং তারা খেয়ে তৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। তারপর বললেন, আরো দশজনকে আসতে বল। তখন তাঁরাও এসে খেলেন এবং তৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসলেন। এভাবে দশজন দশজন করে সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। আর তাঁদের সংখ্যা ছিল সত্তর কিংবা আশি জন। বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে অন্য কয়েকস্থানে এবং মুসলিম একাধিক সূত্রে ইমাম মালিক থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

আনাস (রা) থেকে অন্য একটি সূত্র

আবূ ইয়া'লা, হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ক্ষুধার্ত দেখে তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলায়মের কাছে এসে বললেন, আমিতো আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম। তোমার কাছে কি খাওয়ার মত কিছু আছে ? তিনি বললেন, এক মুদ্[১] পরিমাণ ময়দা ও যব ব্যতীত আর কিছুই নেই। আবূ তালহা বললেন, তাহলে তুমি তা খামীর করে প্রস্তুত করে রেখো। এখনই আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে ডেকে আনছি, তিনি আমাদের গৃহে খাবেন। আনাস বলেন, তখন তিনি তা ছানলেন এবং রুটির আকৃতি দিলেন, তখন একটি রুটির গোলক প্রস্তুত হল। তখন আবূ তালহা বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্‌র রাসূলকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তাঁর সাথে তাঁর সাথীরাও ছিলেন। এই সনদের মধ্যস্থ রাবী মুবারক বলেন, আমার ধারণা, তিনি আশির বেশি বলেছেন। আনাস বলেন, তখন আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ তালহা আপনাকে আহ্বান করেছেন। তখন তিনি তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আবূ তালহার আহ্বানে সাড়া দাও! আমি তখন তটস্থ হয়ে তাঁকে জানালাম যে, তিনি তাঁর সকল সহচর নিয়ে এসেছেন।

---

১. শস্যের পরিমাপ বিশেষ।

ছাবিত বলেন, আবূ তালহা বললেন, আমার গৃহে কী আছে সে ব্যাপারে আমার চাইতে আল্লাহ্‌র রাসূলই অধিক জানেন। তাঁরা উভয়ে (বুকায়র ও ছাবিত) আনাস সূত্রে বলেন, তখন আবূ তালহা অগ্রসর হয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের গৃহে তো এ মুহূর্তে একটি রুটির গোলক ছাড়া কিছুই নেই। আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম, তাই উম্মু সুলায়মকে বললাম, তখন সে এই গোলক বানাল। আনাস বলেন, তখন তিনি সেই রুটির গোলকটি আনলেন এবং একটি পাত্র আনিয়ে তাতে রাখলেন। এরপর বললেন, ঘি আছে? আবূ তালহা বললেন, ঘিয়ের পাত্রে সামান্য ঘি ছিল। আনাস বলেন, তখন আবূ তালহা তা নিয়ে আসলেন। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ তালহা দু'জনে মিলে তা নিংড়াতে লাগলেন। ফলে সামান্য ঘি বের হল। প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ তাঁর তর্জনী দ্বারা তা মুছলেন, তারপর রুটির গোলকটি মুছলেন তখন তা ফুলে উঠল এবং তিনি বললেন, বিস্‌মিল্লাহ্! তখন গোলকটি আরও ফুলে উঠল। এভাবে তিনি বলতে থাকলেন আর রুটিটি ফুলতে থাকল। এমনকি আমি সেই পাত্রে রুটির গোলকটিকে তরল অবস্থায় দেখলাম। এরপর তিনি বললেন, আমার সঙ্গীদের দশজনকে ডেকে আন। তখন আমি দশজনকে ডাকলাম। আনাস বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুটির গোলকের মাঝে তাঁর হাত রেখে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাওয়া শুরু কর, তখন তাঁরা রুটির চারপাশ থেকে খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল। এভাবে আবূ তালহা দশজন দশজন করে ডেকে আনলেন, তাঁরা সেই রুটির গোলক থেকে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। অবশেষে এই রুটির গোলকের চারপাশ থেকে খেয়ে আশি জনের অধিক সাহাবী তৃপ্ত হলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত রাখা রুটির মধ্যস্থল যেমন ছিল তেমনই থাকল। সুনান সংকলকগণের শর্তোত্তীর্ণ এই সনদখানি 'হাসান' উত্তম স্তরের, কিন্তু তাঁরা কেউ তা উল্লেখ করেননি। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আনাস (রা) থেকে অন্য একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ তালহা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনার জন্য, এদিকে তিনি তাঁর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে এসে দেখলাম, তিনি লোকদের সাথে রয়েছেন। আনাস বলেন, এরপর তিনি আমার দিকে তাকালেন, তখন লজ্জাবোধ করে বললাম, আবূ তালহার দাওয়াতে চলুন! তখন তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরাও চল। এরপর (সকলকে দেখে লজ্জিত হয়ে) আবূ তালহা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিতো শুধু আপনার জন্য সামান্য কিছু প্রস্তুত করেছি। আনাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা স্পর্শ করে তাতে বরকতের দু'আ করলেন। তারপর (আবূ তালহাকে) বললেন, আমার সঙ্গীদের দশজনকে প্রবেশ করতে বল। (প্রবেশ করার পর) তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা খাও! তখন তাঁরা পেট ভরে খেয়ে বের হয়ে আসলেন। এরপর তিনি বললেন, আবার দশজনকে প্রবেশ করতে বল! তখন তাঁরাও পেট ভরে খেয়ে বেরিয়ে আসলেন। এভাবে দশজন করে প্রবেশ করতে লাগলেন এবং দশজন বেরিয়ে আসতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত সকলেই প্রবেশ করলেন এবং খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তারপরও দেখা গেল সেই খাদ্যদ্রব্য তাদের খাওয়ার পূর্বে যেমন ছিল তেমনই আছে। মুসলিম আবূ বক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা ..... সা'দ ইব্ন সাঈদ ইব্ন কায়স আল-আনসারী সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

ভিন্ন একটি সূত্র

মুসলিম 'খাদ্যদ্রব্য' অধ্যায়ে আব্‌দ্ ইব্‌ন হুমায়দ ..... আনাস (রা) সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন এবং পূর্বের ন্যায় বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবূ ইয়া'লা মাওসিলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌বাদ মক্কী ..... আবূ তালহা সূত্রে রিওয়ায়াত করে তা উল্লেখ করেছেন। আর আল্লাহ্‌ই অধিক ভাল জানেন।

আনাস (রা) থেকে অন্য একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, আলী ইব্‌ন আসিম ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ তালহার কাছে দুই মুদ্ যব আসল। তখন তিনি তা দ্বারা খাবার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস যাও! গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে নিয়ে এসো। আর আমাদের খাদ্যের পরিমাণ তো তোমার জানাই আছে। আনাস বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে দেখলাম, তাঁর কাছে তাঁর সাহাবীগণ রয়েছেন। তখন আমি বললাম, আবূ তালহা আপনাকে (আপ্যায়নের জন্য) আহ্বান করেছেন। একথা শুনে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরাও চল আমার সাথে। তখন তাঁরাও উঠে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁর আগে ভাগে হেঁটে এসে আবূ তালহার সাথে দেখা করে তাঁকে ঘটনা জানালাম। তখন তিনি বললেন, তুমিতো আমাদের মান ডুবিয়েছো! আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার উপর ফিরিয়ে কথা বলাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তারপর তিনি পৌছে অন্যদের বললেন, তোমরা এস। এরপর তিনি দশজনের একজন হয়ে প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন ভিতরে প্রবেশ করলেন তখন খাবার নিয়ে আসা হল। তখন তিনি খেলেন এবং তাঁর সাথে প্রবেশকারীরাও খেলেন এবং তৃপ্ত হলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা উঠে যাও এবং তোমাদের স্থলে অন্য দশজন প্রবেশ করুক। এভাবে সকলেই প্রবেশ করলেন এবং (পেট ভরে) খেলেন। রাবী ইব্‌ন আবূ লায়লা বলেন, আমি বললাম, তাঁরা কতজন ছিলেন ? তিনি (আনাস) বললেন, আশির অধিক। আনাস বলেন, এরপর যা অবশিষ্ট ছিল তা খেয়ে গৃহবাসীরাও তৃপ্ত হয়েছিলেন। মুসলিম 'খাদ্য সামগ্রী' অধ্যায়ে আমর আন্ নাকিদ ..... আনাস (রা) সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। সেখানে আনাস (রা) বলেন, আবূ তালহা উম্মু সুলায়মকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, শুধু নবী করীম (সা)-এর জন্য বিশেষভাবে খাবার প্রস্তুত কর! তিনি তা থেকে খাবেন, এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

আনাস (রা) থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

আবূ ইয়া'লা সুজা ইব্‌ন মুখাললাদ সূত্রে ..... আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মসজিদে শুয়ে (ক্ষুধার তাড়নায়) কখনও চিৎ হয়ে কখনও উপুড় হয়ে শুতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলায়মের কাছে এসে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে মসজিদে শুয়ে ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতে দেখেছি। তখন উম্মু সুলায়ম একটি রুটির গোলক বানালেন। তারপর আবূ তালহা আমাকে বললেন, (আনাস), তুমি যাও, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে নিয়ে এসো। তখন আমি তাঁর কাছে

আসলাম, আর এ সময় তাঁর কাছে তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ তালহা আপনাকে আপ্যায়ন করতে চান। তখন তিনি দাঁড়িয়ে অন্যদেরকে বললেন, চল সবাই আমার সাথে। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন দৌড়ে আবূ তালহার কাছে এসে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর সঙ্গীরাও আসছেন। তখন আবূ তালহা অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার (আয়োজনতো অতি সামান্য) একটি মাত্র রুটির গোলক। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাতেই বরকত দেবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রুটির সেই গোলকটিকে একটি পাত্রে আনা হল। তখন তিনি বললেন, ঘি আছে কি ? তখন সামান্য ঘি আনা হল। এরপর তিনি রুটির গোলকটিকে তাঁর আঙ্গুলের সাহায্যে পেঁচিয়ে ধরে উঁচু করলেন তারপর (ঘিটুকু) ঢেলে বললেন, তোমরা আমার আঙ্গুলগুলির মধ্য থেকে নিয়ে খাও। তখন লোকেরা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হল। অতঃপর তিনি বললেন, আমার কাছে দশজন করে পাঠাও। তখন তাঁরা খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ তালহা, উম্মু সুলায়ম এবং আমিও খেয়ে তৃপ্ত হলাম। এরপরও কিছু অবশিষ্ট রইলো, যা আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে হাদিয়া পাঠানো হল। মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের 'খাদ্য সামগ্রী' অধ্যায়ে হাসান আল হুলওয়ানী .... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনিও পূর্বের ন্যায় (ঘটনা) উল্লেখ করেছেন।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উম্মু সুলায়ম অর্ধ মুদ্ যব পিষলেন, তারপর ঘিয়ের পাত্র থেকে সামান্য ঘি নিয়ে তা দ্বারা একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন। এরপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন (তাঁকে ডেকে আনতে)। আনাস বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে আসলাম, আর সে সময় তিনি তাঁর সঙ্গীদের মাঝে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, উম্মু সুলায়ম আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনাকে দাওয়াত দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাথে যারা আছে তারা সকলেই যাবো। আনাস বলেন, তখন তিনি ও তাঁর সাথীগণ আসলেন। আর আমি (তাঁদের পূর্বে) ভিতরে প্রবেশ করে আবূ তালহাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণ এসে পড়েছেন। তখন আবূ তালহা বের হয়ে নবী করীম (সা)-এর পাশাপাশি হাঁটলেন এবং তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাতো সামান্য পরিমাণ খাবার! অর্ধ মুদ্ যব দ্বারা উম্মু সুলায়ম তা তৈরী করেছে। আনাস বলেন, এরপর নবী করীম ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সেই খাবার তাঁর সামনে আনা হল। আনাস বলেন, তিনি তখন তাতে তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন। তারপর (আবূ তালহাকে) বললেন, দশজনকে ভিতরে প্রবেশ করতে বল। আনাস (রা) বলেন, তখন দশজন ভিতরে প্রবেশ করে পেট ভরে খেলেন। তারপর দশজন প্রবেশ করে খেলেন, তারপর আরো দশজন, এভাবে তা থেকে চল্লিশজন পেট ভরে খেলেন। আনাস (রা) বলেন, আর সেই খাবার যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে গেল। তখন আমরা তা থেকে খেলাম।

এছাড়া বুখারী 'খাদ্যসামগ্রী' অধ্যায়ে আস্‌সালত ইব্ন মুহাম্মাদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার উম্মু সুলায়ম এক মুদ্ পরিমাণ যব পিষে রুটির মত বানালেন, তারপর একটি ঘিয়ের পাত্র নিংড়ে তাতে সামান্য ঘি মিশালেন। এরপর তিনি আমাকে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন। আর তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের মাঝে ছিলেন...... এরপর ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। এছাড়া আবূ ইয়া'লা আলমাওসিলী আমর সূত্রে ...... আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আবূ তালহার কাছে এই সংবাদ পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন খাবার নেই। তখন তিনি গিয়ে এক সা' যবের বিনিময়ে সারাদিন মজুর খাটলেন, তারপর তা নিয়ে এসে উম্মু সুলায়মকে তা দ্বারা খাবার প্রস্তুত করতে বললেন। এরপর তিনি হাদীসের বাকি অংশটুকু উল্লেখ করেছেন।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি সূত্র

ইমাম আহমদ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মু সুলায়ম (আমাকে) বললেন, তুমি নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে বল, আপনি যদি এ বেলা আমাদের গৃহে খাওয়া ভাল মনে করেন, তাহলে চলুন। তখন আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে এই বার্তা পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে যারা রয়েছে তারাও? আমি বললাম, জী হাঁ। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা চল। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গীদের আগমনে হতবুদ্ধি হয়ে উম্মু সুলায়মের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আনাস, তুমি কী করেছো ? এর পরপরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি ঘি আছে ? উম্মু সুলায়ম বললেন, জী হাঁ। আমার কাছে একটি ঘিয়ের পাত্রে সামান্য ঘি আছে। তিনি বললেন, তুমি তা নিয়ে এসো। উম্মু সুলায়ম (রা) বলেন, তখন আমি তা নিয়ে আসলাম। এরপর তিনি তার বাঁধন খুললেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্! এতে বিরাট বরকত দান করুন। আনাস (রা) বলেন, এরপর তিনি (উম্মু সুলায়মকে) বললেন, তুমি তা উল্টে দাও! তখন তা উল্টে দিলেন এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে নবী করীম (সা) তা নিংড়ালেন। আর তা থেকে আশি জনেরও বেশি লোক আহার করলেন এবং এরপরও অবশিষ্ট থাকল। তখন তিনি তা উম্মু সুলায়মকে দিয়ে বললেন, তুমি নিজে খেয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেতে দিও। মুসলিম 'খাদ্যদ্রব্যাদি' অধ্যায়ে হাজ্জাজ ইবনুশ্ শায়ির থেকে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

আরেকটি বর্ণনা সূত্র

আবুল কাশিম বাগাবী, আলী ইবনুল মাদীনী ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মা উম্মু সুলায়ম একবার ময়দা ও ঘি দিয়ে কিছু খাবার তৈরী করলেন। তখন আবূ তালহা তাকে বললেন, বৎস! যাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, আমি যখন তাঁর কাছে আসলাম, আর এ সময় তিনি তাঁর সঙ্গীদের মাঝে ছিলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার পিতা আপনাকে আপ্যায়ন করাতে চান। আনাস বলেন, তিনি নিজে তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদেরকে বললেন, তোমরাও চল। আনাস (রা) বলেন, আমি যখন দেখলাম যে, তিনি সকলকে সাথে নিয়ে আসছেন, তখন আমি তাদের আগে আগে এসে আবূ তালহাকে গিয়ে বললাম, আব্বাজান! রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনসহ এসেছেন। আনাস বলেন, তখন আবূ তালহা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! খাবার খুবই সামান্য। তখন তিনি বললেন ঃ তা নিয়ে এসো। আল্লাহ্ তাতেই বরকত দেবেন। তখন আবূ

তালহা (রা) তা নিয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে হাত রাখলেন, এবং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন। তারপর বললেন, দশ দশ জন করে প্রবেশ কর। এভাবে তাদের আশিজন তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন এবং সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। মুসলিম 'খাদ্যসামগ্রী' অধ্যায়ে আব্দ ইব্ন হুমায়দ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে পূর্বের ন্যায় হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

আরেকটি বর্ণনাসূত্র

এ ছাড়াও মুসলিম 'খাদ্যদ্রব্য' অধ্যায়ে হারমালা ..... আনাস সূত্রে পূর্বের ন্যায় হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। বায়হাকী বলেন, এদের কারও এক জনের বর্ণনায় রয়েছে- তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেলেন এবং বাড়ির লোকজনও খেলেন এবং তার অবশিষ্ট প্রতিবেশীদের দেওয়া হল। এগুলি সব 'মুতওয়াতির' সনদে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীস। এ সকল বর্ণনার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, কোন কোন বর্ণনায় আংশিক ভিন্নতা বা ঈষৎ শাব্দিক অমিল থাকলেও মূল কাহিনী অভিন্ন, যেমন বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র প্রশংসা ও অবদান আল্লাহ্র। আনাস ইব্ন মালিকের বরাতে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা, বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ আলমুযানী, ছাবিত ইব্ন আসলাম আল বুনানী (সা'দ ইব্ন উছ্মান) সা'দ ইব্ন সাঈদ, যিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারীর ভাই, সিনান ইব্ন রাবীআ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, নায্র ইব্ন আনাস, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উমায়া ইব্ন আবূ হাসান, ইয়া'কূব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা প্রমুখগণ।

অবশ্য খন্দক যুদ্ধের আলোচনায় নবী করীম (সা) কর্তৃক এক সা' যব এবং একটি বকরী ছানা দ্বারা সকলকে আপ্যায়ন করা সংক্রান্ত হযরত জাবির (রা) এর হাদীস ইতিপূর্বে গত হয়েছে। সে সময় উপস্থিতদের সংখ্যা ছিল এক হাজার বা এক হাজারের মত। এরপর তাঁরা সেই বকরী ছানা এবং এক সা' যব থেকে খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং তা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল (কমলো না)। আর হাদীসখানি আমরা তার সনদ ও পাঠসহ বিভিন্নসূত্রে উল্লেখ করেছি। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত বিষয় হল হাফিয আবূ আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ আল হারাবী তাঁর গ্রন্থ 'আল আজাইবুল গরীবা'-তে এ হাদীসে যা উল্লেখ করেছেন তা। কেননা, তিনি সনদসহ সবিস্তারে হাদীসখানি বর্ণনার পর এর শেষে একটি অভিনব/অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন তারখান ..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (কা'ব) বলেছেন, (একবার) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেলেন। (তিনি উল্লেখ করেন) এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে গৃহপালিত একটি বকরী জবাই করলেন। তারপর তার গোশত রান্না করে একটি পাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির করলেন। তখন তিনি তাঁকে আনসারদের ডেকে আনতে বললেন। এরপর তাঁদেরকে দলে দলে প্রবেশ করালেন, এবং তাঁরা সকলে খেলেন, কিন্তু খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। আর আল্লাহ্র রাসূল

তাঁদেরকে খাওয়ার সময় কোন হাড় ভাঙতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি পাত্রের মধ্যস্থলে হাড়গুলি একত্রিত করলেন, এরপর তার উপর হাত রেখে কিছু একটা পড়লেন। আমি তা না শুনলেও তাঁর ঠোঁট নড়তে দেখেছি। হঠাৎ দেখা গেল জবাইকৃত বকরীটি দাঁড়িয়ে কান ঝাড়া দিচ্ছে। তখন তিনি (আমাকে) বললেন, জাবির! তোমার বকরীটি নিয়ে নাও। আল্লাহ্ তোমাকে তার মাঝে বরকত দান করুন। জাবির (রা) বলেন, আমি তখন সেটি নিয়ে চলে, আসলাম। পথে সে আমার হাত থেকে কান ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল, শেষ পর্যন্ত আমি সেটিকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। তখন আমার স্ত্রী বলল, হে জাবির! এটা কী ? তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, এটাই আমাদের ঐ বকরী যা আমরা আল্লাহ্র রাসূলের জন্য জবাই করেছিলাম। তিনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন, তাই আল্লাহ্ এটাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দিলেন। তখন তিনি (স্ত্রী) বললেন, তিনি আল্লাহ্র রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল!! সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল!!!

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একই মর্মের আরেকটি হাদীস

আবূ ইয়া'লা মাওসিলী, শায়বান ..... ছাবিত আল বুনানী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্ন মালিককে বললাম, হে আনাস! আপনার দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, হাঁ! হে ছাবিত, শুন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করেছি, আমার কোন অবহেলার কারণে তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেননি। আর তিনি যখন যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন আমার আম্মা আমাকে বললেন, হে আনাস! আল্লাহ্র রাসূলতো তাঁর নবপরিণীতার সাহচর্যে রয়েছেন, তাঁর সকালের আহারের কোন ব্যবস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং ঐ ঘিয়ের বয়ামটি নিয়ে এসো। তখন আমি তাঁকে ঐ বয়ামটি এবং কিছু খেজুর এনে দিলাম। তিনি তা দ্বারা খাবার প্রস্তুত করে বললেন, হে আনাস, এটা নিয়ে আল্লাহ্র নবী ও তাঁর নবপরিণীতার কাছে পৌঁছিয়ে দাও। তারপর আমি যখন পাথরের একটি পেয়ালায় সেই খাবার নিয়ে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে আসলাম, তখন তিনি বললেন, এটাকে ঘরের এক কোণে রেখে দাও এবং আমার কথা বলে আবূ বকর, উমর, আলী, উছমান এবং আরোও কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে নিয়ে এসো। মসজিদবাসীদের এবং তোমার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত পথচারীদেরও ডেকে নিয়ে এসো। আনাস (রা) বলেন, আমি তখন খাদ্যের স্বল্পতা এবং তিনি যাদেরকে ডেকে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের আধিক্যে আশ্চর্যবোধ করতে লাগলাম। আর তাঁর আদেশ অমান্যও করতে চাইলাম না। ফলে ঘর লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আনাস! তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ ? আমি বললাম, জী না। হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তোমার সেই পাথুরে পেয়ালাটা নিয়ে এসো। তখন আমি তা এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তখন তিনি সেই পেয়ালায় তাঁর তিন আঙ্গুল ডুবালেন। ফলে খেজুর বৃদ্ধি পেতে থাকল আর সকলে খেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলেন, অবশেষে যখন তাঁরা সকলেই খেয়ে অবসর হলেন, তখন সেই পেয়ালায় আমার নিয়ে আসা পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল। তারপর তিনি বললেন, যায়নাবের সামনে তা রেখে দাও। তখন আমি বের হয়ে তাদের কক্ষটি খেজুরের একটি ডাল দ্বারা তাদের দরজা বন্ধ করে দিলাম। ছাবিত বলেন, আমরা বললাম, হে

আবূ হামযা, আপনি কী বলেন, কতজন সেই পেয়ালা থেকে সেদিন খেয়ে ছিলেন ? তখন তিনি বললেন, আমার ধারণা, একাত্তর কিংবা বাহাত্তর জন। এ সূত্রে হাদীসখানি 'গরীব' পর্যায়ের। কেউই তা উল্লেখ করেননি।

এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস

জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল ফারয়াবী, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, সুফ্‌ফাবাসী তোমার সঙ্গীদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তখন আমি তাদেরকে একজন একজন করে জানিয়ে একত্র করলাম। এরপর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের গৃহদ্বারে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের সামনে একটি থালা রাখা হল। আমার ধারণা তাতে এক মুদ্ পরিমাণ যব ছিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তার উপর নিজের হাত রাখলেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে খেতে থাকো। তিনি বলেন, তখন আমরা আমাদের ইচ্ছামত তৃপ্তি ভরে খেয়ে আমাদের হাত গুটিয়ে নিলাম। বরতনটি যখন রাখা হল তখন নবী করীম (সা) বললেন, শপথ ঐ সত্তার, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! মুহাম্মদ পরিবারে এমন কোন খাবার নেই যা তোমাদের অগোচরে। আবূ হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনারা যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন কতটুকু পরিমাণ খাবার বাকি ছিল ? তিনি বললেন, রাখার সময় যে পরিমাণ ছিল, তবে তাতে কয়েকটি আঙ্গুলের চিহ্ন ছিল। এই ঘটনাটি সুফ্‌ফাবাসীর পূর্ববর্তী দুধপান সংক্রান্ত সে ঘটনা নয়,যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

এ প্রসঙ্গে আবূ আয়্যূব থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস

জা'ফর আল ফারয়াবী, আবূ সালামা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালফ ..... আবূ আয়্যূব আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ বকরের (রা) জন্য তাঁদের দু'জনের পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করলাম। তারপর তা নিয়ে তাঁদের দু'জনের কাছে আসলাম। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে বললেন,যাও আনসারদের নেতৃস্থানীয় ত্রিশ জনকে ডেকে নিয়ে এসো। আবূ আয়্যূব বলেন, তখন আমি বেশ বিব্রত বোধ করলাম। কেননা, আমার কাছে বাড়তি কোন খাবার ছিল না। তিনি বলেন, তাই আমি যেন গড়িমসি করছিলাম। ফলে তিনি আবার বললেন, যাও, আমার কাছে আনসারদের ত্রিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে এসো! তখন আমি গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমরা খাবার গ্রহণ কর। তখন তাঁরা খেয়ে বের হয়ে আসলেন। তাঁরা সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। চলে যাওয়ার পূর্বে তারা তাঁর হাতে বায়'আত হলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, এবার যাও, নেতৃস্থানীয় আনসারদের ষাট জনকে ডেকে নিয়ে এসো! আবূ আয়্যূব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ষাট জনের ব্যাপারে আমি ত্রিশ জনের (ব্যাপারের চেয়ে) অধিক বদান্য। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা চার জানু হয়ে (আসন করে) বস, এরপর তাঁরা খেলেন এবং বেরিয়ে আসলেন।

তাঁরাও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং চলে যাওয়ার পূর্বে তাঁরাও তাঁর হাতে বায়'আত হলেন। (আবূ আয়্যূব বলেন) এরপর তিনি বললেন, যাও, এবার গিয়ে আমার কাছে নব্বইজন আনসারকে ডেকে নিয়ে এসো! আবূ আয়্যূব বলেন, আর আমি অবশ্যই নব্বই ও ষাটজনের ব্যাপারে ত্রিশজনের চাইতে অধিক বদান্য। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আসলাম এবং তাঁরা খেয়ে বের হলেন। তারপর তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে তাঁরাও তাঁর হাতে বায়আত হলেন। আবূ আয়ূব বলেন, এভাবে আমার (আনীত) ঐ সামান্য খাবার থেকে একশ' আশিজন খেলেন, যাদের সকলেই ছিলেন আনসার। সনদ ও পাঠ বিবেচনায় হাদীসটি "অতি গরীব" (অগ্রহণযোগ্য)। ইমাম বায়হাকী মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরের হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

ফাতিমা (রা)-এর গৃহে খাদ্যবৃদ্ধির ভিন্ন একটি ঘটনা

হাফিয আবূ ইয়া'লা, সাহ্ল ইব্নুল হানযালিয়া .... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েক দিন অনাহারে কাটালেন, এমনকি অনাহারের কষ্ট সহ্য করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণের গৃহে গমন করলেন কিন্তু তাঁদের কারো কাছেই কিছু পেলেন না। অবশেষে কন্যা ফাতিমার (রা) কাছে এসে বললেন, মা! তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে ? আমি বেশ ক্ষুধার্ত! জবাবে তিনি বললেন, জী না, আব্বাজান! তেমন কিছুই নেই। তারপর আল্লাহ্র রাসূল যখন তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন তাঁর এক প্রতিবেশিনী দুটি রুটি এবং একটুকরা গোশত হাদিয়া পাঠালেন। তখন তিনি তা নিয়ে তাঁর একটি পাত্রে ঢেকে রেখে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এ খাবারের ব্যাপারে অবশ্যই আমি নিজেদের উপর আল্লাহ্র রাসূলকে প্রাধান্য দেবো। উল্লেখ্য যে, সে সময় তাঁরা সকলেই খাদ্যাভাবে ছিলেন। এরপর তিনি হাসান কিংবা হুসায়ন (রা)কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল ফিরে আসলেন। তাঁকে দেখে ফাতিমা (রা) বললেন, আব্বাজান! আল্লাহ্ কিছু খাবার পাঠিয়েছেন, আমি তা আপনার জন্য তুলে রেখেছি। তিনি বললেন, মা আমার! তুমি তা নিয়ে এসো! তখন ফাতিমা (রা) পাত্রটির ঢাকনা সরিয়ে দেখেন তা গোশত ও রুটিতে পরিপূর্ণ। তিনি যখন সেদিকে তাকালেন, তখন আনন্দে তাঁর মুখ রা' সরছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বরকত। তাই তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর নবীর উদ্দেশ্যে দরূদ পড়লেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে তা পেশ করলেন। তিনি যখন তা দেখলেন তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, মা, এ খাবার তুমি কোত্থেকে পেলে ? তিনি বললেন, আব্বাজান, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। তখন আল্লাহ্র নবী আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠানারীর সদৃশ করেছেন। তিনিও যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন রিযিকপ্রাপ্ত হতেন, তারপর সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতেন তখন বলতেন, তা' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রিযিক দান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলীকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি হযরত হাসান, হুসায়ন, ফাতিমা আলী, নবী সহধর্মিণীগণের সকলে এবং তাঁর গৃহবাসী সকলেই তা খেয়ে তৃপ্ত হলেন। ফাতিমা (রা) বলেন এরপরও পাত্রের খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। তখন তিনি তার

অবশিষ্টাংশ তাঁর সকল প্রতিবেশীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তাতে প্রভূত বরকত ও কল্যাণ দান করলেন। সনদ ও পাঠ বিবেচনায় এ হাদীসখানিও গরীব পর্যায়ের। আর ইতিপূর্বে আমরা নবুওয়াতের সূচনাকালের আলোচনা প্রসঙ্গে যখন এই আয়াত নাযিল হয় وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আর আপনি আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন। হযরত আলীর সূত্রে রাবীআ ইব্ন মাজিদের হাদীস উল্লেখ করেছি। সে হাদীসের বিষয়বস্তু হল, নবী করীম (সা) বনূ হাশিমের চল্লিশ জনকে দাওয়াত করলেন। তারপর একমুঠ পরিমাণ যব থেকে প্রস্তুত খাবার তাদেরকে পরিবেশন করলেন। তখন তারা খেয়ে তৃপ্ত হল এবং খাবারের পরিমাণ পূর্বের মতই রয়ে গেল। তিনি তাদেরকে একটি বড় পেয়ালা থেকে পান করালেন তখন তারা তৃপ্ত হল এবং পেয়ালার পানি যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। এভাবে পর পর তিনদিন করলেন এরপর তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করলেন, যেমনটি পূর্বে বিগত হয়েছে।

নবী গৃহে সংঘটিত আরেকটি ঘটনা

ইমাম আহমাদ আলী ইব্ন আসিম ..... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা নবী করীম (সা)-এর কাছে অবস্থান করছিলাম। তখন তাঁর কাছে ছারীদপূর্ণ একটি খাঞ্চা আসল। সামূরা (রা) বলেন, তখন তিনি খেলেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সকলেই খেলেন। এরপর তাঁরা প্রায় যুহর নামায পর্যন্ত তা হাত বদল করতে থাকলেন। একদল খেয়ে উঠে যান তারপর আরেক দল এসে একের পর এক নিয়ে খেতে থাকেন। তখন এক ব্যক্তি সামূরা (রা)কে জিজ্ঞেস করল, তাতে কি (নতুন) খাবার সরবরাহ করা হচ্ছিল ? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আসমান থেকে হচ্ছিল। তারপর ইমাম আহমাদ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ..... সামূরা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছারীদপূর্ণ একটি খাঞ্চা আসল। তখন লোকেরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তা খেতে লাগল। একদল উঠে যায়, আরেক দল খেতে বসে। তখন একব্যক্তি সামুরাকে বলল, তাকে কি (নতুন) খাবার সরবরাহ করা হচ্ছিল ? তখন তিনি বললেন, তা হলে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ? ওখান থেকেই তা সরবরাহ করা হচ্ছিল, একথা বলে তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এছাড়া তিরমিযী ও নাসাঈও মু'তামির ইব্ন সুলায়মানের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... হযরত সামুরার বরাতে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ বকরের (রা) বাড়ির ঘটনা

সম্ভবত এটা হযরত সামূরার হাদীসে উল্লেখিত ঘটনাটিই। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জানেন। বুখারী, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুফ্ফাবাসীরা ছিলেন নিঃস্ব ও দরিদ্র। একবার নবী করীম (সা) বললেন, যার ঘরে দু'জনের খাবার আছে, সে যেন তৃতীয়জনকে সাথে নিয়ে খায়, আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজনকে নিয়ে খায়, অথবা তিনি যেমন বলেছেন। আর এভাবে আবূ বকর তিনজনকে নিয়ে আসলেন, আর নবী করীম (সা) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আর আবূ বকর পরিবার ছিল তিনজনের তা হল আমি, আমার পিতা (আবূ বকর) এবং আমার মাতা, আবূ উছমান বলেন, আমি জানিনা তিনি একথা বলেছেন কিনা– আমাদের গৃহ এবং আবূ বকরের গৃহ থেকে আমার স্ত্রী ও আমার দাসী।

এদিকে আবূ বকর নবীজীর কাছে রাতের খাবার খেলেন। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইশার নামায পড়ে ফিরে আসলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাতের খাবার খাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। অবশেষে রাতের অনেকখানি অতিবাহিত হওয়ার পর নিজ বাড়িতে ফিরে আসলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, কিসে আপনাকে আপনার অতিথিদের অথবা অতিথি থেকে আটকে রেখেছিল ? তিনি বললেন, তুমি কি তাদেরকে এখনও রাতের খাবার দাওনি ? তার স্ত্রী বললেন, আপনার আসার পূর্বে তাঁরা খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সকলে তাঁদের সামনে খাবার পেশ করেছে কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করেনি। (আব্দুর রহমান বলেন) তখন আমি গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, হে পাজি! এছাড়া তিনি রাগারাগি ও বকাবকি করলেন, এরপর তিনি অতিথিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। (অন্য রিওয়ায়াতে আছে আপনারা অপেক্ষা করে ভাল করেননি) আরও বললেন, আমি আর খাব না, আল্লাহ্র কসম! আমরা (সেই খাবার থেকে) যখনই একলোকমা নিচ্ছিলাম তখনই তার নিচ থেকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এমনকি তাঁরা সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং খাবার পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পেল। তখন আবূ বকর তাকিয়ে দেখলেন যে, তা পূর্বের মতই কিংবা তার চেয়ে অধিক। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বানূ ফিরাস গোত্রের মেয়ে, এটা কী ? তিনি বললেন, আমার চোখের শপথ, এখন তো তা পূর্বের চেয়ে তিন গুণ। তখন আবূ বকর (রা) তা থেকে খেয়ে বললেন, আসলে তা (আমার শপথ) ছিল শয়তানের প্ররোচনায়। তারপর তিনি তা থেকে আরেক লোকমা খেয়ে তা নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তখন তা তাঁর কাছে থাকল। আমাদের ও এক গোত্রের মাঝে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল, তখন তার মেয়াদ শেষ হল। তাই আমরা বারজনকে নেতা নির্ধারণ করলাম, যাদের প্রত্যেকের সাথে কয়েকজন করে লোক ছিল প্রত্যেকের সাথে কতজন করে লোক ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন তবে তিনি তাঁদের সাথে এদেরকেও পাঠালেন। আবদুর রহমান বলেন, এরা সকলেই সেই খাবার থেকে (পেট ভরে) খেলেন এবং অন্যরাও খেলেন। এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। এটা বুখারীর পাঠ, তিনি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের একাধিক স্থানে এটা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুসলিম ও আবূ উছমান আবদুর রহমান ইব্ন মুল্ সূত্রে ..... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সূত্রে পূর্বের সমার্থক আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, হাযিম .... আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমরা একশ' তিরিশ জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমাদের কারো কাছে কি কোন খাবার আছে ? তখন দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ গমের আটা রয়েছে। তখন তা দ্বারা খামীর প্রস্তুত করা হল। তারপর উসকো খুশকো চুলওয়ালা দীর্ঘকায় এক মুশরিক একপাল মেষ হাঁকিয়ে নিয়ে উপস্থিত হল। তখন নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কি বিক্রির জন্য না কি দান (অথবা তিনি বলেন-হাদিয়া) সে বলল, বিক্রির জন্য। তখন তিনি তার নিকট থেকে একটি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর জবাই করে তা রান্নার জন্য প্রস্তুত করা হল। আর নবী করীম (সা) বকরীটির যকৃত ভুনা করার নির্দেশ দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন,

আল্লাহ্‌র কসম! একশ ত্রিশ জনের প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌র রাসূল সেই বকরীর ভুনা যকৃত থেকে অংশ দিয়েছিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে তৎক্ষণাৎ দিলেন আর যে অনুপস্থিত ছিল তার জন্য পৃথক করে তুলে রাখলেন। আব্দুর রহমান বলেন, আর তিনি এই বকরীর গোশত দুটি খাঞ্চায় রাখলেন। তারপর আমরা সকলে পেট ভরে তা খেলাম এবং উভয় খাঞ্চায় খাবার অবশিষ্ট রইলো। তখন আমরা তা আমাদের উটের হাওদায় নিয়ে রাখলাম। আর বুখারী ও মুসলিম মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মানের হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

নবী (সা) কর্তৃক সফরে খাদ্য বৃদ্ধির আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, ফাযারা ইব্‌ন উমর ... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক যুদ্ধাভিযানে বের হলেন। পথে তাঁদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল এবং খাদ্যভাব দেখা দিল। তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে উট জবাইয়ের অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। এ খবর যখন হযরত উমরের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে উটপাল তাদেরকে বহন করে শত্রু পর্যন্ত পৌঁছাবে তাদেরকেই তারা জবাই করবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন তাদের অবশিষ্ট পাথেয়ের মাঝে বরকত দান করেন। তিনি বললেন, অবশ্যই তখন তিনি অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসতে বললেন। ফলে লোকেরা তাদের সাথে থাকা অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসল। তিনি তখন সেগুলি একত্র করে তাতে বরকতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন। তাঁদেরকে তাঁদের পাত্রসমূহ নিয়ে আসতে বললেন। তারপর সেগুলি ভরে দিলেন এবং অনেক খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর এ দু'টি বিষয়ে নিঃসংশয় হয়ে যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এছাড়া জা'ফর আল-ফারয়াবী আবূ মুস'আব আয্‌যুহরী ... আবূ হাযিম সুহায়ল সূত্রে (এই সনদে) তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম ও নাসাঈ উভয়ে আবূ বকর ইব্‌ন আবুন নয্‌র .. আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ ইয়া'লা মাওসিলী যুহায়র সূত্রে ..... আবূ সালিহ সাঈদ কিংবা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, গয্‌ওয়ায়ে তাবূক যখন সংঘটিত হল তখন লোকদের খাদ্যাভাব দেখা দিল। তখন তারা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা আমাদের পানিবাহী উটগুলিকে জবাই করে খাবার গোশত ও ব্যবহারের তেল-চর্বি পেতাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা তা কর। একথা শুনে উমর এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কাজ করলে তো আমাদের বাহন কমে যাবে। তার চেয়ে বরং আপনি তাদের অবশিষ্ট পাথেয় আনতে বলুন, তারপর তাদের জন্য সেগুলিতে বরকতের দু'আ করুন। তাহলে আল্লাহ্ তাতে বরকত দান করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে একটি চামড়ার দস্তরখান বিছানো হল এবং তিনি সকলকে তাদের অবশিষ্ট পাথেয় (খাদ্য) এনে তাতে রাখতে বললেন। রাবী বলেন, তখন কেউ এক মুঠো খেজুর কেউ বা রুটির টুকরা আনতে লাগল, এভাবে চামড়ার উপর সামান্য কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগৃহীত হল। তখন তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করে বললেন, এবার তোমরা এখান থেকে তোমাদের নিজ নিজ পাত্রে নিয়ে

যাও। তখন তারা তা নিয়ে গিয়ে তাদের পাত্রে ভরতে লাগল, এমনকি গোটা ফৌজের একটি পাত্রও অপূর্ণ থাকলা না। এরপর তারা পেট ভরে খেল এবং আরও খাবার বেঁচে থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। এই বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহমুক্ত অবস্থায় যে কোন বান্দা আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে তার জন্য জান্নাত উন্মুক্ত থাকবে। ইমাম মুসলিমও এভাবে সাহ্ল ইব্ন উছমান এবং আবূ ফুরায়ব ..... আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এবং অনুরূপ বিষয় উল্লেখ করেছেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, আলী ইব্ন ইসহাক ..... আবূ উমরা আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধাভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম, এ সময় লোকদের খাদ্যাভাব দেখা দিল। তখন লোকেরা তাদের কতক বাহন উট জবাই করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি চেয়ে বলল, এদ্বারাই আল্লাহ্ আমাদের চালিয়ে দেবেন।

হযরত উমর যখন দেখলেন যে আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে অনুমতি দিতে উদ্যত হয়েছেন তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কী অবস্থা হবে আগামীকাল আমরা যদি ক্ষুধার্ত ও পদাতিক অবস্থায় শত্রুর মুখোমুখি হই ? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বরং আমাদের যার যা পাথেয় অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলো আনতে বলুন, তারপর তা একত্র করে তাতে বরকত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। কেননা, আপনার দু'আ দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের অভাবটা চালিয়ে দেবেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) আপনার দু'আ দ্বারা তিনি আমাদেরকে বরকত দান করবেন। তখন নবী করীম (সা) তাদের অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসতে বললেন, এবং লোকেরা অল্প অল্প খাবার নিয়ে আসতে লাগল। সর্বোচ্চ পরিমাণ আনয়নকারী এক সা' পরিমাণ খেজুর আনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসবগুলো একত্র করলেন। তারপর আল্লাহ্র মর্জি মাফিক দু'আ করলেন। তারপর সকলকে তাঁদের নিজ নিজ পাত্র এনে তা থেকে ভরে নিতে বললেন। তখন তাঁরা ফৌজের সকল পাত্র পূর্ণ করে ফেলল এবং সমপরিমাণ অবশিষ্ট থাকল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অবস্থা দেখে হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতও প্রকাশ পেয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। যে কোন বান্দা এ দুটি কথার ঈমান নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে, কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এছাড়া নাসাঈ আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের হাদীস সংগ্রহ থেকে তাঁর সনদে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার আহমদ ইবনুল মু'আল্লা ..... ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রাবী'আ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হানীস আলগিফারীকে (বলতে) শুনেছেন যে, তিনি তিহামা অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। (তিনি বলেন) অবশেষে আমরা যখন উসফান এলাকায় পৌছিলাম তখন তাঁর সফর সঙ্গীগণ এসে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ক্ষুধা ও অনাহারে আমরা কাহিল হয়ে পড়েছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে বাহনের উট জবাই করে খাওয়ার অনুমতি দিন। তখন তিনি তাদেরকে, হাঁ বলে অনুমতি দিলেন। উমর (রা) যখন তা অবহিত হলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এ আপনি কী করেছেন ? লোকদেরকে বাহন জবাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে তারা আরোহণ করবে কিসে ? তখন নবী করীম (সা) বলেন, হে খাত্তাবপুত্র! তোমার অভিমত কী ? জবাবে তিনি বললেন, আমার মত হল, আপনি তাদেরকে তাদের অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে আসার নির্দেশ দেবেন। তারপর সেগুলো একটি কাপড়ে একত্র করে তাদের জন্য দু'আ করবেন। তখন তিনি তাঁদেরকে সেরূপ নির্দেশ দিলেন। তাঁরা তাঁদের অবশিষ্ট পাথেয় একটি কাপড়ে একত্র করলেন এবং তিনি তাঁদের জন্য (বরকতের) দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পাত্রসমূহ নিয়ে এসো। তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করে নিল। তারপর তিনি রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তারপর তাঁরা যখন সে স্থান অতিক্রম করলেন তখন বৃষ্টিসিক্ত হলেন। ফলে তিনি বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁর সফরসঙ্গীগণও অবতরণ করলেন। তাঁরা সকলে আসমানী পানি পান করলেন।

এ সময় তিন ব্যক্তির আগমন ঘটল। তাদের দু'জন আল্লাহ্র রাসূলের সাথে বসল আর তৃতীয়জন উপেক্ষা করে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তিন ব্যক্তির অবস্থা অবহিত করব না ? একজন আল্লাহ্ থেকে লজ্জাবোধ করেছে তাই আল্লাহ্ও তার থেকে লজ্জাবোধ করেছেন। আর অন্য জন তওবা করে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ্ও তার তওবা কবুল করেছেন। তৃতীয়জন উপেক্ষা করেছে, তাই আল্লাহ্ও তাকে উপেক্ষা করেছেন। এরপর বায্যার বলেন, আবূ হানীস এই সনদে এই হাদীস ব্যতীত কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য, বায়হাকী হুসায়ন ইব্ন বুশরান ... ইবরাহীম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবী'আ সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি (রাবী'আ) আবূ হানীস আল গিফারী থেকে শুনেছেন। তারপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত উমর সূত্রে আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ ইয়া'লা, ইব্ন হিশাম অর্থাৎ মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ ..... উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা কোন এক যুদ্ধাভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। (শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছার পর) আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শত্রু তো প্রায় পৌঁছে গেল অথচ তারা পানাহারে তৃপ্ত আর আমাদের লোকজন ক্ষুধার্ত। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা কি আমাদের পানিবাহী উটগুলি জবাই করে লোকদের খাওয়াতে পারি না ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যার কাছে বাড়তি খাবার আছে সে তা নিয়ে আসুক। তখন একেক জন মুদ্ পরিমাণ, সা' পরিমাণ এবং তার কমবেশি আনতে লাগল। এভাবে গোটা ফৌজ থেকে বিশ সা'র অধিক পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হল। এরপর আল্লাহ্র নবী তার পাশে বসে বরকতের দু'আ করলেন এবং বললেন তোমরা এখান থেকে নিতে থাক, তবে নিতে গিয়ে কেউ তাড়াহুড়া বা হৈ-হল্লা করবে না। তখন একেকজন তার থলে ও বস্তায় তা নিতে লাগল এবং তাদের অন্যান্য পাত্রেও নিল। এমনকি কেউ কেউ তাদের জামার আস্তিন

বেঁধে তাও ভরে নিতে লাগল। এভাবে তাদের নেয়া শেষ হল। কিন্তু খাদ্য যে পরিমাণ ছিল তাই রয়ে গেল। তারপর নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি তার রাসূল, আর যে ব্যক্তিই একথা সত্য বলে বিশ্বাস করে আসবে, তাকেই আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর আবূ ইয়া'লাও ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল তালেকানী ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। আর তার পূর্বের হাদীসটি তার যথার্থতার প্রমাণস্বরূপ এবং তা তার পূর্বের হাদীসের মুতাবি।

সালামা ইব্নুল আকওয়া' সূত্রে এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ ইয়া'লা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ..... ইয়াস ইব্ন সালামার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, খায়বার অভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তিনি একবার আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমাদের কাছে যে পাথেয় (অর্থাৎ খেজুর) অবশিষ্ট রয়েছে তা একত্র করতে। তখন একটি চামড়ার দস্তরখান বিছানো হল এবং তার উপর আমরা আমাদের পাথেয়গুলো ছড়িয়ে দিলাম। রাবী বলেন, তখন আমি পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তা দেখলাম এবং তাকে একটি বকরীর নাড়িভুঁড়ি পরিমাণ অনুমান করলাম। অথচ আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, এরপর আমরা (সকলে) তা থেকে খেলাম। তারপর আমি আবার উঁচু হয়ে তা দেখলাম। এবারও আমার অনুমান হল, যে তা' একটি বকরীর নাড়িভুঁড়ি পরিমাণ হবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, উযূর কোন পানি আছে কি ? রাবী বলেন, তখন এক ব্যক্তি তার পাত্রে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আসল। তিনি তা' নিয়ে একটি পেয়ালায় ঢাললেন। রাবী বলেন, এরপর আমরা সকলে ইচ্ছামত পানি ঢেলে তা থেকে উযূ করলাম আর তখন আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'। রাবী বলেন, তখন কিছুসংখ্যক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর কি উযূ (করার সুযোগ) নেই। তখন তিনি বললেন, উযূ পর্ব শেষ।

আর মুসলিম, আহমদ ইব্ন ইউসুফ আস্সুলামী ..... ইয়াস ইব্ন সালামার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন, তারপর আমরা (তা থেকে) পেটভরে খেলাম এবং আমাদের থলেসমূহ ভরে নিলাম। এছাড়া পরিখা খনন প্রসঙ্গে আলোচনায় ইব্ন ইসহাক যা উল্লেখ করেছেন। তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে সেখানে তিনি বলেন যে, আমাকে সাঈদ ইব্ন মীনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বর্ণনা করেন যে, বশীর ইব্ন সা'দের এক কন্যা অর্থাৎ নু'মান ইব্ন বশীরের বোন বলেন, একবার আমার আম্মা উমরা বিনত রাওয়াহ। আমাকে ডেকে এক ঝুড়ি খেজুর আমার কাপড়ে দিয়ে বললেন; মা ? এই নাও তোমার আব্বা ও মামার খাবার পৌঁছে দিয়ে এসো! বশীর তনয়া বলেন, তখন আমি তা' নিয়ে অগ্রসর হলাম এবং আমার আব্বা ও মামাকে খোঁজার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতিক্রম করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, এদিকে এসো তো মা ! তোমার কাছে এগুলো কী ? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলো খেজুর, আমার আম্মা তা দিয়ে আমাকে আমার আব্বা বশীর ইব্ন সা'দ এবং মামা আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁরা তা খাবেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তা এদিকে দাও! তিনি বলেন, তখন আমি তা 'আল্লাহ্র রাসূলের হাতে ঢেলে দিলাম কিন্তু তাতে তার আজলা ভরল না। এরপর তাঁর নির্দেশে একটি কাপড় বিছানো হল।

তারপর তিনি খেজুরগুলো নিয়ে দু'আ করে তা কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর কাছের একজনকে বললেন, পরিখাওয়ালাদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, তোমরা খেতে চলে এসো। তখন পরিখাওয়ালারা সকলে এসে তাঁর পাশে জড়ো হলেন। এরপর একদিক থেকে তাঁরা খেতে লাগলেন এবং অন্য দিক থেকে 'তা' বৃদ্ধি পেতে থাকল, এমনকি খাওয়া শেষে তারা সকলে চলে গেলেন; অথচ তখনো কাপড়ের প্রান্ত থেকে সমানে খেজুর পড়ছিল।

হযরত জাবিরের ঘটনা

বুখারী নবুওয়াতের প্রমাণাদির বিবরণে আবূ নু'আয়ম ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন। জাবির বলেন, তখন আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললাম, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গিয়েছেন। তাঁর রেখে যাওয়া খেজুর গাছের ফল ছাড়া আমার আয়ের অন্য কোন উৎস নেই। আর এই সকল খেজুর গাছের কয়েক বছরের ফলও তার ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। তখন তিনি আমার সাথে চললেন যাতে আমার পিতার ঋণদাতাদের জন্য পীড়াদায়ক না হয়ে যায়। আমাকে সাথে নিয়ে তিনি একটি খেজুর শুকানোর খলার চারপাশে হাঁটলেন এবং দু'আ করলেন। এরপর তিনি আরেকটি খলায় গেলেন। তারপর সেখানে বসলেন। আর তিনি বললেন, তোমরা তা বের কর। তখন তিনি তাদের প্রাপ্য পাওনা পুরোপুরি শোধ করে দিলেন এবং তাদেরকে যে পরিমাণ দিলেন সে পরিমাণ বাকি থাকল। এভাবেই বুখারী এখানে তা' সংক্ষেপে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া আমির ইব্‌ন শুরাবীল সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত একাধিক সনদ তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসখানি জাবির থেকে একাধিক সূত্রে একাধিক পাঠে বর্ণিত হয়েছে। আর এ বর্ণনার মূলকথা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরকতে, তাঁর জন্য তাঁর দু'আয় তাঁর বাগানে হাঁটায় এবং তাঁর খেজুর স্তূপের পাশে বসায় আল্লাহ্ তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন– তিনি উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। জাবির (রা)-এর এ আশা ছিল না যে, তিনি সে বছর কিংবা তার পরবর্তী বছর তাঁর পিতার ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করতে পারবেন। অথচ (আল্লাহ্‌র নবীর দু'আর বরকতে তা' তো আদায় হলই।) উপরন্তু তাঁর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি খেজুর অবশিষ্ট রইল। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই।

হযরত সালমানের ঘটনা

ইমাম আহমদ, ইয়া'কূব ...... সালমান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (স্বর্ণের এই) ছোট্ট টুকরাটি দিয়ে আমার বিরাট ঋণের কতটুকুই বা পরিশোধ হবে ? তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সেটি নিলেন। তারপর সেটিকে তাঁর জিহ্বার উপর উল্টিয়ে আমাকে বললেন, এবার নাও তা থেকে তাদের পাওনা শোধ করে দাও। তখন আমি তা' নিলাম এবং তা' থেকে তাদের প্রাপ্য চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ সব পরিশোধ করে দিলাম।

আবূ হুরায়রার (রা) পাথেয় থলে ও তার খেজুর

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ইউনুস ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে তিনি বলেন যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কয়েকটি খেজুর নিয়ে আসলাম এবং তাঁকে বললাম,

এগুলোর মাঝে বরকতের জন্য দু'আ করুন। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর সামনে সেগুলোকে সারিবদ্ধ করলেন। তারপর দু'আ করে আমাকে বললেন, এগুলো একটি থলেতে রেখে দাও। তারপর তার ভিতরে তোমার হাত ঢুকিয়ে তা বের করতে থাকবে। থলে থেকে ঢালবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর আমি তা' থেকে এত এত পরিমাণ আল্লাহ্র পথে বিলিয়েছি, এছাড়া আমরা নিজেরা খেয়েছি এবং অন্যদের খাইয়েছি, আর এই থলে কখনও আমার কোমর ছাড়া হতো না। পরবর্তীতে যখন হযরত উছমান (রা) নিহত হলেন তখন তা' আমার কোমর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেল। এছাড়া তিরমিযী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন, ইমরান ইব্ন মূসা আল কায্যায ...... রাফী' ইব্ন আবুল আলিয়া সূত্রে । তারপর তিরমিযী মন্তব্য করেন, এই সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব।

তার থেকে অন্য একটি সূত্র

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী, আবুল ফাতহ হিলাল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধাভিযানে বের হলেন। তখন তাঁদের খাদ্যাভাব দেখা দিল। এ সময় তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার কাছে কি (খাওয়ার মত) কিছু আছে ? আবূ হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, আমার একটি থলেতে সামান্য কয়েকটি খেজুর রয়েছে। তিনি বললেন, তা' নিয়ে এসো! তখন আমি থলেটি নিয়ে আসলাম। এরপর তিনি বললেন, এবার একটি চামড়ার দস্তরখান নিয়ে এসো। তখন আমি তা এনে বিছিয়ে দিলাম। আর তিনি থলেতে হাত ঢুকিয়ে খেজুর হাতে নিতে লাগলেন। এভাবে একুশটি খেজুর পাওয়া গেল। এরপর তিনি প্রতিটি খেজুর আল্লাহ্র নাম নিয়ে চামড়ার ওপর রাখতে লাগলেন এমনকি সবগুলো রাখা শেষ হল তখন তিনি এভাবে হাত দিয়ে সেগুলোকে একত্র করে বললেন, অমুক ও তার সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে এসো। তারা এসে পেট ভরে খেল এবং চলে গেল। অতঃপর বললেন, অমুক ও তার সঙ্গীদের ডেকে এনো। তখন তারাও এসে পেট ভরে খেল এবং চলে গেল। এরপরও তা' অবশিষ্ট রয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, এবার তুমি বস। তখন আমি বসলাম এরপর তিনি খেলেন এবং আমিও খেলাম। এরপর যে কয়েকটি খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি সেগুলোকে আমার থলেতে ভরে নিলাম আর তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! যখন তোমার প্রয়োজন হবে তখনই থলেতে হাত দিয়ে খেজুর বের করে নিও। আর বন্ধ করো না তাহলে তোমার থেকেও বন্ধ করা হবে। তিনি বলেন, এরপর যখনই আমি খেজুর নিতে চাইতাম তখনই তাতে আমার হাত প্রবেশ করাতাম। এরপর আমি তা থেকে পঞ্চাশ ওয়াসাক্ পরিমাণ খেজুর আল্লাহ্র রাহে দান করেছি। আবূ হুরায়রা বলেন, আমার হাওদার পিছনে তা' সংযুক্ত ছিল। এরপর হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে তা' পড়ে খোয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

বায়হাকী দু'টি সূত্রে সাহ্ল ইব্ন আসলাম আল-আদবী ...... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি এমন তিনটি বিপদে আক্রান্ত হয়েছি যার মত বিপদে আমি আর কখনও আক্রান্ত হইনি। ১. আল্লাহ্র রাসূলের মৃত্যু আর আমি ছিলাম তাঁর

ছোট্ট এক সাথী ২. হযরত উসমানের শাহাদাত, আর ৩. সেই থলেটা খোয়া যাওয়া। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সেই থলেটা কী হে আবূ হুরায়রা ? জবাবে তিনি বললেন, একবার আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম তখন তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার সাথে কি (খাওয়ার মত) কিছু আছে ? আবূ হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, থলেতে একটি খেজুর আছে। তিনি বললেন, তা নিয়ে এসো। তখন আমি খেজুরটি বের করে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। আবূ হুরায়রা বলেন, তিনি তখন সেটিকে ছুঁয়ে দিয়ে দু'আ করলেন। তারপর আমাকে বললেন, এবার তুমি দশজনকে ডেকে নিয়ে এসো! তখন আমি দশজনকে ডেকে আনলাম এবং তারা সকলে পেট ভরে খেলো। এভাবে দশজন দশজন করে ফৌজের সকলে খেলো এবং আমার থলেতে খেজুরের কিছু অংশ রয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রা! যখন তোমার খেজুর নেয়ার ইচ্ছা হবে, তখন তাতে হাত দিয়ে নিয়ে নিও। আর তাকে দান করা থেকে ঠেকিয়ে রেখো না। আবূ হুরায়রা বলেন, এরপর আমি সেই থলে থেকে নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় হযরত আবূ বকরের সম্পূর্ণ খিলাফতকাল, হযরত উমরের সম্পূর্ণ খিলাফতকাল এবং হযরত উসমানের খিলাফতকাল পর্যন্ত খেয়েছি। হযরত উছমান যখন নিহত হলেন, তখন আমার সর্বস্ব এবং থলিটি খোয়া গেল। আমি তা থেকে কী পরিমাণ খেজুর খেয়েছি জান? দুইশ' ওয়াসাকেরও বেশি!

ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, আবূ আমির ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কয়েকটি খেজুর দিলেন তখন আমি তা একটি থলেতে ভরে ঘরের ছাদে ঝুলিয়ে রাখলাম। এরপর আমরা তা থেকে খেতে থাকলাম এরপর শামবাসী কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে তা শেষ হয়ে গেল। এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

এ প্রসঙ্গে ইরবায্ ইব্ন সারিয়ার হাদীস

ইব্ন আসাকির তাঁর জীবনী আলোচনায় ওয়াকিদীর সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকিদী ইব্ন আবূ সাবুরা ..... ইরবায সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, গৃহে অবস্থানকালে এবং সফরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের দরজায় অবস্থান করতাম। তাবুকে অবস্থানকালে কোন এক রাত্রে আমরা দেখলাম অথবা আমরা কোন প্রয়োজন থেকে ফিরে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছেন। তখন তিনি আমাকে দেখে বললেন, সারারাত তুমি কোথায় ছিলে ? আমি তাঁকে অবহিত করলাম। এমন সময় হঠাৎ জা'আল ইব্ন সুরাকা ও আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল আলমুযানীর আবির্ভাব হল। এভাবে আমরা তিনজন হলাম। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম ক্ষুধার্ত, তখন আল্লাহ্র রাসূল তাঁর সহধর্মিণী উম্মু সালামার গৃহে প্রবেশ করে আমাদের খাওয়ার মত কিছু খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। তাই বিলালকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি ? এ কথা বলে তিনি পাথেয় থলেগুলো হাতড়ে দেখলেন, তখন সাতটি খেজুর পাওয়া গেল। এগুলোকে একটি বরতনে রেখে তার উপর তিনি হাত রাখলেন। তারপর আল্লাহ্র নাম নিয়ে উপস্থিতদের বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু কর। তখন আমরা পেট ভরে

খেলাম, এ সময় আমি গুনে গুনে চুয়ান্নটি খেজুর খেলাম। সবগুলিকে আমি গুণছিলাম আর সেগুলির আঁটি আমার অন্য হাতে ছিল। আর আমার সঙ্গীদ্বয়ও আমার মতই করছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকে পঞ্চাশটি করে খেজুর খেলেন। এরপর আমরা যখন আমাদের হাত উঠালাম তখন দেখতে পেলাম যে, সেই সাতটি খেজুর যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। এরপর নবী করীম (সা) বললেন, যদি আমার রব থেকে লজ্জাবোধ না করতাম তাহলে মদীনায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তা থেকে নিয়ে আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত এই খেজুর থেকে খেয়ে যেতে পারতাম। পরিশেষে যখন তিনি মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন মদীনাবাসী এক ছোট বালকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তখন তিনি সেগুলিকে সেই বালকের হাতে দিয়ে দিলেন আর সে তা চিবাতে চিবাতে চলে গেল।

আরেকটি হাদীস

বুখারী ও মুসলিম আবূ উসামার হাদীস সংগ্রহ থেকে হিসাম ইব্ন উরওয়া ..... আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওফাত লাভ করেন তখন আমার গৃহে কোন প্রাণীর খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র খাওয়ার পর বেঁচে থাকা কয়েক মুঠো যব ছাড়া, যা আমার ঘরের একটি তাকে রাখা ছিল। দীর্ঘদিন আমি তা থেকে খেলাম। অবশেষে আমি তা পরিমাপ করলাম এরপর তা ফুরিয়ে গেল।

আরেকটি হাদীস

মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে সালামা ইব্ন শাবীব ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে খাবার প্রার্থনা করল। তখন তিনি তাকে আধা ওসাক পরিমাণ যব দান করলেন। এরপর ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রী এবং তাদের এক অতিথি তা থেকে খেতে থাকল। অবশেষে একদিন সে তা মাপল। তখন তা ফুরিয়ে গেল। লোকটি যখন নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে তা জানাল তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তা না মাপতে তাহলে তোমরা তা খেতে থাকতে এবং তা তোমাদের জন্য স্থায়ী হতো। এই একই সনদে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মুমালিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাঁর ছোট বয়ামে ঘি-হাদিয়া পাঠাতেন। আর তাঁর সন্তানেরা তাঁর কাছে এসে ব্যঞ্জন চাইত, আর তার কাছে থাকত না, তখন তিনি সেই ঘিয়ের বয়াম—যাতে করে আল্লাহর রাসূলের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন তা খুলে দেখতেন তাতে ঘি রয়েছে। এভাবে ঘিতে তার গৃহের ব্যঞ্জনের কাজ হতে লাগল। অবশেষে একদিন তিনি তা নিংড়ে ফেলায় সেই ঘি নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে ঘটনা জানালেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা নিংড়িয়েছ ? তিনি বললেন, জী হাঁ। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, যদি তুমি তা না নিংড়াতে তাহলে তা পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকত। আর হাদীস দু'টি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন মূসা ...... হযরত জাবির সূত্রে।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী ..... আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয ..... নাওফাল ইবনুল হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিবাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সহযোগিতা কামনা করলেন। তখন তিনি তাঁর সাথে একটি স্ত্রীলোকের বিবাহ দিলেন। এরপর লোকটি যখন মোহরানা স্বরূপ স্ত্রীকে কিছু দিতে চাইল তখন কিছু পেল না। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ রাফি' ও আবূ আয়্যূবকে তাঁর বর্ম দিয়ে পাঠালেন। তখন তাঁরা তা জনৈক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখে তিরিশ সা' যব নিয়ে আসলেন। এরপর আল্লাহ্র রাসূল তা' তাঁকে দিয়ে দিলেন। নাওফাল বলেন, আমরা সেই যব থেকে ছয়মাস পর্যন্ত খেলাম। এরপর আমরা তা মেপে দেখলাম তার পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে। নাওফাল বলেন, যখন আমি আল্লাহ্র রাসূলকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তা না মাপতে তা'হলে তা থেকে সারাজীবন খেয়ে যেতে পারতে।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী 'আদ্দালাইল' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ...... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। এক ব্যক্তি তার পোষ্য পরিজনের কাছে এসে তাদের অভাব-অনাহার দেখে মরুভূমির উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল। তখন তার স্ত্রী দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে রুটি প্রস্তুতের ন্যায় উপকরণ দান করুন। রাবী বলেন, হঠাৎ তখন দেখা গেল বরতন খামীর বা গাজলাতে পূর্ণ, যাঁতা দানা পিষছে, এবং তন্দুর রুটি ও ভুনা গোশতে পরিপূর্ণ। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর তার স্বামী ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কাছে কিছু আছে কি ? স্ত্রী লোকটি বলল, হাঁ, আল্লাহ্ রিযিক দান করেছেন। এরপর সে যাঁতা উঠিয়ে তার আশপাশ ঝাড় দিয়ে নিল। এরপর যখন বিষয়টি নবীজীকে জানানো হল তখন তিনি বললেন, সে যদি তা না উঠাত তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত ঘুরতে থাকতো।

তদ্রূপ তিনি আলী ইব্ন আহমদ ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে,আনসারদের এক ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ছিল। স্ত্রী-পরিজনের কাছে কিছু না পেয়ে সে বেরিয়ে গেল। তখন তার স্ত্রী ভাবল, আমি যদি আমার যাঁতা ঘর্ঘর শব্দে ঘোরাতে থাকি এবং চুলায় খেজুর গাছের ডালপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিই, তাহলে আমার প্রতিবেশীরা যাঁতার (ঘর্ঘর) শব্দ শুনবে এবং আগুনের ধোঁয়া দেখে ভাববে আমাদের কাছে নিশ্চয়ই খাবার আছে আর আমাদের কোন অভাব নেই! তখন সে উঠে গিয়ে তার চুলায় আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং বসে বসে যাঁতা ঘুরাতে লাগল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর তার স্বামী ফিরে এসে যাঁতার ঘর্ঘর শব্দ শুনল। আর স্ত্রী লোকটি উঠে তার জন্য দরজা খুলতে গেল । তখন সে বলল, তুমি কি পিষছিলে ? উত্তরে সে তাকে ব্যাপারটি খুলে বলল। এরপর তারা দু'জন ভিতরে প্রবেশ করে দেখল, তাদের যাঁতা ঘুরছে আর ময়দা গড়িয়ে পড়ছে। এরপর তাদের বাড়ির সব পাত্র ময়দায় পূর্ণ হয়ে গেল তারপর সে তার চুলায় গিয়ে দেখল তা রুটিতে পূর্ণ। এ সময় তার স্বামী গিয়ে নবী করীম (সা)-এর কাছে তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তারপর যাঁতার কী হল ? তখন সে বলল, আমি তা উঠিয়ে ঝেড়ে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি তোমরা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিতে তাহলে আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত (অথবা তোমাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত) তা তোমাদেরকে ময়দা সরবরাহ করে যেতো। এই হাদীসটি সনদ ও পাঠ বিবেচনায় গরীব পর্যায়ের।

আরেকটি হাদীস

ইমাম মালিক, সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ্ ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, একবার এক কাফির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অতিথি হল। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর অতিথিকে একটি বকরীর দুধ পান করানো হল। তারপর আরেকটি বকরীর দুধপান করানো হল। তারপর আরেকটির, এভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করে ফেলল। এরপর সকালবেলা সে যখন ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসল তখন তাঁর নির্দেশে তাকে একটি বকরীর দুধ পান করানো হল। এরপর যখন তাকে আরেকটি বকরীর দুধ পান করতে দেয়া হল, তখন সে তার সবটুকু পান করতে পারল না। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, মুসলমান এক আঁতে পান করে আর কাফির তা করে সাত আঁতে। মুসলিম হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম মালিকের হাদীস সংগ্রহ থেকে।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আলী ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবদান ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অতিথি হলেন, আবূ হুরায়রা বলেন, তখন তিনি তাকে আপ্যায়নের জন্য কিছু চাইলেন, কিন্তু একটি পাত্রে এক টুকরা রুটি ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কয়েক অংশ করলেন তারপর তাতে দু'আ করে তাঁর অতিথিকে বললেন, খাও! তখন সে (পেট ভরে) খেল এবং রুটির টুকরা অবশিষ্ট রয়ে গেল। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি পুণ্যবান ব্যক্তি। তার একথা শুনে নবীজী তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। এবারও সে বলল, নিশ্চয় আপনি পুণ্যবান ব্যক্তি। এরপর হাফিয বায়হাকী তাঁর সনদে সাহ্ল ইব্ন উসমানের হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন একবার নবী করীম (সা)-এর কাছে জনৈক অতিথির আগমন ঘটল। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে খাবার চেয়ে লোক পাঠালেন, কিন্তু তাদের কারো কাছেই কিছু পেলেন না। তাই তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছি। কেননা, আপনি ছাড়া কেউ তার মালিক নয়। ইব্ন মাসঊদ বলেন, কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে একটি ভুনা বক্‌রী হাদিয়া আসল। তখন তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহের অংশ, এখন আমরা তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাকলাম।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আবূ আবদুর রহমান আসসুলামী ...... ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। একবার রমাযানে আমরা আহলে সুফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা যখন ইফতার করতাম তখন আমাদের প্রত্যেকের কাছে বায়আতকারী কেউ একজন

আসতেন এবং তাকে নিয়ে গিয়ে রাতের খাবার খাইয়ে দিতেন। কিন্তু এক রাত্রে আমাদের কাছে কেউ আসল না এবং পরদিন সকাল হল। এভাবে পরের রাত্রিতেও আমাদের কাছে কেউ আসল না। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে আমাদের অবস্থা জানালাম। এরপর তিনি তাঁর প্রত্যেক সহধর্মিণীর কাছে খবর পাঠালেন, তাঁদের কারো কাছে কিছু আছে কিনা। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই কসম করে বলে পাঠালেন যে, তাঁদের কারো গৃহে কোন প্রাণীর খাবার মত কিছুই নেই। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তারা সমবেত হল তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছি, কেননা, তা আপনারই হাতে। আপনি ছাড়া কেউ তার মালিক নয়। এরপর কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই জনৈক অনুমতি প্রার্থনাকারী ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন দেখা গেল সে একটি ভুনা বকরী এবং রুটি নিয়ে হাযির। তারপর আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশে তা' আমাদের সামনে রাখা হল। তখন আমরা পেট ভরে খেলাম। আমাদের খাওয়া শেষে আল্লাহ্র রাসূল আমাদেরকে বললেন, আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া উভয়টি প্রার্থনা করেছি। এটা হল তাঁর অনুগ্রহ আর তিনি তাঁর দয়াকে আমাদের জন্য নিজের কাছে সঞ্চিত রেখেছেন।

বকরীর পা সংক্রান্ত হাদীস

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, ইসমাঈল ...... বানূ নিফারের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে, তিনি বলেন, আমাকে অমুক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কিছু গোশত ও রুটি আসল। তখন তিনি বললেন, আমাকে বক্রীর সামনের পা দাও। তখন তাঁকে তা' দেয়া হল। তারপর বললেন, আমাকে 'সামনের পা' দাও। তখন তাঁকে আরেকটি সামনের পা দেয়া হল। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে সামনের পা দাও, তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটা বকরীর সামনের পা তো দু'টিই হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতার শপথ! তুমি যদি চুপ থাকতে, তাহলে আমি যতবার চাইতাম ততবারই সামনের পা নিতে থাকতাম। সালিম বলেন, হাদীসের এই কসমের অংশটুকু অগ্রহণযোগ্য। আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদেরকে পিতৃপুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। আর এভাবেই এই হাদীসের সনদটি এসেছে। এতে দু'জন অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য সূত্রেও তা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ খালফ ইবনুল ওলীদ সূত্রে ...... নবী আলায়হিস সালামের মাওলা আবূ রাফি' থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার তাঁর কাছে একটি বক্রী হাদিয়া আসল তখন তিনি তা ডেগে তুলে রাখলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রবেশ করে বললেন, এটা কী আবূ রাফি' ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাদিয়া আসা একটি বকরী, আমি তা ডেগে রান্না করছি। তখন তিনি বললেন, আবূ রাফি! আমাকে বকরীর সামনের পা দাও। আমি তাঁকে একটি সামনের পা দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও। তখন আমি তাঁকে অপর সামনের পা'টি দিলাম। তারপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও। তখন আবূ রাফি' বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বকরীর সামনের পা তো দু'টিই হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবূ রাফি'! তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আমাকে একের পর এক বকরীর সামনের পা দিতে থাকতে। এরপর তিনি পানি

আনিয়ে গড়গড়া করে কুলি করলেন এবং তাঁর আঙুলসমূহ ধুয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁদের কাছে ফিরে ঠান্ডা গোশত পেলেন, তখন তা থেকে খেলেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন, কিন্তু তার পূর্বে কোন পানি স্পর্শ করলেন না।

আবূ রাফি' থেকে অন্য একটি বর্ণনা সূত্র

ইমাম আহমদ, নাওফল ..... আবূ রাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি বকরী ভুনা করে আনা হল। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ রাফি'! আমাকে বকরীর সামনের পা দাও। আমি তখন তাঁকে তা ধরিয়ে দিলাম। তারপর তিনি বললেন, হে আবূ রাফি'! আমাকে 'সামনের পা' দাও! তখন আমি তাঁকে আরেকটি সামনের পা ধরিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি আবার বললেন, আবূ রাফি' আমাকে সামনের পা দাও। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটি বকরীর সামনের পাতো দু'টোই হয়ে থাকে। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতবার চাইতাম, তুমি ততবার দিতে পারতে। আবূ রাফি' বলেন, বকরীর সামনের পায়ের গোশত নবী করীম (সা)-এর খুব পছন্দ ছিল। আমি বলি এ কারণেই খয়বারের অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা যখন বিষয়টি জানতে পারল, তখন তারা যায়নাব ইয়াহূদীর হাযিরকৃত বকরীর সামনের পায়ে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তখন (আল্লাহ্র কুদরতে) বকরীর সেই বাহুই (সামনের পা) তাঁকে তার ভিতরের বিষ সম্বন্ধে অবহিত করেছিল, যখন তিনি তা থেকে কামড় দিয়ে সামান্য একটু ছিঁড়েছিলেন। আর এ ঘটনা আমরা খায়বার অভিযানের আলোচনায় বিশদভাবে উল্লেখ করেছি।

আরেকটি বর্ণনা সূত্রে

হাফিয আবূ ইয়া'লা, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা সূত্রে ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি'র মাওলা কাইদ সূত্রে তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমি একটি পাত্রে একটি ভুনা বকরী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি (আবূ রাফি'কে) বললেন, হে আবূ রাফি'! আমাকে বকরীর সামনের (একটি) পা দাও! তখন আমি তাঁকে তা' দিলাম। এরপর তিনি বললেন, আবূ রাফি'! আমাকে (বকরীর) সামনের পা দাও। তখন আমি তাঁকে তা' দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আবূ রাফি', আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও, তখন আমি বললাম, বকরীর সামনের পাতো দু'টিই হয়ে থাকে। তিনি বললেন, তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতক্ষণ চাইতাম তুমি আমাকে তা দিয়ে যেতে পারতে। অবশ্য এই সূত্রে হাদীসের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এছাড়া আবূ ইয়া'লা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' থেকেও বর্ণনা করেন যে, তার দাদী সালমা তাঁকে জানিয়েছেন যে, (একবার) নবী করীম (সা) আবূ রাফি'র কাছে একটি বকরী পাঠালেন। আর আমার জানা মতে তা খন্দকের দিন– তখন আবূ রাফি' তা ভুনা করে (তাঁর কাছে) নিয়ে চললেন, উল্লেখ্য যে, এর সাথে কোন রুটি ছিল না। খন্দক (পরিখা) থেকে ফেরার পথে নবী করীম (সা) তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবূ রাফি', তোমার সাথের ভুনা বকরীটি রাখ। তখন আবূ রাফি' তা রাখলেন। এরপর তিনি বললেন, আবূ রাফি'! আমাকে একটি বাহু

(সামনের পা) দাও। তখন আমি তাঁকে তা দিলাম। এরপর তিনি বললেন, আবূ রাফি', আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও! তখন আমি তাঁকে তা দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আবূ রাফি' আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন বকরীর সামনের পা কি দু'টির বেশি থাকে ? আমার কথা শুনে তিনি বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতক্ষণ চাইতাম, তুমি ততক্ষণ দিয়ে যেতে পারতে। আর হাদীসখানি হযরত আবূ হুরায়রা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ, যাহ্হাক ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার একটি বকরী রান্না (ভুনা) করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) (আবূ রাফি'কে) বললেন, আমাকে একটি সামনের পা দাও! তখন আমি তাঁকে তা দিলাম। এরপর তিনি বললেন, আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও। তখন আমি আবার তাঁকে তা দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমাকে আরেকটি সামনের পা দাও। তখন সে (আবূ রাফি') বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বকরীর সামনের পা তো দু'টিই হয়ে থাকে। তখন নবী করীম (সা) বললেন, (আবূ রাফি'!) তুমি যদি (চুপ থেকে) তা খুঁজতে, তাহলে তা অবশ্যই পেতে।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ওকী' ...... দাকীন ইব্ন সাঈদ আল খাছআমী সূত্রে, তিনি বলেন, (একবার) আমরা চারশ' চল্লিশ জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে খাদ্যশস্য চাইলাম। তখন নবী করীম (সা) হযরত উমরকে বললেন, ওঠো, ওদেরকে দান কর। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে তো আমার এবং আমার পোষ্যদের সীমিত খাদ্যশস্য ব্যতীত বাড়তি কিছু নেই। ওকী' বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত 'ফায়য' শব্দটি আরবদের কাছে চারমাস সময় বুঝায়। তিনি আবার বললেন, যাও, তাদেরকে দান কর। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার আদেশ শিরোধার্য। রাবী বলেন, তখন উমর উঠলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও উঠলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তাঁর খাদ্যভান্ডারে উঠলেন, এবং তাঁর কোমর থেকে চাবি বের করে দরজা খুললেন। দাকীন বলেন, দরজা খুলতেই দেখা গেল সেখানে ছোট-খাটো একটি উটের আকারের খেজুরের স্তূপ। উমর বললেন, তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মাফিক নিয়ে নাও। রাবী বলেন, তখন আমাদের প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মাফিক নিল। এরপর আমি ফিরে তাকালাম– আর আমি ছিলাম সর্বশেষ জন– আমার মনে হল আমরা তার খেজুরের স্তূপ থেকে একটিও হ্রাস করিনি। এছাড়া ইমাম আহমাদ তা রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মাদ ও ইয়া'লা, আবূ উবায়দ সূত্রে ...... দাকীন (রা) থেকে। আর ইমাম আবূ দাউদ রিওয়ায়াত করেছেন আবদুর রহীম ইব্ন মুতাররফ আররুওয়াসী ..... ইসমাঈল সূত্রে।

আরেকটি হাদীস

আলী ইব্ন আবদুল আযীয আবূ নু'আয়ম ..... আবূ রজা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি আকস্মিকভাবে আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে পড়ে গেলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, যদি আমি তোমার এই বাগানে পূর্ণ সেচ দিই তাহলে তুমি তার কী বিনিময়

দেবে? তিনি বললেন, আমি তাতে পূর্ণ সেচ দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু পেরে উঠি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, আমাকে কি তুমি তোমার খেজুর থেকে উৎকৃষ্ট একশ' খেজুর বেছে দিবে? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডোল হাতে তুলে নিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাগানের সেচ পূর্ণ করলেন। এমন কি আনসারী বললেন, আমার বাগান ভেসে গেল। এরপর আল্লাহ্র রাসূল তাঁর খেজুর থেকে একশ'টি খেজুর বেছে নিলেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তৃপ্তির সাথে খেলেন। তারপর আনসারীকে একশ' খেজুর ফিরিয়ে দিলেন, যেমনটি তিনি তাঁর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। এই হাদীসটি 'গরীব'। হাফিয ইব্ন আসাকির নবুওয়াতের প্রমাণাদি আলোচনা প্রসঙ্গে তা'উল্লেখ করেছেন। আর ইতিপূর্বে হযরত সালমান ফারসী (রা) ইসলাম গ্রহণের আলোচনায় ঐ খেজুর গাছের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে যা হযরত সালমানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন। আর পরবর্তীতে এগুলির মধ্যে একটি গাছও নষ্ট হয়নি; বরং সকল গাছেই ফল ধরেছিল আর সেগুলোর সংখ্যা ছিল তিনশ'। তদ্রূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক স্বর্ণবৃদ্ধির বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে, যখন তিনি স্বর্ণখণ্ডটি তার জিহ্বায় রেখে উল্টিয়েছিলেন। এরপর তা থেকে সালমান (রা) তাঁর দাসত্বমুক্তি বিষয়ক চুক্তির সকল কিস্তি পরিশোধ করে আযাদ হয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্র (সা) জন্য গাছের ঝুঁকে যাওয়া

ইমাম মুসলিম যে হাদীসখানি হাতিম ইব্ন ইসমাঈল ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন, তা ইতিপূর্বে বিগত হয়। জাবির বলেন, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে এক প্রশস্ত উপত্যকায় অবতরণ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে বের হলেন। তখন আমি একটি পানির পাত্র হাতে তাঁকে অনুসরণ করলাম। কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি আড়াল হওয়ার মত কোন কিছু দেখতে পেলেন না। এমন সময় উপত্যকার প্রান্তে দু'টি গাছ দেখা গেল। তখন তিনি তাদের একটির দিকে অগ্রসর হয়ে তার একটি ডাল ধরে বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে আমার জন্য ঝুঁকে যাও। গাছটি তৎক্ষণাৎ নাকে লাগাম পরিহিত উটের ন্যায় ঝুঁকে গেল। আর তিনি উভয় গাছের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন। উভয়টিকে একত্র করে তিনি বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে আমাকে আড়াল করে একত্র হয়ে যাও, তখন গাছ দু'টি একত্র হয়ে গেল। জাবির (রা) বলেন, আমি তখন দৌড়ে সরে যেতে লাগলাম এই আশঙ্কায় যে, আমার নৈকট্য অনুভব করলে তিনি দূরে সরে যাবেন। আমি তখন বসে বসে ভাবছি এমন সময় দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছেন, আর গাছটিও পৃথক হয়ে স্ব-স্ব কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সময় আমি তাঁকে একবার থেমে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথা দিয়ে এভাবে ডানে-বামে ইঙ্গিত করতে দেখেছি। আর পূর্ণ হাদীসখানি পানি এবং সমুদ্র নিক্ষিপ্ত বিশালাকৃতির মাছের ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে। প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্র।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, আবূ মু'আবিয়া ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন একদিন হযরত জিবরীল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন, আর তিনি তখন মক্কাবাসীদের কারো কারো আঘাতে রক্তাক্ত ও বিষণ্ন হয়ে বসেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, আপনার কী হয়েছে? আল্লাহ্র রাসূল বললেন, এরা আমার সাথে এই নির্মম আচরণ করেছে। আনাস বলেন, তখন জিবরীল তাঁকে বললেন, আপনি কি একটি নিদর্শন দেখতে চান? আনাস বলেন, তখন তিনি বললেন, হাঁ। আনাস বলেন-তখন তিনি উপত্যকার পিছনের একটি গাছের দিকে তাকালেন, তারপর তিনি বললেন, আপনি ঐ গাছটিকে ডাকুন। তখন আল্লাহ্র রাসূল গাছটিকে ডাকলেন। তখন গাছটি হেঁটে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তখন জিবরীল বললেন, এবার আপনি তাকে ফিরে যেতে আদেশ করুন। তিনি তখন আদেশ করলেন এবং গাছটি স্ব স্থানে ফিরে গেল। এ নিদর্শন দেখার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট। এই হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ, তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন তরীফ আবূ মু'আবিয়া সূত্রে ইব্‌ন মাজা ছাড়া আর কেউ তা রিওয়ায়াত করেননি।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে আলী ইব্‌ন যায়দ ..... উমর ইবনুল খাত্তাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কষ্টদায়ক আচরণের কারণে বিষণ্ন অবস্থায় মক্কার হাজূন পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আজ আমাকে (সান্ত্বনামূলক) এমন একটি নিদর্শন দেখান, যার পর আমি আর আমার অবিশ্বাসকারীদের পরওয়া করব না। উমর (রা) বলেন, তখন তিনি মদীনার পাহাড়ী পথের দিক থেকে একটি গাছকে নির্দেশ দিলেন, তখন তা মাটি হেঁচড়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। উমর বলেন, তারপর তিনি তাকে আদেশ করলে তা আবার পূর্বাবস্থানে ফিরে গেল। উমর (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এর পর আমার গোত্রের যারা আমাকে অবিশ্বাস করবে আমি তাদের পরওয়া করব না। এরপর হাফিয বায়হাকী, হাকিম ও আবূ সাঈদ ইব্‌ন আমর ..... হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার স্বগোত্রের অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যানের কারণে দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কোন গিরিপথের দিকে বের হয়ে আসলেন। এর পর তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন কোন নিদর্শন দেখান যা দেখে আমি আশ্বস্ত হব এবং আমার এই দুঃখ ও বিষণ্নতা দূর হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিলেন, আপনি এই গাছের যে কোন শাখাকে আহ্বান করুন। হাসান বলেন, তখন তিনি একটি শাখাকে আহ্বান করলেন, এরপর তা স্ব স্থান থেকে মাটি হেঁচড়ে তাঁর কাছে চলে আসল। তখন আল্লাহ্র রাসূল তাকে লক্ষ্য করে বললেন, স্বস্থানে ফিরে যাও এবং তা স্ব স্থানে ফিরে গেল। তখন তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মন প্রসন্ন হলো। আর ইতিমধ্যে

মুশরিকরা তাঁকে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি জ্ঞানে ও গুণে তোমার বাপ-দাদাদের ছাড়িয়ে গেছ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ

"বল হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ"? (৩৯ যুমার ঃ ৬৪)।

বায়হাকী বলেন, এই হাদীসটি 'মুরসাল' তবে পূর্বের রিওয়ায়াতটি তাঁর সমর্থক।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, আবূ মু'আবিয়া ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার বানূ আমিরের এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী নবুওয়াতের মোহর চিহ্ন দেখান, কেননা চিকিৎসা শাস্ত্রে আমি সেরা পারদর্শী ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে (আমার নবুওয়াতের আরেকটি) নিদর্শন দেখাব? সে বলল, অবশ্যই। ইব্ন আব্বাস বলেন, তখন তিনি একটি খেজুর গাছের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এবার খেজুর গাছের কাঁদিটিকে ডাক। তখন সে তাকে ডাকল, আর কাঁদিটি লাফাতে লাফাতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ফিরে যাও, তখন তা স্ব স্থানে ফিরে গেল। এই নিদর্শন দেখে আমিরী স্বগোত্রকে বলল, হে বানূ আমির, আজকের এই ব্যক্তির চাইতে দক্ষতর কোন জাদুকর আমি কোনদিন দেখিনি। ইমাম আহমদ এভাবেই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাফিয বায়হাকী, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উবায়দা ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে তা সনদসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি (ইব্ন আব্বাস) বলেন, একবার বানূ আমিরের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, চিকিৎসা বিদ্যায় আমি একজন পারদর্শী ব্যক্তি, আপনার কী সমস্যা? আপনি যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন আপনার মনে কি সে বিষয়ে কোন খটকা আছে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র দিকে এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করি। সে বলল, আপনি যে কথা বলেন, তার স্বপক্ষে কি কোন নিদর্শন আছে? তিনি বললেন, হাঁ! যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাকে তাঁর নিদর্শন দেখাতে পারি। এ সময় তাঁর সামনে একটি গাছ ছিল, তিনি তার একটি শাখাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে গাছের শাখা ! এদিকে এসো। তখন শাখাটি গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লাফাতে লাফাতে এসে তাঁর সামনে হাযির হল। এরপর তিনি বললেন, এবার তুমি স্ব স্থানে ফিরে যাও, তখন তা স্ব স্থানে ফিরে গেল। তখন আমিরী লোকটি বলল, হে বানূ আমির ইব্ন সা'সা'আ! আপনার কোন কথার কারণে আমি কখনও আপনাকে তিরস্কার করব না। (তার এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, সে বিষয়টি মেনে নিয়েছিল, পূর্ণরূপে সাড়া দেয়নি।)

বায়হাকী, আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আপনার সঙ্গীরা এ কি বলে বেড়ায়? ইব্ন আব্বাস বলেন, এ সময় আল্লাহ্র রাসূলের চারপাশে অনেক খেজুরের কাঁদি ও গাছ ছিল। ইব্ন আব্বাস বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে কোন নিদর্শন দেখাব? সে বলল, হাঁ। ইব্ন আব্বাস বলেন, তখন তিনি একটি খেজুরের কাঁদিকে কাছে ডাকলেন, আর কাঁদিটি মাটি হেঁচড়ে অগ্রসর হতে লাগল, অবশেষে তা তার সামনে এসে ঝুঁকে তাকে সিজদা করতে লাগল এবং মাথা উঠাতে লাগল এবং সবশেষে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে স্বস্থানে ফিরে গেল। ইব্ন আব্বাস বলেন, এই নিদর্শন দেখে আমিরী বলল, হে বানূ আমির ইব্ন সা'সাআ, আল্লাহ্র কসম, তার কোন কথায়ই আর কখনও আমি তাকে অবিশ্বাস করব না।

আমিরীর ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ ভিন্ন একটি সূত্রে

হাফিয বায়হাকী, আবূ নাসর ইব্ন কাতাদা ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, কিসের দ্বারা আমি বুঝবো যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল? জবাবে তিনি বললেন, বলতো দেখি, আমি যদি এই খেজুরের কাঁদিটিকে তার গাছ থেকে ডেকে আনি তাহলে কি তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? সে বলল, হাঁ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি তাঁর কথা মত, খেজুর কাঁদিটিকে ডাকলেন, তখন কাঁদিটি গাছ থেকে নেমে মাটিতে পড়ল এরপর লাফাতে লাফাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেল। তারপর তিনি সেটিকে বললেন, এবার তুমি ফিরে যাও। তখন তা স্ব স্থানে ফিরে গেল। তখন সেই বেদুইন বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সে ঈমান আনল। হাফিয বায়হাকী বলেন, ইমাম বুখারী তাঁর 'আত্তারীখ' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদের বরাতে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আমি বলি, সম্ভবত লোকটি প্রথমে তাকে যাদু ভেবেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে ভেবেচিন্তে সে প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিল। তখন আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত করার কারণে সে ঈমান এনেছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

আবূ উমর থেকে এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপূরী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ...... ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এ সময় এক বেদুইন আসল। সে যখন তাঁর নিকটবর্তী হল, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কোথায় চলেছো হে? সে বলল, আমার পরিবার-পরিজনের কাছে। তিনি বললেন, তোমার কি কোন কল্যাণে আগ্রহ আছে? সে বলল, তা কী? তিনি বললেন, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। সে বলল, আপনি যা বললেন, তার স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্য বা প্রমাণ আছে কি? তিনি বললেন, এই গাছিটিই তার প্রমাণ। এরপর তিনি গাছটিকে ডাকলেন, আর গাছটি ছিল উপত্যকার প্রান্তে। তখন গাছটি মাটি হেঁচড়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তখন তিনি গাছটির কাছে তাঁর রিসালতের স্ব পক্ষে সাক্ষ্য চাইলেন। তখন তা সাক্ষ্য দিল যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন। এরপর গাছটি তার স্বস্থানে ফিরে গেল আর বেদুইনটি তার স্বগোত্রে।

যাওয়ার সময় সে বলে গেল, তারা (আমার গোত্র) যদি আমার অনুসরণ করে তাহলে আমি তাদেরকে নিয়ে আপনার কাছে আসব, অন্যথায় আমি একাই আপনার কাছে ফিরে আসব এবং আপনার সাথে থাকব। এই হাদীসের সনদটি বেশ ভাল। কিন্তু সিহাহ সিত্তার সঙ্কলকগণের কেউ বা ইমাম আহমদও তা রিওয়ায়াত করেননি। আর আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

রাসলুল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ এবং তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় খেজুর কাণ্ডের ব্যকুলতা

এ বিষয়ে একদল সাহাবী থেকে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট অকাট্য প্রমাণরূপে বিবেচিত।

উবাই ইব্ন কা'ব থেকে প্রথম হাদীস

ইমাম শাফিয়ী, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ...... উবাই ইব্ন কা'ব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদে নববী যখন ছাপরা অবস্থায় ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের (কর্তিত) কাণ্ড সামনে রেখে নামায পড়তেন এবং খুৎবা প্রদান কালে তার সাথে ঠেস দিতেন। এরপর (একদিন) তার এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনাকে একটি মিম্বর বানিয়ে দেব যে, জুমু'আর দিন আপনি তার উপরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেবেন আর সকলে ভালভাবে আপনার খুৎবা শুনতে পাবে? তিনি বললেন, হাঁ! তখন তাঁর জন্য তিনধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর বানানো হল, যেগুলি সাধারণত মিম্বরে দেখা যায়। তারপর যখন মিম্বর বানানো হল এবং আল্লাহ্র রাসূল তাকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন তখন তার উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে উদ্যত হলেন। এ উদ্দেশ্যে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে সেই খেজুর গাছের কাণ্ডকে অতিক্রম করলেন তখন তা আর্তনাদ করে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার আর্তনাদ শুনলেন তখন তিনি তার গায়ে হাত বুলালেন এরপর মিম্বরে ফিরে আসলেন। পরবর্তীতে যখন নতুনভাবে নির্মাণের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববী ভেঙে ফেলা হল তখন হযরত উবাই ইব্ন কা'ব সেই কাণ্ডটি নিয়ে গেলেন। আর পরবর্তীকালেও এটা তার কাছে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা জীর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে ঘুণে খেয়ে শেষ করে ফেলে। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল এভাবেই যাকারিয়্যা ইব্ন আদী ..... উবাই ইব্ন কা'ব সূত্রে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে ঃ তখন তিনি তার গায়ে হাত বুলালেন এবং তা শান্ত হল। তারপর তিনি মিম্বরে ফিরে গেলেন। আর তিনি যখন নামায পড়তেন তখন সেটি তার সামনে থাকত, এছাড়া হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্বের মতই। এছাড়া ইব্ন মাজা হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আমর সূত্রে।

হযরত আনাস থেকে দ্বিতীয় হাদীস

হাফিয আবূ ইয়া'লা, আবূ খায়ছামা ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় মসজিদে রক্ষিত একটি খেজুর কাণ্ডের সাথে হেলান দিতেন। এরপর একদিন জনৈক রোমক এসে তাঁকে বলল,

আমি কি আপনার জন্য এমন একটি উঁচু আসন বানিয়ে দেবো যাতে বসলেও মনে হবে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর সে তাঁর জন্য দুইধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর বানাল যার তৃতীয় ধাপে তিনি বসতেন। এরপর আল্লাহ্‌র নবী যখন মিম্বরে বসলেন, তখন সেই খেজুর গাছের কাণ্ড আল্লাহ্‌র রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় গরুর হাম্বা হাম্বা রবের ন্যায় আর্তনাদ করে কেঁপে উঠল। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল মিম্বর থেকে নেমে তার আর্তনাদরত অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সে থামলো। তখন তিনি বললেন, কসম ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যদি তাকে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে সে আল্লাহ্‌র রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর্তনাদ করতেই থাকত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তাকে মাটিতে দাফন করা হল। আর হাদীসটি ইমাম তিরমিযী মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান আমর ইব্‌ন ইউনুস সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এই সূত্রে এটি 'সহীহ গরীব'।

হযরত আনাস থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

হাফিয আবূ বক্‌র আল বায্‌যার তাঁর মুসসাদে হুদবা ...... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর যখন মিম্বর বানানো হল তখন তিনি তাতে স্থানান্তরিত হলেন। তখন এই কাণ্ড থেকে করুন বিলাপধ্বনি শোনা যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে কোলে জড়িয়ে ধরলেন, তখন সে থামল। তিনি বললেন, আমি যদি তাকে কোলে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলাপ ও আর্তনাদ করতে থাকত। এ ভাবেই ইব্‌ন মাজা হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ সূত্রে ..... আনাস থেকে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন আম্মার সূত্রে ...... ইব্‌ন আব্বাস থেকে।

হযরত আনাস থেকে ভিন্ন আরেকটি সূত্র

ইমাম আহমদ, হাশিম ...... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জুমু'আর দিন খুৎবা দিতেন তখন তিনি একটি কাষ্ঠ খণ্ডে পিঠ ঠেকাতেন। এরপর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বললেন আমার জন্য একটি মিম্বর তৈরী কর-তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলকে কথা শোনান। তখন তাঁর জন্য দুইধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর বানানো হল। এরপর তিনি সেই কাষ্ঠ খণ্ডের পরিবর্তে মিম্বরে স্থানান্তরিত হলেন। হাসান বলেন, আনাস জানিয়েছেন যে, তিনি কাষ্ঠ খণ্ডটিকে সন্তানহারা নারীর ন্যায় আর্তনাদ করতে শুনেছেন। আনাস বলেন, তা এভাবে আর্তনাদ করতে থাকল-অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিম্বর থেকে নামালেন এবং তার কাছে হেঁটে গিয়ে তাকে কোলে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর সে শান্ত হল। এই সনদে এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এছাড়া আবুল কাসিম বাগাভী তা রিওয়ায়াত করেছেন শায়বান ইব্‌ন ফার্‌রূখ ..... আনাস সূত্রে। তিনি অতিরিক্ত এই অংশ উল্লেখ করেছেন ঃ হযরত হাসান বসরী যখন এই হাদীসখানি রিওয়ায়াত করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। তারপর বলতেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! নির্জীব কাষ্ট খণ্ডও আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি অনুরাগে ও ব্যাকুলতায় আর্তনাদ

করে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মর্যাদার কারণে। তাহলে তোমরাই তাঁর সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত। হাফিয আবূ নু'আয়ম তা রিওয়ায়াত করেছেন ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে।

হযরত আনাস থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

আবূ নু'আয়ম আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। (একদিন) কাণ্ডটি করুন স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। তখন তিনি তাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি যদি তাকে কোলে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিলাপ করতে থাকত।

তৃতীয় হাদীস জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সূত্রে

ইমাম আহমদ ওয়াকী' ..... জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। জাবির (রা) বলেন, একদিন এক আনসারী স্ত্রীলোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার একটি ছুতোর গোলাম আছে, আমি কি তাকে আপনার জন্য একটি মিম্বর বানিয়ে দিতে বলব, যাতে করে আপনি তাতে আরোহণ করে খুৎবা দিতে পারেন? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন তাঁর জন্য মিম্বর বানানো হল। জাবির (রা) বলেন, এরপর জুমু'আর দিন তিনি মিম্বরে আরোহণ করে খুৎবা দিলেন। জাবির বলেন, তখন যে কাণ্ডটির উপর দাঁড়িয়ে ইতিপূর্বে তিনি খুৎবা দিতেন, সেটি ছোট শিশুর ন্যায় কাতরাতে লাগল। তখন নবী করীম (সা) বললেন, এই কাণ্ডটি তার নিকট শ্রুত যিক্‌রের[১] সংস্পর্শ হারিয়ে কাঁদছে। ইমাম আহমদ এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বুখারী আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আয়মান সূত্রে .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন একটি গাছের অথবা খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন, (একদিন) এক আনসারী স্ত্রীলোক বলল (কিংবা পুরুষ লোক) ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমরা কি আপনাকে একটি মিম্বর বানিয়ে দেব? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে দিতে পার। তখন তাঁরা তাঁকে একটি মিম্বর বানিয়ে দিল। এরপর জুমু'আর দিন তিনি যখন মিম্বরের দিকে ধাবিত হলেন তখন সেই খেজুর গাছের কাণ্ডটি ছোট শিশুর ন্যায় আর্তনাদ করে উঠল। তারপর তার শিশুর ন্যায় ক্রন্দনরত অবস্থায় নবীজী মিম্বর থেকে নেমে তাকে থামানোর জন্য জড়িয়ে ধরলেন। এ সময় তিনি বললেন, তার কান্নার কারণ হলো খুৎবার সময় সে আল্লাহ্‌র যে যিক্‌র শুনতে পেত তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়া ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আয়মানের হাদীস সংগ্রহ থেকে হযরত জাবিরের বরাতে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. যিকর বলতে একটি খুৎবাকে বুঝানো হয়েছে।- জালালাবাদী (সম্পাদক)

হযরত জাবির থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম বুখারী, ইসমাঈল ..... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছেন, মসজিদে নববীর ছাদ প্রথমে কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ড সমূহের খুঁটিতে নির্মিত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুৎবা দিতেন তখন তিনি সেগুলির একটিতে হেলান দিতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর বানানো হল এবং তিনি তাতে আরোহণ করলেন তখন আমরা পূর্ণগর্ভবতী উটনীর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনলাম। তখন নবী করীম (সা) কাছে এসে তার উপর নিজের হাত রাখলেন, তাতে সে স্থির হল। এটা বুখারীর একক বর্ণনা।

তার থেকে আরেকটি বর্ণনা সূত্র

আবূ বক্‌র আলবায্‌যার বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে তিনি বলেন, মসজিদে নববীতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যাতে হেলান দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুৎবা দিতেন। একদিন সকলে বলল, আপনার দাঁড়ানোর জন্য আমরা যদি কুরসির ন্যায় কিছু বানিয়ে নিতাম তাহলে মনে হয় বেশ হত। এরপর তা করা হল, তখন সেই কাষ্ঠ খণ্ডটি দুগ্ধবতী উটনীর ন্যায় আর্তনাদ করতে লাগল। এ সময় নবী করীম (সা) তার কাছে এসে তাকে কোলে জড়িয়ে তার উপর হাত রাখলেন, ফলে তা স্থির হল। আবূ বক্‌র আল-বায্‌যার এরপর এই হাদীসের সনদ ও তাতে বিদ্যমান রাবী আবূ কুরায়ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

হযরত জাবির থেকে অন্য একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদম ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাষ্ঠ খণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর বানালো হল তখন কাষ্ঠ খণ্ডটি (দুগ্ধবতী) উটনীর ন্যায় আর্তনাদ করতে লাগল। তখন তিনি এসে তার উপর হাত বুলালেন, ফলে তা থামল। এটা আহমদের একক বর্ণনা।

হযরত জাবির থেকে অন্য একটি সূত্র

হাফিয আবূ বক্‌র, আল বায্‌যার মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার ...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মিম্বর তৈরী হওয়ার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর যখন মিম্বর তৈরী হল, তখন কাণ্ডটি বেদনায় আর্তনাদ করল। এমন কি আমরা তার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তার গায়ে হাত বুলালে সে শান্ত হল। বায্‌যার বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর ব্যতীত অন্য রাবীদের আমরা জানি না, যারা যুহরীর বরাতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, এই সনদটি বেশ উৎকৃষ্ট মানের। এর রাবীরা সকলেই বুখারীর শর্তোত্তীর্ণ। আর সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের কেউই তা রিওয়ায়াত করেননি। তবে হাফিয আবূ নু'আয়ম

'আদ্দালাইলে' বলেন, আবদুর রায়যাক তা রিওয়ায়াত করেছেন মা'মার ..... জাবির সূত্রে। তারপর তা উল্লেখ করেছেন আবূ আসিম ইব্ন আলী ..... জাবির সূত্রে। এরপর তিনি আবূ বকর ইব্ন খাল্লাদ ..... জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। যখন মিম্বর বানানো হল, তখন কাণ্ডটি আর্তনাদ করে উঠল। এ সময় তিনি তাকে কোলের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তা শান্ত হল। আর তিনি বললেন, আমি যদি তাকে কোলে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর্তনাদ করত। তারপর তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ আওয়ানার হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... জাবির সূত্রে এবং আবূ ইসহাক ..... জাবির সূত্রে অনুরূপ।

হযরত জাবির থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, আবদুর রায্যাক ..... আবুয্ যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুৎবা দিতেন তখন খেজুর গাছের একটি (কর্তিত) কাণ্ড যা মসজিদের খুঁটিও ছিল, তাতে হেলান দিতেন। এরপর যখন তাঁর জন্য মিম্বর বানানো হল এবং তিনি তাতে উপবেশন করলেন তখন সেই খুঁটিটি অস্থির হয়ে উঠল এবং তার থেকে ব্যাকুল উটনীর আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হল। এমন কি মসজিদে উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে তার কাছে আসলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন, এরপর তা শান্ত হল। হাদীসের এক রাবী রূহ বলেন, তখন তা চুপ করল। আর এই সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ, তবে সৈহাহর হাদীস সঙ্কলকগণ তা উল্লেখ করেননি।

হযরত জাবির থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, ইব্ন আবূ আদী ..... জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদে নববীতে) একটি গাছের কাণ্ডে দাঁড়াতেন, অথবা তিনি বললেন, একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে। এরপর মিম্বর বানানো হল, আর তখন সে কাণ্ডটি থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। জাবির (রা) বলেন, এমন কি মসজিদে উপস্থিত সকলেই তা শুনতে পেল। অবশেষে আল্লাহ্র রাসূল এসে তাতে হাত বুলালেন, তখন তা শান্ত হল। তখন তাদের কেউ বললেন, তিনি যদি তার কাছে না আসতেন তাহলে তা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর্তনাদ করে যেত। এই সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মাফিক, তবে একমাত্র ইব্ন মাজা ব্যতীত অন্য কেউ তা রিওয়ায়াত করেননি। আর তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন, বুকায়র ইব্ন খালফ .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে।

চতুর্থ হাদীস সাহ্ল ইব্ন সা'দ সূত্রে

আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, আবূ হাযিম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার লোকেরা সাহ্ল ইব্ন সা'দের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর কিসের তৈরী ছিল ? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডের দিকে নামায

পড়তেন এবং খুৎবা দেয়ার সময় তাতে হেলান দিতেন। এরপর মিম্বর তৈরী হলে তিনি তাতে আরোহণ করলেন, তখন সেই কাণ্ডটি আর্তনাদ করে উঠল, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার পর সে স্থির হল। এই হাদীসের মূল অংশ সহীহগ্রন্থদ্বয়ে বিদ্যমান আর তার সনদও তাদের শর্তোত্তীর্ণ। ইসহাক ইব্ন রাওয়াহ্ এবং ইব্ন আবূ ফুদায়ক তা রিওয়ায়াত করেছেন সাহ্ল ইব্ন সা'দ সূত্রে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি' এবং ইব্ন ওয়াহ্ব ভিন্ন সূত্রে আব্বাস ইব্ন সাহল থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। এবং উমারা ইব্ন আরাফা সূত্রে ইব্ন লাহী'আ তা রিওয়ায়াত করেছেন সাহল ইব্ন সা'দ থেকে তারই মত করে।

পঞ্চম হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস সূত্রে

ইমাম আহমদ, আফ্ফান ...... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মিম্বর তৈরীর পূর্বে (মসজিদে নববীতে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর যখন মিম্বর তৈরী হল এবং তিনি তাতে স্থানান্তরিত হলেন তখন তাঁর বিচ্ছেদে কাণ্ডটি করুণ আর্তনাদ করতে লাগল। তখন তিনি এসে তাকে কোলে জড়িয়ে ধরার পর তা শান্ত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তাকে কোলে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর্তনাদ করে যেত। এই সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মাফিক। তবে শুধুমাত্র ইব্ন মাজাই হাম্মাদ ইব্ন সালামার হাদীস সংগ্রহ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

ষষ্ঠ হাদীস আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে

ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইব্ন উমর) বলেন (মসজিদে নববীতে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুৎবা দিতেন। এরপর মিম্বর বানানো হলে তিনি তাতে স্থানান্তরিত হলেন, ফলে কাণ্ডটি আর্তনাদ করতে লাগল তখন তিনি তার কাছে এসে তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আর আবদুল হামিদ, উছমান ইব্ন উমর ...... নাফি' সূত্রে হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আবূ 'আসিম তা রিওয়ায়াত করেছেন ইব্ন আবূ রাওওয়াদ ..... ইব্ন উমর সূত্রে। ইমাম বুখারী এভাবেই তা উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী তা রিওয়ায়াত করেছেন আমর ইব্ন আলী আল্ফাল্লাস ..... হযরত মু'আয ইবনুল আলা সূত্রে। এরপর তিনি হাদীসটিকে 'হাসান-সহীহ-গরীব' বলে মন্তব্য করেছেন। আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী তাঁর 'আত্রাফে' বলেন, আর তা রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইব্ন নসর ইব্ন আলী এবং আহমাদ ইব্ন খালিদ আল-খাল্লাল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদদারিমী ...... মু'আয ইবনুল আলা সূত্রে। শায়খ বলেন, বুখারীর উল্লেখিত এই আবদুল হামিদ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর নাম আসলে আব্দ ইব্ন হামিদ। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমাদের শায়খ আরও বলেন, এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইমাম বুখারীর এই মন্তব্য- আবূ হাফ্স থেকে আর তাঁর নাম আমর ইবনুল আলা- এটা লোকের অনুমান, কিন্তু সঠিক হল মু'আয ইবনুল 'আলা যেমন ইমাম তিরমিযীর রিওয়ায়াতে এসেছে। আমি বলি, এটা অবশ্য

বুখারী শরীফের সব নুসখাতে নেই। যে সকল নুসখা থেকে আমি তা লিখেছি সেগুলিতে একেবারেই তার নামের উল্লেখ নেই। আর আল্লাহ্ই সঠিক জানেন। আর এই হাদীসখানি হাফিয আবূ নু'আয়ম রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রজা এর হাদীস সংগ্রহ থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে এবং আবূ আসিমের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... ইব্ন উমর সূত্রে। তিনি (ইব্ন উমর) বলেন, তামীম আদ্দারী বললেন, আমরা কি আপনার জন্য একটি মিম্বর বানাবো না? এরপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করলেন।

ইব্ন উমর থেকে অন্য একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, হুসায়ন ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদে নববীতে খেজুর গাছের একটি (কর্তিত) কাণ্ড ছিল, যাতে জুমু'আর দিন কিংবা কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে লোকদেরকে সম্বোধন কালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিঠ ঠেকাতেন। এ সময় একদিন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার দাঁড়ানোর মত করে একটা কিছু বানিয়ে নেবো না? তিনি বললেন, তা করতে কোন অসুবিধা নেই। তখন তাঁরা তাঁর জন্য তিনধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বর বানালেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এরপর নবী করীম (সা) তার উপর বসলেন। (ইব্ন উমর বলেন) তখন কাণ্ডটি আল্লাহ্র রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় গরুর ন্যায় ডেকে উঠল। এ সময় তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে হাত বুলিয়ে দিলেন, তবেই তা শান্ত হল। এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

সপ্তম হাদীস আবূ সাইদ খুদরী থেকে

আব্দ ইব্ন হুমায়দ আল লায়ছী বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আসিম ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে জুমু'আর দিন খুৎবা দিতেন। তখন (একদিন) লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন তো মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর তারা সকলে আপনাকে দেখতে চায়। (কথা বলার সময়) আপনি যদি একটা মিম্বর ব্যবহার করে তাতে উঠে দাঁড়াতেন তাহলে সকলেই আপনাকে দেখতে পেত। তিনি বললেন, হাঁ! ঠিক আছে। কে আমাদেরকে এই মিম্বর বানিয়ে দেবে? তখন এক ব্যক্তি উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমি। তিনি বললেন, তুমি তা বানাবে? সে বলল, জী হাঁ। কিন্তু সে ইনশাআল্লাহ্ বলল না। তিনি বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, অমুক। তিনি বললেন, তুমি বস। তারপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কে আমাদের এই মিম্বর বানিয়ে দেবে? তখন এক ব্যক্তি উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমি। রাবী বলেন, তিনি বললেন, তুমি তা বানাবে? সে বলল, জী হ্যাঁ। কিন্তু ইন্শাআল্লাহ্ বলল না। তিনি বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, অমুক। তিনি বললেন, তুমি বস। তখন সে বসে গেল। এরপর তিনি আবার বললেন, আমাদের জন্য কে এই মিম্বর বানাবে? তখন একজন উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমি। তিনি বললেন, তুমি তা বানাবে? সে বলল, জী হাঁ, ইন্শাআল্লাহ্। তিনি বললেন, তোমার নাম কী? সে বলল, ইবরাহীম। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি তা বানাও।

তারপর যখন জুমু'আর দিন হল, তখন লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনের আশায় মসজিদের শেষাংশ পর্যন্ত সমবেত হল। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং তাতে উপবেশন করে লোকদের মুখোমুখি হলেন, তখন সেই কাণ্ডটি থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। এমনকি মসজিদের শেষপ্রান্তে অবস্থান করেও আমি তা শুনতে পেলাম। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল মিম্বর থেকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তা শান্ত হল। এরপর তিনি মিম্বরে ফিরে আসলেন এবং আল্লাহ্র হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন, আল্লাহ্র রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে এই খেজুর গাছের কাণ্ড আর্তনাদ করছে। আল্লাহ্র কসম, আমি যদি নেমে এসে তাকে জড়িয়ে না ধরতাম তাহলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা শান্ত হত না। এই সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্ত মাফিক। তবে বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতায় 'অভিনবত্ব' বিদ্যমান (যা আপত্তিকর)। আর আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

হাফিয আবূ ইয়া'লা, মাসরূক ইবনুল মারযুবান ..... আবূ সাঈদ সূত্র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক জুমু'আয় খুৎবার সময় দাঁড়িয়ে একটি কাষ্ঠ খণ্ডে হেলান দিতেন। এক দিন এক রোমক এসে বলল, আপনি চাইলে আমি আপনার জন্য এমন আসন তৈরী করে দেবো যার উপর বসলে মনে হবে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, হাঁ, তুমি তা কর। রাবী (আবূ সাঈদ) বলেন, তখন সে তাঁর জন্য মিম্বর বানাল। এরপর তিনি যখন মিম্বরে বসলেন তখন সেই কাষ্ঠখণ্ড সন্তান বৎসল উটনীর ন্যায় ডেকে উঠল, এমনকি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরদিন আমি দেখলাম, তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা তখন বললাম, এটা কী হল? লোকজন বললেন, গতরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর ও উমর এসে তা সরিয়ে ফেলেছেন। এই বর্ণনাটিও 'গরীব'।

অষ্টম হাদীস হযরত আইশা (রা) সূত্রে

হাফিয রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইব্ন আহমদের হাদীস সংগ্রহ থেকে ...... হযরত আইশার বরাতে। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসখানা উল্লেখ করেছেন। তাতে এ কথাও রয়েছে যে, এ সময় তিনি কাণ্ডটিকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মাঝে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। তখন সে আখিরাতকেই বেছে নিয়েছিল। এরপর ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এই রিওয়ায়াতটিও সনদ ও পাঠের বিবেচনায় 'গরীব'।

নবম হাদীস হযরত উম্মু সালামা (রা) থেকে

আবূ নু'আয়ম রিওয়ায়াত করেছেন কাযী শুরায়ক, আমর ইব্ন আবূ কায়স এবং মুআল্লা ইব্ন হিলাল ..... উম্মু সালামা (রা) সূত্রে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কাষ্ঠ খণ্ড ছিল, খুৎবা দেয়ার সময় তিনি তাতে হেলান দিতেন। এরপর তাঁর জন্য একটি মিম্বর বা কুরসী বানানো হল। এদিকে কাষ্ঠ খণ্ডটি যখন তার সংস্পর্শ হারাল, তখন

সে ষাঁড়ের ন্যায় ডেকে উঠল, এমনকি তার আওয়াজ মসজিদের সকলেই শুনতে পেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে, আসলেন। ফলে সে শান্ত হল। এই শব্দমালা শুরায়কের। মু'আল্লা ইব্ন হিলালের রিওয়ায়াতে আছে এটা ছিল 'দাওম' কাঠের।[১]

এ ছাড়া ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসাঈ আম্মার আয্‌যাহাবীর হাদীস সংগ্রহ থেকে .... উম্মে সালামার বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার মিম্বরের পায়াসমূহ জান্নাতের এক কোণে থাকবে। আর এই একই সনদে ইমাম নাসাঈ এও (এই অংশ) বর্ণনা করেছেন, আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী অংশ জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান। আর এ সকল (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ হাদীস বিশারদ এবং রাবীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অকাট্যভাবে ঘটনাকে প্রমাণিত করে। আর আল্লাহ্ই একমাত্র সাহায্যস্থল।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ..... আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস সূত্রে, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, আমর ইব্ন সাওয়াদ বলেছেন, আমাকে ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন অন্য কোন নবীকে তা দেননি। তখন আমি তাঁকে বললাম, হযরত ঈসাকে (আ) আল্লাহ্ মৃতদের জীবিত করার মু'জিযা দান করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ খেজুর গাছের কাণ্ড প্রদান করা হয়েছিল, যার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিতেন মিম্বর তৈরী হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত। এরপর যখন মিম্বর প্রস্তুত হল, তখন সেই কাণ্ডটি আর্তনাদ করে উঠল-যার শব্দ সবাই শুনতে পেল। আর এটাতো ওটার চাইতেও বড়।

নবী করীম (সা)-এর হাতে পাথর কণার তাসবীহ পাঠ

হাফিয আবূ বক্র বায়হাকী, আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান ..... সুওয়ায়দ ইব্ন ইয়াযীদ আসসুলামী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবূ যার্‌কে বলতে শুনেছি , একটি বিষয় দেখার পর আমি উছমান সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কোন আলোচনা করব না। আমি সবসময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্জনতায় পাওয়ার সুযোগ খুঁজতাম। একদিন আমি তাঁকে একাকী বসা দেখতে পেলাম। আমি তখন তাকে সুবর্ণ সুযোগ গণ্য করে তাঁর কাছে এসে বসলাম, তারপর আবূ বকর (রা) আসলেন এবং তাঁকে সালাম দিয়ে তাঁর ডান পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর উমর (রা) আসলেন এবং তাঁকে সালাম দিয়ে আবূ বকরের ডান পাশে বসলেন। এরপর আসলেন উছমান (রা), তিনি এসে সালাম করলেন, তারপর উমরের ডানে বসলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সাতটি কঙ্কর ছিল। অথবা তিনি বলেন, নয়টি কঙ্কর ছিল। এরপর তিনি সেগুলিকে তাঁর হাতে নিলেন। তখন সেগুলি তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, এমন কি আমি তাদের থেকে খেজুর কাণ্ডের বিলাপের মত শুনতে পেলাম। তারপর তিনি সেগুলিকে রেখে দিলে সেগুলি থেমে গেল। এরপর তিনি সেগুলি নিয়ে আবূ বক্‌রের হাতে তুলে দিলেন। তখন

১. যা খেজুরের মত গুল্ম জাতীয় ছক। – সম্পাদক।

সেগুলি স্বশব্দে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, এমন কি তাদের থেকে খেজুর গাছের বিলাপের মত বিলাপ শুনতে পেলাম। এরপর তিনি (আবূ বকর) সেগুলিকে রেখে দিলেন। ফলে সেগুলি থেমে গেল। এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্) সেগুলি নিয়ে উমরের হাতে দিলেন। তখন সেগুলি স্বশব্দে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, এমন কি আমি সেগুলি থেকে খেজুর কাণ্ডের বিলাপের মত বিলাপধ্বনি শুনতে পেলাম। এরপর তিনি সেগুলি নিয়ে উসমানের হাতে তুলে দিলেন। তখন সেগুলি সশব্দে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, এমন কি আমি তাদের থেকে খেজুর কাণ্ডের বিলাপের মত বিলাপ ধ্বনি শুনতে পেলাম। এরপর তিনি সেগুলিকে রেখে দিলে সেগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হল নবুওয়াতের খিলাফত (কাল)। বায়হাকী বলেন, এভাবেই মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াসার তা রিওয়ায়াত করেছেন কুরায়শ ইব্ন আনাস সূত্রে ..... আর তিনি সালিহ ইব্ন আবুল আখযর থেকে। আর সালিহ 'হাফিয' ছিলেন না। 'মাহ্ফূয' রিওয়ায়াতটি হল আবূ হামযা সূত্রে যুহরী থেকে। তিনি (আরও) বলেন, ওলীদ ইব্ন সুওয়ায়দ এই হাদীসটি হযরত আবূ যার থেকে এভাবেই উল্লেখ করেছেন।

বায়হাকী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্যুহ্লী তাঁর নিজের সংকলিত 'আয্যুহরিয়্যাত' গ্রন্থে যেখানে তিনি ইমাম যুহরীর সকল হাদীস একত্রিত করেছেন- আবুল ইয়ামান সূত্রে শু'আয়ব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ওলীদ ইব্ন সুয়ায়দ উল্লেখ করেছেন যে, বানূ সুলায়মের এক প্রবীণ ব্যক্তি যিনি রাবযায় হযরত আবূ যার (রা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন-তিনি উল্লেখ করেন যে, একদিন তিনি এবং আবূ যর (রা) যখন একই মজলিসে বসা ছিলেন, তখন হযরত উসমানের প্রসঙ্গ উঠল। সুলামী বলেন, আর আমার ধারণা ছিল, হয়তবা হযরত উসমানের বিরুদ্ধে হযরত আবূ যার-এর কোন ক্ষোভ আছে, কেননা, তিনিই তাঁকে রাবযায় নির্জনবাসে পাঠিয়েছিলেন। এরপর যখন তাঁর সামনে উসমানের কথা উল্লেখ করা হল, তখন বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত একজন আলিম তাকে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তাঁর মনে উসমানের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ক্ষোভ রয়েছে। এরপর যখন তাঁর প্রসঙ্গ উঠল, তখন তিনি (প্রসঙ্গ উত্থাপনকারীকে) বললেন, উসমানের ব্যাপারে ভাল ছাড়া কোন মন্দ কথা বলো না। আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমি তাঁর এমন একটি দৃশ্য দেখেছি এবং এমন একটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছি যে মৃত্যুর পূর্বে আমি তা ভুলব না। এরপর তিনি বললেন, হাদীস শ্রবণ কিংবা তার নিকট থেকে কিছু শিখবার উদ্দেশ্যে আমি সবসময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্জনে পাবার সুযোগের সন্ধানে থাকতাম। কোন একদিন দুপুরে গিয়ে দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। আমি তখন খাদিমকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন সে আমাকে জানাল যে, তিনি একটি ঘরে আছেন। আমি তখন তাঁর কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি একাকী বসে আছেন। তাঁর কাছে অন্য কেউ নেই। আমার যেন মনে হচ্ছিল, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। আমি তখন তাঁকে সালাম দিলাম। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এখানে কে আনল ? আমি বললাম, আমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই নিয়ে আসেন। তখন তিনি আমাকে ইঙ্গিতে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম। এ সময় আমি তাঁকে কোন কিছু

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম না, আর তিনিও নিজ থেকে আমাকে কিছু বললেন না। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হল। এরপর আবূ বকর দ্রুত হেঁটে আসলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। তখন তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমাকে কে নিয়ে আসল ? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই নিয়ে এসেছেন। এরপর তিনি তাঁকেও হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বসতে বললেন। তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখোমুখি একটি টিলার উপরে গিয়ে বসলেন এবং নবীজীর বসার স্থানের মাঝ দিয়ে একটি পথ ছিল। অবশেষে আবূ বকর যখন ভালভাবে বসলেন, তখন তিনি তাঁকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। এরপর তিনি আমার ডানপাশে বসলেন। এরপর উমর (রা) আসলেন এবং অনুরূপ করলেন আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুরূপ বললেন। তারপর তিনিও ঐ টিলার উপর হযরত আবূ বকরের পাশে বসলেন। এরপর উছমান এসে সালাম করলেন আর নবী করীম (সা) তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমাকে কে নিয়ে আসল ? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই নিয়ে এসেছেন। তখন তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলে উছমান টিলার দিকে গিয়ে বসলেন। এরপর তিনি পুনরায় ইঙ্গিত করলে উছমান উমরের পাশে গিয়ে বসলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা বললেন, যার প্রথমাংশ আমি বুঝিনি, তবে এতটুকু শুনতে পেলাম, তার খুব কমই বাকী রাখবে। এরপর তিনি সাতটি কিংবা নয়টি কিংবা এর কাছাকাছি সংখ্যক কঙ্কর হাতে নিলেন। তখন এগুলি তাঁর হাতে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল এবং তাঁদের থেকে খেজুর কাণ্ডের বিলাপের মত বিলাপ ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। এরপর আমাকে অতিক্রম করে তিনি সেগুলি আবূ বকরকে দিলেন। তখন সেগুলি আবূ বকরের হাতেও সশব্দে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, যেমন নবী করীম (সা)-এর হাতে করেছিল। এরপর তিনি সেগুলি তাঁর নিকট থেকে নিয়ে নিলেন এবং মাটিতে রাখলেন। তখন সেগুলি নির্বাক কঙ্করে পরিণত হল। তারপর তিনি সেগুলি উঠিয়ে উমরের হাতে দিলেন। তখন সেগুলি তাঁর হাতে তাসবীহ পাঠ করতে লাগল যেমন আবূ বকরের হাতে করেছিল। তারপর সেগুলো নিয়ে মাটিতে রাখলেন। তখন সেগুলো আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। তারপর তিনি সেগুলি উছমানকে দিলেন। তখন সেগুলি তাঁর হাতেও তাসবীহ পাঠ করতে লাগল, যেমন আবূ বকর ও উমরের হাতে করেছিল। এরপর তিনি সেগুলি নিয়ে মাটিতে রাখলেন। ফলে সেগুলো নিঃশব্দ হয়ে গেল।

হাফিয ইব্ন আসাকির বলেন ঃ তা রিওয়ায়াত করেছেন সালিহ ইব্ন আবুল আখ্যার, যুহরী সূত্রে। তারপর তিনি বলেন, সুয়ায়দ ইব্ন ইয়াযীদ আসসুলামী নামক এক ব্যক্তি থেকে। তবে শু'আয়বের উক্তি বিশুদ্ধতর। (দালাইলুন্ নবুওয়াত গ্রন্থে আবূ নু'আয়াম বলেন-আর দাউদ ইব্ন আবূ হিনদ রিওয়ায়াত করেছেন ওলীদ ইব্ন আবদুর রহমান .... আবূ যার্ সূত্রে। এছাড়া শাহ্র ইব্ন হাওশাব এবং সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ সাঈদ থেকে, তিনি বলেন- এবং তাতে আবূ হুরায়রা থেকে) আর ইতিপূর্বে ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বরাতে ইমাম বুখারীর রিওয়ায়াত বিগত হয়েছে যে তিনি বলেন, খাবার যখন খাওয়া হত তখন আমরা তা থেকে তাসবীহ পাঠের শব্দ শুনতে পেতাম।

এ প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন ইসহাক ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস এর হাদীস সংগ্রহ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার নানা মালিক ইব্ন হামযা ইবন্ আবী উসায়দ তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ আবূ উসায়দ আস-সাঈদী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে বললেন, হে আবুল ফযল! আগামীকাল আমি আপনাদের কাছে আসার পূর্বে আপনি এবং আপনার পুত্রেরা কেউ যেন বাড়ি না ছাড়েন। আপনাদের কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। পরদিন তাঁরা তাঁর অপেক্ষায় থাকলেন। অবশেষে পূর্বাহ্নে তিনি তাঁদের কাছে আসলেন। তিনি তাঁদের গৃহে প্রবেশ কালে তাঁদেরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললেন। তখন তাঁরাও তাঁর সালামের উত্তর দিলেন। তিনি তাঁদের প্রশ্ন করলেন, কী অবস্থায় আপনাদের সকাল হল ? তাঁরা বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। কল্যাণের সাথেই আমাদের সকাল হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আপনার সকাল কী অবস্থায় হল ? তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, কল্যাণের সাথেই আমার সকাল হয়েছে। এরপর তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কাছাকাছি হও, একে অন্যের সাথে লেগে যাও। অবশেষে তাঁরা যখন তাঁর পরিপূর্ণ আয়ত্তে আসলেন তখন তিনি তাঁদের সকলকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! ইনি আমার চাচা পিতৃতুল্য, আর এরা আমার আপনজন, আমি আমার এই চাদর দিয়ে যেমনভাবে তাদেরকে আবৃত করেছি আপনিও সেভাবে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে আবৃত করুন। রাবী বলেন, তখন দরজার চৌকাঠ এবং ঘরের দেয়াল সমূহ আমীন বলল। ওগুলো তিন তিনবার আমীন শব্দ উচ্চারণ করল। আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাজা তাঁর সুনানে তা সংক্ষিপ্তভাবে রিওয়ায়াত করেছেন আবূ ইস্হাক ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন ইসহাক ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে। আর তাঁর বরাতে একদল রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মায়ীন বলেন, আমি তাঁকে চিনি না। আবূ হাতিম বলেন, এ ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র ...... জাবির ইব্ন সামূরা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি যে নবুওয়াত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আর আমি এখনও সেটাকে চিনব। ইমাম মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বক্র ইব্ন আবূ শায়বা সূত্রে আর ইমাম আবূ দাউদ তা রিওয়ায়াত করেছেন সুলায়মান ইব্ন মু'আয সূত্রে সিমাক থেকে।

আরেকটি হাদীস

তিরিমিযী আব্বাদ ইব্ন ইয়া'কূব আল-কূফী' ..... আলী ইব্ন আবূ তালিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একবার) আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

সাথে মক্কায় ছিলাম। এ সময় আমরা তার কোন এক দিকে বের হলাম। তখন যে পাহাড় বা গাছই তাঁর সামনে পড়ল সেই বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! এরপর তিনি মন্তব্য করেন, এটা 'হাসান গরীব' হাদীস। ওলীদ ইব্‌ন আবূ ছাওর থেকে একাধিক রাবী তা রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের বর্ণনাসূত্রে আব্বাদ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদের নাম রয়েছে। এই রাবীদের অন্যতম হলেন ফারওয়া ইব্‌ন আবুল ফারা। আর হাফিয আবূ নু'আয়ম তা রিওয়ায়াত করেছেন যিয়াদ ইব্‌ন খায়ছামার হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আলী (রা)-এর বরাতে। তিনি (আলী) বলেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি যে গাছ বা পাথরই অতিক্রম করছিলেন সেই তাকে সালাম করছিল। আর নবুওয়াত প্রাপ্তি অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রথম ওহী লাভ করার পর নবী আলাইহিস্‌ সালাম ফেরার পথে যে যে পাথর, গাছ, মাটির খণ্ড বা অন্য কিছু অতিক্রম করছিলেন, সেই তাঁকে সম্বোধন করে বলছিল , হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। বদর ও হুনায়নের যুদ্ধের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে সময় তিনি এক মুঠো মাটি (শত্রুর দিকে) নিক্ষেপ করে তাঁর সাহাবীদের তাঁর পশ্চাতে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে এর পরে পরেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদের সাহায্য, সমর্থন ও বিজয় দ্রুততর হয়। বদরযুদ্ধ সম্বন্ধে তো স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাঁর বর্ণনা ধারায় সূরা আনফালে বলেছেন ঃ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى "এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন" (৮ আনফাল ঃ ১৭)। আর হুনায়ন যুদ্ধের প্রসঙ্গে আমরা হাদীসসমূহে সনদ ও শব্দমালাসহ তা উল্লেখ করেছি। এখানে তা পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই।

আরেকটি হাদীস

মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কা'বার চারকোণে স্থাপিত প্রতিমাসমূহ দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁর হাতের একটি ছড়ি দ্বারা তাতে খোঁচা দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا। "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। বল, সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।"

আর একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, যখনই তিনি সেই প্রতিমাগুলোর কোন একটির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, তখনই সেটি চিৎ হয়ে উল্টে পড়ছিল। আরেক রিওয়ায়াতে রয়েছে, পড়ে যাচ্ছিল। হাফিয বায়হাকী .... আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-হাফিয সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন আমি (প্রাণীর ছবিযুক্ত) নকশাদার একটি চাদরাবৃত ছিলাম। তখন তিনি এটিকে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি তারাই ভোগ করবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সদৃশ আকৃতি তৈরী করে। আওযায়ী বলেন, আইশা (রা) আরও বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বাজপাখীর প্রতিকৃতি বিশিষ্ট একটি ঢাল আনীত হল, তখন তিনি তার উপর হাত রাখলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা দূর করে দিলেন।

বিভিন্ন প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত নবুওয়াতের প্রমাণসমূহ

পলায়নকারী/ ছুটে যাওয়া উটের ঘটনা

ইমাম আহমদ বলেন, হুসায়ন ...... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একটি আনসার পরিবারের পানিবাহী একটি (নর) উট ছিল। কোন কারণে সে অবাধ্য হয়ে পিঠে কোন কিছু বহন করা থেকে বিরত থাকল। তখন আনসারদের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাদের একটি উটের পিঠে আমরা পানি বহন করতাম; কিন্তু সে আমাদের অবাধ্য হয়ে কোন কিছু বহন করছে না। এদিকে ক্ষেত খামার এবং খেজুর বাগান পানির অভাবে খাঁ খাঁ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, চল সবাই। তখন সকলে উঠে সেদিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় তিনি বাগানে প্রবেশ করলেন আর উটটি তখন বাগানের এক কোণে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে অগ্রসর হলেন। তখন আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে আছে। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, সে আপনাকে আক্রমণ করে বসবে। তিনি বললেন, সে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর (সেই অবাধ্য) উটটি যখন আল্লাহ্র রাসূলের দিকে তাকাল তখন সে নিজেই তাঁর দিকে এগিয়ে আসল এবং তাঁর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। এ সময় তিনি তার মাথার অগ্রভাগ ধরলেন আর সে একান্ত বাধ্য হয়ে থাকল। আর তিনি তাকে কাজে ফিরিয়ে আনলেন।

এ অবস্থা দেখে তাঁর সাহাবগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই অবুঝ পশু আপনাকে সিজদা করে, তাহলে তো আপনাকে সিজদা করার আমরা অধিকতর হকদার। তখন তিনি বললেন, কোন মানুষের জন্য অন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত নয়। যদি তা সঙ্গত হত, তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে, যেহেতু তার উপর তার বিরাট হক রয়েছে। শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি স্বামীর পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত ক্ষত-ঘা পূর্ণ হয়ে ফেটে রক্ত পুঁজ ইত্যাদি গড়িয়ে পড়তে থাকে, এরপর স্ত্রী তা জিহ্বা দ্বারা চেটে দেয় তাহলেও সে তার হক আদায় করতে পারবে না। এই সনদটি বেশ ভাল। এছাড়া ইমাম নাসাঈ তার অংশ বিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন, খালফ ইব্‌ন খলীফার হাদীস সংগ্রহ থেকে।

এ প্রসঙ্গে হযরত জাবিরের রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ বলেন, মুস'আব ইব্‌ন সালাম .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফর থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনায় ফিরছিলাম। অবশেষে আমরা যখন বানূ নাজ্জারের একটি খেজুর বাগানের দিকে অগ্রসর হলাম, তখন সেখানে একটি নর উট দেখা গেল। যে কেউ বাগানে প্রবেশ করছিল উটটি তার দিকে ধেয়ে আসছিল। জাবির (রা) বলেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানাল। তখন তিনি এসে বাগানে প্রবেশ করলেন, তারপর উটটিকে ডাকলেন। উটটি তখন ঠোঁট নিম্নমুখী করে এসে তাঁর সামনে এসে পড়ল। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা একটি লাগাম

নিয়ে এসো! এরপর তিনি তাকে লাগাম পরিয়ে তার মালিকের হাতে দিয়ে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, আসমান ও যমীনের মাঝে এমন কেউ নেই যে স্বীকার করে না যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল, শুধুমাত্র অবাধ্য জিন ও ইনসান ব্যতীত। এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আর ভিন্ন সূত্রে ভিন্ন বর্ণনা ধারায় হযরত জাবিরের বরাতেও রিওয়ায়াত আসছে ইনশাআল্লাহ্। আর তাঁর উপরই আমাদের ভরসা।

ইব্ন আব্বাসের রিওয়ায়াত

হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী, বিশর ইব্ন মূসা ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের একটি উট পালিয়ে এক বাগানে আশ্রয় নিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এসে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এদিকে এসো! তখন সে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল আর আল্লাহ্র রাসূল তাকে লাগাম পরিয়ে মালিকের হাতে তুলে দিলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যেন বুঝতে পেরেছে আপনি আল্লাহ্র নবী। তখন তিনি বললেন, একমাত্র কাফির জিন ও ইনসান ব্যতীত মদীনার দুই পাথুরে ভূখন্ডের মাঝে এমন কেউ নেই, যে স্বীকার করে না যে আমি আল্লাহ্র নবী। এ হাদীসখানা এ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অত্যন্ত 'গরীব'। জাবির সূত্রে ইমাম আহমদের এ মর্মে রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধতর। তবে যদি রাবী আজলাহ তা রিওয়ায়াত করে থাকে আয্যায়্যাল জাবির ইব্ন আব্বাস সূত্রে তা'হলে আল্লাহ্র পানাহ্! (মানে এ সূত্রটি অনির্ভরযোগ্য) আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী আব্বাস ইব্ন ফযল আল-আসফাতী ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক আনসারীর দুটি নর উট ছিল। হঠাৎ তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সেগুলোকে এক খেজুর বাগানে আটকে রেখে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন এই উদ্দেশ্যে যে তিনি তার জন্য দু'আ করবেন। এ সময় নবী করীম (সা) আনসারদের একটি দল নিয়ে বসেছিলেন। তখন তিনি এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমার একটি প্রয়োজনে আমি আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমার দু'টি নর উট তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করছে। তাই ওদেরকে একটি খেজুর বাগানে আটকে রেখেছি। আমি চাই আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ সে দুটিকে আমার বশীভূত করে দেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরাও চল আমার সাথে। তারপর তিনি গিয়ে বাগানের দরজায় দাঁড়ালেন। তারপর সেই আনসারীকে বললেন, দরজা খোল! কিন্তু আসনারী নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করলেন। (তাই তিনি ইতস্তত করছিলেন।) তখন তিনি আবার তাঁকে বললেন, দরজা খোল। তখন তিনি দরজা খুললেন। তখন দেখা গেল একটি উট দরজার কাছেই রয়েছে। সে যখন আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে পেল তখন তাকে সিজদা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটা কিছু নিয়ে এসো, আমি তার

কল্লা বেঁধে তাকে তোমার আয়ত্তে এনে দিই। তখন লোকটি একটি লাগাম নিয়ে আসল এবং তিনি তার কল্লা বেঁধে তাকে লোকটির আয়ত্তাধীন করে দিলেন। এরপর তিনি বাগানের দূরতম প্রান্তে অন্য উটটির কাছে গেলেন। সে যখন তাঁকে দেখতে পেলো, তখন তাঁকে সিজদা করল। এরপর তিনি লোকটিকে বললেন, আমার কাছে বাঁধার মত কিছু একটা নিয়ে এসো, আমি তার কল্লা বেঁধে দিই। তারপর তিনি উটটির কল্লা বেঁধে তার আয়ত্তে এনে দিলেন এবং তাকে বললেন, যাও! এখন আর তারা তোমার অবাধ্য হবে না।

আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবাগণ যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন তখন তাঁরা বলে উঠলেন, এই উট দুটি আপনাকে সিজদা করল, আমরা কি আপনাকে সিজদা করব না? তিনি বললেন, আমি কোন মানুষকে অন্য কোন মানুষকে সিজদা করতে বলবো না। একান্তই যদি আমি তা করতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করতে। এই হাদীসের সনদ ও পাঠ উভয়টিই 'গরীব'। (আবুল ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ তাঁর দালাইলুন নবুওয়্যা গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াতও করেছেন)।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াত

ফকীহ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ, আহমাদ ইব্ন হামদান ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একদিকে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা একটি বাগানে উঁকি দিয়ে দেখলাম সেখানে একটি পানিবাহী উট রয়েছে। উটটি যখন অগ্রসর হয়ে মাথা উঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে পেল, তখন সে তার কাঁধের ভিতরের অংশ মাটিতে লাগিয়ে দিল। তখন সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই সকল পশুর তুলনায় আপনাকে সিজদা করার আমরাই অধিকতর হকদার। তখন তিনি বললেন, সুবহান্নাল্লাহ্! গায়রুল্লাহ্কে সিজদা! গায়রুল্লাহ্কে সিজদা করা কারো পক্ষেই সমীচীন নয়। আমি যদি কাউকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কাউকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফরের রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তাঁর পিছনে আরোহণ করালেন। তারপর তিনি আমাকে চুপিসারে এমন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে অধিক পছন্দ করতেন কোন উঁচু ভূখণ্ড কিংবা খেজুর গাছের ঝোপের আড়াল হতে। একদিন তিনি এই উদ্দেশ্যে আনসারদের এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। তখন একটি নর উট এসে শব্দ করে ডাকল এবং তার চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল। এরপর সে যখন আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে পেল তখন বেদনায় আর্তনাদ করল এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে সে শান্ত হল। এরপর তিনি বললেন, এই উটের মালিক কে? তখন এক আনসার যুবক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার উট। তুমি এই (সকল) অবুঝ প্রাণীর ব্যাপারে

আল্লাহ্কে ভয় কর না- যার মালিক আল্লাহ্ তোমাকে বানিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে অনাহারে রাখ এবং বিরামহীনভাবে কাজে লাগাও। এছাড়া ইমাম মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন মাহ্দী ইব্ন মায়মূন সূত্রে।

এ প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন আইশার রিওয়ায়াত

ইমাম আহমদ, আবদুস সামাদ ও আফফান থেকে হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের একটি দলের মাঝে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করল। তখন তাঁরা (সাহাবাগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশুরা এবং গাছপালা আপনাকে সিজদা করে। তাহলে আমরাই তো আপনাকে সিজদা করার অধিকতর হকদার। তখন তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান করবে। যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করতে বলতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার। সে যদি তাকে নির্দেশ দেয় হলুদ পাহাড় থেকে কাল পাহাড়ে এবং কাল পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে কোন কিছু বহন করতে, তাহলে তার উচিত হবে তা-ও করা। এই সনদটি সুনানের শর্তমাফিক। আর ইব্ন মাজা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ..... হাম্মাদ সূত্রে– তার ভাষ্য হল যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করতে। .... শেষ পর্যন্ত।

ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা আছছাকাফীর রিওয়ায়াত/ অথবা ভিন্ন ঘটনা

ইমাম আহমদ, আবূ সালাম আল খুযায়ী ..... ইয়া'লা ইব্ন সায়্যাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিল। তখন তিনি দুটি খেজুর চারাকে নির্দেশ দিলে তারা একত্র হয়ে তাঁকে আড়াল করে নিল। তারপর (প্রয়োজন শেষে) তিনি নির্দেশ দিলেন, তারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে (সোজা হয়ে) গেল। আর তখন একটি উট এসে তার গলা মাটির সাথে লাগাল। এরপর সে সশব্দে জাবর তুলে মাটি ভিজিয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তোমরা কি জান, উটটি কি বলছে? সে বলছে, তার মালিক তাকে জবাই করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (মালিকের) কাছে এই বলে (লোক) পাঠালেন, তুমি কি উটটি আমাকে দান করতে পার? তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উটপালের মাঝে সেই আমার সবচেয়ে প্রিয়। তখন তিনি তাকে বললেন, তাহলে তুমি তার সাথে সদাচারণ করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই তার চেয়ে অধিক সদাচার আমি আমার অন্য কোন উটের সাথে করব না।

রাবী বলেন, এরপর তিনি এক কবরের কাছে আসলেন, যে কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, তাকে কোন গুরুতর গুনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এরপর তিনি নির্দেশ দিলে সেই কবরের উপর একটি তাজা ডাল পুঁতে দেয়া হল। তখন তিনি বললেন, এই ডালটি তরতাজা থাকা পর্যন্ত আশা করি তার আযাব লঘু করা হবে।

তাঁর থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, আবদুর রায্যাক ..... ইয়া'লা ইব্‌ন মুররা আছছাকাফী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনটি বিষয় (মু'জিযা) দেখেছি। একবার আমরা তাঁর সাথে পথ চলছিলাম। তখন আমরা একটি পানিবাহী উটকে অতিক্রম করলাম। উটটি যখন তাঁকে দেখল, তখন অভিযোগমূলক শব্দ করল এবং তার গলা মাটিতে লাগাল। তখন তিনি থেমে জিজ্ঞেস করলেন, এই উটের মালিক কোথায়? এরপর সে আসলে তিনি তাকে বললেন, আমার কাছে এটি বিক্রি করে দাও। তখন সে বলল, আমি বরং আপনাকে তা দান করব। তিনি বললেন, না, তুমি আমার কাছে তাকে বিক্রি করে দাও। সে বলল, না; বরং আমরা তা আপনাকে দান করব। সে ব্যক্তি এমন এক পরিবারের লোক ছিল, যাদের জীবিকার আর কোন উৎস ছিল না। তিনি বললেন, তুমি যখন একথা উল্লেখ করছ, তাহলে শোন, সে অধিক কাজ এবং অল্প খোরাকের অভিযোগ করেছে। তাই তার প্রতি সদাচারণ করবে। ইয়া'লা বলেন, এরপর আমরা অগ্রসর হয়ে একস্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন। তখন মাটি ফুঁড়ে একটি গাছ এসে তাঁকে আবৃত করে নিল। তারপর স্বস্থানে ফিরে গেল। তিনি ঘুম থেকে জাগলে আমি বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এই গাছ আল্লাহ্‌র রাসূলকে সালাম করার জন্য তার রবের অনুমতি প্রার্থনা করেছে এবং তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। ইয়া'লা বলেন, এরপর আমরা অগ্রসর হয়ে একটি পানির উৎস অতিক্রম করলাম। তখন এক স্ত্রীলোক তার এক জিনগ্রস্ত ছেলেকে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে আসল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাকের ছিদ্র ধরে বললেন, তুমি বের হয়ে যাও। আমি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ। রাবী বলেন, এরপর আমরা অগ্রসর হলাম। আর আমরা যখন আমাদের সফর থেকে ফিরছিলাম তখনও সেই পানির উৎস অতিক্রম করলাম। সে সময় এক স্ত্রীলোক জবাই উপযোগী কয়েকটি বক্‌রী এবং দুধ নিয়ে তাঁর কাছে আসল। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন বকরীগুলো ফিরিয়ে নিতে, আর তাঁর সাহাবাগণকে বললেন, দুধ থেকে পান করতে। এরপর তিনি তাকে সেই শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সে বলল, শপথ সেই মহান সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনার সাথে সাক্ষাতের পর আর তার মধ্যে আমরা সন্দেহজনক কিছু দেখিনি।

তাঁর বরাতে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ..... ইয়া'লা ইব্‌ন মুর্‌রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি এমন একটি বিষয় দেখেছি, যা আমার পূর্বে কেউ দেখেনি এবং আমার পরেও কেউ দেখবে না। একবার আমি তাঁর সাথে সফরে বের হলাম পথে আমরা এক উপবিষ্টা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পেলাম যার সাথে তার একটি শিশু ছেলে ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের এই শিশুটি 'আপদগ্রস্ত' এবং তার কারণে আমরাও আপদগ্রস্ত। দিনের মাঝে সে যে কতবার আক্রান্ত হয় তা আমি জানি না। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে দাও। তখন সে মহিলা তাকে নবী করীম-এর

কাছে উঠিয়ে দিল। তখন তিনি তাকে তাঁর ও হাওদার মধ্যবর্তী অংশের মাঝে বসালেন। এরপর তিনি তার মুখ ফাঁক করে তাতে এই দু'আ পড়ে ফুঁক দিলেন بسم الله। انا عبد الله। اخسأ عدو الله। (আল্লাহ্‌র নামে, আমি আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি। আল্লাহ্‌র শত্রু অপদস্থ হয়।) এরপর তিনি শিশুটিকে তার মায়ের কাছে ধরিয়ে দিলেন এবং বললেন ফেরার সময় এইস্থানে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদেরকে তার অবস্থা জানাবে। রাবী বলেন, তখন আমরা চলে গেলাম। তারপর ফেরার পথে আমরা সেই স্থানে স্ত্রী লোকটিকে পেলাম, এ সময় তার সাথে তিনটি বকরী ছিল। তখন নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ছেলেটির কী অবস্থা? তখন সে বলল, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত আমরা তার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন অবস্থা দেখিনি। আপনি এই বকরীগুলি নিয়ে যান। তখন তিনি কাউকে বললেন, নেমে সেগুলি থেকে একটি বকরী নাও আর বাকীগুলি ফেরত দিয়ে দাও।

ইয়া'লা বলেন, একদিন আমি মরুভূমিতে বের হলাম (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে) আমরা যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, দেখতো, এমন কিছু দেখতে পাও কিনা যা আমাকে আবৃত করবে। আমি বললাম, আপনাকে আড়াল করার মত কিছুই তো দেখছি না, শুধুমাত্র একটি গাছ ব্যতীত। আর আমার ধারণা তা আপনাকে আড়াল করতে সক্ষম হবে না। তিনি বললেন, তার পাশে কি আছে ? আমি বললাম, তারই মত বা তার কাছাকাছি আকৃতির আরেকটি গাছ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তাদের কাছে যাও এবং বল, আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমাদেরকে একত্রিত হতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

রাবী (ইয়া'লা) বলেন, তখন গাছ দুটি একত্রিত হল এবং তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে (তাদের আড়ালে) চলে গেলেন। এরপর তিনি ফিরে এসে বললেন, এবার তাদের কাছে গিয়ে বল, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদেরকে স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এরপর তারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেল।

ইয়া'লা বলেন, আরেক দিন আমি তাঁর সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় একটি উৎকৃষ্ট জাতের নর উট এসে তাঁর সামনে মাথা নুইয়ে দিল। এরপর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তখন নবী করীম (সা) আমাকে বললেন, দেখতো এই উটের মালিক কে, নিশ্চয় তার কোন ব্যাপার আছে। ইয়া'লা বলেন, আমি তখন তার মালিকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর জানতে পারলাম, তা জনৈক আনসারীর। তখন আমি তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁকে বললেন, তোমার এই উটটির কি হয়েছে? তখন সে বলল, তার আবার কী হয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না, তার কি হয়েছে। আমরা তার থেকে কাজ নিতাম, তার পিঠে পানি বহন করতাম, কিন্তু এখন সে সেচ কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমরা গত রাত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে জবাই করে আমরা তার গোশত ভাগ করে নেব। তিনি বললেন, এটা করো না। আমাকে এটা দান করে দাও কিংবা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা আপনার। তখন তিনি তার গায়ে সাদ্‌কার চিহ্ন লাগিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

তার থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, ওকী‘ ..... ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী করীম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন স্ত্রীলোক তার এক পুত্রকে নিয়ে উপস্থিত হল যে কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার ছিল। তখন তিনি এই বলে ছেলেটিকে ফুঁক দিলেন, "হে আল্লাহ্র দুশমন! তুই দূর হ', আমি আল্লাহ্র রাসূল।" রাবী বলেন, তখন ছেলেটি আরোগ্য লাভ করল। ইয়া'লা বলেন, তখন সেই স্ত্রীলোক তাঁকে দুটি নর মেষ কিছু পনির এবং কিছু ঘি হাদিয়া দিল। (রাবী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পনির, ঘি এবং একটি মেষ নাও, আর অপর মেষটি তাকে ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় গাছটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমদ আসওদ ..... ইয়া'লা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মনে করি না যে, কেউ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থেকে আমার চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছে। এরপর তিনি শিশুটির বিষয় খেজুর গাছ দুটির বিষয় এবং উটটির বিষয় উল্লেখ করলেন। তবে সেখানে তিনি (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার উটের কি হয়েছে, সে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে? সে বলছে যে, তুমি তাকে পানি বহনের কাজে ব্যবহার করেছ, এখন যখন সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে তুমি তাকে জবাই করতে মনস্থ করেছ। সে বলল, কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমি তা করতে মনস্থ করেছি। কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আর তা করব না।

তার বরাতে অন্য একটি সূত্র

বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম ও অন্যান্যের বরাতে ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা থেকে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি এমন তিনটি বিষয় দেখেছি, যা আমার পূর্বে কেউ দেখেনি। একবার আমি মক্কার পথে তাঁর সাথে ছিলাম। পথে তিনি এক স্ত্রীলোককে অতিক্রম করলেন, যার সাথে ছিল তার এক ছেলে, আর ছেলেটি ছিল ভীষণ মস্তিষ্ক বিকৃতির শিকার। এমন বদ্ধ উন্মাদ আমি কখনো দেখিনি। এ সময় স্ত্রীলোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই ছেলের অবস্থা তো আপনি দেখছেন? তখন তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি তার জন্য দু'আ করতে পারি। এরপর তিনি তার জন্য দু'আ করে অগ্রসর হলেন। এরপর তিনি ছুটে পালানো একটি উটের দেখা পেলেন (পরিশ্রম ও ক্লান্তির কারণে) যার মুখের নিম্নাংশ বেয়ে ফেনা ঝরছিল। এ সময় তিনি বললেন, এই উটের মালিককে আমার কাছে হাযির কর। তখন তাকে হাযির করা হল। লোকটিকে তিনি বললেন, এই উট বলছে- তাদের কাছে আমার জন্ম, এরপর তারা আমাকে কাজে লাগিয়েছে আর এখন আমি তাদেরই কাছে বৃদ্ধ হয়েছি, অথচ তারা আমাকে এখন জবাই করার মনস্থ করেছে। ইয়া'লা বলেন, এরপর তিনি অগ্রসর হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি গাছ দেখে আমাকে বললেন, তুমি যাও! গাছ দুটিকে আমার জন্য একত্রিত হতে নির্দেশ দাও! ইয়া'লা বলেন, এরপর গাছ দুটি একত্রিত হল, এবং তিনি সেগুলোর আড়ালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর তিনি অগ্রসর হলেন। যখন

ফিরতি পথ ধরলেন তখন সেই শিশুটির দেখা পেলেন, সে তখন সুস্থ হয়ে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধূলা করছিল। আর তার মা কয়েকটি মেষ প্রস্তুত করে রেখেছিল এবং দুটি তাঁকে হাদিয়া দিয়ে বলল, তার আর কোন রকম মস্তিষ্ক বিবৃতি দেখা দেয়নি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাফির বা ফাসিক জিন ইনসান ব্যতীত এমন কেউ নেই যে জানে না যে আমি আল্লাহ্র রাসূল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এগুলি একাধিক উৎকৃষ্ট বর্ণনা সূত্র যা এই শাস্ত্র বিশারদগণের নিকট এ বিষয়ের প্রবল ধারণা বা নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, মোটের উপর ইয়া'লা ইব্ন মুর্রাই এই ঘটনার বর্ণনাকারী। আর সিহাহ্ সিত্তা সংকলকগণের পরিবর্তে ইমাম আহমদ এককভাবে তা রিওয়ায়াত করেছেন। একমাত্র ইব্ন মাজা ছাড়া তাঁদের আর একজনও এর কোন অংশ বর্ণনা করেননি। তিনি ইয়া'কূব ইব্ন হুমায়দ ইব্ন কাসিব ...... ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যেতেন তখন দূরে চলে যেতেন। হাফিয আবূ নুআ'য়ম তাঁর 'দালাইলুন্ নবুওয়া' গ্রন্থে উট সংক্রান্ত হাদীসটি এবং তার বিভিন্ন বর্ণনা সূত্র সযত্নে উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত আল-ইয়ামানীর হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছয়টি পাথেয়র থলে আনা হল। তখন সেগুলির প্রতিটি তাকে দিয়ে নবীজী শুরু করবেন এই আশায় একযোগে তার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আর হাদীসটি বিদায় হজ্জের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে।

আমি বলি, ইতিপূর্বে আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্র বরাতে গাছ দুটির ঘটনার ন্যায় ঘটনা উল্লেখ করেছি এবং এইমাত্র একাধিক সাহাবার বরাতে উটের হাদীসের মত হাদীস উল্লেখ করেছি। কিন্তু তা এমন বর্ণনা ধারায় যা এটার মত নয়। আল্লাহ্ই অধিক জানেন। শীঘ্রই অন্যান্য সূত্রে ঐ শিশু সম্পর্কিত হাদীস আসছে, যে (মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে) ধরাশায়ী হতো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর কারণে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করেছিল। এছাড়া হাফিয বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম প্রমুখ সূত্রে ... হযরত জাবির থেকে তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। আর আল্লাহ্র রাসূলের যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তিনি এত দূরে চলে যেতেন যে কেউ তাকে দেখতে পেতো না। ইত্যবসরে আমরা এমন এক মরু প্রান্তরে যাত্রা বিরতি করলাম যেখানে টিলা বা গাছপালা কিছুই নেই। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে জাবির, পানির পাত্রটি নিয়ে আমার সাথে চল। তখন আমি পাত্রটিতে পানি ভরে নিলাম।

তারপর আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় লোক চক্ষুর আড়ালে চলে গেলাম। এমন সময় কয়েক হাতের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি (চারা) গাছ দেখা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে জাবির! এই গাছটির কাছে গিয়ে তাকে বল, আল্লাহ্র রাসূল তোমাকে বলছেন, তুমি তোমার সঙ্গীর সাথে যুক্ত হয়ে যাও-যাতে করে আমি তোমাদের পিছনে আড়াল হয়ে বসতে পারি। তখন আমি তা করে ফিরে আসলাম। পরে দেখলাম গাছটি তার সঙ্গীর সাথে সংযুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি সেগুলোর পেছনে আড়াল হয়ে বসে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর আমরা ফিরে এসে

আমাদের বাহনে আরোহণ করলাম, আর এমনভাবে পথ চলতে লাগলাম যেন পাখিরা আমাদের মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল। হঠাৎ সে সময় আমরা একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পেলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই ছেলেটিকে প্রতিদিন তিনবার শয়তানে ধরে। সে তাকে ছাড়ে না। আল্লাহ্র রাসূল থেমে ছেলেটিকে নিলেন এবং তাকে তাঁর ও হাওদার অগ্রভাগের মাঝে বসালেন। এরপর তিনি এই বলে তাকে ফুঁকলেন- "হে আল্লাহ্র দুশমন! অপদস্থ হ'। আমি আল্লাহ্র রাসূল।" এভাবে তিনি তিনবার বললেন এবং ছেলেটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে আমরা যখন ফিরে আসার পথে ঐ পানির উৎসের কাছে পৌঁছলাম তখনও স্ত্রীলোকটির সাক্ষাৎ পেলাম। তখন তার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সে দুটি নর মেষ টেনে টেনে নিয়ে আসছিল। এ সময় সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই হাদিয়া গ্রহণ করুন! শপথ ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এরপর আর তার ঐ অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা একটি মেষ গ্রহণ কর আর অন্যটি ফিরিয়ে দাও।

রাবী ইয়া'লা বলেন, তারপর আল্লাহ্র রাসূলকে মাঝে নিয়ে আমরা চলতে থাকলাম। তখন একটি ছুটে যাওয়া উট দেখা গেল। এ সময় আল্লাহ্র রাসূলের সামনে এসে সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে লোক সকল! দেখতো, এই উটের মালিক কে? তখন কয়েকজন তরুণ আনসার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমাদের। তিনি বললেন, তার কী হয়েছে? তারা বলল, বিশ বছর যাবৎ আমরা তার দ্বারা পানি বহন করাচ্ছি, এরপর সে এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং তার গায়ে চর্বিও জমেছে। তাই এখন আমরা এটাকে জবাই করে তার গোশত আমাদের গোলামদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ্র রাসূল তখন বললেন, তাকে কি তোমরা আমার কাছে বিক্রি করবে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা' আপনার। তিনি বললেন, তাহলে তার স্বাভাবিক মৃত্যু আসা পর্যন্ত তার সাথে তোমরা সদাচারণ করবে। তারা আরও বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই সকল অবুঝ পশুদের চেয়ে আপনাকে সিজদা করার আমরা অধিক হকদার। তখন তিনি বললেন, কোন মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সিজদা করা সমীচীন নয়। যদি তা একান্তই সমীচীন হত তাহলে স্ত্রীদের জন্য স্বামীদেরকে সিজদা করা সমীচীন হতো। এই রিওয়ায়াতের সনদটি বেশ ভাল এবং তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। এছাড়া আবূ দাউদ এবং ইব্ন মাজা রিওয়ায়াত করেছেন ইসমাঈল ইব্ন আব্দুল মালিক আবুয যুবায়র জাবির সূত্রে এ মর্মে যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যেতেন তখন দূরে চলে যেতেন।

এরপর বায়হাকী বলেন, আবূ আবদুল্লাহ আলহাফিয ..... ইব্ন মাসউদ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাভিমুখে সফর করছিলেন। এ সময় তিনি একবার প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে গেলেন– আর এ সময় তিনি এত দূরে চলে যেতেন যে, কেউ তাকে দেখতে পেতো না। রাবী বলেন, কিন্তু তিনি তখন এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না, যার আড়াল হওয়া যায়। এমন সময় তিনি দুটি (চারা) গাছ দেখতে পেলেন। এরপর তিনি গাছ দুটির ঘটনা এবং উটটির ঘটনা হযরত জাবিরের হাদীসের ঘটনার

মত করে উল্লেখ করলেন। আর বায়হাকী বলেন, জাবিরের হাদীসটি বিশুদ্ধতর। তিনি বলে, আর এই রিওয়ায়াতটি আবুয্ যুবায়রের বরাতে মা'মাআ ইব্‌ন সালিহ এর একক বর্ণনা।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, "এটাও মাহফুয' হতে পারে এবং এটা জাবির ও ইয়া'লা ইব্‌ন মুর্‌রার হাদীসের পরিপন্থী নয়। বরং এটি ঐ বর্ণনাগুলোর শাহিদ বা সমর্থক বর্ণনা। আর বায়হাকী মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আসসয়রফী এর হাদীস সংগ্রহ থেকে .... উসামা ইব্‌ন যায়দের বরাতে একটি দীর্ঘ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যার বর্ণনা ধারা ইয়া'লা ইব্‌ন মুর্‌রা এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র হাদীসের বর্ণনা ধারার মত। আর তাতেও ঐ শিশুটির ঘটনা রয়েছে, যে বদ-আছরের কারণে ধরাশায়ী হত এবং তাতে তার মায়ের একটি ভুনা বকরী নিয়ে আসার কথা রয়েছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমাকে বকরীর সামনের রান দাও। তখন সে তাঁকে তা দিল। এরপর তিনি বললেন, আমাকে বকরীর সামনের রান দাও। তখন সে তাঁকে তা দিল। এরপর তিনি আবার বললেন, আমাকে বকরীর সামনের রান দাও। তখন আমি বললাম, একটি বকরীর সামনের রান কয়টা থাকে? তিনি বললেন, শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আমি যতক্ষণ চাইতাম সে আমাকে (বকরীর সামনের রান) দিতে থাকত। এরপর তিনি খেজুর গাছদ্বয় ও সেগুলোর একত্রিত হওয়ার ঘটনা এবং সেগুলোর পেছনে পাথরসমূহের স্থানান্তরিত হয়ে স্তূপীকৃত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাঁর বর্ণনায় উটের ঘটনাটির উল্লেখ নেই। এ কারণেই তিনি তা সনদ ও পাঠ সহ উল্লেখ করেননি।

আর হাফিয ইব্‌ন আসাকির গায়লান ইব্‌ন সালামার জীবন চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে তার সনদে ইয়া'লা ইব্‌ন মানসূর ... গায়লান ইব্‌ন সালামার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় দেখতে পেলাম। এরপর তিনি গাছ দুটি এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সাড়া দেওয়াকালে তা দ্বারা নবীজীর আড়াল হওয়ার ঘটনা এবং বদআছরের কারণে ধরশায়ী হত যে শিশুটি তার ঘটনা এবং (তাকে ফুক দিয়ে) নবীজীর সে দু'আর কথা যাতে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, হে আল্লাহ্‌র দুশমন তুই বেরিয়ে যা।" তারপর তার আরোগ্য লাভের কথা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি ছুটে যাওয়া উট দুটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং এও উল্লেখ করেছেন যে,এগুলো তাঁকে সিজদা করল। একটি উট সংক্রান্ত যে ঘটনা বিগত হয়েছে, এটা অনেকটা তার মত। তবে সম্ভবত এটা অন্য কোন ঘটনা। আর আল্লাহ্ই অধিকতর জানেন।

আর ইতিপূর্বে আমরা হযরত জাবিরের হাদীস এবং তাঁর ঐ উটের কাহিনী উল্লেখ করেছি, যা অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এর এটা ঘটেছিল তাবুক থেকে ফেরার পথে যখন তিনি কাফেলার পশ্চাৎভাগে পিছিয়ে পড়েছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে মিলিত হলেন এবং তার জন্য দু'আ করে বাহন উটটিকে আঘাত করলেন। তারপর তাঁর উট এত দ্রুত চলতে লাগল যে সে সকলকে ছাড়িয়ে যেতে লাগল। এবং আমরা তার থেকে নবীজী কর্তৃক তা ক্রয় করার বিষয়টি উল্লেখ করেছি। তার মূল্যের ব্যাপারে রাবীদের থেকে বহু মত বর্ণিত হয়েছে, যা মূল ঘটনার যথার্থতায় কোন প্রভাব ফেলে না। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তদ্রূপ হযরত আনাসের বর্ণিত ঐ হাদীসও বিগত হয়েছে, যাতে রয়েছে যে, একবার

মদীনার লোকেরা শোরগোল শুনতে পেল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ তালহার ঘোড়ায় আরোহণ করে বের হলেন আর এই ঘোড়াটি ছিল ধীর গতির। এ সময় বীর অশ্বারোহীরাও আরোহণ করে সেই শব্দের উৎস সন্ধানে গেলেন। তখন তাঁরা দেখলেন যে, বিষয়টির রহস্য উন্মোচন করে তার কোন ভিত্তি না পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছেন। আর এ সময় তিনি (দ্রুততার কারণে) কোন জিন বা গদি ছাড়ই তরবারি ঝুলিয়ে তাতে আরোহণ করেছিলেন। তিনি একথা বলতে বলতে ফিরছিলেন, তোমরা ঘাবড়িও না। ভয় পাওয়ার মত কিছুই তো আমরা দেখলাম না। আর ঘোড়াটিকে তো আমরা বেশ দ্রুতগামী পেলাম। ঐ রাতের পূর্বে ঘোড়াটি সর্বদাই ধীরগামী ছিল, কিন্তু তার পরে অতি দ্রুতগামী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। আর এসবই ঘটেছিল আল্লাহ্র রাসূলের বরকতে।

উটের ঘটনা বিষয়ে আরেকটি 'গরীব' হাদীস

শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ তার বিশাল ও বহুমাত্রিক গ্রন্থ 'দালাইলুন নবুওয়া'-তে আবূ ইয়া'লা আলফারিসী .... গুনায়ম ইব্ন আওস (আররাবী') সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ একটা উট দৌড়ে এসে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর সামনে এসে থামল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, হে উট! তুমি শান্ত হও। যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে সত্যের সুফল তুমি পাবে, আর যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে তার কুফলও তুমি ভোগ করবে। আর আল্লাহ্ আমাদের নিকট আশ্রয়গ্রহণকারীকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, এবং আমাদের শরণার্থীর কোন ভয় নেই। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উটটা কী বলছে? তিনি বললেন, এই উটের মালিকেরা তাকে জবাই করতে মনস্থ করেছে। তাই সে তাদের থেকে পালিয়ে তোমাদের নবীর কাছে ফরিয়াদ করেছে। আমরা এ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় তার মালিকেরা দৌড়ে আসল। এরপর উটটি যখন তাদেরকে দেখল তখন সে আল্লাহ্র রাসূলের মাথার কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। তারা বলল, এটা আমাদের উট, তিনদিন যাবৎ আমাদের থেকে পালিয়ে আছে, এখন আপনার সামনে ছাড়া আর আমরা তার দেখা পাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেতো (তোমাদের বিরুদ্ধে) গুরুতর অভিযোগ করছে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে কী বলছে? তিনি বললেন, সে বলছে, সে তোমাদের উটপালে বড় হয়েছে। গ্রীষ্মকালে তোমরা তার পিঠে বোঝা চাপিয়ে তৃণ ঘাসের চারণভূমিতে নিয়ে যেতে আর শীতকালে তার পিঠে আরোহণ করে উষ্ণ ভূখন্ডে গমন করতে।

তারা তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেটা হতো। তিনি বললেন, তাহলে মনিবদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠাবান দাসের প্রাপ্য বিনিময় কি? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আমরা তাকে বিক্রি করব না এবং জবাইও করব না। তিনি বললেন, সেতো ফরিয়াদ করেছে, কিন্তু তোমরা তার ফরিয়াদ শুননি। আর তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের আমি তোমাদের চাইতে অধিকতর হকদার। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের অন্তর থেকে দয়ামায়া উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তা মু'মিনদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। তখন একশ' দিরহামের বিনিময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি খরিদ করে নিলেন। তারপর উটটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উট!

যাও তুমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত। এ সময় সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর (মুখ উচিয়ে) শব্দ করল। তখন তিনি বললেন, আমীন, এরপর দ্বিতীয়বার শব্দ করল, এবারও তিনি 'আমীন' বললেন, এরপর তৃতীয়বার শব্দ করল, এবারও তিনি বললেন, 'আমীন'। এরপর সে চতুর্থবার শব্দ করল। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল কেঁদে ফেললেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উটটি কী বলছে? তিনি বললেন, সে বলছে, হে নবী! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ইসলাম ও কুরআনের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি বললাম 'আমীন'। সে বলল, আল্লাহ্ কাল কিয়ামতে আপনার উম্মতের ভীতি ও আতঙ্ক দূর করুন যেমন আপনি আমার ভীতি ও আতঙ্ক দূর করেছেন। আমি বললাম, 'আমীন'। সে বলল, শত্রু থেকে আল্লাহ্ আপনার উম্মতের রক্ত সংরক্ষণ করুন যেমন আপনি আমার রক্ত সংরক্ষণ করেছেন। আমি বললাম, আমীন। সে বলল, আল্লাহ্ আপনার উম্মতকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না করুন। আমি তখন কেঁদে বললাম, এ বৈশিষ্ট্যগুলি আমি আমার রবের কাছে চেয়েছি। তখন তিনি আমাকে তার সবগুলি দিয়েছেন এবং একটি দেননি। আর জিবরাঈল আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, আমার উম্মতের ধ্বংস তারবারি দ্বারা অর্থাৎ পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা। আর যা ঘটবে সে ব্যাপারে কলম লিখে ফেলেছে (তা আর রদ হবে না)।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, এই হাদীসখানি অতি গরীব। হাদীস সংকলকের কাউকেই আমি নবুওয়াতের প্রমাণাদি প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করতে দেখিনি, শুধুমাত্র এই গ্রন্থকার ব্যতীত। এছাড়া এর বর্ণনাসূত্র ও পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই (আপত্তিকর) অভিনবত্ব এবং অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত।

মেষ পাল কর্তৃক তাকে সিজদা সম্বলিত হাদীস

আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ .... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হযরত আবূ বকর, উমর ও আনসারদের এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের এক বাগানে প্রবেশ করলেন। এ সময় বাগানে একপাল ছাগল ছিল। তারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে সিজদা করল। (এ দৃশ্য দেখে) আবূ বকর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ছাগপালের চাইতে আমরাই আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার। তখন তিনি বললেন, কাউকে সিজদা করা কারো জন্য সমীচীন নয়। যদি তা সমীচীন হত তাহলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। হাদীসখানি গরীব পর্যায়ের আর তার সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী বিদ্যমান।

নেকড়ে কর্তৃক তার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান

ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেছেন, একবার এক নেকড়ে একটি বকরীর উপর আক্রমণ করে তাকে নিয়ে চলল, তখন বকরীর রাখাল তার পিছু নিয়ে বকরীটিকে নেকড়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল। তখন নেকড়েটি তার লেজের উপর ভর দিয়ে বসে বলল, তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না ? আল্লাহ্ প্রদত্ত আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছ? তখন সে বলল, কী আশ্চর্য! নেকড়ে মানুষের ভাষায় কথা বলছে ? তখন নেকড়েটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়র সংবাদ দেবো না!

ইয়াছরিবে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সকলকে অতীতকালের বৃত্তান্ত বলেন। তখন সেই রাখাল তার ছাগ পালকে হাঁকিয়ে মদীনায় প্রবেশ করল। এভাবে সেগুলিকে মদীনার এক কোণে একত্রিত করল। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে (তার বৃত্তান্ত) অবহিতে করল। তখন তিনি বললেন, নেকড়েটা যথার্থ বলেছে! শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, ততদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন হিংস্র প্রাণীরা মানুষের সাথে (তাদের ভাষায়) কথা বলবে। এমনকি কোন ব্যক্তির চাবুকের প্রান্ত এবং জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। তার উরু তাকে অবহিত করবে তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কী ঘটিয়েছে। এ সনদটি সহীহ বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। এছাড়া হাফিয বায়হাকী একে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম তিরমিযী ছাড়া অন্য কেউ তা রিওয়ায়াত করেননি। তিনি এখন থেকে বর্ণনা শুরু করেছেন ঃ শপথ ঐ সত্তার যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ. ততদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন না হিংস্র প্রাণীরা মানুষের সাথে কথা বলবে। তিনি তা রিওয়ায়াত করেছেন সুফিয়ান ইব্ন ওকী'র বরাতে। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, এই হাদীসখানি 'হাসান গরীব সহীহ'। কাসিম ইব্ন ফযলের হাদীস সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা তা অবগত নই। আর হাদীস বিশারদগণের নিকট কাসিম নির্ভরযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া এবং ইব্ন মাহদী তাঁকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে অন্য একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, আবুল ইমান ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন. মদীনার কোন এক উপকেন্ঠে এক বেদুইন তার ছাগপাল চরাচ্ছিল। তখন তাতে নেকড়ে হানা দিয়ে তার একটি বকরী ধরল, কিন্তু বেদুইন নেকড়েটার পিছু নিয়ে তার থেকে বকরীটিকে উদ্ধার করল এবং নেকড়েকে তাড়িয়ে দিল। তখন নেকড়েটি বেপরোয়া ভাবে হাঁটতে লাগল। তারপর বসে তার লেজ নেড়ে তাকে সম্বোধন করে বলল, তুমি আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত রিয্ক কেড়ে নিলে! এ অবস্থা দেখে সে বলল, কী আশ্চর্য। নেকড়ে বাঘ লেজ নেড়ে আমাকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তখন সে নেকড়ে বলল, আল্লাহ্র কসম, এর চাইতে আশ্চর্যজনক বিষয়ও তুমি দেখতে পাবে। সে বলল, তার চাইতে আশ্চর্যজননক আবার কী? সে বলল, দুই পাথুরে ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী দুই খেজুর উদ্যান বেষ্টিত আবাসভূমিতে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন– যিনি সকলকে অতীত কালের বৃত্তান্ত শোনান এবং ভবিষ্যতের কথা শোনান। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তখন সেই বেদুইন তার ছাগপাল হাঁকিয়ে মদীনার এক প্রান্তে রাখল তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তার দরজায় করাঘাত করলে এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে বললেন, ছাগ পালের মালিক বেদুইনটি কোথায়? তখন সেই বেদুইন উঠে দাঁড়ান। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি যা দেখেছে এবং যা শুনেছ তা লোকদের বল। তখন সে নেকড়ে থেকে যা শুনেছিল এবং দেখেছিল তা লোকদেরকে বর্ণনা করল। তখন নবী করীম (সা) বললেন, সে যথার্থ বলেছে। কিয়ামতের পূর্বে বেশ কিছু নিদর্শন দেখা দেবে। শপথ ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, ততদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন না তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে রেখে বের হবে তারপর তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি করেছে সে সম্পর্কে

তার পাদুকা চাবুক কিংবা লাঠি তাকে অবহিত করবে। এই হাদীসখানি সুনান সংকলকদের শর্তে উত্তীর্ণ, কিন্তু তাঁরা তা উল্লেখ করেননি। তবে বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন আন্নুফায়লীর হাদীস সংগ্রহ থেকে । আর হাকিম ও আবূ সাঈদ ইব্ন আমর রিওয়ায়াত করেছেন আলআসম সূত্রে ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে। এছাড়া হাফিয আবূ নু'আয়ম তা রিওয়ায়াত করেছেন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন তামীম ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে।

এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) এর হাদীস

ইমাম আহমদ , আবদুর রাযযাক ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার এক নেকড়ে ছাগপালে হানা দিয়ে তা থেকে একটি বকরী ধরল। তখন সেই পালের রাখাল তার পিছু ধাওয়া করে বকরীটিকে তার কবল থেকে ছিনিয়ে নিল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন নেকড়েটি একটি টিলার উপর উঠে বসে লেজ নাড়তে নাড়তে বলল, আল্লাহ্ আমাকে একটি রিয্ক দিলেন আর তুমি তা আমার থেকে কেড়ে নিলে। তখন লোকটি বলল, আল্লাহ্র কী মহিমা, আজকের মতো জীবনে কখনও কোন নেকড়েকে কথা বলতে দেখিনি। তখন নেকড়ে বলল, দুই পাথুরে ভূ-খন্ডের মধ্যবর্তী খেজুর উদ্যান বেষ্টিত ভূখন্ডে বাসকারী ব্যক্তির বিষয় তো এর চাইতেও আশ্চর্যজনক। তিনি তো অতীত ও ভবিষ্যতের বৃত্তান্ত তোমাদেরকে অবহিত করবেন। আর এ লোকটি ছিল ইয়াহূদী। তখন সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাঁকে তার বৃত্তান্ত জানালো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সত্যায়ন করে বললেন, এটা কিয়ামতের পূর্বের নিদর্শনসমূহের অন্যতম একটি নিদর্শন। শীঘ্রই এমন সময় আসছে, যখন স্বামী তার ঘর থেকে বের হবে, আর ঘরে ফেরার পূর্বেই তার পাদুকাদ্বয় ও চাবুক তাকে অবহিত করবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কী ঘটিয়েছে। এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা তবে তা সুনান সংকলকদের শর্তে উত্তীর্ণ, কিন্তু তাঁরা তা রিওয়ায়াত করেননি। আর এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব তা আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) উভয় থেকেই শুনেছেনে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

এ বিষয়ে হযরত আনাসের হাদীস

আবূ নু'আয়ম 'দালাইলুন নবুওয়া' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ..... আনাস (রা) সূত্রে এবং সুলায়মান আততাবারানী ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাবুক অভিযানে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমি একবার আমার ছাগ পালকে চরতে ছড়িয়ে দিলাম। তখন এক নেকড়ে এসে পাল থেকে একটি মেষ ধরে ফেলল। এ সময় রাখালেরা তার পিছে পিছে দৌড়াল, তখন নেকড়েটি বলল, আল্লাহ্ আমাকে যে রিয্ক দিয়েছেন, তোমরা তা আমার থেকে কেড়ে নিচ্ছো? আনাস বলেন, তখন তারা হতভম্ব হয়ে পড়ল। সে তখন বলল, নেকড়ের কথা শুনে তোমরা বিস্মিত হওয়ার কী আছে? অথচ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর কতক লোক তা বিশ্বাস করেছে আর কতক লোক তা প্রত্যাখ্যান

করেছে। এরপর আবূ নু'আয়ম বলেন, এটা আবদুল মালিক সূত্রে হুসায়ন ইব্ন সুলায়মানের একক বর্ণনা। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এই হুসায়ন ইব্ন সুলায়মান আততালাখী নামে পরিচিত, সে কূফার অধিবাসী। ইব্ন আদী, আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র থেকে তার একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন, এগুলোর তাতে বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে ইব্ন উমরের হাদীস

বায়হাকী বলেন, আবূ সা'দ আল-মালীনী ...... ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এক রাখাল তার মেষপাল চরাচ্ছিল এমন সময় নেকড়ে এসে একটি বকরী ধরে ফেলল তখন সেই রাখাল লাফ দিয়ে নেকড়ের মুখ থেকে বকরীটিকে ছাড়িয়ে নিল। তখন নেকড়েটি তাকে বলল, তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করা না? আল্লাহ্ আমাকে জীবিকা দিয়েছেন, আর তুমি তা খেতে বাধা সৃষ্টি করছ ? আমার থেকে তা কেড়ে নিচ্ছ। তখন রাখালটি তাকে বলল, আশ্চর্য (ব্যাপার), নেকড়ে কথা বলছে! তখন নেকড়েটি বলল, আমি কি তোমাকে আমার কথা বলার চাইতেও আশ্চর্যজনক বিষয়ের সন্ধান দেবো না? খেজুর বীথি বেষ্টিত ভূখণ্ডে বাসকারী ঐ ব্যক্তি যিনি বিগতদের এবং আগতদের বৃত্তান্ত শোনান, তিনি আমার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক। এরপর সেই রাখালটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এই ঘটনা অবহিত করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি এ ঘটনা লোকদেরকে বল।

হাফিয ইব্ন আদী, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ এর বরাত দিয়ে বলেন, এই রাখালটির বংশধরদের 'নেকড়ের সম্বোধিত ব্যক্তির বংশধর' বলা হয়। তাদের বহু পশুসম্পদ রয়েছে। আর তারা বানূ খুযা'আর শাখা গোত্র। নেকড়ে সম্বোধিত ঐ ব্যক্তির নাম আহ্বান। তিনি আরও বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন আশআছ আল-খুযায়ী তারই বংশধর। বায়হাকী বলেন, এ বিষয়টি ঐ ঘটনাটি যে কত প্রসিদ্ধ ছিল তারই প্রমাণবহ। আর এটা হাদীসকে শক্তিশালী করে। তিনি 'আত্তারীখ' গ্রন্থে মুহাম্মাম ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারীর হাদীস সংগ্রহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আবূ তাল্হা ..... আহবান ইব্ন আওস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আহ্বান) বলেছেন ঃ একবার আমি আমার ছাগ পালে অবস্থান করছিলাম। এরপর নেকড়েটি তাঁর সাথে কথা বলে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। তারপর বায়হাকী আবদুর রহমান আস-সুলামী ...... আবূ সুলায়মান আল মুকরী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে কোন এক শহরে বের হলাম। তখন গাধাটি আমাকে নিয়ে পথ থেকে সরে যেতে লাগল। ফলে আমি তার মাথায় বেশ কয়েকটি আঘাত করলাম। গাধাটি তখন আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বলল, আবূ সুলায়মান! তুমি মেরে নাও, তোমার মাথার উপর যিনি রয়েছেন তিনিও তোমাকে মারবেন। আবূ সুলায়মানের পূর্ববর্তী রাবী হুসায়ন ইব্ন আহমাদ বলেন, আমি তাঁকে বললাম, সে আপনার সাথে বোধগম্য ভাষায় কথা বলল? তিনি বললেন, ঠিক যেমন তুমি আমার সাথে এবং আমি তোমার সাথে কথা বলছি (এভাবেই সে কথা বলেছে)।

নেকড়ে প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা থেকে আরেকটি হাদীস

সাঈদ ইব্‌ন মাসউদ বলেন, হিব্বান ইব্‌ন আলী ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক নেকড়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসল এবং তার লেজ নাড়তে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হল নেকড়েদের প্রতিনিধি। সে এসেছে তোমাদের কাছে আবেদন জানাতে, যাতে তোমরা তোমাদের পশুপালের একাংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করে দাও। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তা করব না। এ সময় লোকদের একজন পাথর নিয়ে নেকড়েটিকে ছুঁড়ে মারল, তখন চিৎকার করে নেকড়েটি পিছু হটল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নেকড়ে! নেকড়ে কী? আর বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম সূত্রে, আবূ আবদুল্লাহ্ বায়হাকী ..... এক ব্যক্তি সূত্রে। হাফিয আবূ বকর আল বায্‌যারও রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে এবং ইউসুফ ইব্‌ন মূসা ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে যে, তিনি বলেছেন ঃ একদিন ফজরের নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই নেকড়ে, নেকড়ের রহস্য কী? সে তোমাদের কাছে এসেছে আবেদন জানাতে, যাতে তোমরা তাকে তোমাদের পশুপাল থেকে প্রদান কর কিংবা পশুপালে তাকে শরীক কর। তখন এক ব্যক্তি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারল, ফলে সে ব্যথায় চিৎকার করতে করতে চলে গেল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক যুহরী, হামযা ইব্‌ন আবূ উসায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক আনসারের জানাযায় জান্নাতুলবাকী' অভিমুখে বের হলেন। তখন দেখা গেল এক নেকড়ে তার সামনের পা দু'টি বিছিয়ে পথে বসে আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ এসেছে তার জন্য নির্ধারিত অংশ প্রার্থনা করতে, সুতরাং তোমরা তার অংশ নির্ধারিত করে দাও। তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, প্রত্যেক চরে খাওয়া পাল থেকে প্রতি বছর একটি বকরী। তখন তাঁরা বললেন, তা তো অনেক বেশি। রাবী বলেন, তখন তিনি নেকড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তুমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করে নিও। এরপর নেকড়েটি চলে গেল। হাদীসখানি হাফিয বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন।

ওয়াকিদী নাম উল্লেখকৃত এক ব্যক্তি থেকে মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতব (রা) সূত্রে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক নেকড়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনার কাছে নেকড়েদের প্রতিনিধিরূপে এসেছি। যদি আপনারা তাদেরকে কোন অংশ নির্ধারিত করে দেন তাহলে তারা তা অতিক্রম করবে না। আর যদি চান তাহালে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেবেন, আর তাদের থেকে নিজেদের (পশুপালকে) বাঁচিয়ে রাখবেন; এরপর ওরা যা ধরবে তা তাদের প্রাপ্য রিয্‌ক বলে গণ্য হবে। তখন লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মন ওদের জন্য কোন অংশ নির্ধারণে সায় দেয় না। তখন তিনি তাঁর হাতের তিন আঙ্গুল দ্বারা তার দিকে ইঙ্গিত করলেন, তাদের অগোচরে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তুমি তোমার প্রয়োজন পূরণ করে নেবে। রাবী বলেন, তখন সে গর্জন করতে করতে চলে

গেল। আর আবূ নু'আয়ম বর্ণনা করেন সুলায়মান ইব্ন আহমদ ..... বানূ মুযায়নার এক ব্যক্তি সূত্রে যে, জুহায়না বলেন, একবার একশ'র মত নেকড়ে প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বসল। তখন তিনি বললেন, এরা নেকড়েদের প্রতিনিধি, তোমাদের কাছে আবেদন করছে-তোমাদের পশুপাল থেকে তাদের জন্য ন্যূনতম খোরাক নির্ধারণ করে বাকীদের ব্যাপারে তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু লোকেরা তাঁর কাছে তাদের অভাবের কথা বলে তাদের থেকে বিমুখ হল। রাবী বলেন, তখন তারা গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল।

কাযী ইয়ায (র) নেকড়ে বিষয়ক এই হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ এবং আহ্বান ইব্ন আওস (রা) থেকে (তা) উল্লেখ করেছেন এবং এও উল্লেখ করেছেন যে, তাকে (ইব্ন আওসকে) 'নেকড়ে সম্বোধিত' বলা হত। কাযী ইয়ায (র) বলেন, ইব্ন ওয়াহ্ব বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যারও এক নেকড়ের সাথে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল—তারা দু'জনে দেখলেন নেকড়েটি এক শিশুকে ধরেছে। এমন সময় শিশুটি ছুটে 'হারামে' প্রবেশ করল। তখন নেকড়েটি ফিরে গেল। এ দৃশ্য দেখে তারা দু'জনে অবাক হলো। তখন নেকড়েটি বলে উঠল-এর চাইতেও আশ্চর্যজনক বিষয় হল মদীনায় মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র বিষয়, তিনি তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন, আর তোমরা তাঁকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ। তখন আবূ সুফিয়ান বলল, লাত ও উয্যার শপথ! মক্কায় যদি আমি এ ঘটনা উল্লেখ করি, তাহলে তার অধিবাসীরা যে তাদেরকে (লাত ও উয্যাকে) বর্জন করবে একথা নিশ্চিত।)

নবীগৃহের বন্যপ্রাণী যা তাঁকে সম্মান ও সমীহ করত

ইমাম আহমদ আবূ নু'আয়ম সূত্রে ..... মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে একটি বন্য প্রাণী ছিল[১]। তিনি যখন ঘরের বাহিরে যেতেন, তখন সেটি খেলাধূলা ও ছুটাছুটি করত আর যখন সে অনুভব করত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেছেন তখন সে তাঁকে বিরক্ত না করে চুপচাপ বসে থাকত, এমনকি মুখও খুলত না। এছাড়া ইমাম আহমদ হাদীসখানি ওকী' ও কতান সূত্রে ইউনুস থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন– আর এই সনদটি সহীহ বুখারীর শর্ত মাফিক। কিন্তু সিহাহ সিত্তার হাদীস সংকলকগণ তা রিওয়ায়াত করেননি, যদিও তা 'মাশহূর' শ্রেণীর। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

সিংহের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আযাদকৃত দাস হযরত সাফীনার (রা) জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর এই হাদীসটি উল্লেখ করেছি। (একবারের সমুদ্রযাত্রায়) তাদের কিশতী ভেঙ্গে গেল, তিনি তখন একটি তক্তায় ভেসে সমুদ্রের এক দ্বীপে গিয়ে উঠেন। এরপর তিনি সেখানে (এক) সিংহের দেখা পেলেন। তখন তিনি তাকে বলেন, হে পশুরাজ! আমি আল্লাহ্র রাসূলের আযাদকৃত দাস সাফীনা। তিনি বলেন, তখন সে আমার কাঁধে চাপড়ে

১. সম্ভবত খরগোস জাতীয় কোন প্রাণী।

দিল এবং আমার সাথে এসে আমাকে পথে পৌঁছিয়ে দিল। তারপর সে কিছুক্ষণ মৃদুস্বরে ডাকল, এরপর আমি দেখলাম, সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

আর আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন মা'মার সূত্রে ..... মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাওলা সাফীনা (রা) রোম দেশে নিজেদের ফৌজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কিংবা সেখানে তিনি বন্দী হন। তখন তিনি নিজের ফৌজের সন্ধানে সেখান থেকে পলায়ন করেন। তখন তিনি হঠাৎ এক সিংহের দেখা পান। তিনি তাকে বললেন, হে পশুরাজ! আমি আল্লাহ্র রাসূলের আযাদকৃত দাস। আমার বৃত্তান্ত এই এই। তখন সিংহটি তার অনুগত হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। সে যখনই তাঁর আওয়াজ শুনছিল তাঁর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছিল। এরপর তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল এবং এভাবে সে তাঁকে তাঁর ফৌজের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। এরপর সে (সিংহটি) ফিরে গেল। হাফিয বায়হাকী হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন।

হরিণীর কথা

হাফিয আবূ নু'আয়ম আল-ইসপাহানী তাঁর গ্রন্থ 'দালাইলুন্ নবুওয়াতে' সুলায়মান ইব্ন আহমদ ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে অতিক্রম করছিলেন, যারা একটি হরিণী শিকার করে তাকে তাদের তাঁবুর খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল। (আল্লাহ্র রাসূলকে দেখে) সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ধরা পড়েছি কিন্তু আমার দুটি শাবক রয়েছে, আপনি আমার জন্য অনুমতি নিন, তাদেরকে দুধপান করিয়ে আমি আবার তাদের কাছে ফিরে আসব। তখন তিনি (সেই লোকদের উদ্দেশ্যে) বললেন, এই হরিণীর মালিক কোথায়? তখন লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরাই এর মালিক। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে গিয়ে তার শাবক দু'টিকে দুধপান করিয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তখন তারা বলল, আমাদেরকে এর নিশ্চয়তা দেবে কে? তিনি বললেন, আমি। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং সে গিয়ে তার শাবকদের দুধপান করিয়ে ফিরে আসল। এরপর তারা তাকে বেঁধে রাখল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় বললেন, কোথায় এর মালিকরা? তখন তারা বলল, এই যে আমরা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমরা কি তাকে আমার কাছে বিক্রি করবে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা আপনার। তিনি বললেন, তাহলে ওকে ছেড়ে দাও। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং সে চলে গেল।

আবূ নু'আয়ম বর্ণনা করেছেন, আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল গিত্রীফী ..... উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) সূত্রে। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রস্তরময় ভূখণ্ডে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কেউ (যেন) ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !! বলে আহ্বান করছে। তিনি বলেন, আমি তখন ফিরে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তিনি বলেন, এরপর আমি সামান্য অগ্রসর হলাম, তখন আবার সেই আহ্বান শুনতে পেলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়া রাসূলাল্লাহ্!! তিনি বলেন, আমি আবার ফিরে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু আমি আবার সেই ডাক শুনতে পেলাম। তখন আমি শব্দের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হলাম হঠাৎ দেখতে

পেলাম একটি হরিণী বাঁধা অবস্থায়, আর তার পাশে এক বেদুইন গায়ে চাদর জড়িয়ে রৌদ্রের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তখন হরিণীটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বেদুইন আমাকে একটু আগে শিকার করেছে, আর এই পাহাড়ে আমার দু'টি শাবক রয়েছে। আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে আমাকে মুক্ত করে দিন, তাহলে আমি আমার শাবক দু'টিকে দুধপান করিয়ে আমার বন্ধনে আবার ফিরে আসতাম! তিনি বললেন, তুমি কি তা করবে? সে বলল, যদি আমি তা না করি তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে মহা কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দিলেন। এরপর সে গিয়ে তার শাবক দু'টিকে দুধপান করিয়ে ফিরে আসল।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাঁধছিলেন এমন সময় বেদুইন লোকটি জেগে উঠল। সে তখন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! একটু আগেই আমি তাকে পেয়েছি। আপনার কি তাতে প্রয়োজন আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, তা আপনারই। তখন তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। আর সে খুশিতে উচ্ছল হয়ে লাফাতে লাফাতে মরুভূমির দিকে দৌড়ে বের হয়ে গেল, এই বলতে বলতে— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আপনি তাঁর রাসূল।

আবূ নু'আয়ম বলেন, এছাড়া আদম ইব্ন আবূ ইয়াস তা রিওয়ায়াত করেছেন নূহ ইবনুল হায়ছাম ..... হিশাম ইব্ন হিব্বান সূত্রে। (আর তা রিওয়ায়াত করেছেন ফকীহ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ তাঁর গ্রন্থ 'দালাইলুন নবুওয়াতে' ইবরাহীম ইব্ন মাহ্দীর হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... হাসান ইব্ন যাব্বা ইব্ন আবূ সালামার বরাতে।)

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয সূত্রে ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক তাঁবুর খুঁটির সাথে বাঁধা এক হরিণীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে মুক্ত করে দিন-যাতে করে আমি গিয়ে আমার শাবক দু'টিকে দুধ পান করাতে পারি। তারপর আমি আবার ফিরে আসব তখন আপনি আমাকে বেঁধে রাখবেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল বললেন, অন্য লোকের বেঁধে রাখা শিকার (আমি ছেড়ে দিই কী ভাবে?) রাবী বলেন, তখন তিনি তার শপথ নিলেন এবং সে (ফিরে আসার ব্যাপারে) তাঁর সাথে শপথ করল। রাবী বলেন, তখন তিনি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিলেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হরিণীটি তার ওলান শূন্য করে ফিরে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাঁধলেন। তারপর তার মালিকদের তাঁবুতে আসলেন। সেখানে এসে তিনি হরিণীটিকে তাদের থেকে চেয়ে নিয়ে তার বন্ধন খুলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পশুরা যদি মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের ন্যায় জানত, তাহলে খাওয়ার জন্য কোন মোটা-তাজা পশু খুঁজে পেতে না।

বায়হাকী বলেন, হাদীসটির আরেকটি দুর্বল সূত্র রয়েছে। তা হল আবূ বকর আহমদ ইবনুল হাসান আলকাযী .... ইয়াযীদ ইব্ন আরকাম সূত্রে। তিনি বলেন, (একবার) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার কোন গলিতে ছিলাম। ইয়াযীদ

বলেন, তখন আমরা এক বেদুইনের তাঁবু অতিক্রম করছিলাম। সেই তাঁবুর (খুঁটির) সাথে এক হরিণী বাঁধা ছিল। সে তখন বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই বেদুইন আমাকে শিকার করেছে, অথচ মরুভূমিতে আমার দু'টি শাবক রয়েছে। আর আমার ওলান দুধে ভরে উঠেছে। লোকটি আমাকে জবাইও করছে না, তাহলে আমি শান্তি পেতাম, আবার আমাকে ছেড়েও দিচ্ছে না, তাহলে আমি মরুভূমিতে আমার শাবকদের কাছে ফিরে যেতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমি যদি তোমাকে ছেড়ে দিই তাহলে কি তুমি ফিরে আসবে? সে বলল, জী হাঁ। অন্যথায় আল্লাহ্ যেন আমাকে দশগুণ শাস্তি প্রদান করেন।

রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে আসল এবং নবীজী তাকে তাঁবুর খুঁটির সাথে বাঁধলেন। এ সময় একটি মশক নিয়ে বেদুইন ফিরে এল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি আমার কাছে তাকে (হরিণীটি) বিক্রি করবে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা আপনার। তখন তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। যায়দ ইব্ন আরকাম বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে (এই হরিণীকে) মরুভূমিতে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। সে বলছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আর আবূ নু'আয়ম তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ আলী মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ..... বিশর ইব্ন মূসা সূত্রে।

আমি (গ্রন্থকার) বলি, (আবূ নু'আয়মের রিওয়ায়াত সম্পর্কে) এর অংশবিশেষে 'অগ্রহণযোগ্যতা' রয়েছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বক্রের মাওলা হাসান বিন সাঈদকে তা দোহন করার নির্দেশ দিলে তিনি তা দোহন করলেন। এরপর তিনি হাসানকে তাকে সংরক্ষণের নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে তাঁর অজান্তে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিনি তাকে নিয়ে এসেছিলেন তিনিই তাকে নিয়ে গিয়েছেন। আর তা দুই সূত্রে দু'জন সাহাবীর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, যেমন পূর্বে বিগত হয়েছে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

(অদ্ভুত ও অগ্রহণযোগ্য) গুইসাপের কথা

বায়হাকী বর্ণনা করেন আবূ মানসূর আহমদ ইব্ন আলী দামাগানী ..... উমর ইবনুল খাত্তাব সূত্রে যে (একবার) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের এক মজলিসে ছিলেন, এমন সময় বানূ সুলায়মের এক বেদুইন এসে উপস্থিত হল। লোকটি একটি গুইসাপ শিকার করে তার আস্তিনে ভরে এসেছিল, যাতে করে নিজের তাঁবুতে ফিরে সে এটিকে ভুনা করে খেতে পারে। সে যখন লোক সমাবেশ দেখল, তখন বলল, এসব কী? লোকেরা বলল, ইনি হচ্ছেন ঐ মহান ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্র নবী বলা হয়ে থাকে। তখন সে মানুষের সারি ভেদ করে অগ্রসর হয়ে (আল্লাহ্র রাসূলকে লক্ষ্য করে) বলল, লাত ও উয্যার শপথ! আসমানের নিচে আমার কাছে আপনার চেয়ে অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কোন মানুষ নেই। আমার সম্প্রদায় যদি আমাকে ত্বরাপ্রিয় আখ্যা না দিত তাহলে অতি দ্রুত আপনার উপর আক্রমণ করে আমি আপনাকে শেষ করে দিতাম। এবং আপনাকে হত্যা করে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রোমক, পারসিক সকলকে আনন্দিত করতাম। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, হে উমর!

তুমি কি জান না যে, সহনশীল ব্যক্তি নবীতুল্য? তারপর তিনি সেই বেদুইন লোকটির দিকে ফিরে বললেন, তুমি যা বললে, তা বলতে কিসে তোমাকে প্ররোচিত করল ? তুমি তো অসত্য বললে এবং আমার মজলিসে আমাকে সম্মান করলে না। তখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বলল, এরপরও আপনি আমার সাথে কথা বলছেন? লাত ও উয্যার শপথ! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব না, যদি না এই গুইসাপ আপনার প্রতি ঈমান আনে। একথা বলে সে তার আস্তিন থেকে গুই সাপটি বের করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছুঁড়ে দিল। তখন আল্লাহ্র রাসূল (গুইসাপকে সম্বোধন করে) বললেন, হে গুইসাপ! তখন গুইসাপটি তাকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় উত্তর দিল, যা উপস্থিত সকলেই শুনতে পেল, লাব্বায়ক! হে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত সকলের ভূষণ! তিনি বললেন, হে গুইসাপ! তুমি কার ইবাদত কর? সে বলল, যাঁর আরশ আসমানে, আধিপত্য যমীনে এবং কর্তৃত্ব সাগরে, অনুগ্রহ জান্নাতে আর শাস্তি জাহান্নামে। তিনি বললেন, তাহলে বল আমি কে? সে বলল, আপনি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল এবং নবীগণের সর্বশেষ নবী। আপনাকে যে বিশ্বাস করেছে সে সফলকাম হয়েছে আর আপনাকে যে অবিশ্বাস করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে। তখন সেই বেদুইন বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! কায়া প্রাপ্তির পর আমি ছায়ার অনুসরণ করব না। আল্লাহ্র কসম! আমি যখন আপনার কাছে আসলাম তখন ভূপৃষ্ঠে আপনিই ছিলেন আমার কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি; কিন্তু এখন আপনি আমার কাছে আমার পিতামাতা এমনকি আমার নিজ সত্তার চাইতেও প্রিয়। আমি আপনাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই , আর আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র (প্রাপ্য) যিনি আমার দ্বারা তোমাকে হিদায়াত করলেন। এই দীন সদা বিজয়ী, বিজিত নয়, আর নামায ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর কুরআন ছাড়া নামায গ্রহণযোগ্য নয়। তখন সে বলল, তাহলে আমাকে (কুরআন) শিখিয়ে দিন। তখন তিনি তাকে সূরা ইখলাস শিখিয়ে দিলেন। সে বলল, আমাকে আরও কিছু শেখান! (কবিতার) সংক্ষিপ্ত ও বিশদ কোন প্রকার ছন্দেই আমি এর চাইতে সুন্দর কথা শুনিনি। আল্লাহ্র রাসূল বললেন, হে বেদুইন! এতো আল্লাহ্র কালাম, এ কবিতা নয়। তুমি যদি একবার এই সূরাটি পড়, তাহলে তুমি যেন এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়লে, আর যদি দুইবার পড় তাহলে যেন কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ পড়লে, আর যদি তিনবার পড় তাহলে তুমি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠকারীর সমান ছওয়াব পাবে। তখন বেদুইনটি বলল, হাঁ প্রকৃত ইলাহ হলেন আমাদের ইলাহ! যিনি সামান্য (দান) গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ প্রদান করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি অর্থ সম্পদ আছে? সে বলল, গোটা বানূ সুলায়ম গোত্রে আমার চাইতে অভাবী কেউ নেই। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা তাকে দান কর। তখন তাঁরা তাকে দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলেন। রাবী বলেন, এ সময় আবদুর রহমান ইব্ন আওফ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে তাকে দেয়ার মত একটি দশ মাসের গর্ভবতী উৎকৃষ্ট জাতের উটনী রয়েছে, যে খোরাসানী দীর্ঘ গর্দান বিশিষ্ট উটের চাইতে কম, কিন্তু কোন অ-ভারবাহী উটের

চাইতে বেশি গতিসম্পন্ন। সে সকল উটেরই নাগাল পায় কিন্তু কোন উট তার নাগাল পায় না। তাবূক যুদ্ধের দিন আপনি আমাকে এটি দিয়েছিলেন। বেদুইন লোকটিকে তা দান করে কি আমি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো তোমার উটনীর বর্ণনা দিলে। তাহলে এবার আমি বলবো কি, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্য কী রয়েছে? তিনি বললেন, জী হাঁ বলুন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমার জন্য থাকবে স্বচ্ছ মোতির উটনী, তার পাসমূহ হবে সবুজ পান্নার, আর গ্রীবাদেশ হবে পান্নার, তার উপর থাকবে হাওদা। হাওদার উপর বিছানো থাকবে পুরু ও কোমল রেশমী কাপড়ের গদি। বিদ্যুৎবেগে যা তোমাকে নিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তার কারণে কিয়ামতের দিন যেই তোমাকে দেখবে তোমার প্রতি ঈর্ষাবোধ করবে।

তখন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট। এরপর সেই বেদুইন সেখান থেকে বেরিয়ে আসল। পথে সে বানূ সুলায়মের তরবারি ও বর্শা সজ্জিত এক সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধার সাক্ষাৎ পেল। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোথায় চলেছ? তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের গালমন্দকারী ঐ ব্যক্তিটিকে হত্যা করতে চলেছি। সে বলল, তোমরা তা করো না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ হলেন তাঁর রাসূল। এরপর সে তাঁর সাথে তার ঘটনা তাদেরকে বলল। তখন তারা সকলে একযোগে বলল, আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ হলেন তাঁর রাসূল। এরপর তারা ভিতরে প্রবেশ করল। তখন আল্লাহ্র রাসূলকে তাদের আগমনের কথা বলা হল। তিনি তাদের সাথে খালি গায়ে সাক্ষাৎ করলেন। এ সময় তারা তাদের বাহন থেকে নেমে তার শরীরে চুমু দিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহ্র রাসূল। এরপর তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। তিনি বললেন, তোমরা খালিদ ইবনুল ওলীদের ঝাণ্ডাতলে থেকো।

(রাবী বলেন) এরা ছাড়া আরব অনারব কারো থেকেই এক সাথ এক হাজার লোক ঈমান আনেনি। বায়হাকী বলেন, আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয 'আলমু'জিযাত' গ্রন্থে আবূ আহমদ ইব্ন আদী আল-হাফিয থেকে এই হাদীসখানা উদ্ধৃত করেছেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এ ছাড়া হাফিয আবূ নু'আয়ম 'আদ্ দালাইল' গ্রন্থে তা রিওয়ায়াত করেছেন, আবুল কাসিম ইব্ন আহমাদ আত্ তাবারানী সূত্রে ....। আর আবূ বকর আল-ইসমাঈলী তা রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন আলা ইব্ন আলী ইবনুল ওলীদ আস্সুলামী থেকে। বায়হাকী বলেন, এ প্রসঙ্গে হযরত আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও রিওয়ায়াত বিদ্যমান। তবে আমাদের উল্লেখিত সনদটিই এর মধ্যে অগ্রাধিকারযোগ্য, তাও দুর্বল। আর মুহাম্মদ আস-সুলামী হল দুর্বলতার ক্ষেত্র। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

গাধা সংক্রান্ত হাদীস

একাধিক শীর্ষস্থানীয় হাদীস বিশারদ এই রিওয়ায়াতটি প্রত্যাখান করেছেন। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ আবুল হাসান আহমদ ইব্ন হামদান ....আবূ মানযূর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবীকে খায়বর বিজয় দান করলেন তখন তাঁর ভাগে চারজোড়া খচ্চর, চারজোড়া উট, দশ উকিয়া স্বর্ণ-রৌপ্য, একটি

কাল রঙের গাধা এবং একটি টুকরি এল। রাবী বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধাটির সাথে কথা বললেন, আর গাধাটিও তাঁর সাথে কথা বলল। নবী করীম (সা) তাকে বললেন, তোমার নাম কী? জবাব দিল, ইয়াযীদ ইব্‌ন শিহাব। আমার আদি পিতার ঔরসে আল্লাহ্ এমন ষাটটি গাধা পয়দা করেছেন যাদের উপর নবী ছাড়া অন্যরা আরোহণ করেননি। আর আমি ছাড়া আমার আদি পিতার ঔরসজাত কোন সন্তান জীবিত নেই। নবীগণের মাঝে আপনি ছাড়া আর কেউ নাই। আমার প্রত্যাশা ছিল আপনি আমার আরোহী হবেন। আপনার পূর্বে আমার মনিব ছিল জনৈক ইয়াহূদী। আমি তাকে পিঠে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে হোঁচট খেতাম। সে আমাকে ক্ষুধার্ত রাখত আর আমার পিঠে আঘাত করত।

তখন নবী করীম (সা) তাকে বললেন, আমি তোমার নাম ইয়া'কূব রাখলাম। হে ইয়া'কূব! সে বলল, লাব্বাইক! (আমি হাযির) তিনি বললেন, তুমি কি মাদী সঙ্গ কামনা কর? সে বলল, জী না। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করতেন। তিনি যখন তার পিঠ থেকে নামতেন তখন তাকে কারো গৃহদ্বারে পাঠিয়ে দিতেন। তখন সে এসে দরজায় মাথা দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করত। এরপর যখন গৃহকর্তা বেরিয়ে আসত তখন সে তাকে ইশারায় বলত, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাকে ডাকছেন, তুমি সাড়া দাও। তারপর যখন নবী করীম (সা)-এর ওফাত হল তখন নবী করীম (সা)-এর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে সে আবুল হায়ছাম ইব্‌ন নাব্‌হানের এক কুয়াতে এসে পতিত হল এবং এটাই তার সমাধিতে পরিণত হল।

ভারুই পাখি সংক্রান্ত হাদীস

ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণনা করেন আল মাসউদী ..... রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি একটি ঝোপে প্রবেশ করে একটি ভারুই পাখীর ডিম বের করে আনল। তখন পাখিটি এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের মাথার উপর ডানা ঝাপটাতে লাগল। তখন তিনি বললেন, কে একে বিব্রত করল। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি তার ডিম নিয়ে এসেছি। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল পাখিটির প্রতি দয়ার কারণে বললেন, তা ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও!!

আর হাফিয বায়হাকী হাকিম প্রমুখ সূত্রে...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। যাওয়ার পথে আমরা একটি গাছে দু'টি ভারুই পাখির ছানা দেখতে পেয়ে তাদেরকে ধরলাম। রাবী বলেন, তখন মা (ভারুই) পাখিটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তার ডানা ঝাপটাতে লাগল। তখন তিনি বললেন, এর ছানা ধরে কারা একে বিব্রত করল ? রাবী বলেন, তখন আমরা বললাম, আমরা। তিনি বললেন, ওগুলোকে (মায়ের কাছে) ফিরিয়ে দাও। তখন আমরা ছানা দু'টিকে তাদের পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দিলাম। এরপর মা পাখিটি আর আসেনি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গরীব হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন ইব্ন দাউদ আলাভী সূত্রে ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দিত তখন তিনি দূরে চলে যেতেন। ইব্ন আব্বাস বলেন, একদিন তিনি (এক দূরবর্তী স্থানে) গিয়ে তাঁর পায়ের মোজা দু'টি খুলে এক বাবলা গাছের নীচে বসলেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি একটি মোজা পরলেন। আর সেসময় এক পাখি এসে অন্য মোজাটি নিয়ে আকাশে চক্কর দিল। এ সময় একটি বিষধর বিচ্ছু তা থেকে বেরিয়ে পড়লো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা কারামত (সম্মাননা) যার দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করেছেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি পদদ্বয়ের উপর বিচরণকারী প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং উদরে ভর দিয়ে বিচরণকারী প্রাণীর অনিষ্ট থেকে।

আরেকটি হাদীস

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে। তিনি বলেন ঃ একবার (রাত্রিকালে) নবী করীম (সা)-এর দুই সাহাবী তাঁর কাছ থেকে বের হলেন। এ সময় তাঁদের হাতের মধ্যবর্তী অংশে তাঁদের সাথে দুটির বাতির ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাঁরা যখন একে অন্য থেকে পৃথক হলেন তখন তাঁদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে বাতির ন্যায় আলো থাকল আর এভাবেই তাঁরা স্ব স্ব পরিবারের কাছে এসে গেলেন। আর আবদুর রায্যাক মুআম্মার ..... আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) উসায়দ ইব্ন হুযায়র আনসারী এবং আরেকজন আনসারী সাহাবী নবী করীম (সা)-এর কাছে তাদের একটি প্রয়োজনে রাতের বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। আর সে রাতটি ছিল ভীষণ অন্ধকার। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে ফিরে চললেন। এ সময় তাঁদের উভয়ের হাতে একটি করে লাঠি ছিল। পথ চলার সময় তাঁদের একজনের লাঠি দু'জনের পথ আলোকিত করে রাখল। ফলে, তাঁরা তার আলোয় স্বাচ্ছন্দে হেঁটে চললেন। অবশেষে যখন তাঁদের পথ ভিন্ন হয়ে গেল তখন অন্যজনের লাঠিটিও আলো বিচ্ছুরণ করতে লাগল এবং তার আলোতে তিনি হেঁটে চললেন। এভাবে তাঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠির আলোতে স্ব-স্ব পরিবারের কাছে গিয়ে পৌছলেন।

আর বুখারী তালীকরূপে হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন; আর মুআম্মার বলেন, এরপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বুখারী তা তালীক করেছেন হাম্মাদ ইব্ন সালামা ..... আনাস সূত্রে এ মর্মে যে, আববাদ ইব্ন বিশ্র এবং উসায়দ ইব্ন হুযায়র নবী করীম (সা)-এর কাছ থেকে বের হলেন, এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আর নাসাঈ তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বকর ইব্ন নাফি' বিশর ইব্ন উসায়দ সূত্রে এবং বায়হাকী তা সনদসহ উল্লেখ করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের সূত্রে। আর উভয়ের মূল উৎস হাম্মাদ ইব্ন সালামা।

আরেকটি হাদীস

বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ইশার নামায পড়ছিলাম। নামাযে তিনি যখন সিজদা করছিলেন তখন হাসান ও হুসায়ন (রা) লাফিয়ে তাঁর পিঠে উঠছিলেন। এরপর তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে ধরে আলতোভাবে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি যখন আবার সিজদা করছিলেন, তখন তারাও আবার তাঁর পিঠে চড়ে বসছিল। এরপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন তাদের একজনকে একপাশে অন্যজনকে আরেক পাশে বসালেন। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদেরকে তাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাবো না ? এমন সময় হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাল। তখন নবীজী তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। এরপর তারা সেই আলোতে হেঁটে হেঁটে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

আরেকটি হাদীস

'আততারীখ' গ্রন্থে বুখারী বলেন, আহমাদ ইব্ন হাজ্জাজ ..... হামযাহ ইব্ন আমর আল আসলামী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অবস্থান করছিলাম। এরপর আমরা (তাঁর কাছ থেকে) ভীষণ অন্ধকার রাত্রে বের হলাম। তখন আমার আঙ্গুলসমূহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল এমনকি রাত্রে উটসমূহ তা দেখে এসে একত্রিত হলো এবং সেগুলোর (অন্ধকারজনিত কারণে) কোন ক্ষতি হলো না। আর আমার আঙ্গুলগুলো চমকাচ্ছিল।

আর বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির এর হাদীস সংগ্রহ থেকে সুফিয়ান ইব্ন হামযা সূত্রে। আর তাবারানী তা রিওয়ায়াত করেছেন ইবরাহীম ইব্ন হামযার হাদীস সংগ্রহ থেকে সুফিয়ান ইব্ন হামযা সূত্রে।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী, আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয ..... যায়দ ইব্ন আবূ আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নামায পড়তেন। তারপর তাঁর স্বগোত্র বানূ হারিছার মহল্লায় ফিরে যেতেন। কোন এক বর্ষণসিক্ত অন্ধকার রাত্রে তিনি (বানূ হারিছার আবাসস্থলের) বের হলেন, তখন বানূ হারিছার বসতিতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর হাতের লাঠি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকল।

বায়হাকী বলেন, এই আবূ আব্স বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এছাড়া আমরা তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনুল আসওদ থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি 'জাসরীন' থেকে দিমাশকের জামে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। কখনও কখনও অন্ধকার রাত্রে তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো। আর আমরা হিজরতপূর্ব কালে মক্কায় তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় উল্লেখ করেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি নিদর্শন প্রার্থনা করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর গোত্রকে ইসলামের

দাওয়াত দেবেন। এরপর তিনি যখন তাদের কাছে গেলেন এবং গিরিপথ বেয়ে তাদের কাছে নেমে আসলেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তারা যেন এ কথা না বলে যে, তা শারীরিক খুঁত। তখন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর ছড়ির অগ্রভাগে স্থানান্তরিত করে দিলেন। ফলে তাঁকে প্রদীপের মত আলো বিচ্ছুরণ করতে দেখল।

তামীদ আদ্‌দারীর কারামাত বিষয়ক হাদীস

হাফিয বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিমের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... মু'আবিয়া ইব্‌ন হারমালা সূত্রে। তিনি বলেন, একবার মদীনার সংলগ্ন পাথুরে ভূখণ্ডে একটি অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হল। তখন হযরত উমর তামীম দারীর কাছে এসে বললেন, আপনি এই অগ্নিকুণ্ডের কাছে চলুন। তিনি বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন, আমি কে ? আমি কী ? রাবী বলেন, কিন্তু উমর তাঁর পিছু ছাড়লেন না। অবশেষে তিনি তাঁর সাথে উঠলেন। মু'আবিয়া বলেন, আর আমি তাঁদের দুজনকে অনুসরণ করলাম। তখন তাঁরা দুজন আগুনের দিকে অগ্রসর হলেন। তামীম উভয় হাত দিয়ে সেই আগুনকে বাধা দিতে লাগলেন। এমনকি তা গিরিপথে প্রবেশ করল। আর আমি তার পিছে প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তখন উমর বলতে লাগলেন, যে দেখেছে সে তার মত নয় যে দেখেনি। তিনি এ কথা তিনবার বললেন।

এই উম্মতের এক ওলীর কারামত

আর এ জাতীয় কারামত মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোন ওলীর যদি কোন কারামত প্রকাশ পায়, তাহলে তা তাঁর নবীর মু'জিযা বলে গণ্য হয়ে থাকে। হাসান ইব্‌ন উরওয়া বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস ...... আবূ সাবুরা আন্-নাখয়ী সূত্রে যে, তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে আসছিলেন। পথে তার গাধা মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন তিনি উঠে গিয়ে উযূ করলেন। তারপর দুরাকাআত নামায পড়ে এরূপ দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে মুজাহিদরূপে তোমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হয়েছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবন দান করে থাকো এবং কবরবাসীদের তুমি পুনরুত্থিত করবে। আজ তুমি আমাকে কারো অনুগ্রহের পাত্র করো না। আজ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার গাধাকে জীবিত করে দাও। তখন গাধাটি তার কান নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাফিয বায়হাকী বলেন, এই রিওয়ায়াতটির বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ। আর এ ধরনের ঘটনা শরীয়ত প্রবর্তকের সম্মানার্থে সংঘটিত হয়ে থাকে। বায়হাকী বলেন, তদ্রূপ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আয্ যুহলী প্রমুখ তা মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ সূত্রে ..... শা'বী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জানেন।

ভিন্ন একটি সূত্র

আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া তার من عاش بعد الموت (মৃত্যুর পর জীবিত যারা) গ্রন্থে ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল, আহমদ ইব্‌ন বুজায়র প্রমুখ সূত্রে ..... শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ একবার ইয়ামান থেকে একদল লোক আল্লাহ্‌র পথে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে

জিহাদে বের হলেন। পথে তাঁদের এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুমুখে পতিত হল। তখন সকলে তাঁকে তাদের সাথে বহন করতে চাইল, কিন্তু তিনি তাতে রাজী হলেন না। এরপর তিনি উঠে গিয়ে উযূ করলেন, নামায পড়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন–"হে আল্লাহ্! আমি তোমার পথে মুজাহিদ রূপে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতদেরকে জীবন দান করবে এবং কবরবাসীদের পুনরুত্থিত করবে। আমাকে কারো অনুগ্রহের পাত্র করো না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার গাধাকে পুনর্জীবিত করে দাও। তারপর তিনি গাধাটির দিকে অগ্রসর হলেন। তখন গাধাটি তার কান ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন তিনি তাতে জিন ও লাগাম পরালেন। অতঃপর তাতে আরোহণ করে তার সঙ্গীদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ব্যাপারটি কী ? জবাবে তিনি বললেন, আমার ব্যাপার হল আল্লাহ্ আমার গাধাকে পুনর্জীবিত করে দিয়েছেন। শা'বী বলেন, আর আমি এই গাধাটিকে কূফাতে বিক্রি হতে দেখেছি। ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন, আমাকে আব্বাস ইব্ন হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে .... মুসলিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শারীক আন্ নাখয়ী থেকে জানিয়েছেন যে এ গাধার মালিক নাখা'-এর অধিকারী। তাঁর নাম নুবাতা ইব্ন ইয়াযীদ। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি জিহাদে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি যখন আমীরা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তার গাধা মৃত্যুমুখে পতিত হল–এরপর তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

পরবর্তীতে তিনি ওটা কূফায় বিক্রি করে দেন। সে সময় তাকে বলা হল, আপনি কি আপনার গাধা বিক্রি করে দিচ্ছেন, অথচ আল্লাহ্ তাকে আপনার জন্য মৃত্যুর পর জীবিত করে দিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, তাহলে আমি কী করব ? আর তাঁর সঙ্গীদের একজন তিনটি কবিতা পঙ্ক্তি আবৃত্তি করল, যার একটি আমি মনে রেখেছি–

وَمِنَّا الَّذِىْ احيا الاله حماره * وقد مات منه كل عضوٍ ومفصلٍ

মৃত্যুর পর আল্লাহ্ যার গাধাকে জীবিত করেছেন তিনি আমাদেরই একজন, অথচ গাধাটির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অস্থিসমূহের মৃত্যু ঘটে ছিল।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধপান অধ্যায়ে আমরা হালিমা সা'দিয়ার (রা) মাদী গাধার বিষয়ে আলোচনা করেছি। দুগ্ধপোষ্য মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে ফিরার পথে তিনি যখন তাতে আরোহণ করলেন, তখন সে কীভাবে কাফেলার অন্যান্য বাহনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল। অথচ মক্কায় আসার পথে ইতিপূর্বে সে তার দুর্বলতা ও ধীরগতির কারণে কাফেলার যাত্রীদলকে পিছিয়ে দিচ্ছিল। তদ্রূপ তাঁর বরকত প্রকাশ পেয়েছিল তাদের বৃদ্ধ উটনীতে এবং তাদের মেষপালের হৃষ্টপুষ্টতা ও দুধের আধিক্যে। তাঁর উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আলা ইবনুল হাযরাবামীর ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনা

আবূ বকর ইব্ন আবুদ্দুনিয়া খালিদ ইব্ন খাদ্দাশ ইব্ন আজলান সূত্রে ..... আনাস ইব্ন ম্যালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমরা এক (গুরুতর অসুস্থ) আনসারী যুবককে দেখতে গেলাম। আমরা যেতে না যেতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

তখন আমরা তার চোখের পাতা বন্ধ করে তার শরীরে চাদর টেনে দিলাম। আমাদের একজন তার মাকে বলল, আল্লাহ্‌র কাছে তুমি তার মৃত্যুর সাওয়াব প্রত্যাশা কর। সে বলল, সে কি মারা গেল ? আমরা বললাম, হাঁ। তখন সে আসমানের দিকে দুই হাত উঠিয়ে বলল, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার রাসূলের কাছে হিজরত করেছি। পূর্বে যখন আমার উপর কোন বিপদ এসেছে তখন আমি আপনাকে আহ্বান করেছি আর আপনি তা দূর করেছেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আমার উপর এই (সন্তান বিয়োগের) বিপদ চাপিয়ে দেবেন না। রাবী বলেন, এরপর তার মুখ অনাবৃত করে দেখা গেল সে জীবিত। এরপর আমরা সে স্থানে গেলাম আর সেও আমাদের সাথে গেল।

আর বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ সাঈদ আল-মালীনী ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে। এরপর তিনি ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, আর তাতে রয়েছে; উম্মুস সাইব ছিলেন বৃদ্ধা এবং অন্ধ। বায়হাকী বলেন, হাদীসটি ভিন্ন একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এরপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন ঈসা ইব্‌ন ইউনুস সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন থেকে হযরত আনাসের বরাতে। তিনি বলেন, এই উম্মতে আমি এমন তিনটি বিষয় দেখতে পেয়েছি তা যদি বানূ ইসরাইলে ঘটত তাহলে জাতিসমূহ ঐ সব ঘটনার দোহাই দিয়ে কসম খেতো।

আমরা বললাম, হে আবূ হামযা! সেগুলি কী ? তিনি বললেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে 'সুফফায়' অবস্থান করছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক মুহাজির নারী তাঁর এক বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রসন্তান নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করল। তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে মেয়েদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তার ছেলেটিকে আমাদের সাথে করে নিলেন। কয়েকদিন যেতে না যেতেই ছেলেটি মদীনায় ছড়িয়ে পড়া মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দিন কয়েক অসুস্থ থাকল। এরপর মারা গেল। তখন নবী করীম (সা) তার চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়ে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। এরপর আমরা যখন তাকে গোসল দিতে চাইলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আনাস! তার মায়ের কাছে নিয়ে তাকে জানাও। তখন আমি তাকে তার পুত্রের মৃত্যুর কথা জানালাম। আনাস বলেন, তখন সে এসে তার (মৃত সন্তানের) পায়ের কাছে বসল, তারপর সে মৃতের পা ধরে বলল, হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং নির্মোহ হয়ে মূর্তিসমূহের বিরোধিতা করেছি। সাগ্রহে আপনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছি। হে আল্লাহ্! আমাকে বিপদগ্রস্ত করে প্রতিমা উপাসকদের উৎফুল্ল করবেন না। এবং আমার উপর এমন কোন বিপদ চাপিয়ে দেবেন না যা বহন করার সাধ্য আমার নেই। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! স্ত্রীলোকটির দু'আ শেষ হতে না, হতেই ছেলেটির পা দুটি নড়ে উঠল এবং তা তার মুখের আবরণ (নিজেই) সরিয়ে ফেলল। এরপর সে বেঁচে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাত প্রাপ্ত হলেন, এবং তার মাও মারা গেল।

আনাস বলেন, (এরপরের ঘটনা হল) হযরত উমর (রা) একদল সৈন্য প্রস্তুত করে আলা ইবনুল হাযরামীকে তাদের অধিনায়ক মনোনীত করলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর সাথে তাঁর (সেই) যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। আমরা নির্ধারিত যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখলাম শত্রুরা আমাদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে পানির উৎসের নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। আর তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন। এদিকে আমরা এবং আমাদের পশুপাল তীব্র পিপাসায় কাহিল হয়ে পড়লাম। উল্লেখ্য, সেদিন ছিল জুমু'আর দিন। এরপর সূর্য যখন ঢলে পড়ল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে

দুরাকাআত নামায পড়লেন। তারপর আসমানের দিকে হাত প্রসারিত করলেন। অথচ এ সময় আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। আনাস (রা) বলেন, তাঁর হাত নামাতে না নামাতেই আল্লাহ্ বায়ু পাঠালেন এবং মেঘ সৃষ্টি করলেন। এরপর সেই মেঘ বর্ষণ করে গর্ত ও গিরিখাদসমূহ ভরে ফেলল। তখন আমরা পান করলাম, আমাদের পশুপালকে পান করালাম এবং পান করার জন্য পানি সংগ্রহ করে নিলাম। এরপর আমরা শত্রুর পিছু নিলাম। এদিকে তারা সাগরের একটি খাড়ি পার হয়ে এক দ্বীপে পৌঁছে। আমাদেরকে নিয়ে খাড়ির পাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি দু'আ করলেন, হে সুউচ্চ! হে সুমহান! হে সহনশীল! হে মহানুভব! তারপর আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হও। আনাস বলেন, তখন আমরা অগ্রসর হয়ে পানি অতিক্রম করতে লাগলাম; কিন্তু পানি আমাদের বাহনের খুরও সিক্ত করল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শত্রুদের নাগালে পেলাম। তখন আমরা অনেককে হত্যা করলাম এবং অনেক যোদ্ধা ও নারী শিশুদের বন্দী করলাম। তারপর আমরা সেই খাড়ির পাড়ে এসে উপস্থিত হলাম। আর তিনি তাঁর পূর্বের কথার ন্যায় বললেন। এবারও আমরা তা পার হলাম, কিন্তু পানি আমাদের বাহনসমূহের পায়ের খুর ভেজাল না। আনাস (রা) বলেন, এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হল। তখন আমরা তাঁর জন্যে কবর খুঁড়ে তাঁকে গোসল করালাম এবং দাফন করলাম। তাঁর দাফন সম্পন্ন করার পর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইনি (মৃত্যুবরণকারী) কে ? আমরা বললাম, ইনি সর্বোত্তম মানুষ। ইনি হলেন ইবনুল হাযরামী (রা)। তখন সে বলল, এই ভূখণ্ড মৃতদেহ উদগীরণ করে দেয়। তোমরা যদি পার তাহলে বহন করে এক বা দুই মাইল দূরে মৃতদেহ গ্রহণকারী ভূখণ্ডে নিয়ে যাও। আমরা তখন বললাম, আমরা আমাদের এই পুণ্যবান সঙ্গীকে হিংস্রপ্রাণীদের খোরাক হওয়ার জন্য এখানে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। আনাস বলেন, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর কবর খুঁড়তে লাগলাম। এরপর আমরা যখন তাঁর কবরের অভ্যন্তরে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, আমাদের সঙ্গী সেখানে নেই আর কবরের অভ্যন্তরে দৃষ্টিসীমানা পর্যন্ত আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে আছে। আনাস (রা) বলেন, তখন আমরা কবরে আবার মাটি চাপা দিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম।

হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) 'আলা ইবনুল হাযরামীর যে ঘটনা রিওয়ায়াত করেছেন, তাতে তার বৃষ্টি প্রার্থনা এবং তাঁদের পানির উপর দিয়ে অতিক্রমের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তাতে তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নেই। আর বুখারী 'আত্ তারীখ' গ্রন্থে এই ঘটনার আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন। আর ইবন আবুদ দুনিয়া তা সনদসহ উল্লেখ করেছেন আবূ কুরায়ব ..... সাহ্ল ইব্ন মিনজাব সূত্রে, তিনি বলেন, এরপর আমরা আলা ইবনুল হাযরামীর সাথে যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। এরপর তিনি তা বিশদভাবে উল্লেখ করেন। আর তাঁর রিওয়ায়াতের দু'আর ভাষ্য হল, "হে সর্বজ্ঞ! হে পরম সহনশীল! হে সুউচ্চ! হে সুমহান! আমরা আপনারই বান্দা এবং আপনার পথেই আমরা আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমাদেরকে বর্ষণসিক্ত করুন, তা থেকে আমরা পান করব এবং উযূ করব। আর আমরা যখন তা রেখে যাব তখন অন্য কারো জন্য তাতে কোন অংশ নির্ধারণ করবেন না। আর সমুদ্রের খাড়িতে তিনি বলেছিলেন, আমাদের জন্য আপনার শত্রু পর্যন্ত পৌঁছার পথ করে দিন। আর

—৩০

মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, আমার মৃতদেহকে আপনি গোপন করুন এবং আমার গোপন অবস্থা কাউকে অবহিত করবেন না। তাই পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ই অধিকতর অবগত।

আরেকটি ঘটনা

বায়হাকী বলেন, হুসায়ন ইব্ন বুশরান ..... আমাশ সূত্রে জনৈক সাহাবী থেকে। তিনি বলেন, (পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানকালে) একবার আমরা দজলা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় তা জোয়ারের পানিতে পূর্ণ ছিল আর (আমাদের শত্রু) পারসিকরা ছিল এর অপর পাড়ে। তখন মুসলমানদের এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ বলে তার ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন সে পানির উপর দিয়ে স্থলভাগের ন্যায় অগ্রসর হল। এ দেখে অন্যরাও বিসমিল্লাহ্ বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পানির উপর দিয়ে (অশ্ব নিয়ে) স্থলভাগের ন্যায় অগ্রসর হল। নদীর অপর পাড় থেকে পারসিকরা যখন এই দৃশ্য দেখল তখন তারা বলে উঠল, দেওয়ান! দেওয়ান! অর্থাৎ এরা মানব নয়, দানব। এরপর তারা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। রাবী বলেন, এ সময় লোকেরা শুধুমাত্র একটি পেয়ালা খুইয়েছিল, যা একটি জিনের প্রান্তে ঝুলানো ছিল। এরপর তারা যখন অগ্রসর হলেন তখন প্রচুর গনীমত লাভ করল। এ সময় তারা সেই গনীমত বণ্টন করে নিল আর তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল, কে আছে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ গ্রহণ করবে?

আরেকটি ঘটনা

বায়হাকী, আবূ আবদুর রহমান আস্সুলামী ..... সুলায়মান ইবনুল মুগীরা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) আবূ মুসলিম আল-খাওলানী তার সঙ্গীদের নিয়ে দজলা (টাইগ্রীস নদীর) তীরে এসে উপস্থিত হলেন, আর এ সময় জোয়ারের কারণে তা কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি ভাসিয়ে নিচ্ছিল। এরপর তিনি (তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে) পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন, আর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি তোমাদের কোন কিছু হারিয়েছো? তাহলে, আমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি? বায়হাকী বলেন, এইটা 'বিশুদ্ধ' সনদ। আর আসওদ আল-আনাসীর সাথে মুসলিম আল-খাওলানীর (তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছাওব)[১] ঘটনা শীঘ্রই আসছে। আসওয়াদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল; কিন্তু তা তাঁর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে গেল, যেমন হয়েছিল ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালামের জন্য।

যায়দ ইব্ন খারিজার ঘটনা মৃত্যুর পর তাঁর কথা বলা এবং নবুওয়াত ও খিলাফাতে রাশিদার সাক্ষ্য দেওয়া

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী, আবূ সালিহ ইব্ন আবূ তহির আল আম্বরী ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়দ ইব্ন খারিজা (রা) ছিলেন বানুল হারিছ ইবনুল

১. এ গ্রন্থেরই অন্যত্র তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়ূব বলা হয়েছে এবং ওটাই সঠিক নাম হবে, এখানে সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ বা লিপিকারের ভুল হয়েছে। –জালালাবাদী (সম্পাদক)

খাযরাজের সদস্য। তিনি হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফাতকালে ইনতিকাল করলেন, তখন তাঁর কাপড় দিয়ে তাঁকে আবৃত করে দেয়া হল। এরপর লোকজন তাঁর বুক থেকে (বেশস্পষ্ট) শব্দ শুনতে পেল। অবশেষে তিনি কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, আহমদ, আহমদ আদি গ্রন্থে রয়েছেন। সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন, আবূ বক্র আস্-সিদ্দীক, যিনি নিজের ক্ষেত্রে দুর্বল, কিন্তু আল্লাহ্র হুকুম পালনে শক্তিশালী। তিনিও আদি গ্রন্থে উল্লেখিত। সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন উমর ইবনুল খাত্তাব, শক্তিমান ও বিশ্বস্ত। তিনিও আদিগ্রন্থে উল্লেখিত। সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন উছমান ইব্ন আফ্ফান। তাঁদের (পূর্বসূরীদের) অনুকরণে (তাঁর) চারবছর অতিবাহিত হয়েছে আর দুই বছর বাকি রয়েছে যা ফিত্না-ফ্যাসাদ নিয়ে আসবে। সবল দুর্বলকে গ্রাস করবে। কিয়ামত (তুল্য বিপর্যয়) সংঘটিত হবে, আর তোমাদের ফৌজ সম্পর্কে তোমাদের কাছে সংবাদ আসবে। আরীস কূপ, আর আরীস কূপ কী ?

ইয়াহ্ইয়া বলেন, সাঈদ বলেছেন, এ ঘটনার পর বানূ খিতমার এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। তখন তাকে কাপড় দিয়ে আবৃত করে দেয়া হল। এ সময় তার বুক থেকে সুস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। এরপর সে কথা বলে উঠল, সে বলল, বানুল হারিছ ইবনুল খায্রাজ-এর সদস্যটি (যায়দ) সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন। তারপর বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম আল কানাবী সূত্রে। এরপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করে বলেন, এট সহীহ্ সনদ আর এর সমর্থক একাধিক রিওয়ায়াত বিদ্যমান। এরপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন আবূবকর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদু দুনিয়ার সূত্রে তাঁর من عاش بعد الموت (মৃত্যুর পর যারা জীবিত হয়েছিলেন) গ্রন্থে। তিনি বর্ণনা করেছেন।

আবূ মুসলিম আবদুর রহমান ইব্ন ইউনুস ..... ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ সূত্রে যে, তিনি বলেছেন, একবার ইয়াযীদ ইব্ন নু'মান ইব্ন বাশীর তাঁর পিতা নু'মান ইব্ন বাশীরের পত্র নিয়ে কাসিম ইব্ন আবদুর রহমানের হালকায় অর্থাৎ তাঁর মায়ের কাছে আসলেন। পত্রের ভাষ্য ছিল ঃ

পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্র নামে নু'মান ইব্ন বাশীরের পক্ষ থেকে আবূ হাশিম কন্যা উম্মু আবদুল্লাহ্র প্রতি– আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক! আপনার কাছে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করছি– যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে লিখেছেন আপনাকে যায়দ ইব্ন খারিজার বিষয় লিখে জানানোর জন্য। তাঁর বিবরণ এরূপ ঃ প্রথমে তাঁর গলায় বেদনা সৃষ্টি হয়– এ সময় তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সুস্থতম ব্যক্তি ছিলেন, কিংবা মদীনার সুস্থতম ব্যক্তি ছিলেন। ফলে তিনি যুহর[১] ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ইনতিকাল করেন। তখন আমরা তাঁকে চিৎকরে শুইয়ে দু'টি চাদর এবং একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই। এরপর আমি যখন মাগরিবের নামায শেষে তাসবীহ পাঠ করছি তখন এক আগন্তুক এসে আমাকে বলল, যায়দ তো তাঁর মৃত্যুর পর কথা বলছেন। আমি তখন দ্রুত তাঁর কাছে গেলাম। সেখানে তখন বেশ কয়েকজন আনসার উপস্থিত ছিলেন। আর তিনি বলছেন, অথবা তাঁর কণ্ঠে বলানো হচ্ছে, 'মধ্যবর্তীজন হলেন তিনজনের মধ্যে সর্বাধিক শক্ত সমর্থ– যিনি আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করতেন না। আর না সবলকে নির্দেশ

১. মূলে সালাতুল উলা বা প্রথম নামায শব্দটি আছে। –সম্পাদক

দিতেন দুর্বলকে গ্রাস করতে। তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং মু'মিনদের নেতা। তিনি সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন। আর এটা আদি গ্রন্থে বিদ্যমান ছিল।

এরপর তিনি বললেন, উছমান হলেন মু'মিনদের নেতা। আর তিনি লোকদের বহুপাপ মাফ করে দেন। তাঁর খিলাফতের দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে আর চার বছর অবশিষ্ট রয়েছে। এরপর লোকেরা বিরোধে লিপ্ত হবে এবং তারা একে অন্যকে গ্রাস করবে। আর তখন কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে না, এ সময় দুঃসাহসীদের জন্ম দেবে আর মু'মিনরা হুরমতের অনেক লেহায করবে। (তিনি বললেন) এটা আল্লাহ্‌র লিখিত তাকদীর। হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি মনোযোগী হও এবং তাঁর কথা শোন; আনুগত্য কর। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে যেন রক্তপাতে জড়িয়ে না পড়ে। আর আল্লাহ্‌র হুকুম সু-নির্ধারিত। আল্লাহু আকবর! এই হল জান্নাত এবং এই হল জাহান্নাম। আর নবী ও সিদ্দীকগণ বলবেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা! তুমি কি আমার পিতা খারিজা এবং সা'দের বিষয়টি অনুভব করেছ যাঁরা দু'জন উহুদ যুদ্ধের দিন নিহত হয়েছেন ?

"না, কখনই নয়। এতো লেলিহান আগুন, যা গা থেকে চামড়া খসিয়ে দেবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখেছিল[১]।" তারপর তার কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে আসল। এরপর উপস্থিত লোকদের আমি আসার পূর্বে তিনি যে কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, প্রথমে আমরা তাকে বলতে শুনলাম! তোমরা চুপ করে শোন, চুপ করে শোন! তখন আমরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, আওয়াজ কাপড়ের নিচ থেকে আসছে। রাবী বলেন, তখন আমরা তার চেহারা থেকে কাপড় সরালাম। আর তিনি বলতে লাগলেন, ইনি হলেন আহমদ আল্লাহ্‌র রাসূল। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার ওপর শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত হোক। তারপর তিনি বললেন, আবূ বকর আস-সিদ্দীক বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌র রাসূলের খলীফা, শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সবল। তিনি সত্য বলেছেন, সত্য বলেছেন, আর আদি গ্রন্থে তাঁর আলোচনা বিদ্যমান। তারপর হাফিয বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন–আবূ নাসর ইব্‌ন কাতাদা ..... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ সূত্রে এবং হাদীসখানি উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন– এটা সহীহ্ সনদ। (আর হিশাম ইব্‌ন আম্মার 'কিতাবুল বা'ছে' ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম ..... নু'মান ইব্‌ন বাশীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, খারিজা ইব্‌ন যায়দ নামক আমাদের এক ব্যক্তি ইনতিকাল করলেন। তখন আমরা তাঁকে কাপড় দ্বারা আবৃত করলাম– এরপর তিনি পূর্বের ন্যায় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।)

বায়হাকী বলেন, আর তা' বর্ণিত হয়েছে হাবীব ইব্‌ন সালিম, নু'মান ইব্‌ন বাশীর সূত্রে এবং তিনি আরীস কূপের উল্লেখ করেছেন। যেমনটি আমরা ইবনুল মুসায়্যাবের রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছি। বায়হাকী বলেন, আর তাঁর ব্যাপারটি হল, নবী করীম (সা) একটি আংটি

১. উদ্ধৃত অংশটি সূরা মা'আরিজের ১৫-১৮ আয়াতের অনুবাদ। অর্থাৎ সদ্যমৃত ঐ সাহাবী তাঁর বক্তব্যে উক্ত আয়াত সমূহ উদ্ধৃত করেন। –সম্পাদক

বানালেন, এটি তাঁর হাতে ছিল। তাঁর ওফাতের পর তা হযরত আবূ বকরের হাতে ছিল, তারপর হযরত উমরের হাতে তারপর হযরত উসমানের হাতে। অবশেষে তাঁর খিলাফতের ছয়বছর অতিবাহিত হবার পর সেটা তাঁর হাত থেকে আরীসকূপে পড়ে যায়। আর তখনই তাঁর নিয়োগকৃত প্রশাসকদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং ফিত্‌না ফ্যাসাদের কারণ উপকরণ প্রকাশ পেতে থাকে যেমনটি যায়দ ইব্‌ন খারিজার জবানীতে বলা হয়েছে। আমি বলি, হযরত খারিজার এই কথা- দু'বছর বিগত হয়েছে আর চার বছর অবশিষ্ট রয়েছে কিংবা (বর্ণনা ভেদে) চার বছর অতিবাহিত হয়েছে আর দু'বছর অবশিষ্ট রয়েছে-এর এটাই অর্থ। আর আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞাত।

বুখারী 'আত্‌তারীখ' গ্রন্থে বলেন, যায়দ ইব্‌ন খারিজা আল-খায্‌রাজী আল-আনসারী বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত উসমানের খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। আর তিনিই ঐ ব্যক্তি, যিনি মৃত্যুর পর কথা বলেছিলেন। বায়হাকী বলেন, মৃত্যুর পর কথা বলা বিষয়ে একদল সাহাবী থেকে একাধিক বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞাত।

ইব্‌ন আবুদ্‌ দুনিয়া বলেন, খাল্‌ফ্‌ ইব্‌ন হিশাম আলবায্‌যার আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়দ আল আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বানূ সালামার এক ব্যক্তি (মৃত্যুর পর) কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আবূ বকর পরম সত্যবাদী, উছমান হলেন কোমল ও দয়ার্দ্র হৃদয়। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি জানি না, তিনি উমরের ব্যাপারে কী বলেছিলেন। ইব্‌ন আবুদ্‌ দুনিয়া তাঁর গ্রন্থে হাদীসখানি এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর হাফিয বায়হাকী আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবূ আমর ..... আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়দ আল আনসারী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'সিফ্‌ফীন' কিংবা 'জমল' যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের বিবাদ দুই পক্ষে নিহতদের (মৃতদেহ) ছড়িয়ে দিচ্ছিল তখন নিহতদের মধ্যে এক আনসারী কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সা) হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল। আবূ বকর হলেন পরম সত্যনিষ্ঠ, উমর হলেন শহীদ, উছমান দয়ার্দ্রচিত্ত। এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

অধ্যায়

মৃতদের কথা বলা এবং তাদের আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহ

হিশাম ইব্‌ন আম্মার তার 'কিতাবুল বা'ছ' গ্রন্থে– আলহাকাম ইব্‌ন হিশাম আছ্‌ছকাফী ..... রিব্‌য়ী ইব্‌ন খিরাশা আল আবাসী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার ভাই রাবী' ইব্‌ন খিরাশ অসুস্থ হল, তখন আমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। এরপর সে মারা গেল। তখন আমরা তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করতে বের হলাম। এরপর আমরা যখন ফিরে আসলাম তখন সে তার চেহারা থেকে কাপড় সরাল। তারপর বলল, আস্‌সালামু আলায়কুম! আমরা বললাম, ওয়া আলাইকাস্ সালাম। তুমি তো মারা গেছো। সে বলল, অবশ্যই! কিন্তু তোমাদেরকে ছেড়ে যাবার পর আমি আমার রবের সাক্ষাৎ পেয়েছি আর তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন দয়া ও অনুগ্রহের সাথে, আর তিনি আমার প্রতি অক্রুদ্ধ প্রতিপালকরূপে। এরপর তিনি আমাকে সবুজ কোমল রেশমী পোশাক পরিয়েছেন। আর তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমি তার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আর প্রকৃত বিষয় তোমরা যেমন দেখছ, সুতরাং নিজেদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত কর এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন কর আর অন্যদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর, বিতৃষ্ণ করো না। সে যখন একথা বলল, তখন মনে হল, তা' যেন ছিল পানিতে পতিত একটি পাথর কণা। তারপর তিনি এই অধ্যায়ে বহু সনদে (তা) উল্লেখ করেছেন। আর এটাই তাঁর কিতাবের শেষাংশ।

অত্যন্ত 'গরীব' বিস্ময়কর একটি হাদীস

বায়হাকী বলেন, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবদান ..... মু'রিয ইব্‌ন মুআয়কীব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি মক্কার একগৃহে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখমন্ডল যেন জ্যোর্তির্ময় চন্দ্র গোলক আর তাঁর আশ্চর্যজনক কথোপকথন শ্রবণ করলাম, এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল এক দিনের এক নবজাতক শিশুকে নিয়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, আমি কে? সে উত্তর দিল, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ। আল্লাহ্ তোমার মাঝে বরকত দান করুন! তারপর রাবী মু'রিয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, এরপর ঐ শিশুটি কথা বলার স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে কথা বলেনি। আমার পিতা বলেন, আমরা তাকে মুবরাকুল ইয়া'মাম (ইয়া'মামার বরকতপ্রাপ্ত) নামে ডাকতাম। উপরোল্লেখিত সনদের রাবী শাসূনা বলেন, আমি তো প্রায়শই মা'মারের 'দরস' অতিক্রম করতাম কিন্তু তাঁর থেকে কখনও এ রিওয়ায়াত শুনতাম না। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এই হাদীসের কারণেই হাদীস বিশারদগণের কাছে (এর রাবী) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউনুস আল-কাদীমী সমালোচিত এবং তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর এই শায়খ (শাসূনা)-কে 'অপরিচিত' গণ্য করেছেন। অথচ এটা বিবেক বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য কোন বিষয় নয়। সহীহ্ বুখারীতে (বানূ

ইসরাইলের বিশিষ্ট) আবিদ জুরায়জ (র)-এর ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি (তাঁর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারিণী) সেই ব্যভিচারিণী নারীর সদ্যজাত পুত্র সন্তানকে কথা বলানোর জন্য প্রশ্ন করেছিলেন, হে আবূ ইউনুস! তুমি কার ঔরসজাত? তখন সে বলে উঠল, (অমুক) মেষপালকের। এভাবে বানূ ইসরাইল জানতে পারল যে, জুরায়জ এই মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র। আর ইতিপূর্বে তা বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু এই হাদীসখানি মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুসের সূত্র ব্যতীত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে; অবশ্য সে সনদটিও 'গরীব' পর্যায়ের বটে।

বায়হাকী বলেন, আবূ সা'দ আবদুল মালিক ইব্ন আবূ উছমান ..... মুআয়কীব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে আমি অংশগ্রহণ করেছি। সে সময় আমি মক্কার একগৃহে প্রবেশ করে সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেলাম, আর তখন তাঁর মুখমণ্ডল যেন জ্যোতির্ময় চন্দ্রগোলক। আর তখন আমি তাঁর থেকে আশ্চর্যজন কথোপকথন শুনতে পেলাম। তাঁর কাছে ইয়া'মামার এক ব্যক্তি তার একদিনের নবজাতক পুত্রকে একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে উপস্থিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বালক! আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার মাঝে বরকত প্রদান করুন। এ ঘটনার পর আর বালকটি কোন কথা বলেনি।

বায়হাকী বলেন, আর আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয তা উল্লেখ করেছেন আবুল হাসান আলী ইবনুল আব্বাস ..... আবুল ফয্ল আল্ আব্বাস ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শাসূনা সূত্রে। হাকিম বলেন, আমাদের এক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আমাকে জানিয়েছেন, আবূ উমর আয্যাহিদ সূত্রে। তিনি বলেন, আমি যখন ইয়ামানে প্রবেশ করলাম, তখন 'হারদা' অঞ্চলেও গেলাম। তখন আমি সেখানে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এবং (এই হাদীসের রাবী) শাসূনার বংশধরদের সাক্ষাৎ পেলাম। আমাকে তাঁর সমাধিতে নেয়া হলে আমি তাঁর যিয়ারত করলাম। বায়হাকী বলেন, মুরসাল সনদে কূফীদের হাদীস থেকে এই হাদীসের একটি উৎস পাওয়া যায়; তবে ঘটনাকাল নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এরপর তিনি ওকী-এর হাদীস সংগ্রহ থেকে আ'মাশ .... শাম্মার ইব্ন আতিয়্যার এক শায়খ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একবার) নবী করীম (সা)-এর কাছে একটি বোবা শিশুকে আনা হল যে ইতিপূর্বে কোনও কথা বলেনি। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তারপর তিনি হাকিম ..... শাম্মার ইব্ন আতিয়্যার এক শায়খ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক স্ত্রীলোক তার একটি বাকশক্তিরহিত পুত্র নিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমার এই পুত্রটি জন্ম অবধি কোন কথা বলেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওকে আমার নিকটবর্তী কর! তখন সে তাকে তাঁর নিকটবর্তী করলো। নবী করীম (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে হে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

বদ আছরগ্রস্ত বালকের ঘটনা

'উটের ঘটনায়' হযরত উসামা ইব্ন যায়দ, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ এবং ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা আছ্ছাকাফীর রিওয়ায়াত থেকে এ সম্পর্কিত হাদীসখানি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ..... সাইদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (একরার) এক স্ত্রী লোক তার পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার উপর বদ আছর রয়েছে। আমাদের খাওয়ার সময় সে আছরগ্রস্ত হয় এবং আমাদের খাবার দাবার নষ্ট করে ফেলে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বুকে হাত বুলিয়ে দু'আ করলেন। তখন সে একবার বমি করল, আর তার বমি থেকে কাল কুকুর ছানার ন্যায় একটা কিছু ছুটে পালাল। এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। আর এই সনদের রাবী ফারকাদ আসসানজী বিশ্বস্ত লোক; কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল। শু'বা ছাড়া আরো একাধিক মুহাদ্দিস তাঁর বরাতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য। আর এখানে তিনি যা রিওয়ায়াত করেছেন পূর্বে তার একটি শাহিদ বা সমর্থক রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। আর এ ঘটনাটি সেটিও হতে পারে যেমন পূর্বে তা' উল্লেখিত হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটি ভিন্ন কোন ঘটনা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস

আবূ বকর আল-বায্যার, মুহাম্মাদ ইব্ন মারযূক ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তখন এক আনসারী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই খবীছ (জিন) আমাকে পরাভূত করে ফেলে। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার এই অবস্থার উপর যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর তা'হলে কাল কিয়ামতে তোমার কোন গুনাহ থাকবেনা এবং তোমার কোন হিসাব নিকাশও হবে না। সে বলল, শপথ ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করব। সে বললো, আমি আশঙ্কা করি যে, এই খবিছ আমাকে বিবস্ত্র করে ফেলবে। তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। এরপর থেকে স্ত্রীলোকটি যখন খবীছের আক্রমণের আশঙ্কা করত, তখন সে কা'বা গৃহে এসে তার গিলাফ ধরে বলত, তুই দূর হ'! তখন সে তাকে ছেড়ে চলে যেত। বায্যার বলেন, এই শব্দ মালায় এই সূত্র ব্যতীত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আর এর রাবী 'সাদাকার' গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। আর অন্য রাবী 'ফারকাদ' সম্পর্কে কথা হচ্ছে, একদল উলামা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শু'বা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। আর তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাদীস গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ইব্ন আব্বাস থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইমরান ..... 'আতা ইব্ন আবূ রাবাহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী স্ত্রীলোক দেখাব? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি (একজন কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোকের দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, এই কৃষ্ণকায় স্ত্রীলোকটি। একবার সে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এসে বলল, আমি বদ আছরের শিকার হয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়ি, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে ধৈর্যধারণ করবে আর তার বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করব যেন তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন। সে বলল, জী না, বরং আমি ধৈর্যধারণ করব তবে, আপনি

দু'আ করুন আমি যেন বিবস্ত্র না হই এবং আমার শরীরের কোন অংশ যেন অনাবৃত না হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। এভাবেই বুখারী তা রিওয়ায়াত করেছেন মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান সূত্রে আর মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন আল কাওয়ারীরী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাত্তান এবং বিশর ইব্ন ফযল সূত্রে ইব্ন আব্বাসের বরাতে। আর তিনি তা উল্লেখ করেছেন এরই মত। তারপর বুখারী মুহাম্মাদ ..... 'আতা ইব্ন আবূ রাবাহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু যুফার নামক সেই দীর্ঘ ও কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীলোককে দেখেছেন কা'বার গিলাফের নিকটে। হাফিয ইবনুল আছীর তাঁর গ্রন্থ 'আলগা'বাতে উল্লেখ করেছেন যে, এই উম্মু ফুফার পূর্ব থেকেই হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ-এর কেশ বিন্যাসকারিণী ছিলেন। আর তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। ফলে, হযরত আতা ইব্ন আবূ রাবাহ তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

আরেকটি হাদীস

বায়হাকী, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান ..... আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জ্বর এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমাকে আপনার সব চাইতে প্রিয় গোষ্ঠীর কাছে অথবা শু'বার সন্দেহ সর্বাধিক প্রিয় সঙ্গীদের কাছে প্রেরণ করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি আনসারদের কাছে যাও। তখন জ্বর তাঁদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আক্রান্ত করে কাহিল করে ফেলল। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা জ্বরাক্রান্ত হয়েছি, আল্লাহ্র কাছে আমাদের আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি তাঁদের জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁদের থেকে জ্বর চলে গেল। আবূ হুরায়রা বলেন, তখন এক স্ত্রীলোক তাঁকে অনুসরণ করে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও দু'আ করুন যেমন তাদের জন্য দু'আ করলেন; কেননা, আমিও আনসারদের একজন। তখন তিনি বললেন, তোমার কাছে কোনটি অধিক কাম্য আমি তোমার জন্য দু'আ করব আর তোমার অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে, অথবা তুমি (তোমার বর্তমান অবস্থায়) ধৈর্যধারণ করবে আর তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে? তখন সে বলে উঠল, জী না! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি বরং ধৈর্যধারণ করব। তিনবার সে একথাটি বলল। আর আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর জান্নাতের বিপরীতে কোন ঝুঁকি গ্রহণ করব না। এই সনদের রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস আল কুদায়মী দুর্বল।

আর বায়হাকী বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান ..... সালমান আল ফারিসী (রা) সূত্রে যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার জ্বর এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, কে তুমি? সে বলল, আমি জ্বর, মানব দেহের গোশত পরিশোধন করি এবং রক্ত চুষে খাই। তিনি বললেন, তুমি কুবাবাসীর কাছে যাও। তখন সে তাদেরকে আক্রান্ত করল। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন আর এ সময় জ্বরের প্রকোপে তাঁদের চেহারা হলুদ ও বিবর্ণ ছিল। তাঁরা এসে তাঁর কাছে জ্বরের অভিযোগ করলেন। তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কী চাও? যদি তোমরা চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করব আর তিনি তোমাদের ব্যাধি দূর করবেন, অথবা যদি তোমরা চাও তাহলে তাকে (জ্বরকে) তার অবস্থায় থাকতে দাও, তাহলে তা তোমাদের পাপসমূহ ঝরিয়ে দেবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বরং তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে

দেবো। আর এ হাদীসটি ইমাম আহমদের মুসনাদে নেই এবং 'সিহাহসিত্তাহ' সংকলকগণের কেউও তা রিওয়ায়াত করেননি। হিজরতের সূচনাকালের আলোচনায় মদীনাবাসীর জন্য নবী করীম (সা)-এর দু'আর কথা উল্লেখ করেছি। তিনি দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ্ যেন মদীনার জ্বরকে 'জুহফায়' নিয়ে যান। তখন আল্লাহ্ তাঁর সে দু'আ কবুল করেছিলেন। কেননা, ইতিপূর্বে মদীনা ছিল সর্বাধিক রোগব্যাধিপূর্ণ ভূ-খণ্ড। কিন্তু তাঁর অবস্থানের এবং তথাকার অধিবাসীদের জন্য তাঁর দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে স্বাস্থ্যকর ভূখন্ডে পরিণত করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্র অসখ্য সালাত ও সালাম।

এ প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি হাদীস

ইমাম আহমদ, শু'বা ..... উছমান ইব্ন হানীফ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার এক অন্ধ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে আরোগ্য দান করেন। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি আখিরাতে এর বিনিময় চাও, তাহলে তা করতে পার। আর যদি চাও আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করি তাহলে আমি তা করব। সে বলল, না। আপনি আমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করুন। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নির্দেশ দিলেন উযূ করে দু'রাক'আত নামায পড়তে এবং এভাবে দু'আ করতে– " হে আল্লাহ্! আমি আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের ওসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে অভিমুখী হচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আপনার ওসীলায় আমি আমার এই প্রয়োজনে আল্লাহ্ অভিমুখী হচ্ছি। সুতরাং (হে আল্লাহ্) আপনি তা পূর্ণ করুন! তাকে আমার সুপারিশকারী করুন এবং আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করুন। রাবী বলেন, সে এটা পুনপুন বলছিল। পরবর্তীতে রাবী বলেন, আমার ধারণা তাতে তাকে আমার সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করুন ছিল। রাবী বলেন, তখন লোকটি তা করল এবং আরোগ্য লাভ করল। আর ইমাম আহমদও তা রিওয়ায়াত করেছেন উছমান ইব্ন আমর, শু'বা সূত্রে। আর তিনি দু'আ প্রসঙ্গে বলেন, (সে বলেছিল) হে আল্লাহ্! তাঁকে আমার সুপারিশকারী করুন! পরবর্তী বাক্যটি বলেননি। আর এটা সম্ভবত রাবীর ভুল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

তিরমিযী ও নাসাঈ তা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন মাহমুদ ইব্ন গায়লান সূত্রে, আর ইব্ন মাজা, আহমাদ ইব্ন মানসূর ইব্ন সায়্যার সূত্রে এঁরা দু'জন আবার উছমান ইব্ন আমর থেকে। তিরমিযী বলেন, হাদীসখানি 'হাসান সহীহ গরীব' শ্রেণীর। ইব্ন জা'ফর আল খাতমীর হাদীস সংগ্রহ ব্যতীত আমরা এর কোন সূত্র সম্পর্কে অবহিত নই। তারপর আহমদও তা রিওয়ায়াত করেছেন মুআম্মাল ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন সালামা ..... উছমান ইব্ন হানীফ সূত্রে এরপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন। এভাবে নাসাঈ তা রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মুআম্মার ..... হাম্মাদ ইব্ন সালামা সূত্রে। তারপর নাসাঈ তা' রিওয়ায়াত করেছেন যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ..... উছমান ইব্ন হানীফ সূত্রে। এই রিওয়ায়াতটি পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ। সম্ভবত তা আবূ জা'ফর আল খাতমীর কাছে দুই সূত্র থেকে (এসেছে)। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত।

এছাড়া হাফিয বায়হাকী ও হাকিম রিওয়ায়াত করেছেন ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ানের হাদীস সংগ্রহ থেকে আহমদ ইব্ন শাবীব সূত্রে ..... উছমান ইব্ন হুনায়ফ থেকে। তিনি বলেন, (একবার) এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তার দৃষ্টিশক্তিহীনতার অনুযোগ

করল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কোন পথপ্রদর্শক নেই, তাই তা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন তিনি বললেন, উযূর স্থানে গিয়ে উযূ কর। তারপর দুই রাক'আত নামায পড়ে বল, "হে আল্লাহ! আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদের ওসীলায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে রুজু করছি। হে মুহাম্মাদ, আপনার ওসীলায় আমি আমার রবের দিকে রুজু করছি এ আশায় যে, আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। হে আল্লাহ্! আমার জন্য তাকে সুপারিশকারী করুন এবং আমার নিজের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন।" উছমান বলেন, আল্লাহ্র কসম আমরা তখনো বিচ্ছিন্ন হইনি এবং আমাদের আলোচনা দীর্ঘায়িতও হয়নি, এরই মধ্যে লোকটি এমনভাবে আমাদের কাছে প্রবেশ করল যেন কখনোই তার কোন দৃষ্টিশক্তিহীনতা ছিল না। বায়হাকী বলেন, হিশাম দাসতাওয়াঈও তা রিওয়ায়াত করেছেন আবূ জা'ফর ..... উছমান ইব্ন হুনায়ফ সূত্রে।

আরেকটি হাদীস

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইব্ন বিশর ..... হাবীব ইব্ন মিরয়াত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হলেন। এ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন, এগুলো দ্বারা তিনি একবারেই কিছু দেখতেন না। নবী করীম (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, একবার আমি আমার একটি উট চরাচ্ছিলাম। তখন আমার পা গিয়ে পড়ল এক সাপের পেটের উপর। এর ফলে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললাম। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ফুঁক দিলেন, ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। এরপর আমি তাঁকে সূঁচের ছিদ্রে সূতা প্রবেশ করাতে দেখেছি, আর তখন তাঁর বয়স আশি বছর।

বায়হাকী বলেন, তাঁর কিতাবে এমনই রয়েছে। অন্যরা বলেন, নামটি হাবীব ইব্ন মুদরিক। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে এ জাতীয় ঘটনা সম্বলিত কাতাদা ইব্ন নু'মানের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আঘাত লেগে তাঁর এক চোখের মণি বেরিয়ে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে তা' যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এরপর (তা এমনভাবে সেরে গেল যে) বোঝা যেত না তাঁর কোন্ চোখটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। আমি (গ্রন্থকার) বলি, তা' ওহুদ যুদ্ধের আলোচনায় বিবৃত হয়েছে। আবূ রাফি'র হত্যাকান্ডের ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে সময় জাবির ইব্ন আতীক নামক এক ব্যক্তির পায়ের গোছা ভেঙ্গে যায়। তখন নবী করীম (সা) তাঁর পায়ের গোছায় হাত বুলালে তা তৎক্ষণাৎ ভাল হয়ে যায়। হাফিয বায়হাকী তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম (সা) মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিবের পুড়ে যাওয়া হাতে হাত বুলিয়ে দিলে তা তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়ে যায়। এবং আরেকবার তিনি শুরাহবীল আলজু'ফীর হাতের তালুতে ফুঁক দিলে তাঁর তালুর কুষ্ঠরোগ নিরাময় হয়ে যায়। আমি (গ্রন্থকার) বলি, খায়বার অভিযানের বর্ণনায় বিগত হয়েছে যে, চোখ উঠা অবস্থায় তিনি হযরত আলীর দু'চোখে ফুক দিলে তাঁর চোখ উঠা সেরে যায়। তিরমিযী হযরত আলীর বরাতে এ হাদীসখানা রিওয়ায়াত করেছেন। এতে নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁকে কুরআন হিফযের ঐ দু'আ শিক্ষা দেওয়া এবং এর ফলে তাঁর তা' হিফয করার কথা বিগত হয়েছে।

সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যে, একবার তিনি আবূ হুরায়রা এবং একদল সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, যে আজ তার চাদর বিছিয়ে দেবে, সে আমার কথার কোন অংশ আর ভুলবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তখন তা বিছিয়ে দিলাম। আর এরপর আমি তাঁর সেই কথার কোন অংশ ভুলিনি। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটা ছিল সেদিন আবূ হুরায়রা তাঁর থেকে যা কিছু শুনেছিলেন তার পক্ষ থেকে তা সংরক্ষণের কথা। কারো কারো মতে, বিষয়টি কেবল সে দিনের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, (এটি ব্যাপক অর্থে)। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত। এছাড়া তিনি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের জন্য দু'আ করায় তিনিও আরোগ্য লাভ করেন।

বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের একবারের অসুস্থতায় দু'আ করেছিলেন। আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর নিজের রোগমুক্তির জন্য তাঁর রবের কাছে দু'আ করতে বললেন। তখন তিনি দু'আ করলেন আর আবূ তালিব তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন।

বস্তুত এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস সংখ্যায় এত বেশি যে, তার পূর্ণ বিবরণ বেশ দীর্ঘ হবে। বায়হাকী এ প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। আমরা যার অংশ বিশেষের দিকে ইঙ্গিত করলাম। আর দুর্বল সনদবিশিষ্ট হাদীসসমূহ আমরা বর্জন করলাম। আর আমাদের উল্লেখিত পরিমাণ, আশা করি যথেষ্ট বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ই একমাত্র সাহায্যস্থল।

আরেকটি হাদীস

বুখারী ও মুসলিম শরীফে যাকারিয়া ইব্ন আবূ ইয়ায়িদা বর্ণিত হাদীস, যা শুরাহবীল সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত জাবির একবার এক অতি ক্লান্ত উটে আরোহণ করে পথ চলছিলেন, তাই তিনি তাকে অব্যাহতি দিতে মনস্থ করলেন। জাবির বলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) পিছন দিক থেকে এসে আমার সাথে মিলিত হলেন। তখন তিনি উটটিকে আঘাত করে আমার জন্য দু'আ করলেন। উটটি তখন এমন দ্রুতগতিতে চলতে লাগল যে, এর পূর্বে সে এরূপ দ্রুতগতিতে চলেনি। অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, এরপর সব সময় সে উটপালের অগ্রভাগে থাকতো। এমনকি আমি রশি টেনেও তাকে পেছনে রাখতে পারতাম না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার উটকে কেমন মনে হচ্ছে হে ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে আপনার বরকত লাভ করেছে। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট থেকে সেটি খরিদ করে নিয়েছিলেন। তাঁর মূল্যের ব্যাপারে বহু রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে রাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, ক্রয়কালে তিনি সেই উট কর্তৃক তাকে মদীনায় বহন করে নিয়ে যাওয়াকে (ক্রয় বিক্রয় চুক্তির বাইরে রেখেছিলেন)। এরপর জাবির যখন মদীনায় পৌঁছে গেলেন, তখন তাঁর কাছে উটটি নিয়ে আসলেন। তখন নবী করীম তাঁকে চুক্তির অধিক মূল্য পরিশোধ করে উটটি তাঁকেই দান করে দেন।

আরেকটি হাদীস

সহীহ্ বুখারীতে বিদ্যমান হাদীস যা বায়হাকীও রিওয়ায়াত করেছেন (তার শব্দমালায়) হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আল মারওয়াযির হাদীস সংগ্রহ থেকে আনাস ইব্ন মালিকের বরাতে,

তিনি বলেন, একবার মদীনায় লোকদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল; তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালহার (রা) একটি ধীরগামী ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। তারপর একাই তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর তাঁর পিছে পিছে অন্য লোকেরাও আরোহণ করে বের হল। এরপর [ফেরার পথে এই লোকদের সাক্ষাৎ পেয়ে] তিনি বললেন, তোমরা খাবড়িয়ো না। এ [আবূ তালহার ঘোড়া] তো বেশ দ্রুতগামী। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, সেদিনের পর আর সে ঘোড়াটি অন্য কোন ঘোড়ার পেছনে পড়েনি।

আরেকটি হাদীস

বায়হাকী আবূ বকর আলকাযী ...... জুআয়ল আল-আশজায়ী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক যুদ্ধাভিযানে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময় আমি আমার এক দুর্বল ও শীর্ণকায় ঘোটকীর পিঠে সাওয়ার ছিলাম। তিনি বলেন, আর আমি ছিলাম লোকদের পশ্চাদভাগে। তখন পশ্চাৎ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেছন থেকে এসে আমাকে পেয়ে বললেন, হে অশ্বারোহী! এগিয়ে চল! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বাহন তো শীর্ণকায়, দুর্বল। রাবী বলেন, তখন তিনি তাঁর হস্তস্থিত চাবুক উঠালেন এবং তা দ্বারা ঘোড়াটিকে আঘাত করলেন আর বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে বরকতপূর্ণ করুন। রাবী বলেন, এরপর লোকদেরকে ছাড়িয়ে না যায় এ আশংকায় আমি সেটির মাথা ধরে রাখছিলাম। আর পরবর্তীতে আমি এটির গর্ভজাত শাবক বিক্রি করে বার হাজার দিরহাম উপার্জন করি।

নাসাঈ তা রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি‘ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আররাকাশী সূত্রে। অনুরূপ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ খায়ছামা এভাবেই তা রিওয়ায়াত করেছেন উবায়দ ইব্‌ন ইয়াঈশ রাফি‘ ইব্‌ন সালাম আল আশজায়ী সূত্রে। বুখারী 'আততারীখে' হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন রাফি' ইব্‌ন যিয়াদ ইবনুল জাদ ইব্‌ন আবূ জা'দ জুআয়ল সূত্রে।

আরেকটি হাদীস

বায়হাকী আবুল হুসায়ন ইবনুল ফযল ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন; (একবার) এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এক নারীকে বিবাহ করেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি আগে কেন তাকে দেখে নিলে না ? আনসারদের চোখে তো সাধারণত একটু খুঁত থাকে। সে বলল, আমি তাকে দেখে নিয়েছি। তিনি বললেন, কত মোহরের বিনিময়ে তুমি তাকে বিবাহ করলে? তখন সে একটা পরিমাণ উল্লেখ করল। তিনি বললেন, এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তারা যেন স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করছে।

আজ তোমাকে দেয়ার মত আমাদের কিছুই নেই। তবে আমি তোমাকে এমন এক দিক অভিমুখে পাঠাব যে, তুমি তাতে লাভবান হবে। তখন তিনি বানূ আবসের কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠালেন এবং এই ব্যক্তিকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। তখন লোকটি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার উটনী আমাকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেনা। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তার হাতে দিলেন যেমনভাবে দাঁড়ানোর জন্য কারো সাহায্য নিতে হাত ধরা হয়। এরপর তিনি এসে উটনীটিকে তাঁর পবিত্র পায়ের দ্বারা আঘাত করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শপথ ঐ সত্তার, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ,

এরপর আমি তাকে আরোহী নিয়ে তার কাইদের[১] সামনে সামনে চলতে দেখেছি। মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে তা রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মায়ীন সূত্রে মারওয়ান থেকে।

আরেকটি হাদীস

বায়হাকী আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ ইসহাক আলমুযানী ..... মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ব্যক্তি একটি উট খরিদ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি একটি উট খরিদ করেছি। আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন তাতে আমার জন্য বরকত প্রদান করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তার জন্য তাতে আপনি বরকত দিন। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই উটটি মারা গেল। তারপর সে আরেকটি উট খরিদ করল এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি একটি উট খরিদ করেছি, আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন তাতে বরকত দান করেন। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! এতে বরকত দিন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেটিও মারা গেল। এরপর সে আরেকটি উট খরিদ করল। এবার সে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইতিপূর্বে আমি দু'টি উট খরিদ করেছি, আর আপনি দু'আ করেছেন যেন আল্লাহ্ তাতে বরকত দেন। এবার আপনি দু'আ করুন আল্লাহ্ যেন আমাকে তার পিঠে আরোহণ করান। তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে এটির পিঠে আরোহণ করান। এরপর ঐ উট তার কাছে বিশ বছর থাকল। বায়হাকী বলেন, হাদীসটি 'মুরসাল'। আর প্রথম দু'বারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ আখিরাতের ব্যাপারে কবূল হয়েছিল।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী ..... হাবীব ইব্ন উসাফ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন এক যুদ্ধাভিযানে যেতে আমি এবং আমার গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলাম। তারপর আমরা তাকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধে শরীক হতে চাই। তিনি বললেন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? আমরা বললাম, জী না। তিনি বললেন, আমরা তো মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করি না। হাবীব বলেন, তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে শরীক হলাম। যুদ্ধকালে আমার কাঁধে তরবারির আঘাত লেগে আমার এক হাত ঝুলে পড়ল। তখন আমি এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাতে ফুঁক দিয়ে তা জোড়া লাগিয়ে দিলেন এবং তা জোড়া লেগে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেল। এই যুদ্ধে আমি আমার আঘাতকারীকে হত্যা করলাম। এরপর আমি তার কন্যাকে বিবাহ করলাম। পরবর্তীকালে সে আমাকে বলত, যে ব্যক্তি তোমাকে এ চিহ্নটি পরিয়েছে তাকে যেন আমি না হারাই। জবাবে আমি তাকে বলতাম, যে ব্যক্তি তোমার পিতাকে ত্বরিত জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে, তুমি যেন

১. উটের সামনে থেকে যে রশি বা লাগামের সাহায্যে তাকে টেনে নিয়ে যায়, তাকে কায়েদ বলা হয়ে থাকে।-অনুবাদক

তাকে না হারাও। ইমাম আহমদ এই হাদীসখানি তার সনদে অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইব্ন হারূন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু সেখানে তারপর তিনি তাতে থুক দিলেন, ফলে তা নিরাময় হয়ে গেল— এ অংশের উল্লেখ নেই।

আরেকটি হাদীস

বুখারী ও মুসলিমে আবুন নয্র হাশিম ইবনুল কাসিম ..... ইব্ন আব্বাস সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে গেলেন। আমি তখন তাঁর জন্য উযূর পানি রেখে দিলাম। তিনি যখন তাঁর প্রয়োজন সেরে বের হলেন,তখন তা দেখে বললেন, এ কাজ কে করল? উপস্থিত লোকেরা বলল, ইব্ন আব্বাস, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করুন!

আর হাফিয বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম ও অন্যান্য সূত্রে ..... ইব্ন আব্বাস থেকে এ মর্মে যে তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে দীনের ব্যুৎপত্তি দান করুন এবং কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন!

আর আল্লাহ্ তা'আলা পিতৃব্যপুত্রের ব্যাপারে তাঁর রাসূলের এই দু'আ কবূল করেন। তাই শরীয়তের বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অনুসরণীয় অগ্রপথিক ও আলোক বর্তিকা। বিশেষত তাফসীর শাস্ত্রে। কেননা, পূর্ববর্তী বয়স্ক সাহাবাগণের সকল জ্ঞান তাঁর কাছে ঠেকে। অন্য দিকে তাঁর কাছে ছিল আল্লাহ্র রাসূলের কথা ও বর্ণনা থেকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা আহরিত জ্ঞান। তাঁর সম্পর্কে আ'মাশ, মাশরূক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে বলেন যে, তিনি বলেছেন ইব্ন আব্বাস যদি আমাদের মত সুদীর্ঘ নবী সাহচর্য পেতেন, তাহলে আমাদের কেউই তাঁর সমকক্ষ হত না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, ইব্ন আব্বাস কুরআনের কত উত্তম ভাষ্যকার।

আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদের ওফাতের তেত্রিশ বছর কিংবা তারও অধিককাল পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ইনতিকাল করেছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কী পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর জনৈক শিষ্যের বরাত দিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি বলেন, একবার আরাফার দিন সন্ধ্যায় ইব্ন আব্বাস উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। এরপর তিনি সূরা বাকারা (অথবা অন্য একটি সূরার) তাফসীর করলেন। এমনভাবে তিনি এই তাফসীর করলেন যে তা যদি রোমকগণ, তুর্কীগণ এবং দায়লামীগণ শুনত তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করত। আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন।

আরেকটি হাদীস

সহীহ বুখারীতে এসেছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস ইব্ন মালিকের জন্য অধিক সন্তান ও সম্পদের দু'আ করেছিলেন। তাই তার ফল তেমনই হয়েছিল। তিরমিযী মাহমূদ ইব্ন গায়লান ..... আবূ খালদা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে,

তিনি বলেছেন, আমি একবার আবুল আলিয়াহকে জিজ্ঞেস করলাম, আনাস (রা) কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, তিনি তো দশ বছর তাঁর খিদমত করেছেন আর নবী করীম (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। তাঁর একটি বাগান ছিল যা বছরে দু'বার করে ফল দিত আর সেই বাগানে এক প্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ ছিল, যা থেকে মিশকের ঘ্রাণ আসত।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণনা রয়েছে যে, তার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের সংখ্যা ছিল প্রায় একশ বা তার চেয়েও অধিক। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, তিনি দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ্! তাকে দীর্ঘজীবী করুন। ফলে, তিনি শত বছরের আয়ু পেয়েছিলেন। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু সুলায়ম ও আবূ তাল্হার একত্রবাসে অতিবাহিত রাত্রের ব্যাপারে নেক সন্তানের দু'আ করেছিলেন। ফলে, উম্মু সুলায়ম আবূ তাল্হার ঔরসে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আবদুল্লাহ্ রাখেন, পরবর্তীকালে এর ঔরসে নয়জন সন্তানের জন্ম হয়-যাদের প্রত্যেকে কুরআন হিফয করেন। এটা বুখারীতে রয়েছে। আর সহীহ্ মুসলিমে রিওয়ায়াত এসেছে ইকরিমা ইব্ন আম্মারের হাদীস সংগ্রহ থেকে ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে যে, তিনি তাঁর আম্মার হিদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দু'আ চাইলেন। তখন নবী করীম (সা) তাঁর (মায়ের) জন্য দু'আ করলেন। এরপর আবূ হুরায়রা বাড়ির দরজায় দিয়ে ভিতর থেকে তার মায়ের গোসল করার শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর গোসল শেষে তাঁর আম্মা কলিমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি গিয়ে আল্লাহ্র রাসূলকে তা অবহিত করলেন এবং তাঁর কাছে তাদের উভয়ের জন্য দু'আ চাইলেন- যেন আল্লাহ্ তাঁকে ও তাঁর মাকে মু'মিন বান্দাদের প্রিয়পাত্র বানিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁদের দু'জনের জন্য এই দু'আ করলেন। তার ফলও পাওয়া গেল। হযরত আবূ হুরায়রা বলেন, এমন কোন মু'মিন নারী-পুরুষ নেই যে আমাদের দু'জনকে ভাল না বাসে। আর আবূ হুরায়রা যথার্থই বলেছেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। আর এই দু'আর বরকত ও পূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জুমুআর দিন সমূহে তাঁর আলোচনাকে প্রসিদ্ধি দান করেছেন। ফলে লোকেরা জুমুআর খুৎবার পূর্বে তাঁর আলোচনা করে থাকে। আর এটা হল, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুদরতি দান এবং অপার্থিব মূল্যায়ন।

সহীহ্ বুখারীতে এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ্য সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের জন্য দু'আ করলেন। আর তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন যে আল্লাহ্ যেন তাঁকে মাকবূল দু'আর অধিকারী বানান। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তার দু'আ কবুল করুন এবং তার (যুদ্ধকালীন) নিক্ষেপণকে লক্ষভেদী করুন! আর এর ফল এমনই হয়েছিল। তাই সা'দ ছিলেন অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা ও দক্ষ সমরাধিনায়ক।

একবার তিনি আবূ সা'দা উসামা ইব্ন কাতাদাকে বদ দু'আ করেছিলেন যখন সে তার ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল। তিনি দু'আ করে ছিলেন সে অতি দারিদ্র্য ও সঙ্কটাকীর্ণ হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। আর সা'দের বদ দু'আর ফল এমনই হয়েছিল। ঐ ব্যক্তিকে যখন তার নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো তখন সে বলত, অতিবৃদ্ধ আপদগ্রস্থ ব্যক্তি, সা'দের বদ দু'আর

ফলে আমার এই দুর্দশা। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদের জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তিনি দীর্ঘায়ূ লাভ করলেন, এমন কি চুরানব্বই বছর বয়সে পৌঁছেও তাঁর দেহ-সুঠাম সবল ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের স্পর্শ পাওয়া তার শরীরের কোন অংশ জরাগ্রস্থ হয়নি এবং আমৃত্যু তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ ও শক্তি দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন জারীর ইব্‌ন উমায়র ..... আবূ যায়দ আল-আনসারী সূত্রে যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমার কাছে এসো! এরপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! ওকে সৌন্দর্য দান করুন এবং ওর সৌন্দর্যকে স্থায়ী করুন! রাবী বলেন, এরপর আবূ যায়দের বয়স একশ' পার হয়ে গেল কিন্তু সামান্য কয়েকটি ব্যতীত তাঁর দাড়িতে তেমন পাক ধরেনি। আর আমৃত্যু তাঁর চেহারা ছিল ভাজমুক্ত, বার্ধক্যের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত তার মুখের চামড়া সংকুচিত হয়নি। হাদীসের সনদ সম্পর্কে সুহায়লী বলেন, এর সনদ সহীহ্ এবং অবিচ্ছিন্ন। আর বায়হাকী এ অর্থের বহু সদৃশ হাদীস উল্লেখ করেছেন, যা হৃদয়ের আকাঙ্খা পূর্ণ করে এবং উদ্দেশ্য অর্জন করে।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আরিম ..... আবুল আ'লা সূত্রে তিনি বলেন, একবার আমি কাতাদা ইব্‌ন মিলহান যেই স্থানে মৃত্যুবরণ করেন সেই স্থানে তাঁর কাছে ছিলাম। রাবী বলেন, এ সময় বাড়ির পশ্চাত দিক থেকে এক ব্যক্তি অতিক্রম করে গেল আর আমি কাতাদার মুখমণ্ডলে তার ছায়া/প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। রাবী বলেন, (এর কারণ হল) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। রাবী বলেন, পূর্বে আমি তাঁকে যখনই দেখেছি তখনই তাঁকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যেন তাঁর মুখমণ্ডল তেল চকচকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের গায়ে নব বিবাহের কারণে জাফরানের চিহ্ন দেখলেন তখন তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের এ দু'আ কবূল করলেন এবং তাঁর জন্য ব্যবসালব্ধ ও যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। এভাবে তিনি অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক হলেন। তিনি যখন ইনতিকাল করলেন তখন তাঁর চার স্ত্রীর একজনের প্রাপ্যাংশ $\frac{১}{৩২}$ [$\frac{১}{৮} \div \frac{৪}{৫}$] এর জন্য তাঁর সাথে চুক্তি করা হয় আশি হাজার দিরহামের বিনিময়ে। শাবীব ইব্‌ন গারকাদ সূত্রে ..... উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ আল-মাযিনী থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি বকরী খরিদ করার জন্য একটি দীনার দিলেন। তখন তিনি গিয়ে তা দিয়ে প্রথমে দু'টি বকরী খরিদ করলেন এবং একটি এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। এরপর তিনি নবী করীম (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন এক দীনার এবং একটি বক্‌রী নিয়ে। তখন নবী করীম (সা) তা জেনে বললেন, আল্লাহ্ তোমার ব্যবসায় বরকত দান করুন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তখন তিনি তার বিক্রয়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর থেকে তিনি যদি মাটি কিনতেন (বিক্রয়ের জন্য)

তাহলে তাতেও লাভবান হতেন। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ..... আবূ আকীল সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে নিয়ে তাঁর দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য খরিদ করতেন। তখন তাঁর সাথে ইবনুয্ যুবায়র ও ইব্ন উমরের সাক্ষাৎ হলে তাঁরা তাঁকে বলতেন, তোমার বিক্রয়ে আমাদেরকে শরীক করে নাও; কেননা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। আর তিনিও তাঁদেরকে শরীক করে নিতেন। আর কখনও ক্রয়-বিক্রয়ে তিনি পূর্ণ বোঝাই করা উট লাভ করতেন, তারপর তা বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

বায়হাকী আবূ সা'দ আল-সালিমী ..... বিলাল (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার এক ঠাণ্ডা ভোরে আমি আযান দিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযের জন্য) বেরিয়ে আসলেন; কিন্তু মসজিদে একজনকেও দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, লোকজন কোথায়? আমি তখন বললাম, শীতের কারণে তারা বের হতে পারেনি। এ কথা শুনে তিনি দু'আ করলেন হে আল্লাহ্! তাদের থেকে ঠাণ্ডা দূর করে দিন! বিলাল (রা) বলেন, এরপর আমি (গরমের কারণে) লোকাদেরকে পাখা দিয়ে নিজেদের বাতাস করতে দেখেছি। এরপর বায়হাকী বলেন, এটা আয়্যূব ইব্ন সায়্যার এর একক বর্ণনা, তবে খন্দকের ঘটনায় হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে এর সদৃশ একটি 'মাশহূর' হাদীস বিগত হয়েছে।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয সূত্রে ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমরকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন। পথে এক স্ত্রী লোক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন সধবা মুসলমান স্ত্রীলোক, আমার গৃহে আমার একজন স্ত্রী লোক সদৃশ স্বামী রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার স্বামীকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তখন সে তাকে ডেকে আনল আর লোকটি পেশায় মুচি ছিল। তখন নবী করীম (সা) তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে? তখন লোকটি বলল, শপথ ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, তার সাথে মিলিত হয়ে গোসল করার পর এখনও আমার মাথা শুকায়নি১। স্ত্রী লোকটি তখন বলল, মাসে সে একবার মাত্র আমার কাছে এসেছে। আল্লাহ্র রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তাকে অপছন্দ কর? সে বলল, জী হ্যাঁ। তখন নবী করীম (সা) বললেন, তোমাদের দু'জনের মাথা কাছাকাছি কর। এরপর তিনি তার কপাল তার স্বামীর কপালে রেখে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! ওদের দু'জনের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করুন এবং ওদের প্রত্যেককে আপন সঙ্গীর কাছে প্রিয় করুন। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমরকে নিয়ে 'নামাত' বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মাথায় কিছু চামড়া নিয়ে সেই স্ত্রীলোকের উদয় হল। সে যখন আল্লাহ্র রাসূলকে দেখতে পেল তখন তার মাথার বোঝা ছুঁড়ে এসে তাঁর দু'পায়ে চুমু খেল এ সময় তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা স্বামী স্ত্রী কেমন আছ? সে বলল, শপথ ঐ সত্তার যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, পৃথিবীতে সেই এখন আমার প্রিয়তম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১. অর্থাৎ আমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি।

বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন উমর বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন, এটা আলী ইব্‌ন আলী আল লাহবীর একক বর্ণনা। আর সে বহু 'মুনকার' বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের রিওয়ায়াতকারী। হাফিয বায়হাকী বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তা রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর পিতার সূত্রে হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে, তবে তিনি তাতে হযরত উমরের কথা উল্লেখ করেননি।

আরেকটি হাদীস

আবুল কাসিম আল বাগাভী কামিল ইব্‌ন তালহা ..... আবুত্ তুফায়ল সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। তখন সে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তার কপাল স্পর্শ করলেন। ফলে তার কপালে একটি লোম গজালো যেন তা ঘোড়ার (লেজের মোটা) পশম। এরপর বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হল। পরবর্তীতে যখন খারিজীদের ফিত্‌না দেখা দিল তখন সে তাদের সাথে যোগ দিল। ফলে তার কপাল থেকে সেই লোমটি খসে পড়ল। তখন তার পিতা খারিজীদের সাথে ভিড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাকে বেড়ী পরিয়ে বন্দী করে রাখল। রাবী বলেন, তখন আমরা তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উপদেশ দিয়ে বললাম, তুমি কি দেখনি আল্লাহ্‌র রাসূলের বরকত চলে গেছে। এভাবে আমরা তাকে বোঝানোর ফলে সে তাদের মতাদর্শ থেকে ফিরল। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ্ তার তাওবা করার কারণে তার কপালে সেই লোমটি ফিরিয়ে দিলেন।

আর হাফিয বায়হাকী তা রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম প্রমুখ সূত্রে ...... আবুত তুফায়ল থেকে এ মর্মে যে, একবার ফিরাস ইব্‌ন আমর নামক বানূ লায়ছের এক ব্যক্তি প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় আক্রান্ত হল। তখন তার পিতা তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেল। এ সময় তিনি তাকে তাঁর সামনে বসালেন। তারপর তার দুই চোখের মধ্যবর্তী কপালের একখণ্ড চামড়া ধরে টানলেন, এমন কি তা কুঁচকে গেল। তখন সেখানে নবীজীর আঙ্গুলের স্পর্শ পাওয়া স্থানে একটি পশম গজাল, আর তার মাথার যন্ত্রণা দূরীভূত হল। এরপর তিনি পশম সংক্রান্ত অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বের ন্যায় উল্লেখ করেছেন।

আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ বক্‌র আল-বায্‌যার হাশিম ইব্‌ন কাসিম আল হার্‌রানী ...... নাবিগা আলজা'দী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে আমার এই কাব্যাংশ আবৃত্তি করে শোনালাম ঃ

بَلَغْنَا السَّمَاءَ عِفَّةً وَتَكَرُّمًا * وَاِنَّا لَنَرْجُوْ فَوْقَ ذٰلِكَ مَظْهَرًا

সচ্চরিত্রতায় ও মহানুভবতায় আমরা আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে গেছি আর তারও উপরের স্থানে আরোহণের প্রত্যাশায় আছি।

তিনি বললেন, হে আবূ লায়লা! (তোমার প্রত্যাশিত) সেই উচ্চ স্থান কোথায়? নাবিগা বলেন, আমি বললাম, তা হলো জান্নাত। তিনি বললেন, অবশ্যই! ইনশাআল্লাহ্! তারপর তিনি বললেন, আমাকে আবৃত্তি করে শোনাও! তখন আমি তাঁকে আমার এই কাব্যাংশ আবৃত্তি করে শোনালাম ঃ

وَ لاَ خَيْرَ فِىْ حِلْمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * بَوَادِرُ تَحْمِىْ صَفْوَهُ ان يُكَدَّرًا

এমন বুদ্ধি-বিচক্ষণতা কল্যাণ শূন্য যার স্বচ্ছতাকে ময়লা হওয়া থেকে নির্মল রাখার তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেই।

وَلاَ خَيْر فِىْ جَهْلٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ * حَلِيْمٌ اِذَا مَا اورد الامرَ اصدرًا

তদ্রূপ অজ্ঞতা প্রসূত কোন পদক্ষেপেও কল্যাণ নেই, যদি না সেই পদক্ষেপ গ্রহণকারী কোন বিষয়ের অবতারণা করলে তা নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়।

[আমার আবৃত্তিতে খুশি হয়ে] তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে দন্তহীন না করুন! অর্থাৎ সুস্থবাক্ রাখুন। বায্যার হাদীসখানি রিওয়ায়াত করেছেন ভিন্ন সনদ ও অভিন্ন পাঠে। হাফিয বায়হাকী অবশ্য ভিন্ন একটি সূত্রে তা রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আবূ উছমান সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদান ..... ইয়া'লা ইবনুল আশদাক সূত্রে, তিনি বলেন, আমি নাবিগা আল-জাদাকে বলতে শুনেছি, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই পঙ্ক্তিগুলি আবৃত্তি করে শোনালাম। তখন তিনি তা শুনে মুগ্ধ হলেন ঃ

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدَنَا وتراثنا * وَاِنَّا لَنَرجُوْ فوق ذلك مَظْهَرًا

আমাদের মর্যাদা ও উত্তরাধিকার আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। আর আমরা তারও ঊর্ধ্বের স্থানে আরোহণের প্রত্যাশা পোষণ করি।

তখন তিনি বললেন, কোথায় সেই ঊর্ধ্বস্থান হে আবূ লায়লা? আমি বললাম, জান্নাত। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্, তেমনই হবে। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন ঃ

لاَ خَيْرَ فِى حِلْمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَه * بوادر تحمى صفوه ان يكدرا

وَلاَ خَيْرَ فِى جَهْلٍ اِذَا لَم يَكنْ لَه * حليم اذا اورد الامر اصدرا

আমার আবৃত্তি শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বেশ ভাল কবিতা শুনিয়েছ। আল্লাহ্ তোমাকে সুস্থবাক্ রাখুন! ইয়া'লা বলেন, এরপর আমি তাঁকে দেখেছি যখন তাঁর বয়স একশ ছাড়িয়ে গেছে, অথচ তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি। বায়হাকী বলেন, মুজাহিদ ইব্ন সুলায়ম সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নাবিগা জা'দাকে বলতে শুনেছি ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আমার এই কবিতা পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতে শুনলেন ঃ

بَلَغْنَا السَّمَاءَ عِفَّةً وَتَكَرمًا * انا لنرجو فوق ذلك مَظْهَرًا

---

১. পঙ্ক্তিদ্বয়ের অনুবাদ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বিগত হয়েছে।

এই পঙ্‌ক্তি উল্লেখের পর তিনি অবশিষ্ট হাদীসটুকু পূর্বের সমার্থক পাঠে উল্লেখ করেছেন, আর শেষে এই অংশটুকু অতিরিক্ত বলেছেন-আর আমি তাঁর দাঁতগুলি দেখেছি শুভ্র শিলাখণ্ডের ন্যায়-আর একটি দাঁতও তাঁর পড়েনি কিংবা ভাঙেনি।

আরেকটি হাদীস

হাফিয বায়হাকী বর্ণনা করেছেন আবূ বক্‌র আলকাযী এবং আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইউসুফ আবূ আমর ..... আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পর্যায়ক্রমে) ইরাক, শাম, ইয়ামানের দিকে দৃষ্টি দিলেন- আমি জানি না, তিনি কোনটি দিয়ে সূচনা করেন। তারপর তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তাদের অন্তরসমূহকে আপনার আনুগত্যাভিমুখী করে দিন এবং তাদের পাপসমূহ মোচন করে দিন। তারপর তা রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম ..... আলী ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন সুরবী সূত্রে। তারপর তিনি হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন তার সমার্থক পাঠে। আবূ দাঊদ তায়ালিসী বর্ণনা করেন ইমরান আল-কাত্‌তান ..... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত সূত্রে এ মর্মে যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অন্তরসমূহকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করুন! তারপর শামের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাদের অন্তরসমূহকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করুন! এরপর তিনি ইরাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি তাদের অন্তরসমূহকে (ইসলামের প্রতি) আকৃষ্ট করুন, এবং আমাদের মাপ ও পরিমাপে বরকত দান করুন! পরবর্তীতে ঠিক এভাবেই ঘটনা সমূহ ঘটেছিল। য়ামানবাসী শামবাসীর পূর্বে ঈমান এনেছিল। এরপর কল্যাণ ও প্রাচুর্য ছিল ইরাকের দিকে। আর শামবাসীরা হিদায়াতে অবিচল থাকার এবং শেষ সময় পর্যন্ত দীনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ইমাম আহমদ (রা) তাঁর মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন, "তদদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা, যতদিন ইরাক বাসীদের সর্বোত্তম লোকেরা শামে স্থানান্তরিত হবে এবং শামবাসীদের সর্ব নিকৃষ্ট লোকেরা ইরাকে স্থানান্তরিত হবে।

পরিচ্ছেদ

মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ..... ইয়াস ইব্‌ন সালামা ইবনুল আকওয়া সূত্রে এ মর্মে যে, তাঁর পিতা সালামা তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বাম হাত দিয়ে খেতে লাগল। তখন তিনি তাকে বললেন, ডান হাতে খাও! সে বলল, পারব না। তিনি বললেন, পারবে না? (অহঙ্কার বশতই সে এমন বলেছিল) রাবী বলেন, পরে আর সে কখনও তার ডান হাত মুখে তুলতে পারেনি। এ ছাড়া আবূ দাঊদ তায়ালিসীও তা রিওয়ায়াত করেছেন ইকরিমা ..... সালামা ইবনুল আকওয়া সূত্রে। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্‌র ইব্‌ন রাঈ আল-ঈরকে বাম হাতে খেতে দেখে বললেন, ডান হাতে খাও! সে বলল, পারব না। তিনি বললেন পারবে না? রাবী বলেন, এরপর আর কখনও তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠেনি।

মুসলিম শরীফে শু'বার হাদীস সংগ্রহ থেকে আবূ হামযা ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে রিওয়ায়াত-তিনি বলেন, একবার আমি বালকদের সাথে খেলছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন। তখন আমি তাঁর থেকে লুকিয়ে পড়লাম, এরপর তিনি আমার কাছে এসে আমাকে ধরে জোরে একটি বা দুটি ঝাঁকুনি দিলেন এবং কোন প্রয়োজনে আমাকে মু'আবিয়ার কাছে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে এসে দেখলাম, তিনি খাচ্ছেন। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে পাঠালেন। এবারও আমি এসে তাঁকে খেতে দেখলাম। তখন আমি ফিরে গিয়ে বললাম, আমি গিয়ে দেখলাম তিনি খাচ্ছেন। তিনি এবার বললেন, আল্লাহ্ যেন তার পেট না ভরান।

এ ছাড়া বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন হাকিম ..... আবূ হামযা সূত্রে। এ পর্যায়ে তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাসকে বলতে শুনেছি-একবার আমি বালকদের সাথে খেলছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়লেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, তিনি নিশ্চয় আমার কাছেই এসেছেন। তখন আমি গিয়ে একটি দরজার আড়ালে আত্মগোপন করলাম। তিনি এসে আমাকে ধরে সজোরে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, যাও, আমার কাছে মু'আবিয়াকে ডেকে নিয়ে এসো। উল্লেখ্য যে তিনি ওহী লিখতেন। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, তাই আমি গিয়ে তাঁর কথা বলে তাকে ডাকলাম। তখন বলা হল তিনি খাচ্ছেন। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, তিনি খাচ্ছেন। এরপর তিনি আবার আমাকে বললেন, যাও তুমি গিয়ে তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তখন আমি দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে আসলাম, এবারও আমাকে বলা হল, তিনি খাচ্ছেন। আমি তখন ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলাম। আমার কথা শুনে দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, আল্লাহ্ যেন তার পেট না ভরান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এরপর মু'আবিয়া কখনও খেয়ে তৃপ্ত হতে পারেননি। আমি বলি, এ ঘটনার পর হযরত মু'আবিয়া কখনও খেয়ে তৃপ্ত হননি। তার শাসনামলে এই দু'আ বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। বলা হয়, এ সময় তিনি প্রতিদিন সাতবার গোশতের সাথে অন্যান্য খাবার খেতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি তৃপ্ত হই না ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাবূক অভিযানের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাঁর ও সাহাবীগণের নামাযের অবস্থায় এক বালক তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তখন তিনি ছেলেটিকে বদ দু'আ করলেন, ফলে সে তৎক্ষণাৎ চলিৎ শক্তি রহিত হয়ে বসে গেল এবং তারপর আর উঠে দাঁড়াতে পারল না। একাধিক সূত্রে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে, একবার এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যাঙ্গিয়ে তাঁর কথার অনুকরণ করল এবং চেহারা বিকৃত করল। তখন নবী করীম (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অমনই হয়ে যাও'। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লোকটি চেহারা বিকৃত করে কাঁপতে থাকত। কোন কোন রিওয়ায়াতে এসেছে, এই ব্যক্তি হল আল-হাকাম ইব্‌ন আবুল আস মারওয়ান ইবনুল হাকামের পিতা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত।

ইমাম মালিক (রা) যায়দ ইব্‌ন আসলাম সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বানূ আনমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। এরপর তিনি ঐ ব্যক্তি সংক্রান্ত হাদীসখানি উল্লেখ করেছেন, যে দু'টি জীর্ণ কাপড় পরে ছিল, আর তার একজোড়া কাপড় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, ফলে সে কাপড় দু'টি পরল, এরপর সে ফিরে চলল। তার এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, তার কী হয়েছে? আল্লাহ্ তার গর্দান উড়িয়ে দিন। লোকটি তখন বলল, (তবে) আল্লাহ্র পথে। তখন তিনিও বললেন (ঠিক আছে) আল্লাহ্র পথে। এরপর ঠিকই লোকটি আল্লাহ্র পথে নিহত হল।

এ জাতীয় আরও বহু হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। সহীহ হাদীস সমূহে একাধিক বর্ণনা সূত্রে একদল সাহাবা থেকে অকাট্য ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে-যেমন আমরা অচিরেই তাঁর ফাযায়েল অধ্যায়ে উল্লেখ করব যে, তিনি ইরশাদ করেছেন-হে আল্লাহ্! যাকে আমি কটু কথা বলেছি, কিংবা আঘাত করেছি কিংবা অভিশাপ করেছি অথচ তা তার প্রাপ্য ছিল না, তাহলে আপনি তাকে তার জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম করুন, যা দ্বারা কিয়ামতের দিন আপনি তাকে আপনার নৈকট্য দান করবেন। এ ছাড়া নুবুওয়াত লাভের প্রারম্ভিক আলোচনায় ইব্ন মাসঊদের ঐ হাদীস উল্লেখ করেছি যাতে তাঁর ঐ সাতজনের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করার উল্লেখ রয়েছে, যাদের একজন হল আবূ জাহল ইব্ন হিশাম আর অন্যরা তার দোসর। তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছিলেন যখন তারা (নামাযরত অবস্থায়) তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য নবী-তনয়া ফাতিমা (রা) তাঁর পিঠ থেকে তা সরিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি যখন ফিরে গেলেন তখন বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি কুরায়শের বিচার করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, শায়বা ইব্ন রাবী'আ, উতবা ইব্ন রাবী'আ এবং ওলীদ ইব্ন উতবার বিচার করুন! তারপর তিনি সাতজনের অবশিষ্টদের নাম নিলেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, শপথ ঐ সত্তার, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এদেরকে বদরের কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হতে দেখেছি-হাদীস। উল্লেখ্য যে হাদীসখানি বুখারী ও মুসলিমের।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ (রা) হিশাম .... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের মাঝে বানূ নাজ্জারের এক ব্যক্তি ছিলেন যে, সূরা বাকারা ও আলে ইমরান আয়ত্ত করেছিল। আর সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হয়ে ওহী লিখত। হঠাৎ সে পালিয়ে গিয়ে আহল-কিতাবের সাথে ভিড়ে গেল। আনাস বলেন, তখন তারা এই বলে তাকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করল যে, এ মুহাম্মাদের হয়ে ওহী লিখত। আর তাকে পেয়ে তারা বেশ পুলকিত ও গর্বিত হল। কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝেই তার ঘাড় মটকে দিলেন। তখন তারা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধিস্থ করল। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল ভূগর্ভ তাকে উপড়ে দিয়েছে। এরপর তারা আবার গর্তখুঁড়ে তাকে সমাধিস্থ করল। কিন্তু পরদিন সকালেও দেখা গেল ভূগর্ভ তাকে উগড়ে দিয়েছে। তখন তারা তাকে সেভাবেই ফেলে রাখল। মুসলিম তা রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন রাযী সূত্রে আবুন্ নয্র হাশিম ইব্ন কাসিম থেকে ঐ সনদে।

হযরত আনাস (রা) থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ..... আনাস (রা) সূত্রে এ মর্মে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হয়ে ওহী লিখত, আর সে ইতিমধ্যে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান আয়ত্ত করেছিল। আর লোকটি যখন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পাঠ করত তখন সে আমাদের মাঝে নিজেকে বড় জ্ঞান করত। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লিখতে বলতেন غَفُوْرًا رَحِيْمًا (ক্ষমাশীল দয়ার্দ্র) কিন্তু সে লিখত عَلِيْمًا حَكِيْمًا (সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়)। নবী করীম (সা) তাকে বলতেন, অমুক অমুক বিষয় লিখ, তখন সে বলত, আমি আমার যেমন ইচ্ছা তেমন লিখব। তিনি তাকে লিখতে বলতেন عَلِيْمًا حَكِيْمًا (সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়) কিন্তু সে লিখত سَمِيْعًا بَصِيْرًا। (সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা) এবং সে বলত আমার যেভাবে ইচ্ছা আমি সেভাবে লিখব। আনাস (রা) বলেন, এরপর লোকট 'মুরতাদ' হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হল। সে গিয়ে বলল, তোমাদের মাঝে আমিই মুহাম্মাদ সম্পর্কে সর্বাধিক জানি, আর আমি আমার নিজের ইচ্ছা মাফিক বিষয় ছাড়া কিছু লিখতাম না। এরপর লোকটি মারা গেল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। আনাস (রা) বলেন, আবূ তাল্হা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেই ভূখণ্ডে আসলেন যেখানে লোকটি মারা গিয়েছিল, তখন তিনি তাকে মাটির উপরে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন আবূ তালহা বললেন, এই ব্যক্তির ব্যাপার কী? লোকেরা বললো, আমরা তাকে পুনঃপুনঃ সমাহিত করেছি; কিন্তু ভূগর্ভ তাকে গ্রহণ করেনি। এই হাদীসখানি বুখারী ও মুসলিমের শর্তোত্তীর্ণ, কিন্তু 'সিহাহ সিত্তা' সংকলকগণ তা উল্লেখ করেননি।

হযরত আনাস থেকে ভিন্ন একটি সূত্র

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন আবূ মা'মার ..... আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে যে, তিনি বলেছেন, জনৈক খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান আয়ত্ত করল। এরপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওহী লেখকরূপে কাজ করতো কিন্তু পরে সে আবার খ্রিষ্টান হয়ে যায়। এ সময় সে বলাবলি করত, মুহাম্মদের জন্য আমি যা লিখেছি তা ছাড়া সে অন্য কিছু জানে না। এর পর লোকটির মৃত্যু হলে তাকে দাফন করা হল; কিন্তু সকালে দেখা গেল, ভূগর্ভ তাকে উগলে দিয়েছে। তখন তার (খ্রিষ্টানরা) বলাবলি করল, এটা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের কর্ম-তাদের থেকে পলায়নের কারণে তারা আমাদের লোকের কবর খুঁড়ে তাকে ফেলে রেখেছে। এরপর তারা যথাসম্ভব গভীর গর্ত খুঁড়ে তাকে দাফন করল, কিন্তু সকালে দেখা গেল ভূগর্ভ তাকে উগলে দিয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারল, এটা কোন মানুষের কাজ নয়। তখন তারা তাকে ফেলে রাখল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কতিপয় প্রশ্ন

[সেই সব প্রশ্ন যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি সেগুলোর যথার্থ উত্তর দেন, যা পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ]

নবুওতের সূচনাকালের আলোচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরায়শদের শত্রুতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা মদীনার ইয়াহূদীদের কাছে এমন কিছু প্রশ্ন শিখে আসার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় যেগুলো সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করবে। ইয়াহূদীরা প্রতিনিধি দলকে বলে দিল যে, তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা কর; ১. রূহ কি ? ২. সেই লোকগুলো কারা যারা অতীতকালে কোথাও যাচ্ছিল কিন্তু তাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি ? ৩. আর কে সেই পর্যটক যিনি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন ? তারা ফিরে এসে এগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত' এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে" (১৭ ঃ ৮৫)।

এবং সূরা কাহ্ফ অবতীর্ণ করে তার মাধ্যমে সেই যুবকদের সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগ করে এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা কেবল তাঁরই ইবাদত করতেন এবং আপন সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা একটি গুহায় আত্মগোপন করেন যাকে 'কাহ্ফ' নামে অভিহিত করা হয়। সেখানে তাঁরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন এবং তিনশ' নয় বছর পর আল্লাহ্ তাদেরকে জাগ্রত করেন। তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনাদি আল্লাহ্ উক্ত সূরায় বর্ণনা করেছেন। এরপর মু'মিন ও কাফির দু'ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে। তারপরে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসা ও খিযির (আ)-এর ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক উপদেশাবলী তারপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ـ

অর্থাৎ "তারা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করবো" (১৮ ঃ ৮৩)।

তারপর আল্লাহ্ এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের যে শক্তি ও সম্পদ যুলকারনায়নের হস্তগত হয় এবং যে সব জনকল্যাণমূলক কাজ তিনি সম্পন্ন করেন। সে সব কথা আল্লাহ্ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের পরিবেশিত এ তথ্যই সঠিক ও বাস্তব এবং আহলে কিতাবদের হাতে তাদের কিতাবসমূহের যে সব অংশ অবিকৃত ছিল তার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। আর যা কিছু এতে রদ-বদল করা হয়েছিল তার সবই তাতে প্রত্যাখ্যান করা হয়। কেননা, আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব

Contents

নাযিল করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ দীন সম্পর্কে যে মতবিরোধ করবে তিনি সত্যের সাহায্যে সে সবের ফায়সালা দেবেন। তাওরাত ও ইঞ্জিলের উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔

অর্থাৎ "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থন ও সংরক্ষক রূপে" (৫ ঃ ৪৮)।

ইতিপূর্বে হিজরতের আলোচনার শুরুতে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের ইসলাম গ্রহণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন লোকজন দ্রুত তাঁর কাছে এসে ভীড় জমাতে থাকে। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। যখন আমি তাঁর চেহারার প্রতি তাকালাম তখন অকপটে বলে ফেললাম– এ চেহারা কখনই মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি তাঁর মুখে প্রথম যে কথাগুলো শুনেছি তা হলো এই ঃ

ايها الناس، افشوا السلام، وصلوا الارحام، واطعموا الطعام، وصلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام ۔

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা সালাম দেয়ার বহুল প্রচলন কর, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা লোকজনকে আহার করাও। রাত্রিকালে সবলোক যখন নিদ্রিত থাকে তখন উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়, তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"।

সহীহ্ বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইসমাঈল ইব্ন আতিয়্যা সূত্রে আনাস (রা) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের প্রশ্নের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন যার উত্তর নবী ব্যতীত কেউ জানে না। প্রশ্ন তিনটি এই ঃ ১. কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ কি ? ২. জান্নাতীরা সর্বপ্রথম কোন দ্রব্য আহার করবে ? ৩. কিসের কারণে সন্তান পিতা বা মাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তরে বললেন, এই মাত্র জিবরাঈল (আ) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। জান্নাতীদের প্রথম আহার্য হবে মাছের কলিজা, আর পুরুষের বীর্য যখন স্ত্রীর বীর্যের অগ্রবর্তী হয় তখন সন্তান পিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। আর স্ত্রীর বীর্য যদি পুরুষের বীর্যের উপর অগ্রবর্তী হয় তবে সন্তান মার সাদৃশ্য লাভ করে।

বায়হাকী হাকিম সূত্রে সাঈদ আল মাকবুরী (রা) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামের প্রশ্ন প্রসঙ্গ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি কিয়ামতের লক্ষণের স্থলে চাঁদের কলংক সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করেছেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, চাঁদের মধ্যে কালো দাগের কারণ হচ্ছে– প্রথমে দুটোই ছিল সূর্য, অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ ۔

অর্থাৎ "আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি" (১৭ ঃ ১২)।

সুতরাং চাঁদের গায়ে তোমরা যে কাল দাগ দেখতে পাও তা হচ্ছে সেই অপসারণ। তারপর 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বলেন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ –আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ রাসূল।

উপরোক্ত কথার সমর্থনে ভিন্ন হাদীস

হাফিয বায়হাকী আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইবরাহীম আল-মুযাক্কী (র) সূত্রে ছওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ইয়াহূদী পণ্ডিত এসে বললো ঃ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ 'হে মুহাম্মদ! তোমার উপর সালাম'। এ কথা শুনে আমি তাকে এতো জোরে ধাক্কা দিলাম যে, তার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। সে বললো, আমাকে ধাক্কা দিলে কেন ? আমি বললাম, তুমি 'হে আল্লাহ্র রাসূল' বলতে পারলে না। সে বললো, আমি তাঁকে সে নামেই সম্বোধন করেছি যে নাম তার পরিবার রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমার পরিবারবর্গ আমার নাম রেখেছেন মুহাম্মদ। এরপর ইয়াহূদী বললো, আমি আপনার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যদি সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তবে কি তোমার কোন উপকার হবে ? সে বললো, আমি মনোযোগ সহকারে শুনবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ দিয়ে বললেন, আচ্ছা, তোমার কী প্রশ্ন বল! ইয়াহূদীটি বললো, এই পৃথিবীকে এবং আকাশমণ্ডলীকে যখন ভিন্ন রূপান্তরিত করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পুলসিরাতের নিকট অন্ধকারের মধ্যে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল, প্রথমে কারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইয়াহূদীটি তৃতীয় প্রশ্ন করলো, তাঁরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন তখন তাদেরকে কিসের দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মাছের কলিজা দ্বারা। সে বললো এরপর তাদেরকে কি খাদ্য খেতে দেয়া হবে ? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ্ করা হবে, তারা তা থেকে গোশত খাবে। সে বললো, তাদের কী পানীয় পরিবেশন করা হবে ? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের এমন এক সালসাবীল প্রস্রবণ থেকে। সে বললো, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর সে বলল, আমি আপনাকে আরও একটা প্রশ্ন করবো যার উত্তর এ পৃথিবীতে নবী বা একজন অথবা দু'জন ব্যতীত আর কেউ দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি আমি উত্তর দিতে পারি তবে তোমার কোন উপকার হবে কি ? সে বলল, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো। অতঃপর সে বলল, বলুন, সন্তান নারী-পুরুষ হওয়ার রহস্য কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা আর নারীদের বীর্য হলুদ। যখন উভয় বীর্য মিলিত হয় এবং স্ত্রীর বীর্যের উপরে পুরুষের বীর্যের অবস্থান প্রবল হয় তখন আল্লাহ্র হুকুমে সন্তান পুরুষ হয়। আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রবল হয় তখন আল্লাহ্র হুকুমে সন্তান মেয়ে হয়। ইয়াহূদীটি বললো, আপনি যথার্থ বলেছেন, নিঃসন্দেহে আপনি নবী। এ বলে সে প্রত্যাবর্তন করলো। নবী করীম (সা) বললেন, এ ব্যক্তি আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছে তার কোনটির উত্তর আমি জানতাম না। আল্লাহ্-ই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানীর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। প্রশ্নকারী এ ব্যক্তিটি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামও হতে পারেন বা অন্য কেউ ও হতে পারে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আরও একটি হাদীস

আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (র) আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাহরাম সূত্রে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্ রাসূল! আমরা আপনাকে চারটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো যার উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা আমাকে যে কোন প্রশ্ন করতে পার। তবে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে আমাকে এ অঙ্গীকার দাও, যেরূপে ইয়াকূব (আ) তাঁর সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আমি তোমাদেরকে যে কথা বলবো, তোমরা যদি তা সত্য বলে বিশ্বাস কর তবে ইসলাম গ্রহণ করে আমার আনুগত্য করবে। তারা বলল, হাঁ, আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। তিনি বললেন, এবার তোমাদের যা ইচ্ছে প্রশ্ন কর। তারা বললো, আমাদের নিম্ন বর্ণিত চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্য নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন ? ২. কোন্ প্রকার বীর্য দ্বারা পুরুষ সন্তান ও কোন্ প্রকার বীর্য দ্বারা কন্যা সন্তান জন্ম হয় ? ৩. নিদ্রাকালে এই নবীর অবস্থা কী রূপ হয় ? ৪. কোন্ ফেরেশতা আপনার বন্ধু ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাদের থেকে এই মর্মে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, যদি আমি উত্তর দিতে পারি তবে তোমরা আমার আনুগত্য করবে এবং তোমরা তা স্বীকারও করেছ। তারপর নবী করীম (সা) বললেন, সেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি জানো না, ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকূব নবী একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। দীর্ঘ দিন যাবত এ রোগ স্থায়ী থাকলে তিনি মান্নত করেন যে, যদি আল্লাহ্ তাঁকে নিরাময় করেন তবে তিনি তার সব চাইতে প্রিয় খাদ্য ও প্রিয় পানীয় নিজের উপর হারাম করবেন। আর তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পানীয় ছিল উটের দুধ এবং সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশত। তারা বলল, আপনি যথার্থ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদের উপর সাক্ষী থাক। এরপর বললেন, আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই এবং যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জান না, পুরুষের বীর্য হয় সাদা আর নারীদের বীর্য হয় হলুদ। এ দুয়ের মধ্যে যেটার প্রাধান্য হয়, সন্তান তারই সদৃশ হয়। যদি স্ত্রীর বীর্যের উপর পুরুষের বীর্যের প্রাধান্য হয়, তবে আল্লাহ্ হুকুমে সন্তান পুরুষ হয়। আর যদি স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর প্রাধান্য পায়, তবে সন্তান আল্লাহ্‌র হুকুমে কন্যা হয়। তারা বললো, ঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

এরপর তিনি বললেন, আমি তোমার সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন। তোমরা জেনে নাও যে, এই নবীর চক্ষু নিদ্রা যায় কিন্তু তার কাল্‌ব নিদ্রাভিভুত হয় না। তারা বললো, হাঁ, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বললো, এখন আপনি বলুন, ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার বন্ধু কে ? এবার হয় আমরা আপনার সাথে থাকবো, অথবা পৃথক হয়ে যাব। তিনি বললেন, আমার বন্ধু জিবরাঈল (আ)। আল্লাহ্ কোন নবীকেই জিবরাঈলের বন্ধুত্ব বিহীন করে পাঠাননি। তারা বললো, এটাই আপনার সাথে থাকা

বা না থাকার কারণ। যদি জিবরাঈল ভিন্ন অন্য কোন ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তবে আমরা অবশ্যই আপনার কাছে বায়'আত হতাম ও আপনাকে সত্য বলে মানতাম। রাসূল (সা) বললেন, জিবরাঈলকে স্বীকার করতে তোমাদের বাধা কোথায়? তারা উত্তর দিল, ফেরেশতাদের মধ্যে সেই আমাদের শত্রু। এরপর আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"বল, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে" (২ ঃ ৯৭)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ "সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো" (২ ঃ ৯০)।

আরও একটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ সূত্রে সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল আল-মুরাদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ইয়াহূদী তার জনৈক সাথীকে বলল,চল আমরা এই নবীর কাছে যাই এবং এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (অর্থাৎ– আমি মূসাকে সুস্পষ্ট নয়টি আয়াত দান করেছি)। তার সাথী তাকে বলল, এ লোকের কাছে কোন কথা বলো না, কেননা সে যদি তোমার কথা শুনতে পায় তবে তার দম্ভ বেড়ে যাবে। তারপর তারা দু'জনেই এসে নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করলো। নবী করীম (সা) বললেন ঃ

لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ولا تسحروا ولاتأكلوا الربا ولا تمشوا ببرئ الى ذى سلطان ليقتله ولاتقذفوا محصنة او قال لاتفروا من الزحف وانتم يا معشر يهود عليكم خاصة ان لا تعدوا فى السبت ـ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না, চুরি করো না, ব্যাভিচার করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যাদু করো না, সুদ খেয়ো না, সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না অথবা তিনি বলেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, আর বিশেষভাবে তোমরা হে ইয়াহূদী জাতি! শনিবারের হুকুমের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না।

এ কথা শুনে তারা উভয়ে তাঁর উভয় হাতে ও পায়ে চুম্বন করলো এবং বলল, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সত্য নবী।" তিনি বললেন ঃ তাহলে আমার আনুগত্য করতে তোমাদের বাধা কোথায় ? তারা উত্তর দিল, দাঊদ (আ) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে যেন সর্বদা একজন করে নবী হন, তা ছাড়া আমাদের ভয় হচ্ছে, যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এ হাদীসটিকে তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, ইব্ন জারীর, হাকীম ও বায়হাকী (র) শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

আমার মতে, এ হাদীসের সনদে একজন বিতর্কিত রাবী রয়েছেন। রাবী এখানে নয়টি আয়াতকে (تسع ايات) দশটি কলেমার (عشر كلمات) সাথে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ঘটনা হলো– মূসা (আ) মিসর ত্যাগ করে আসার পর লায়লাতুল কদরে তূর পাহাড়ে এলে আল্লাহ্ এ দশটি কলেমার আদেশ দেন। তখন বনী ইসরাঈলের লোকজন তূর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত ছিল এবং হারূন ও তাঁর কতিপয় সাথী তূর পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেন– (وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا) এবং উক্ত দশটি নির্দেশ দেন। যথাস্থানে আমি এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছি। আর নয়টি আয়াত (নিদর্শন) হলো সেই সব নিদর্শন ও অলৌকিক কাজ যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর মিসরে অবস্থান কালে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে লাঠি, সমুজ্জ্বল হাত, বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত, দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি। এ সম্পর্কে আমি তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

মুবাহালা[১] প্রসঙ্গ

আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ـ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "বল, যদি আল্লাহ্র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর– যদি সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনও তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ জালিমদের সম্বন্ধে অবহিত" (২ ঃ ৯৪-৯৫)।

এবং সূরা জুমু'আর নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "বল, হে ইয়াহূদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। কিন্তু ওরা ওদের পূর্বে কৃত কর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত" (৬২ ঃ ৬-৭)।

---

১. দুইপক্ষে পরস্পরে এ মর্মে বদদু'আ করা যে, তাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যাবাদী হবে তাদের উপর যেন আল্লাহ্র লা'নত হয়। –সম্পাদকদ্বয়

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের মতামত উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে এ সব আয়াতে ইয়াহূদী বা মুসলিম যে দলই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ ও মৃত্যু কামনা করে মুবাহালা করার জন্য ইয়াহূদীদেরকে আহ্বান জানান হয়েছে। কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কারণ তারা জানতো যে, তারাই নিজেদের প্রতি অত্যাচারী এবং অভিশাপ তাদের দিকেই ফিরে আসবে এবং তারাই ধ্বংস হবে।

অনুরূপভাবে নাজরানের খৃষ্টানরা যখন 'ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) সম্পর্কে নবী (সা)-এর সাথে বিতর্ক করেছিল, তখন আল্লাহ্ নিম্নলিখিত আয়াতে নবীকে মুবাহালা করার জন্যে খৃষ্টানদেরকে আহ্বান জানাতে আদেশ দেন ঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَآئَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমার নিকট সঠিক জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে; তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত" (৩ ঃ ৬১)।

একইভাবে মুশরিকদেরকেও মুবাহালা করার জন্য আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতে আহ্বান জানানঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا

অর্থাৎ "বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন" (১৯ ঃ ৭৫)।

এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র।

ইয়াহূদীদের কপটতা ও সাধুবাদিতা

ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্র রাসূল বলে স্বীকার করে এবং বিচার-ফয়সালার জন্য তাঁকে ফয়সালাকারী বলে মান্য করে। কিন্তু সবই করে অসৎ উদ্দেশ্যে ঃ

ইয়াহূদীরা একবার পরামর্শ করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাদের ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা করেন তবে তারা তাঁর অনুসরণ করবে, আর যদি তা না করেন তবে তা পরিত্যাগ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে তাদের এ অসৎ উদ্দেশ্যের নিন্দা করেন।

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক মা'মার সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময়ে কতিপয় ইয়াহূদী তথায় উপস্থিত হলো। কিছু দিন আগে তাদের মধ্যে একটি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে। তারা পরস্পরে পরামর্শ করে যে, চলো আমরা এই নবীর নিকট বিচার প্রার্থনা করি, কারণ তিনি সহজ বিধানসহ প্রেরিত হয়েছেন। যদি তিনি রজম (পাথর মেরে হত্যা) ছাড়া অন্য কোন শাস্তির

ফয়সালা দেন তবে আমরা তা মেনে নেবো এবং হাশরের দিনে আল্লাহ্র দরবারে এ কথা বলে নিষ্কৃত চাইবো যে, এ কাজ আমরা আপনার একজন নবীর ফয়সালানুযায়ী করেছিলাম। ইমাম যুহরীর থেকে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক অতিরিক্ত এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যদি রজম করার আদেশ দেন তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। এ ক্ষেত্রে আমাদের যে পাপ হবে তা হবে তাওরাতে বর্ণিত রজমের নির্দেশকে অমান্য করার পাপ। এরূপ পরামর্শ করার পর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন তিনি মাসজিদে সাহাবীগণকে নিয়ে বসা ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল কাসিম! আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করেছে, তার ব্যাপারে আপনি কী ফয়সালা দেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে উঠে গেলেন। একদল মুসলমানও তাঁর সাথে সাথে উঠে গেল। ইয়াহূদীদের একটি মাদরাসায় তিনি উপস্থিত হলেন। দেখলেন, তারা তাওরাতের চর্চা করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছিলেন, কোন বিবাহিত লোক ব্যভিচার করলে তাওরাতে তার শাস্তির কী বিধান রয়েছে ? তারা উত্তরে বললো, এরূপ ব্যভিচারী নারী ও পুরুষকে আমরা একটি গাধার পৃষ্ঠে উঠাই এবং একজনের পিঠের দিকে আরেকজনের পিঠ দিয়ে দু'জনের মুখ বিপরীত দিক করে রাখা হয়। এ ধরনের শাস্তিকে বলা হয় তাজবিয়াহ্। এ সময়ে তাদের মধ্যে যিনি পণ্ডিত ছিলেন তিনি চুপ করে বসে রলেন। বয়সে তিনি ছিলেন যুবক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নীরব থাকতে দেখে আরও কঠিনভাবে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। এবার পণ্ডিত ব্যক্তিটি বললেন, যখন আপনি কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, তখন আপনাকে সঠিক কথা জানাচ্ছি যে, তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি রজম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাহ্লে আল্লাহ্র বিধানকে তোমরা প্রথমে সহজ করে জানালে কেন ? পণ্ডিত ব্যক্তিটি বললো, আমাদের জনৈক রাজার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একবার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। রাজা তার উপর রজমের শাস্তি আরোপ করেননি। এরপর অন্য এক প্রভাবশালী লোক ব্যভিচার করে। ঐ রাজা তখন এর উপর রজম মারার নির্দেশ দেয়। কিন্তু এর গোত্রীয় লোকেরা তা অস্বীকার করে বললো যে, রাজা তার চাচাত ভাইয়ের উপর রজম প্রয়োগ না করলে আমরাও এর উপর রজম প্রয়োগ করবো না। অতঃপর উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমানকার এই শাস্তি নির্ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাওরাতে রজমের যে বিধান আছে আমি সেই বিধানকে কার্যকরী করার নির্দেশ দিচ্ছি। অতঃপর উভয়কে রজম করা হয়।

ইমাম যুহরী বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে যে, উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا ـ

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তার মধ্যে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো; আল্লাহ্র অনুগত নবীগণ ইয়াহূদীদেরকে সে অনুযায়ী বিধান দিতেন" (৫ ঃ ৪৪)।

সহীহ্ বুখারীতে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে এ ব্যাপারে একটি সার্থক হাদীস বর্ণিত আছে।

আমি বলি, আমার তাফসীর গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বর্ণিত বহু সংখ্যক হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের অধীনে উল্লেখ করেছি। যথা–

يَـٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَايَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ ـ

"হে রাসূল! তোমাকে যেন তারা দুঃখ না দেয়, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়– যারা মুখে বলে, 'ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, এমন এক ভিন্ন দলের দিকে তারা কান পেতে রাখে, যারা তোমার কাছে আসে না। শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে; তারা বলে, 'এ প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে' (৫ ঃ ৪১)।

অর্থাৎ কোড়া মারা ও মুখে চুন-কালি দেয়া– যা তারা শলা-পরামর্শের মাধ্যমে নিজেরা তৈরি করে নিয়েছিল– অর্থাৎ মুহাম্মদ যদি এ শাস্তির ফয়সালা দেন তবে তা গ্রহণ করবে।

وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ـ "এবং তা না দিলে বর্জন করবে" (৫ ঃ ৪১)। অর্থাৎ আমাদের এ তৈরি করা শাস্তির ফয়সালা যদি তিনি না দেন তবে তা গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ـ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ـ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

"এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই। তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও পরকালের মহাশাস্তি" (৫ ঃ ৪১)। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি করে দিও, অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করবে। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তবে ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়নদেরকে ভালবাসেন" (৫ ঃ ৪২)।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ـ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার ভার ন্যাস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত যাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে ? এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মু'মিন নয়" (৫ ঃ ৪৩)।

এভাবে আল্লাহ্ তাদের বিকৃত ধারণা ও আপন কিতাব সম্পর্কে অসৎ উদ্দেশ্যের জন্য তাদের নিন্দা করেন। তাদের কিতাবে আল্লাহ্ রজমের বিধান দিয়েছিলেন। তারাও এর সত্যতা সম্পর্কে অবগত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এ বিধান পরিবর্তন করে মুখে চুন-কালি দিয়ে গাধার পিঠে বসাবার শাস্তি নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক এ হাদীস যুহরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় এ কথা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন সূরিয়াকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে ও বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি। তুমি কি এ ব্যাপারে অবগত আছ যে, বিবাহিত লোক ব্যভিচার করলে তাওরাতে আল্লাহ্ তার উপর রজম মারার বিধান দিয়েছেন ?" ইব্‌ন সূরিয়া বললো, জ্বী হাঁ। হে আবুল কাসিম! শুনুন, আল্লাহ্‌র কসম, এরা ভালরূপেই জানে যে আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী; কিন্তু আপনার প্রতি ওরা হিংসা রাখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসেন এবং ব্যভিচারীদ্বয়কে রজম করার আদেশ দেন। সুতরাং তামীম গোত্রের মারিক ইব্‌ন নাজ্জার এর মসজিদ প্রাঙ্গনে তাদেরকে রজম করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর ইব্‌ন সূরিয়া আবার কুফরী মতে ফিরে যায় তখন আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَايَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ـ

"হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়" (৫ ঃ ৪১)।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়া আল-আওয়ার সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন উমায়র (রা) প্রভৃতি থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে, যেগুলো আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ছাবিত সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এক ইয়াহূদী বালক নবী করীম (সা)-এর খিদমত করতো। একদা সে পীড়িত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখতে আসেন। এসে দেখেন বালকটির পিতা তার শিয়রের কাছে বসে তাওরাত পাঠ করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, হে ইয়াহূদী! ঐ আল্লাহ্‌র কসম! যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করেছেন, তোমরা কি তাওরাতে আমার প্রশংসা, গুণাবলী ও আবির্ভাবের কথা পাও ? সে বললো– না। তরুণটি বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তাওরাতে অবশ্যই আপনার প্রশংসা, গুণাবলী ও আবির্ভাবের কথা পেয়ে থাকি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, এ লোকটিকে ওর শিয়রের কাছ থেকে উঠিয়ে দাও এবং তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা কর। –বায়হাকী।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) আফ্‌ফান সূত্রে আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা)-কে প্রেরণ করেছেন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য। একবার নবী করীম (সা) কোন এক উপাসনালয়ে উপস্থিত হন। তখন এক ইয়াহূদী তাওরাত পাঠ করছিল। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলীর বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলো তখন থেমে গেল। গীর্জার এক প্রান্তে একজন পীড়িত লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, তোমরা পড়া বন্ধ করলে কেন ? পীড়িত লোকটি বললো, তারা পড়তে পড়তে নবীর

গুণাবলী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাই পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। এ কথা বলে পীড়িত লোকটি হামাগুড়ি দিয়ে এসে তাওরাত হাতে নিয়ে বললো, আপনার হাত উঠান দেখি! এরপর সে পড়লো এবং নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী বর্ণনার স্থানে আসলো এবং বললো, এই হচ্ছে আপনার গুণাবলী ও আপনার উম্মতের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। এরপর সে মারা যায়। নবী করীম (সা) আদেশ দিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর।

নবী করীম (সা) একবার ইয়াহূদীদের পাঠশালায় উপস্থিত হয়ে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ কর। ঐ আল্লাহ্র শপথ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। তারা বললো হে আবুল কাসেম! আপনি আপনার প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটাই আমার উদ্দেশ্য।

অনুচ্ছেদ

কুরআন ও হাদীসে বিধৃত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং সে সব নবীগণের অনুসারীগণ এ বিষয়ে অবগতও ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ কথাটি গোপন করে রাখতো। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

“যারা অনুসরণ করে এই বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়। যে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজের বাধা দেয় এবং যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল সাব্যস্ত করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম সাব্যস্ত করে এবং সে তাদের থেকে সেই বোঝা ও শৃংখল নামিয়ে দেয়, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং যে নূর তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তা অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম” (৭ ঃ ১৫৭)।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

“বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্র রাসূল যিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর

প্রতি, যে নিজে আল্লাহ্ ও তাঁর সকল বাণীকে মেনে চলে এবং তোমরা তার আনুগত্য কর যাতে তোমরা সঠিকপথ পাও" (৭ ঃ ১৫৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ـ

"আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এটা (কুরআন) তোমার রবের নিকট থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে" (৬ ঃ ১১৪)।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে, অথচ তাদের মধ্য থেকে একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে রাখে" (২ ঃ ১৪৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ـ

"আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা সঠিক পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা" (৩ ঃ ২০)।

তিনি আরও বলেন ঃ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ "এটা মানুষের জন্য এক পয়গাম এবং এর দ্বারা যাতে করে তাদেরকে সাবধান করা যায়" (১৪ ঃ ৫২)।

তিনি আরও বলেন ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ "যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছাবে তাদেরকে এর দ্বারা আমি সতর্ক করি" (৬ ঃ ১৯)।

তিনি আরও বলেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ـ "অন্যান্য দলের যারাই একে অস্বীকার করবে, আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান" (১১ ঃ ১৭)।

তিনি আরও বলেন ঃ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ "যাতে করে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে" (৩৬ ঃ ৭০)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি নিরক্ষর মুশরিক সমাজ আহলে কিতাব ও আরব অনারব নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্য নবী

হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যার নিকটেই এ কুরআন পৌঁছবে তার জন্যই সে সতর্ককারীরূপে প্রতিভাত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "সেই সত্তার কসম, যার (কুদরতী) হাতে আমার জীবন, ইয়াহূদী অথবা নাসারা যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন লোকের কানে আমার সংবাদ পৌঁছবে, আর সে যদি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সে জাহান্নামী হবে।" –মুসলিম

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন নবীকে দান করা হয় নি। ১. এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার ভীতি-প্রভাব ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে; ২. যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে ইতিপূর্বে অন্য কারও জন্য এটা হালাল করা হয়নি; ৩. আমার জন্য সমস্ত যমীনকে পবিত্র ও সিজদার স্থল করা হয়েছে; ৪. আমাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে; ৫. অন্যান্য নবীকে কেবল তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমাকে গোটা মানব জাতির জন্য পাঠান হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে– আমাকে গৌর কৃষ্ণ নির্বিশেষে সকল বর্ণের লোকের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মতান্তরে আমাকে আরব ও অনারব সবার উদ্দেশ্যে পাঠান হয়েছে; অন্য মতে আমাকে মানব দানব সবার নবী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশুদ্ধ কথা হলো, তাঁর নবুওত সকলের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী সকল নবীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে। বনী ইসরাঈলের শেষ নবী ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট এ সুসংবাদ পেশ করেন। আল্লাহ্ কুরআনের মধ্যে সে কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَابَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُٓ اَحْمَدُ ـ

"আর যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বললো, হে বনী ঈসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, আমার সম্মুখে যে তাওরাত কিতাব রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে নবী আসবেন আমি তার আগমনের সুসংবাদ দানকারী" (৬১ ঃ ৬)।

সুতরাং কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়াও পক্ষে-বিপক্ষে সকলের মতে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। এর দ্বারা তাঁর সত্যতার প্রমাণই সন্দেহাতীতভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কেননা তাঁর সম্পর্কে পূর্ব থেকেই যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়ে আসা হচ্ছে, তার সাথে যদি এর সামঞ্জস্য না থাকে তবে তার থেকে লোক দ্রুত সরে যেতো; কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই তাঁকে সমর্থন জানাতো না। মোটকথা, তিনি সৃষ্টি জগতে সর্বাধিক জ্ঞানী। এমনকি যারা তাঁর বিরোধিতা করেছে তাদের নিকটেও। বস্তুত তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যতার আর একটি প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত তাঁর দাওয়াত পৌঁছে গেছে। সমগ্র জগৎব্যাপী তাঁর উম্মতের রাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে, যা

পূর্বের কোন উম্মতের ভাগ্যে জুটেনি। যদি মুহাম্মদ (সা) নবী না হতেন, তাহলে তাঁর দ্বারা সবচেয়ে বড় অকল্যাণ ঘটতো। আর প্রকৃত ব্যাপার তাই হলে সমস্ত নবীগণ তাঁর থেকে সাবধান থাকার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যেতেন এবং স্ব-স্ব উম্মতগণকে তাঁর থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে যেতেন। কারণ, সব নবীই ভ্রান্ত পথে আহ্বানকারীর থেকে সতর্ক থাকার জন্য তাদের কিতাবে সাবধান করে গিয়েছেন এবং নিজ নিজ উম্মতকে তাদের অনুসারী হতে নিষেধ করে গেছেন। যেমন মিথ্যাবাদী কানা-দাজ্জাল থেকে সকল নবীই সাবধান করেছেন; এমন কি নূহ্ (আ) ও তাঁর জাতিকে তার থেকে ভয় দেখিয়েছেন, অথচ তিনি ছিলেন পৃথিবীতে প্রথম রাসূল।

পক্ষান্তরে, কোন নবীই মুহাম্মদ (সা) থেকে সতর্ক করে ও তার থেকে দূরে থাকার কথা বলে যাননি। বরং সবাই তাঁর প্রশংসা, গুণকীর্তন করেছেন ও তার আগমনের শুভবার্তা শুনিয়ে গেছেন। যখন তার আগমন ঘটবে তখন তার আনুগত্য করার জন্য এবং বিরোধিতা না করার জন্য তাঁদের উম্মতগণকে সাবধান করে গেছেন। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ - فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের থেকে এ অংগীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে যেসব কিতাব ও হিকমত দান করেছি তার শপথ! তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থ্যকারী কোন রাসূল যখন তোমাদের মাঝে আসবে, তখন অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে। বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ ব্যাপারে আমার অংগীকার গ্রহণ করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাক্ষী থাকলাম। এরপর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে সে-ই ফাসিক বলে গণ্য হবে" (৩ ঃ ৮১-৮২)।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ যখনই কোন নবী পাঠিয়েছেন তাঁর থেকে এ অংগীকার নিয়েছেন যে, তাঁর জীবদ্দশায়ই যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে তবে তাঁর উপর ঈমান আনবেন ও তাঁকে সাহায্য করবেন। সে নবীকে আল্লাহ্ এই হুকুমও দিয়েছেন যে, তিনি নিজের উম্মতদের থেকেও এ অংগীকার নেবেন যে, তাদের জীবিতকালেই যদি মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে তবে তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে ও তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করবে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের শুভ বার্তা পূর্বের কিতাবগুলোতে এত অধিক পরিমাণ এসেছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম প্রসঙ্গে তার কিছু আলোকপাত করেছি। আমার তাফসীর গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট আয়াতের আলোচনায় বহু বর্ণনার উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা কেবল সেইসব তথ্যের আংশিক উল্লেখ করবো, যা তাদের কিতাবে বিদ্যমান আছে এবং যেগুলো বিশুদ্ধ বলে তারা স্বীকার করে এবং পুণ্যের কাজ হিসেবে তারা তা তিলাওয়াত করে। এসব তথ্য তাদেরই প্রাচীন ও আধুনিক

পণ্ডিতগণ যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁদেরই সংগ্রহ। এদের হাতে তাদের কিতাবের যেসব কপি আছে তা থেকেই এগুলো নেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে বর্তমানে যে তাওরাত আছে তার আদি পুস্তকে প্রথম যাত্রায় (السفر الأول) ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে এক ঘটনায় লেখা আছে ঃ

নমরূদের অগ্নিকুণ্ডলী থেকে মুক্তি দেয়ার পর আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেন ঃ তুমি পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিমে ভ্রমণ কর, এ অঞ্চলের কর্তৃত্ব তোমার পুত্রকে দেয়া হবে। ইবরাহীম (আ) যখন এ বৃত্তান্ত তাঁর স্ত্রী সারাকে জানালেন তখন সারার অন্তরে অভিলাষ জন্মে যে, তার নিজের পুত্রকে কীভাবে এ কর্তৃত্বের আসনে বসান যায় এবং হাজিরা ও তার পুত্রকে দূরে সরিয়ে দেয়া যায়। অবশেষে ইবরাহীম (আ) হাজিরা ও তার পুত্রকে সাথে নিয়ে হিজায ভূ-খণ্ডে ও ফারাস পর্বতমালার নিকটে উপনীত হন। ইবরাহীম (আ) ধারণা করেন যে, এ সুসংবাদ তাঁর পুত্র ইসহাকের পক্ষেই দেয়া হয়েছে। তখন আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে ইবরাহীম (আ)-কে যা জানিয়ে দেন, তার সারমর্ম এই ঃ তোমার পুত্র ইসহাককে এক বিরাট বংশ দান করা হবে; আর অপর পুত্র ইসমাঈলকে বরকত ও সম্মানে ভূষিত করা হবে। তার সন্তান সংখ্যা অধিক হবে এবং তার সন্তানদের মধ্যে আমি মাযমায (ماذ ماذ)-কে পাঠাব অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে। তার বংশে বারজন ইমাম পাঠান হবে; বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হবে।

অনুরূপ সুসংবাদ বিবি হাজিরাকে জানান হয়, যখন ইবরাহীম খলীল তাঁকে বায়তুল্লাহ্র কাছে রেখে আসেন, যখন তিনি তৃষ্ণার্ত হন ও পুত্রের জন্যে চিন্তামগ্ন হন। ফেরেশতা এসে যমযম কূয়া উৎসারিত করেন এবং সন্তানের ভালরূপ পরিচর্যা করার পরামর্শ দেন। কারণ হিসেবে ফেরেশতা জানান যে, এঁর বংশ থেকেই এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। যার অনুসারীর সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যার তুল্য। আর সকলেরই জানা কথা যে, ইসমাঈলের বংশে এমনকি সমস্ত মাবন জাতির মধ্যে মুহাম্মদ (সা) অপেক্ষা অধিক মর্যাদা, অধিক সম্মান, অধিক খ্যাতি সম্পন্ন ও অধিক প্রভাব কর্তৃত্বের অধিকারী আর কেউ জন্ম লাভ করেনি। তিনিই সেই মহান ব্যক্তি যাঁর উম্মতের রাজত্ব পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং অন্যান্য সকল জাতির উপর শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে।

প্রথম যাত্রায় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ ইসমাঈলের এক পুত্রের প্রভাব সমস্ত জাতির উপর বর্তাবে এবং সমস্ত জাতি তার প্রভাবাধীনে আসবে এবং তার সমস্ত ভাইদের মাঝে সে বিরাজ করবে। আর এ কথাটি কেবল মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

চতুর্থ যাত্রায় হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন হে মূসা! তুমি বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দাও। আমি তাদেরই স্বজনদের মধ্য থেকে তোমার ন্যায় আর একজন নবী পাঠাব, তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করবো। তোমরা সবাই তাকে মান্য করবে।

পঞ্চম যাত্রায় অর্থাৎ অংগীকারের যাত্রা– যখন মূসা (আ) তার শেষ বয়সে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন 'তীহ্' ময়দানে অবস্থানের উনচল্লিশতম বছরে। ভাষণে তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র কুদরত, সাহায্য

ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ তোমরা জেনে নাও, আল্লাহ্ যেভাবে আমাকে তোমাদের মাঝে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন শীঘ্রই সেভাবে তোমাদের জন্য তোমাদেরই স্বজনদের মধ্যে থেকে আর একজন নবী পাঠাবেন। তিনি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দেবেন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন, পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল সাব্যস্ত করবেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম সাব্যস্ত করবেন। যে তাঁকে অমান্য করবে দুনিয়ায় সে লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালে শাস্তি ভোগ করবে।

পঞ্চম যাত্রার শেষে বর্ণিত হয়েছে, আর এটাই তাদের হাতে প্রচলিত তাওরাতের সর্বশেষ উক্তি ঃ সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেঈর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন। (বাইবেল পুরাতন নিয়ম দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ৩৩ ঃ ২ পৃ. ৩২৫) বাইবেল পুরাতন নিয়ম। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত '৯৩। অতঃপর তাঁর মহিমা প্রকাশিত হলো তাঁর দক্ষিণ দিকে নূর এবং বাম দিকে আগুন, তাঁর দিকে শিখাসমূহ কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ ও বিধান তূরে সায়নার থেকে আসে। এটা সেই পাহাড় যাতে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলেন। সাঈর বলতে বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী পাহাড়সমূহকে বুঝায়– যে স্থানে মারইয়াম পুত্র ঈসা অবস্থান করেন। আর ফারান পর্বতমালা বলতে সর্বসম্মতভাবেই হিজাজের পর্বতমালা। সেখান থেকে আল্লাহ্র বিধান প্রকাশিত হওয়ার অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক পেশকৃত বিধান ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তাই দেখা যায় আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত তিনটি স্থানের নাম বাস্তব ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন; প্রথমে মূসা (আ)-এর আবাসস্থল, তারপরে ঈসা (আ)-এর এবং তারপরে মুহাম্মদ (সা)-এর নগরীর উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সূরা 'তীনে' পর্যায়ক্রমে উক্ত তিনটি স্থানের শপথ করেছেন। সুতরাং শপথের নিয়মানুযায়ী প্রথমটা উত্তম, দ্বিতীয়টা উৎকৃষ্ট এবং তৃতীয়টা সর্বোৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ (শপথ তীন ও যায়তূন এর)-এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝান হয়েছে যেখানে ঈসা (আ) বসবাস করতেন; وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ (শপথ সিনাই পর্বতের) এটা আল্লাহ্র সাথে মূসা (আ)-এর কথা বলার স্থান; وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ (এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর) এটা সেই নগর যেখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে পাঠান হয়েছিল (মক্কা)। বহু সংখ্যক মুফাস্সির উপরোক্ত আয়াতসমূহের এ ব্যাখ্যাই দান করেছেন।

হযরত দাউদ (আ)-এর উপর অবতীর্ণ যাবূর কিতাবে শেষ নবীর উম্মাতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে জিহাদ ও ইবাদতের উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-কে একটি সুরম্য গুম্বজের পরিসমাপ্তিরূপে তুলনা করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে ঠিক অনুরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ, যেমন কোন লোক একটি ঘর নির্মাণ করলো; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে অন্যান্য সব কাজই পূর্ণ করলো। লোকজন ঘরটি দেখতে এসে বললো, এ শূন্য স্থানের ইটখানি বসাওনি কেন ? এ ছাড়া কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও যাবূর কিতাবের তুলনাটি পরিস্ফুট হয় وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ "বরং সে আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী" (৩৩ ঃ ৪০)।

যাবূর কিতাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শীঘ্রই তাঁর নবুওয়াত ও দাওয়াত প্রকাশিত হবে, এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত

তাঁর বিধান কার্যকর থাকবে, দিক দিগন্তের রাজা-বাদশাগণ হাদিয়া উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করবে। নিপীড়িত মানুষকে তিনি মুক্তি দেবেন, জাতিসমূহের দুর্দশা দূর করবেন, অসহায় দুর্বল ও অসহায়দেরকে তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। সব সময় তাঁর উপর দরূদ পড়া হবে। প্রতিদিন আল্লাহ্ তাঁর উপর বরকত নাযিল করবেন। চিরদিন তাঁর আলোচনা অব্যাহত থাকবে। এসব বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-এর উপরই প্রযোজ্য হয়।

শাইয়র পুস্তকে এক দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। তাতে বনী ইসরাঈলের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। ঐ আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের জন্য ও অন্যান্য সকল জাতির জন্য একজন উম্মী নবী প্রেরণ করবো; তিনি কঠোর ভাষী, কঠিন হৃদয় এবং বাজারে চিৎকারকারী হবেন না। আমি তাঁকে সকল প্রকার সৌন্দর্য দান করবো। উত্তম চরিত্রে ভূষিত করবো। প্রশান্তিকে বানাবো তাঁর ভূষণ, সৎকাজকে করবো তার প্রতীক স্বরূপ। তাঁর অন্তরে থাকবে তাকওয়া, তাঁর জ্ঞান হবে হিকমতে পরিপূর্ণ। প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে তাঁর স্বভাব, ন্যায়নীতি হবে তাঁর চরিত্র। সত্য তাঁর শরী'আত সঠিক পথ অবলম্বন করা হবে তাঁর নীতি। ইসলাম হবে তাঁর দীন, কুরআন হবে তার কিতাব, 'আহমদ' হবে তাঁর নাম। তাঁর মাধ্যমে আমি পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথ দেখাব, পতনের পর মানবজাতিকে তার দ্বারা উদ্ধার করবো। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাঁর দ্বারা সকলকে একত্রিত করবো। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অন্তরকে তাঁর দ্বারা জোড়া লাগাব। তাঁর উম্মতকে মানব জাতির কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ উম্মত রূপে সৃষ্টি করবো। তারা উৎসর্গ করবে তাদের রক্ত। আসমানী কিতাব থাকবে তাদের অন্তরে। রাত্রিকালে তারা হবে সন্ন্যাসী আর দিনের বেলায় সিংহ সদৃশ।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

"এটা আল্লাহ্র একটি অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি চান তাকে ইহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল" (৫৭ ঃ ২১)।

তায়মূরিয়া (দশম) পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায় ইশাইয়ার (যিশাইওর) উক্তির মধ্যে আছে ঃ মানুষকে এমনভাবে পিষা হবে যেমন পিষা হয় গম। আরবের মুশরিকদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। তাদের অগ্রভাগের লোকেরা ধ্বংস হবে। একই পুস্তকের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে আছে ঃ তৃষ্ণার্ত যাযাবরগণ অত্যন্ত খুশী হবে। আহমদ তাদেরকে উত্তম খাদ্য পরিবেশন করবেন এবং আল্লাহ্র কুদরত তারা প্রত্যক্ষ করবে।

'সহীফা-ই-ইলিয়াসে' আছে ঃ তিনি একদল সাথী সহকারে ভ্রমণে বের হবেন। আরববাসীরা যখন তাঁকে হিজায ভূ-খণ্ডে দেখবে তখন তারা তাদের সাথীদেরকে ডেকে বলবে, এ লোকগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, কারণ এরাই তোমাদের বিশাল বিশাল দুর্গের অধিকারী হবে। তারা নবীকে জিজ্ঞেস করলো– তাদের মাবূদ কে হবেন ? নবী বললেন, সকল প্রকার সন্দেহের উপরে উঠে তারা আল্লাহ্কে মহান বলে বিশ্বাস করবে।

হিযকীল (যিহিষ্কিল) পুস্তকে আছে ঃ আমার মনোনীত বান্দার উপর আমি ওহী নাযিল করবো। তিনি মানব সমাজে আমার ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। আমি তাঁকে নির্বাচিত ও মনোনীত করেছি আমার নিজের জন্যে। তাঁকে আমি মানব কূলের নিকট পাঠিয়েছি সত্য বিধান সহকারে।

'নবুওয়াত' পুস্তিকায় আছে ঃ কোন এক নবী মদীনার পথ অতিক্রম করছিলেন। বনূ কুরায়যা ও বনূ নযীর তাঁকে মেহমানদারী করে। নবী যখন তাদেরকে দেখেন তখন কেঁদে উঠেন। তারা কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে নবী বলেন ঃ হার্‌রা অঞ্চল থেকে আল্লাহ্ একজন নবী প্রেরণ করবেন, তিনি তোমাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণকে বন্দী করবেন। অতঃপর ইয়াহূদীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি পলায়ন করবেন।

হিযকীল (আ) উক্তি করেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, তোমার অবয়ব সৃষ্টি করার পূর্বেই আমি তোমাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি, তোমাকে নবী বানিয়েছি এবং সমস্ত জগতবাসীর জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি।

ইশাইয়া (যিশাইও) পুস্তিকায় মক্কা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ মক্কাকে সৌভাগ্যের বাণী শুনিয়ে বলেন, হে উষর ভূমি! তুমি এই সন্তানকে নিয়ে খুশি হও, যাকে তোমার রব তোমাকে উপহার স্বরূপ দান করবেন। কারণ তাঁর বরকতে তোমার ঘরবাড়ি প্রশস্ত হয়ে যাবে, পৃথিবীর বুকে তোমার শক্তি সুদৃঢ় হবে। তোমার বাসগৃহের দ্বার উঁচু হবে। তোমার উত্তর-দক্ষিণের দেশসমূহের রাজা-বাদশাগণ তোমার কাছে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসবে। তোমার এ সন্তান জাতিসমূহের নেতা হবেন, সকল শহর ও নগরের মালিক হবেন। সুতরাং তোমার কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই; কোন শত্রু বাহিনী তোমার উপর কখনও আক্রমণ চালাতে পারবে না। পিছনের সমস্ত গ্লানি ভুলে যাও। নিঃসন্দেহে উল্লেখিত সমস্ত বিষয়ই কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতেই অর্জিত হয়। উষর ভূমি দ্বারা এখানে মক্কা নগরীকে বুঝান হয়েছে এবং এখানে যে সব সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই মক্কার অর্জিত হয়েছে। কতিপয় ইয়াহূদী বলে থাকে যে, উক্ত ভূমি দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আরামীয় (যিরমীয়) পুস্তিকায় আছে ঃ দক্ষিণে একটি নক্ষত্র উদিত হয়। তার থেকে বিজলী চমকায়। ভাগ্য তার অতি বিস্ময়কর। পাহাড়-পর্বত তার কারণে কেঁপে উঠে। এ উদাহরণ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই বুঝান হয়েছে।

ইনজিল কিতাবে আছে, ঈসা (আ) বললেন ঃ আমি সুউচ্চ জান্নাতে আরোহণ করছি, আর তোমাদের জন্যে ফারকলীত (সহায়)-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি সত্য কথা বলবেন, তোমাদেরকে সবকিছু শিক্ষা দেবেন। কিন্তু নিজের থেকে বানিয়ে কিছুই বলবেন না। এখানে ফারকলীত (Paraclete) দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কেই বুঝান হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ঈসা (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ "এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা" (সাফ্‌ফ ঃ ৬)।

এ আলোচ্য অধ্যায়টি অতি ব্যাপক। সকলের কথা যদি উল্লেখ করা হয় তবে অনুচ্ছেদের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে। যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা দ্বারাই ঐ লোক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে, যাকে আল্লাহ্ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। এ সব বর্ণনার অধিকাংশই ইয়াহূদী-নাসারাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ জানে। কিন্তু জানা সত্ত্বেও তারা তা গোপন রাখে।

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী ...... গায়লান ইব্ন 'আসিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন; গায়লান বলেন ঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি চোখের ইঙ্গিতে আরেক ব্যক্তিকে আহ্বান করলো। একদা এক ইয়াহূদী এসে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে লম্বা জোব্বা পায়জামা ও জুতা ছিল। সে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? সে আর কোন উত্তর না দিয়ে পুনরায় বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবী করীম (সা) বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? তখন সে অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাওরাত পড় ? সে বললো, জী হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করলেন, ইনজিল পড় ? সে বললো, জী হাঁ। মুহাম্মদের রবের কসম, আমি যদি ইচ্ছা করি তবে ফুরকানও পড়তে পারি। নবী করীম (সা) বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করেছেন এবং এগুলোর ধারক-বাহকদের সৃষ্টি করেছেন, তুমি কি তাওরাত ইনজীলে আমার সম্পর্কে কিছু পেয়েছ ? ইয়াহূদীটি বললো, আপনার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ উল্লেখ পেয়েছি। শেষ নবীর আবির্ভাব স্থলের সাথে আপনার আবির্ভাব স্থলের মিল আছে। আমরা আশা করেছিলাম, তিনি আমাদের মধ্য থেকেই হবেন। যখন আপনি আত্মপ্রকাশ করলেন তখন দেখলাম যে সে লোকটি আপনিই। তারপর গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, তিনি আপনি নন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তা কীভাবে ? ইয়াহূদীটি বললো, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাত যাবে; অথচ সংখ্যায় আপনারা নিতান্ত অল্প। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু-বার বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর। তারপর বললেন, যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম, নিঃসন্দেহে আমিই সেই ব্যক্তি। আর আমার উম্মতের সংখ্যা সত্তর হাজারের চেয়ে সত্তর সত্তর গুণ অধিক।

প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তর দান

ইমাম আহমদ 'আফ্ফান সূত্রে ওয়াবিসা আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ উদ্দেশ্যে গমন করি যে প্রতিটি পুণ্য ও পাপের কাজ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে ঐ সময় কতিপয় মুসলমান বসে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁদেরকে জানালাম যে আমিও মাসআলা জানার জন্য এসেছি। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, ওয়াবিসা আপনার নিকট আসতে চায়। আমি বললাম, থাম, আমি তাঁর কাছে যাব; কেননা, তাঁর কাছে বসতে আমার বড় ভাল লাগে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওয়াবিসাকে আসতে দাও তারপর তিনি বললেন ঃ কাছে এসো ওয়াবিসা! দু'বার কি তিনবার তিনি এ কথাটি বললেন। তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর সম্মুখে গিয়ে বসলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ওয়াবিসা! তুমি কী জন্য এসেছ, তা কি আমি বলে দেব, নাকি আমার কাছে তুমি জিজ্ঞেস করবে ? আমি বললাম, জী না, বরং আপনিই বলে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, তুমি এসেছো পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জানার জন্য। আমি বললাম, জী হাঁ। অতঃপর তিনি হাতের

আংগুলগুলো একত্রিত করে আমার বুকে টোকা দিয়ে বললেন, হে ওয়াবিসা! তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো (তিনবার বললেন)।

البـر مـا اطـمـئنّتْ اليـه النفس والاثم مـا حـاك فى النـفس

وتــــرددّ فـــى الـــصـــدر وان افــتـــاك الـــنـــاس وافــتـــوك

"পুণ্যকাজ সেটাই, যা করলে মন প্রশান্তি লাভ করে; আর পাপকর্ম তাই, যা করলে মনে বাধে ও অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হয়, চাই লোক তোমাকে যে ফাত্ওয়া দিক না কেন"।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে এবং তাঁর ইন্তিকালের পরে সংঘটিত হবে

এ অধ্যায়ের আলোচনা এতো ব্যাপক যে এ বিষয়ের সমস্ত বর্ণনা এখানে আনা সম্ভব নয়, কেবল কিঞ্চিৎ পরিমাণ আলোচনা করেই শেষ করা হবে এবং তা হবে কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত। কুরআন থেকে যেমন ঃ মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা মুয্যাম্মিলে আল্লাহ বলেন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে" (৭৩ ঃ ২০)।

এখানে জিহাদের কথা বলা হয়েছে, অথচ জিহাদের নির্দেশ হিজরতের পর মদীনায় দেয়া হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইফতারাবায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ـ

"এরা কি বলে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে" (কামার ঃ ৪৪, ৪৫)।

এ ঘটনা বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়। অথচ তিনি তা তিলাওত করছেন যখন তিনি ছোট একটি ছাপরা থেকে বের হন। এক মুঠো কংকর নিক্ষেপ করলেন, অমনি জয় হাতে এসে গেলো। আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ـ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ـ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ

"ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও – যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে পাকান রজ্জু" (১১১ ঃ ১-৫)।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর চাচা 'আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ওরফে আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী শীঘ্রই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তাদের উভয়কেই শিরকের উপরে মৃত্যু দেন, ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের হয়নি। এ ঘটনা নবুওয়াতের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

"বল, যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না" (১৭ ঃ ৮৮)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا ـ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা আনয়ন করতে না পার এবং কখনই তা করতে পারবে না" (২ ঃ ২৩-২৪)।

এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি জগত যদি একত্রিত হয়েও পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আল্লাহ্র নাযিল করা কুরআনের অনুরূপ একটা কুরআন তৈরীর চেষ্টা করে যার ভাষা অলংকার, মাধুর্য, সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা, হালাল-হারামের বিধান বর্ণনা প্রভৃতি গুণাবলীর দিক দিয়ে এ কুরআনের অনুরূপ হতে পারে। তারা কখনও এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি, না এ যোগ্যতা তাদের আদপেই নেই; পূর্ণ কুরআনের অনুরূপ একটি কুরআন তৈরী করা তো দূরের কথা, দশটি সূরা, এমনকি একটি ক্ষুদ্রাকার সূরার অনুরূপও করতে সক্ষম নয়। সমগ্র ভবিষ্যৎ কালকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে কোনকালেও তারা এরূপ করতে পারবে না। এরূপ চ্যালেঞ্জ ও দৃঢ়তাপূর্ণ কথা তার পক্ষেই বলা সম্ভব, যে তার বক্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, সে জানে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নয় এবং সে এ প্রত্যয় রাখে যে, আল্লাহ্র কাছ থেকে যা সেরূপ আনতে কেউ সক্ষম নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের

দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন” (২৪ ঃ ৫৫)।

আয়াতের আলোচ্য বাণীগুলো হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্ এ দীনকে জয়ী করেছেন ও সুদৃঢ় করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বে এর বিস্তৃতি দান করেছেন, এ দীনের বিধানকে কার্যকরী করেছেন। বেশ কিছু প্রাচীন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকে আয়াতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত নিঃসন্দেহে এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এটা কেবল তার জন্যই খাস নয় বরং আরও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কায়সার (রোম সাম্রাজ্য) ধ্বংস হয়ে গেলে আর কখনও কায়সারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে না এবং কিসরা (পারস্য সাম্রাজ্য) পতন হবার পর আর কখনও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, আমরা অবশ্যই উভয় সাম্রাজ্যের ধন-রত্ন আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেব। এ ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী হয়েছিল খলীফাত্রয় অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফত কালব্যাপী। আল্লাহ্র বাণী ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

“তিনিই তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দীনের উপর এ দীনকে জয়ী করার জন্য মুশরিকরা এতে যতই অসহ্য হউক না কেন” (৯ ঃ ৩৩)।

আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এ দীন বিজয়ী হয়েছে ও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের যাবতীয় দীনের উপর এর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। সাহাবাদের আমলে ও পরবর্তী যুগে এ দীন সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করে। সকল দেশ ও রাজ্য এবং তার বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসী মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে; তারা হয় ঈমান এনে এ দীনে প্রবেশ করে অথবা কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নিজের ধর্মে বহাল থাকে, কিংবা যুদ্ধ করে ভীত-শংকিত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমকে আমার জন্য একত্রিত করে দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ স্থান একত্রিত করেছেন সে সব স্থান পর্যন্ত অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের রাজ্যসীমা পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ـ

“যে সব আরব মরুবাসী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে ঘরে রয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে বল, শীঘ্রই তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে” (৪৮ ঃ ১৬)।

এ পরাক্রম জাতি হাওয়াযিন গোত্র হোক বা মুসায়লামার বাহিনী হোক অথবা রোমান সৈন্য হোক– আয়াতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বাস্তবে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ـ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিপুল পরিমাণ গনীমতের ধন-সম্পদ দান করার, যার অধিকারী তোমরা হবে। ত্বরিতভাবে তো এ বিজয় তোমাদেরকে দিলেনই। আর লোকদের হস্ত তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলন হওয়া থেকে বিরত রাখলেন; যেন এটা মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শনে পরিণত হয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন"।

"এ ছাড়া আরও অনেক গনীমত দেয়ার তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, যা অর্জন করতে এখনও তোমরা সক্ষম হওনি। সেগুলো আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তো সব কিছুর উপর শক্তিমান" (৪৮ ঃ ২০, ২১)।

এখানে যে আরও গনীমতের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা হয় খায়বর না হয় মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। যেটাই হোক, তা বিজিত হয়েছে ও মুসলমানদের অধিকারে এসেছে এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আর তিনি জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়ী" (৪৮ ঃ ২৭)।

এ স্থলে যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা হয়েছে, তা আসলে একটি প্রতিশ্রুতি। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় আর ৭ম হিজরীতে কাযা উমরার বছরে তা বাস্তবায়িত হয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে জানাননি যে, শীঘ্রই আমরা বায়তুল্লায় পৌঁছবো এবং তাওয়াফ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে, এ বছরই পৌঁছে যাবে? উমর (রা) বললেন, জী না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, অবশ্যই তুমি তথায় পৌঁছবে এবং তাওয়াফ করবে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّاۤئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ ـ

"স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসুক" (৮ ঃ ৭)।

এ প্রতিশ্রুতি ছিল বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা আটক করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। কুরায়শদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যায়। তখন তারা প্রায় এক হাজার সৈন্যসহ মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণ যখন এ সংবাদ নিশ্চিতরূপে পেয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ নবী (সা)-কে প্রতিশ্রুতি দেন যে, এ দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তে এনে দেয়া হবে– হয় সশস্ত্র যুদ্ধ বাহিনী নতুবা বাণিজ্য কাফেলা। রাসূল (সা)-এর অধিকাংশ সাহাবী কামনা করেন যে, প্রতিশ্রুতিটা বাণিজ্য কাফেলার পক্ষে হলে ভাল হয়; কারণ, এতে ধন-সম্পদ বেশি এবং জনশক্তি স্বল্প ছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন হতে তারা অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ এ বাহিনীর জনশক্তি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি অধিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের আয়ত্তে এনে দিয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেন। তাঁদের যুদ্ধকে এতো তীব্র করে দেন যে, কাফিরদের পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাদের নেতৃস্থানীয় সত্তরজন নিহত হয় এবং অপর সত্তরজন বন্দী হয়। প্রচুর মুক্তি পণের বিনিময়ে এসব বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। এভাবে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় কল্যাণ মুসলমানদেরকে দান করা হয়। সে কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ -

"আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করবেন" (৮ ঃ ৭)।

বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন তবে তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৮ ঃ ৭০)।

বাস্তবে এরূপই হয়েছিল। কারণ, তাদের মধ্য থেকে যে-ই ইসলাম গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তাকে ইহকাল ও পরকালের উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারীর হাদীস উল্লেখ করা যায় যে, আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি, সুতরাং আমাকে দান করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লও! অতঃপর আব্বাস তার কাপড়ে এতো পরিমাণ নিলেন যে, তা উঠাতে পারছিলেন না। তিনি কয়েকবার কিছু কিছু করে কাপড় থেকে নামিয়ে পরে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে যান। এ ঘটনা এ আয়াতেরই বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ

"যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তার নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন" (৯ ঃ ২৮)।

বাস্তবেও তা-ই ঘটেছিল। মুশরিকদের সাথে একত্রে হজ্জ করা বৈধ থাকা কালে খাদ্যের আমদানী বেশি থাকায় মুসলমানদের যে আর্থিক সুবিধা ছিল, তাদেরকে হারেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার দ্বারা মক্কায় খাদ্যের আমদানী কমে যাওয়ায় মুসলমানরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অন্য উপায়ে আল্লাহ্ সে অভাব দূর করে দেন। যেমন, আহ্লি-কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ, তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ। তাদের কেউ যুদ্ধে নিহত হলে তার সবকিছু হত্যাকারীর জন্য বৈধ ঘোষণা ইত্যাদি। এরই ফলস্বরূপ রোম সাম্রাজ্যের সিরিয়া অঞ্চলের কাফির, পারস্য ও ইরাকের অগ্নি পূজারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়, তথায় ইসলাম সম্প্রসার হওয়া এবং সে সব দেশের শহর ও নগরের উপর মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা উক্ত আয়াতের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্র বাণী ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্যেই তিনি পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন" (৯ ঃ ৩৩)।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ـ

"তোমরা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে এরা তোমাদের নিকট এসে আল্লাহ্র কসম করবে যেন তোমরা তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। কেননা, এরা অপবিত্র" (৯ ঃ ৯৫)।

এ আয়াতে যা বলা হয়েছে বাস্তবেও তাই ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসেন। কতিপয় মুনাফিক এ যুদ্ধে গমন করা থেকে বিরত ছিল। এরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে আল্লাহ্র কসম করে বলতে থাকে যে, বিশেষ ওযরের কারণে তারা যুদ্ধে যেতে পারেনি। অথচ তাদের এ কথা মিথ্যে ছিল। আল্লাহ এদেরকে তাদের বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়ার জন্য রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দেন, যাতে করে লোক সমাজে তারা লাঞ্ছিত না হয়। কিন্তু আল্লাহ্ এ দলভুক্ত চৌদ্দজন সম্পর্কে নবী (সা)-কে অবহিত করে দেন। তাবূক যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা এ কথা উল্লেখ করেছি। হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এ চৌদ্দজনকে চিনতেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এদের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّايَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

"ওরা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আর তাহলে তোমার পর ওরাও সেখান অল্পকালই টিকে থাকতো" (১৭ ঃ ৭৬)।

—৩৬

বাস্তবেও এরূপই ঘটেছিল। মক্কার মুশরিক নেতৃবৃন্দ পরামর্শ করলো– মুহাম্মদকে কি বন্দী করে রাখবে না কি হত্যা করবে, না কি দেশ থেকে বের করে দেবে। সিদ্ধান্ত হলো যে তাঁকে হত্যা করা হবে। এ সময় আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে হিজরত করার নির্দেশ দেন। সুতরাং তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথে ছাওর পর্বতের গুহায় তাঁরা তিনদিন লুকিয়ে থাকেন। পরে সেখান থেকে বের হয়ে মদীনায় চলে আসেন। এ ঘটনার প্রতিই নিম্নের আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ - اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا - وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সংগীকে বলেছিল, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর উপর আপন প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ৪০)।

নিম্নের আয়াতেও উপরোক্ত ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"আর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্যে এবং তারা ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" (৮ ঃ ৩০)।

এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন وَاِذًا لاَّ يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلاَّ قَلِيْلاً "আর তাহলে তোমার পর ওরাও সেথায় অল্পকালই টিকে থাকতো" (১৭ ঃ ৭৬)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা বাস্তবে পরিণত হয়। কারণ, যেসব নেতৃবৃন্দ ঐ পরামর্শে অংশগ্রহণ করে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর অল্পদিনই মক্কায় থাকতে পেরেছিল। মদীনায় রাসূলের উপস্থিতির পর মুহাজির ও আনসারগণ সংগঠিত হবার পরই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ঐ সব নেতৃবৃন্দ নিহত ও ধ্বংস হয়। তাদের এ পরিণতির কথা আল্লাহ্ পূর্বেই তাঁর রাসূলকে অবহিত করেন। তাই হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) একবার উমাইয়া ইব্ন খাল্ফকে বলেছিলেন ঃ আমি মুহাম্মদ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনিই তোমাকে হত্যা করবেন। উমাইয়া জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি নিজে শুনেছ ? তিনি বললেন, হাঁ। উমাইয়া বললো, "তাহলে আল্লাহ্র কসম, সে তো মিথ্যে কথা বলে না।"

শীঘ্রই এ হাদীস যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে দেখিয়ে দেন কুরায়শদের কোন্ নেতা কোন্ স্থানে নিহত হবে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার নিহত স্থান যেখানে নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছিলেন, তার থেকে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম হয়নি। আল্লাহ্র বাণী ঃ

الٓمٓ ـ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ـ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ وَعْدَ اللّٰهِ لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকরা নিটকবর্তী ভূ-খন্ডে পরাজিত হয়েছে। নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে। আসল ইখতিয়ার আল্লাহ্রই, পূর্বেও, পরেও। আর সে দিন আল্লাহ্র দেয়া বিজয়ে মুসলমানরা আনন্দিত হবে। তিনি সাহায্য দান করেন যাকে চান। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াবান। এটা আল্লাহ্র ওয়াদা। আল্লাহ্ নিজের ওয়াদার খিলাফ করেন না, কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না" (৩০ ঃ ১-৬)।

উপরোক্ত আয়াতে যে ওয়াদার কথা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। ঘটনা এই যে, একবার পারস্য সম্রাটের কাছে রোমান শক্তি পরাজিত হয়। এতে আরবের মুশরিকরা আনন্দ প্রকাশ করে (কারণ, পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক)। এবং মুসলমানগণ বিষণ্ন হয়ে পড়েন। কেননা, নাসারারা অগ্নিপূজকদের তুলনায় ইসলামের বেশী কাছাকাছি। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জানান যে, সাত বছরের মধ্যে রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এদিকে হযরত আবূ বকর (রা) এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস রেখে মক্কার কুরায়শদের সাথে বাজি ধরেছিলেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবেই। সুতরাং কুরআনের ভবিষ্যৎ বার্তা বাস্তবে পরিণত হলো। পরাজিত রোম পারস্য সাম্রাজ্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলো। যুদ্ধের ঘটনা অতি বিস্তৃত। তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ـ

"আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, এটাই সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত" (৪১ ঃ ৫৩)।

আয়াতে ঘোষিত নিদর্শন বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি মানুষের অন্তরে ও মানব সমাজে এমনভাবে প্রকাশ করেন যে, নবীর দুশমন ও শরীআতের বিরুদ্ধাচারী আহলি কিতাব পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারলো যে, মুহাম্মদ (সা) সত্যই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে ওহী প্রাপ্ত হন তাও সত্য। তাঁর শত্রুদের হৃদয়ে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এক মাসের দূরত্ব সীমা পর্যন্ত ভীতিকর প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্র এক বিশেষ সাহায্য। এক মাসের পথ দূরে অবস্থান করেও শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভয় করতো। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন গোত্রের উপর হামলা করার ইচ্ছে করলে সাথে সাথে তারা ভয়ে শংকিত হয়ে পড়তো; অথচ তিনি তথায় পৌঁছতেন একমাস পরে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্পর্কে হাদীসের সাক্ষ্য

এ সংক্রান্ত কুরায়শদের সেই অংগীকার পত্রটির কথা উল্লেখ করা যায় যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি। সংরক্ষিত ঘটনা এই যে, কুরায়শদের সকল গোত্র মিলিত হয়ে লিখিতভাবে অংগীকারাবদ্ধ হয় যে, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিক যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সোর্পদ না করবে ততদিন পর্যন্ত তারা তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবে না, তাদের সাথে কাউকে বিবাহ দিবে না, তাদের কাউকেও বিবাহ করবে না এবং সর্ব প্রকার লেন-দেন, কেনা-বেচা বন্ধ রাখবে। এর প্রতিক্রিয়ায় বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব জীবন থাকতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের হাতে সোর্পদ না করার এবং তাঁকে সর্ব প্রকার সাহায্য করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে উভয় গোত্রের মুসলমান, কাফির সবাই আবূ তালিব গিরি গুহায় প্রবেশ করলেন। এ প্রেক্ষাপটে আবূ তালিব তাঁর কাসীদা-ই-লামিয়া রচনা করেন, যার কিছু অংশ এইঃ

كَذِبْتُمْ وَبَيْتِ اللّٰهِ نبزِى مُحَمَّدًا * وَلَمَّا نُقَاتِلْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ

وَنُسْلِمُهُ حَتّٰى نُصْرَعَ حَوْلَهُ * وَنَذْهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ

وَمَا تَرْكُ قَوْمٍ لاَ أَبَالَكَ سَيِّدًا * يَحُوْطُ الذِمَارَ غَيْرَ دَرْبٍ مُوَاكِلِ

وَابْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثَمَالُ الْيَتَامَى عُصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

يَلُوْذُ بِهِ الْهُلاَكُ مِنْ اٰلِ هَاشِمٍ * فَهُمْ عِنْدَهُ فِىْ نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

১. তোমরা অবাস্তব দাবি করছো, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদের সাহায্যার্থে যুদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত আমরা তাকে তোমাদের নিকট সমর্পণ করবো না।

২. আমাদের স্ত্রী, আমাদের সন্তানদেরকে পশ্চাতে ফেলে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তাকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিবো না।

৩. ধিক্কার তোমাদের নির্বোধ লোক ব্যতীত কোন জাতি তাদের নেতার সাহায্য থেকে হাতগুটিয়ে রাখতে পারে না।

৪. সে তো এক শুভ্র মুখমণ্ডল বিশিষ্ট পূণ্যময় মানুষ, তার ওসীলায় মেঘ থেকে বৃষ্টি কামনা করা হয়। সে অসহায় ইয়াতীমদের সহায় এবং বিধবা নারীদের আশ্রয়স্থল।

৫. সে এমন এক মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় ব্যক্তি যার দ্বারা হাশিম পরিবার বিপযর্য়ের সময় মুক্তি কামনা করে থাকে।

কুরায়শরা তাদের এ দৃঢ় অংগীকার পত্র কা'বা ঘরের ভিতরে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখে। আল্লাহ্র হুকুমে উঁইপোকা এসে পত্রের মধ্য থেকে আল্লাহ্ লেখা স্থানগুলি খেয়ে ফেলে। যাতে এ পবিত্র নাম জুলম ও পাপের সাথে মিলিত না থাকে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ লেখা স্থানগুলি বাদ রেখে পুরা পত্রটি খেয়ে শেষ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সংবাদটি চাচা আবূ তালিবকে অবহিত করেন। আবূ তালিব কুরায়শদের নিকট এসে বললেন, আমার ভাইপো তোমাদের অংগীকার পত্র সম্পর্কে এক সংবাদ শুনিয়েছে। আল্লাহ্ উঁইপোকা দ্বারা এটা বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র নামগুলি ব্যতীত আর সব লেখা পোকা খেয়ে ফেলেছে অথবা বলেছেন কেবল আল্লাহ্র নামগুলি সেখান থেকে খেয়ে ফেলেছে। সুতরাং তোমরা পত্রটি দেখ, যদি তার কথার সাথে মিল না হয় তবে তাকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করে দেব। কুরায়শরা পত্রটি নামিয়ে খুলে দেখলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ বলেছেন পত্রটি ঠিক সেরূপই হয়ে আছে। তখন তারা অংগীকার বাতিল ঘোষণা করে। বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করেন এবং পূর্বের অবস্থার উপর পুণর্বহাল হন যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা) ও আরও কতিপয় দরিদ্র নির্যাতিত মুসলমান একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট সাহায্যের আবেদন নিয়ে আসেন। তাঁরা যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করছেন এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁদের পক্ষে দু'আ করার আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন কা'বার ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ব যুগের একজনকে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দীন থেকে ফিরে যায়নি। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। কিন্তু তোমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

বুখারী শরীফে মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা সূত্রে ...... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি একদা স্বপ্ন দেখি যে, মক্কা হতে এমন একটি দেশে আমি হিজরত করছি যে দেশে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে। আমার ধারণা হলো, সে দেশটি হয় ইয়ামান না হয় হজর। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সে দেশ এই মদীনা বা ইয়াছরিব। এ স্বপ্নে আরও দেখতে পাই যে, আমি তলোয়ার ঝাঁকি দিলাম আর অমনি তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেল। এ স্বপ্নের ফল হচ্ছে সেই বিপর্যয় যা উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর নেমে এসেছিল। আমি পুনরায় তলোয়ারটি ঝাঁকি দিলাম। এবার তা পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দররূপে দেখা দিল। এর ফলাফল হচ্ছে মুসলমানদের এ চূড়ান্ত বিজয় এবং মু'মিনদের মজবুত ঐক্য। আমি ঐ স্বপ্নে গাভীও দেখতে পাই। আর আল্লাহ্র ব্যবস্থাই উত্তম। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে, উহুদ প্রান্তরে মু'মিনদের পরিণতি। আর আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণ ও সততার পুরস্কার যা আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তা দেয়া হয়েছে বদর যুদ্ধের পরে।

এ প্রসঙ্গে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ও উমাইয়া ইব্ন খালফ এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যখন সা'দ (রা) মক্কায় গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আহমদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একদা সা'দ ইব্ন মু'আয উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। সেখানে উমাইয়া ইব্ন খালফ তথা আবূ সাফওয়ানের বাড়িতে অবস্থান করেন। উমাইয়া বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া যাওয়ার পথে মদীনায় সা'দের বাড়ি অবস্থান করতো। যা হোক উমাইয়া সা'দকে বললো, তুমি দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা

কর। ঐ সময় মানুষ বাড়িতে থাকবে, তখন তুমি গিয়ে তাওয়াফ করে এসো! সা'দ যখন তাওয়াফে রত তখন আবূ জাহ্‌ল দেখে বললো কা'বায় তাওয়াফ করে কে ? সা'দ উত্তর দিলেন, আমি সা'দ। আবূ জাহ্‌ল বললো, তুমি দেখি নিরাপদে তাওয়াফ করছো। অথচ তোমরাই তো মুহাম্মদ ও তার সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ ? সা'দ বললেন, হাঁ দিয়েছি। উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। উমাইয়া সা'দকে বললো, মক্কার নেতা আবুল হাকামের সাথে উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না। উত্তরে সা'দ জানালেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে যদি তাওয়াফ করতে বাধা দাও, তবে আমি তোমার সিরিয়ার বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেব। উমাইয়া তবুও বার বার সা'দকে থামাতে লাগলো ও বলতে থাকলো উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না।

অবশেষে সা'দ ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, ছেড়ে দাও তো! আমি মুহাম্মদ (সা)-কে বলতে শুনেছি তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। উমাইয়া বললো, আমাকেই ? সা'দ বললেন, হাঁ। উমাইয়া বললো, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ তো কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। বাড়ি ফিরে সে তার স্ত্রীকে বললো, ওহে শুনেছ কি, আমার ইয়াছরাবী ভাইটি কি বলেছে ? স্ত্রী বললো কি বলেছে ? উমাইয়া বললো, সে মুহাম্মদকে বলতে শুনেছে যে, মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করবেন। স্ত্রী বললো, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ মিথ্যা কথা বলেন না। অতঃপর বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরায়শরা যখন যুদ্ধে গমন করে এবং ঘোষণাকারী সকলকে বেরিয়ে আসার জন্য ঘোষণা দেয় তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বললো, তোমার কি সে কথা স্মরণ আছে, যে কথা তোমার ইয়াছরাবী ভাইটি বলেছিল ? উমাইয়া তখন যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিল না। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল তাকে বললো, তুমি মক্কার একজন প্রভাবশালী নেতা, আমাদের সাথে অন্তত এক দুদিনের পথ চলো। এরপর সে রওয়ানা করলো এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। এ হাদীসটি কেবল বুখারীতে আছে। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ বিশেষ যত্নসহকারে একটি ঘোড়া পুষতো। একবার ঐ ঘোড়া নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ারকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডেকে বলে এ ঘোড়ায় চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশা আল্লাহ্। বস্তুত উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হত্যা করেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের সময় যুদ্ধের আগের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিয়ে দেন যে, ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামীকাল অমুক এই স্থানে নিহত হবে এবং এইটা অমুকের নিহত হওয়ার ক্ষেত্র ইত্যাদি। বর্ণনাকারী বলেন, মুহাম্মদ (সা)-কে যিনি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার মৃত্যুর স্থান যেখানে চিহ্নিত করেছিলেন সে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।

কিরমান নামী এক ব্যক্তি উহুদের যুদ্ধে কারও মতো খায়বরের যুদ্ধে এবং এটাই সঠিক , কারও মতে হুনায়নের যুদ্ধে বিপুল বিক্রমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাকেই সামনে পায় তাকেই তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। লোকজন তার সম্পর্কে বলাবলি করতে থাকে যে, আজ সে যেমন যুদ্ধ করেছে এমনটি আর কেউ করেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'সে জাহান্নামী'। অতঃপর এক ব্যক্তি তার সাথে থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। ইত্যবসরে কিরমান আহত হলো। যখমের যন্ত্রণায় সে তলোয়ার খাড়া করে তলোয়ারের মাথার উপর বুক রেখে

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। এতে তলোয়ার তার বুক ভেদ করে যায়। সাথের ঐ অনুগমনকারী ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাজির হয়ে বলে উঠলো ঃ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰه "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আপনি কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন তার অবস্থা এই– এ বলে সে পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করলো। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করে এসেছি।

খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননকালে কয়েকটি বড় পাথর খনন কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে ঐ পাথর একের পর এক আঘাতে ভেঙ্গে দেন। পাথরের আঘাত করার সময় তা থেকে বিজলী চমকে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদেরকে জানান যে, এ সব বিজলীর মধ্যে রোম ও পারস্যের শহর ও প্রাসাদসমূহ দেখা যাচ্ছে এবং শীঘ্রই এ সব দেশ আমার উম্মত জয় করবে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একবার ইয়াহূদীরা বিষ মিশ্রিত গোশত খেতে দেয়। তিনি বলে দেন যে, এ খাদ্যে বিষ মিশান হয়েছে। পরে প্রমাণিত হল যে, রাসূলের কথাই সত্য। ইয়াহূদী স্বীকার করলো। বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা'রূর ঐ খাদ্যের বিষ ক্রিয়ার ফলে ইনতিকাল করেন।

বায়হাকীর দালাইলুন নবুওতে মা'মার সূত্রে আবদুর রাজ্জাক থেকে বর্ণিত আছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন "হে আল্লাহ্! নৌকার যাত্রীদের রক্ষা করুন।" এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন নৌকা চালু হয়ে গেছে। এই নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এতে আশআর গোত্রীয় বিশজন লোক আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে অবস্থান করছিলেন।

আবূ রিগাল নামক এক ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার গমন করেন। তিনি তায়েফ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন এই কবরবাসীর নিকটে স্বর্ণের একটি পাত আছে। কবর খনন করে দেখা গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন, তা যথার্থ। আবূ দাউদ আবূ ইসহাক সূত্রে ইব্ন আমর (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

একবার কোন এক যুদ্ধের গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরব নেতা কুরায়শ সর্দার ও অন্যান্য প্রভাবশালী লোকের মধ্যে বন্টন করে দেন তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আনসারদের উপর ওদেরকে এ প্রাধান্য দেয়ায় তাঁদের অন্তরে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আনসারদের মন থেকে সে ক্ষোভ দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণ দান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন উট-বকরী সাথে নিয়ে বাড়ি যাবে আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে ? তারপর বলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে দেখতে পাবে। কিছু দিন ধৈর্য ধরবে! অতঃপর হাওজে কাওছারের নিকট আমার সাথে তোমাদেরা সাক্ষাৎ হবে। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য লোক ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আনসারগণের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এর আগে তিনি সাফা পর্বতের উপর ভাষণ দানকালে বলেন, তোমাদের জীবনই আসল জীবন। আর তোমাদের মৃত্যুই আসল মৃত্যু। উপরোক্ত বক্তব্যসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু আগামীতে হবে বলে উক্তি করেছেন, পরবর্তীকালে তা হুবহু সংঘটিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিসরার পতন হলে আর কোন কিসরা আসবে না এবং কায়সারের পতন হলে আর কোন কায়সারের আগমন হবে না। যে সত্তার ইখতিয়ারে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম, তোমরাই উভয় সাম্রাজ্যের ধন-রত্ন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। এ হাদীস ইমাম মুসলিম ইউনুস সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে এবং ইমাম বুখারী কুবায়সা সূত্রে জাবির ইব্ন সামুরা থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে জারীর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আওয়ানা আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়। মুসলমানদের হাতে এসব দেশ চূড়ান্তভাবে বিজিত হয় এবং রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে। এ হাদীসের মধ্যে মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পারস্য সাম্রাজ্য শীঘ্রই শেষ হবে এবং আর কখনও পুন প্রতিষ্ঠিত হবে না। তদ্রূপ সিরিয়া থেকে রোমান শাসনের অবসান হয়েছে এবং তারা আর কখনও এর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। এ হাদীসের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আবূ বকর, উমর ও উসমানের খিলাফত সঠিক ছিল এবং তাঁরা ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। কেননা, তাঁরা এসব দেশ থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মাল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করেন।

বুখারী শরীফে মুহাম্মদ ইব্ন হাকাম সূত্রে আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। আদী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে দারিদ্র্যতার অভিযোগ করলো। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে তার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অনুযোগ জানাল। নবী করীম (সা) বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা রাজ্য দেখেছ ? আমি বললাম দেখি নাই তবে সে রাজ্যের কাহিনী শুনেছি। নবী করীম (সা) বললেন, তুমি যদি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক তবে অবশ্যই দেখবে যে, হীরা রাজ্য থেকে একজন মহিলা উটে সওয়ার হয়ে এসে কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে, পথের মধ্যে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ভয় তার থাকবে না। (আমি এ সময় মনে মনে ভাবলাম, তায় গোত্রের দস্যুগুলো তখন কোথায় থাকবে সারা শহর-নগর জ্বালিয়ে ভস্ম করে থাকে ?)। তুমি যদি দীর্ঘ জীবন লাভ কর, তাহলে কিস্রার ধন-রত্ন তোমাদের অধিকারে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসরা ইব্ন হুরমুয ? তিনি বললেন, হাঁ, কিসরা ইব্ন হুরমুয। যদি তুমি দীর্ঘায়ু হও, তবে দেখতে পাবে যে, লোক মুঠো ভরে সোনা বা রূপা নিয়ে দান করার জন্য লোক খুঁজে ফিরছে। কিন্তু দান গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হাশরের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হবে এবং আল্লাহ্র ও তার মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন আমি কি তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইনি এবং তিনি কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছাননি। সে বলবে, হাঁ। পুনরায় আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্পদ ও সন্তান দিয়ে তোমার উপর অনুগ্রহ করিনি? সে বলবে-জী, হাঁ। তারপর সে ডান দিকে তাকাবে, দেখবে জাহান্নাম। আবার বাম দিকে তাকাবে, দেখবে সেদিকেও জাহান্নাম। আদী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর, যদিও একটা খুরমার টুকরো দ্বারাই হোক না কেন, যদি তাও না পাও, তবে একটা উত্তম কথা দ্বারা

হলেও। 'আদী বলেন, আমি বাস্তবিকই এরূপ মহিলাকে দেখেছি, যে হীরা থেকে উটে সওয়ার হয়ে এসে কা'বা তওয়াফ করেছে এবং দীর্ঘ পথে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ভয় তার ছিল না। আর আমি তাদেরই একজন, যারা কিসরা ইব্ন হুরমুযের সাম্রাজ্য জয় করেছে। হে লোক সকল! তোমরা যদি অধিক দিন বেঁচে থাক তবে অবশ্যই আবুল কাসিম মুহাম্মদ (সা)-এর মুঠো ভর্তি স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কীয় ঘটনাও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। বুখারী আবূ মুজাহিদ সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ শু'বা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদি এক টুকরা খুরমা দান করেও হয়। এ হাদীস বুখারী শু'বা সূত্রে এবং মুসলিম যুহায়র সূত্রে আদী থেকে বর্ণনা করেন ঃ এক টুকরা খুরমা দান করার ক্ষমতা থাকলে তা করেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর। বুখারী ও মুসলিমে খায়ছামা সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত বর্ণনাই আমাদের উল্লেখিত মূল হাদীসের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। ইতিপূর্বে খন্দকের যুদ্ধ প্রসঙ্গে কিসরার শহর ও প্রাসাদ এবং সিরিয়ার ভবনাদি জয় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ সূত্রে খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি কা'বার ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য দু'আ করুন এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। এ কথা শুনে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে যায় বা পরিবর্তন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে এমনও লোক অতিবাহিত হয়েছে, যাদেরকে গর্তের মধ্যে রেখে মাথার উপর দিয়ে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, কিন্তু দীন থেকে তারা সরে যায়নি। এমন লোকও অতিবাহিত হয়েছে যাদের শরীরে লোহার চিরুনী দ্বারা মাংস, হাড় ও রগ পৃথক করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এ শাস্তি তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্ বর্তমান অবস্থা দূর করে তার অনুগ্রহ দান করবেন। এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, পথে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ভয় তার অন্তরে থাকবে না এবং বকরীর উপরও নেকড়ের ভীতি থাকবে না। কিন্তু তোমরা অধীর হয়ে পড়েছ। ইমাম বুখারী ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আলামাতুল নুবুওয়াত অধ্যায়ে সাঈদ ইব্ন শুরাহ্বীল সূত্রে উতবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বের হয়ে উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরে জানাযার নামাযের ন্যায় নামায পড়েন। তারপর তিনি এসে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলেন, আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী থাকবো। আমি এখনই এখানে দাঁড়িয়ে আমার হাওজে কওছার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের কুঞ্জি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে এ ভয় আমার নেই; কিন্তু দুনিয়ার সম্পদের মোহে আকৃষ্ট হয়ে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে এ আশংকা আমার আছে। এ সনদ ছাড়াও ইমাম বুখারী হায়াত ইব্ন শুরায়হ্ সূত্রে এবং ইমাম মুসলিম ইয়াহ্য়া ইব্ন আইয়ূব সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি কথাই পাওয়া যায় যথা ঃ ১. রাসূল (সা) উপস্থিত জনতাকে বলেছেন যে আমি তোমাদের আগেই যাব, অর্থাৎ তাদের সকলের মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করবেন। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। কারণ,

এ ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পূর্বে অসুস্থ থাকা অবস্থায়। ২. তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী হবো, বাস্তবে তিনি তাদের সকলের আগেই ইনতিকাল করেন। ৩. রাসূল (সা) বলেছেন, আমাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের কুঞ্জি দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ তাকে দেশ জয়ের গৌরব দান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্র ইনতিকালের পর আবূ হুরায়রা (রা) বলেছিলেন ঃ রাসূল (সা) চলে গেছেন আর তোমরা দেশের পর দেশ জয় করে চলেছ। ৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সাথীরা তাঁর পরে শিরক করবে না; বাস্তবে হয়েছে ও তাই। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা তিনি করেছিলেন। আর হযরত আলী ও মু'আবিয়ার (রা) আমলে তা বাস্তবে পরিণত হয়, এবং এর ধারা ক্রমশ চলতে চলতে বর্তমানে ধ্বংসের সীমা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

ইমাম বুখারী আলী ইব্ন আবদুল্লাহ সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) একদা ছাবিত ইব্ন কায়সকে না পেয়ে খুঁজছিলেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে কোথায় আছে আমি আপনাকে জানাব? তারপর সে ছাবিতের নিকট গেল। দেখলো যে, তিনি ঘরের মধ্যে মাথা নীচু করে বসে আছেন। সে জিজ্ঞেস করলো, ছাবিত! তোমার কী হয়েছে? তিনি বললেন, খুবই খারাপ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলেছি, আমার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি জাহান্নামী। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জানাল যে, ছাবিত এই এই কথা বলেছেন। অতঃপর লোকটি এক বিরাট সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলে দেন যে, তুমি ছাবিতকে যেয়ে বলো, সে জাহান্নামী নয় বরং জান্নাতী। এ হাদীসটি কেবল বুখারীতে আছে। পরবর্তীকালে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাছ ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি মুসলিম অবস্থায় ইনতিকাল করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সত্যই তিনি অতি উত্তম অবস্থায় মারা যান। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী করার কারণেই লোক তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করতো। আর বাস্তবেও তাই হলো।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, দশজন সাহাবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দেন। এ ছাড়া যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বৃক্ষের নীচে রাসূলের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁদের কেউই জাহান্নামে যাবেন না। তাঁদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত মতান্তরে পনের শত। এঁদের কারও সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই যে, কেউ জীবনে অসৎ পথে চলেছেন বা ঈমান ও পুণ্য ব্যতীত অন্য অবস্থায় মারা গেছেন। এ সবই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নুবুওতী প্রমাণ ও রিসালাতের দলীল।

অতীত ও ভবিষ্যতের গায়েবী সংবাদ দান

বায়হাকী ইসরাঈল সূত্রে জাবির থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক লোক মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে মরেনি। লোকটি দ্বিতীয়বার এসে জানাল, অমুক মারা গেছে। তিনি বললেন, সে মরেনি। লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো, অমুক তীরের ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জানাযা পড়লেন না।

বায়হাকী বলেন, হাদীসটির সম্পর্কে যুহায়র সূত্রেও হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মুসলিম একই সূত্রে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে 'সালাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ আস্ওদ সূত্রে কায়স ইব্ন আবূ শাহম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনায় আমার পাশ দিয়ে জনৈকা দাসী অতিক্রম করার সময় আমি তার পার্শ্বদেশ ধরে বসি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে বায়'আত করছিলেন। আমি রাসূলের নিকট বায়'আত করতে গেলাম, কিন্তু আমাকে বায়'আত করলেন না। তিনি বললেন, তুমি তো উত্যক্তকারী। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আর কখনও এরূপ করবো না। এরপর তিনি আমাকে বায়'আত করলেন। এ হাদীসটি নাসাঈ আসওদ ইব্ন আমির সূত্রে এবং আহমদ আবূ হাশিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী আবূ নু'আয়ম সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে মন্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা বলতে ও গল্প-গুজব করতে আমরা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতাম এ ভয়ে যে, না জানি আমাদের ব্যাপারে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে আমরা খোলামেলা কথাবার্তা বলতে শুরু করি।

ইব্ন ওহব আমর ইব্ন হারছ সূত্রে সাহ্ল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। সাহ্ল বলেন, আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীর সাথে একই কাপড়ের নীচে শয়ন করা অবস্থায় কোন কোন আচরণ থেকে বিরত থেকেছে-এ ভয়ে যে, হয়তো এ ব্যাপারে কুরআনে কোন বিধান নাযিল হয়ে যেতে পারে।

আবূ দাঊদ মুহাম্মদ ইব্ন আলা সূত্রে জনৈক আনসারীর বর্ণনা উল্লেখ করেন। আনসারী বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক জানাযায় গমন করি। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে কবর খননকারীকে বলে দিচ্ছেন, পায়ের দিকে ও মাথার দিকে আরও প্রশস্ত কর। জানাযা থেকে ফিরে আসার পর জনৈকা মহিলার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাওয়াত করে। তিনি সেখানে উপস্থিত হলে খাবার সরবরাহ করা হয়। তিনি খেতে আরম্ভ করেন, অন্য লোকও তাঁর সাথে খাবারে শরীক হয়। আমাদের মুরুব্বীগণ লক্ষ্য করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গ্লাস নিয়ে শুধু চিবুচ্ছেন। তারপর বললেন, আমি আঁচ করতে পারছি যে, এ বকরীটি মালিকের বিনা অনুমতিতে আনা হয়েছে। মহিলাটি সংবাদ পাঠিয়ে জানাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বকরী খরীদ করার জন্যে বাকীতে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু পাওয়া যায় নি। আমার প্রতিবেশী একটি বকরী খরিদ করেছিল, আমি তার নিকট লোক পাঠিয়েছিলাম যাতে মূল্য রেখে সে বকরীটি আমাকে দিয়ে দেয়, কিন্তু তাও পাওয়া যায়নি। এর পর আমি তার স্ত্রীর নিকট খবর পাঠালে সে বকরীটি আমাকে পাঠিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ খাবার বন্দীদের মধ্যে বিতরণ করে দাও!

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা তাঁর ইনতিকালের পরে সংঘটিত হয় বা হবে

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আ'মাশ সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দান করেন। ঐ ভাষণে কিয়ামতের পূর্ব

পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সে সব কিছুর বর্ণনা দেন। যে তা স্মরণ রেখেছে তার স্মরণই আছে আর যে ভুলে গেছে সে ভুলেই গেছে। সে কথার কোন একটি ভুলে যাবার পর যখন বাস্তবে ঘটতে দেখি, তখন তা আমার এমন ভাবে স্মরণ পড়ে যায়, যেমন কোন লোক কাউকে দেখার পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় দেখলে তাকে চিনতে পারে।

ইমাম বুখারী হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান থেকে আরও বর্ণনা করেছেন যে, অন্যান্য লোকও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ভাল কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। আর আমি জিজ্ঞেস করতাম মন্দ কাজ সম্পর্কে। এ ভয়ে যাতে তা' আমাকে পেয়ে না বসে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মূর্খতা ও পাপাচারে লিপ্ত ছিলাম, আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কল্যাণময় জীবন দান করেছেন। এই কল্যাণের পরে কোন অমঙ্গল আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই অমঙ্গলের পরে কি কল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হাঁ আছে। আর তাতে থাকবে ফ্যাসাদ। জিজ্ঞেস করলাম, ফ্যাসাদ কী? বললেন, একদল লোক হবে, যারা মানুষকে পথ দেখাবে; কিন্তু নিজেরা সে পথে চলবে না, তাদের পক্ষ থেকে ভাল কথা পাওয়া যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা তা করবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যাণের পরে কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হাঁ। একদল আহ্বানকারী হবে, যারা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে আহ্বান করবে। যে লোক তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের কিছু পরিচয় বলে দিন। বললেন, তারা আমাদেরই দলের, আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ পরিস্থিতি যদি আমার সম্মুখে আসে তখন আমার কী করণীয় হবে? বললেন, মুসলমানদের দল ওটাকেই আঁকড়ে থাকবে। জিজ্ঞেস করলাম, তখন যদি মুসলমানদের কোন সংগঠিত দল ও নেতা না থাকে? তিনি বললেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল বাতিল দল থেকে সরে থাকবে। তাতে যদি গাছের শিকড় কামড়িয়ে থাকতে হয় এবং সে অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়, তবুও ভাল। এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না সূত্রে জাবির (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না সূত্রে হযরত হুযায়ফার উক্তি বর্ণনা করেছেন। হুযায়ফা বলেন, আমার সাথীগণ কল্যাণের কথা শিখেছে আর আমি শিখেছি অকল্যাণের কথা। এ বর্ণনাটি কেবল বুখারীতেই আছে।

ইমাম মুসলিম শু'বা সূত্রে হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা আমাকে রাসূল (সা) বলেছেন। অবশ্য এ প্রশ্ন আমি তাঁকে করিনি যে, কোন জিনিসে মদীনাবাসীকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে আলী সূত্রে আমর ইব্ন আখতাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যা ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে জানিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যে বেশি স্মৃতিসম্পন্ন, সে বেশি স্মরণ রাখতে পেরেছে। অপর বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে ও জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত যা ঘটবে।

খাব্বাব ইব্ন আরতের হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে এ জিনিস দান করবেনই, কিন্তু তোমরা তড়িঘড়ি করছো। এ সম্পর্কে আদী ইব্ন হাতিমের হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ "যাতে করে রাসূল এ সত্য দীনকে অন্যান্য সকল বাতিল দীনের উপর জয়ী করতে পারে" (তাওবা ঃ ৩৩)।

আল্লাহ্র বাণী ঃ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ্ ও'আদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করবেন" (২৪ ঃ ৫৫)।

মুসলিম শরীফে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দুনিয়া মোহনীয় আকর্ষনীয় স্থান। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সেখানে কর্তৃত্ব দান করছেন, তিনি দেখছেন তোমরা কেমন আচরণ কর। সুতরাং দুনিয়াকে ভয় কর ও নারীদের থেকে সতর্ক হও। কারণ, বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিত্না ছিল নারী। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে পুরুষের উপর নারীদের চাইতে অধিক ক্ষতিকর ফিত্না আর কিছু নেই।

বুখারী ও মুসলিমে যুহ্রীর সূত্রে আমর ইব্ন আওফ থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসে আছে, আবূ উবায়দাকে বাহ্রায়ন প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের কাংখিত জিনিসের আশা পোষণ কর। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের উপর দারিদ্র্যের ভয় আর আমি করি না। বরং ভয় এ ব্যাপারে করি যে, পার্থিব ধন সম্পদ এতো অধিক পরিমাণ তোমাদের হাতে আসবে, যেভাবে এসেছিল তোমাদের আগেকার লোকদের কাছে; আর তোমরা তা অর্জনের জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেমন হয়েছিল তারা, শেষে এ জিনিসই তোমাদের ধ্বংস করে দিবে, যেমন করেছিল ওদেরকে।

বুখারী ও মুসলিমে সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পশমী চাদর আছে কি? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পশমী চাদর আমরা কোথায় পাব? তিনি বললেন, অবিলম্বেই তোমাদের পশমী চাদরের ব্যবস্থা হবে। জাবির বলেন, পরে আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম-আমার ঘর থেকে তোমার পশমী সরিয়ে নাও। স্ত্রী বলেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি বলেন নি যে, অবিলম্বেই পশমী চাদরের ব্যবস্থা তোমাদের হয়ে যাবে। অতঃপর পশমী চাদরটি সরিয়ে দেয়া হল।

বুখারী ও মুসলিমে এবং মুসনাদ, সুনান প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ সমূহে হিশাম ইব্ন উরওয়া সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন যুহায়র থেকে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইয়ামন বিজিত হবে এবং একদল লোক তাদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়ে আসবে। মদীনা তাদের জন্যে উত্তম স্থান, যদি তারা জানতো। হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে এ হাদীসটি বহু লোক থেকে বর্ণিত আছে। হাফিয ইব্ন আসাকির একে মালিক, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইব্ন জুরায়জ, আবূ মু'আবিয়া, মালিক ইব্ন সা'দ ইব্ন হাসান, আবূ দামরা আনাস ইব্ন ইয়ায, আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ হাযিম, সালামা ইব্ন দীনার ও জারীর ইব্ন আব্দুল হামীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইউনুস সূত্রে হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাজ্জাক ও মালিক সূত্রে হিশাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ সুলায়মান ইব্ন দাঊদ সূত্রে সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি এক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন ঃ শীঘ্রই সিরিয়া বিজিত হবে। এই মদীনা শহর থেকে সেখানে লোক গমন করবে। সেখানকার ঘরবাড়ি ও বিলাসী জীবনযাত্রা

দেখে এরা মোহিত হয়ে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্যে কল্যাণকর স্থান, যদি তারা তা উপলব্ধি করতে পারতো। এরপর ইরাক বিজিত হবে। একদল লোক সেখান থেকে তাদের পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের নিয়ে আসবে। মদীনা তাদের জন্যে কল্যাণকর জায়গা, যদি তারা তা বুঝতো! এ হাদীসকে ইব্ন খুযায়মা ইসমাঈলের সূত্রে ইব্ন আসাকির আবূ যর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হাওয়ালা ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর এ বর্ণনা উপরের বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, সিরিয়ার মুদ ও দীনার, ইরাকের দিরহাম ও কাফীয এবং মিসরের উরদুব ও দীনার[১] নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। আর যেখান থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটেছে সেখানেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। সহীহ্ সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে সিরিয়া ও ইয়ামনের মীকাতের[২] উল্লেখ আছে, মুসলিম শরীফে ইরাকের মীকাতের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে এ কথারই সমর্থন করে; নবী করীম (সা) বলেছেন, কিসরার পতনের পর আর কোন কিস্‌রা আসবে না। এবং কায়সার খতম হবার পর আর কোন কায়সার আসবে না। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা ঐ উভয় দেশের সঞ্চিত ধন-রত্ন আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দিবে।

সহীহ বুখারীতে আবূ ইদরীস আল খাওলানী সূত্রে আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় বলেছিলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য ছয়টি বিষয় গুণে রেখ-আমার মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, মহামারী, ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, ফিত্না এবং মুসলমান ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ। হাদীসের পূর্ণ বর্ণনা সামনে আস্‌ছে।

মুসলিম শরীফে আব্দুর রহমান সূত্রে আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শীঘ্রই তোমরা এমন একটা দেশ জয় করবে, যে দেশে 'কিরাত'[৩]-এর প্রচলন আছে। তখন তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ, তাদের রয়েছে হক এবং আত্মীয়তার বন্ধন। যখন তুমি একটি কোন ইট পরিমাণ স্থান নিয়ে দু'জন লোককে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত দেখবে তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। সুতরাং আবূ যার একটি ইট পরিমাণ স্থান নিয়ে রাবী'আ ও আব্দুর রহমান ইব্ন শুরাহ্‌বীলকে বাদানুবাদে লিপ্ত দেখে সেখান থেকে চলে আসেন। সে দেশটি হলো মিসর, যা বিশ হিজরী সনে আমর ইব্ন আস (রা) জয় করেন।

ইব্ন ওহব মালিক সূত্রে ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা যখন মিসর জয় করবে তখন কিবতীদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ, তাদের রয়েছে হক এবং আত্মীয়তার বন্ধন। বায়হাকী এ হাদীস ইসহাক সূত্রে কা'ব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আহমদ ইব্ন হাম্বল সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে কালি করেছেন যে, তাঁকে হক ও আত্মীয়তা বলতে কী বুঝায় এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, কেউ বলেছেন ইসমাঈল (আ)-এর মা হাজিরা কিব্তী ছিলেন, আর কেউ কেউ বলেছেন ইবরাহীম (আ)-এর মা ছিলেন কিবতী। আমার মতে, উভয়েই কিব্তী ছিলেন

---

১. মুদ, কাফিয ও উরদুব সংশ্লিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট পরিমাপের নাম।

২. যে স্থান থেকে কোন দেশের লোক হজ্জের ইহরাম বাঁধে সেই স্থানকে ঐ দেশের মীকাত বলা হয়।

৩. 'কীরাত' মিসরের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ

এবং এটাই সঠিক। বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আর হক এর অর্থ নবী (সা)-এর নিকট মুকাওকিসের উপঢৌকন প্রেরণ ও তা গ্রহণ করা । এটা এক প্রকার চুক্তি ও অধিকার।

আদী ইব্‌ন হাতিম থেকে বুখারীর বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিসরার ধনভাণ্ডার হস্তগত হবে, নিরাপত্তা বিরাজ করবে, সম্পদ এতো অধিক হবে যে, দান গ্রহণের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ হাদীসে এসেছে যে, আদী ইব্‌ন হাতিম পারস্য বিজয়ে শরীক ছিলেন এবং হীরা থেকে জনৈকা মহিলাকে উটে আরোহণ করে একাকী নির্বিঘ্নে মক্কায় আসতে দেখেছেন। আল্লাহ্ ব্যতীত তার আর কারও ভয় ছিল না। আদী লোকদেরকে বলেছেন, তোমরা যদি দীর্ঘজীবী হও তবে আবুল কাসিম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও দেখতে পাবে যে, ধন সম্পদ এতো প্রচুর হয়েছে যে দান গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বায়হাকী বলেছেন, উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীযের সময় এরূপ অবস্থাই হয়েছিল। আমার মতে, এ ভবিষ্যদ্বাণী (ইমাম) মাহ্দীর সময়কালেও বাস্তবায়িত হতে পাবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য থেকে এ কথা জানা যায়। অথবা ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম (আ) এর সময় দাজ্জালকে হত্যা করার পর এ অবস্থা হবে। কেননা, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, সম্পদের এতো অধিক্য হবে যে দান গ্রহণ করার মত কেউ থাকবে না।

সহীহ্ মুসলিমে ইব্‌ন আবূ যি'ব সূত্রে জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এ দীন সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বারজন খলীফার শাসনকাল পর্যন্ত-তারা সবাই হবে কুরায়শ গোত্রের। এরপর কিয়ামতের পূর্বে মিথ্যা দাবীদারদের আবির্ভাব ঘটবে। মুসলমানদের একটি দল শ্বেত প্রাসাদের অর্থাৎ কিস্‌রার প্রাসাদের ধনভাণ্ডার হস্তগত করবে। আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওছারে উপস্থিত হবো। আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কায়সারের পতনের পর আর কোন কায়সার হবে না এবং কিস্‌রার পতনের পর আর কোন কিস্‌রা আসবে না। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই ঐ উভয় দেশের ধন-রত্ন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে (বুখারী ও মুসলিম)। বায়হাকী বলেছেন, কায়সারের পতনের দ্বারা সিরিয়া থেকে রোমের আধিপত্য খতম হওয়ার কথা বুঝান হয়েছে। মূল রোমের পতনের কথা নয়। কারণ, রাসূল (সা) এর প্রেরিত পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, রোম সম্রাট তার রাজ্য বহাল রাখল। পক্ষান্তরে পারস্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আল্লাহ্ কিস্‌রার রাজ্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন।

আবূ দাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) এর নিকট কিসরার মুকুট, তলোয়ার, বর্ম ও কাঁকনসহ তার মস্তক নীত হয়, তখন তিনি এ সমুদয় পোশাক সুরাকা ইব্‌ন মালিককে পরিয়ে দেন এবং বলেন, ঐ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর, যিনি পারস্য সম্রাটের রাজকীয় পোশাক একজন আরব বেদুইনকে পরিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, হযরত উমর (রা) সুরাকাকে এগুলো পরিয়েছেন যে, একবার নবী করীম (সা) সুরাকার হাতের দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি যেন তোমার উভয় হাতে কিসরার কাঁকন দেখতে পাচ্ছি!

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ইসমাঈল সূত্রে আদী ইব্ন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বলেন, হীরা রাজ্যকে কুকুরের দাঁত সদৃশ করে আমাকে দেখান হয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এ রাজ্য জয় করবে। এক লোক দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ রাজ্যের রাজার কন্যা নুফায়লাকে আমাকে দান করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ তাকে তোমার জন্যে মঞ্জুর করা হলো। (পরবর্তী সময়ে হীরা জয় হলে) সকলেই নুফায়লাকে ঐ লোকটির অধিকারে দিয়ে দেন। পরে নুফায়লার পিতা এসে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, একে তুমি বিক্রি করবে? সে বললো, হাঁ। পিতা বললো, মূল্য কত? যা চাও তাই দেব। লোকটি বললো, এক হাজার দিরহাম। পিতা বললো, এক হাজার টাকায় নিলাম। লোকে বললো, তুমি যদি ত্রিশ হাজার দিরহামও চাইতে, তবে সে তাই দিয়েই গ্রহণ করত। লোকটি বলল, এক হাজারের উপরেও কি কোন সংখ্যা আছে নাকি?

ইমাম আহমদ আবদুর রহমান সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা আল-ইয্দী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে পদাতিক সৈন্যরূপে মদীনার অদূরে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আমরা গনীমত সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পান। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্ ! এদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিও না, আমার সামর্থ নেই, ওদের নিজেদের উপর এ দায়িত্ব দিও না, কারণ ওরা অক্ষম, অন্য লোকদেরও উপর নয়, কারণ তারা নিজেদেরকেই প্রাধান্য দেবে। তারপর বললেন, শীঘ্রই সিরিয়া, রোম ও পারস্য তোমাদের অধিকারে আসবে, অথবা বলেছিলেন, রোম ও পারস্য তোমাদের অধিকারে আসবে এবং তোমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ উট, গরু ও বকরীর মালিক হবে, এমনকি কেউ একশত দীনারের মালিক হয়েও একে কম মনে করবে। তারপর তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা! যখন দেখবে, খিলাফত পবিত্র ভূমিতে (ফিলিস্তীনে) স্থানান্তরিত হয়েছে তখন বিশৃংখলা, ভূমিকম্প, বিভীষিকা ও বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তখন কিয়ামত তোমার মাথার কাছে আমার এ হাতের নৈকট্যের চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী হবে। আবূ দাউদ এ হাদীস মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ হায়াত ইব্ন শুরায়হ্ সূত্রে ইব্ন হাওয়ালা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। একদল থাকবে সিরিয়ায়, একদল ইয়ামনে এবং অপর দল থাকবে ইরাকে। ইব্ন হাওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ঐ সময় যদি আমি বেঁচে থাকি তবে কোন দলে থাকা আপনি ভাল মনে করেন? তিনি বললেন, সিরিয়ায় থাকবে; কারণ এটা আল্লাহ্র তরফ থেকে কল্যাণ প্রাপ্ত দেশ; এ দেশেই আল্লাহ্র এক কল্যাণকামী বান্দা আবির্ভূত হবে। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে তোমাদের দক্ষিণ দিকে থাকবে এবং বিদ্রোহ থেকে গোপন থাকার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ সিরিয়া ও তার অধিবাসীদেরকে নিজ দায়িত্বে নেয়ার কথা আমাকে জানিয়েছেন। আবূ দাউদ হায়াত ইব্ন শুরায়হ্ সূত্রে এরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইসাম ইব্ন খালিদ সূত্রে ও আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী আবুল হুসায়ন আল কাত্তান সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বস্ত্রাভাব ও অনটনের অনুযোগ করি।

তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম, দারিদ্রের চাইতে সম্পদের প্রাচুর্যের আশংকাই তোমাদের সম্পর্কে অধিক করি। আল্লাহ্র কসম, এ অগ্রযাত্রা তোমাদের অব্যাহত থাকবে, সিরিয়া তোমাদের পদানত হবে। অথবা তিনি বলেছেন, পারস্য, রোম ও হিম্য়ারদের অঞ্চল তোমাদের অধিকারে আসবে। তোমাদের সৈন্য বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হবে; একদল সিরিয়ায়, একদল ইরাকে ও অপর দল ইয়ামনে থাকবে। একজনকে একশত করে প্রদান করা হলেও তাতে সে মনক্ষুণ্ন থাকবে। ইব্ন হাওয়ালা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সিরিয়া দখল করার ক্ষমতা কার আছে? রোমান পরাশক্তি সেখানে যুগযুগ ধরে শাসন করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ই একে তোমাদের পদানত করে দেবেন এবং সেখানকার শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকে দান করবেন। তাদের শিরস্ত্রাণ ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে তাদের বর্মের সাথে একাকার হয়ে যাবে। তাদের জোব্বাসমূহ বাহনের পিঠে পড়ে থাকবে। তোমাদের একজন খণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ওদেরকে যা করার নির্দেশ দেবে তারা তাই করবে। আবূ আলকামা বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইব্ন মাহ্দীকে বলতে শুনেছি, রাসূলের সাহাবীগণ এ হাদীসের বাস্তবতা জুয্ ইব্ন সুহায়ল আস সুলামীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। জুয্ ঐ সময় অনারব বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সাহাবীগণ যখন মসজিদে ফিরে এলেন তখন দেখতে পেলেন যে, জুয্ এর চারপাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর ও ওদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণীর বাস্তবায়ন দেখে তারা বিস্মিত হলেন।

আহমদ হাজ্জাজ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন মুসীবত থেকে মুক্তি পাবে সে-ই প্রকৃত প্রাপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তিন মুসীবত কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ১. আমার মৃত্যু; ২. ন্যায়সঙ্গত ধৈর্যশীল খলিফার হত্যা ও ৩. দাজ্জাল।

ইমাম আহমদ ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। সে সময় তিনি একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বসা ছিলেন। তাঁর পাশে একজন লিপিকার ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা তিনি লিখছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা ! আমি কি তোমাকে লিখিয়ে দেব না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী লিখিয়ে দেবেন? তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে লেখকের প্রতি মনোযোগ দেন। তারপর আবার বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা ! আমি কি তোমাকে লিখিয়ে দেব না? আমি বললাম, জানি না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কি মনোনীত করেছেন। এরপর তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন ও লেখকের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা! আমি কি তোমাকে একটা বিষয় লিখিয়ে দেব না? আমি বললাম, জানি না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তারপর তিনি তাঁর লেখকের প্রতি মনোযোগ দেন ও আমার থেকে অন্যমনস্ক হন। এ সময় আমি লক্ষ্য করে দেখি, লেখার কাজে উমর নিযুক্ত রয়েছেন। ভাবলাম, উমর নিশ্চয় ভাল কথা ছাড়া অন্য কিছুই লিখবেন না। পুনরায় রাসূল (সা) বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা! আমি কি তোমাকে লিখিয়ে দেব? বললাম, জী হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইব্ন হাওয়ালা! সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তুমি কী করবে, যখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক দুর্গের ন্যায় ব্যূহ রচনা করে আসতে থাকবে। আমি বললাম, জানিনা

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী মনোনীত করেছেন। তিনি পুনরায় বললেন, এ দুর্যোগের সাথে সাথে খরগোসের দৌড়ের ন্যায় দ্রুত গতিতে আর একটি দুর্যোগ আসবে, সে সময় তুমি কী করবে? বললাম, জানিনা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমার জন্য কি মনোনীত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ লোকটিকে তোমরা খুঁজে দেখ। ইব্‌ন হাওয়ালা বলেন, এ সময় আমার পশ্চাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সরে যেয়ে খোঁজ করলাম এবং শেষে এ লোকটির কাঁধে ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করলাম, এই কি সে লোক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। ইব্‌ন হাওয়ালা বলেন, সে লোকটি ছিলেন উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)।

মুসলিম গ্রন্থে ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদম সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইরাকের দিরহাম ও কাফীয নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে; সিরিয়ার মুদ ও দীনার নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে; মিসরের উরদুব ও দীনার নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। যেখান থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটেছে সেখানে আবার প্রত্যাবর্তন করবে; যেথা থেকে তোমাদের বিকাশ ঘটেছে সেথায় আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আবূ হুরায়রার রক্ত-মাংস এ কথার সত্যতার সাক্ষী। ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম প্রভৃতি মনীষীগণ বলেছেন, এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ করে। কারণ উমর (রা) ইরাকে দিরহাম ও কাফীয এবং সিরিয়া ও মিসরে খারাজের যে প্রবর্তন করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু পূর্বেই সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ইরাকে দিরহাম ও কাফীয, সিরিয়ার মুদ ও দীনার এবং মিসরে উরদুব ও দীনার নিষিদ্ধ হবে-এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, ঐ দেশের অধিবাসী মুসলমান হয়ে যাবে, ফলে খারাজ থেকে তাঁরা অব্যাহতি পাবে। বায়হাকী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, এর অর্থ, তাঁরা আনুগত্য পরিহার করবে এবং তাদের উপর ধার্যকৃত খারাজ প্রদান বন্ধ করে দিবে। এ কারণেই হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, তোমরা যেখান থেকে বিকাশ লাভ করেছিলে সেখানে ফিরে আসবে। অর্থাৎ পূর্বে যে অবস্থায় ছিলে সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, "ইসলামের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে এমন অবস্থা থেকে, কেউ তাকে চিনত না এবং পুনরায় অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে সংকীর্ণ অবস্থায় ফিরে আসবে। আর এ অপরিচিতদের জন্যেই সুসংবাদ। ইসমাঈল সূত্রে ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা এ মতকে সমর্থন করে। আবূ নাদরা বলেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্রই ইরাকবাসীদের কাছে কাফীয ও দিরহাম আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এটা কিভাবে হবে? তিনি বললেন, আজমের দিক থেকে (পূর্বে), তারা এগুলো বন্ধ করে দেবে। তারপরে বললেন, সম্ভবত সিরিয়াবাসীদের নিকট দীনার ও মুদ আসবে না। জিজ্ঞেস করলাম, এটা তাহলে কোত্থেকে হবে? বললেন, রোমের দিক থেকে তারা এগুলো প্রদান করা বন্ধ করে দেবে। তারপর কিছু সময় তিনি নীরব থেকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের শেষভাগে একজন খলীফা আসবেন, তিনি এই পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করবেন, যা কোন গণনাকারী গুনে শেষ করতে পারবে না। এ কথা শ্রবণ করে জারীরা আবূ নাদ্‌রা ও আবুল আলাকে জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তিটিকে কি আপনারা উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয বলে মনে করেন? তারা উভয়ে বললেন, না। মুসলিম এ হাদীসটি ইসমাঈল সূত্রে জাবির থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বিস্মিত হতে হয় যে,

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী ইতিপূর্বে উল্লেখিত দু'টি মতের মধ্যে যে মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারই প্রমাণ হিসেবে এ হাদীস গ্রহণ করেছেন। তার মন্তব্য ক্রটিপূর্ণ প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী।

বুখারী ও মুসলিমে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের আল-জুহ্ফা, ইয়ামনবাসীদের জন্যে ইয়ালামলাম। মুসলিম শরীফে জাবির থেকে বর্ণিত ঃ ইরাকীদের মীকাত যাতু-'ইর্ক্। এ হাদীস রাসূলের নুবুওয়াতের প্রমাণ। কারণ, এতে সিরিয়া, ইয়ামন, ও ইরাকের অধিবাসীদের হজের প্রণালী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন-যা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না সূত্রে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে যখন তাদের একটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে; আর তাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের মধ্যে রাসূলের কোন সাহাবী আছে কি? উত্তরে বলা হবে, হাঁ আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিজয় দান করবেন। এরপর মানুষ আর একটি সময় অতিক্রম করবে, তখন তাদের একটি দল লড়াই করবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক আছে কি, যিনি রাসূলের সাহাবীদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন? বলা হবে, হাঁ আছেন। অতঃপর তারা বিজয়ী হবে। এরপর মানুষ আর এক যুগে পদার্পন করবে এবং তাদের একটি দল যুদ্ধ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে এমন কোন লোক আছে কি, যে সাহাবীদের সঙ্গলাভকারীদের সংস্পর্শ পেয়েছে? বলা হবে, হাঁ আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয় দান করবেন।

বুখারী ও মুসলিম ছাওর ইব্ন যায়দের সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম; এমন সময় সূরা জুমু'আ নাযিল হয়। এর মধ্যে একটি আয়াত (৩ নং আয়াত) এই وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ [আরবে রাসূলের আগমন] অন্যান্য সে সব লোকদের জন্যেও যারা এখনও তাদের (আরব মুসলমানদের) সহিত এসে মিলিত হয়নি)। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সব লোক কারা? রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালমান ফারসীর মস্তকের উপর হাত রেখে বললেন ঃ ঈমান যদি ছুরাইয়া নক্ষত্রের দূরত্বেও থাকে তবুও তারা সে ঈমান সংগ্রহ করবে। রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে বাস্তব রূপ লাভ করে।

হাফিয বায়হাকী মুহাম্মদ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন বিশ্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, পারস্য ও রোম অবশ্যই তোমাদের অধীনে আসবে এবং ধন-দৌলত প্রচুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্র নাম নেয়া হবে না।

আহমদ, বায়হাকী, ইব্ন আদী প্রভৃতি আওস ইব্ন আবদুল্লাহ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শীঘ্রই বিভিন্ন দেশে অভিযান প্রেরিত হবে। ঐ সময় তুমি খুরাসানে প্রেরিত বাহিনীতে থাকবে। বিজয় লাভের পর মার্ব শহরে বসবাস করবে। কারণ, ঐ শহর যুল-কারনাইন নির্মাণ করেছিলেন এবং তাতে বরকতের জন্যে দু'আ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এ শহরের

অধিবাসীদের কোন প্রকার অমঙ্গল হবে না। এ হাদীসটিকে গরীব পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়। কেউ কেউ একে মাউযু'ও বলেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত তুর্কীস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে যুদ্ধ হুবহু সংঘটিত হয়েছে এবং অন্যগুলো অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে।

সহীহ বুখারীতে শু'বা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একের পর এক নবী আসতেন। এক নবী চলে যেতেই আর এক নবীর আবির্ভাব ঘটতো। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা সংখ্যায় অধিক হবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কিভাবে তাদেরকে প্রাধান্য দেব? তিনি বললেন, একের পর অন্য জনের বায়'আত পূর্ণ করবে এবং তাঁদের প্রাপ্য অধিকার তাঁদেরকে দিয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ্ তাঁদের নিকট তাঁদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই কিছু একান্ত অনুগত শিষ্য থাকেন, যারা নবীর প্রদর্শিত পথ ও রীতি-পদ্ধতির উপর অবিচল থাকেন। তাঁদের পরে এমন লোক আসে, যারা মুখে যা বলে, তা করে না এবং যে কাজ করতে নিষেধ করে সে কাজ নিজেরাই করে।

হাফিয বায়হাকী আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নবীদের পরে এমন কিছু খলীফা হয়, যাঁরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কাজ করেন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব খলীফার পরে রাজা-বাদশাদের আবির্ভাব ঘটে, যারা যুল্‌মের নীতি অবলম্বন করে, মানুষ হত্যা করে এবং সম্পদের পাহাড় তৈরী করে। এরা হাতের দ্বারা ও মুখের দ্বারা দীনের পরিবর্তন সাধন করে, এর পরে ঈমানের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী জারীর সূত্রে আবূ উবায়দা ইবনুল মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ এ দীনকে নবী প্রেরণ ও রহমতের মাধ্যমে সূচনা করেছেন। এরপরে খিলাফত ও রহমতের যুগ। তারপরে আসবে স্বৈরাচারী রাজা-বাদশাদের আমল। শেষে আসবে অহংকারী ও অত্যাচারীদের শাসন এবং উম্মতের বিপর্যয়ের যুগ। তারা ব্যভিচার, মদ ও রেশমী পোশাক বৈধ জ্ঞান করবে এবং এ কাজে তারা সর্বদা সাহায্য ও জীবনোপকরণ পেতে থাকবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্ব পর্যন্ত। উপরোল্লিখিত সকল অবস্থা পর্যায়ক্রমে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ আপন আপন গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার পরে ত্রিশ বছর খিলাফত চলবে, তারপরে আসবে রাজতন্ত্রের যুগ। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারপরে আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য যাকে খুশি তাকে দান করবেন। এ অবস্থা হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কারণ, আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল ২ বছর ৩ মাস ২০ দিন; উমর (রা)-এর খিলাফতকাল ১০ বছর ৬ মাস ৪ দিন; উছমান

(রা)-এর খিলাফতকাল ১১ বছর ১১ মাস ১৮ দিন এবং আলী (রা)-এর খিলাফতকাল ৪ বছর ১০ মাস (মোট ২৯ বছর ৭ মাস ১২ দিন)। এরপর ইমাম হাসান (রা)-এর খিলাফত প্রায় ৬ মাস চলে। এ ছয় মাস সহ ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। হি. চল্লিশ সনে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে খিলাফত থেকে অব্যাহতি চান। এ সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

ইয়া'কুব ইব্ন সুফিয়ান আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ত্রিশ বছর যাবত নুবুওয়াতী পন্থায় খিলাফত চলবে। তারপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করবেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমরা রাজত্ব পেয়েই সন্তুষ্ট (رضينا بالملك)। এ হাদীস রাফিজী সম্প্রদায়ের মতবাদকে স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করে। কারণ, তারা প্রথম তিন খলীফাকে অস্বীকার করে। একইভাবে এটা বনূ উমাইয়াদের নাসিবী সম্প্রদায় ও সিরিয়ায় তাদের অনুসারীদের মতাদর্শকেও খণ্ডন করে। কারণ, তারা আলী (রা)-এর খিলাফত অস্বীকার করে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, উপরে সাফীনার বর্ণিত হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে খিলাফত ত্রিশ বছর চলবে। পক্ষান্তরে জাবির ইব্ন সামুরার বর্ণিত হাদীস (পূর্বে উল্লেখিত মুসলিম) থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এ দীন বহাল থাকবে যতদিন কুরায়শদের মধ্য থেকে বার জন খলীফা মানুষের মধ্যে শাসন করবেন। এ দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলেছেন, এর অর্থ-এই দীন অটুট থাকবে একের পর এক বারজন খলীফা পর্যন্ত। এদের পর বনূ উমাইয়া যুগে বিপর্যয় নেমে আসবে। কিন্তু অন্যান্যরা বলেছেন, এ হাদীসে কুরায়শ গোত্র থেকে বারজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে; যদিও তাঁরা অবিচ্ছিন্নভাবে একের পর এক আসেনি। অবশ্য নবীর যুগের পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে খিলাফত চলেছে। এর পরও কতিপয় ন্যায়পরায়ণ খলীফার আগমন ঘটেছে। এঁদের মধ্যে উমর ইব্ন আবদুল আযীয অন্যতম। তিনি ছিলেন উমাইয়া খলীফা, মারওয়ান ইব্ন হাকামের পৌত্র। বহু সংখ্যক ইমাম তাঁর খিলাফত ও ন্যায়পরায়ণতা স্বীকার করে তাকে খুলাফা-ই রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি আহমদ ইব্ন হাম্বল বলেছেন, তাবিঈনদের মধ্যে একমাত্র উমর ইব্ন আবদুল আযীয ব্যতীত অন্য কারও কথা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

ليس قول احد من التابعين حجة الا قول عمر بن عبد العزيز

কেউ কেউ আব্বাসী বংশের মাহদীকেও ঐ বারজনের মধ্যে গণ্য করেছেন। শেষ যুগে যে মাহ্দীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে তিনিও এঁদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তিনি রাসূলের বংশ থেকেই হবেন এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ। রাফিজী সম্প্রদায় সারদাব নামে যার প্রতীক্ষায় আছে সে এর মধ্যে গণ্য নয়, কারণ, এটা একটা অলীক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। মূর্খ রাফিজীরাই কেবল তাঁর প্রতীক্ষা করে থাকে।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে যুহরী সূত্রে আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বললেন, আমি ইচ্ছে করেছি তোমার পিতা ও ভাইকে ডেকে আনব ও একটা লিপি লিখে দেব, যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে এবং অন্য কেউ আশা না রাখে। পরে তিনি জানালেন, আল্লাহ্ ও মু'মিনগণ আবূ বকর ভিন্ন অন্য কাউকে মেনে নেবেন না। বাস্তবেও

এরূপই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ আবূ বকরকে মনোনীত করেছেন এবং মু'মিনগণ সকলে দলে দলে তাঁর নিকট বায়'আত হয়েছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, জনৈকা মহিলা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আসি এবং আপনাকে না পাই তখন কী করবো? এ কথার দ্বারা মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্র ইনতিকালের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকরের নিকট এসো।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন উমর (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, আমি একটি কূয়োর পাড়ে অবস্থিত। কূয়ো থেকে ইচ্ছামত পানি তুললাম যে পরিমাণ আল্লাহ্ মঞ্জুর করলেন। অতঃপর (আবূ বকর) ইব্ন আবূ কুহাফা বালতি হাতে নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি তুললেন। তাঁর পানি তোলার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে, আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। এরপর (উমর) ইব্ন খাত্তাব বালতি ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বালতিটি একটি বৃহৎ বালতিতে পরিণত হল। তিনি যে পরিমাণ পানি তুললেন, তেমন আর কোন বীর বাহাদুরকে করতে দেখলাম না। লোকজন তাদের পশুদেরকে পরিতৃপ্তভাবে পানি পান করিয়ে আস্তাবলে নিয়ে গেল। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, নবীগণের স্বপ্ন ওহী; আবূ বকরের পানি তোলার মধ্যে দুর্বলতার অর্থ তার খিলাফত কালের স্বল্পতা ও শীঘ্রই ইনতিকাল হওয়া এবং ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঐ সব বিজয় থেকে বঞ্চিত থাকা যা উমর (রা) তার দীর্ঘ শাসনকালে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমি বলি, এ হাদীসের মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) জনগণের পক্ষ থেকে শাসক নির্বাচিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এরই সমর্থন অপর এক হাদীসে ইব্ন হিব্বান প্রমুখ হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে যে দু'জন (শাসক) আসবে তোমরা তাদের অনুসরণ করবে অর্থাৎ আবূ বকর ও উমর (রা)। তিরমিযী এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন এবং ভিন্ন সূত্রে ইব্ন মাসউদ থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে যুহরী সূত্রে আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কাকরের তাসবীহ পাঠের কথা বলা হয়েছে প্রথমে নবী (সা) এর হাতে, অতঃপর আবূ বকর,তারপরে উমর ও শেষে উছমান (রা) এর হাতে। তারপরে রাসূল (সা) বলেন, এ পর্যন্ত নুবুওয়াতী পদ্ধতিতে খিলাফত চলবে।

আবূ মূসা আশ'আরী থেকে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক বাগিচায় প্রবেশ করেন এবং একটি কূপের পাড়ে পা লটকিয়ে বসেন।

রা'বী বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে দরজায় পাহারায় থাকব। সুতরাং আমি দরজার পিছনে বসলাম। এক ব্যক্তি এসে ডাকলো, বললো দরজা খোল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবূ বকর। আমি রাসূল (সা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তাঁর জন্যে দরজা খুলে দাও ও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) আসেন এবং অনুরূপ ঘটনা ঘটে। কিছু সময় পর হযরত উছমান (রা) আসেন। তবে এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে আসতে দাও এবং বিপদ মসীবত সহ জান্নাত লাভের সুসংবাদ দাও। উছমান (রা) প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র সাহায্য চাই।

বুখারী শরীফে সাঈদ সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর, উমর ও উছমান (রা)-কে সাথে নিয়ে উহুদ পর্বতে আরোহণ করেন। পর্বত তাদেরকে সহ কাঁপতে আরম্ভ করে। রাসূল (সা) পা দ্বারা পর্বত গাত্রে আঘাত করেন এবং বলেন, স্থির হও! কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ দাঁড়িয়ে আছেন ঃ [فانما عليك نبى وصديق وشهيدان]

আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে সাহ্ল ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, হেরা পর্বতের উপর নবী (সা) আবূ বকর, উমর ও উছমান (রা) দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় পর্বতে কম্পন সৃষ্টি হয়। তখন নবী করীম (সা) পর্বতকে বলেন, স্থির হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। মা'মার বলেন, কাতাদা থেকেও অনুরূপ হাদীস আমি শুনেছি।

ইমাম মুসলিম কুতায়বা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা পর্বতের উপর ছিলেন; সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)। এমন সময় পর্বতের পাথর কেঁপে উঠলো। নবী করীম (সা) বললেন, থাম, তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দীক অথবা শহীদ দাঁড়িয়ে আছেন। এ হাদীস নবী করীম (সা)-এর নবুওতের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। কেননা শহীদরূপে উল্লেখিত সকলেই শাহাদাত প্রাপ্ত হন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওত ও রিসালাতের উচ্চ মর্যাদা এবং আবূ বকর (রা) সিদ্দীকের উচ্চ সম্মানে ভূষিত হন।

সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম (সা) দশজন সাহাবীর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাঁরা জান্নাতী। এমনকি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বায়'আতে যারা রাসূলের হাতে বায়'আত হয়েছিলেন (بيعة الرضوان) তাদের সকলেই জান্নাত লাভ করবেন বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাক্ষ্য দান করেছেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ১৪০০, মতান্তরে ১৩০০ বা ১৫০০। তাঁদের সকলেই আমৃত্যু ইসলামের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে উক্কাশা সম্পর্কে সুসংবাদ আছে যে, তিনি জান্নাতী। সত্যি সত্যি ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে ইউনুস সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনলেন যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। এ সময় উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান আল-আসাদী চাদর টানতে টানতে উঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! উক্কাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর জনৈক আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্যেও দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার চাইতে অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। এ হাদীসটি এতো অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এর সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এ গ্রন্থে জান্নাতের বর্ণনায় পুনরায় এ হাদীস উল্লেখ করা হবে। ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়েও তা উল্লেখ হবে। সেখানে এ কথাও আছে যে, তালহা আল- আসাদী উক্কাশা ইব্ন মিহ্সানকে শহীদ করে। পরে তালহা আল-আসাদী

নবুওতের দাবি প্রত্যাহার করে তওবা করে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আগমন করে, উমরা পালন করে এবং নিষ্ঠার সহিত ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি যেন আমার হাতে দু'টি স্বর্ণের কংকন রাখা হয়েছে। আমি সে দুটিকে ভারি অনুভব করলাম। স্বপ্নেই আমাকে ও দুটিকে ফুঁক দিতে বলা হলো। সে মতে আমি ফুঁক দিলাম। তাতে দুটো কংকনই উড়ে চলে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন ভন্ড নবীর আবির্ভাব হবে। তার একজন সান'আর অধিবাসী এবং অন্যজন ইয়ামামার অধিবাসী। ইতিপূর্বে প্রতিনিধি দলের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসায়লামা তার গোত্রের লোকদের সাথে এসে বলেছিল, মুহাম্মদ যদি তাঁর মৃত্যুর পর কর্তৃত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করেন তবে আমি তাঁর আনুগত্য করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি আমার নিকট খেজুর গাছের এই শুকনা ডালটিও দাবী কর তবে তাও আমি তোমাকে দেব না। আর যদি আমার আনুগত্যে অসম্মত হয়ে ফিরে যাও তবে আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করবেন। স্বপ্নে আমি যে ব্যক্তিকে দেখেছি, আমার ধারণা তুমিই সেই ব্যক্তি। বাস্তবে তাই হয়েছিল। আল্লাহ্ তাকে ইয়ামামার যুদ্ধে ধ্বংস করেন, লাঞ্ছিত করেন ও তার সমস্ত শক্তি চূর্ণ করেন, যেমনটি আসওদ আনাসী সান'আয় নিহত হয়। পরবর্তীতে এ আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ্।

বায়হাকী মুবারাক ইব্ন ফুযলা সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মুসায়লামার সাক্ষাৎ হলে মুসায়লামা বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে আমি আল্লাহ্র রাসূল? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান এনেছি। তারপর তিনি বললেন, এ লোকটি তার সম্প্রদায়ের ধ্বংস বিলম্বিত করলো মাত্র। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, এ ঘটনার কিছুদিন পর মুসায়লামা নবী করীম (সা)-এর নিকট নিম্ন লিখিত চিঠি প্রেরণ করে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك، اما بعد فانى قد اشركت فى الامر بعدك، فلك المدر ولى الوبر، ولكن قريشا قوم يعتدون -

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে, আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পর সমাচার আমি এই নবুওতী কাজে আপনার সাথে অংশীদার। সুতরাং শহরাঞ্চল আপনার আর গ্রাম এলাকা আমার। কিন্তু কুরায়শরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

এ চিঠির উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ، سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। সত্যপথ অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। পর সমাচার, সমগ্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্, যাকে তিনি চান তাকেই এর কর্তৃত্ব দান করেন। আর শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাকীদেরই জন্য। সত্য সত্যই আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উত্তম পরিণাম দান করেছেন, কেননা, তাঁরাই মুত্তাকী। তাঁরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী ও আল্লাহ্ বিশ্বাসী, অন্য কেউ নয়।

বহু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা আবূ বকর সিদ্দীকের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা) মুহাম্মদ (সা) এর অনুসারী সৈন্যদের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অবশেষে তারা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে ফিরে আসে এবং ঈমানের পানি তিক্ততায় পরিবর্তিত হওয়ার পর পুনরায় সুমিষ্ট হয়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যারা ধর্ম ত্যাগ করবে, আল্লাহ্ অচিরেই তাদের পরিবর্তে নতুন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের আল্লাহ্ ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে, তারা মু'মিনদের জন্য বিনীত, বিনম্র এবং কাফিরদের জন্য কঠোর হবে।"

মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, এ আয়াতে আবূ বকর ও তাঁর সঙ্গীগণকে বুঝানো হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে আমির আশ্‌শা'বী সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কন্যা ফাতিমার কানে কানে যে কথা বলেছিলেন তার মধ্যে বলেছিলেন, জিবরীল প্রতি বছর একবার গোটা কুরআন আমাকে শুনান, কিন্তু এ বছর দু'বার শুনিয়েছেন। এর মধ্যে আমি এ ইঙ্গিতই পাচ্ছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। এতে ফাতিমা রোদন করেন। তারপর পুনরায় কানে কানে বলেন যে, তুমি জান্নাতে সমস্ত নারীদের নেত্রী হবে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সাথে মিলিত হবে। বাস্তব ঘটনা রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপই হয়েছিল। বায়হাকী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে ফাতিমার আয়ু কতদিন ছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; কেউ দুই মাস, কেউ তিন মাস, কেউ ছয় মাস, কেউ বা আট মাসের কথা বলেছেন। বায়হাকী বলেছেন ছয় মাসের মতই; কিন্তু বিশুদ্ধতর যা যুহরী সূত্রে আইশা (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর ফাতিমা ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

'দালাইলুন নবুওতে' উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে ইবরাহীম সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অতীত জাতিগুলোর মধ্যে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা স্বভাবগতভাবে সঠিক মতামতের অধিকারী (মুহাদ্দায়া) ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি সে ধরনের কোন লোক থেকে থাকে তবে সে হচ্ছে উমর ইব্‌ন খাত্তাব।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আলী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহু সাহাবী বর্তমান আছি, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের কারও কোন দ্বিমত নেই যে, শান্তির বাণী উমরের মুখ থেকেই প্রকাশ হয়। যির ইব্ন হুবায়শ ও শা'বী এ হাদীস আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... তারিক ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন শিহাব বলেন আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব ফেরেশতার ভাষায় কথা বলেন। হযরত উমরের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর বহু অলৌকিক ঘটনা ও অদৃশ্য সংবাদ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছি। যথা সারিয়া ইব্ন যানীমের ঘটনা ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী ফিরাস সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সমবেত ছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সাথে মিলিত হবে ? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা সে। আইশা বলেন, আমাদের মধ্যে বিবি সাওদার হাত ছিল সবচেয়ে লম্বা। সুতরাং তিনি সবার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হন। ইমাম বুখারীর মতে সহীহ্ সূত্র অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে সওদাই বিবিদের মধ্যে প্রথমে ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইউনুস ইব্ন বুকায়র এ হাদীস শা'বী থেকে মুরসালরূপে বর্ণনা করে বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী যয়নব (রা) যখন ইনতিকাল করেন তখন সবাই বুঝলো যে, তাঁর হাতই সকলের চেয়ে বেশি লম্বা। তবে সে লম্বা মানে দান খয়রাতে মুক্ত হস্ত। ইমাম মুসলিম মাহমূদ ইব্ন গায়লান সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি কিছু অতিরিক্ত বর্ণনাসহ উদ্ধৃত করেছেন; তা এই যে, যয়নব হাতের দিক থেকে আমাদের মধ্যে বেশি লম্বা ছিলো। কেননা তিনি নিজের হাতে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন। ঐতিহাসিকদের এটাই প্রসিদ্ধ মত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে যয়নব বিনত জাহাশই সর্ব প্রথম ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী বলেন, যয়নব ২০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং হযরত উমর (রা) তাঁর জানাযা পড়ান। আমার বক্তব্য হচ্ছে ইব্ন আবূ খায়ছামার বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সওদা (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে ইনতিকাল করেন।

ইমাম মুসলিম উসায়দ ইব্ন জাবির সূত্রে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে উয়ায়স আল-করনী (র) সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি অনুযায়ী, উয়ায়স করনী তাবি'ঈদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর শরীরে শ্বেতী রোগ ছিল, আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তাঁকে আরোগ্য করেন; তবে এক দিরহাম পরিমাণ স্থানে সাদা চিহ্ন থেকে যায়। তিনি মায়ের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর উব্ন খাত্তাবকে বলেছিলেন, তুমি যদি তার সাক্ষাৎ পাও তবে তাকে দিয়ে তোমার জন্য দু'আ করিয়ে নিও। হযরত উমর (রা)-এর সময়ে তাঁকে ঠিক সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে পাওয়া যায়, যার উল্লেখ হাদীসে রয়েছে। উয়ায়স করণী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন সূত্র, শব্দসমূহ ও এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা মুসনাদে উমর ইব্ন খাত্তাবে আমরা করেছি।

আবূ দাঊদ, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... উম্মু ওরাকা বিনত নওফেল থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বদরের যুদ্ধে গমন করেন তখন উম্মে ওরাকা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি আহতদের সেবা করব, হয়তো আল্লাহ্

আমাকে শাহাদত নসীব করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তোমার বাড়িতে থাক। আল্লাহ্ তোমাকে শাহাদত দান করবেন। তখন থেকে তাঁকে 'শহীদা' বলে আখ্যায়িত করা হতো। তিনি কুরআন পাঠে সক্ষম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তিনি তাঁর বাড়িতে একজন মুআয্যিন নিয়োগের অনুমতি চেয়েছিলেন যিনি সেখানে আযান দিবেন। ঐ মহিলার একজন দাস ও একজন দাসী ছিল। তিনি তার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা পাবে বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তারা উভয়ে এক রাত্রে তার নিকট উপস্থিত হলো এবং চাদর দ্বারা তাঁকে চেপে ধরল। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। দাস দাসী উভয়ে পলায়ন করে। সকাল বেলা হযরত উমর (রা) (খবর পেয়ে) লোকদেরকে জানিয়ে দেন, যে এ দু'জনের সন্ধান পাবে অথবা দেখতে পাবে আমার নিকট ধরে নিয়ে আসবে। পরে উভয়কে হযরত উমরের নিকট আনা হয়। তিনি দু'জনকেই শুলে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর করা হয়। এটাই ছিল মদীনার প্রথম শুলিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘটনা। বায়হাকী এ হাদীস আবূ নু'আয়ম উম্মু ওরাকা বিনত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু ওরাকাকে দেখতে যেতেন এবং শাহীদা বলে আখ্যায়িত করতেন। বায়হাকীর বর্ণনা শেষে এ কথা আছে যে, (তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে) হযরত উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলতেন চল আমরা শাহীদাকে দেখে আসি।

বুখারী আবূ ইদরীস খাওলানী সূত্রে আওফ ইব্ন মালিক (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার হাদীস বর্ণনা করেন। ঐ হাদীসের মধ্যে আছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যকার অনেকেই বকরীর গায়ের পশমের ন্যায় অগণিত সংখ্যায় মারা যাবে। দশ দিন ব্যাপী সংঘটিত এ ঘটনা ঘটে হি. আঠার সনে যা আমওয়াসের মহামারী রূপে খ্যাত। শীর্ষস্থানীয় বিপুল সংখ্যক সাহাবী এতে আক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল, আবূ উবায়দা, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান, শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা, আবূ জান্দাল, সাহ্ল ইব্ন আমর ও তদীয় পিতা আমর এবং ফযল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও রয়েছেন।

ইমাম আহমদ ওকী সূত্রে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শন ছয়টি; যথা ঃ আমার মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, ব্যাপক মহামারী যাতে আক্রান্ত হয়ে বকরীর পশমের ন্যায় অগণিত লোক মারা যাবে, এমন অরাজকতা যার ঢেউ মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। একজনকে হাজার দীনার দান করা হলেও সে অসন্তুষ্ট হবে এবং রোমকদের সহিত যুদ্ধ যে যুদ্ধে তাদের আশিটি পতাকা থাকবে, প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে বার হাজার করে সৈন্য।

হাফিয বায়হাকী আবূ যাকারিয়া সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিব্বান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্ন মূসাকে আলোচনা করতে শুনেছি যে, সেতুর যুদ্ধে আমূসায় লোক মহামারীতে আক্রান্ত হয়। তখন আমর ইবৃন আস লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, এটা একটি নোংরা রোগ, তোমরা এখান থেকে সরে পড়। এ সময় শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা) উঠে বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সাথীর বক্তব্য শুনেছি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি ও নামায পড়ি আমর তখন তার পরিবারের উট অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত ছিল। আমি জানাচ্ছি যে, এ মহামারী একটি পরীক্ষা বিশেষ। আল্লাহ্ একে পরীক্ষার

জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ধৈর্যধারণ কর। এরপর মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদের এ উভয় সাথীর কথা শুনলাম। আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে, এ মহামারী তোমাদের উপর আল্লাহ্র এক বিশেষ রহমত এবং তোমাদের নবী (সা)-এর দু'আর ফল। আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা শীঘ্রই সিরিয়ায় পৌঁছে যাবে এবং আমূসা নামক স্থানে উপনীত হবে। তথায় তোমাদের শরীরে গুটির ন্যায় ফোঁড়া উঠবে। এ রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে শাহাদতের মর্যাদা দিবেন এবং তোমাদের অর্থ-সম্পদকে পবিত্র করবেন। তারপর হযরত মু'আয (রা) বলেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন। এ কথা যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনে থাকি তবে মু'আযকে ও মু'আয পরিবারকে আপনি তা পুরাপুরি দান করুন। পক্ষান্তরে যদি আমার শোনায় ভুল হয়ে থাকে, তবে এর থেকে আমাকে মুক্ত রাখুন। হযরত মু'আযের শাহাদাত আঙ্গুলে একটি ফোঁড়া উঠেছিল। সে দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! এতে বরকত দান করুন। কেননা আপনি যদি ক্ষুদ্র জিনিসে বরকত দেন তবে তা বৃহৎ হয়ে যায়। এরপর মু'আযের পুত্র আক্রান্ত হন। তিনি পুত্রের নিকট যান এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ "অর্থাৎ এ সত্য তোমার রবের নিকট থেকেই আগত, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" (২ ঃ ১৪৭)। পুত্র কুরআনের আর এক আয়াত পড়ে উত্তর দিলেন ঃ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ "অর্থাৎ আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন" (৩০ ঃ ১০২)।

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে আ'মাশ (র) সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত উমরের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, বিপর্যয় সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ আছে ? হুযায়ফা (রা) বলেন, আমার স্মরণ আছে। উমর (রা) বললেন, বল দেখি, তুমি তো খুব সাহসী লোক! হুযায়ফা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান ও প্রতিবেশীর মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছেন এবং নামায, দান-সাদকা, সৎ কাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ দ্বারা এসব ফিতনার প্রতিকার হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। হযরত উমর (রা) বললেন, আমি এই ফিতনার কথা জিজ্ঞেস করি নি, বরং সেই সব বিপর্যয়ের কথা বুঝাচ্ছি যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় একের পর এক উঠতে থাকবে। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মাঝে ও সেই সব ফিতনার মাঝে একটি রুদ্ধদ্বার রয়েছে। উমর (রা) বললেন সর্বনাশ! আল্লাহ্ কি সে দ্বার খুলে দিবেন, নাকি তা ভেঙ্গে ফেলা হবে ? আমি বললাম, বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। তিনি বললেন, তা হলে তো তা আর কখনও বন্ধ হবে না। আমি বললাম, জী হাঁ। তারপর আমরা হুযায়ফাকে জিজ্ঞেস করলাম। হযরত উমর কি বুঝতে পেরেছেন। দরজা দ্বারা কাকে বুঝান হয়েছে ? তিনি বললেন হাঁ। আমি তো তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা অমূলক নয়। হাদীসের বর্ণনাকারী শাকীক বলেন, আমরা হুযায়ফাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে শংকিত হচ্ছিলাম যে, সেই দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে। তাই মাসরূককে বললাম যে, আপনিই কথাটি জিজ্ঞেস করুন। মাসরূক জিজ্ঞেস করলে হুযায়ফা (রা) জানালেন যে, দরজাটি হচ্ছেন স্বয়ং হযরত উমর। সুতরাং উমর (রা)-এর শাহাদতের পর

থেকেই জনগণের মধ্যে অরাজকতা ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং হযরত উছমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে বিশৃংখলা আরও শক্তি অর্জন করে।

ইয়া'লা ইব্ন উবায়দ আ'মাশ সূত্রে উরওয়া ইব্ন কায়স থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ভাষণ দানকালে বলেছিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) আমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। যখন আমি বাওয়ানিয়া বাছনিয়া ও আসলে উপস্থিত হই তখন তিনি আমার স্থলে অন্য লোককে নিযুক্তি দিয়ে আমাকে ভারতবর্ষে পাঠাতে মনস্থ করেন। এ সময় এক ব্যক্তি উঠে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! অপেক্ষা করুন, ফিতনা দেখা দিয়েছে। এরপর খালিদ মন্তব্য করেন যে, ইব্ন খাত্তাব যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন নয়। বরং তাঁর মৃত্যুর পরে তার প্রকাশ ঘটবে।

ইমাম আহমদ ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন উমরের পরিধানে একটি কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমার এ কাপড়টি কি নতুন না ধৌত করা ? জবাবে উমর (রা) বললেন, ধৌত করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পরিধান করবে নতুন, জীবন-যাপন করবে নির্মল এবং মারা যাবে শহীদ হয়ে। বর্ণনাকারীর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথাও বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে ইহকালে ও পরকালে শান্তিময় জীবন দান করুন। নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাও আবদুর রাজ্জাক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর নাসাঈ বলেছেন এ হাদীসটি মুনকার। ইয়াহ্ইয়া আল কাত্তান একে রাবী আবদুর রাজ্জাকের সমালোচনা করেছেন এবং যুহরী থেকে অন্য সূত্রে এটি মুরসালভাবে বর্ণিত আছে। হামযা ইব্ন মুহাম্মদ আল-কিনানী বলেছেন, যুহরীর থেকে মা'মার ব্যতীত আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে মনে করি না। আমি বলি এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ এবং তাঁদের পারস্পরিক সাক্ষাত (সনদ ও ইত্তিসাল) বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী পূর্ণ আছে। বুখারী ও মুসলিম বলেছেন যে, মা'মার যুহরীর থেকে এ হাদীস ব্যতীত আরও হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া বায্যার এ হাদীসটি জাবির আল-জু'ফী (বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি যয়ীফ) সূত্রে তিনি আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত থেকে তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে যে ভবিষ্যতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কারণ, উমর (রা) মসজিদে নববীতে মিহ্রাবের মধ্যে ফজরের নামায পড়া অবস্থায় শহীদ হন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকর, উমর ও উছমান (রা)-এর হাতে করে তাসবীহ পাঠ করলে নবী করীম (সা) বলেছিলেন, এ হচ্ছে নবুওতী পদ্ধতিতে খিলাফত চলার প্রতি ইঙ্গিত।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক সূত্রে সাফীনা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনার মসজিদ নির্মাণ করেন, তখন আবূ বকর (রা) একটি পাথর নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করেন। তারপর উমর (রা) একটি পাথর আনেন। নবী করীম (সা) সে পাথরটিও বসিয়ে দেন। এরপর উছমান (রা) আর একটি পাথর আনে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটিও কাজে লাগান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এরা আমার পরে খলীফা হবেন।

ইতিপূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওয়ালার হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে বলেছেন। তিনটি ঘটনা থেকে যে রক্ষা পাবে সে নিরাপদে থাকবে ১. আমার ওফাত, ২. প্রতাপশালী খলীফার হত্যা এবং ৩. দাজ্জাল। ইব্ন হাওয়ালার অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সময়ে সকল তৎপরতা উছমান (রা)-কে কেন্দ্র করেই হতে থাকবে।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব সূত্রে আবূ মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার বাড়িতে উযূ করি। তারপর বের হয়ে পড়ি ও মনস্থ করি যে, আজকের দিনটি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাটাব। সুতরাং আমি মসজিদে গেলাম এবং নবী করীম (সা) কোথায় আছেন তা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তারা জানাল তিনি বেরিয়ে গেছেন এবং এই দিকে গেছেন। আমি সে দিকে চললাম। যেতে যেতে বি'রে আরীসে[১] গিয়ে পৌঁছলাম। আরীসের ফটক ছিল খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তৈরি। ফটকের নিকটে আমি দাঁড়ালাম। জানলাম যে নবী করীম (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর বসে আছেন। আমি সেখানে গিয়ে নবী করীম (সা)-কে সালাম জানালাম। তিনি আরীস কুয়োর পাড়ে বসে পা দুটি ঝুলিয়ে দিয়েছেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় তুলে ধরেছেন। তারপর আমি গেটের দিকে গেলাম এবং মনে মনে ভাবলাম আজ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাহারায় থাকব। অল্পক্ষণ পরেই দরজায় শব্দ হল। বললাম কে ? উত্তর এলো, আবূ বকর। বললাম, অপেক্ষা করুন! অতপর রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর এসেছেন, তিনি অনুমতি প্রার্থী। তিনি বললেন, আসতে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি তাড়াতাড়ি চলে আসলাম এবং আবূ বকরকে বললাম প্রবেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আবূ বকর ভিতরে প্রবেশ করে কূপের পাড়ে রাসূলের ডান পাশে বসলেন। তিনিও পা ঝুলিয়ে দিলেন এবং হাঁটুর নিচের অংশের কাপড় সরিয়ে নিলেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছিলেন।

আবূ মূসা বলেন, এরপর আমি দরজার কাছে চলে আসি। আমি আমার এক ভাইকে উযূ অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম। আসার সময় সে বলেছিল; আমি তোমার পিছে পিছে আসছি। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ্ যদি তার কল্যাণ চান তবে পৌঁছে যাবে। হঠাৎ দরজায় শব্দ হলো। জিজ্ঞেস করলাম কে ? উত্তর এলো উমর। বললাম, অপেক্ষা করুন! এ বলে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে সালাম দিলাম ও সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন, আসতে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাও। আমি এসে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলাম ও বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়েছেন। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূল (সা)-এর বামে বসে কূপে পা ঝুলিয়ে দেন ও হাঁটুর নিম্ন ভাগের কাপড় গুটিয়ে নেয়। যেমন নবী (সা) ও আবূ বকর করেছিলেন। আবূ মূসা বলেন, আমি দরজায় ফিরে এলাম এবং মনে মনে ভাবলাম আল্লাহ্ যদি আমার ভাইয়ের কল্যাণ চান তবে সময় তাকে এখানে এনে দেবেন। পুনরায় গেটে শব্দ হলো। জিজ্ঞেস করলাম কে ? উত্তর এলো উছমান ইব্ন আফ্ফান! বললাম অপেক্ষা করুন! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিলাম যে উছমান এসেছেন, প্রবেশের অনুমতি চান। তিনি বললেন ঃ আসতে দাও এবং অনেক পরীক্ষা উত্তরণের মাধ্যমে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। আমি এসে বললাম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)

১. 'আরীস' মদীনার একটি বিখ্যাত উদ্যানের নাম। ঐ উদ্যানে অবস্থিত কূপকে বলা হয় 'বি'রে আরীস'।

আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়েছেন। তবে আপনার উপর বহু বিপদ পরীক্ষা আপতিত হবে। তিনি আল্লাহ্ সহায় (وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ) বলতে বলতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কূপের যে পাড়ে বসেছেন সে পাশে জায়গা পেলেন না। তাই কূপের বিপরীত পাড়ে বসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর ও উমরের ন্যায় পা ঝুলিয়ে ও হাঁটুর নিচের কাপড় গুটিয়ে বসলেন। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব বলেন, আমি এর দ্বারা এ ব্যাখ্যা নিলাম যে তিন জনের কবর এক স্থানে হবে এবং উসমানের কবর ভিন্ন স্থানে হবে।

বায়হাকী আবদুল আ'লা সূত্রে যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। যায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার আমাকে কোন কাজে পাঠায়, বলে দেন যে, তুমি আবূ বকরের কাছে যাও, তাঁকে ঘরের মধ্যে হাঁটুতে কাপড় জড়িয়ে বসা অবস্থায় পাবে। তাঁকে বল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তারপর উমরের সাথে সাক্ষাৎ কর। তাকে তুমি ছানিয়ায় গাধার পিঠে সওয়ার অবস্থায় পাবে। দেখবে যে গাধাটির কপালের চুল উজ্জ্বল চকচক করছে। তাঁকে আমার সালাম বলবে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিবে। তারপর উসমানের নিকট যাবে তাঁকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত পাবে। তাঁকেও আমার সালাম দেবে এবং কঠিন পরীক্ষার পরে জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ জানাবে। এরপর রাবী তাদের নিকট যায়দের গমনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়ার কথা বলেছিলেন যায়দ তাঁকে সেখানে সে অবস্থায়ই পান। তাঁরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় আছেন ? যায়দ বলেছিলেন, অমুক স্থানে আছেন। সাথে সাথে তিনি সে স্থানে চলে যান। উছমান যখন আগমন করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কী রকম পরীক্ষা আমার উপর আসবে ? সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমি কখনও (আপনার ডাকে) অনুপস্থিত থাকিনি। কোন কিছুর আশা আকাঙ্ক্ষা করি নি। যেদিন আপনার হাতে হাত রেখে বায়'আত হয়েছি সেদিন থেকে আমি আমার ডান হাত দ্বারা কখনও লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি। তাই কোন্ জাতীয় পরীক্ষা আমার উপর আসবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যা আসার তাই আসবে। বায়হাকী বলেন, আবদুল আ'লা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল (যয়ীফ)। যদি তিনি এ হাদীস কণ্ঠস্থ রেখে থাকেন তবে হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন আরকামকে তাঁদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আর আবূ মূসা আশ'আরী (রা) দরজায় বসা ছিলেন। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হযরত উসমানের উপর উক্ত বিপদ তাঁর অলক্ষ্যে আকস্মিকভাবে বিদ্রোহী প্রজাদের পক্ষ থেকে নিপতিত হয়। তারা তাঁর বাড়ি অবরোধ করে, তাঁর উপর অত্যাচার চালায় এবং তাঁকে শহীদ করে তাঁর লাশ পথের উপর ফেলে রাখে। এভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হয় জানাযাও পড়া হয় নি। কেউ তাঁর লাশের কাছে ঘেঁষতেও পারে নি। বেশ কিছু দিন পরে তাঁকে গোসল দিয়ে জানাযার নামায আদায়ের পর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যাবার পথে কাওকাব নামক উদ্যানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন! এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হযরত উসমানের খিলাফতকালের অধ্যায়ে করা হবে।

ইমাম আহমদ হযরত উসমানের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাহল সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আইশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন আমার এক সাহাবীর জন্য

দু'আ কর। আইশা বলেন, কে আবূ বকর ? বললেন, না। আমি বললাম, তবে উমর ? বললেন, না। আমি বললাম, আপনার ভাইপো আলী ? বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি উছমান ? বললেন, হাঁ। এরপর উছমান যখন পৌঁছলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন। তুমি সরে যাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কানে কানে তাঁকে কিছু বলতে থাকেন এবং উসমানের চেহারা বিবর্ণ হতে থাকে। আবূ সাহ্ল বলেন, যে দিন তিনি গৃহবন্দী হন সেদিন আমরা বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি (এদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করবেন না? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমি সে ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করতে চাই। আহমদ ওকী' সূত্রেও এ হাদীসটি আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাজাও এ হাদীসটি ওকী' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ তার গ্রন্থ 'আল-ফিতান ওয়াল মালাহিমে' আত্তাব ইব্ন বশীর সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আইশা বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। দেখি উছমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উপবিষ্ট। নির্জনে চুপচাপে আলাপ করছেন। আমি সে আলোচনার কিছুই বুঝলাম না। কেবল উসমানের একটি কথাই শুনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুল্ম ও শত্রুতামূলক ? আমি এ কথার তাৎপর্য বুঝি নি। যখন উছমান শহীদ হলেন তখন বুঝলাম যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) (সেদিন) তাঁর হত্যার কথাই বলছিলেন। আইশা (রা) বলেন, আমি পছন্দ করতাম না যে আমার কাছে না পৌঁছে কোন বিপদ উসমানের কাছে পৌঁছুক। আল্লাহ্ জানেন, আমি এরূপ পছন্দ করতাম না। যদি আমি তাঁর হত্যা পছন্দ করতাম তবে অবশ্যই আমি নিজেও যুদ্ধ করতাম। এ কথার ইঙ্গিত হলো সেই ঘটনার প্রতি যখন আইশার হাওদাজে তীর নিক্ষেপ করা হয় এবং এতে হাওদাজ নষ্ট হয়ে যায়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী ইসমাঈল সূত্রে হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালককে হত্যা করবে এবং নিজেরা পরস্পর তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের এ কর্তৃত্ব তোমাদের মধ্যে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে না যাবে।

বায়হাকী আবুল হুসায়ন সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে বারজন খলীফা হবেন; আবূ বকর সিদ্দীক আমার পরে বেশি দিন থাকবেন না। তার পরবর্তী আরবের কর্তৃত্বের অধিকারী (অর্থাৎ আরবের গৌরব) সাফল্যময় জীবন কাটাবেন এবং শহীদরূপে ইনতিকাল করবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কে ? তিনি বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমানের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, লোকে তোমার জামা খুলে ফেলার জন্য বলবে (অর্থাৎ পদত্যাগের দাবি করবে) যা আল্লাহ্ তোমাকে পরাবেন। যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! তুমি যদি তা খুলে ফেল, তবে তোমার জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব, যেমন অসম্ভব সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ করা।

তারপর বায়হাকী মূসা ইব্ন উক্বা সূত্রে বর্ণনা করেন। মূসা ইব্ন উক্বা বলেন, আমার নানা আবূ হাবীবা আমাকে শুনিয়েছেন যে, হযরত উছমান যখন গৃহবন্দী তখন আমি সে ঘরে প্রবেশ করি। শুনলাম আবূ হুরায়রা (রা) কিছু কথা বলার জন্য খলীফার নিকট অনুমতি প্রার্থনা

করছেন। খলীফা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি উঠে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আমি শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার পরে তোমরা ফিত্‌না ও মতবিরোধ দেখতে পারবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তখন কার পক্ষে থাকব ? অথবা সে ব্যক্তি আমাদেরকে তখন কী করতে বলেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা তখন আমীন ও তার সাথীদের পক্ষে থাকবে। এ আমীন বলতে তিনি উসমানের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। ইমাম আহমদও এ হাদীস আফ্‌ফান সূত্রে মূসা ইব্‌ন উকবা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাওয়ালা সূত্রে এ বক্তব্যের দু'টি হাদীস পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ আবদুর রহমান সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, ইসলামের চাকা ৩৫ অথবা ৩৬ অথবা ৩৭ বছর পর্যন্ত সচল থাকবে। যখন তারা শেষ হয়ে যাবে তখন সে সব মৃতদের অনুসৃত পথে তোমরা চলতে থাকবে। আর তাদের দীন তাদের জন্য টিকলে সত্তর বছর টিকবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। এ সময়টা কি অতীতের বছরগুলিসহ গণনা হবে নাকি আগামী সময় থেকে ? আবূ দাউদ এ হাদীস মুহাম্মদ সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ ইসহাক সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইসলামের চাকা ৩৫, ৩৬ অথবা ৩৭ বছর পর স্থানচ্যুত হবে। সে চাকা স্থানচ্যুত হওয়ার পর মৃতদের পথ অনুসরণ করবে। তাদের দীন যদি টিকেও তবে সত্তর বছর টিকবে। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অতীতের দিনসহ নাকি আগত দিন থেকে ? তিনি বললেন, অনাগত দিন থেকে। ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ইসরাঈল সূত্রে মানসূর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেন, মানসূর থেকে ইসরাঈলের ন্যায় আমাশ ও সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মানসূর বলেন, আমি জেনেছি এ কথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে পরবর্তীকালে ঘটিতব্য ফিতনার প্রতি। তার মধ্যে ৩৫ হি. সালে উছমান (রা)-এর হত্যা এবং হযরত আলী (রা)-এর শাসনকালে উদ্ভূত বিভিন্ন ফিতনা। আর সত্তর সংখ্যা দ্বারা বনূ উমাইয়াদের রাজত্বকালকে বুঝান হয়েছে। কেননা, খোরাসানের বিদ্রোহ উমাইয়া শাসকদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সত্তর বছর তাদের রাজত্ব বহাল ছিল। আমি বলি এসব যুদ্ধ বিগ্রহ সিফ্‌ফীনে এসে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এ সময়ে আলী (রা) খারিজীদেরকে দমন করেন। এ সংক্রান্ত এবং খারিজীদের পরিচয় ও তাদের মধ্যকার এক ত্রুটিপূর্ণ দেহধারী লোকের বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ যর (রা)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম আহমদ ইসহাক ইব্‌ন ঈসা ...... আশতার সূত্রে আবূ যার (রা)-এর স্ত্রী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ যারের মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় তখন আমি রোদন করি। আবূ যার জিজ্ঞেস করলেন, (স্ত্রী) তুমি কাঁদছো কেন ? আমি বললাম ঃ কেন আমি কাঁদবো না, এই জনশূন্য প্রান্তরে আপনি একাকী মারা যাচ্ছেন দাফন করার মত কোন লোক এখানে নেই। এ ছাড়া আমার নিকট এমন কোন কাপড় নেই যা দ্বারা আপনার কাফনের ব্যবস্থা করতে পারি। আবূ যার বলেন, তুমি কেঁদ না বরং সুসংবাদ নাও! কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে

—৪০

শুনেছি। তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি জনশূন্য নির্জন প্রান্তরে মারা যাবে। তখন তাঁর নিকট মু'মিনদের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের কেউ-ই জীবিত নেই। কেউ গ্রামে বাড়িতে মারা গেছেন, কেউ যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন। বর্তমানে আমি একাই বেঁচে আছি। সুতরাং আমিই নির্জন প্রান্তরে মৃত্যুবরণকারী সেই ব্যক্তি। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা কথা বলেন নি, আর আমিও মিথ্যা বলছি না। বায়হাকী এ হাদীস আলী ইব্ন মাদানী সূত্রে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, হযরত আবূ যার (রা) হি. ৩২ সনে হযরত উসমানের খিলাফতকালে 'রাবাযা' প্রান্তরে ইনতিকাল করেন। কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে আবূ যরের জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযা শেষ মদীনায় ফিরে আসলে দশ দিন পরে ইব্ন মাসঊদও ইনতিকাল করেন।

আরেকটি হাদীস ঃ আবুদ দারদা সম্পর্কে

বায়হাকী হাকিম সূত্রে আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি শুনতে পেলাম আপনি নাকি বলেছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে একদল লোক ঈমান আনার পর মুরতাদ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, হাঁ, তবে তুমি তাদের মধ্যে নও। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ আল-আশ'আরী বলেন, আবুদ দারদা হযরত উসমানের শাহাদাতের পূর্বেই ইনতিকাল করেন।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সাফওয়ান সূত্রে আবুদ দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত হবো এবং তোমাদের অপেক্ষায় থাকবো। তোমাদের কারও কারও ব্যাপারে আমি বিতণ্ডা করবো। আমি দাবি করবো যে, এ আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হবে, আপনি কি জানেন আপনার পরে এরা দীনের মধ্যে কি নতুন সংযোজন করেছিল ? আবুদ দারদা বলেন, আমি শংকিত হয়ে পড়লাম না জানি আমি যদি এই দলের অন্তর্ভুক্ত হই। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে নও। বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা উসমানের হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য ফিত্না উদ্ভবের আগেই ইনতিকাল করেন। বায়হাকী বলেন, আবুদ দারদা এ হাদীস উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম সূত্রে "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও" পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আমি বলি, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয বলেছেন, হযরত উসমানের খিলাফত শেষ হওয়ার দু বছর পূর্বে আবুদ দারদা ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী ও আবূ উবায়দ প্রভৃতির মতে আবুদ দারদা হি. ৩২ সনে ইনতিকাল করেন।

যরত উছমানের খিলাফতের শেষ দিকে এবং হযরত আলীর খিলাফতকালে সংঘটিত ফিত্নাসমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারী ও মুসলিমে উরওয়া সূত্রে উসামা ইব্ন যায়দ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মদীনার কোন এক টিলার উপর উঠে বলেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাও? আমি তোমাদের ঘর-বাড়িসমূহে ফিত্নার উদ্ভব দেখছি যেভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

ইমাম আহমদ ও মুসলিম আবূ ইদরীস খাওলানী সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেন। হুযায়ফা বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার ও কিয়ামত দিবসের মাঝে যে সব ফিত্নার

উদ্ভব হবে, সেসব বিষয়ে আমি অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। এর কারণ হলো,রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এসব বিষয়ে একান্তভাবে জানিয়ে গেছেন, যা অন্য কাউকে জানাননি। এক মজলিসে আমি বসা ছিলাম, সেখানে তাঁকে ফিত্না সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একে একে সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন। তার মধ্যে এমন তিনটি ফিত্না আছে যা কাউকে বাদ দেবে না। তার মধ্যে আরও কতিপয় ফিত্না যা গ্রীষ্মকালীন বায়ুর ন্যায়– কিছু আছে ক্ষুদ্র কিছু আছে বড়। হুযায়ফা বলেন, সেই মজলিসের সবাই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, একমাত্র আমি ছাড়া (এটি আহমদের ভাষ্য)।

বায়হাকী বলেন, হুযায়ফা (রা) প্রথম ফিত্না অর্থাৎ হযরত উছমান হত্যার পরে ইনতিকাল করেন। কারও মতে, হযরত আলীর সময়ে সংঘটিত ফিত্নাদ্বয়ের পরে তিনি ইনতিকাল করেছেন। আমার মতে আল-আজালীও একাধিক ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের চল্লিশ দিন পরে তিনি ইনতিকাল করেন। হুযায়ফা (রা) বলেছিলেন ঃ

لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الامة لبنا ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الامة دمًا -

অর্থাৎ উসমানের হত্যা যদি সঠিক হত তবে উম্মত তার থেকে দুধ দোহন করত! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁর হত্যা ছিল ভ্রান্ত, তাই উম্মত তার দ্বারা রক্ত দোহন করেছে। তিনি আরও বলেছেন, তোমরা উসমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ তা যদি কোন লোকের অপসারণের কারণ হয় তবে সে ব্যক্তিই অপসারণের অধিক যোগ্য।

ইমাম আহমদ সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী উম্মু হাবীবা সূত্রে নবী সহধর্মিণী যয়নব বিন্ত জাহাশের বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) ঘুম থেকে জাগ্রত হন, তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। তিনি মুখে উচ্চারণ করেন لَا الٰهَ। لَا اِلٰهَ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই আসন্ন মুসীবতের কারণে আরববাসীদের অকল্যাণ সুনিশ্চিত। আজকের দিনের ইয়াজুয ও মাজুযের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়েছে— এ বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীর অগ্রভাগ মিলিয়ে গোল করে দেখালেন। যয়নব বিন্ত জাহাশ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে বহু পুণ্যবান লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন হাঁ, যখন অন্যায়ের প্রসার ঘটবে। এ হাদীস মুসলিম, তিরমিযী ও বুখারী আপন আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ব্যতীত অন্য সবাই সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না সূত্রে এবং বুখারী মালিক ইব্ন ইসমাঈল প্রভৃতি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদে দু'জন তাবিঈ চারজন মহিলা সাহাবী তন্মধ্যে দু'জন কন্যা ও দু'জন স্ত্রী রয়েছেন। এটি একটি বিরল ব্যাপার। এ হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম বুখারী, যুহরী সূত্রে হিন্দ বিন্ত হারিছ থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ কত ধন-দৌলত নাযিল করেছেন ? আর কতই না ফিত্না নাযিল করেছেন। তিরমিযী এ হাদীস মা'মার ও যুহরী সূত্রে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন, যে এ হাদীসখানা হাসান সহীহ্।

আবূ দাউদ তায়ালিসী সালত ইব্ন দীনার সূত্রে উকবা ও আবূ রাজা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা হযরত যুবায়রকে এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

অর্থাৎ "তোমরা এমন ফিত্নাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যে যারা জুলমের পথ অবলম্বন করেছে কেবল তাদের উপরেই পতিত হবে না"।

যুবায়র বলেন, আমি দীর্ঘ দিন থেকে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছি কিন্তু বুঝতে পারি নি এরা কারা, এখন দেখি আমাদের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। এ সনদ যয়ীফ, তবে অন্য সূত্রে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এ আয়াত খানা যখন নাযিল হয় তখন রাসূলের অনুসারী আমরা বহু লোক। তাই আমরা বলতাম এ কিসের ফিত্না ? যখন তা বাস্তবে পরিণত হল তখন আমরা উপলব্ধিও করিনি যে, এখনই সে ফিত্না আসবে। নাসাঈ এ হাদীস জারীর ইব্ন হাযিম থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়াম উষ্ট্রের যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে ওয়াদী সিবা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। যথাস্থানে এ আলোচনা আসবে।

আবূ দাউদ সাজিস্তানী সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি ফিত্নার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ফিত্না যদি আমাদেরকে পেয়ে বসে তবে তো আমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কখনও নয়, শাহাদতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সাঈদ বলেন, পরে আমি আমার ভাইদেরকে শহীদ হতে দেখেছি। এটা আবূ দাউদের একক বর্ণনা।

আবূ দাউদ সাজিস্তানী হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হুযায়ফা বলেন, আমাদের মধ্যে যখনই কেউ ফিত্নায় জড়িয়ে পড়তো, আমি তার উপর আশংকাবোধ করতাম। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্ন সালামার উপর এ আশংকা ছিল না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলতেন, ফিত্না তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এটা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস।

আবূ দাউদ তায়ালিসী হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, আমি এমন একজন লোকের সন্ধান জানি ফিত্না যার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরে একবার আমি মদীনায় এসে দেখি একটি তাঁবু লাগানো রয়েছে এবং মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা আনসারী সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন যে, আমি তাদের কোন শহরেই স্থায়ীভাবে থাকব না, যতক্ষণ না মুসলমানদের দল এ ফিত্না থেকে মুক্ত হয়। বায়হাকী বলেন, এ হাদীস আবূ দাউদ সাজিসতানী আমর ইব্ন মারযূক সূত্রে শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ মুসাদ্দাদ ..... হুযায়ফা সূত্রে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (তারিখে কবীর) মন্তব্য করেছেন যে, এ সূত্রটা আমার নিকট উত্তম।

ইমাম আহমদ ইয়াযীদ .... আবূ বুরদার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার রাবাযা (প্রান্তরে) পৌঁছলাম। সেখানে একটি তাঁবুর ঘর দেখতে পেলাম। জানতে চাইলাম, এ টি কার ? জানান হল এটি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার। আমি অনুমতি চেয়ে তাঁর কাছে গেলাম। বললাম, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, এই গোলযোগের মুহূর্তে আপনি ঘরে বসে আছেন। তার চেয়ে জনগণের মাঝে গিয়ে যদি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং ফিত্না সৃষ্টি করতে নিষেধ করতেন তবে কতই না ভাল হত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অচিরেই ফিত্না দলাদলি ও মতবিরোধ ছড়িয়ে পড়বে। তখন তুমি তোমার তরবারী নিয়ে এসে উহুদ পাহাড়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলবে। তীর খণ্ড-বিখণ্ড করে দিবে, ধনুকের

ছিলা ছিড়ে ফেলবে এবং ঘরের মধ্যে বসে থাকবে যতক্ষণ না কোন অত্যাচারী হাত তোমার উপর পতিত হয় অথবা আল্লাহ্ তোমাকে মুক্তি দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছিলেন এখন তাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সুতরাং আমিও তাই করেছি যা করতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁবুর খুটিতে ঝুলন্ত একটি তরবারি নামালেন। তরবারিটি কোষ মুক্ত করার পর দেখা গেল সেটা কাঠের নির্মিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত এরূপ করেছি, এ দিয়ে আমি লোককে ভয় দেখাই। এটি আহমদের একক বর্ণনা। বায়হাকী হাকীম .... মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিপথগামী লোকেরা যখন মতবিরোধ সৃষ্টি করবে তখন আমি কি ভূমিকা গ্রহণ করবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তলোয়ার নিয়ে কঙ্করময় প্রান্তরে চলে যেও, সেখানে তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে দিবে। তারপরে বাড়ি ফিরে ঘরে বসে থাক। যতক্ষণ না মৃত্যুর ফয়সালা অথবা কোন পাপিষ্ঠ হাত তোমার উপর পতিত হয়।

ইমাম আহমদ, আবদুস সামাদ ..... আবুল আশ'আছ সান'আনী সূত্রে বর্ণনা করেন। আবুল আশ'আছ বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া আমাকে (আবদুল্লাহ্) ইব্ন যুবায়রের নিকট পাঠান। মদীনায় পৌঁছে আমি অমুক লোকের বাড়ি যাই। তিনি গিয়ে বলেন, মানুষ যা করার তা করেছে। এখন আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, আমাকে আমার অন্তরঙ্গ আবুল কাসিম (সা) উপদেশ দিয়েছেন, যদি এ জাতীয় ফিত্না তুমি প্রত্যক্ষ কর তবে তোমার তরবারি উহুদ পাহাড়ে ভেঙ্গে ফেলবে এবং বাড়িতে বসে থাকবে। যদি কেউ তোমার নিকট বাড়ি গিয়ে উঠে তবে প্রতারকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। আর যদি কোন প্রতারক তোমার উপর আক্রমণ চালায় তবে উপুড় হয়ে বসে থাক এবং তাকে বল, আমার পাপ ও তোমার পাপ নিয়ে বিদায় হও এবং জাহান্নামের বাসিন্দা হও জালিমদের এটাই পরিণাম। তাই আমি আমার তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলে ঘরে অবস্থান নিয়েছি। ইমাম আহমদের সঙ্কলিত মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার মুসনাদে এ হাদীস উপরোক্তভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁর নামের ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা নন বরং অন্য কোন সাহাবী। কারণ, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হিজরী সনের মধ্যে ইনতিকাল করেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই; কেউ বলেছেন ৪২ সনে কারও মতে ৪৩ সনে আর কারও মতে ৪৭ সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। সুতরাং তিনি ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়া ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের কালে জীবিত ছিলেন না। এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, তিনি অন্য কোন সাহাবী যার অবস্থার সাথে মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ ফিত্না ও যুদ্ধ (فتن وملاحم) সংক্রান্ত অধ্যায়ে আবূ আমর সুলামী সূত্রে উহ্বানের কন্যা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী উহ্বানের নিকট এসে বলেন, কি কারণে তুমি আমাদের দলে আসছ না ? তখন উহ্বান বলেন, আমার পরম বন্ধু আপনার চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, অতি শীঘ্রই বিচ্ছিন্নতা গোলযোগ ও মতবিরোধ দেখা দিবে। যখন এ অবস্থা আসবে তখন তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলে ঘরে বসে থাকবে এবং একটি কাঠের তলোয়ার বানিয়ে নিবে। আহমদ এ হাদীসখানা আফ্ফান, আসওয়াদ ও মু'মিল সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মু'মিলের বর্ণনায় কথাটি অতিরিক্ত আছে যে, ... এবং একটি কাঠের তলোয়ার বানিয়ে তুমি ঘরে বসে থাক

যতক্ষণ না তোমার উপর কোন পাপিষ্ঠের হাত বা ফয়সালাকারী মৃত্যু না আসে। আহমদ ও তিরমিযী এবং ইব্‌ন মাজা এ হাদীস খানা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দ আদ্-দায়লী সূত্রে আদীসা বিন্‌ত উহ্‌বানের মাধ্যমে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি আমার জানা নেই; তবে অন্য সূত্রে হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম বুখারী আবদুল আযীয সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অতি শীঘ্রই ফিত্‌নার উদ্ভব হবে। তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলাচলকারী অপেক্ষা উত্তম এবং চলাচলকারী দৌঁড়ান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। যে সে ফিত্‌নার দিকে উঁকি দিয়ে তাকাবে সে তাতে জড়িয়ে পড়বে। কেউ যদি আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ জায়গার সন্ধান পায় তবে সেখানে তার আশ্রয় লওয়া উচিত। ইব্‌ন শিহাব সূত্রে আবূ হুরায়রার এ হাদীসটি নওফল ইব্‌ন মুয়াবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও বুখারীর ন্যায় এ হাদীস আবূ হুরায়রা থেকে ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ সূত্রে এবং নওফল ইব্‌ন মু'আবিয়ার হাদীস বুখারীর সনদ ও শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, শীঘ্রই সম্পদের অগ্রাধিকার (স্বজনপ্রীতি) ও এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে। লোকজন জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ সময় আমাদেরকে কী করতে নির্দেশ দেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের উপর (রাষ্ট্রের) যা প্রাপ্ত তা তোমরা প্রদান করবে আর তোমাদের যা প্রাপ্য তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করবে। ইমাম মুসলিম এ হাদীস আ'মাশ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রাওহ ..... আবূ বাকরা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, অতি শীঘ্রই ফিত্‌না দেখা দিবে। কিছু দিনের মধ্যে সে ফিত্‌না আরও তীব্র হয়ে উঠবে। মনে রেখ, ঐ ফিত্‌নার দিকে দৌঁড়ে যাওয়া ব্যক্তি অপেক্ষা হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম হবে; উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে; মনে রেখ, ঐ সময় শুয়ে থাকা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি নিরাপদ হবে। সাবধান, সেই ফিত্‌না যখন আসবে তখন যার বকরী আছে সে যেন বকরী নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সাবধান! যার ভূমি আছে সে যেন ভূমির কাজে লিপ্ত থাকে। সাবধান, যার উট আছে, সে যেন উট নিয়ে তৎপর থাকে। এক ব্যক্তি উঠে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে আল্লাহ্ আপনার উপর কুরবান করুন। যে লোকের বকরী ভূমি ও উট নেই সে কী করবে ? তিনি বললেন, সে তার তরবারি নিয়ে কোন এক বৃহৎ ও শক্ত পাথরের কাছে যাবে এবং তার উপর রেখে অন্য পাথর দ্বারা আঘাত করে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তারপরে সে মুক্তির পথ খুঁজবে যদি সে সক্ষম হয়। হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি। এ সময় আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আল্লাহ্ আপনার জন্য কুরবান করুন। তখন যদি কেউ আমাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে দু'দলের কোন দলে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং কেউ তরবারির আঘাত করে আমাকে হত্যা করে তবে আমার কী অবস্থা হবে ? তিনি বললেন, সে তোমার পাপ ও তার নিজের পাপ নিয়ে জাহান্নামে যাবে। ইমাম মুসলিমও অনুরূপ হাদীস উছমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অনাগত ফিত্‌না সম্পর্কে এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। অসংখ্য হাদীস এ বিষয়ে বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ ..... ইয়াহ্ইয়া সূত্রে কায়স থেকে বর্ণনা করেন। কায়স বলেন, হযরত আইশা (রা) উষ্ট্রের যুদ্ধে গমনকালে রাত্রিবেলা যখন বনূ আমিরের কূয়োর নিকট পৌঁছেন। তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন কূয়ো ? সাথীরা জানাল এটা হাওআব কূয়ো। তখন তিনি বললেন, আমি ফিরে যেতে চাই। তাঁর এক সাথী তখন বললেন, বরং সম্মুখে অগ্রসর হোন, মুসলমানগণ আপনাকে পেলে হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে সমঝোতায় এনে দিতে পারেন। হযরত আইশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা আমাদেরকে বলেছিলেন। তোমাদের মধ্যে একজনের প্রতি যখন হাওআবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে, তখন কী অবস্থা হবে ? আবূ নু'আয়ম যুদ্ধ-বিগ্রহের অধ্যায়ে এ হাদীস ইয়াযীদ ইব্ন হারূন সূত্রে কায়স থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ এ হাদীসটি গুনদুর সূত্রে ও কায়স ইব্ন আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেন, যে আইশা (রা) যখন 'হাওআব-এ উপস্থিত হন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পান। তিনি বললেন, আমি ফিরে যাওয়া ভাল মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে একজনের প্রতি হাওআবের কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে। হযরত যুবায়র আইশা (রা)-কে বললেন, আপনি ফিরে যাবেন ? হতে পারে আপনার দ্বারা আল্লাহ্ এ লোকদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে দিবেন। বুখারী ও মুসলিমের শর্তে এ হাদীস উত্তীর্ণ; যদিও তাঁরা তা উদ্ধৃত করেননি।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার মুহাম্মদ ইব্ন উছমান ..... ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন, হায় আফসোস! তোমাদের মধ্যে কেউ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উটে আরোহণ করে সফর করবে। হাওআব পর্যন্ত পৌছলে সেখানকার কুকুরগুলো তার প্রতি ঘেউ ঘেউ করবে। তার ডানে ও বামে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হবে। বায্যার বলেন, এ সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে ইব্ন আব্বাস থেকে এ হাদীসটি আমার জানা নেই।

তাবারনী, ইবরাহীম ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলীর বাহিনী যখন বসরার দিকে গমন করে তখন পথে তাঁরা জানতে পান যে, বসরাবাসীগণ তালহা ও যুবায়রের পক্ষ সমর্থন করেছে। এ সংবাদে তাদের অন্তর শংকিত হয়ে পড়লে হযরত 'আলী বলেন, আল্লাহ্র কসম, তিনি বসরাবাসীদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং তালহা ও যুবায়রকে হত্যা করবেন। কূফা থেকে ছয় হাজার পাঁচশ' পঞ্চাশ বা পাঁচ হাজার পাঁচশ' পঞ্চাশ জন সৈন্য এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে। ইব্ন আব্বাস বলেন, হযরত আলীর এ কথাটি আমার অন্তরে গেড়ে বসলো। আলী যখন কূফায় উপস্থিত হন, আমি তখন ভাবলাম, বিষয়টি যাঁচাই করবো; যদি আলীর কথা অনুযায়ী ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেই বলে থাকবেন। আর যদি তা না হয় তবে বুঝব এটা যুদ্ধের একটি কৌশল। সুতরাং একজন সৈন্যের নিকট আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র কসম, সে সামান্যতম দেরী না করেই আলী যে কথা বলেছিল সে কথাই বললো। ইব্ন আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ ব্যাপারেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

বায়হাকী আবদুল্লাহ্ সালিম সূত্রে .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁর কোন সহধর্মিণী যুদ্ধ অভিযানে বের হবেন বলে উল্লেখ করেন, তখন হযরত আইশা (রা) হেসে উঠেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, দেখ, হে সুন্দরী! তুমিই যেন সে মহিলা না হও। তারপরে হযরত আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী!

তাঁর কোন বিষয় যদি তোমার দায়িত্বে আসে তবে তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার করবে। এ অত্যন্ত গরীব হাদীস। এর চেয়েও বেশী গরীব যা বায়হাকী হাকিম সূত্রে আবূ বাকরা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি নাই কেন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসিত হই। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদল ধ্বংসকামী লোক আবির্ভূত হবে, তারা সফলকাম হবে না। তাদের নেতা হবে একজন নারী। তাদের নেতা হবে জান্নাতী। এ হাদীস অত্যধিক মুনকার।

বিশুদ্ধ ভাষ্য হচ্ছে, ইমাম বুখারী হাসান বসরী ..... আবূ বাকরা থেকে যা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ একটা কথা দ্বারা বড় উপকার করেছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছিলাম। কথাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা একজন মহিলাকে তাদের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। তিনি সে সময় বলেন, ঐ জাতির কোন কল্যাণ নেই, যারা নারীকে তাদের নেতা বানায়।

ইমাম আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ..... আবূ ওয়ায়ল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত 'আলী আম্মার ও হাসানকে কূফায় প্রেরণ করেন, কূফাবাসীদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। আম্মার তাঁর ভাষণে বলেন, আমি উত্তমরূপেই জানি তিনি দুনিয়াতে ও আখিরাতে তাঁর (রাসূলের) সহধর্মিণী। কিন্তু তোমাদের এ দুর্যোগময় সময়ে এর (আলীর) আনুগত্য করবে না কি তাঁর (আইশার) ? বুখারী এ হাদীস বুনদার সূত্রে গুনদুর থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত সকল ঘটনা উটের যুদ্ধের সময়ে সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে হযরত আইশা (রা) তাঁর এ যুদ্ধে বের হওয়ার কারণে অনুশোচনা করেন, সে বর্ণনা যথাস্থানে আসবে। হযরত যুবায়র ইব্ন আওয়ামও অনুরূপ অনুতপ্ত হন। যুদ্ধ প্রাঙ্গণে থেকেই তিনি ভাবলেন, এ স্থানে যুদ্ধ করাটা কোন ক্রমেই সঙ্গত হচ্ছে না; সুতরাং তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে যান।

আবদুর রাজ্জাক মা'মার সূত্রে কাতাদা থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উষ্ট্রের যুদ্ধে যুবায়র যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। এ সংবাদ আলীর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, ইব্ন সাফিয়্যা যদি বুঝতেন যে, তিনি ন্যায় পথে আছেন তবে কিছুতেই যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে যেতেন না। এর কারণ এই যে, একবার বনূ সাইদার কাছারী ঘরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এ দু'জনের মুলাকাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে যুবায়র! তুমি কি একে (আলীকে) ভালবাস ? যুবায়র বললেন, বাধা কিসের ? তিনি বললেন, তবে সে দিন তোমার কী হবে যখন তুমি অন্যায় ভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে ? কাতাদা বলেন, লোকজন মনে করে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর কারণেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

হাফিয বায়হাকী এ হাদীস ভিন্ন সনদে আবূ বকরব সূত্রে ..... আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী ও তার বাহিনী যখন তালহা ও যুবায়রের নিকটবর্তী হয় এবং উভয় পক্ষের সৈন্যব্যূহ পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চরে সওয়ার আলী বলেন, যুবায়র ইব্ন আওয়ামকে আমার নিকট ডেকে আন। আলী অগ্রসর হলে যুবায়রকে তাঁর নিকট আসার জন্য বলা হয়। যুবায়র আলীর এত নিকটে এসে যান যে, উভয়ের বাহনের গলদেশ পরস্পরকে স্পর্শ করে। তখন আলী বললেন, হে যুবায়র! আল্লাহ্র কসম, সে দিনের কথা কি তোমার স্মরণ পড়ে, যে দিন অমুক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, হে যুবায়র! তুমি কি আলীকে ভালবাস ? উত্তরে

তুমি বলেছিলে, সে আমার মামাত ভাই, চাচাত ভাই ও দীনী ভাই তাকে কেন ভালবাসব না? তারপর তিনি বললেন, হে আলী! তুমি কি তাকে ভালবাস ? আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ফুফাত ভাই ও দীনী ভাইকে কেন ভালবাসব না ? তিনি বললেন, যে যুবায়র! আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তো তার বিরুদ্ধে জালিমের ভূমিকায় থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যুবায়র বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শ্রবণের পর থেকে এ কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন স্মরণ পড়ছে, কসম আল্লাহ্‌র, আমি আর আপনার বিরুদ্ধে লড়বো না। এ কথা বলে যুবায়র বাহনে চড়ে ব্যূহের মধ্য দিয়ে ছুটে চললেন। সম্মুখে আপন পুত্র আবদুল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পুত্র জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে আপনার? যুবায়র বললেন, আলী আমাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তুমি জালিমের ভূমিকায় থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। সুতরাং আমি আর তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করবো না। আবদুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি যুদ্ধ করার জন্য এসেছেন ? আপনিতো এসেছেন লোকদের মধ্যে আপোস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে যাতে আল্লাহ্ এ বিরোধের অবসান করে দেন। যুবায়র বললেন, আমি কসম করেছি যে তার বিরুদ্ধে লড়বো না। আবদুল্লাহ্ বললেন, তা হলে আপনি একটি দাস মুক্ত করে দিন এবং এখানে অবস্থান করে লোকের মধ্যে আপোসের ব্যবস্থা করুন। সুতরাং তিনি তাঁর দাসটিকে মুক্ত করে দিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু লোকদের মধ্যে বিরোধ যখন চরমে উঠে তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে স্থান ত্যাগ করেন।

বায়হাকী হাফিয আবূ 'আবদুল্লাহ্ সূত্রে আবূ ওজরা আল মাযিনী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আলী যুবায়রকে বলছেন, হে যুবায়র! আল্লাহ্‌র কসম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ কথা বলতে শোননি যে, তুমি আমার সাথে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করবে ? যুবায়র বললেন, হাঁ শুনেছি। তবে তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। পূর্বের বর্ণনার ন্যায় এ বর্ণনাটিও গরীব পর্যায়ের।

বায়হাকী হুযায়ল ইব্ন বিলাল সূত্রে 'আবদুর রহমান এর মাধমে 'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন লোককে দেখতে চায়, যার কতিপয় অঙ্গ তার অগ্রভাগে জান্নাতের দিকে ধাবমান, তবে সে যেন যায়দ ইব্ন সাওহানের প্রতি লক্ষ্য করে। বর্ণনাকারী বলেন, এই যায়দই উটের যুদ্ধে আলীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন, হুযায়ল ইব্ন বিলাল হাদীস বর্ণনায় যঈফ।

বুখারী ও মুসলিমে হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতদিন এমন দু'টি বিশাল বাহিনী পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত না হবে যাদের দাবি হবে এক ও অভিন্ন। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি আ'রাজ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং আবূ সালামা সূত্রেও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত দু'টি দল হলো উটের যুদ্ধে ও সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ। কারণ, উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান একই ইসলামের দিকে ছিল। বিরোধ যা ছিল, তা ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং জনগণ ও প্রজা সাধারণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। অবশ্য যুদ্ধ না করাই যুদ্ধ করার চেয়ে উত্তম ছিল-অধিকাংশ সাহাবীগণের মতামতও তাই ছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা আমরা পরে করছি।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান আবুল ইয়ামন সূত্রে সাফ্ওয়ান ইব্ন উমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সিরীয় বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। তার মধ্যে বিশ হাজারই নিহত হয়। পক্ষান্তরে ইরাকী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। তার মধ্যে চল্লিশ হাজার নিহত হয়। তবে, দু'দলের মধ্যে আলী ও তাঁর সঙ্গীগণ মু'আবিয়া ও তাঁর সাথীগণের চাইতে ন্যায়ের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। মু'আবিয়ার পক্ষ ছিল বিদ্রোহী। যেমন মুসলিম শরীফে শু'বা ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাইতে যিনি উত্তম সেই আবূ কাতাদা আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মারকে বলেছিলেন, তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। ইমাম মুসলিম এ ব্যাপারে ইব্ন আলিয়ার হাদীস উম্মে সালামা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আম্মারকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'আম্মারের হত্যাকারী জাহান্নামী। ইতিপূর্বে প্রথম হিজরী সনে মসজিদে নববী নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে উল্লেখিত হয়েছে। সেই বর্ণনায় রাফিযী (গোঁড়া শিয়া) সম্প্রদায়ের কিছু কথার সংযোজন আছে যে " ঐ বিদ্রোহী দল কিয়ামতে আমার শাফা'আত থেকে বঞ্চিত থাকবে" কিন্তু এর কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই, এটা রাফিযীদের মনগড়া কথা।

বায়হাকী আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের পৌত্র আবূ উবায়দা ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে আম্মারের জনৈকা আযাদকৃত দাসী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আম্মার রোগাক্রান্ত হন। এ কারণে তার শরীর অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়ে। এমন কি তিনি বেঁহুশ হয়ে যান। আমরা তাঁর পাশে বসে কান্নাকাটি করি। হুঁশ ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কান্নাকাটি করছ কেন? তোমরা কি ভয় পাচ্ছ যে, আমি এভাবে বিছানায় থেকে মারা যাব ? আমার প্রিয় রাসূল (সা) আমাকে জানিয়েছেন, আমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে এবং আমার অন্তিম আহার্য হবে এক ঢোক দুধ।

ইমাম আহমদ ওকী' ..... আবুল বুখতারী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধ কালে আম্মার বলেছিলেন, আমাকে একটু দুধ দাও; কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এই দুনিয়া থেকে বিদায়লগ্নে তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ। অতঃপর তিনি দুধ পান করে অগ্রসর হলে নিহত হন। আবদুর রহমান ..... আবুল বুখতারী সূত্রে বর্ণনা করেন, আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের নিকট এক পাত্র দুধ আনা হলে তিনি হেসে দিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন, তুমি যে দিন মৃত্যুবরণ করবে সেদিন তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ।

বায়হাকী আবুল জা'দের পুত্র সালিম (আবদুল্লাহ্) ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, মানুষের মধ্যে যখন মতদ্বৈততার সৃষ্টি হবে তখন সুমাইয়ার পুত্র (অর্থাৎ আম্মার) ন্যায়ের উপর থাকবে ঃ اذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق। আর একথা সকলেরই জানা আছে যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধে আম্মার হযরত আলীর দলে ছিলেন এবং মু'আবিয়ার সিরীয় বাহিনী তাঁকে হত্যা করেছিল। যে দুর্বৃত্ত আম্মারকে হত্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার নাম আবুল ফাদিয়া, কারও মতে তাঁর হত্যাকারী জনৈক সাহাবী।

আবূ উমর ইব্ন আবদুল বর প্রভৃতি সাহাবী চরিত্র রচয়িতাগণ লিখেছেন, আম্মারের হত্যাকারীর নাম ছিল আবুল ফাদিয়া মুসলিম, কেউ বলেছেন কুজা'আ গোত্রের বা মুযানী

গোত্রের ইয়াসার ইব্ন উযায়হির আল-জুহানী, কারও মতে উক্ত দু'জনেই হত্যা করেছে। হত্যাকারী প্রথমে সিরিয়ায় এবং পরে ওয়াসিতে বসবাস করে। ইমাম আহমদ তার থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অন্যরা করেছেন আরও একটি। বর্ণনাকারীগণ তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ইনি হচ্ছেন আম্মার ইব্ন ইয়াসারের হত্যাকারী। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে কিভাবে আম্মারকে হত্যা করেছেন-তা বর্ণনা করতেন। মু'আবিয়ার শাসনামলে সিফ্ফীনের যুদ্ধের আলোচনায় আম্মারের হত্যা প্রসঙ্গে আমরা তার জীবন কথা উল্লেখ করবো। তবে হত্যাকারীকে যারা বদরী সাহাবী বলেছেন তারা ভুল বলেছেন।

ইমাম আহমদ, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ..... হানযালা ইব্ন খুওয়ায়লিদ আল আনাযী থেকে বর্ণনা করেন। হানযালা বলেন, একদা আমি মু'আবিয়ার নিকট উপস্থিত ছিলাম; এমন সময় তাঁর কাছে দু'জন লোক এসে আম্মারের মস্তক নিয়ে বিতর্ক করছিল। প্রত্যেকেই দাবি করছিল, আমিই তাকে হত্যা করেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (ইবনুল আস) বললেন, তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করে একে অপরের উপর আনন্দ প্রকাশ করছ; অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে (অর্থাৎ আম্মারকে) বিদ্রোহীরা হত্যা করবে। তখন মু'আবিয়া বললেন, হে আমর, তোমার এ পাগলকে বের করে দাও! তবে আমাদের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা ? আবদুল্লাহ্ বললেন, আমার পিতা আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেছিলেন, তোমার পিতা যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁর বাধ্য থাকবে, অবাধ্য হবে না। সুতরাং আমি আপনাদের দলে আছি; কিন্তু আমি যুদ্ধ করব না।

ইমাম আহমদ, আবূ মুয়াবিয়া ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারছ ইব্ন নওফল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমি মু'আবিয়ার সাথে ছিলাম। মু'আবিয়া ও আমর ইব্ন আসের মধ্যে আমার অবস্থান ছিল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর বললেন, হে পিতা, আপনি কি শোনেননি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্মারকে বলেছিলেন, হায়, হে সুমাইয়ার পুত্র! তুমি তো বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হবে! আমর তখন মু'আবিয়াকে ডেকে বলেন, এ কি বলে তা কি শুনছেন ? মু'আবিয়া বললেন, আমাদের নিকট সর্বদা তার অবাধ্যতার সংবাদ পৌঁছেছে। তাকে কি হত্যা আমরা করেছি। তাকে হত্যা করেছে ওরাই, যারা তাকে সাথে নিয়ে এসেছিল। আবূ নু'য়ায়েম .... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ যিয়াদ থেকে ইমাম আহমদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে মু'আবিয়ার উক্তি যে, তাঁকে সেই হত্যা করেছে যে তাকে আমাদের তলোয়ারের দিকে ডেকে এনেছে-এ কথাটি অবাস্তব ব্যাখ্যা। কারণ, এর দ্বারা তাহলে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদে আসে তাদের সেনাপতিই তাদের হত্যাকারী হয়; কেননা, তিনিই তাদেরকে শত্রুর তরবারীর সামনে দাঁড় করান।

আবদুর রাজ্জাক ইব্ন উয়ায়না ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা থেকে বর্ণনা করেন। একদা উমর (রা)[১] আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে বলেন, আপনার কি জানা নেই ? আমরা তিলাওত করে থাকি ঃ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ "এবং জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত"। এ জিহাদ করতে হবে শেষ যুগেও যেরূপে আপনারা করেছেন প্রথম যুগে। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন![১] সে যুগ কখন আসবে?

১. রাবীর আমীরুল মু'মিনীন সম্বোধন থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে কথোপকথন হয়েছিল হযরত উমরের সাথে। কিন্তু এটি মূলে আমর শব্দ রয়েছে যা মুদ্রণপ্রমাদ হতে পারে। –সম্পাদকদ্বয়

তিনি বললেন, যখন বনূ উমাইয়া বাদশাহ্ হবে এবং বনূ মুগীরা হবে উযীর। বায়হাকীও এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ এতে তিনি পরবর্তীকালে নিযুক্ত সালিশদ্বয়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত আলী (রা)-এর শাসনকালে নিযুক্ত সালিশদ্বয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

বায়হাকী, আলী ইব্ন আহমদ, সুওয়ায়দ ইব্ন গাফালা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি ও আলী (রা) একত্রে ফুরাতের তীর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বলছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে চরম আকারে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে তারা দু'জন সালিশ নিয়োগ করে। কিন্তু সালিশদ্বয় নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অনুসারীদেরকেও পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। অনুরূপ এই উম্মতের মধ্যেও শীঘ্রই মতভেদ সৃষ্টি হবে এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে জনগণ দু'জন সালিশ নিযুক্ত করবে। কিন্তু তারাও পথভ্রষ্ট হবে এবং তাদের অনুসারীদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। সুওয়ায়দ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তিনি আলীর কোন বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এটা সম্পূর্ণ মুনকার বর্ণনা। মুনাকারের কারণ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নামক জনৈক বর্ণনাকারী। তিনি কিনদার হিময়ারী গোত্রের লোক এবং অন্ধ ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন একে নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যে দু'জন সালিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা উভয়েই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাহাবী। একজন হলেন আমর ইবনুল 'আস। তিনি সিরীয় বাহিনীর মনোনীত। অন্যজন আবূ মূসা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স আল-আশ'আরী। তিনি ইরাকী পক্ষের মনোনীত। তাঁদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল মীমাংসার জন্য এবং আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য, যাতে মানুষের মধ্যে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়। মীমাংসা তদ্রূপই হয়েছে। আর তাদের কারণে খারিজী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ বিভ্রান্ত হয়নি। খারেজীগণ আমীরদ্বয়ের (আলী ও মু'আবিয়া) উপর সালিশীকে অস্বীকার করে, উভয়কে অমান্য করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। হযরত 'আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তাদের বুঝাবার প্রয়াস পান। ফলে তাদের কিছু অংশ সঠিক পথে ফিরে আসে এবং যারা অবশিষ্ট থাকে তাদের অধিকাংশই নাহরাওয়ানের যুদ্ধে এবং অন্যান্য স্থানে লাঞ্ছনাজনক ভাবে নিহত হয়। এদের সম্পর্কে আলোচনা পরে আসবে।

খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম বুখারী আবুল ইয়ামান ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় বনূ তামীমের যুলখুওয়ায়সিরা নামক এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়। সে বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসাফ করুন! তিনি বললেন, তোমার জন্য দুর্ভোগ, আমি ছাড়া

আর কে আছে ইনসাফ করার ? যদি আমি ইনসাফ না করি তবে তো আমি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, তার ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। কারণ, তার কিছু অনুচর আছে, তাদের নামায রোযা দেখলে তোমরা নিজেদের নামায রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়ে; কিন্তু কুরআনের হিদায়াত তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে না। দীনের আনুগত্য থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন তীর বেরিয়ে যায় শিকার ভেদ করে। তীরের ফলকের দিকে তাকালে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না, গোড়া ও ফলকের মধ্যবর্তী কাঠের প্রতি তাকালেও কোন চিহ্ন দেখা যায় না, এমনকি ফলকের পাখনার প্রতি দৃষ্টি দিলেও কিছুই দেখা যায় না। অথচ এ তীর (শিকারের দেহের) রক্ত ও গোবর ভেদ করে গিয়েছে। এদের নিদর্শন হলো-এদের মধ্যে একজন অতি কৃষ্ণকায় লোক হবে। তার এক একটি বাহু হবে নারী লোকের স্তনের ন্যায় বা উপরে জেগে উঠা মাংসের ন্যায়, যা সর্বদা কাঁপতে থাকে। মানুষের মধ্যে যখন কলহের সৃষ্টি হবে তখন এদের আবির্ভাব ঘটবে। আবূ সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ হাদীস আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ঐ যুদ্ধে আমিও তাঁর সাথে শরীক ছিলাম। তিনি এ লোকটিকে খুঁজে বের করার জন্য হুকুম দেন। সুতরাং খুঁজে তাকে ধরে আনা হল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার যে সব নিদর্শন বলেছিলেন, সে সব নিদর্শনই পুরাপুরি তার মধ্যে রয়েছে। ইমাম মুসলিমও এ হাদীস যাহ্হাক সূত্রেও আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী এ হাদীস যাহ্হাক সূত্রেও আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া ইমাম বুখারী এটি সুফিয়ান সূত্রে সাঈদ আছছাওরী থেকে এবং ইমাম মুসলিম আবদুল রহমান ইব্ন ইয়া'মার সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম আবূ নাজরা সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, মুসলমানদের বিভেদ চলাকালে একদল লোক মুসলমানদের জামাত থেকে বেরিয়ে যাবে। মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে হকপন্থীগণ তাদেরকে হত্যা করবে। মুসলিম এ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ..... বশীর ইব্ন আমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে ঐ সব খারিজীদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ব দিকে, ভিন্ন বর্ণনায় ইরাকের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেছেন-ওদিক থেকে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা মুখ দিয়ে কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআনের হিদায়াত তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দীনের আনুগত্য থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারে শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদের মাথা মুন্ডিত থাকবে। মুসলিম আবূ যার থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে-তাদের চিহ্ন মাথা মুন্ডান, তারা হবে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম চরিত্রের লোক। মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরও এ হাদীসটি কাতাদা সূত্রে আস ইব্ন মালিক থেকে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাও আছে যে, তাদের চিহ্ন মাথা মুন্ডান, সৃষ্টির জঘন্যতম চরিত্রের লোক তারা।

বুখারী ও মুসলিমে আ'মাশ ..... 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ শেষ যুগে একদল লোকের আবির্ভাব হবে-তাদের দাঁত হবে নব উদ্গত, বুদ্ধি-বিবেক হবে অপরিপক্ক। তাদের মুখে থাকবে নবীর বাণী, কিন্তু ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছবে না। তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কেননা, যে তাদেরকে হত্যা করবে কিয়ামত পর্যন্ত সে এর জন্য ছওয়াব পাবে। মুসলিম কুতায়বা সূত্রে আলী থেকে রাত্রির মুআয্যিনের সংবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, সে হচ্ছে স্তন বিশিষ্ট। এ হাদীসকে তিনি ইব্ন সীরীন সূত্রেও আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্র মতে উবায়দা আলীকে এ ব্যাপারে কসম করতে বললে আলী কসম করে বলেন যে, তিনি একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছেন। মুসলিম আবদ ইব্ন হুমায়দ ..... সূত্রে আলী (রা) থেকে দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনার মধ্যে স্তনধারীর উল্লেখও আছে। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফি' সূত্রেও তিনি আলী থেকে এ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ তায়ালিসী হাম্মাদ ইব্ন যায়দ সূত্রে আলী (রা) থেকে স্তনধারীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ছাওরী মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ..... সূত্রে আলী থেকে এ বর্ণনা করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... সাঈদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্তনধারীর কথা উল্লেখ করে বলেন, সে এক ধুরন্ধর শয়তান, ঘোড়ার রাখালের ন্যায় তাকে ভয় করা হয়, সে হবে বুজায়ল গোত্রের। আশহাব বা ইবনুল আশহাব নামে তাকে আখ্যায়িত করা হবে। অত্যাচারী কওমের সে নিদর্শন হবে। সুফিয়ান বলেন, আম্মার আয-যাহবী বলেছেন, উক্ত গোত্রের আশহাব বা ইবনুল আশহাব নামক এক ব্যক্তি তার নিকট এসেছিল। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... সা'দ ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন , হযরত আলী সেই ধুরন্ধর অর্থাৎ কুশ্রী শয়তানকে হত্যা করেন। সে আলীর পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

আলী ইব্ন আয়্যাশ ..... সালামা থেকে বর্ণনা করেন। আইশা (রা) এর জানা ছিল যে, মারওয়ার বাহিনী এবং নাহরাওয়ানের অধিবাসীরা মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মারওয়ার বাহিনী ছিল উসমানের হত্যাকারী দল। ইমাম বায়হাকী এ বর্ণনা দেয়ার পর হাকিম সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে কুরআনের অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যেমন কুরআন অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করেছি। আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে ব্যক্তি কি আমি ? তিনি বললেন, না। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি সেই ব্যক্তি ? বললেন, না। বরং তালিযুক্ত জুতা পরিধানকারী অর্থাৎ আলী (রা)।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ইমরান সূত্রে লাহিক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাহওরাওয়ান থেকে যারা আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তারা ছিল চার হাজার লৌহবর্মধারী। মুসলামানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করে সকলকে হত্যা করে। পক্ষান্তরে তারা মাত্র নয় জনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। ইচ্ছা হলে আবূ বুরযার নিকট যেয়ে জিজ্ঞেস কর। কারণ তিনিও ঐ যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

আমার বক্তব্য এই যে, খারিজীদের সাথে যুদ্ধ হওয়ার হাদীস মুতাওয়াতির স্তরে পৌঁছেছে। কেননা, এ ব্যাপারে এত অধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে মুহাদ্দিসদের নিকট নির্ভুল

অকাট্য বলে প্রমাণিত হয়। আর আলীর যুগে যে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সে কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অবশ্য তাদের বিদ্রোহের ধরণ কি ছিল, তার কারণ কি এবং এ ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাসের সাথে তাদের বিতর্ক ও বিতর্ক শেষে ইব্‌ন আব্বাসের পক্ষে এক দলের চলে আসা ইত্যাদি আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

হযরত আলীর শাহাদাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম আহমদ, আলী ইব্‌ন বাহা ..... সূত্রে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির থেকে বর্ণনা করেন। আম্মার বলেন, উছায়রা যুদ্ধ কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে ডেকে বলেছিলেন, হে আবূ তুরাব! (তখন আলীর শরীরে ধূলাবালি লাগান ছিল-আবূ তুরাব অর্থ মাটির পিতা) আমি কি তোমাকে দু'জন নিকৃষ্টতম লোকের পরিচয় বলব ? আমরা বললাম, হাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, একজন ছামূদ জাতির লোক, যে (সালিহ নবীর) উষ্ট্রী হত্যা করেছিল। দ্বিতীয়জন সেই ব্যক্তি, যে তোমার এখানে অর্থাৎ মাথার পাশে আঘাত করবে এবং এখানে অর্থাৎ দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

বায়হাকী হাকিম সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফুযালা ইব্‌ন আবূ ফুযালা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন। ফুযালার পিতা আবূ ফুযালা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ফুযালা বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে তাঁর অন্তিম শয্যায় দেখতে যাই। আমার পিতা বললেন, আপনি এই স্থানে অবস্থান করছেন কেন ? যদি আপনার মৃত্যু এসে যায় তবে জুহায়নার বেদুইনরা আপনাকে মদীনায় নিয়ে যাবে, যদি মৃত্যু হয়ে যায় তবে আপনার বন্ধু বান্ধবগণ সমবেত হবে এবং জানাযা পড়বে। তখন আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি এভাবে মারা যাব যে, আমার এ স্থান অর্থাৎ দাড়ি এই জায়গার অর্থাৎ মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে। সুতরাং আলী ও আবূ ফুযালা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে নিহত হন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী শুরায়ক থেকে ..... যায়দ ইব্‌ন ওহব সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন; খারিজীদের নেতা এসে হযরত আলীকে বললো, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, কারণ, আপনার মরতে হবে। আলী বললেন, না, সেই সত্তার কসম, যিনি বীজ থেকে অংকুর বের করেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন (আমি স্বাভাবিক ভাবে মরবো না) বরং আমি এক আঘাতে নিহত হবো, যে আঘাত এখানে লাগবে এবং এখানে রঞ্জিত হয়ে যাবে। এ কথা বলে তিনি আপন হাত দ্বারা দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করেন। এটা একটা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও অনিবার্য লটাট লিখন। যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে সে ধ্বংস হয়। বায়হাকী আবূ সিনানের মাধ্যমে আলী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দান সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি আবূ ইদরীস ইয়্দী সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট যে সব ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, আমার পরে জাতি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অতঃপর ভিন্ন সূত্রে ছা'লাবা ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে তিনি বর্ণনা করেন, ছালাবা বলেন, আমি শুনেছি-আলী বলেছেন, উম্মী নবী আমাকে জানিয়েছেন যে, "এ জাতি আমার পরে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে"। বুখারী বলেন, এই ছা'লাবা একজন সমালোচিত ব্যক্তি, তার এ হাদীসকে মূল্যায়ন করা হয় না। বায়হাকী হাকিম ..... ছা'লাবা ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আলী বলেছেন, যে সত্তা বীজ থেকে অংকুর

বানান ও ভ্রূণ প্রাণ সঞ্চার করেন তাঁর কসম-এর থেকে এইটা রক্তে রঞ্জিত হবে, অর্থাৎ মাথা থেকে দাড়ি; এবং সে দৃষ্কৃতিকারীকে আটক করা হবেনা। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুবায় বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি কোন পাগলে এ কাজ করে তবে আল্লাহ্র শপথ, আমরা তার গোত্রকে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি, আমার হত্যাকারীকে ব্যতীত অন্য কাউকে হত্যা করবে না। লোকজন বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি খলীফা মনোনীত করে যাবেন না ? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সেভাবে ছেড়ে যাব যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছেড়ে গেছেন। তারা বললো, আমাদেরকে নেতৃত্বহীন ছেড়ে গেলে আল্লাহ্র নিকট আপনি কী জবাব দেবেন ? তিনি বললেন, আমি বলবো, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে তাদের খলীফা রেখেছিলেন যদ্দিন আপনার ইচ্ছা ছিল। এখন আমাকে আপনি উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং আমি আপনাকে তাদের মাঝে রেখে এসেছি। আপনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে কল্যাণ দান করতে পারেন; আর যদি ইচ্ছা করেন তবে ধ্বংসও করতে পারেন। বায়হাকী হাদীস এ ভাবেই মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসের শব্দ ও অর্থ অনেকটা অপরিচিত ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসিদ্ধ মতে, হযরত আলী ফজরের নামায পড়ে আসার পথে আব্দুর রহমান ইব্ন মুলজিমের হাতে বর্শাবিদ্ধ হন, এ আঘাতের পর তিনি দু'দিন জীবিত ছিলেন। ইব্ন মুলজিম বন্দী হয়। আলী তাঁর পুত্র হাসানকে উপদেশ দান করেন এবং সৈন্যদের সাথে মিশতে নির্দেশ দেন।

হযরত আলীর শাহাদাতের পর আবদুর রহমান ইব্ন মুলজিমকে কিসাস বা শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা হয়। তারপর হযরত হাসান অশ্বারোহণ করে সৈন্যদলের সাথে মিলিত হন এবং মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, যার বর্ণনা সামনে আসছে।

হযরত আলীর পরে হাসানের খিলাফত লাভ এবং পরে মু'আবিয়ার নিকট খিলাফত হস্তান্তর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম বুখারী দালাইলুন নবুওত অধ্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহম্মদ সূত্রে ..... আবূ বাক্রা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাসান ইব্ন আলীকে নিয়ে বের হলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, আমার এই দৌহিত্র নেতা হবে। আশা করা যায়, আল্লাহ্ তার সাহায্যে মুসলমানদের বিবাদমান দু'টি দলের মধ্যে আপোস করে দিবেন। সুল্হ্ (সন্ধি) অধ্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে হাসান (বসরী) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, হাসান ইব্ন আলী মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ উপস্থিত হন। দেখতে তা ছিল সারিবদ্ধ পর্বতমালার ন্যায়। আমর ইব্ন আস (রা) বললেন, আমি বিপুল পরিমাণ সৈন্য দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু তাদের সঙ্গী সৈন্যদের হত্যা না করা পর্যন্ত ওরা পালাবে না। মু'আবিয়া বললেন, (আর ঐ দু'জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন কল্যাণকামী) হে আমর! যদি এরা ওদেরকে হত্যা করে আর ওরা এদেরকে হত্যা করে তা হলে মানুষের সমস্যার ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করবে। এদের স্ত্রীদের দায়িত্ব কে নেবে? কে তাদের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে ? সুতরাং মু'আবিয়া কুরায়শ গোত্রের বনূ আবদে শাম্স শাখার দু'জনকে হাসানের নিকট প্রেরণ করেন। একজনের নাম আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা, অন্যজনের নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন কুরায়য। মু'আবিয়া এদেরকে

বললেন, তোমরা উভয়েই তাঁর কাছে যাও। তাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব দাও, আলোচনা কর এবং সন্ধি চুক্তিতে তাঁকে সম্মত কর। তারা উভয়ে হাসানের নিকট গেলেন, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং আলোচনার মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। তখন হাসান (রা) তাদেরকে বললেন, আমরা বনূ আবদুল মুত্তালিবের লোক, এ কারণে আমরা এত পরিমাণ সম্পদ হারিয়েছি। এ উম্মতের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে ও রক্তপাত ঘটছে। তারা বললেন, আপনার নিকট অমুক অমুক প্রস্তাব আসবে। আপনার কাছে অমুক অমুক দাবি-দাওয়া পেশ করা হবে। হাসান বললেন, কে এ ব্যাপারে আমার জিম্মাদার হবে ? তারা বললেন, এ ব্যাপারে আমরাই আপনার জিম্মাদার হবো। এরপর হাসান তাদের কাছে যে প্রশ্নই তোলেন তার সে ব্যাপারে নিজেরাই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং সন্ধি চূড়ান্ত হলো। অতঃপর হাসান বললেন, আমি শুনেছি, আবূ বকরা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরের উপর দেখেছি। আর হাসান ইব্ন আলী তাঁর পাশে রয়েছেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আমার এই সন্তান সাইয়িদ-নেতা। আশা করি, আল্লাহ্ একে দিয়ে মুসলমানদের বিরাট দু'টি দলের মধ্যে আপোস করিয়ে দেবেন। বুখারী বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন যে, এই হাদীস দ্বারা আমরা প্রমাণ পাই যে, হাসান আবূ বকরা থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনেছেন। বুখারী এ হাদীস হযরত হাসানের ফযীলত প্রসঙ্গে ও কিতাবুল ফিতানে আবূ ইসহাক সূত্রে, আবূ দাউদ ও তিরমিযী আশ'আছ সূত্রে এবং পুনরায় আবূ দাউদ ও নাসাঈ আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ'আন সূত্রে এবং সকলেই হাসান বসরীর মাধ্যমে আবূ বক্‌রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। হাসান ও উম্মে সালামা থেকে এটা মুরসাল ভাবেও বর্ণিত হয়েছে।

নবী করীম (সা)-এ হাদীসে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়। কারণ, পিতার মৃত্যুর পর হযরত হাসান খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে ইরাকী বাহিনীতে উপস্থিত হন। মু'আবিয়া মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হন। দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এক পর্যায়ে হাসান সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। অতঃপর জনগণের সম্মুখে ভাষণ দান করেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি মু'আবিযার নিকট খিলাফত হস্তান্তর করেন। হি. চল্লিশ সনে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। উভয় বাহিনীর নেতৃবর্গ মু'আবিয়ার নিকট আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন। মু'আবিয়া মুসলমানদের একচ্ছত্র আমীর হন। এই বছরটিকে মিলনের বছর বলা হয়। কারণ এখন থেকে একই ব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

আলোচ্য হাদীসে মহাসত্যবাদী রাসূল (সা) উভয় দলকে মুসলমান বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং তাদের মাঝে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কেবল যে ব্যক্তি তাদের উভয় দলকে কিংবা এক দলকে কাফির বলবে সে ভ্রান্ত, ঐ নবীর বাণীকেই সে অস্বীকার করছে, যিনি নিজের থেকে কিছুই বলেন না; বরং যা কিছু বলেন ওহীর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বলেন। এই বছরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষিত ধারাবাহিক খিলাফতের কাল শেষ হয়ে যায়। যেমন ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দাস সাফীনার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত চলবে, তারপরে আরম্ভ হবে বাদশাহী শাসন ঃ الخلافة بعدى ثلثون سنة ثم تكون ملكا। এক বর্ণনায় এসেছে, এরপর চলবে

স্বেচ্ছাচারী শাসনের যুগ। অপর এক বর্ণনায় আছে, মু'আবিয়া বলেছেন, আমরা বাদশাহীতেই সন্তুষ্ট।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ তাঁর রচিত 'কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়ল ..... সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, দিন-রাতের আবর্তনে এই জাতির শাসন ক্ষমতা এমন এক লোকের হাতে ন্যস্ত হবে, যার পা হবে প্রশস্ত, গিরা মোটা, খেয়ে সে পরিতৃপ্ত হবে না, সে বিবস্ত্র থাকবে। একই সূত্রে অপর বর্ণনায় কথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, দিন-রাতের পরিক্রমায় এ জাতি মু'আবিয়ার শাসনাধীনে আসবে। বায়হাকী ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ..... আম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি কথাই আমাকে খিলাফত গ্রহণে উৎসাহিত করেছে; রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন, হে মু'আবিয়া! তুমি যদি ক্ষমতা হাতে পাও তাহলে সদয় ব্যবহার করবে। তারপর বায়হাকী বলেন, এ হাদীসের সমর্থনে আরও হাদীস আছে। যেমন আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে সাঈদ বর্ণনা করেন। মু'আবিয়া কিছু ছোট ছোট পাত্র হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাতে গমন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখে বললেন, হে মু'আবিয়া! তুমি যদি শাসন ক্ষমতা হাতে পাও তাহলে আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। মু'আবিয়া বললেন, এ কথা শুনার পর থেকে আমি সর্বদা চিন্তা করেছি যে, আমি কোন এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়বো। সুফিয়ান ছাওরী সূত্রে রাশিদ ইব্ন সা'দ দারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) বলেছেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছেন, তুমি যদি মানুষের গোপন বিষয়াদির সন্ধানে তৎপর হও তবে তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দেবে অথবা বলেছেন, তুমি তাদেরকে বিপর্যয়ের প্রান্তে ঠেলে দেবে। আবুদ দারদা (রা) বলেন, মু'আবিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এমন একটি কথা শুনেছেন, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাঁকে কল্যাণ দান করেছেন। এটি আবূ দাউদের বর্ণনা।

বায়হাকী হুশায়ম সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ খিলাফত হবে মদীনায় এবং বাদশাহী হবে সিরিয়ায়।

ইমাম আহমদ ইসহাক ইব্ন ঈসা ..... আবূ দারদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে তখন দেখলাম আমার মাথার নিচ থেকে কিতাবের গাঠুরী তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি ভাবলাম যে, এটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি আমার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ করলাম। দেখলাম যে তা সিরিয়ায় নেয়া হচ্ছে। এ স্বপ্নের তাৎপর্য হচ্ছে যখন ফিত্না-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে তখন ঈমান এই সিরিয়ায় থাকবে। বায়হাকী ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... সূত্রে হামযা সূলামী থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এ সূত্রকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। এটা ছাড়া অন্য সূত্রেও তিনি এটি বর্ণনা করেছেন। উক্বা ইব্ন আলকামা ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কিতাবের গাঠুরী আমার বালিশের নিচ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, লক্ষ্য করতেই দেখলাম, একটি উজ্জ্বল নূর সিরিয়ার দিকে ছুটে চল্ছে। এর তাৎপর্য হলো, ফিত্না যখন সৃষ্টি হবে তখন ঈমান সিরিয়ায় স্থান নেবে। এরপর বায়হাকী ওলীদ ইব্ন মুসলিম সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এখানে এ কথাটি আছে যে, অতঃপর আমার দৃষ্টি তার অনুসরণ করলো। পরে বুঝলাম যে, এ জিনিস নিয়ে যাওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলেন, আমি এ স্বপ্নের অর্থ এই বুঝেছি যে, যখন ফিত্নার উদ্ভব হবে তখন ঈমান সিরিয়ায় আশ্রয় নেবে। ওলীদ বলেন, আম্বার সূত্রে আবূ উমামা থেকেও আমি এ হাদীস শুনেছি।

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান নাসর ইব্ন মুহাম্মদ সূত্রে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, নূরের একটি স্তম্ভ আমার শিয়রের নিচ থেকে উঠে উঁচু হয়ে সিরিয়ায় গিয়ে অবস্থান নিল। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধকালে এক ব্যক্তি বললো ঃ اللهم العن اهل الشام (হে আল্লাহ্! সিরিয়াবাসীদেরকে রহমত থেকে দূরীভূত কর)। হযরত আলী তাকে বললেন, সিরিয়ার সকল মানুষকে গালি দিও না, কারণ সেখানে বহু আবদাল[১] আছেন। সেখানে বহু আবদাল আছেন। সেখানে বহু আবদাল আছেন ঃ لاتسب اهل الشام جما غفيرا فان بها الا بدال। আবদুর রায্যাক অন্য সূত্রেও আলী থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্ সূত্রে শুরায়হ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত আলী ইরাকে থাকাকালে লোকজন তাঁকে এই বলে অনুরোধ জানাল যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! সিরিয়াবাসীদের উপর অভিশাপ করুন। আলী বললেন, না, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় আবদালবাসী থাকবেন। আবদাল ৪০ জন নেক বান্দা, তাদের একজন মারা গেলে আল্লাহ্ অন্য একজন দ্বারা সে স্থান পূরণ করে দেন। তাঁদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি কামনা করা হয়, তাদেরকে মাধ্যম করে শত্রুর উপর জয়ী হবার আবেদন করা হয়, তাদের কারণেই সিরিয়াবাসীদের থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হয়। এ বর্ণনা কেবল ইমাম আহমদই করেছেন। এর সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে অর্থাৎ সনদের মধ্য থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, শুরায়হ্ ইব্ন উবায়দ আবূ উমামা ও আবদুল মালিক কারও থেকে শ্রবণ করেন নাই। উভয়ের থেকেই মুরসাল বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি আলী (রা) থেকে কিভাবে সরাসরি বর্ণনা করতে পারেন। অথচ আলী (রা) ঐ দু'জনের আগেই ইনতিকাল করেন।

সাইপ্রাসে নৌ-যোদ্ধাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম মালিক ইসহাক সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে হারাম বিন্ত মিলহানের নিকট যাতায়াত করতেন।[২] উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহার দান করতেন। উম্মে হারাম উবাদা ইব্ন সামিতের স্ত্রী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি খাবার পরিবেশন করেন। খাওয়া শেষ হলে তিনি রাসূলের মাথার চুল বাছতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে জেগে উঠেন। উম্মে হারাম তাঁকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। তারা রাজকীয়

১. আবদালের ব্যাখ্যা সামান্য পরেই আসছে।

২. উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ সম্পর্কীয় খালা। সুতরাং মাহ্রাম হওয়ার কারণে শরীয়ত মতে দেখা সাক্ষাতে আপত্তি ছিল না।

আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে। অথবা বলেছেন, রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট রাজা-বাদশাদের ন্যায় তাদের অবস্থান হবে। এটি বর্ণনাকারী ইসহাকের সন্দেহ। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, আমাকে যেন তিনি ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। পুনরায় তিনি মাথা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর জেগে হাসতে লাগলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনার হাসার কারণ কি? পূর্বের ন্যায় তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার কতিপয় উম্মতকে আমার সম্মুখে পেশ করা হয়, যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করবে। উম্মে হারাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে সে দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। আনাস বলেন, মু'আবিয়ার আমলে উম্মে হারাম সমুদ্র থেকে স্থলে অবতরণ করার পর বাহনে আরোহণ করলে নিচে পড়ে গিয়ে ইনতিকাল করেন। বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ সূত্রে এবং মুসলিম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে এবং উম্মে মালিক থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম আপন আপন গ্রন্থে লায়ছ ও হাম্মাদ সূত্রে আনাস ইব্ন মালিকের মাধ্যমে তাঁর খালা উম্মে হারাম বিন্ত মিলহান থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, তিনি আপন স্বামী উবাদা ইব্ন সামিতের সাথে প্রথম পর্যায়ের যোদ্ধারূপে মু'আবিয়ার সাথে সমুদ্র অতিক্রম করেন, অথবা বলেছেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের সাথে প্রথম দলের মধ্যে তিনি সমুদ্র যাত্রা করেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন তারা সিরিয়ায় অবতরণ করে, তখন উম্মে হারামের আরোহণের জন্য একটি বাহন আনা হয়। এ বাহনে উঠতে গেলে বাহন তাঁকে ফেলে দেয় এবং তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বুখারী আবূ ইসহাক আল-ফাজারী সূত্রে আনাস থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ মা'মার সূত্রে উম্মে সুলায়মের বোন থেকে উপরোক্ত বর্ণনা করেছেন।

রোমের যুদ্ধ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারী বলেন, ইসহাক ইব্ন ইয়াযীদ দিমাশকী ...... উমায়র ইব্ন আসওয়াদ আনাসী থেকে বর্ণনা করেন। উমায়র বলেন, আমি একবার উবাদা ইব্ন সামিতের নিকট উপস্থিত হই। ঐ সময় তিনি হিম্স উপকূলে নিজের তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে তাঁর (স্ত্রী) উম্মে হারামও ছিলেন। উমায়র বলেন, উম্মে হারাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মাতের একটি দল প্রথম সমুদ্র পথে যুদ্ধ করবে, এবং এ যুদ্ধের ফলে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। উম্মে হারাম বলেন, আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তাদের মধ্যে থাকবো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। এরপর নবী করীম (সা) বললেন, আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কায়সারের দেশে যুদ্ধ করবে, তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো? তিনি বললেন, না। সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে কেবল বুখারীতেই এ হাদীসটি আছে। বায়হাকী দালাইলুন নবুওতে হাকিমের সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্যা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে নবুওতের তিনটি প্রমাণ রয়েছে। তার একটি হলো, প্রথম নৌ-যুদ্ধ সম্পর্কে যা হি. ২৭ সনে মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান পরিচালনা

করেন। এটা ছিল সাইপ্রাসের যুদ্ধ। তখন তিনি সিরিয়ায় হযরত উছমান (রা)-এর প্রতিনিধি ছিলেন। এ যুদ্ধে উবাদা ইব্‌ন সামিতের স্ত্রী উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান শরীক ছিলেন। উবাদা (রা) আকাবার শপথকারীদের অন্যতম নকীব। ইমাম বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর ২৭ হিজরীতে তিনি নিহত হন। ইব্‌ন যায়দের মতে ঐ সনেই তিনি সাইপ্রাসে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো কনস্টান্টিনোপলের (قسطنطنية) যুদ্ধ। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান। হি. ৫২ সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ আল আনসারী (রা) এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। কনস্টান্টিনোপলে ইনতিকাল করেন। উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান এ যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। কারণ, এর আগে প্রথম যুদ্ধেই তিনি ইনতিকাল করেন। সুতরাং দেখা গেল যে, এই হাদীসের মধ্যে নবী করীম (সা) এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়। দুইটি যুদ্ধ এবং তৃতীয়টি উম্মে হারামের প্রথম যুদ্ধে মারা যাওয়া।

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম আহমদ হুশায়ম সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিন্দুস্তান (ভারতবর্ষ) এর যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি আমি সে যুদ্ধে শহীদ হতে পারি তবে আমি হবো একজন উত্তম শহীদ, আর যদি আমি ফিরে আসি তবে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত। আবূ হুরায়রা ও নাসাঈ এ হাদীস হুশায়ম......জুবায়র সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আহ্‌মদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু মহাসত্যবাদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে হিন্দুস্তান ও সিন্ধু দেশে অভিযান পরিচালিত হবে। যদি আমি সে পর্যন্ত বেঁচে থাকি,তবে শহীদ হওয়ার বাসনা রাখি। আর যদি আমি প্রত্যাবর্তন করি তবে আমাকে (বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাকে) আল্লাহ্ দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবো। এ হাদীস কেবল ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন। বস্তুত হি. ৪৪ সনে মু'আবিয়ার আমলে মুসলমানগণ হিন্দুস্তানে অভিযান পরিচালনা করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করবো। গযনীর বিখ্যাত সুলতান মাহ্মুদ হিন্দুস্তানে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেন। এ আক্রমণে তিনি হিন্দুস্তানে প্রবেশ করে শত্রু নিধন করেন, তাদের অনেককে বন্দী করেন এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত করেন। তিনি সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন এবং সেখানকার প্রধান মূর্তি বিধ্বস্থ করেন এবং বিপুল পরিমাণ তরবারি ও মাল প্রভৃতি হস্তগত করে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করেন।

তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম বুখারী আবুল ইয়ামান ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না তোমরা এমন একটি জাতির সাথে লড়াই করবে, যাদের জুতা পশমের তৈরী এবং যতদিন না তুর্কিদের সাথে লড়াই করবে যাদের

চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক বোঁচা, মুখমণ্ডল ঢালের ন্যায় সমতল। সেই লোককে তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট পাবে যে শাসন ক্ষমতাকে অপছন্দ করবে এবং বাধ্য করে তাকে সে দায়িত্ব দেয়া হবে। মানুষ খনির ন্যায়। জাহিলী যুগে যে ব্যক্তি উত্তম ইসলাম গ্রহণের পরও সে উত্তম। এমন এক সময় তোমাদের উপর আসবে, যখন তোমাদের কেউ আমাকে দেখতে পাওয়াকে তার পরিবারবর্গ ও সম্পদের চেয়ে অধিক ভালবাসবে। এ সূত্রটি বুখারীর একার।

বুখারী ইয়াহ্ইয়া সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আরবের বাইরে খোয ও কিরমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের চেহারা রক্তিম বর্ণের, নাক বোঁচা, চোখ ছোট, মুখমন্ডল ঢালের ন্যায় সমতল এবং তারা পায়ে পশমের জুতা পরিধান করে। ইয়াহ্ইয়া ছাড়া আরও অনেকে এ হাদীসটির সমর্থনে আবদুর রায্যাক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আবদুর রায্যাকের বর্ণনায় খোয শব্দ এসেছে-এটা ভুল-প্রকৃতপক্ষে শব্দটি হচ্ছে জোয ও কিরমান এ দু'টি। প্রাচ্যের দু'টি প্রসিদ্ধ দেশের নাম। ইমাম আহমদ সুফিয়ান সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, এমন একটি জাতির সাথে যুদ্ধ করার আগে কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যাদের চেহারা ঢালের ন্যায় সমতল এবং জুতা পশমের। একমাত্র নাসাঈ ভিন্ন সিহা সিত্তার অন্য সংকলকগণ সুফিয়ান থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারী আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি তিন বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংসর্গ লাভ করেছি। এই বছরগুলোতে রাসূলের কোন হাদীস যাতে আমার থেকে ছুটে না যায় সে জন্য আমি বিশেষ যত্নবান ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বলেছেন, এভাবে কিয়ামতের পূর্বে তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা পশমের। এই সে বারিয। সুফিয়ান বলেছেন, তারা হবে বারিযের অধিবাসী।মুসলিম আবূ কুরায়ব সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না তোমরা এমন একটি জাতির সাথে লড়াই করবে যাদের জুতা পশমের তৈরী, মুখমন্ডল ঢালের ন্যায় সমতল, চেহারা রক্তিম বর্ণ এবং চোখ ছোট ছোট। সুফিয়ান এদের পরিচয়ে বলেছেন, তারা বারিযের অধিবাসী; কিন্তু আমার মতে শব্দটির মধ্যে কিছুটা রদবদল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি হবে বাযির-আর বাযির শব্দের অর্থ তাদের ভাষায় বাজার (سوق)। ইমাম আহমদ আফ্ফান সূত্রে আমর ইব্ন ছা'লাব থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ এই যে, তোমরা এমন একটি জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে চুলের, অথবা বলেছেন, তারা চুল দ্বারা জুতা তৈরী করে। কিয়ামতের আর একটি লক্ষণ এই যে, চওড়া মুখমন্ডল বিশিষ্ট একটি জাতির সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে-তাদের মুখমন্ডল হবে ঢালের ন্যায় সমতল। বুখারী সুলায়মান সূত্রে ইব্ন হাযিম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সাহাবীগণের যুগের শেষাংশে তুর্কিদের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাদের বিশাল বাহিনীর সাথে মুসলমানদের লড়াই হয় এবং তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) সূত্রে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম আহমদ ইসহাক ..... বিশ্র ইব্ন আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে বসা ছিলাম। এ সময় একজন লোক এসে উপস্থিত হল। তার চোখে-মুখে বিনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। ভিতরে প্রবেশ করে সে সংক্ষিপ্তভাবে দু-রাক'আত নামায আদায় করলো। উপস্থিত লোকজন বলাবলি করলো যে, এ লোকটি জান্নাতী। যখন সে মসজিদ থেকে বের হলো তখন আমি তাকে অনুসরণ করলাম। চলতে চলতে সে তার বাড়িতে প্রবেশ করলো। আমিও তার সাথে প্রবেশ করি এবং তার সাথে আলোচনা জুড়ে দিই। সে আমার কথায় আকৃষ্ট হলে এক পর্যায়ে আমি তাকে জানাই যে, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলছিল। সে বললো, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন উক্তি করা কারো পক্ষেই শোভা পায় না, যা সে জানে না। আসলে তাদের এরূপ উক্তি করার একটি কারণ আছে, যা তোমাকে আমি জানাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত থাকাকালে আমি একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করেছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, একটি সবুজ শ্যামল উদ্যানে আমি উপস্থিত হয়েছি। ইব্ন আওন বলেন, লোকটি উদ্যানের সবুজ সৌন্দর্য ও প্রশস্ততার বর্ণনা দেয়। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি লৌহ স্তম্ভ। তার নিম্নভাগ মাটির তলদেশে এবং উপরিভাগ আকাশচুম্বী। স্তম্ভের শীর্ষে রয়েছে একটি রশি। আমাকে বলা হলো, এর উপর আরোহণ কর। আমি বললাম, আরোহণ করতে আমি সক্ষম নই। এ সময় জনৈক খাদিম এসে আমার পশ্চাৎ ভাগের কাপড় উত্তোলন করে বললো, আরোহণ করুন! অতঃপর আমি উঠতে আরম্ভ করলাম এবং উপরে যেতে যেতে স্তম্ভের রশি ধরে ফেললাম। খাদিম বললো, রশি শক্ত করে ধরে রাখুন। এরপর আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, কিন্তু দেখলাম, রশিটি আমার হাতেই রয়ে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে আমি স্বপ্নের বিবরণ জানালাম। তিনি বললেন, উদ্যান দ্বারা ইসলাম রূপ উদ্যানকে বুঝানো হয়েছে, স্তম্ভ অর্থ ইসলামের স্তম্ভ এবং রশি অর্থ (কুরআনে বর্ণিত) নির্ভরযোগ্য শক্ত রশি। অর্থাৎ তুমি ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যুবরণ করবে। বিশর ইব্ন আব্বাদ (রা) বলেন, এ লোকটি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)। বুখারী এ হাদীস আওন এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ হাম্মাদ ইব্ন সালামা সূত্রে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) থেকে বিশদভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে-আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলেন, (জনৈক ব্যক্তি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে আমাকে নিয়ে পথ অতিক্রম করে চললো।) অবশেষে আমি এক পিচ্ছিল পাহাড়ের নিকট এসে পৌঁছি। আমার হাত ধরে সে আমাকে উপরে টেনে উঠাল। এভাবে আমি পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠলাম। কিন্তু আমি তার উপর স্থির থাকতে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম, আমার হাতের কাছে লোহার একটি স্তম্ভ তার শীর্ষদেশে স্বর্ণের আংটি লাগানো। লোকটি আমার হাত ধরে স্তম্ভের উপরে টেনে উঠাল। অবশেষে আমি রশি ধরে বসলাম। এরপর বর্ণনাকারী হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিম আ'মাশ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে-লোকটি আমাকে নিয়ে এক পাহাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং পাহাড়ে চড়তে বলে। কিন্তু যখনই আমি উপরে উঠতে চেষ্টা করি তখনই নীচে গড়িয়ে পড়ি। কয়েকবার এভাবে চেষ্টা করলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

নিকট স্বপ্নের বিবরণ পেশ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, পাহাড় হচ্ছে শহীদদের স্থান। তুমি এ স্থান লাভ করতে পারবে না। বায়হাকী বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা। কারণ, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম সম্পর্কে শহীদ না হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর বাস্তবে তাই হয়েছে। কেননা, তিনি হি. তেতাল্লিশ সালে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

মায়মূনা বিন্ত হারিছ এর মৃত্যুস্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মূসা ইব্ন ইসম'ঈল সূত্রে ইয়াযীদ ইব্ন আসম থেকে বর্ণনা করেন; হযরত মায়মূনা মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বোনের কোন সন্তান তথায় উপস্থিত ছিল না। লোকদেরকে তিনি বললেন, আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও। কারণ, এখানে আমার মৃত্যু হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমার মৃত্যু মক্কায় হবে না। সুতরাং লোকজন তাঁকে মক্কার বাইরে সারিফ নামক স্থানে নিয়ে আসে এবং তাঁবুর স্থানে অবস্থিত সেই বৃক্ষের নিকট রেখে দেয় যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনার সাথে বাসর উদ্‌যাপন করেছিলেন। হযরত মায়মূনা (রা) তথায় ইনতিকাল করেন। সঠিক মত অনুসারে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল হি. একান্ন সালে।

হুজ্‌র ইব্ন আদী ও তাঁর সাথীদের হত্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন বুকায়র সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন রাযীন থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, হযরত আলী (রা) একদা ঘোষণা করেন, হে ইরাকবাসী! তোমাদের মধ্য থেকে সাত ব্যক্তি 'আয্‌রা' নামক স্থানে নিহত হবে। তাদের (অর্থাৎ হত্যাকারীদের) পরিণতি হবে অগ্নিকুণ্ডবাসীদের পরিণতির মত[১]। পরবর্তীকালে হুজ্‌র ইব্ন আদী ও তাঁর সাথীগণ নিহত হন। আবূ নু'আয়ম বলেন, যিয়াদ ইব্ন সুমাইয়া মিম্বরে বসা অবস্থায় হযরত আলীর কুৎসা বর্ণনা করলে হুজ্‌র এক মুঠো কঙ্কর নিয়ে যিয়াদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। যিয়াদ মু'আবিয়াকে পত্র দ্বারা জানাল যে, হুজ্‌র আমাকে মিম্বরে বসা অবস্থায় আমার প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছে। মু'আবিয়া লিখিতভাবে যিয়াদকে জানান যে, হুজ্‌রকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। যখন তিনি দামিশকের সন্নিকটে পৌঁছেন তখন মু'আবিয়া তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কিছু লোক পাঠিয়ে দেন। আয্‌রা নামক স্থানে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয় এবং মু'আবিয়ার দল হুজ্‌র ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করে। বায়হাকী বলেন, হযরত আলী এ জাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে না শুনে বলেননি।

ইয়া'কূব আবুল আস্‌ওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। মু'আবিয়া একদা হযরত আইশা (রা)-এর নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হুজ্‌র ও তাঁর সঙ্গীদেরকে কী কারণে হত্যা করেছ ? মু'আবিয়া বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, এদের হত্যা করার মধ্যে জনগণের মঙ্গল নিহিত আছে; পক্ষান্তরে এদেরকে ছেড়ে দিলে ফিত্‌না-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে ঃ

১. সূরা বুরূজের ৪ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে এক কাফির বাদশাহ্ (যূ-নুয়াস-ইয়েমেনের রাজা) তার কিছু প্রজাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। পরিণতিতে এই রাজা তার রাজ্যসহ ধ্বংস হয়।

হযরত আইশা يا ام المؤمنين انى رأيت قتلهم اصلاحا للامة وان بقاءهم فسادا (রা) বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আয্‌রায় কিছু লোককে হত্যা করা হবে, তাদের হত্যাকারীদের উপর আল্লাহ্ ও আকাশবাসীগণ অসন্তুষ্ট হবেন।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি মু'আবিয়ার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশার নিকট যাই। তিনি মু'আবিয়াকে বললেন, হুজ্‌র ও তাঁর সাথীদেরকে তুমি হত্যা করে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছ। তোমার কি এ ভয় নেই যে, লুকিয়ে থেকে কোন ব্যক্তি তোমাকে হত্যা করতে পারে ? মু'আবিয়া বললেন, জী না, আমি নিরাপদ ঘরে আছি। আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ঈমান নির্ভীক লোকের অলংকার। এটা কখনও লাঞ্ছিত হয় না, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোন মু'মিন ব্যক্তিই কাপুরুষ হয় না। এ সব ব্যতীত আপনার প্রয়োজনে আমাকে আপনি কেমন পেয়েছেন ? আইশা (রা) বললেন, উত্তম ? মু'আবিয়া বললেন, মহা বিচারকের জন্য আমার ও হুজ্‌রের ব্যাপারটি ছেড়ে দিন।

আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দশজন সাহাবী সম্পর্কে বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সে সর্বশেষে মারা যাবে, সে আগুনে পুড়ে মরবে। সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) ঐ দশজনের একজন। আবূ নায্‌রা বলেন, সামুরার মৃত্যু সকলের শেষে হয়। বায়হাকী বলেন, এই হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য তবে, আবূ হুরায়রায় থেকে আবূ নাযরার শ্রবণ প্রমাণিত নয়। বায়হাকী ইসমাঈল ইব্‌ন হাকিম .... আনাস ইব্‌ন হাকিম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মদীনার শাসক ছিলাম। আবূ হুরায়রার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি যেই কোন কাজ করতেন পূর্বেই সামুরা সম্পর্কে আমার থেকে সংবাদ জেনে নিতেন। সামুরার জীবিত থাকা ও সুস্থ অবস্থায় থাকার সংবাদ দিলে তিনি খুশি হতেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমরা দশজন লোক এক ঘরে অবস্থান করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আগমন করেন এবং সকলের চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। দুই চৌকাঠে হাত রেখে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার মৃত্যু শেষে হবে সে আগুনে পুড়ে মারা যাবে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমাদের ঐ দশজনের আটজনেরই মৃত্যু হয়েছে- সামুরা ও আমি ব্যতীত আর কেউ জীবিত নেই। সুতরাং মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করার চাইতে অন্য কিছুই আমার নিকট প্রিয় নয়। অন্য সূত্র দ্বারাও এ বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

ইয়া'কুব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... আওস ইব্‌ন খালিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যখনই আবূ মাহযূরার নিকট গমন করতাম তখনই তিনি সামুরা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। আর যখন সামুরার নিকট গমন করতাম তখন তিনি আবূ মাহযূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একদা আমি আবূ মাহযূরাকে বললাম, আপনার নিকট এলে সামুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, আর সামুরার নিকট গেলে তিনি আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, এর কারণ কি? তিনি বললেন, একদা আমি, সামুরা ও আবূ হুরায়রা এক ঘরে বসা ছিলাম। নবী করীম (সা) সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী আগুনে পুড়ে মারা

যাবে। আওস ইব্ন খালিদ বলেন, এঁদের মধ্যে প্রথমে আবূ হুরায়রা, পরে আবূ মাহযূরা এবং সর্বশেষে সামুরা ইনতিকাল করেন।

আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে তাউস প্রমুখের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেছেন, নবী করীম (সা) আবূ হুরায়রা, সামুরা ইব্ন জুনদুব ও অপর এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যকার সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিটি আগুনে পুড়ে মারা যাবে। এদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি প্রথমে মারা যায় এবং আবূ হুরায়রা ও সামুরা জীবিত থাকেন। অতঃপর কোন লোক যদি আবূ হুরায়রার উপর ক্ষিপ্ত হতো, তাঁকে বলতো যে, সামুরা মারা গেছে। এ কথা শুনে আবূ হুরায়রা চিৎকার দিতেন ও বেঁহুশ হয়ে যেতেন।

অতঃপর সামুরার মৃত্যুর পূর্বেই আবূ হুরায়রার মৃত্যু হয়। সামুরা বহু প্রচুর লোককে হত্যা করেছেন। বায়হাকী এ হাদীসের সমুদয় বর্ণনা সূত্রকে দুর্বল (ضعيف) বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ, কোন সূত্রের মাঝের থেকে বা কোন সূত্রের শেষের থেকে বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেছে (ارسال । ও انقطاع।)। এ মন্তব্য করার পর বায়হাকী বলেন, কোন কোন 'আলিম বলেছেন, সামুরা অগ্নিকুন্ডে পুড়ে মারা গেছেন। এও হতে পারে যে, তাকে তার পাপের কারণে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং পরে শাফা'আতের দ্বারা ঈমান থাকার কারণে মুক্তি দেয়া হবে। বায়হাকী হিলাল সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন মু'আবিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা সামুরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। পরে তিনি আগুন থেকে বে-খিয়াল হয়ে পড়েন, পরিবারের লোকজনও সে দিকে লক্ষ্য রাখে নি। এক পর্যায়ে আগুন তাঁর গায়ে ধরে যায়। অপর একজন বর্ণনা করেছেন যে, সামুরার শরীরে আঘাত জনিত দারুণ ব্যথা অনুভব হয়। একটি ডেগে পানি ভর্তি করে গরম করা হয় এবং তাঁকে ডেগের উপরে বসার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পানির গরম লেগে ব্যথার উপশম হয়। একদিন তিনি সেই ফুটন্ত পানির মধ্যে পড়ে মারা যান। আবূ হুরায়রা (রা) মৃত্যুর এক বছর পর উনষাট হিজরীতে সামুরার ইনতিকাল হয়। যিয়াদ ইব্ন সুমাইয়া যখন বসরা থেকে কূফায় যেতেন তখন সামুরা তার প্রতিনিধি হিসেবে বসরায় অবস্থান করতেন; আবার যিয়াদ যখন কূফা থেকে বসরায় আসতেন, তখন সামুরা কূফায় তার প্রতিনিধিত্ব করতেন। সুতরাং বসরা ও কূফায় প্রত্যেকটিতে তিনি ছয় মাস করে থাকতেন। খারিজী সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাদের অগণিত লোককে তিনি হত্যা করেছেন। তিনি বলতেন, এ সব খারিজীরা হচ্ছে আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন এবং বসরার অন্যান্য আলিমগণ সামুরার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রাফি' ইব্ন খাদীজের ঘটনা

বায়হাকী...ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুল হামীদ সূত্রে ইয়াহিয়ার দাদী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাফি' ইব্ন খাদীজ তীর নিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর তূণী থেকে। রাবী (রা) বলেন, এটা উহুদ না হুনায়নের ঘটনা এ সম্পর্কে আমার জানা নেই। যা হোক, রাফি' রাসূল (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে তীরটি বের করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে রাফি'! তুমি চাইলে তীরের উভয় অংশ আমি বের করে দিতে পারি। আর ইচ্ছা করলে এক অংশ রেখে অপর অংশ বের করে আনতে পারি। তবে তুমি যে আল্লাহ্র পথের একজন শহীদ এ সাক্ষ্য আমি কিয়ামতে দেব। তখন রাফি' বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দেহ থেকে কেবল

তীরের এক অংশই বের করুন, অপর অংশ থাকতে দিন এবং কিয়ামতের দিন আপনি সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি একজন শহীদ। ইয়াহিয়া বলেন, মু'আবিয়ার শাসনকালে একদা রাফি'র শরীরের যখম কাঁচা হয়ে যায়, রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আসরের পর তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ওয়াকিদী প্রমুখের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি তিহাত্তর অথবা চুহাত্তর হিজরীতে ইনতিকাল করেন। অথচ হযরত মু'আবিয়া সকলের মতে ইনতিকাল করেন ষাট হিজরীতে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিরোধানের পর বনূ হাশিম থেকে প্রকাশমান ফিত্না সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, অতি শীঘ্রই এমন সব অবস্থা ও নিদর্শনাদি প্রকাশ পাবে, যেগুলোকে তোমরা অপছন্দ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে সময়ে আমাদের কী করতে বলেন ? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করবে এবং তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে। বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কুরায়শের এ গোত্রটি মানুষকে ধ্বংস করবে! সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ঐ সময় কী করবো ? তিনি বললেন, জনগণ যদি তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করে দেয় (তবে কল্যাণ হবে।) (لو ان الناس اعتزلوهم)। মুসলিম শরীফে ..... আবূ উসামা থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী মাহমূদ ..... সাঈদ আল উমাবী থেকে বর্ণনা করেন। সাঈদ বলেন, আমি একবার মারওয়ান ও আবূ হুরায়রার সাথে ছিলাম। তখন আবূ হুরায়রা বললেন, আমি মহাসত্যবাদীর (রাসূল- সা) নিকটে শুনেছি-তিনি বলেছেন, কতিপয় কুরায়শ যুবকের হাতে আমার উম্মতের ধ্বংস নেমে আসবে। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন-যুবক ? আবূ হুরায়রা বললেন, আপনি যদি জানতে চান তবে আমি নাম ধরে বলতে পারবো যে, তারা অমুক গোত্রের অমুক অমুক। আহমদ রাওহ ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের ধ্বংস তরুণদের হাতে হবে। মারওয়ান বলেন, কর্তৃত্ব পাওয়ার আগে তারা আমাদের (মুসলিম জামা'আতের) সাথেই আছে। আল্লাহ্র লা'নত হোক ঐ তরুণ যুবকদের উপর। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যদি তাদের নাম গোত্র উল্লেখ করতে চাই তবে সে ভাবেই বলতে পারবো। বর্ণনাকারী আমর বলেন, মারওয়ানের পুত্রগণ ক্ষমতা গ্রহণের পর আমি আমার পিতা (ইয়াহ্ইয়া) ও দাদা (সাঈদ) সহকারে বনূ মারওয়ানের নিকট যাই। দেখলাম যে তারা বালকদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছে (বায়'আত নিচ্ছে)। যার পক্ষে বায়'আত বা শপথ গ্রহণ করছে তিনি রাজকীয় পোশাক (خرقه) পরিহিত। (দাদা) সাঈদ আমাদেরকে বললেন, হতে পারে এ লোকগুলি তারাই, যাদের সম্পর্কে আবূ হুরায়রা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছিলেন— এসব রাজা-বাদশারা একে অন্যের সদৃশ। ইমাম আহমদ আবদুর রহমান ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

ان فساد امتي على يدى غلمة سفهاء من قريش

অর্থাৎ কুরায়শ গোত্রের কতিপয় নির্বোধ তরুণের হাতে আমার উম্মতের বিপর্যয় নেমে আসবে। এ হাদীসটি আরও বিভিন্ন সূত্রে আহমদ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের বর্ণনায় একটি শব্দ বেশি আছে। তিনি শব্দগুলি নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন। هلاك امتى على يدغلمة امراء سفهاء من قريش অর্থাৎ কুরায়শদের কতিপয় নির্বোধ তরুণ শাসকের হাতে আমার উম্মতের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।

ইমাম আহমদ আবূ আবদুর রহমান ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ষাট বছর পরে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা নামাযকে সময় মত আদায় করবে না, প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং শীঘ্রই (মৃত্যুর পরে) তারা জাহান্নামের গভীরে প্রবেশ করবে ঃ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (১৯ মারইয়াম ঃ ৫৯)। এদের উত্তরাধিকারী হয়ে যারা পরবর্তীতে আসবে, তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। কুরআন পাঠকারীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে- মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজির (পাপাচারী)। বর্ণনাকারী বশীর বলেন, আমি ওলীদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিন দলের পরিচয় কি ? তিনি বললেন, মুনাফিকরা কুরআন (কার্যত) অমান্য করবে, ফাজির ব্যক্তিরা কুরআন দ্বারা উপার্জন করবে এবং মু'মিনগণ কুরআনে বিশ্বাস করবে ঃ يقرأ القران ثلاثا مؤمن ومنافق وفاجر ... المنافق كافربه والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به। এ হাদীস কেবল ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন, তবে এর বর্ণনা সূত্র সুনান কিতাবের শর্তানুযায়ী উত্তম ও শক্তিশালী।

বায়হাকী হাকিম ..... শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত আলী সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগমন করে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! মু'আবিয়ার শাসনকে তোমরা অপছন্দ করো না, কেননা, তাকে হারাবার পরে তোমরা এমন সব শাসকবর্গ দেখতে পাবে, যাদের নিপীড়নে চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকবে,যেরূপে অশ্রু ঝরে হানযাল[১] কাটলে তার রসে। আহমদ আসিম সূত্রে উমায়র ইব্‌ন হানী থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মদীনার বাজারের উপর দিয়ে গমনকালে এ দু'আ করতেন ঃ

اللهم لاتدركنى سنة الستين، ويحكم تمسكوا بصدغى معاوية، اللهم لاتدركنى امارة الصبيان -

হে আল্লাহ্! হিজরী ষাট সাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখোনা, সাবধান! মু'আবিয়ার শাসনকে তোমরা অব্যাহত রাখ। ইয়া আল্লাহ্! বালকদের শাসনকাল পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখো না।

বায়হাকী হযরত আলী ও আবূ হুরায়রার কথা বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়েই বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমরা এভাবে বলতে শুনেছি। ইয়া'কুব ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান .... আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لايزال هذا الامر معتدلا قائما بالقسط حتى يُثْلِمه رجل من بنى امية

---

১. একটি বিস্বাদ ফল।

দেশ শাসনের এই ব্যবস্থা ন্যায়নীতি ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর সর্ব প্রথম উমাইয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একে শ্রীহীন করে ফেলবে। বায়হাকী আওফ-আল-আবাবী ...... আবূ যর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ان اوّل من يبدل سنتى رجل من بنى امية অর্থাৎ বনূ উমাইয়ার এক ব্যক্তিই সর্ব প্রথম আমার অনুসৃত নীতির পরিবর্তন সাধন করবে। এ হাদীসের বর্ণনা সূত্রে আবুল আলিয়া ও আবূ যর (রা)-এর মাঝের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু উপরে উল্লেখিত আবূ উবায়দার হাদীসের সাথে অর্থের মিল থাকায় বায়হাকী একে অগ্রাধিকার করেছেন। তিনি বলেন, হতে পারে উক্ত ব্যক্তির দ্বারা ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানকেই বুঝান হয়েছে।

আমার মতে মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের ব্যাপারে লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল তাকে ভালবাসে এবং তার নেতৃত্ব পছন্দ করে। এরা সিরিয়ার একটি দল। এদেরকে বলা হয় নাসিবী। আর একদল ইয়াযীদের কঠোর সমালোচনা করে, তার উপরে অভিশাপ বর্ষণ করে, জঘন্য অপবাদ তার নামে রটায়, এমনটি তাকে যিন্দিক বা নাস্তিক বলেও অভিহিত করে। প্রকৃতপক্ষে ইয়াযীদ এমনটা ছিল না। অপর এক দল না তাকে ভালবাসে, না গালি ও অভিশম্পাত দেয়। কারণ, তাদের বিশ্বাস যে ইয়াযীদ যিন্দিক ছিল না, যেমন রাফিজীরা বলে থাকে। কারণ তার শাসনামলে বহু ভয়াবহ নৃশংসতা ও জঘন্যতম ঘটনার অবতারণা হয়। কারবালায় হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর হত্যাকান্ডের ন্যায় পৈশাচিক ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে এ হত্যাকান্ড সম্পর্কে ইয়াযীদ পূর্ব থেকে অবহিত ছিল না-এবং এ বিষয়ে সম্ভবত সে সন্তুষ্টও ছিল না, আবার অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেনি। হুসাইনের হত্যা ও মদীনার ধ্বংস সাধন বা হার্‌রার ঘটনা ছিল তার রাজত্বকালের কলংকজনক অধ্যায়। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

হুসায়ন (রা) এর শাহাদাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ আবদুস সামাদ ..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। একদা বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন। নবী করীম (সা) উম্মে সালামাকে বললেন ঃ দরজার দিকে লক্ষ্য রাখবে, যেন কেউ প্রবেশ করতে না পারে। কিছুক্ষণ পর শিশু হুসায়ন ইব্ন আলী এসে ফাঁক দিয়ে দরজা অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর ঘাড়ে চেপে বসতে প্রয়াস পেলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি একে খুব বেশি ভালবাসেন ? নবী করীম (সা) বললেন, হাঁ। ফেরেশতা বললেন-আপনার উম্মতরাই একে হত্যা করবে। যদি আপনি দেখতে চান তবে সেই স্থানও আমি দেখিয়ে দিতে পারি, যেখানে তাকে হত্যা করা হবে। এরপর হাত বাড়িয়ে ফেরেশতা এক মুঠো লাল মাটি এনে দিলেন। উম্মে সালামা (রা) ঐ মাটি আপন কাপড়ের আঁচলে বেধে রাখেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা প্রায়ই শুনতাম যে, হুসাইন কারবালায় শহীদ হবেন। বায়হাকী একাধিক সূত্রে আমারা মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই আমারা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের সমালোচনা আছে। আবূ হাতিম বলেছেন, তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, তাঁর হাদীস দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমদ কখনও তাঁকে দুর্বল

বলেছেন, কখনও আবার বিশ্বস্তও বলেছেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্যদের মাধ্যমেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাফিয বায়হাকী ভিন্ন সূত্রে আইশা (রা) থেকে উপরের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। অপর এক সূত্রে বায়হাকী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ঘুমিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠেন। তাঁকে অস্থির দেখাচ্ছিল। পুনরায় ঘুমিয়ে যান। আবারও জেগে উঠেন। এবারও তাঁকে অস্থির দেখাচ্ছিল। তবে প্রথমবারের তুলনায় কম। তৃতীয়বার পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন ও পরে জেগে উঠেন। এবার তাঁর হাতে লাল রংয়ের কিছু মাটি দেখা গেল-যা তিনি উলটিয়ে পালটিয়ে দেখছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ মাটি কিসের ? তিনি উত্তর দিলেন, এটা ইরাকের সেই স্থানের মাটি, যেখানে হুসায়ন নিহত হবে-জিবরীল এ কথা আমাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, হে জিবরীল, যেখানে সে নিহত হবে, সে স্থানের কিছু মাটি আমাকে দেখাও-সুতরাং এই সে মাটি। অতঃপর বায়হাকী বলেন, সালিহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আন-নাখঈ ও শাহ্র ইব্ন হাওশাবও অনুরূপ বর্ণনা উম্মে সালামার থেকে করেছেন।

হাফিয আবূ বকর বায্যার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবরাহীম ইব্ন ইউসুফ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। একদা হুসায়ন নবী করীম (সা)-এর কোলে বসে ছিলেন। জিবরীল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি একে খুব স্নেহ করেন ? নবী করীম (সা) বললেন, কেন স্নেহ করবো না, সেতো আমার কলিজার টুকরো। জিবরীল বললেন, তবে শুনে রাখুন, আপনার উম্মতরাই তাকে হত্যা করবে। তার বধ্যভূমির মাটি এনে আপনাকে আমি দেখাবে কি ? এ কথা বলে তিনি এক মুষ্ঠি মাটি বের করে দেখান। দেখা গেল সে মাটি লাল বর্ণের। হাদীস বর্ণনা শেষে বায্যার এর সমালোচনা করে বলেন, অন্য কোন সূত্রে এ হাদীস আমার নিকট পৌঁছেনি। এ হাদীসের বর্ণনাকারী হুসায়ন ইব্ন ঈসা তাঁর উস্তাদ হাকাম ইব্ন আবান থেকে এমন কতকগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা অন্য কারও নিকট থেকে শুনিনি। ইমাম বুখারী হুসায়ন ইব্ন ঈসাকে অজ্ঞাত পরিচয় বলেছেন; তবে সাত জন রাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ যুর'আ তাঁকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন (অগ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী)। আবূ হাতিম বলেছেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি সবল নন। হাকাম ইব্ন আবান থেকে তিনি বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইব্ন হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত (ثقه) বলে অভিহিত করেছেন। ইব্ন আদী বলেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণভাবে তাঁর হাদীস 'গরীব' পর্যায়ভুক্ত, আর কিছু সংখ্যক মুনকার পর্যায়ের।

বায়হাকী হাকাম .... হারিছের কন্যা উম্মুল ফযল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গত রাত্রে আমি একটি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সে স্বপ্ন ? উম্মুল ফযল বললেন, দেখি যে, আপনার শরীরের একটি অংশ কেটে গেছে এবং আমার কোলে রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। অর্থাৎ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো , ফাতিমার একটি পুত্র সন্তান হবে এবং সে তোমার কোলে লালিত পালিত হবে। পরবর্তীকালে হযরত ফাতিমার (রা) গর্ভজাত সন্তান হযরত হুসায়ন (রা)-এর জন্ম হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি আমার কোলেই লালিত-পালিত হন। হুসায়নকে নিয়ে একদা আমি নবী করীম (সা)-এর গৃহে যাই এবং তাকে তাঁর কোলে তুলে দেই। শিশু হুসায়ন আমার পানে তাকিয়ে

থাকেন। হঠাৎ দেখলাম রাসূলের উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। উম্মুল ফযল বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোন্-কী হয়েছে আপনার ? তিনি উত্তরে বললেন, এইমাত্র জিবরীল আমার নিকট এসে সংবাদ দিয়ে গেলেন যে, আমার উম্মতরাই একে হত্যা করবে। আমি বললাম, একে হত্যা করবে ? তিনি বললেন, হাঁ। এমনকি এর নিহত হওয়ার স্থান থেকে লাল বর্ণের মাটিও জিবরীল এনে আমাকে দেখিয়েছেন।

ইমাম আহমদ, আফ্ফান ..... উম্মুল ফযল থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আপনার শরীরের একটি অঙ্গ আমার ঘরে বা আমার কোলে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইন্শাআল্লাহ্ ফাতিমার পুত্র সন্তান হবে এবং তুমি তার লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করবে। সে মতে, ফাতিমার গর্ভে হুসায়নের জন্ম হয়, নাম রাখা হয় হুসায়ন। দুগ্ধ পান করাবার জন্য ফাতিমা তাঁকে উম্মুল ফযলের নিকট অর্পণ করেন। তিনি তাঁকে কুছমের সাথে দুগ্ধ পান করাতে থাকেন। উম্মুল ফযল বলেন, একদিন হুসায়নকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বুকে তুলে নেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে হুসায়ন পেশাব করেন, ফলে রাসূলের লুঙ্গিতে পেশাব লেগে যায়। আমি তার কাঁধের উপর হাত দ্বারা হালকা আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি আমার নাতিকে ব্যথা দিলে, আল্লাহ্ তোমাকে সংশোধন করুক, অথবা বলেছেন আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক। আমি বললাম, আপনার লুঙ্গিটি ধৌত করে দেওয়ার জন্য দিন। তিনি বললেন انما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام। অর্থাৎ শিশু মেয়ে হলে তার পেশাব ধুতে হয়, ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দিলেই চলবে। ইমাম আহমদ এ হাদীসকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র সূত্রে উম্মুল ফযল থেকে উপরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে হুসায়নের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ নাই।

ইমাম আহমদ, আফ্ফান ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নযোগে দেখতে পাই। দেখলাম, তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ধূলিময় এলোকেশে শুয়ে আছেন। তাঁর হাতে রক্তভর্তি একটি বোতল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোন! এটা কী ? তিনি বললেন, হুসায়ন ও তার সাথীদের রক্ত। আমি আজই এটা সংগ্রহ করেছি। রাবী বলেন, আমরা ঐ দিন তারিখ হিসেব করে দেখেছি তিনি ঐ দিনেই নিহত হন।

কাতাদা বলেন, হুসায়ন (রা) হিজরী একষট্টি সালের আশুরার তারিখে (১০ই মুহাররম) শুক্রবার দিনে শাহাদত বরণ করেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল চুয়ান্ন বছর ছয় মাস পনের দিন। লায়ছ, আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ আল-ওয়াকিদী, খলীফা ইব্ন খাইয়াত, আবূ মা'শার প্রমুখ ৬১ হি. আশুরার দিনকে তাঁর শাহাদতের তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ শুক্রবারের স্থলে শনিবারের কথা বলেছেন। কিন্তু প্রথম মতই বিশুদ্ধতর। উপরোক্ত ঐতিহাসিকগণ হযরত হুসায়নের শাহাদতের দিনের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন যেমন, সেদিন সূর্য গ্রহণ হয় (কিন্তু এ তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়), দিগন্তে পরিবর্তন সাধিত হয়, কোন পাথর উঠালে তার নিচে রক্ত দেখা যাওয়া, তবে কেউ এটিকে কেবল বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের ব্যাপারে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ঘাসের ছাইতে পরিণত হওয়া, আগুন দ্বারা জাল

দেওয়া সত্ত্বেও গোশত জমাট রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে এসব ঘটনার কোনটি বাস্তব হতেও পারে কিন্তু অধিকাংশই অগ্রহণযোগ্য। তবে কোন কোনটি হয়েও থাকতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী আদমের মধ্যে দুনিয়ায় ও আখিরাতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে ঐ সবের কিছুই সংঘটিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে আবূ বকর (রা) উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর বেলায়ও এসব ঘটেনি। উমর (রা) ফজরের নামায আদায়রত অবস্থায় শহীদ হন, তাঁর ক্ষেত্রেও ওসব কিছু হয়নি। উছমান (রা) গৃহবন্দী অবস্থায় শহীদ হন; আলী (রা) ফজরের নামায শেষে শহীদ হন, কিন্তু তাঁদের বেলায় ঐ সবের কোন কিছুই দেখা যায়নি।

হাম্মাদ ..... উম্মে সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুসায়নের শাহাদাতে জিনদেরকে তিনি বিলাপ করতে শুনেছেন। এ ঘটনা সত্য ও বাস্তব। শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব বলেন, আমরা উম্মে সালামার নিকটে বসা ছিলাম, এমন সময় হুসায়নের শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে। সংবাদ শুনে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েন।

শাহাদতের কারণ ঃ ইরাকের অধিবাসীরা এই মর্মে হুসায়নের নিকট তাদের স্বহস্ত লিখিত পত্র প্রেরণ করে যে, তিনি ইরাকে গেলে তারা তাঁর পক্ষে খেলাফতের বায়‘আত (শপথ) গ্রহণ করবে। এ জাতীয় চিঠি ইরাকের জনগণ ও স্বয়ং হুসায়নের পিতৃব্য পুত্র মুসলিম ইব্‌ন আকীলের পক্ষ থেকে বার বার আসতে থাকে। কিন্তু ইরাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু‘আবিয়ার প্রতিনিধি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদের নিকট যখন এসব গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায় তখন সে মুসলিম ইব্‌ন আকীলকে হত্যা করার জন্য তাঁর নিকট লোক পাঠায়। তারা তাঁকে হত্যা করে প্রাসাদের উপর থেকে জনতার মধ্যে ফেলে দেয়। এর পরেই হুসায়ন সমর্থকদের মতের পরিবর্তন হয়ে যায় এবং কথার সুর পাল্টে যায়। এখানে এসব ঘটনা চলছিল, অথচ ওদিকে হুসায়ন ইরাকের উদ্দেশ্যে হিজাজ থেকে রওয়ানা হওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। ইরাকে যা কিছু ঘটে গেল তিনি তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। সুতরাং সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে তিনি নিজ পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। এ দলে সর্বমোট প্রায় তিনশ’ লোক শামিল ছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে সাহাবীগণের একটি জামাত হুসায়নকে ইরাক যেতে বাধা দেন। হযরত আবূ সাঈদ, জাবির, ইব্‌ন আব্বাস, ও ইব্‌ন উমর প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ হুসায়নকে ইরাকে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কারও কথাই শুনলেন না। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বিরত রাখার জন্য কী প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছেন! তিনি দৃঢ়ভাবে এ কথা বলতে থাকেন যে, আপনি যা আশা করছেন তা হবার নয়। কিন্তু হুসায়ন তাতে নিবৃত্ত হলেন না।

হাফিয বায়হাকী ও আবূ দাঊদ তায়ালিসি ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সালিম শা‘বী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) মদীনায় এসে জানতে পারলেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন আলী ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তখনই তিনি হুসায়নকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দু অথবা তিন দিনের পথ অতিক্রম করে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় চলেছেন ? হুসায়ন বললেন, ইরাকের উদ্দেশ্যে। তখন তাঁর সাথে ছিল চিঠিপত্রের স্তূপ। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, ইরাকীদের কাছে যাবেন না। হুসায়নের নিকট ইরাকীদের পাঠান চিঠিপত্র দেখিয়ে তিনি বললেন, এ সবই ইরাকীদের লেখা চিঠি ও বায়‘আতপত্র। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার

ইখতিয়ার দেন। নবী করীম (সা) দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে বেছে নেন। আপনারা সেই নবীরই পরিবারভুক্ত লোক, আল্লাহ্র কসম, আপনাদের পরিবারভুক্ত কেউ-ই-এ দুনিয়ার কর্তৃত্ব পাবেন না। নিকৃষ্ট বস্তু সরিয়ে দিয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর অধিকারী আপনাদেরকে করা হয়েছে। সুতরাং ফিরে চলুন। কিন্তু হুসায়ন (রা) অনুরোধ মানলেন না এবং বললেন, দেখুন, আমার নিকট এই যে তাদের চিঠিপত্র ও বায়'আতনামা রয়েছে। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) হুসায়নের সাথে কোলাকুলি করে বললেনঃ استودعك الله من قتيل। অর্থাৎ নিহত লাশরূপে আপনাকে আল্লাহ্র সমীপে অর্পণ করছি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর যা অনুভব করেছিলেন, তাই বাস্তবে পরিণত হলো। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নবী পরিবারের (اهل بيت) কেউ-ই পূর্ণাঙ্গরূপে ও স্থিতিশীলভাবে খিলাফতে আসীন হবেন না। অবশ্য ইতিপূর্বে হযরত উছমান এবং আলীও একই কথা বলেছিলেন। আবূ সালিহ খালীল তাঁর 'আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম' গ্রন্থে উছমান ও আলী (রা)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

আমি বলি, এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, মিসরে ফাতিমীদের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আলী (রা) খলীফা চতুষ্টয়ের একজন, সুতরাং ইব্ন উমরের উক্তি তাহলে যথার্থ হয় কিভাবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মিসরে ফাতিমী বংশের নামে যারা খিলাফত চালিয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে ফাতিমী বংশোদ্ভুত নয়, বরং তারা ফাতিমী বলে নিজেদের দাবি করতো। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত এটাই। আর আলীতো (রা) আবূ তালিবের পুত্র, রাসূলের পরিবারভুক্ত (اهل بيت) ছিলেন না। তাছাড়া হযরত আলীর খিলাফত পূর্ণাঙ্গ ও স্থিতিশীল ছিল না-যেমনটি ছিল তাঁর পূর্বসূরী খলীফাত্রয়ের খিলাফত। রাজ্যের সকল স্থানে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিতও হয়নি এবং সে অবস্থায়ই খিলাফতের বিপর্যয় নেমে আসে। হযরত আলীর পুত্র হাসান যখন সেনাদলের নেতৃত্বই গ্রহণ করলেন এবং সিরিয়াবাসীদের মুকাবিলায় ব্যূহ রচনা করেন। আগে তিনি দেখলেন যে, তাঁর খিলাফতের দাবি ত্যাগ করার মধ্যে মুসলিম সমাজের কল্যাণ নিহিত এবং তাতে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ হবে। তাই তিনি খিলাফতের দাবি থেকে সরে দাঁড়ালেন।

পক্ষান্তরে হযরত হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-কে ইব্ন উমর (রা) যখন ইরাক যেতে বারণ করেন অথচ তিনি ইব্ন উমরের কথা শুনলেন না, তখন তিনি হুসায়নকে কোলাকুলি করে বিদায় জানান এবং বলেন, মৃত লাশরূপে আল্লাহ্র নিকট আপনাকে সোপর্দ করছি। আর ইব্ন উমর আপন প্রজ্ঞা দ্বারা যা উপলব্ধি করেছিলেন পরিণতিতে তাই ঘটে গেল। কারণ, হুসায়ন ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন, সংবাদ পেয়ে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সেনাপতিত্বে চার হাজার সৈন্য হুসায়নের আগমন পথের দিকে পাঠিয়ে দেয় তাঁর গতিরোধ করার জন্য। এই আমর ইব্ন সা'দ কিছুদিন পূর্বে চাকুরী থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছিল, কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। যাহোক, উভয়পক্ষ তুফ্ (طف) অঞ্চলের কারবালা নামক স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হয়। হুসায়ন ও তাঁর সাথীগণ নিকটস্থ একটি গ্রামকে পশ্চাতে রেখে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হন। হুসায়ন তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দেন এবং যে কোন একটি মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান ঃ

১. হয় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হোক অথবা যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে দেয়া হোক।

—৪৪

২. কিংবা তাঁকে নিকটবর্তী কোন সীমান্তে অবস্থান গ্রহণের সুযোগ দেয়া হোক, যাতে তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারেন।

৩. অথবা তাঁকে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার নিকট যেতে দেয়া হোক, তিনি তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, তখন ইয়াযীদ যেরূপে ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নেবেন।

কিন্তু তারা এ তিন প্রস্তাবের একটিও মেনে নিতে রাজী হলো না; বরং বললো, আপনাকে অবশ্যই উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের নিকট যেতে হবে। তিনি আপনার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা তিনিই বুঝবেন। হুসায়ন উবায়দুল্লাহর নিকট কিছুতেই যাবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। বাধ্য হয়ে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তারা হুসায়নকে হত্যা করলো এবং দেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন করে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের সম্মুখে পেশ করলো। উবায়দুল্লাহ্ তার হাতের ছড়ি দ্বারা হুসায়নের বিচ্ছিন্ন শিরের সম্মুখ দাঁতে আঘাত করতে থাকে। ঐ মজলিসে আনাস ইব্ন মালিক (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি উবায়দুল্লাহকে বললেন ঃ

يا هذا ارفع قضيبك قدطال مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ هذه الثنايا -

অর্থাৎ ওহে! তোমার ছড়িটি উঠিয়ে নাও। কারণ, আমি বহুবার দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দাঁতে চুমু খেয়েছেন। অতঃপর উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ হুসায়নের শিরসহ তার পরিবারের লোকজন ও অন্যান্য সাথীদেরকে সিরিয়ায় ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল। উবায়দুল্লাহ আরও বলে দিল যে, ইয়াযীদকে যেন জানান হয় যে, শিরসহ এদেরকে উবায়দুল্লাহ পাঠিয়েছে। কারও কারও মতে সে হুসায়ন (রা)-এর বিচ্ছিন্ন শির মোবারকও ইয়াযীদ সমীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলো এবং যথারীতি তা ইয়াযীদের সম্মুখে পেশও করা হয়েছিল। যা হোক, শির যখন ইয়াযীদের সম্মুখে নীত হলো তখন সে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে ঃ

نُفَلِّقُ هَامًا من رِجَالٍ اَعِزَّةٍ * علينا وَهُمْ كَانُوْا اَعَقَّ وَاَظْلَمَا

অর্থাৎ আমরা এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে শিরচ্ছেদ করে এনেছি যাদের মর্যাদা ও খ্যাতি ছিল আমাদের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তবে তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। এরপর ইয়াযীদ বন্দীদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। যখন তারা মদীনায় পৌঁছেন তখন আবদুল মুত্তালিবের বংশোদ্ভূত জনৈক মহিলা উন্মাদের ন্যায় এসে তাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মস্তকে হাত রেখে বিলাপের সুরে বলতে থাকেন ঃ

مَاذَا تَقُوْلُوْنَ اِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ * مَاذَا فَعَلْتُمْ وَاَنْتُمْ اخِرُ الأُمَمِ

بِعِتْرَتِي وَبِاَهْلِيْ بَعْدَ مُفْتَقَدِيْ * مِنْهُمْ أُسَارى وَقَتْلى ضُرِّجُوْا بِدَمِ

مَا كَانَ هذَا جَزَائِيْ اِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ * اَنْ تَخْلُفُوْنِيْ بِشَرٍّ فِيْ ذَوِيْ رَحْمِيْ

অর্থাৎ-সেই দিন কি উত্তর দেবে, যে দিন নবী জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি করে এসেছ ? অথচ তোমরাই পৃথিবীর সর্বশেষ উম্মত? আমার স্বজন ও পরিবারের মৃত্যুর পরে আমার

লোকদের সাথে এই কি তোমাদের আচরণ ? তাদের কাউকে করেছ বন্দী আর কাউকে করেছ হত্যা, রক্ত আচ্ছাদনে তাদের দেহ হয়েছে আবৃত। এই কি আমার প্রতিদান ? আমি তো তোমাদেরকে সৎ উপদেশ দান করেছিলাম, আর তোমরা আমার স্বজনদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তার বিরোধিতা করেছ।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো ইন্‌শাআল্লাহ্। হযরত হুসায়ন (রা)-এর করুণ মৃত্যু উপলক্ষ্যে অসংখ্য শোকগাঁথা রচিত হয়েছে। এখানে হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরীর গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

جَاءُوْا بِرَأسِكَ يَا ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ * مُتَزَمَّلاً بِدِمَائِه تَزْمِيْلاً

فَكَاَنَّمَا بِكَ يَا ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ * قَتَلُوْا جِهَاراً عَامِدِيْنَ رَسُوْلاً

قَتَلُوْكَ عَطْشَانًا وَلَمْ يَتَرَقَّبُوْا * فِي قَتْلِكَ التَّنْزِيْلَ وَالتَّأْوِيْلاً

وَيُكَبِّرُوْنَ بِاَنْ قُتِلْتَ وَاِنَّمَا * قَتَلُوْا بِكَ التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلاً

অর্থাৎ-হে মুহাম্মদ তনয়া পুত্র! এরা তোমার মস্তককে রক্তের চাদর পরিয়ে বহন করে এনেছে। হে মুহাম্মদ তনয়া পুত্র! তোমার হত্যার মাধ্যমে এরা যেন প্রকাশ্যভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বয়ং রাসূলকেই হত্যা করেছে। তৃষ্ণা কাতর অবস্থায় এরা তোমাকে বধ করেছে, এ ব্যাপারে তারা কুরআন ও হাদীসের কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। তোমাকে হত্যা করে এরা আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ মহান) বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। অথচ তোমাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এরা তাকবীর ও তাওহীদকেই হত্যা করে দিয়েছে।

ইয়াযীদের আমলে সংঘটিত হার্‌রার ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... আইয়ূব ইব্‌ন বশীর থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা সফরে বের হন। হার্‌রার এক উদ্যানের নিকট এসে তিনি থামলেন এবং ইন্নালিল্লাহ্ পড়লেন। সাথীদেরকে এ বিষয়টি বিব্রত করে তোলে। তাঁরা ধারণা করে নেন যে, এটা হয়তো সফরের ব্যাপারে প্রযোজ্য। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা তাহলে কী ? তিনি বললেন, সাহাবীদের পরে এই হার্‌রায় আমার শ্রেষ্ঠ উম্মতদেরকে হত্যা করা হবে ঃ يقتل بهذه الحرة خيار امتى بعد اصحابى এ বর্ণনাটি মুরসাল (অর্থাৎ সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই)। ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ আয়াতটির মর্ম ষাট বছর পর বুঝা গেল, তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوْا الْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا অর্থাৎ "আর যদি শহরের চারদিক থেকে শত্রু এসে প্রবেশ করতো এবং তখন এদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করতো তাহলে তারা অবশ্যই তাতে সাড়া দিতো" (৩৩ ঃ ১৪)।

ইব্‌ন আব্বাস বলেন, এ সাড়া দেয়ার অর্থ হলো মদীনাবাসীদের উপরে সিরিয়াবাসীদের প্রবেশ লাভের জন্য বনূ হারিছার সম্মতি। এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র সহীহ্ এবং বহু সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে সাহাবীর তাফসীর মারফূ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ 'কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম' গ্রন্থে ..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডেকে বলেন, হে আবূ যর, যে সময় লোক অকাতরে নিহত হবে, এমনকি তাদের রক্তের স্রোতে গাছপাথর ডুবে যাবে, তখন তুমি কী করবে ? আবূ যর (রা) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তখন তোমার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান নেবে। আমি বললাম, তারা যদি আমার উপর চড়াও হয় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, চড়াও হলে সে তোমার নিজের গোত্রের লোকই হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন কি আমি অস্ত্র হাতে নেব ? তিনি বললেন, তাহলে তো তুমিও তাদের কাজে শরীক হয়ে যাবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তখন কী করতে পারি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এমন আশংকা যদি হয় যে, তোমাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করবে, তখন তোমার চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে নিবে, হত্যাকারী যাতে তার নিজের ও তোমার পাপের বোঝা বহন করে। ইমাম আহমদ তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে আবূ ইমরান আল-জাওনী সূত্রে এ হাদীসকে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, হার্‌রার ঘটনার কারণ এই যে, মদীনা থেকে প্রতিনিধি দল দামিশ্‌কে গিয়ে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে। ইয়াযীদ তাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মান, আপ্যায়ন করে এবং উত্তম উপঢৌকন দান করে। দলের আমীর আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবূ আমেরকে প্রায় এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে পুরস্কৃত করে। তাঁরা ফিরে এসে মদীনাবাসীদেরকে ইয়াযীদের পাপাচার সম্পর্কে ধারণা দেন এবং বলেন যে, সে মদ পান করে এবং মাতাল অবস্থায় বহু সময় তার নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়। তা শুনে মদীনাবাসীরা মসজিদে নববীতে সমবেত হয়ে ইয়াযীদের খিলাফতের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলেন। ইয়াযীদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছা মাত্র বিদ্রোহ দমনের জন্য মুসলিম ইব্ন উক্‌বার নেতৃত্বে (প্রাচীন ইতিহাসে তার নাম মুসার্‌রাফ ইব্ন উক্‌বা) এক বাহিনী প্রেরণ করে। মুসলিম মদীনায় পৌঁছে তিন দিন পর্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়। অসংখ্য লোক এতে নিহত হয়। মদীনার কোন একটি লোকও আঘাত থেকে রেহাই পাননি। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন এ অভিযানে এক হাজার তরুণ নিহত হয়। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, হার্‌রার ঘটনায় সাত শ' হাফিযে কুরআন নিহত হন। আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব বলেন, ইমাম মালিক সম্ভবত এ কথাও বলেছেন যে, নিহতদের মধ্যে রাসূল (সা) এর তিনজন সাহাবীও ছিলেন। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান সাঈদ ইব্ন কাছীর সূত্রে লেখেন যে, হার্‌রার ঐ দিন নিহতদের তালিকায় আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মাযিনী, মাকিল ইব্ন সুলায়মান আল-আশজাঈ ও মু'আয ইব্ন হারিছ আল-কারী, আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবূ আমিরও ছিলেন।

ইয়া'কুব ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে লায়ছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হার্‌রার ঘটনা হি. তেষট্টি সালের যিল-হাজ মাসের সাতাশ তারিখে বুধবারে সংঘটিত হয়।

মদীনার ধ্বংস অভিযান শেষে মুসার্‌রফ ইব্ন উক্‌বা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়রকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। কারণ আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ইয়াযীদের হাতে বায়'আত না করেই শাসন অস্বীকার করে বিদ্রোহ করেছিলেন। ইত্যবসরে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া মৃত্যুবরণ করে। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র হিজাযে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের শাসন সু-দৃঢ় হয়। ইরাক ও মিসর তাঁর অধীনে চলে আসে।

ইয়াযীদের পরে তার পুত্র মু'আবিয়া পিতার খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক। কিন্তু বেশি দিন তিনি জীবিত ছিলেন না। মাত্র চল্লিশ দিন, কারও মতে বিশ দিন খিলাফত পরিচালনা করার পর তিনি ইনতিকাল করেন। মারওয়ান ইব্ন হাকাম এ সময় সিরিয়ার ক্ষমতায় আসীন হন। নয় মাস রাজত্ব করার পর তিনি মারা যান। মারওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আশদাক তার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে। মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ও মারওয়ানের শাসনকালে এই আমর মদীনায় খলীফার প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালন করেন। মারওয়ানের মৃত্যুকালে আমর ধারণা করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং আব্দুল মালিলকে আমার পরে খলীফারূপে ঘোষণা দেবেন। কিন্তু তার সকল আশা চূর্ণ হয়ে গেল। ফলে আমর ইব্ন সাঈদ ক্ষুদ্ধ হৃদয়ে আপন দাবিতে রাজ্যাভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে থাকে। হি. ঊনসত্তর অথবা সত্তর সালে খলীফা তাকে হত্যা করেন। অতঃপর আব্দুল মালিক সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন করতে থাকেন। হি. তিহাত্তর সালে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে দমন করতে সক্ষম হন। খলীফার নির্দেশক্রমে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ মক্কায় আবদুল্লাহ্‌কে দীর্ঘদিন অবরোধ রাখার পর হত্যা করে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং হত্যা করার সুযোগ না থাকায় হাজ্জাজ কা'বা গৃহের উপর মিনজানীক ক্রেন স্থাপন করে সু-কৌশলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে হত্যা করে। আব্দুল মালিক তার মৃত্যুর পরে খিলাফত পদে নিজের চার পুত্র যথা ঃ ওলীদ, সুলায়মান, ইয়াযীদ ও হিশামের নাম ঘোষণা করেন।

ইমাম আহমদ আসওদ ও ইয়াহিয়া ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা সত্তর দশকের শেষের বছরগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর, এবং বালকদের শাসনকর্তৃত্ব থেকে পানাহ্ চাও। তিনি আরও বলেছেন ঃ এ জগত ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না পাপিষ্ঠ পুত্র ও পাপিষ্ঠ ও দুর্নীতিবাজ হবে এবং উভয়েই ক্ষমতার সিংহাসনে আরোহণ করবে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من راس السبعين، و امارة الصبيان - وقال لاتذهب الدنيا حتى يظهر الكع ابن لكع -

তিরমিযী ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে হবে (স্বাভাবিকভাবে)। হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম আহমদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার এই মিম্বরের উপর বসে বনূ উমায়্যার স্বৈরাচার অহংকারী শাসকরা উচ্চস্বরে রাজকীয় ঘোষণা পাঠ করবে। আবদুস সামাদ বাড়িয়ে বলেছেন যে, সে চিৎকারে তার নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে।

এরপর আবদুস সামাদ বলেন, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসকে দেখেছে যে, সে মসজিদে নববীর মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকাকালে তার নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। আমি বলি, জনৈক বর্ণনাকারী আলী ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাদ'আন হাদীস বর্ণনায় অপরিচিত, অনির্ভরযোগ্য। তিনি শিয়া প্রভাবিত ছিলেন। এবং এই

আমর ইব্ন সাঈদকে বলা হয় আশদাক, তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি ছিলেন (পার্থিব দিক থেকে, দীনদারীর দিক থেকে নয়)। বহু সংখ্যক সাহাবা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফে তাহারাত অধ্যায়ে তিনি উছমান (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মু'আবিয়া ও ইয়াযীদের শাসনকালে তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। এরপর তাঁর তৎপরতা ভিন্নপথে ধাবিত হয়। এক পর্যায়ে তিনি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আবদুল মালিক কৌশলে তাকে হি. উনসত্তর অথবা সত্তর সালে হত্যা করেন।

আমর ইব্ন সাঈদ আল-আশদাকের মহানুভবতা সম্পর্কে বহু ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। যেমন, যখন তার পিতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তাঁর তিন পুত্র- আমর, উমায়্যা ও মূসাকে ডেকে বললেন, আমার উপর যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব কে নেবে ? আমর অগ্রসর হয়ে বললেন-আব্বাজান! এ দায়িত্ব আমি নেব; অতঃপর বললেন, আপনার ঋণের পরিমান কত ? পিতা বললেন, ত্রিশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা (দীনার)। আমর বললেন, আমি তা শোধ করতে রাজী আছি। তারপর বললেন, তোমার বোনদের বিবাহ্ সমপর্যায়ের পাত্রদের সাথে দেবে, যবের রুটি দ্বারা আপ্যায়ন করে হলেও। আমর বললেন, রাজী আছি। পিতা পুনরায় বললেন, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ আমার মৃত্যুতে যদিও আমার দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু তাই বলে আমার সৌহার্দপূর্ণ আচরণ থেকে যেন তারা বঞ্চিত না হয়। আমর বললেন-অবশ্যই তাই করবো। পিতা বললেন, তুমি আজ যে এইরূপ উত্তর দেবে, আমি তা সেই দিন তোমার মুখমণ্ডলের দ্যুতি থেকে উপলব্ধি করেছিলাম, যে দিন তুমি দোলনায় ছিলে।

বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেন-একদা কায়স ইব্ন হারাশা ও কা'ব একত্রে সফর করছিলেন। সিফ্ফীনে পৌছলে কা'ব আহ্বার থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, এই তো সে স্থান, যার কথা তাওরাতে এসেছে যে, এখানে একদিন মুসলমানদের রক্ত বন্যা প্রবাহিত হবে। কায়স ইব্ন হারাশা সম্পর্কে বায়হাকী বলেছেন যে, তিনি সত্য ও হক কথা বলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, হে কায়স ইব্ন হারাশা! শীঘ্রই তুমি সমাজের লোকদের নিকট নিগৃহীত হবে। আমার মৃত্যুর পরে এমন সব লোকদের ফাঁদে তুমি আবদ্ধ হবে যে, তাদের সম্মুখে হক কথা বলতে সক্ষম হবে না। কায়স বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমি যে ব্যাপারে আপনার নিকট বায়'আত নেব তা পূরণ করবোই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, তাই যদি পার তবে কোন লোক তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কায়স উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আবূ সুফিয়ানের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। কোন এক কারণে উবায়দুল্লাহ্ তার উপর ক্ষিপ্ত হয়। কায়সকে দরবারে ডেকে এনে সে বললো, তুমিই কি সেই ব্যক্তি, যে এই ধারণা পোষণ কর যে, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ? কায়স বললেন, হ্যাঁ। উবায়দুল্লাহ্ বললো, আজই তুমি দেখে নেবে যে, তোমার এ দাবি মিথ্যা। এ কথা বলে উবায়দুল্লাহ্ জল্লাদকে ডেকে পাঠাল। তখন কায়স অন্য দিকে মুখ ফিরালেন এবং সাথে সাথে মারা গেলেন।

আরও একটি মু'জিযা

বায়হাকী দারাওয়ার্দী ..... আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন। আব্বাস একদিন কোন প্রয়োজনে আপন পুত্র আবদুল্লাহ্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ সেখানে যান। তিনি দেখতে পেলেন যে, রাসূলের নিকট একজন লোক বসে আছে। এ কারণে কোন কথাবার্তা না বলেই তিনি ফিরে এলেন। পরে আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ঘটনাটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ্ কি সে লোকটিকে দেখেছে ? আব্বাস বললেন, হাঁ দেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, জানেন কি, সে লোকটি কে ? তিনি তো জিবরীল। আবদুল্লাহ্ মৃত্যুর পূর্বে অন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হবে। সত্যই হি. আটষট্টি সালে আবদুল্লাহ্ অন্ধ হওয়ার পর মারা যান।

বায়হাকী মু'তামার ..... যায়দ ইব্ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন, যায়দ একবার রোগে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখতে যান। দেখার পর বললেন, রোগ হওয়ার কারণে দুঃখের তেমন কিছু নেই। কিন্তু আমার ইনতিকালের পরেও তুমি জীবিত থাকবে এবং অন্ধ হয়ে যাবে তখন তোমার কী অবস্থা হবে ? যায়দ বললেন, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য ধারণ করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ইনতিকালের পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিছুদিন পর অন্ধত্ব দূর করে আল্লাহ্ দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন, তারপরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বুখারী শরীফে আবূ হুরায়রা থেকে এবং মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব হবে, তারা প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে ঃ

ان بين يدى الساعة ثلاثين كذابا رجالا - كُلُّهُمْ يزعم انه نبىٌ

বায়হাকী আল সালিমী ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ত্রিশজন মিথ্যুক (নবীর) এর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তাদের মধ্যে মুসায়লামা, আনাসী ও মুখতার অন্যতম; আরব গোত্র সমূহের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম গোত্র হলো বনূ উমাইয়া, বনূ হানীফা ও ছাকীফ গোত্র। ইব্ন আদী বলেন, বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্ন হাসানের অনেকগুলি একক বর্ণনা আছে। নির্ভরযোগ্য রাবীগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস বর্ণনায় আমি কোন দোষ দেখিনা। বায়হাকী বলেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান একাই কেবল মুখতারকে মিথ্যুক নবী হিসেবে বর্ণনা করেনি; বরং অন্য রাবীদের সহীহ বর্ণনায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

বায়হাকী আসওদ ...... আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একবার হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ছাকীফ গোত্রে মিথ্যাবাদী ও ধ্বংসকামী লোকের আর্বিভাব হবে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখলাম, আর ধ্বংসকারী ব্যক্তি তুমি ব্যতীত অন্য কেউ নও। মুসলিম শরীফেও এ হাদীস আসমা থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাকী হাকিম ও আবূ সাঈদ ..... আবুল মাহ্য়ার মা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রকে হত্যা করার পর (আবদুল্লাহ্র মা) আসমা বিন্ত আবূ বকরের নিকট গিয়ে বলে, ওহে আম্মাজান! আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার নিকট আসার জন্য হুকুম করেছেন, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি ? আসমা বললেন, আমি তোমার আম্মা নই, বরং আমি ছানিয়া শীর্ষে শূলে ঝুলন্ত লাশের (আবদুল্লাহ্) আম্মা, আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শোনা একটি হাদীস তোমাকে জানাবার প্রতীক্ষায় আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন; ছাকীফ গোত্র থেকে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসযজ্ঞ সাধনকারী ব্যক্তি অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে। মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখতে পেয়েছি। আর ধ্বংসযজ্ঞ সাধনাকারী তুমি ব্যতীত অন্য কেউ নও। হাজ্জাজ বললো, হাঁ, আমি ধ্বংসকারী, তবে মুনাফিকদের।

আবূ দাউদ তায়ালিসী শুরায়ক ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ছাকীফ গোত্রে মহামিথ্যুক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোক আত্মপ্রকাশ করবে। কিছুকাল পরে মুখতার ইব্ন আবূ উবায়দ (ছাকীফী) যে ইরাকের শাসকর্তা হয়, সে নিজেকে নবী বলে দাবি করতো এবং বলতো জিবরীল তার নিকট ওহী পৌঁছিয়ে থাকেন। আর তিনি ছিলেন মুখতারের ভগ্নিপতি। ইব্ন উমরকে জানান হয় যে, মুখতার ধারণা করে যে, তার নিকট ওহী আসে। ইব্ন উমর বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَاءِهِمْ "শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী নিয়ে আসে"।

আবূ দাউদ তায়ালিসী কুর্রা ইব্ন খালিদ ...... রিফা'আ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মহা মিথ্যুক মুখতারের সাথে আমার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। একদা আমি তার নিকট গেলাম। সে বললো, তুমি এসেছ, অথচ অল্পক্ষণ পূর্বেই জিবরীল এই আসন থেকে উঠে গেলেন। তা শুনে তাকে মারার জন্য আমি তলোয়ারের হাতলের দিকে হাত বাড়াই। হঠাৎ আমর ইব্ন হুমুক আল খুযাঈর বর্ণিত একটি হাদীস আমার স্মরণ হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন লোক যখন অন্য কোন লোককে জীবনের নিরাপত্তা দেয় এবং পরে হত্যা করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার ঝান্ডা স্থাপন করা হবে। সুতরাং আমি বিরত থাকলাম। আসবাত ইব্ন নজর প্রভৃতি লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিফা'আ ইব্ন শাদ্দাদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইয়া'কুব ইব্ন সুফিয়ান আবূ বকর হুমায়দী ..... শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বসরাবাসীদের পক্ষ অবলম্বন করি এবং কূফাবাসীদের উপর তাদেরকে বিজয়ী করি। এ সময় আহ্নাফ কোন কথাবার্তা না বলে নীরবতা অবলম্বন করে। যখন সে দেখলো যে, আমি বসরাবাসীদেরকে বিজয়ী করেছি তখন সে তার একজন দাসকে পাঠিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর দাসটি একখানা পত্র এনে আমাকে বললো, পড়ুন! আমি পত্রটি পড়লাম। তাতে লেখা আছে ঃ من المختار لله يذكر انه نبى এ চিঠি মুখতারের পক্ষ থেকে প্রেরিত হলো। আল্লাহ্র কসম, সে একজন নবী। আহ্নাফ বললো, আমাদের অঞ্চলে আমিও এইরূপ। আর হাজ্জাজের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে ছাকাফী গোত্রে জন্মগ্রহণকারী এক দুর্ধর্ষ

যুবক। তার বিস্তারিত পরিচয় যথাস্থানে আসবে। সে খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান ও তাঁর পুত্র খলীফা ইব্‌ন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে হীরকের শাসনকর্তা ছিল। বদান্যতা ও বাকপটুতাসহ অন্যান্য কতিপয় গুণ থাকা সত্ত্বেও সে ছিল এক অত্যাচারী স্বৈরশাসক।

বায়হাকী হাকিম ..... আবূ উয্‌বার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে সংবাদ দিল যে, ইরাকবাসীরা তাদের আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। উমর (রা) ক্রুদ্ধ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন এবং নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। নামাযের মধ্যে তিনি ভুল করে বসলেন। মুক্‌তাদীগণ সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্ বলে ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নামাযের সালাম ফিরিয়ে তিনি মুকতাদীগণের দিকে ঘুরে বসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এখানে সিরিয়ার কে আছে ? একজন দাঁড়াল, পরে আর একজনও উঠল, তারপর তৃতীয় বা চতুর্থবারে আমি দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, হে সিরিয়ার জনগণ! তোমরা ইরাকীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হও! কারণ, শয়তান তাদের মাঝে ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটিয়েছে। হে আল্লাহ! তারা আমার উপর চড়াও হয়েছে। আপনি তাদের উপর ছাকাফী গোত্রের কোন যুবককে চাপিয়ে দিন, যে তাদেরকে জাহিলী যুগের ন্যায় শাসন করবে এবং তাদের কোন উত্তম কাজকে সে গ্রহণ করবে না এবং তাদের কোন অপরাধীকে সে ক্ষমা করবে না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন লাহিয়া সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, হাজ্জাজ ঐ দিনই জন্মগ্রহণ করে। দারেমী আবুল ইয়ামান সূত্রে উমর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবুল ইয়ামান বলেন, উমর (রা) জানতেন যে, হাজ্জাজ অবশ্যই আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি ইরাকীদের প্রতিশোধ দ্রুত কামনা করেন। আমার বক্তব্য হলো, এ বিষয়টি যদি হযরত উমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থেকে শ্রবণ করে বর্ণনা করে থাকেন, তবে আশ্চর্যের কিছুই নেই। যেহেতু এরূপ হাদীস ইতিপূর্বে অন্য থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে। আর যদি এটা হযরত উমরের কথা হয়ে থাকে, তবুও অবাক হবার কিছু নেই। কারণ ওলীদের কারামত নবীদেরই মু'জিযা স্বরূপ ঃ كرامة الولى معجزة لنبيه

আবদুর রায্‌যাক জা'ফর ..... হাসান সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আলী একদা কূফাবাসীদের সম্পর্কে দু'আ করেন, হে আল্লাহ্! আমি ওদের আমানত রক্ষা করেছি; কিন্তু ওরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি; কিন্তু তারা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। সুতরাং আপনি ছাকীফ গোত্রের একজন অত্যাচারী ও অহংকারী যুবককে তাদের শাসন করার জন্য চাপিয়ে দিন, যে তাদের সকল সুখসম্পদকে ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করবে, জাহিলী যুগের বর্বর শাসনে তাদেরকে জব্দ করবে।

মালিক ইব্‌ন দীনার বলেন, হাসানের ইনতিকালের সময় পর্যন্ত হাজ্জাজের জন্ম হয়নি। এ বর্ণনাটির সনদ বিচ্ছিন্ন।

মুতামার ..... মালিক ইব্‌ন আওস সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব থেকে উক্ত বর্ণনাকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন; অহংকারী এক যুবক দু'টি[১] শহরের আমীর হবে। সে অত্যাচারের ভূষণ পরিধান করে তথাকার সুখ সম্পদকে উজাড় করে দেবে, শহরের সম্ভ্রান্ত

১. দু'টি শহর দ্বারা ইরাকের কূফা ও বসরাকে বুঝান হয়েছে।

লোকদেরকে হত্যা করবে। তার অত্যাচারের কারণে অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যাবে এবং দুর্ভিক্ষ মহামারী বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ এই জাতিকে দমন করার জন্যে তাকে তাদের উপর চাপিয়ে দেবেন।

বায়হাকী ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ..... হাবীব ইব্ন ছাবিত থেকে বর্ণনা করেন। হযরত 'আলী (রা) একদা তাকে বলেন, ওহে হাবীব! ছাকীফ গোত্রের এক যুবকের সাক্ষাৎ না পেয়ে তুমি মৃত্যুবরণ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন, ছাকীফ গোত্রের সে যুবকটি কে? হযরত আলী বললেন, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, জাহান্নামের একটি কোন্ বিশ বা তদূর্ধ বয়সের এক যুবককে দিয়ে পূর্ণ করা হবে। এমন কোন পাপ নেই, যা সে করবে না। এমনকি একটি পাপও যদি থাকে যা সে করেনি, কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণে, তবে সে ঐ প্রতিবন্ধক দূর করে দিয়ে সেই পাপটি অবশ্যই করবে। তাকে যারা অমান্য করবে, তারা ঐ সব লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হবে, যারা তার আনুগত্য মেনে নেবে। এ হাদীসটি মু'দাল (معضل) যে সনদে দু'জন রাবীর নাম নেই। আলী (রা) থেকে এর বর্ণিত হওয়া সন্দেহমুক্ত নয়।

বায়হাকী হাকাম সূত্রে হিশাম ইব্ন ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেছেন, প্রতিটি জাতি যদি তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী সকল পাপিষ্ঠকে উপস্থিত করে, আর তাদের মুকাবিলায় আমরা কেবল হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফকে উপস্থিত করি, তবে আমাদের পাল্লাই হবে ভারী।

আবূ বকর ইব্ন আয়্যাশ ..... আবুন-নাজূদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কর্মসমূহের মধ্যে এমন একটি কর্মও অবশিষ্ট নেই, যা হাজ্জাজ করেনি।

আবদুর রায্যাক লিখেছেন ..... ইব্ন তাউস বলেন, হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার পিতা তাউস কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো এবং প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই, যিনি বিশ্ব জাহানের রব (৬ আন'আম ঃ ৪৫)। হি. পঁচানব্বই সালে হাজ্জাজের মৃত্যু হয়।

উমাইয়া বংশের মুকুট উমর ইব্ন আবদুল আযীযের শাসন সম্পর্কে মহানবীর ইঙ্গিত

আবূ ইদরীস আল খাওলানী বর্ণিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বর্তমানের এই উত্তম যুগের পরে কি নিকৃষ্ট যুগের আগমন হবে ? তিনি বললেন, হাঁ। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম; সেই নিকৃষ্ট যুগের পরে কি আবার উত্তম যুগ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ; তবে তা' ধোঁয়াটে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধোঁয়াটে ব্যাপারটি কী ? তিনি বললেন, এক দল হবে যারা আমার আচরিত সুন্নতের পরিবর্তে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং আমার প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে ভিন্ন পথ অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে কেউ ভাল হবে আর কেউ মন্দ হবে। বায়হাকী প্রমুখ হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয় উত্তম যুগ দ্বারা উমর ইব্ন আবদুল আযীযের শাসনকালকে বুঝিয়েছেন।

বায়হাকী হাকিম ..... ওলীদ ইব্‌ন মারছাদ সূত্রে বর্ণনা করেন, আওযাঈকে জিজ্ঞেস করা হয়-হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্তম যুগের পর যে নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (এবং নবী সা উত্তরে বলেছিলেন হাঁ) ঐ নিকৃষ্ট বিষয়টি কী ? উত্তরে আওযাঈ বলেন, তা হলো নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর রিদ্দা বা ধর্ম ত্যাগের ঘটনা। আওযাঈকে আরও জিজ্ঞেস করা হয়-হুযায়ফা জানতে চাইলেন, ঐ নিকৃষ্ট যুগের পর কি উত্তম যুগ আসবে? নবী করীম (সা) বলেছিলেন, হাঁ; তবে তখন ধোঁয়াটে অবস্থা থাকবে-এ উক্তির ব্যাখ্যা কি ? জবাবে আওযাঈ বললেন ঃ 'উত্তম' দ্বারা বুঝান হয়েছে জামা'আত বা মুসলমানদের দল। তবে তাদের শাসকবর্গের মধ্যে কারও চরিত্র ভাল হবে এবং কারও চরিত্র মন্দ হবে। আওযাঈ বলেন, এ শাসকগণ যতদিন নামায পড়বে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দেননি ঃ

فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتالهم ماصلوا الصلواة ـ

আবূ দাঊদ তায়ালিসী ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা নবুওতি শাসন ধারার মধ্যে থাকবে যতদিন আল্লাহ্ এ ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখবেন। তারপরে যখন তিনি ইচ্ছা করবেন এ ধারাকে তুলে নেবেন। এরপরে পুনরায় নবুওতি ধারায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) আগমন করে। তখন তাঁর সাথে ছিলেন ইয়াযীদ ইব্‌ন নু'মান, আমি হাদীসটি উল্লেখ করে তাঁকে লিখিতভাবে জানালাম যে, আমি আশা করি, উত্তম যুগের অবসানের পর আপনি আমীরুল মু'মিনীন পদে অধিষ্ঠিত হবেন। ইয়াযীদ পত্রটি নিয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের নিকট গেলেন। তিনি পত্রটি পেয়ে আনন্দিত হলেন।

নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ ..... কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেছেন , আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উমর, উছমান ও আলী (রা) বসে আছেন। নবী করীম (সা) আমাকে বললেন ঃ তুমি কাছে এসো। আমি অগ্রসর হয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। নবী করীম (সা) চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, অচিরেই তুমি মুসলমানদের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবে এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। সম্মুখে এ হাদীস আসছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, এই উম্মতের কল্যাণে আল্লাহ্ প্রতি শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে উম্মতের জন্য দীনকে পুনরুজ্জীবিত করবে ঃ ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجددلهاد ينها বহু সংখ্যক ইমামের মতে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযই সেই ব্যক্তি। কারণ, তিনি একশত এক হি. সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১]

বায়হাকী হাকিম ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা জানি উমর ইব্‌ন খাত্তাব বলেছেন, আমার বংশ থেকে এমন এক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, যে বিশ্বকে ইনাসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেবে। তার চেহারায় দাগ থাকবে। নাফি'

---

১. মূল কিতাবে توفى স্থলে توتى ছাপা রয়েছে, যা কোনও ভাবে ঠিক নয়। কারণ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ১০১ হিজরীর রজব মাসে ইনতিকাল করেন। ৯৯ হিজরীর সফর মাসে তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ খ. ৬, পৃ ঃ ১-৭। —সম্পাদকদ্বয়।

বলেন,আমার মতে, তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীয ব্যতীত কেউ নন। বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন উমর বলতেন, উমর ইব্ন খাত্তাবের বংশের যে লোকটি ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে ইনসাফ দ্বারা বিশ্বকে পূর্ণ করবে যার মুখমন্ডলে একটি চিহ্ন থাকবে, হায় যদি আমি তাকে জানতাম! সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। উমর ইব্ন আবদুল আযীযের জন্মের এবং খিলাফত লাভের বহু পূর্ব থেকেই সর্বত্রই এ কথা বহুল প্রচারিত ছিল যে, উমাইয়া বংশের এমন এক ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে, যে হবে মারওয়ান বংশের এবং মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত। তার মা ছিলেন উমর ইব্ন খাত্তাবের পুত্র আসিম এর কন্যা আরওয়া (اروى)। তাঁর পিতা আযীয ইব্ন মারওয়ান তাঁর ভাই আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রতিনিধি হিসেবে মিসর শাসন করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন। তাঁর নিকট উপঢৌকনাদি প্রেরণ করতেন এবং তিনি তা গ্রহণও করতেন। একবার এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠালে তিনি তা গ্রহণ করেন।

কথিত আছে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয একদা আপন পিতার আস্তাবলে প্রবেশ করেন। তিনি তখন বালক মাত্র। একটি ঘোড়া তাঁকে আঘাত করে কপালে জখম করে দেয়। পিতা তাঁর জখমের স্থান থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, হায়! তুমি যদি মারওয়ান বংশের আশাজ (যখমপ্রাপ্ত) হয়ে থাক, তাহলে তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। লোকমুখে চর্চা হত যে, মারওয়ান বংশের দু'জন লোকই বেশি ন্যায়পরায়ণ। একজনের মাথায় আঘাতের ক্ষত ও অন্যজন দৈহিক ক্রটিযুক্ত। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত জন উমর ইব্ন আবদুল আযীয আর যিনি দৈহিক ক্রটিযুক্ত তিনি হলেন ইয়াযীদ ইব্ন ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিক। এ সম্পর্কে কবি বলেন ঃ رَأَيْتُ الْيَزِيدَ بْنَ الْوَلِيْدِ مُبَارَكًا * شَدِيْدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُه

"খিলাফতের বোঝা বহন করার ব্যাপারে ইয়াযীদ ইব্ন ওলীদের স্কন্ধকে আমি অত্যন্ত মজবুত দেখেছি"।

সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালিকের পরে দুই বছর ছয় মাস কাল উমর ইব্ন আবদুল আযীয খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দ্বারা তিনি রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পদের এত প্রাচুর্য হয় যে, লোককে তার যাকাত গ্রহণকারী খুঁজে পেতে বেগ পেতে হতো। আদী ইব্ন হাতিমের বর্ণিত পূর্বোল্লোখিত হাদীসকে বায়হাকী উমর ইব্ন আবদুল আযীযের সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত করেন। তবে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে।

বায়হাকী ইসমাঈল ..... উসায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার উমর ইব্ন আবদুল আযীয মক্কার কোন এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি মৃত সাপ দেখতে পান। গর্ত খুঁড়ার জন্য সাথীদের নিকট তিনি একটি কোদাল চান। সাথীরা বললো, এর জন্য আমরা যথেষ্ট, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তিনি বললেন না, এরপর নিজে কোদাল দ্বারা গর্ত করেন, সাপটিকে একটি ন্যকড়ায় জড়িয়ে দাফন করেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কে যেন শব্দ করে বললো, হে সারাক! তোমার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বললেন, তোমার পরিচয় কি ? আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন! উত্তর এলো, আমি একটি জিন এবং এর নাম সারাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যারা বায়'আত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি এবং এ ব্যতীত আর কেউ জীবিত নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে আমি বলতে শুনেছি-হে সারাক! এক প্রান্তরে তোমার মৃত্যু হবে এবং আমার উম্মতের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে। এ হাদীসটি ভিন্ন এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ঐ বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, তারা নয়জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত হয়েছিলেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে কসম করতে বলেন। ফলে সে কসম করলো। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তখন রোদন করতে থাকেন। বায়হাকী এই শেষের সূত্রকে প্রথম বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্র প্রশংসা ও গায়লানের নিন্দা সম্পর্কে একটি সন্দেহজনক হাদীস

বায়হাকী হিশাম ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ওহ্ব নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে-আল্লাহ্ তাকে প্রজ্ঞা দান করবেন। আর এক ব্যক্তির নাম হবে গায়লান, সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীস অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হবে। এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। কারণ সনদের মধ্যে মারওয়ান ইব্ন সালিম নামক বর্ণনাকারী সকলের নিকট পরিত্যাজ্য (متروك)। অপর এক সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, শয়তান সিরিয়ায় এমন এক আওয়াজ তুলবে (গুজব রটাবে) যা শুনে সে দেশের দুই তৃতীয়াংশ লোকই তাকদীরকে অবিশ্বাস করবে। বায়হাকী বলেন, এ হাদীস এবং এর সদৃশ অন্যান্য হাদীস গায়লানের প্রতিই ইঙ্গিত করে। গায়লানের প্ররোচনায় সিরিয়ার লোকজন তাকদীরকে অস্বীকার করতে থাকে। অবশেষে সে নিহত হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাজির আগমন, কুরআনের তাফসীরে তার পান্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত

হারমালা ...... আবূ বুরদা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, দুই গণকের একজন থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যে কুরআনের এমন বিশ্লেষণ করবে যেরূপ বিশ্লেষণ তার পরে আর কেউ করতে সক্ষম হবে না ঃ يخرج فى احد الكاهنين رجل قد درس القران دراسة لايدرسها أحد يكون من بعده। বায়হাকী হাকিম ..... রবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দুই গণকের একটি থেকে এমন একজন লোক আত্মপ্রকাশ করবে, যে কুরআনের এমন ব্যাখ্যা করবে, যেমনটি অন্য কেউ করতে সক্ষম হবে না। লোকদের ধারণা এ লোকটি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ব্যতীত অন্য কেউ নয়। আবূ ছাবিত বলেন, দুই গণক হলো ঃ ১. কুরায়যা ও ২. নযীর। মুরসলরূপেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ দুই গণকের একজন থেকে এমন এক লোক আবির্ভূত হবে, যে আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী হবে। আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব অপেক্ষা অন্য কাউকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীরূপে অধিক জ্ঞানী দেখিনি।

রাসূলুল্লাহ্র পরবর্তী শতাব্দীকালের ভবিষ্যদ্বাণী

বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী সূত্রে ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের শেষ দিকে একদা আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি দন্ডায়মান হন এবং বলেন, এ রাতটিকে তোমরা কেমন মনে কর? কেননা, এ রাত থেকে আরম্ভ করে একশ' বছরের মাথায় যারা আজ এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের কেউই জীবিত থাকবে না। হযরত উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার দ্বারা লোকজন বুঝলো যে, তারা যে সব কথাবার্তা বলে তা একশ' বছর পর্যন্ত চলবে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝাতে চেয়েছেন যে, তখন এ যুগের অবসান হবে। এক বর্ণনা মতে, তিনি এতে তাঁর নিজের যুগের অবসানের প্রতি ইঙ্গিত দেন। মুসলিম শরীফে ইব্ন জুরায়জ সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর একমাস পূর্বে বলেছেন, লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। অথচ তা শুধু আল্লাহ্ই জানেন। তবে আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আজ যারা ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করছে তারা কেউ-ই একশ' বছর পর জীবিত থাকবে না। এ হাদীস এবং এ মর্মের হাদীস সেই সব ইমামদের পক্ষে দলীল যারা বলেছেন যে, খিযর (আ) বর্তমানে জীবিত নেই। নবীদের আলোচনায় খিযর-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সমস্ত জীবিত লোক এক'শ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে। রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। আমরা তাঁর কোন সাহাবী সম্পর্কে জানিনা যে, তিনি এই সময়সীমা অতিক্রম করে বেঁচে রয়েছেন। তেমনিভাবে অন্যান্য লোকও। আলিমগণ এ ঘোষণাটিকে প্রতি শতাব্দীর জন্য প্রয়োগ করেছেন এবং হাদীসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

হাদীস

মুহাম্মদ ইব্ন উমর আল ওয়াকিদী শুরায়হ ইব্ন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মাথার উপরে তাঁর হাত রেখে বলেন, ।هذا الغلام يعيش قرنا। এই বালকটি এ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। সত্য সত্যই তিনি একশ' বছর জীবিত থাকেন। বুখারী এ হাদীসটি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আবূ হায়াত শুরায়হ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ আরও কিছু কথা অতিরিক্ত বলেছেন। অর্থাৎ-তার মুখমন্ডলে দাগ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তার মুখের দাগ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে মারা যাবে না। দেখা গেল, দাগ দূর হওয়ার পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। বায়হাকী হাকিম...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন এই বালকটি এক শতাব্দীকাল বাঁচবে। সত্যি সত্যি তিনি একশ' বছর জীবিত থাকে। ওয়াকিদী প্রমুখ বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র অষ্টাশি হি. সনে ৯৪ বছর বয়সে হিমসে ইনতিকাল করেন। সিরিয়ায় যে সকল সাহাবী ছিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুস্র তাদের মধ্যে সকলের শেষে মৃত্যুবরণ করেন।

ওলীদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার প্রতি উচ্চারিত সতর্কবাণী (বর্ণনায় বিশুদ্ধতা সাপেক্ষে ইনি ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিক নন, বরং ওলীদ ইব্ন ইয়াযীদ)

ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন উম্মে সালামার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম হয়। তার নাম হয় ওলীদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা তোমাদের যুগের এক ফির'আউনের নাম রেখেছ। এই উম্মতের মধ্যে ওলীদ নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, সে আমার উম্মতের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর হবে যতটা না ক্ষতিকর ছিল ফির'আউন তার জাতির জন্য। আবূ উমর আওয়াঈ বলেন, লোকে মনে করত এটি ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম যে, ঐ ব্যক্তি হল ওলীদ ইব্ন ইয়াদীদ। কারণ, জাতির জন্য সে এক মহা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে হত্যা করে এবং উম্মত তার ফিত্না থেকে পরিত্রাণ পায়। বায়হাকী এ হাদীস হাকিম থেকে এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আসাম সূত্রে সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় আওযা'ঈর উক্তির উল্লেখ নেই। বায়হাকী এটাকে মুরসাল বলেছেন। নু'আয়ম এ হাদীস ..... ওলীদ ইব্ন মুসলিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় যুহরীর উক্তির বরাত রয়েছে যাতে তিনি বলেন, ওলীদ ইব্ন ইয়াযীদ যদি ক্ষমতা লাভ করে তবে সেই ঐ ব্যক্তি যার কথা নবী করীম (সা) বলেছিলেন। অন্যথায় সে ব্যক্তি হবে ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিক। নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ ..... হাসান থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন পরবর্তীকালে ওলীদ নামে এক ব্যক্তির জন্ম হবে, জাহান্নামের একটি স্তম্ভ ও একটি কোণ তার জন্য নির্ধারিত থাকবে। এ বর্ণনাটিও মুরসাল পর্যায়ের।

আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী

সুলায়মান ইব্ন বিলাল ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আবুল আস এর পুত্র সন্তানের সংখ্যা যখন চল্লিশে পৌঁছবে, তখন তারা আল্লাহ্র দীনের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করবে। আল্লাহ্র বান্দাগণকে দাস-দাসীতে পরিণত করবে এবং আল্লাহ্র ধন সম্পদকে নিজেদের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করবে। –বায়হাকী

আবূ নু'আয়ম ..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, উমাইয়া বংশের পুরুষের সংখ্যা যখন চল্লিশে পৌঁছবে তখন তারা আল্লাহ্র বান্দাগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করবে, আল্লাহ্র দেয়া ধন সম্পদকে উপহার উপঢৌকন গণ্য করবে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে (কুরআনকে) সন্দেহের স্থল বানাবে। এই বর্ণনা সূত্রে রাশিদ ইব্ন সাদ ও আবূ যরের মাঝের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই। ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায় ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আবুল আসের বংশে যখন পুরুষের সংখ্যা ত্রিশে উপনীত হবে, তখন তারা আল্লাহ্র দীনের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করবে, আল্লাহ্র ধন সম্পদকে কুক্ষিগত করবে এবং আল্লাহ্র বান্দাগণকে দাস-দাসীতে পরিণত করবে। আহমদ ..... জারীর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী আলী ইব্ন আহমদ ..... ওহ্ব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একদা মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের

দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় মারওয়ান এসে নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যাক্ত করে বললো-হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার প্রয়োজন পূরণ করুন! আল্লাহ্র কসম, আমার ব্যয়ভার অত্যধিক বেশি-আমি দশ সন্তানের পিতা, দশজনের চাচা এবং দশজনের ভাই। এ কথা বলে মারওয়ান প্রস্থান করলো। মু'আবিয়ার সাথে একই আসনে ইব্ন আব্বাস (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। মু'আবিয়া বলেন, হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহ্র কসম দিয়ে আপনাকে বলছি-আপনার কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, বনূ হাকামের পুরুষের সংখ্যা যখন ত্রিশে পৌঁছবে তখন তারা আল্লাহ্র সম্পদকে নিজেদের মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে, আল্লাহ্র বান্দাগণকে দাসে পরিণত করবে এবং আল্লাহ্র কিতাবকে সংশয়ময় করে ছাড়বে ? তাদের সংখ্য যখন চারশ সাতানব্বইতে পৌঁছবে তখন ফল চিবানোর চাইতে দ্রুততরভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ। ইব্ন ওহ্ব বলেন, মারওয়ান তার প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে চলে যায় এবং আবদুল মালিককে মু'আবিয়ার নিকট পাঠিয়ে দেয়। আবদুল মালিক মু'আবিয়ার নিকট উক্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করে যখন চলে গেলেন তখন মু'আবিয়া বললো, আল্লাহ্র কসম, হে ইব্ন আব্বাস! আপনার কি স্মরণ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ কথা বলেছিলেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে, অত্যাচারী প্রতাপশালী শাসক হবে চারজন ? ইব্ন আব্বাস বললেন, জী হাঁ। এ হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য ও বিরল প্রকৃতির। এর বর্ণনাকারী ইব্ন লাহিয়া একজন দুর্বল রাবী।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারেমী মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম .... সাহাবী আমর ইব্ন মুর্রা সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা হাকাম ইব্ন আবুল আস নবী করীম (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। নবী করীম (সা) তার কথা শুনে তাকে চিনতে পারেন। তিনি বললেন, ওকে আসতে দাও। ও একটি সর্প অথবা সর্পের পুত্র। তার উপর ও তার ঔরসে জন্মগ্রহণকারীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত। তবে মু'মিনগণ ব্যতীত, আর তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পার্থিব জীবনে তারা উন্নতি করবে কিন্তু পরকালে অপদস্ত হবে। এরা হবে প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। পৃথিবীতে তাদেরকে ধন ঐশ্বর্য দেয়া হবে। কিন্তু আখিরাতে ওরা বঞ্চিত থাকবে। নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ ফিতান ও মালাহিম গ্রন্থে ..... রাশিদ ইব্ন সাদ থেকে বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইব্ন হাকামের জন্ম হলে দু'আ করার জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট তাকে নেয়া হয়। কিন্তু তিনি দু'আ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, কটা চোখধারী লোকের পুত্র আমার উম্মত এর হাতে এবং এর সন্তানদের হাতে ধ্বংস হবে। এ বর্ণনা মুরসাল।

উমাইয়া খলীফাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সার্বিক ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়া'কুব ইব্ন সুফিয়ান ..... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি বনূ আব্দুস আস বা বনূ হাকাম আমার মিম্বরের উপর লাফালাফি করছে যেমনটা করে বাঁদররা। আবূ হুরায়রা বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে কখনও হাসতে ও স্থির হয়ে থাকতে দেখেননি। ছাওরী ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যবের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নযোগে বনূ উমাইয়াদেরকে তাদের মিম্বরের উপর দেখেন। এ দৃশ্য তাঁর নিকট খুবই অপছন্দ হয়। আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করে জানান যে, এ হল

পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তারপর তাঁর চোখ শীতল হয়। আয়াতটি এই ঃ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ الاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

"আমি যে দৃশ্যটি আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য" (১৭ বনী-ইসরাঈল ঃ ৬০)। রাবী আলী ইব্‌ন যায়দ দুর্বল এবং হাদীসটি মুরসাল।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী কাসিম ইব্‌ন ফযল ..... ইউসুফ ইব্‌ন মাযিন থেকে বর্ণনা করেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) মু'আবিয়ার হাতে বায়'আত করার পর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, হে মু'মিনদের কালিমা লেপনকারী! ইমাম হাসান তাকে বললেন, আমাকে তিরস্কার করোনা, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক। শুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নযোগে উমাইয়া খলীফাদেরকে একের পর এক মিম্বরের উপর ভাষণ দিতে দেখেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট তা খুবই অপ্রিয় ঠেকে। এরপর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ اِنَّآ اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ। "আমি কাওছার অর্থাৎ জান্নাতে নহর দান করেছি"। আরও নাযিল হয় ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ

"আমি আপনার কাছে কদরের রাত্রে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। কদরের রাত সম্পর্কে আপনি জানেন কি ? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম"। বনূ উমাইয়াদের শাসনকাল হাজার মাস পর্যন্ত চলবে। কাসিম ইব্‌ন ফযল বলেন, আমরা উমাইয়াদের খিলাফত কালের হিসাব করে দেখেছি, তা পূর্ণ এক হাজার মাস পর্যন্ত চলেছে-এক দিন কমও নয়, এক দিন বেশিও নয়।

তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর তাবারী, হাকিম ও ইমাম বায়হাকী প্রত্যেকেই এ হাদীস আপন আপন কিতাবে কাসিম ইব্‌ন ফযল আল হায্‌যা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান ও ইব্‌ন মাহ্‌দী ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ সূত্রে বর্ণনা করে এটিকে আরও শক্তিশালী করেছেন। তিনি ইউসুফ ইব্‌ন মাযিন নামে পরিচিত। ইব্‌ন জারীরের বর্ণনায় তাঁর নাম এসেছে ঈসা ইব্‌ন মাযিন। তিরমিযী বলেছেন ইউসুফ একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, এ হাদীস তিনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে ইমাম তিরমিযী সম্ভবত ইউসুফের অবস্থা অজ্ঞাত বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ এ ইউসুফের থেকে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, খালিদ আল হায্‌যা এবং ইউনুছ ইব্‌ন উবায়দ সহ বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মঈন তাঁকে মাশহুর বা বহু পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন।

তবে আমার মতে হাসান ও মু'আবিয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইউসুফের সাক্ষ্য প্রদান বিষয়টি সংশয়মুক্ত নয়। তিনি এমন লোক থেকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন যার উপর আস্থা রাখা যায় না। আমি এ হাদীস সম্পর্কে শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্‌যীর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা মুনকার হাদীস। তাছাড়া কাসিম ইব্‌ন ফযলের বক্তব্য যে, তিনি হিসাব করে দেখেছেন যে, বনূ উমাইয়াদের শাসনকাল পূর্ণ এক হাজার মাসে শেষ হয়েছে একদিন কমও নয় এক দিন বেশিও নয়– এ বর্ণনা অত্যন্ত গরীব এবং সন্দেহজনক। কেননা এই সহস্র মাসের

মধ্যে হযরত উছমান (রা) (তিনি উমাইয়া বংশের ছিলেন) এর বার বছরের খিলাফতকাল কোন ক্রমেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ হযরত উছমান ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদার অন্যতম। সঠিক পথের ইমাম, হকের পতাকাবাহী। তাছাড়া এ হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উমাইয়া শাসনের নিন্দা করা। কিন্তু হাদীস দ্বারা নিন্দা প্রমাণ করা কঠিন। কেননা, হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে-কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম অর্থাৎ বনূ উমাইয়াদের শাসনকাল অপেক্ষা উত্তম। কদরের রাত একটি উত্তম রাত অতি সম্মানিত ও বরকতময় রাত। আল্লাহ্ নিজেই তাঁর বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ রাতকে উমাইয়াদের শাসনকালের তুলনায় অধিক উত্তম বলায় সে শাসনকালের নিন্দা করা হয় না। এ দিকটি চিন্তা করলে হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ এ হাদীসের উদ্দেশ্যই হলো উমাইয়া শাসনামলের নিন্দা জ্ঞাপন করা।

আর যদি উমাইয়াদের শাসনকালের সূচনা ধরা হয় হযরত মু'আবিয়ার শাসনকাল থেকে, যখন তিনি ইমাম হাসান (রা) থেকে খিলাফতের দায়িত্ব বুঝে নেন। তাহলে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হি. চল্লিশ কিংবা একচল্লিশ সনে। এই বছরকে বলা হতো মিলনের বছর। যেহেতু সে সময় মুসলমানগণ এক ইমামের আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ হন। বুখারী শরীফে আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা হাসান ইব্‌ন আলীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমার এ নাতি একজন নেতা। আশা করা যায় আল্লাহ্ এর দ্বারা মুসলমানদের বিরাট দুটি দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে দেবেন ঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن بن على ان ابنى هذا سيد - ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين -

উক্ত সমঝোতা এ বছরেই সম্পাদিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ বছর থেকেই বনূ উমাইয়াদের শাসন আরম্ভ হয় ও একশত বত্রিশ সন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তারপরে ক্ষমতা আব্বাসীয় বংশের হাতে চলে যায়। এতে উমাইয়াদের শাসনকালের মোট সময় হয় বিরানব্বই বছর-যা এক হাজার মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, এক হাজার মাসে বছর গণনায় হয় তিরাশি বছর চার মাস। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের নয় বছরের শাসন উমাইয়াদের শাসনকালের মধ্যে হিসাবে আসবে না। তাতে বিরানব্বই থেকে নয় বছর বাদ গেলে তিরাশি বছরই উমাইয়াদের প্রকৃত শাসনকাল হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর কয়েকভাবে দেয়া যায়। প্রথমত ইব্‌ন যুবায়রের নয় বছর বাদ দিলেও তা পূর্ণাঙ্গরূপে এক হাজার মাসের সম পরিমান হয় না-যে, একদিন বেশিও নয়, একদিন কমও নয়, বরং বলা যায় প্রায় এক হাজার মাসের সমান। দ্বিতীয়ত ইব্‌ন যুবায়রের শাসন কেবল হিজায ও আহ্ওযে সীমাবদ্ধ ছিল, ইরাকে অল্প কিছুদিন শাসন করেছেন, কারও মতে মিশরেও তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়া থেকে উমাইয়াদের শাসন কখনও উৎখাত হয়নি। বরং ইব্‌ন যুবায়র যখন ঐ সব দেশ শাসন করেন সিরিয়ায় তখন উমাইয়াদের রাজত্ব অব্যাহত ছিল। তৃতীয়ত উমাইয়াদের শাসনকাল এক হাজার মাস গণ্য করা হলে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের খিলাফতও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এবং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর খিলাফত আমলও নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু কোন মুসলিম ঐতিহাসিক সে কথা স্বীকার করেননি। বরং তাঁরা তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁর শাসন আমলকে খলীফা

চতুষ্টয়ের শাসন আমলের সাথে তুলনীয় বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি হযরত মু'আবিয়া (রা) রাসূল (সা)-এর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শাসনকাল উত্তম না উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের শাসনকাল উত্তম, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, তাবিঈনদের মধ্যে একমাত্র উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা) ব্যতীত অন্য কারও উক্তি আমার নিকট দলীলরূপে বিবেচিত নয় ঃ لا ارى قول احد من التابعين حجة الا قول عمر بن عبد العزيز। এ আলোচনার পর উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের শাসনকাল হিসাব থেকে বাদ দিলে হাজার মাস পূর্ণ হয় না। আর যদি হাজার মাসের মধ্যে গণ্য করা হয়-যা নিন্দনীয় ও দুর্নীতিপূর্ণ, তবে সমস্ত ইমামগণ তার বিরোধী। এ জটিলতা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। উল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নু'আয়ম ইব্‌ন হাম্মাদ ..... আলী (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উমাইয়াদের দখলে থাকবে যদ্দিন না তাদের নিজেদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়। ইব্‌ন ওহ্‌ব .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দেশ পরিচালনার ক্ষমতা তাদের (উমাইয়াদের) হাতে থাকবে, যদ্দিন না তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও প্রতিযোগিতা শুরু হবে। যখন এ অবস্থা দেখা দেবে, তখন আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব দিক থেকে এক সম্প্রদায়কে উত্থিত করবেন। এরা ওদেরকে একে একে হত্যা করবে ও আটক রাখবে। আল্লাহ্‌র কসম, তারা (উমাইয়ারা) যদি এক বছর রাজত্ব করে তবে আমরা (আব্বাসীয়রা) করব দু'বছর। আর তারা দুই বছর করলে আমরা করব চার বছর। নু'আয়ম ইব্‌ন হাম্মাদ ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম সূত্রে ...... আবুদ-দারদার উক্তি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উমাইয়া গোত্রের এক যুবক খলীফা যখন সিরিয়া ও ইরাকের মাঝে নির্মমভাবে নিহত হবে তখন থেকে আনুগত্যের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকবে এবং অন্যায়ভাবে হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে। সে যুবকটির নাম ওলীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থেকে শ্রবণ করা ছাড়া সাহাবীগণ এরূপে উক্তি করতে পারেন না।

আব্বাসী শাসন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী
(হি. ১৩২ সনে খুরাসান থেকে তাদের অভ্যুত্থান)

ইয়া'কুব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... আব্বাস ইব্‌ন ওলীদ .... উকবা ইব্‌ন আবূ মুঈত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়ার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস তথায় আসেন। মু'আবিয়া তাঁকে উত্তম উপঢৌকনাদি দান করেন এবং বলেন, হে আবুল আব্বাস! আপনাদের কোন পৃথক সরকারের প্রয়োজন আছে কি ? তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। মু'আবিয়া বললেন, পরে আমাকে জানাবেন। তিনি বললেন, জী হাঁ। তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে সংবাদ জানান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের সাহায্যকারী কারা হবে ? তিনি বললেন, খুরাসানবাসীরা। আর হাশিমী বংশের বনূ উমাইয়াদের অধিকারে থাকবে বহু উপতক্যায়। বায়হাকীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আদী ..... ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাঁর কাছে তখন হযরত জিবরীল অবস্থান করছিলেন। কিন্তু আমি ধারণা করছিলাম যে ইনি দিহ্ইয়া কালবী। জিবরীল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, তার

কাপড় ময়লা হয়েছে এবং তার পরে তার এক সন্তান ভাল পোশাক পরিধান করবে। দৃষ্টিশক্তি হারাবার পরে ইব্‌ন আব্বাস এ হাদীস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। বায়হাকী বলেন, এটা হাজ্জাজ ইব্‌ন হাকিমের একক বর্ণনা এবং তিনি সফল রাবী নন।

বায়হাকী ..... আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম মায়সারা থেকে বর্ণনা করেন, আব্বাস তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাও কিনা ? আমি বললাম, জী, হাঁ। তিনি বললেন, কী দেখলে ? আমি বললাম, ছুরাইয়া (সপ্তর্ষিমন্ডল)। তিনি বললেন, এর সমপরিমাণ তোমার বংশের লোক বাদশাহ্ হবে। বুখারী বলেন, উবায়দ ইব্‌ন আবূ কুর্রা লায়ছকে বলতে শুনেছেন যে, আব্বাস সম্পর্কে বর্ণিত তাঁর হাদীসের সমর্থনে আর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বায়হাকী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সা) আব্বাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন فيكم النبوة وفيكم الملك অর্থাৎ নবী তোমাদের বংশের, আর রাজা বাদশাও হবে তোমাদেরই বংশে। আবূ বকর ইব্‌ন খায়ছামা ..... ইব্‌ন আব্বাস থেকে মাওকূফ হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

كما فتح الله باولنا فارجو ان يختمه بنا

"আল্লাহ্ প্রথমে যেভাবে আমাদেরকে বিজয়ী করেছেন আশা করি শেষেও আমাদেরকেই বিজয়ী করবেন"।

ইয়া'কুব ইব্‌ন সুফিয়ান ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাসকে বলতে শুনেছি এবং আমরা আলোচনা করছিলাম বারজন আমীর হবে এবং বারজন; তারপরে কিয়ামত ঘটবে। তখন ইব্‌ন আব্বাস বলে উঠলেন, তোমরা কত বড় আহমক! তারপরেও তো আমাদের মধ্য থেকে আহ্‌লি বায়তের লোক খলীফা হবে অর্থাৎ সাফ্‌ফাহ্, আল মানসূর এবং মাহ্‌দী প্রমুখ। এ বর্ণনা মাওকূফ কিন্তু বায়হাকী যাহ্‌হাক সূত্রে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাসের উক্তি এরূপ ঃ আমাদের বংশ থেকে সাফ্‌ফাহ্, মানসূর ও মাহদী (খলীফা হবে)। সূত্রটি দুর্বল, কারণ বিশুদ্ধ মতে যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্বাস থেকে কোন হাদীস শ্রবণ করেননি। সুতরাং এটা সনদ বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। আব্দুর রাজ্জাক ..... ছওবান থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের এই হাপরের কাছে তিন ব্যক্তি নিহত হবে। তারা সবাই হবে জনৈক খলীফার পুত্র। খলীফা তাদের একজনের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। এরপর খুরাসান থেকে কাল পতাকা বহন করে লোক আসতে থাকবে। এরপর তারা এমন যুদ্ধ করবে যে যুদ্ধ এরা কখনও দেখেনি। তারপর আল্লাহ্‌র খলীফা মাহ্‌দীর আগমন হবে। তোমরা যখন তার সম্পর্কে শুনতে পাবে তখন তোমরা তার কাছে যাবে ও তার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে। যদিও সেখানে পৌঁছতে বরফের উপর দিয়েও হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা মাহ্‌দী। ইব্‌ন মাজা এটি আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বিভিন্ন সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক থেকে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, কেবলমাত্র আবদুর রাজ্জাকই উক্ত সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেন, আব্দুল ওহ্‌ব ..... আসমা থেকে মাওকূফ ভাবে এটি বর্ণনা করেছেন, এরপরে বায়হাকী ..... আবূ আসমা সূত্রে ছওবান থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

খুরাসানের দিক থেকে যখন কাল পতাকা আসবে তখন তোমরা তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে, যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। কারণ, তাদের মাঝে আল্লাহ্র খলীফা মাহ্দী থাকবেন ঃ اذا اقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفة الله المهدى -

হাফিয আবূ বকর আল বায্যার ফযল ইব্ন সাহ্ল ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বনূ হাশিমের কয়েকজন যুবকের নাম উল্লেখ করলে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন ও তাঁর অশ্রু নির্গত হয়। তিনি ভিন্ন পতাকার উল্লেখ করে বলেন, যারা সে পতাকার সংবাদ পাও তারা সে দলের সাথে মিলিত হবে যদিও বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় তবুও হোক না কেন। এ হাদীসটি আবূ লায়লা কেবল হাকাম থেকেই বর্ণনা করেছেন এবং একমাত্র দাহির ইব্ন ইয়াহ্ইয়াই এটি বর্ণনা করেছেন। দাহির একজন বিজ্ঞ রাবী এবং তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। হাফিয আবূ ইয়া'লা আবূ হিশাম ..... ইব্ন মাস'ঊদ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, পূর্ব দিক থেকে কাল পতাকা আসবে। অশ্বসমূহ রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। এ অবস্থা চলবে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত। লোকজন ন্যায়বিচার দাবি করবে কিন্তু পাবে না। তারপর এরা বিজয়ী হবে এবং এদের নিকট ন্যায় বিচার প্রত্যাশা কর্া হবে কিন্তু এরাও ন্যায্য অধিকার দেবে না। এ হাদীসের সনদ হাসান।

ইমাম আহমদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন গায়লান ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, খুরাসান থেকে কাল পতাকা আসবে। কোন কিছুতেই তা রোধ করা যাবে না। অবশেষে সে পতাকা ইলিয়ার রাজপ্রাসাদে স্থাপিত হবে। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী কুতায়বা থেকে বর্ণনা করে একে 'গরীব' বলেছেন। বায়হাকী ও হাকিম আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কা'ব আহবার থেকেও এর প্রায় কাছাকাছি মর্মে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ইয়া'কুব ইব্ন সুফিয়ান কা'ব আহবার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ আব্বাসের কাল পতাকা উত্থিত হবে এবং সিরিয়ায় স্থাপিত হবে। সকল দুশমন ও জালিম তাদের হাতে নিহত হবে। ইমাম আহমদ উছমান ইব্ন আবূ শায়বা ..... আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, যুগের এক ক্রান্তিলগ্নে চারিদিকে ফিত্না-ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়ার সময় আস্-সাফ্ফাহ নামধারণকারী এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। সে ধন সম্পদ অঞ্জলি ভরে বিতরণ করবে। বায়হাকী এ হাদীসটি আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে এ বর্ণনার শেষে আছে আমার বংশ থেকে এক লোকের অভ্যুদয় ঘটবে, তার উপাধি হবে সাফ্ফাহ (রক্তপিপাসু) অতঃপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়। এ হাদীসের সনদ সুনান গ্রন্থসমূহের শর্ত অনুযায়ী আছে; কিন্তু সুনান গ্রন্থকারগণ এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দু'টি বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছে ঃ এক খুরাসান থেকে কাল পতাকা প্রকাশ। দুই, সাফ্ফাহ্র রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ। সাফ্ফাহ্র প্রকৃত নাম আবুল আব্বাস। উর্ধ্বতন পুরুষগণ হলেন-পিতা আবদুল্লাহ্, তার পিতা মুহাম্মদ, তার পিতা আলী, তার পিতা আবদুল্লাহ্, তার পিতা আব্বাস এবং তার পিতা আব্দুল মুত্তালিব। সাফ্ফাহ্ হি. একশ ত্রিশ সালের দিকে ক্ষমতা লাভ করেন। তারপর তাঁর সমর্থকগণসহ তিনি বিজয়ী হন। তাদের পতাকা ছিল কাল এবং প্রতীকও ছিল কৃষ্ণ বর্ণের। যেমনটি মক্কা বিজয়কালে রাসূল (সা) শিরোস্ত্রাণে কালো পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। সাফ্ফাহ্ তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্কে উমাইয়াদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। হি. একশ' বত্রিশ সালে তিনি বনূ উমাইয়াদেরকে নির্মূল করেন। উমাইয়াদের সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। লোকে তার উপাধি দিয়েছিল মারওয়ান আল হিমার (গাধা মারওয়ান)। জাদ ইব্ন দিরহামের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে তাকে মারওয়ান আল-জাদীও বলা হত বলে কথিত আছে। অতঃপর তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ দামিশকে প্রবেশ করেন এবং উমাইয়াদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পদ করায়ত্ত করেন। আরও বহু বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়। যথাস্থানে আমরা তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। খুরাসান থেকে বহির্গত কাল পতাকা সম্পর্কে প্রাচীন কালের আলিমগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নঈম ইব্ন হাম্মাদ তাঁর গ্রন্থে বিশদভাবে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে জানা যায় যে, কাল পতাকার এসব লক্ষণাদির প্রকাশ ঐ যুগে ঘটেনি; বরং এগুলি কিয়ামতের পূর্বে সর্বশেষ যুগে প্রকাশিত হবে।

আবদুর রাজ্জাক ..... যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তির হাতে জগতের নেতৃত্ব আসবে যে নিজেও হবে ইতর এবং তার পিতাও হবে ইতর। আবূ মা'মার বলেন, সে লোকটি হলো আব্বাসীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুসলিম খুরাসানী। অর্থাৎ উমাইয়াদের হাত থেকে আব্বাসীয়দের হাতে ঐ বছরই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস্-সাফ্ফাহ্। দ্বিতীয় খলীফা মদীনাতুস সালামের অর্থাৎ বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা আবূ জাফর আবদুল্লাহ আল মনসূর। তারপর খলীফা হন তার পুত্র মাহদী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং তারপর তাঁর পুত্র হাদী এবং তারপর মাহ্দীর অপর পুত্র হারুনুর রশীদ। তারপর খিলাফত তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। যথাস্থানে আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করব।

আলোচ্য হাদীসসমূহে আস্-সাফ্ফাহ্, আল মনসূর ও আল-মাহ্দীর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আল মনসূরের পুত্র আব্বাসীয় বংশের তৃতীয় খলীফা মাহ্দী সে মাহ্দী নয় যার কথা প্রসিদ্ধ হাদীসগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে। সে মাহ্দীর আগমন শেষ যুগে হবে। তিনি এসে অন্যায় অত্যাচারে পূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফের দ্বারা পূর্ণ করবেন। আমরা তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ ভিন্ন এক পুস্তকে আলোচনা করেছি যেমনিভাবে ইমাম আবূ দাঊদ তাঁর সুনান গ্রন্থে ঐ সব হাদীসের জন্য পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। উল্লেখিত হাদীসের কোন কোন হাদীস থেকে এ কথা জানা গেছে যে, ঈসা (আ) যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি খিলাফত (ঈসা) এর কাছে অর্পণ করবেন।

সাফ্ফাহ্ প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তিও শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন। সুতরাং আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা যে সাফ্ফাহ্ ইনি সে সাফ্ফাহ্ নন। বরং তিনি অন্য কোন খলীফা হবেন। ঐহিহাসিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে মত বিরোধ আছে। ঐ সময়ে মুসলমানগণ খালিদের নেতৃত্বে মাদাইনের উদ্দেশ্যে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এখানে কিস্রার সিংহাসন ও সভাসদগণ অবস্থান করতেন। খালিদ তথাকার রাজা ও মন্ত্রীদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে দীন ইসলাম গ্রহণ কর-তোমাদের রাজত্ব তোমাদেরই থাকবে। অন্যথায় জিযিয়া বা কর প্রেরণ কর। যদি তা দিতে অস্বীকার কর তাহলে

এমন এক দলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও যারা মৃত্যুকে সেই পরিমাণ ভালবাসে যেই পরিমাণ ভালবাস তোমরা বেঁচে থাকাকে। খালিদের এই বীরত্বপূর্ণ কথা ও সাহসিকতা দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। তাদের নির্বুদ্ধিতার দরুন তারা লাঞ্ছিত হল। তারা শঙ্কিত ও আতংকগ্রস্থ হল। অতঃপর হীরার সন্ধি চুক্তির পর খালিদ তথায় এক বছরকাল অবস্থান করেন এবং পারস্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করেন। যে লোক তা দেখেছে বা কানে শুনেছে কিংবা চিন্তা করেছে সে আশ্চর্যান্বিত ও অবাক হয়ে গেছে।

খালিদের আম্বার বিজয় (এ অভিযানগুলো যাতুল-উয়ূন নামে বিখ্যাত)

খালিদ আপন সৈন্য বাহিনী নিয়ে আম্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে শীরযায নামে একজন কৃষ্ণকায় বীর তাদের শাসক। খালিদ আম্বার অবরোধ করেন। কিন্তু আম্বার ছিল চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত। তার চারপাশে বেদুইনদের বসতি ছিল। সে দেশের অন্যান্য লোকও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা খালিদকে পরিখার কাছে যেতে বাধা দেয়। খালিদ তাদেরকে আঘাত হানেন। যখন উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো তখন খালিদ তাঁর সৈন্যদেরকে তীর দ্বারা আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা তীর নিক্ষেপ করে শত্রুদের এক হাজার চোখ তীরবিদ্ধ করে। লোকজন চিৎকার দিয়ে বলে উঠল-আম্বারবাসীদের চোখ আর নেই। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম করা হয় যাতুল-উয়ূন বা চোখের যুদ্ধ।

অতঃপর শীরযায সন্ধি প্রস্তাবসহ খালিদের নিকট দূত প্রেরণ করে। খালিদ সন্ধির জন্য এমন কতিপয় শর্ত আরোপ করেন, যা শীরযায স্বীকার করতে সম্মত হয়নি। খালিদ তখন অসংখ্য উট ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং সেগুলি যাবাহ করে পারিখায় নিক্ষেপ করলেন। এতে খন্দক ভরাট হয়ে যায় এবং তার উপর দিয়ে খালিদ ও তার সাথীরা অতিক্রম করেন। তা' লক্ষ্য করে শীরযায খালিদ কর্তৃক পূর্ব আরোপিত শর্তসমূহে সম্মত হয়ে সন্ধি করতে রাজী হয়ে যায়। শীরযায তাকে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য খালিদের নিকট প্রার্থনা জানালে খালিদ তা মঞ্জুর করেন। শীরযায আম্বার থেকে বের হয়ে যায় এবং তা খালিদের হাতে তুলে দেয়। খালিদ আম্বারে নিরাপদে অবতরণ করেন আর তাঁর সাথে যে সব সাহাবী সেখানে ছিলেন তারা আরবী লেখা শিখে নিলেন। উক্ত বেদুইনরা তাদের পূর্ববর্তী আরবদের অর্থাৎ বনূ ইয়াদ থেকে আরবী শিখেছিল। বুখ্‌ত নসরের ইরাক বিজয়ের পর থেকেই এরা তথায় বসবাস করতে থাকে। ইয়াদ বংশীয় জনৈক কবির রচিত কবিতার কিছু অংশ তারা খালিদের সম্মুখে আবৃত্তি করে। এতে কবি আপন বংশের প্রশংসা করে বলেন ঃ

قَوْمِيْ اِيادٌ لو اَنَّهُمْ اُمَمُ * اَو لم اقاموا فتهزل النعَمُ

قَوْمٌ لَهُمْ باحةُ العِراقِ اِذَا * ساروا جميعًا واللَّوْحُ والقَلَمُ

অর্থাৎ আমি ইয়াদ বংশের লোক। ইয়াদ বংশ এমন এক জাতি যেখানে তারা অবতরণ করে ধন ঐশ্বর্য তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। ইরাকের প্রশস্ত ভূখন্ড যখন তাদের অধিকারে আসে তখন তথাকার সমস্ত লোক তাদেরকে অভিনন্দন জানায় এবং সে সাথে কাগজ কলম তথা শিক্ষা সভ্যতাও তাদের অধিকারে আসে।

অতঃপর বাওয়াযীজ ও কালওয়াযীর অধিবাসীরা খালিদের সহিত সন্ধি করে। কিছুদিন পর আম্বারবাসীদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিলে তারা ও তৎপার্শ্বসহ লোকজন সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে। বাওয়াযীজ ও বানকিয়া ব্যতীত আর সকলেই সন্ধি থেকে বেরিয়ে আসে। সায়ফ সূত্রে ..... হাবীব বলেন, এ ঘটনার পূর্বে বানূ সালূবা অর্থাৎ হীরাবাসী, কালূসী এবং ফুরাতের কতিপয় জনপদ ব্যতীত অন্য কারও সাথে কৃষ্ণকায় লোকদের কোন চুক্তি ছিল না । তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানান হয়। সায়ফ বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স শাবীকে জিজ্ঞেস করেন, কয়েকটি দুর্গ ব্যতীত সমস্ত সওয়াদ এলাকা কি শক্তি প্রয়োগে বিজিত হয়েছিল ? শা'বী বললেন, কেউ সন্ধি করে এবং কেউ বিজিত হয়ে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধের পূর্বেও এরা (সওয়াদবাসীরা) কি যিম্মী ছিল? তিনি বললেন, না; বরং তাদেরকে খারাজ প্রদানের আহ্বান জানান হলে তারা তাতে রাজী হয় এবং এ সূত্রেই যিম্মী হয়।

নু'আয়ম ইব্‌ন হাম্মাদ ..... নুফায় ইব্‌ন আমির থেকে বর্ণনা করেন, সাফ্‌ফাহ্ চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন। তাওরাতে তাঁর নাম বলা হয়েছে তাইরুস্ সামা (আকাশের পাখি)। আমার মতে, এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ মাহ্‌দীরও হবে। যিনি শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবেন। সাফ্‌ফাহ্ এ অর্থে যে, ইন্‌সাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অকাতরে রক্তপাত ঘটাবেন। হাদীসে যে কাল পতাকার উল্লেখ হয়েছে তা মাহ্‌দীরই পতাকা। তার বায়'আত সর্বপ্রথম মক্কাতে প্রকাশ পাবে। তারপরে খুরাসানের লোক তার সাহায্যকারী হবে। যেমনটি হয়েছিল আব্বাসীয় সাফ্‌ফাহর ক্ষেত্রে। এসব ব্যাখ্যা নির্ভর করে এ ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসসমূহ সহীহ্ হওয়ার উপরে। কারণ, এর মধ্যে এমন একটি হাদীসও নেই যার সনদ ত্রুটিমুক্ত নয়। এ আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কুরায়শী বার ইমাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

বার খলীফা বলতে রাফিযী সম্প্রদায়ের দাবিকৃত বার ইমাম নয়। কেননা, তাদের ধারণা মতে যারা বার ইমাম, তাদের মধ্যে কেবল হযরত আলী ও তাঁর পুত্র হযরত হাসান ব্যতীত অন্য কেউ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাদের মতে, বার ইমামের সর্বশেষ ইমাম সারদাবে সামিরায় অবস্থিত প্রতীক্ষিত মাহ্‌দী। অথচ না তার কোন অস্তিত্ব আছে, না আছে তার কোন নিদর্শন। বরং তারা হচ্ছেন সেই বার ইমাম যাদের সম্বন্ধে হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তাঁর চারজন হচ্ছেন হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা), উছমান (রা) ও আলী (রা)। বার ইমাম সম্পর্কে আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দু'টি ব্যাখ্যা আছে। উভয় ব্যাখ্যাদাতাদের মতে হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয উক্ত বারজনের অন্তর্ভুক্ত।

বুখারী শরীফে শু'বা সূত্রে এবং মুসলিম শরীফে সুফ্‌ইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না সূত্রে ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বারজন খলীফা হবেন। এরপর তিনি আরও একটি কথা বলেছেন। কিন্তু তা আমি শুনতে পাইনি। আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সা) কী বললেন ? তিনি বললেন, নবী করীম (সা) বলেছেন যে, তারা সবাই কুরায়শ বংশের হবেন। 'কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিনে' আবূ নু'আয়ম ঈসা ইব্‌ন ইউনুস ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত

হাদীস উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার পরে কতিপয় খলীফা হবে। তাদের সংখ্যা হযরত মূসা (আ)-এর শিষ্যদের সমপরিমাণ ঃ يكون بعدى من الخلفاء عدة اصحاب موسى হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর, হুযায়ফা, ইব্ন আব্বাস ও কা'ব আল আহবার (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ দাউদ আমর ইব্ন উছমান ..... জাবির ইব্ন সামুরা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, বারজন খলীফা বা আমীরের শাসনকালে ইসলামী জীবন বিধান ও কুরআনী সমাজ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ঐ বারজনের প্রত্যেকের উপরই সমস্ত উম্মতের আস্থা থাকবে। এ সাথে আরও একটি কথা তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি কিন্তু বুঝতে পারিনি। সুতরাং আমার পিতার নিকট জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সা) সে কথাটি কী বলেছেন ? তিনি জানান যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, তাঁরা সবাই কুরায়শী হবেন। ইব্ন নুফায়ল সূত্রে ..... জাবির ইব্ন সামুরা থেকে আবূ দাউদ আরও বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, বারজন খলীফার খিলাফতকাল পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এব তারা শত্রুদের উপর জয়ী থাকবে। ঐ খলীফাগণ সকলেই হবেন কুরায়শ বংশের ঃ لا تزال هذه الامة مستقيما امرها ظاهرة على عدوها حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরে এলে কুরায়শগণ তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন যে, এরপর অবস্থা কী হবে ? তিনি বললেন, এরপর অরাজকরতা ও বিশৃংখলা আরম্ভ হবে ঃ ثم يكون الهرج বায়হাকী বলেন, প্রথম হাদীসে (ইমামদের) সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় হাদীসে সংখ্যার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় হাদীসে হারাজ অর্থাৎ পরবর্তীকালের হত্যাকান্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই সংখ্যা (বার ইমাম) উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসহ ওলীদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়। অতঃপর হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বিশৃংখলা ও নৃশংসতা প্রকাশ পায়। তারপর আব্বাসীয় বংশের উত্থান ঘটে। তবে যারা উক্ত সংখ্যাকে আরও অতিরিক্ত বলে বর্ণনা করেন তারা হয় ইমামদের বৈশিষ্ট্যাবলী শিথিল করেছেন নতুবা নৃশংসতা কালের পরবর্তী সময়ের কোন কোন খলীফাকে এর অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।

আসিম সূত্রে ..... ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন- দু'জন লোক জীবিত থাকলেও শাসন কর্তৃত্ব কুরায়শদের হাতেই থাকবে ঃ لا يزال هذا الامر فى قريش مابقى من الناس اثنان বুখারী যুহরী সূত্রে মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কুরায়শরা যতদিন দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ততদিন তাদের হাতেই থাকবে, যে কেউ তা দর সাথে শত্রুতা করবে, আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছিত করবেন ঃ ان الامر فى قريش لايعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين। বায়হাকী এর ব্যাখ্যায় বলেন, দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হল দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও নিদর্শনাদিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা; যদিও তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম ত্রুটিপূর্ণ থাকে ঃ اي اقاموا معالمه وان قصروا هم فى أعمال انفسهم অতঃপর তিনি এ প্রসঙ্গের আরও হাদীস উল্লেখ করেছেন।

বায়হাকী ও তাঁর সমর্থনকারী একটি দলের এই মত যে, উল্লেখিত বার জন খলীফা ধারাবাহিকভাবে এসেছেন এবং ওলীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। ওলীদ যে একজন ফাসিক ও অভিশপ্ত খলীফা ছিল সে সম্পর্কে হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই মত সংশয়মুক্ত নয়। কেননা, যেকোন দিক থেকে হিসাব করা হোক না কেন ওলীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ পর্যন্ত খলীফাদের সংখ্যা বার থেকে অধিক হয়। কারণ প্রথম চার খলীফা ১. আবূ বকর (রা), ২. উমর (রা), ৩. উছমান (রা) ও ৪. আলী (রা)-এর খিলাফত সাফীনা বর্ণিত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত-আমার পরে ত্রিশ বছর খিলাফত চলবে ঃ الخلافة بعدى ثلثون سنة। এঁদের পরে খলীফা হন ৫. হাসান ইব্‌ন আলী। হযরত আলী তাঁর পক্ষে ওসীয়ত করে যান। ইরাকবাসীরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে এবং তাঁর সাথে সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অতঃপর হাসান ও মু'আবিয়ার মধ্যে সমঝোতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বুখারী শরীফে আবূ বাকরার হাদীসে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তারপর যথাক্রমে ৬. মু'আবিয়া, ৭. তাঁর পুত্র ইয়াযীদ, ৮. ইয়াযীদের পুত্র মু'আবিয়া, ৯. মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম, ১০. তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, ১১. তাঁর পুত্র ওলীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, ১২. সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক, ১৩. উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, ১৪. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, ১৫. হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক এ পনের জনের পর ১৬. ওলীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক। আবদুল মালিকের পূর্বে হযরত যুবায়রের খিলাফত ধরা হলে খলীফার সংখ্যা হয় ষোল। যে কোন দিক থেকে হিসাব ধরা হোক না কেন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের পূর্বেই বারজনের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায়। এ হিসাব মতে মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ উক্ত বার জনের মধ্যে গণ্য হয় এবং উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয বারজনের বাইরে থেকে যান। অথচ সমস্ত ইমাম ও ঐতিহাসিকগণ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে খুলাফায়ে রাশিদীনের মধে গণ্য করেছেন। দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর শাসনকালকে ন্যায় ও ইনসাফের কাল বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি চরমপন্থী রাফিযী সম্প্রদায়ও সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

বায়হাকী যদি বলেন, উক্ত বারজনের মধ্যে আমি কেবল তাঁদেরকেই গণ্য করেছি যাঁদের খিলাফতের উপর সে সময়ের সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু তখন প্রশ্ন থাকবে যে, তা হলে হযরত আলী ও তাঁর পুত্র হাসান উক্ত বারজনের মধ্যে গণ্য হবেন না। কারণ, তাঁদের খিলাফতকে গোটা উম্মত মেনে নেয়নি। যেমন সিরিয়ার কোন লোকই এ দু'জনের মধ্যে কারোরই বায়'আত গ্রহণ করেননি।

রাবী হাবীব বার ইমামদের মধ্যে মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া এবং মু'আবিয়া ইব্‌ন ইয়াযীদকে গণনা করেছেন এবং মারওয়ান ও ইব্‌ন যুবায়রের আমল হিসেব থেকে বাদ রেখেছেন। কারণ, তাঁদের দু'জনের কারো প্রতিই সমস্ত উম্মতের আনুগত্য ছিল না। সুতরাং হাবীবের মতে খলীফাগণ হচ্ছেন-আবূ বকর, উছমান, মু'আবিয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া, আবদুল মালিক, ওলীদ ইব্‌ন সুলায়মান, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, ইয়াযীদ ও হিশাম। এই দশজনের পরে ওলীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক আল-ফাসিক। কিন্তু এ গণনা গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। কেননা,এতে উক্ত বারজনের মধ্যে হযরত আলী ও তাঁর পুত্র হাসান অন্তর্ভুক্ত হয় না। অথচ আহলি সুন্নাতের সমস্ত ইমাম, এমনকি শী'আ সম্প্রদায়ও তাঁদেরকে অন্তর্ভুক্ত

রেখেছেন। তাছাড়া এ মত সাফীনা বর্ণিত সহীহ্ হাদীসেরও পরিপন্থী- যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত চলবে, তারপরে স্বৈরাচারী শাসন আরম্ভ হবে ঃ الخلافة بعدى ثلثون سنة ـ ثم تكون ملكًا عضوضا। সাফীনা উক্ত ত্রিশ বছরের ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন এবং প্রথম চার খলীফার শাসন আমলকে নির্দিষ্ট করে বলেছেন। ইমাম হাসানের ছয় মাসের শাসন ঐ ত্রিশ বছরের অন্তর্ভুক্ত, এ কথা আমরা ইতিপূর্বে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। অতঃপর ইমাম হাসান মু'আবিয়ার পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করলে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ মু'আবিয়ার হাতে চলে যায়। এ হাদীস হযরত মু'আবিয়াকে খলীফা বলে আখ্যায়িতকরণের স্বীকৃতি দেয় না। অবশ্য ত্রিশ বছর পর খিলাফত বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবে তা হতেই পারবে না বরং এর অর্থ খিলাফত ধারাবাহিকভাবে ত্রিশ বছর চলবে। ত্রিশ বছর পর এর ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হবে। পরবর্তী সময়ে খিলাফতে রাশেদা পুনরায় চালু হওয়ার সম্ভাবনাকে এ হাদীস অস্বীকার করে না যেমনটি জাবির ইব্ন সামুরার হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ.......হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,উছমানের পরে উমাইয়া বংশ থেকে বারজন বাদশা হবেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো-এরা কি খলীফা হবেন ?-তিনি বললেন, না, বরং বাদশাহ্ হবেন ঃ يكون بعد عثمان اثنا عشر ملكا من بنى امية قيل له خلفاء ؟ قال لا بل ملوك। বায়হাকী আবূ বাহার থেকে হাতিম ইব্ন সুফরার হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ বাহার বলেন, আবূ জাল্দ আমার প্রতিবেশী। একদা শুনতে পেলাম, তিনি শপথ করে বলছেন, এই উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এ উম্মত ধ্বংস হবে না। তাঁদের প্রত্যেকেই হিদায়াত ও সত্যপথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তাদের দু'জন হবেন আহলি বায়'আতের (নবী পরিবারের) লোক, একজনের আয়ু হবে চল্লিশ বছর এবং অন্য জনের ত্রিশ বছর। এ বর্ণনা শেষে বায়হাকী আবূ জাল্দের উক্তির প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদে যা কিছু বলেছেন তা দ্বারা প্রতিবাদ হয় না। বায়হাকীর এ প্রচেষ্টা খুবই বিস্ময়কর। পক্ষান্তরে, কতিপয় 'আলিম আবূ জাল্দের উক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে যা কিছু উল্লেখ করেছি তার মধ্যে আবূ জাল্দের কথাই সম্ভবত অগ্রাধিকারযোগ্য। তিনি প্রাচীন আসমানী কিতাবসমূহ পাঠ করতেন। তাওরাতে এ প্রসঙ্গে এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা আবূ জাল্দের উক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার মর্ম হল এই ঃ আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে ইসমাঈলের সুসংবাদ দান করেছিলেন। তিনি ইসমাঈলের বংশ বৃদ্ধি করবেন এবং তার বংশধরদের মধ্য থেকে বারজন বাদশাহ্ বানাবেন।

শায়খ আল্লামা আবুল আব্বাস ইব্ন তায়মিয়া বলেন, এ বারজন তাঁরাই যাদের সম্পর্কে হযরত জাবির ইব্ন সামুরার হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এ ব্যাপারটিও স্বীকৃত সত্য যে, তারা উম্মতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হবেন। তাদের সকলের আগমন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। যে সব ইয়াহূদী আপন ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়। কেননা, তাঁরা ধারণা করেন যে রাফিযী সম্প্রদায় যাদেরকে বার ইমাম বলে দাবি করে তাঁরাই সে সব ইমাম তাই তারা তাদের অনুসরণ করে।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ........কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ ইসমাঈল (আ) এর বংশে বারজন কাইয়িম দান করেছেন। তন্মধ্যে আবূ বকর, উমর ও উছমান শ্রেষ্ঠ ঃ ان الله وهب لاسماعيل من صلبه اثنى عشر قيما - افضلهم ابو بكر وعمر وعثمان নু'আয়ম ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আমর আশ-শায়বানীর উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, খলীফাদের মধ্যে এমন কেই নেই, যিনি মসজিদদ্বয় অর্থাৎ মসজিদে হারাম ও মসজিদে আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর কর্তৃত্ব লাভ করেননি।

আব্বাসীয় বংশের শাসনামলের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা (আবুল আব্বাস) আস-সাফ্ফাহ্। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবূ জা'ফর আল-মনসূর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হিঃ ১৪৫ সনে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ তার গ্রন্থে মুগীরা সূত্রে..... আবূ জা'ফর থেকে বর্ণনা করেছেন– আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের নিকট হুযায়ফা (রা) বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে ইব্ন আব্বাস! পবিত্র কুরআনের হা-মীম-আইন-সীন-কাফ (حمعسق) নাযিল হওয়ার পটভূমি কি? ইব্ন আব্বাস কিছুক্ষণ মাথা নত করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। ঐ ব্যক্তি কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। হুযায়ফা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, সে কেন বারবার এ কথা ইব্ন আব্বাসের নিকট জিজ্ঞেস করছে। সুতরাং তাকে বললাম, এর উত্তর আমিই দিচ্ছি। তারপর তিনি বলেন, এটি ইব্ন আব্বাসের পরিবারের এক জনের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, তার নাম আব্দুল ইলাহ বা আবদুল্লাহ। সে পূর্বাঞ্চলের এক নদীর তীরে অবস্থান করবে। ঐ নদীর দুই তীরে সে দু'টি শহর নির্মাণ করবে। এটা হবে অহংকারী ও যালিম বাদশাদের রাজধানী।

আবুল কাসিম তাবারানী .... সালিহ ইব্ন আলী সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, একশ' চুয়ান্ন (১৫৪) সনের পরে অব্স্থা এমন দাঁড়াবে যে, তখন নিজের ঔরসজাত সন্তানকে লালন-পালন করার চেয়ে একটি কুকুরের বাচ্চাকে লালন-পালন করা অধিকতর কল্যাণকর হবে। আমাদের শায়খ সাহাবী এ বর্ণনাকে মাওযূ বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সামৃতকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বুখারীর উস্তাদ নু'আয়ম ইব্ন হামমাদ তাঁর গ্রন্থ 'আল ফিতান ওয়াল মালাহিম'। আবূ আমর বসরী কা'বের উক্তি বর্ণনা করেছেন, একশ ষাট হিজরী পূর্ণ হলে পূর্ণ ধৈর্যশীল লোকদের ধৈর্য ও জ্ঞানীদের জ্ঞান-বিবেক হ্রাস পাবে।

ইমাম মালিক ইব্ন আনাসের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

তিরমিযী ইব্ন উয়ায়না সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শীঘ্রই এমন একটি সময় আসছে, যখন মানুষ দীনের ইল্‌ম অন্বেষণে উটে আরোহণ করে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করবে। তখন মদীনায় অবস্থানরত জনৈক আলিমের চেয়ে অধিক ইল্‌মের অধিকারী তারা অন্য কাউকে পাবে না। অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং ঐ আলিম ব্যক্তি হচ্ছেন মালিক ইব্ন আনাস। আবদুর রায্যাকও অনুরূপ অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। ইমাম মালিক (র) একশ' উনাশি (১৭৯) সনে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফিঈর প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

আবূ দাঊদ তায়ালিসী জা'ফর ইব্ন সুলায়মান ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা কুরায়শ বংশের কাউকে গালি দিওনা; কারণ এ বংশে এমন একজন আলিম জন্মগ্রহণ করবে, যার ইল্ম দ্বারা জগত পূর্ণ হবে। হে আল্লাহ! কুরায়শদের প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ, সুতরাং পরবর্তী কুরায়শদেরকে তুমি নিয়ামতের মিষ্ট স্বাদ দান করিও। হাকিম এ হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয আবূ নাঈম ইস্পাহানী বলেন, সেই ব্যক্তি হচ্ছেন ইমাম শাফিঈ। ইমাম শাফিঈ হি. দু'শ চার (২০৪) সালে ইনতিকাল করেন। আমরা ইমাম শাফিঈ ও তাঁর শিষ্যদের জীবনালেখ্য ভিন্ন এক খন্ডে লিপিবদ্ধ করেছি।

হাদীস

রাওয়াদ ইব্ন জারাহ... হুযায়ফা (রা) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, দু'শ সনের পরে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম লোক বলে বিবেচিত হবে, যার শরীর হালকা হবে (خفيف الحاذ)। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীর হালকা বলতে কী বুঝায় ? তিনি বললেন, যার স্ত্রী, সম্পদ ও সন্তান নাই।

আরেকটি হাদীস

ইব্ন মাজা হাসান ইব্ন আলী আল খাল্লাল ..... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, (কিয়ামতের) নিদর্শনসমূহ দু'শ সনের পর থেকে আরম্ভ হবে। নাসর ইব্ন আলী আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত, তার মধ্যে চল্লিশ বছর সৎ ও খোদাভীরু লোকদের যুগ ঃ اهل برو تقوى এরপর থেকে একশ' বিশ বছরের মধ্যে যারা আসবে তারা হবে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সুসম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিবর্গ ঃ اهل تراحم وتواصل এরপর একশ ষাট সনের মধ্যের স্তরটি হবে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী লোকদের ঃ اهل تدابر وتقاطع এরপর আসবে ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও ধ্বংস-বিপর্যয়ের কাল (الهرج) । সাবধান! সাবধান!!

নাসর ইব্ন আলী ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার উম্মত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরের মেয়াদ হবে চল্লিশ বছর করে। আমার ও আমার সাহাবীগণের স্তরটি হলো 'ইল্ম ও ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ ঃ اهل علم وايمان দ্বিতীয় স্তর চল্লিশ থেকে আশি সনের মধ্যে; এই কালটি হলো পুণ্য ও আল্লাহ ভীতির কাল। তারপর উপরের হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত উপরোক্ত দুটো সূত্রই গরীব পর্যায়ভুক্ত। আর এটি অগ্রহণযোগ্যতা মুক্ত নয়।

ইমাম আহমদ ওকী' ইব্ন আ'মাশ ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার যুগের লোক সর্বোৎকৃষ্ট; তার পরের স্থান তাদের, যারা এ যুগের পরে আসবে এবং তারও পরের স্থান তাদের, যারা ঐ যুগের পরে আসবে। তারপরে

আসবে এমন সব লোক, যারা এমন গুণাবলীর দাবি করবে, যা তাদের মধ্যে নেই, তাদের নিকট জিজ্ঞেস না করতেই তারা সাক্ষ্য দেবে ঃ

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئ قوم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل ان يسئلوها ـ

তিরমিযী এ হাদীসখানা আ'মাশ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম শু'বা সূত্রে ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত তারাই, যারা আমার যুগে আছে, তারপরের স্থান তাদের যারা এদের পরে আসবে এবং তারপরের স্থান তাদের যারা তাদের পরে আসবে। ইমরান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যুগের পরে দুই বা তিন যুগের উল্লেখ করেছেন, তা আমার স্মরণ নেই। তারপর এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না অথচ তারা সাক্ষ্য দেবে, তারা আমানতের খিয়ানত করবে এবং তাদের ওপর নির্ভর করা যাবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। তাদের মধ্যে অহংবোধ প্রকাশ পাবে। এটি বুখারীর ভাষ্য।

ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ সর্বোৎকৃষ্ট যুগ আমার যুগ, এর পরের স্থান তাদের, যারা এ যুগের পরে আসবে। তারপরের স্থান তাদের, যারা দ্বিতীয় যুগের পরে আসবে। তারপরের স্থান তাদের, যারা তৃতীয় যুগের পরে আসবে। অতঃপর এমন সব লোকের যুগ আসবে, যারা কখনও আগে সাক্ষ্য দিয়ে পরে কসম করবে, আবার কখনও প্রথমে কসম করে পরে সাক্ষ্য দেবে। এ হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেন, আমাদের বাল্যকালে (অনাহূত) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এবং প্রতিজ্ঞা করার জন্য আমাদেরকে প্রহার করা হতো। আবূ দাঊদ ভিন্ন অন্যান্য হাদীস বেত্তাগণ বিভিন্ন সূত্রে মনসূর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

আরেকটি হাদীস

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ আবূ আমর বসরী ..... ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন, 'আব্বাসীয় বংশের সপ্তম শাসক জনগণকে একটি মহা পাপের দিকে অহ্বান করবে। কিন্তু জনগণ তার আহ্বানে সাড়া দেবে না। তার আপনজন তাকে বলবে, আপনি কি আমাদেরকে আমাদের জীবনোপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান? উত্তরে শাসক বলবে আমি তোমাদের মাঝে আবূ বকর ও উমরের নীতি প্রবর্তন করতে চাই। কিন্তু তারা তার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে। তারপর হাশিম গোত্রভুক্ত তার এক শত্রু তাকে হত্যা করবে। সে যখন এ কাজে উদ্যত হবে তখন জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড মতভেদ শুরু হবে। এরপর নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ মতভেদের বিশদ বর্ণনা দেন। অবশেষে সুফিয়ানীর আবির্ভাব ঘটবে। এ হাদীস (খলীফা) আবদুল্লাহ্ আল-মামূনের উপর প্রযোজ্য হয়, যিনি জনগণকে কুরআন মজীদ সৃষ্ট (خلق قران) হওয়ার মতবাদে বিশ্বাস করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ্ এ ফিৎনা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছিলেন। যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে। সুফিয়ানী একজন লোক, আবূ সুফিয়ানের প্রতি সম্পর্কিত করে তাকে সুফিয়ানী বলা হয়, শেষ যুগে তার আগমন ঘটবে। কিতাবুল মালাহিমে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

হাদীস

ইমাম আহমদ, হাশিম ..... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি তখন মু'আবিয়ার খিলাফতকালে ফুসতাতে[১] অবস্থান করছিলেন। মু'আবিয়া তখন কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। আবূ ছা'লাবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথা বলতে শুনেছেন– আল্লাহ্র কসম, অর্ধ দিনের পূর্বে এই উম্মৎ ধ্বংস হবে না। ঐ সময়ে তুমি প্রত্যক্ষ করবে যে, সিরিয়ায় একজন লোক ও তার পরিবারের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলছে। এই সময়কালে কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে। ইমাম আহমদ মাওকূফ ভাবেও এ হাদীসটি আবূ ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাউদ তার সুনান গ্রন্থে এ হাদীস ইব্ন ওহাব সূত্রে ..... আবূ ছা'লাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ অর্ধ দিবসের পূর্বে কিছুতেই এ উম্মতকে ধ্বংস করবেন না ঃ لن يعجز الله هذه الامة من نصف يوم অপর এক সূত্রে আবূ দাউদ ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি আশা করি যে, অর্ধ দিবসের অবকাশ না পেয়ে আমার এ উম্মতকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন না। সা'দকে জিজ্ঞেস করা হলো, অর্ধ দিবসের পরিমাণ কী? তিনি বললেন, পাঁচশ' বছর। এটি আবূ দাউদের একক বর্ণনা। এ হাদীসের সনদ উত্তম। এর মধ্যে নবুওতের প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কারণ, এর দ্বারা দাবি করা হয়েছে যে, এ উম্মত অর্ধ দিবস অর্থাৎ পাঁচশ' বছর টিকে থাকবে। যেমনটি ঐ সাহাবী ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখিত অর্ধ দিবসের ভিত্তি কুরআন মজীদে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াত ঃ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ তোমাদের গণনাকৃত এক হাজার বছর আল্লাহ্র নিকট এক দিন মাত্র। ভবিষ্যদ্বাণীতে পাঁচশ' বছর টিকে থাকার ঘোষণার দ্বারা এর চেয়ে অধিক সময় টিকে থাকার অস্বীকৃতি বুঝায় না। এ প্রসঙ্গে বহুল প্রচারিত অপর একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায় যে– রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এক হাজার বছর কবরে শায়িত থাকবেন না, (অর্থাৎ এক হাজার বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হবে) এ হাদীসের কোনই ভিত্তি নেই।

আরেকটি হাদীস

এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, হিজাযে এক প্রকার অগ্নি প্রকাশ হবে এবং সে অগ্নির আলোয় বুসরার[২] উটের ঘাড় আলোকিত হবে। বস্তুত হি. ৬৫৪ সনে এরূপ অগ্নির প্রকাশ ঘটেছিল।

বুখারী আবুল ইয়ামান ...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না, হিজায থেকে এমন এক আগুনের প্রকাশ ঘটে, যার আলোয় বসরার উটের ঘাড় আলোকিত হয়ে উঠবে। এটি বুখারীর একক বর্ণনা। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, ৬৫৪ সালে এ ধরনের আগুন প্রকাশ পেয়েছিল।

১. ফুসতাত হচ্ছে পুরনো কায়রো শহর। জামে আযহার অবস্থানকালে আমার তা দেখার সুযোগ হয়েছে। –ইব্ন সাঈদ

২. এটা ইরাকের বসরা শহর নয়, বরং সিরিয়ার প্রাচীন শহর।

শায়খ ইমাম হাফিয শায়খুল হাদীস, ঐতিহাসিকদের ইমাম শিহাবুদ্দীন আবদুর রহ্মান, যিনি আবূ শামা নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন– ঐ আগুন হি. ৬৫৪ সনে জুমাদাল আখির মাসের পাঁচ তারিখ শুক্রবারে প্রকাশ পায় এবং এক মাসের অধিক সময় ব্যাপী তা স্থায়ী থাকে। মদীনার বহু লোকের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেন, এ আগুন মদীনার পূর্বে উহুদ পর্বতের পথে শাজ্‌জা উপত্যকার পাদদেশ থেকে উত্থিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী উপত্যকাসমূহে বিস্তৃতি লাভ করে। মদীনার মাটি এর কারণে কেঁপে ওঠে। ঐ আগুন প্রকাশের পাঁচ দিন পূর্বে মদীনাবাসীরা এক বিকট শব্দ শুনতে পান। মাসের প্রথম দিন সোমবারে এই শব্দ শোনা যায়। তারপর পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত রাত-দিন তা অব্যাহত থাকে। শুক্রবারে আগুন প্রকাশিত হয়। শাজ্‌জার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশাল অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়। অগ্নিটি লম্বায় চার ফরসাখ[১], প্রস্থে চার মাইল এবং গভীরতায় একজন মানুষ যতটুকু লম্বা তার দেড় গুণ। আগুনের তেজে পাথরগলিত শীসার মত বয়ে যায়। এবং পরে কাল কয়লায় পরিণত হয়। সে আগুনের আলো সুদূর তায়মা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; এমন কি সেখানকার লোকজন রাত্রে ঐ আলোয় লেখাপড়া করে। অথচ তাদের প্রত্যেকের ঘরে আলোর ব্যবস্থা ছিল। মক্কার লোকজন ঐ আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায়। বুসরার প্রধান বিচারপতি আলী ইব্‌ন আবুল কাসিম হানাফী আমাকে এ আগুনের বিষয়ে বুসরাবাসীদের দেখা সম্পর্কে বলেছেন– তার পিতা শায়খ সফী উদ্দীন বুসরার কোন মাদ্রাসার শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, ঐ রাত্রের পরবর্তী সকালে বহু বেদুইন যারা বুসরা শহরে রাত্রি যাপন করেছে– আমাকে বলেছে যে, হিজায ভূমি থেকে যে অগ্নি উত্থিত হয়েছে, তারা তার আলোয় নিজেদের উটের ঘাড় পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছে। শায়খ শিহাবুদ্দীন বলেন, ঐ দিনগুলোতে মদীনাবাসীরা মসজিদে নববীতে আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের পাপের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। নবী (সা)-এর রওযা শরীফের নিকটে গিয়ে কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, দাস-দাসীকে মুক্ত করে, দরিদ্র ও প্রতিবেশিদেরকে দান খয়রাত করে। এ প্রসঙ্গে তাদেরই এক কবি বলেছেন ঃ

ياكاشف الضر صفحا عن جرائمنا * فقد احاطت بنا يا رب بأساءُ

نشكو اليك خطوبا لانطيق لها * حملا ونحن بها حقا اَحِقاءُ

زلازل تخشع الصم الصلاد لها * وكيف تقوى على الزلزال صَمَّاءُ

اَقامَ سبعا يرج الارضَ فانصدعَتْ * عن منظر منه عَينُ الشمس عَشواءُ

بحر من النار تجرى فوقه سفن * من الهضاب لها فى الارض ارساء

يُرى لها شرر كالقصر طائشةٌ * كانها ديمة تنصَبُّ هَطلاءُ

تنشق منها قلوب الصخران زفرَتْ * رعبا وترعد مثل الشُّهُبِ اَضْوَاءُ

منها تكاثفَ فى الجو الدخان الى * ان عادت الشمسُ منه وهى دَهَمَاءُ

قَد اَثَّرتْ سعفةً فى البدر لفحتَهَا * فليلة التمّ بعد النور لَيْلاَءُ

فيالها اية من معجزات رسو * ل الله يعقلها القوم الاَلِبَّاءُ

১. এক ফারসাখে তিন মাইল হয়ে থাকে। –সম্পাদকদ্বয়

অর্থাৎ হে বিপদের কাণ্ডারী! আমাদেরই অপরাধের কারণে যে ভয়াবহ বিপদ আমাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে, তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর। হে রব! এ বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদিও এরূপ শাস্তি পাবারই আমরা যোগ্য। এটা এমন এক কম্পন, যার ধাক্কায় কঠিন পাথরও ভীত হয়ে পড়ে। বস্তুত এরূপ কম্পন থেকে পাথরও রক্ষা পেতে পারে না। ক্রমাগত সাতদিন পর্যন্ত এটা পৃথিবীকে ধাক্কাতে থাকে। ফলে দৃশ্য পটে সূর্য যেন ফেটে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এটা যেন আগুনের এক সমুদ্র, যার উপরে অজস্র অগ্নি-নৌকা দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছে। দেখলে মনে হয় যেন সে অগ্নির শিখাগুলো সুউচ্চ প্রাসাদরাজি, যেন একটি বাস্তুভিটার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তার গর্জনে পাষাণ হৃদয়ও ভয়ে ফেটে যায়। নক্ষত্রের ন্যায় বিদ্যুৎ চমকে উঠে। এর থেকে উৎপন্ন কাল ধোঁয়া সমগ্র আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ধোঁয়ার আড়ালে সূর্যও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। অবস্থা এমন হয়েছে যেন সাপের বিষের ক্রিয়ায় পূর্ণিমার রাত ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়েছে। হায়! এটা তো আল্লাহ্র রাসূলের মু'জিযাসমূহের মধ্য থেকে একটি মু'জিযা বৈ কিছু নয়। তবে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকই এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

এই একই বছরে বাগদাদ নগরীও বন্যায় প্লাবিত হয়। উভয় ঘটনার উল্লেখ করে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

سبحان من اصبحت مشيئته * جارية فى الورى بمقدار

اغرق بغداد بالمياه كما * احرق ارض الحجاز بالنار

অর্থাৎ মহাপবিত্র সেই সত্তা, যার ইচ্ছা এ বিশ্বের বুকে সর্বদা কার্যকরী। সেই ইচ্ছাশক্তিই বাগাদাদকে বন্যা দ্বারা প্লাবিত করেছে, যেরূপ জ্বালিয়ে ছারখার করেছে হিজায ভূমিকে আগুন দ্বারা।

আরেকটি হাদীস ঃ যালিম শাসক ও বে-আব্রু নারীদের সম্পর্কে

ইমাম আহমদ, আবূ আমির ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা যদি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তবে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পাবে যারা সকাল বেলা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে অতিবাহিত করবে এবং সন্ধ্যাকালে তাঁর অভিশাপে পতিত হবে। তাদের হাতে এমন এক জিনিস থাকবে, যা দেখতে গরুর লেজের ন্যায় মনে হবে। মুসলিমও এ হাদীস মুহম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ...... আফলাহ ইব্ন সা'ঈদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম এ জাতীয় আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে দু'টি দল এমন হবে, যাদের সাদৃশ্য আমি কোথাও দেখিনি। তার মধ্যে এক দল তারা, যাদের হাতে গরুর লেজের মত দড়ি থাকবে এবং মানুষকে তারা তা দিয়ে প্রহার করবে। দ্বিতীয় দল হল ঐ সব নারী, যারা পোশাক পরিধান করবে বটে; কিন্তু দেখা যাবে উলঙ্গ নারীর ন্যায়। নিজেদের রূপ অন্যকে দেখাবে এবং অন্যকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করবে ঃ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات তাদের মাথা হবে উটের কুঁজের মত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না। অথচ সে ঘ্রাণ এত এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এ দু'টি দল আমাদের এ

যুগে, এর পূর্বের যুগে এবং তারও পূর্বের যুগে অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এ দল দু'টি হল সে সব জল্লাদ, যাদেরকে রিজালাহ্ ও জালদারিয়াহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং ঐসব মহিলা যাদেরকে পোশাক পরা সত্ত্বেও উলঙ্গের ন্যায় দেখায়। অর্থাৎ এমন পোশাক পরে, যার দ্বারা গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ পায়। বরং তাকে আরও লোভনীয়, আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। অঙ্গভংগি করে পথ চলে এবং অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ যুগে এবং পূর্বের যুগে নারীদের এ অশুভ আচরণ অত্যধিক বেড়ে গেছে। নবুওতের সত্যতার এটা একটি বড় প্রমাণ। কেননা, নবী করীম (সা) যা বলে গেছেন তা পূর্ণভাবে বাস্তবে প্রকাশ পাচ্ছে। এ প্রসংগে জাবিরের হাদীস পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। ঐ হাদীসে আছে যে, শীঘ্রই সূক্ষ্ম ও মিহিন কাপড় তৈরী হবে। জাবিরের স্ত্রী পরবর্তীকালে এ হাদীসের সত্যতা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেন।

আরেকটি হাদীস ঃ প্রাচুর্য ও তার কুফল সম্পর্কে

ইমাম আহমদ, আবদুস সামাদ ..... দাঊদ ইব্ন আবূ হিন্দ থেকে এবং বায়হাকী ..... তালহা ইব্ন আমর বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তালহা ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। নবী করীম (সা) তখন সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে আরয করল– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেছে এবং সেসাথে আমাদের খেজুর ও খেজুর বাগান জ্বলে গেছে। তার কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, আমাকে ও আমার সাথীকে দেখেছ যে, শুকনো খুরমা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিল না। যখন আমরা আনসার ভাইদের মাঝে আসলাম তখন তারা তাজা খেজুর দ্বারা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করে। এ তাজা খেজুরই তাদের সাধারণ খাদ্য। জেনে রেখ, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই– আমি যদি তোমাদের জন্য রুটি ও খেজুরকে খাদ্যরূপে নির্দিষ্ট করে যেতে পারতাম তবে তাই করতাম। কিন্তু অচিরেই তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের পরিধেয় পোশাক কা'বা ঘরের গিলাফের ন্যায় মূল্যবান হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় উন্নত মানের রকমারি খাদ্য তোমাদের সামনে পরিবেশিত হবে।

উপস্থিত সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ অবস্থায় আমরা উত্তম মানুষ, না বর্তমান অবস্থায়? তিনি বললেন, বর্তমান অবস্থায়। এখন তো তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ, আর ঐ সময় তোমরা পরস্পর পরস্পরের রক্তপাত ঘটাবে। সুফিয়ান ছাওরী ..... আবূ মূসা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মতগণ যখন অহংকারের সাথে দম্ভভরে পথ চলবে এবং পারস্য ও রোমকগণ তাদের সেবা করবে, তখন আল্লাহ্ তাদের এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবেন। বায়হাকী ..... ইব্ন উমর (রা) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

হাদীস ঃ ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে

আবূ দাঊদ, সুলায়মান ..... আবূ আলকামা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরাতে যে, তিনি বলেছেন, আমার যতদূর মনে হয় আবূ হুরায়রা জানিয়েছেন ঃ আল্লাহ এই উম্মতের স্বার্থে প্রতি শতাব্দীর শেষে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যে ব্যক্তি দীনের বিষয়বস্তুকে নতুনভাবে উম্মতের সামনে তুলে ধরবে ঃ

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها امر دينها-

আবূ দাঊদ বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর আলিমগণ প্রতি শতাব্দীর শেষে এ হাদীসকে নিজ নিজ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ আলিমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। একদল 'আলিম মনে করেন, এ হাদীসটির আওতায় সেই সকল আলিমই এসে যান, যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করে পরবর্তীদেরকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে ফরযে কিফায়া পালন করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। দীনকে নতুন ভাবে পেশ করার অর্থ হল, পরবর্তী লোকদের হাতে দীনের যে বিকৃতি হয়েছে ও দীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করা হয়েছে তা থেকে দীনকে মুক্ত করা ও বাতিলের মুকাবিলা করা। আমাদের এ অষ্টম শতাব্দীতে আল্লাহ্‌র রহমতে এ কাজ চালু আছে। সহীহ রিওয়ায়াতে এসেছে, (রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন) ঃ

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى ياتى امر الله وهم كذلك -

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের উপর অটল থাকবে, তাদেরকে সাহায্য পরিত্যাগ করলে বা কেউ তাদের বিরোধিতা করলে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের এ অবস্থার উপরই আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত নির্দেশ (কিয়ামত) এসে যাবে। বুখারীতে আছে, এ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। অধিকাংশ আলিমের মতে হাদীসের খিদমতে আত্মনিয়োগ কারীগণই এ দলের অন্তর্ভুক্ত। এটাও নবুওতের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। কেননা, বিশ্বের মধ্যে অধিক সংখ্যক হাদীস বিশারদ সিরিয়ায়ই রয়েছেন, বিশেষ করে দামিশক শহরে। সম্মুখে আলোচনায় জানা যাবে যে, ফিত্‌নার যুগে সিরিয়াই হবে মুসলমানদের ঈমান রক্ষার স্থান।

সহীহ মুসলিমে নাওয়াস ইব্‌ন সামআন থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম আসমান থেকে পূর্ব দামিশকের শুভ্র মিনারায় অবতরণ করবেন। কিন্তু হাদীসের মূল শব্দে দামিশ্‌ক শহরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমি অবগত হয়েছি যে, কোন কোন পুস্তিকায় অনুরূপ শব্দাবলীতে দামিশ্‌কের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত আমি তা প্রত্যক্ষ করিনি। হি. সাতশ' চল্লিশ সনের পরে দামিশকের জামি মসজিদের পূর্ব দিকের শুভ্র মীনারায় খ্রিস্টানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তাদেরই অর্থ দ্বারা তা পুনর্নির্মাণ করা হয়। এটা আমাদেরই এ যুগের ঘটনা। এরূপ হওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, খ্রিষ্টানদের অর্থে নির্মিত প্রাসাদেই ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম অবতরণ করবেন। অতঃপর খ্রিষ্টানগণ তাঁর সম্পর্কে ও আল্লাহ্ সম্পর্কে যেসব মিথ্যা কথা রচনা করেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবেন। তিনি ক্রুশ উৎখাত করবেন, শূকর হত্যা করবেন (অর্থাৎ হারাম ঘোষণা করবেন)। জিয্‌য়া কর প্রত্যাহার করবেন। খ্রিষ্টান ও অখ্রিস্টান কারও থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন মেনে নেবেন না। এ সবেরই ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা) করে গেছেন। তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম কিয়ামত পর্যন্ত বর্ষিত হোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা

অন্যান্য নবী রাসূলগণকে যেরূপ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপভাবে মু'জিযা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে এমন কতিপয় মু'জিযা দেয়া হয়েছে, যা অতীব মহান, তেমনটি আর কাউকেই দেয়া হয়নি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মু'জিয়া

১. কুরআন মজীদ, এর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন না তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছে না তাঁর পরে হতে পারে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তা অবতীর্ণ। কুরআন একটা স্থায়ী মু'জিযা, তার অকাট্য হওয়া কারও কাছে অবিদিত নয়, অথচ কোনটি এর সমতুল্য হতে পারে না। জিন ও মানব জাতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, পারলে তারা এর অনুরূপ একটি কুরআন বা দশটি সূরা কিংবা একটি মাত্র সূরা তৈরী করুক, কিন্তু উভয় জাতিই এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। মু'জিযার আলোচনায় ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমে লায়ছ ইব্ন সা'দ ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দান করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ সেভাবে তার উপর ঈমান আনেনি। আর আমাকে যে মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী। আমি আশা রাখি কিয়ামতের দিনে আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশি হবে। অর্থাৎ পূর্বের নবীগণকে যে সব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল তাতে কেবল জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিরাই ঈমান আনত। হিংসুক ও পাপিষ্ঠরা ঈমান আনত না। পক্ষান্তরে আমাকে যে মু'জিযা অর্থাৎ কুরআন দেয়া হয়েছে তা অতি মহান ও অতি বড়। কারণ এটা সর্বযুগে থাকবে, কখনও অপসৃত হবে না। অন্যান্য নবীদের মু'জিযা এরূপ নয়। তাঁদের যুগ শেষ হয়ে গেছে, কখনও আর তা প্রত্যক্ষ করা যাবে না। বরং অন্যের মাধ্যমে বহু জনের বর্ণনা পরম্পরায় বা একক বর্ণনার মাধ্যমে কেবল সে সম্পর্কে জানা যায়। অথচ পক্ষান্তরে কুরআন শরীফ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মু'জিযা, যা অব্যাহতভাবে চলছে- যার কান আছে সে শুনতে পায় এবং যার চোখ আছে সে দেখতে পায়।

অন্যান্য নবীদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেসব বিষয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে 'খাসাইস' অধ্যায়ে তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তার কিছু অংশ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এই সাহায্য দেয়া হয়েছে যে, এক মাসের দূরত্ব থেকে লোকে আমার প্রভাব অনুভব করে। ২. সমগ্র যমীনকে আমার জন্য নামাযের স্থান ও পাক সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোন লোক যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, সালাতের সময় হলে সে যেন সেখানেই সালাত আদায় করে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য কারও জন্য তা হালাল করা হয়নি ৪. আমাকে শাফা'আতের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। ৫. অন্যান্য নবীগণ আপন আপন জাতির জন্যে নবী হতেন; কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে ঃ

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتى ادركته الصلواة فليصل، واحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى، واعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

বহু মনীষী এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যাঁর যে মু'জিযা ছিল তা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মু'জিযা বলেও গণ্য হবে। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই শেষ নবীর শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তিনি আসলে তাঁরই অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ اَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذَالِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ـ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذَالِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি গ্রহণ করলে ? তারা বললো, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। এরপর যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই সত্যপথ ত্যাগী" (আলে ইমরান ঃ ৮১-৮২)।

বুখারী ও অন্যান্য হাদীসবেত্তা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ দুনিয়ায় প্রেরিত প্রত্যেক নবী থেকে এই শপথ ও অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি মুহাম্মদের আবির্ভাব হয় আর ঐ নবী জীবিত থাকে তবে অবশ্যই তিনি তাঁর আনুগত্য করবেন ও তাঁকে সাহায্য করবেন। বহু সংখ্যক আলিমের বক্তব্য এই যে, আওলিয়াদের কারামত প্রকৃতপক্ষে নবীদেরই মু'জিযা। কেননা, কোন ওলী তার সময়ের নবীর প্রতি ঈমান ও তার আনুগত্য করার বরকতেই কারামত লাভ করে থাকে।

এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ যা কিছু লিখেছেন তা ছিল সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। তাই বন্ধুজনের অনুরোধক্রমে আমি এ বিষয়টিকে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করি। আমার শায়খ ইমাম আবুল হাজ্জাজ বলেছেন ঃ এ বিষয়ে যিনি সর্বপ্রথম কথা বলেছেন তিনি হলেন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফিঈ (র)। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী 'দালাইলুন নবুওত' গ্রন্থে ..... 'উমর ইব্ন সাওয়ার থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন ঃ অন্যান্য নবীদেরকে আল্লাহ্ যে মু'জিযা দান করেছেন তার সদৃশ মু'জিযা মুহাম্মদ (সা)-কেও দান করা হয়েছে। আমি বললাম, হযরত ঈসা (আ)-কে তো মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দেয়া হয়েছে। তখন ইমাম শাফিঈ (র) বললেন, মুহাম্মদ (সা)-কেও এরূপ মু'জিযা দেয়া হয়েছে। তিনি একটি শুকনা খেজুর গাছের উপর ভর দিয়ে খুতবা পাঠ করতেন। মসজিদের মিম্বর তৈরি হলে তিনি ঐ গাছে ভর দেয়া ত্যাগ করেন। তখন গাছ স্বশব্দে রোদন করতে থাকে, সে রোদন সবাই শ্রবণ করে। এটা হযরত ঈসার মৃতকে জীবিত করার চেয়েও বড় মু'জিযা। এ অধ্যায়ে নবীগণের মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সবগুলিরই শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে ঐ সব মু'জিযা দান করা হয়েছে যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। নবী করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনায় আমরা এর উল্লেখ করেছি। হাফিয আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানীর 'দালাইলুন নবুওত' যা তিন খণ্ডে পূর্ণ, ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ এর 'দালাইলুন নবুওত' গ্রন্থে এবং কবি সার সারির কাসীদায় এ জাতীয় কথার উল্লেখ আছে। এ যাবত এ প্রসঙ্গে যা কিছু আলোচনা করেছি, এখন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

হযরত নূহ (আ)-এর মু'জিযা

আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ .... فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

অর্থাৎ "তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; তারপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; এটা পুরস্কার তার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নির্দশনরূপে। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি" ? (৫৪ সূরা কামার ঃ ১০-১৫)।

আমরা এ কিতাবের শুরুতেই আলোচনা করে এসেছি কিভাবে নূহ (আ) তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিভাবে মু'মিনদেরসহ বিপদ থেকে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেছিলেন। আর তার বিরোধী কাফিরকুল এমন কি তার পুত্রও কিভাবে পানিতে ডুবে মারা যায়, এর পূর্বে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আমাদের শায়খ আবুল মা'আলী যামলিকানী বলেছেন এবং তাঁর লেখা থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি। তার বক্তব্য এই যে, অন্যান্য নবীগণকে যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছে, তার অনুরূপ মু'জিযা আমাদের নবীকেও দেয়া হয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন, তাই আমরা এখানে মাত্র কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব। তার একটি হল হযরত নূহ (আ) মু'মিনদেরসহ নৌকায় আরোহণের দ্বারা পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, নৌকায় চড়ে পানির উপর দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে নৌকাবিহীন পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, এ উম্মতের অনেক ওলী-আওলিয়া পানির উপর দিয়ে হেঁটেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

মিনজাব বর্ণনা করেন, সাহাবী 'আলা ইব্ন হায্রামী (রা)-এর সাথে আমরা 'দারাইন'-এর যুদ্ধে গমন করি। তিনি আল্লাহ্র নিকট তিনটি প্রার্থনা করেন এবং তিনটিই কবূল হয়। এক স্থানে আমরা অবতরণ করলাম। কিন্তু সেখানে পানি না থাকায় তিনি দু'রাকাআত সালাত আদায় করে প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই গোলাম তোমার পথেই আছি, তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টির পানি দান কর! সে পানি দ্বারা আমরা উযূ করব, তা পান করব এবং আমাদের ছাড়া আর কারও তাতে অধিকার থাকবে না।" তারপর অল্পদূর অগ্রসর হলে বৃষ্টি বর্ষণ হলো; এমন কি

তাতে পানি জমে যায়। আমরা উযূ-গোসল করি ও প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করি। এদিকে আমার পাত্রগুলো পানি ভর্তি করে সেখানেই রেখে দেই। পাত্রগুলো পানি ভর্তি করে সেখানেই রেখে দেই উদ্দেশ্য হল প্রার্থনা কবূল হয়েছে কিনা তা যাঁচাই করা। তারপর কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা সাথীদেরকে বললাম, আমি পাত্রগুলো ভুলে রেখে এসেছি। সুতরাং ঐ স্থানে প্রত্যাবর্তন করি। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হল এখানে কোন দিন বৃষ্টিপাত হয়নি। এরপর আমরা আরও অগ্রসর হলাম এবং আমাদের গন্তব্য স্থল 'দারাইন' এর কাছে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু আমাদের ও 'দারাইন'-এর মধ্যে একটি সাগর বাধা হয়ে দাঁড়াল। 'আলা ইব্‌ন হাযরামী এ বলে প্রার্থনা করলেন– হে মহান! হে কুশলী! (يا علي ياحكيم) আমরা আপনার বান্দা। আপনার পথে আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। হে আল্লাহ্! ওদের কাছে পৌঁছার একটা ব্যবস্থা করে দিন। তারপর আমরা সমুদ্রের পানির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করি। পায়ের তলাও পানির দ্বারা সিক্ত হয়নি। এরপর মিনজাব অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করেন।

এ ঘটনা নূহ (আ)-এর নৌকা আরোহণের তুলনায় অধিক আশ্চর্যজনক। কেননা নৌকায় চড়ে পানির উপর থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। হযরত মূসা (আ)-এর সাগরের পানি দ্বি-খণ্ডিত করে পাড়ি দেয়ার ঘটনা থেকেও এ ঘটনা অধিকতর আশ্চর্যজনক। কারণ, মূসা (আ)-এর ঘটনায় পানি বিভক্ত হয়। ফলে দু'পাশে আটকে থাকা পানির মধ্যবর্তী মাটির উপর দিয়ে তাঁরা অতিক্রম করেন। আর 'আলা ইব্‌ন হাযরামীর ঘটনায় পানি জমে মাটির ন্যায় হয়ে যায় এবং তার উপর দিয়ে অতিক্রম করা হয়। একজন উম্মতের এ কারামত নিঃসন্দেহে শেষ নবী (সা)-এর বরতেরই ফল। এ ঘটনা ইমাম বায়হাকী তার 'দালাইল' গ্রন্থে ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া সূত্রে ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন মিনজাব থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী তাঁর 'তারীখে কাবীরে' ভিন্ন সূত্রে এটা উল্লেখ করেছেন। বায়হাকী আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রাও ঐ অভিযানে শরীক ছিলেন এবং ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

হাফিয বায়হাকী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস ...... আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এই উম্মতের মধ্যে তিনটি জিনিস দেখেছি। এই তিনটি জিনিস যদি বনী ইসরাঈলের মধ্যে থাকত তবে তারা কিছুতেই দলে দলে বিভক্ত হত না। লোকজন জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হামযা, সেগুলো কি কি ? তিনি বললেন, একদা আমরা মসজিদে নববীর বারান্দায় (সুফ্‌ফায়) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন মুহাজির মহিলা তাঁর এক বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রসহ সেখানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং পুত্রটিকে আমাদের সাথে থাকতে দেন। অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটি মদীনার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার চোখ মুদিয়ে দেন এবং দাফনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। ছেলেটিকে গোসল করাবার উদ্যোগ নিলে নবী (সা) বললেন, হে আনাস! ওর মাকে গিয়ে সংবাদ দাও। আমি সংবাদ পৌঁছালাম। মা এসে ছেলের পায়ের নিকট বসল এবং উভয় পা জড়িয়ে ধরে বললো, হে আল্লাহ্! আমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছি। আমার উপর এমন মুসীবত চাপিয়ে দিবেন না, যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মহিলার কথা শেষ না হতেই মৃত পুত্রের পদদ্বয় নড়েচড়ে উঠল এবং সে তার মুখের

উপরের কাপড় সরিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মায়ের ইনতিকালের পরেও দীর্ঘদিন সে জীবিত থাকে।

হযরত আনাস বলেন, এরপর হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) 'আলা ইব্ন হায্রামির নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন। আনাস (রা) বলেন, আমিও সে অভিযানে অংশ গ্রহণ করি। যুদ্ধের স্থানে পৌঁছে দেখি শত্রুবাহিনী সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে এবং পানির উৎসসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় আমরা কাতর হয়ে পড়ি। পশুগুলোরও একই অবস্থা। সেদিন ছিল শুক্রবার। সূর্য পশ্চিমে হেলে গেলে 'আলা ইব্ন হাযরামী আমাদেরকে সাথে নিয়ে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে আকাশ পানে হাত উত্তোলন করেন। আকাশে মেঘের চিহ্নও ছিল না। হযরত আনাস বলেন, আল্লাহ্র কসম! হাযরামির হাত নিচে না নামতেই শীতল বায়ু প্রবাহিত হল। মেঘ পুঞ্জিভূত হল এবং সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হল। আমরা পানি পান করলাম, পশুদেরকে পান করালাম এবং সংরক্ষণ করে রাখলাম। অতঃপর আমরা শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলাম। ইতিমধ্যে তারা এক দ্বীপে উঠার জন্য উপসাগর পাড়ি দেয়। আমাদের নেতা 'আলা হায্রামী উপ-সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন ঃ হে বিরাট, হে মহান, হে ধৈর্যশীল, হে করুণাময়! يا على يا عظيم ياحليم يا كريم অতঃপর বললেন, আল্লাহ্র নামে তোমরা সমুদ্র অতিক্রম কর। আনাস (রা) বলেন, আমরা সমুদ্র পাড়ি দিলাম; কিন্তু আমাদের পশুগুলোর পায়ের ক্ষুরও পানিতে ভিজলো না। অল্পক্ষণ পরেই আমরা দ্বীপের উপর শত্রুদেরকে ধরে ফেলি। তাদের অনেককে হত্যা করি এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করি। তারপর পুনরায় আমরা উপ-সাগরের তীরে আসি এবং আমাদের আমীর পূর্বের ন্যায় প্রার্থনা করেন। সুতরাং আমরা উপসাগর সাওয়ার অবস্থায় পাড়ি দিই এবং আমাদের পশুগুলোর পায়ের ক্ষুরও পানিতে ভেজেনি।

এরপর হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) আলা হায্রামির ইনতিকালের বর্ণনা দেন। বলেন, তাঁকে এমন এক স্থানে দাফন করা হয় যে স্থানের মাটি দাফনের জন্য অনুপযুক্ত ছিল। তাই লোকজন তাঁর শবদেহ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য কবরের মাটি খুঁড়ল। কিন্তু তাঁর লাশ পাওয়া গেল না। অথচ কবরটি নূরের জ্যোতিতে চমকাচ্ছিল। সুতরাং লোকজন পুনরায় কবরটি মাটি দ্বারা ভরাট করে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করল। এই ঘটনায় মহিলার প্রার্থনায় পুত্রের জীবন লাভের সাথে ঈসা (আ)-এর মু'জিযা এবং আলা হায্রামির সাগর পাড়ি দেয়ার সাথে মূসা (আ)-এর মু'জিযার সাদৃশ্য রয়েছে- যার বিবরণ পরে দেয়া হবে।

আলা ইব্ন হায্রামির ঘটনার মত আর একটি ঘটনা

ইমাম বায়হাকীর 'দালাইল' গ্রন্থে উল্লেখিত এ ঘটনাটিও ইতিপূর্বে একবার বলা হয়েছে। সুলায়মান ইব্ন মারওয়ান আ'মাশ জনৈক সাথীর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা একবার দাজলায় উপনীত হই। দাজলা (নদী) আরব ও আজমের মধ্যবর্তী সীমানা। দাজলার অপর পাড়ে আজম এলাকা। মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে একজন বিস্মিল্লাহ্ বলে ঘোড়ায় আরোহণ করে নদীর পানির উপর দিয়ে চলে গেল। তার পশ্চাতে অন্যান্য লোকও বিস্মিল্লাহ্ বলে ঘোড়ায় চড়ে পানির উপর দিয়ে রওয়ানা হল। আজমীরা তাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—পাগল! পাগল! এরপর মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রসর হয়। নদী অতিক্রম কালে

মুসলমানদের একটি পেয়ালা ব্যতীত আর কিছুই হারান যায়নি। তাও ছিল ঘোড়ার জিনের সাথে ঝুলন্ত। আজমীদের সাথে যুদ্ধের ফলে বহু গনীমতের মাল মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং নিজেদের মধ্যে তাঁরা তা বন্টন করে নেন। তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, কে আছে সোনার বদলে রূপার বিনিময় করবে? হযরত উমরের জীবনীতে ও তাফসীরেও আমরা এ বিষয় আলোচনা করেছি যে, ঐ দিন দাজলা নদী সর্বপ্রথম অতিক্রম করেছিলেন আবূ উবায়দা নুফায়ঈ। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর আমীর এবং এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে। দাজলার দিকে তাকিয়ে তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً- অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত। তিলাওয়াত শেষে আল্লাহ্‌র নামে ঘোড়ায় চড়ে পানি পার হন এবং সৈন্যরাও পার হয়ে যায়। আজমীরা এ কাণ্ড দেখে 'পাগল' 'পাগল' বলতে থাকে। তারপর তারা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ভয়ে পলায়ন করে। মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করে ও প্রচুর গনীমত লাভ করে।

অনুরূপ আরও ঘটনা

বায়হাকী লিখেছেন, আবূ মুসলিম খাওলানী একবার দাজলার তীরে উপনীত হন। পানির মধ্য থেকে একখন্ড শুকনা লাকড়ি তার দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। তিনি তাতে আরোহণ করলে তা' পানির উপর দিয়ে চলা আরম্ভ করে এবং তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কোন আসবাবপত্র হারান গিয়েছে কি? তা'হলে আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য দু'আ করবো। সহীহ্ সূত্রেই এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির লিখেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আয়্যুব খাওলানী যখন রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন তখন পথে এক নদীর সম্মুখীন হন। তিনি সৈন্যদেরকে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে নদী পার হবার নির্দেশ দিলে সবাই নির্দেশ পালন করে। এতে কারও বাহনের পায়ের হাঁটুর বেশি পানিতে ভিজেনি। নদী অতিক্রম করার পর তিনি লোকদেরকে বলেন, কারও কিছু পড়ে গেছে কিনা ? পড়ে থাকলে আমি তার দায়িত্ব নেবো। এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটি পুটলী নদীতে ফেলে দিয়েছিল। সে বলল, আমার পুটলী নদীতে পড়ে গেছে। খাওলানী বললেন, আমার সাথে এস। দেখা গেল তার সে পুটলী একটি ভাসমান কাঠের সাথে আটকে রয়েছে। তিনি লোকটিকে বললেন, ওটা উঠিয়ে লও।

আবূ দাউদও এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তারপর মূসা হুমায়দ সূত্রে লিখেছেন ঃ আবূ মুসলিম খাওলানী দাজলার তীরে উপস্থিত হন। দাজলার স্রোতে কাঠ ভেসে আসছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র গুণগান করেন এবং বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বাহন নিয়ে পানিতে নামেন। সঙ্গী সাথীরাও তাঁকে অনুসরণ করে। পানির স্তর নিচু হয়ে যায় এবং সবাই নদী পার হয়ে যান। অপর পারে উঠে তিনি সকলকে বললেন, তোমাদের কোন জিনিস পড়ে গিয়ে থাকলে তা ফিরে পাবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর। এ ঘটনা ইব্‌ন আসাকির ভিন্ন সূত্রেও হুমায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার চাচাত ভাই বলেছে, আমি আবূ মুসলিমের সৈন্য বাহিনীর সাথে এক অভিযানে গমন করি। আমরা এক অপরিচিত গভীর নদীর কাছে এলাম। এলাকাবাসীদের নিকট জিজ্ঞেস

করলাম, পানি কম হবে কোন্ স্থানে? তারা জানাল, এখানে কোথাও পানি কম হবে না, তবে ভাটির দিকে দু'রাতের দূরত্বে পানি কম হবে। তখন আবূ মুসলিম বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়েছিলেন, আমরাও আপনার বান্দা, আপনার পথেই রয়েছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আজ এ নদী পার করিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন, বিস্মিল্লাহ্ বলে তোমরা নদী পার হও। আমার চাচাত ভাই বলেছে, আমি একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম, মনে মনে ভাবলাম-আবূ মুসলিমের ঘোড়ার পেছনে আমিই সর্বাগ্রে নদী অতিক্রম করব। আল্লাহ্র কসম, সমস্ত সৈন্য নদী পার হয়ে গেল, কিন্তু ঘোড়ার পেটও পানিতে ভিজেনি। আবূ মুসলিম মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের কোন জিনিস যদি পড়ে গিয়ে তাকে, তবে আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর, তিনি তা' ফেরত দেবেন।

আউলিয়া কিরামের উল্লেখিত কারামতসমূহ প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই মু'জিযা। কারণ, ওলীগণ এসব কারামত লাভ করেছেন রাসূলেরই পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়ার ফলে, তাঁরই বরকতে। এর মাঝে দীনের সত্যতার প্রমাণ নিহিত রয়েছে এবং মুসলমানদের আস্থা তাতে বৃদ্ধি পায়। এ কারামতগুলোর সাথে হযরত নূহ (আ)-এর পানির উপর অবস্থান ও হযরত মূসা (আ)-এর সমুদ্র অতিক্রমের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। বরং উভয় নবীর মু'জিযার চাইতে এগুলো অধিক আশ্চর্যজনক; কেননা, নূহ (আ)-এর প্লাবন যদিও বিরাট ছিল; কিন্তু সেখানে বাহন ছিল নৌকা। আর এখানে কোন বাহন নেই। অন্যদিকে মূসা (আ)-এর পানি ছিল স্থির, আর এখানে স্রোতের পানির উপর দিয়ে গমন করা হয়েছে। যা কিছু মানুষের চেষ্টা সাধ্যের বহির্ভূত, তা কম হোক বা বেশি হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা, যে লোক গভীর ও তীব্র স্রোতের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায় এবং তার বাহনের ক্ষুর বা পেট পানিতে ভিজে না কিংবা পানি স্থির হয়ে যায়— চাই তা নদীতে হোক বা সমুদ্রে, তাতে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি পানি দুইভাগে বিভক্ত হওয়াতেও কোন পার্থক্য হয় না। যেমন লোহিত সাগরের পানি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ডানে ও বামে পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝ দিকে মাটি বেরিয়ে গিয়ে পথের সৃষ্টি হয়েছিল। আর আল্লাহ্র প্রেরিত বাতাস এসে নিচের কাঁদা পানি শুকিয়ে দিয়েছিল। বনী-ইসরাঈলদের ঘোড়াগুলোর পা কাদায় আটকে না গিয়ে সে পথে পার হয়ে যায়। সাথে সাথে ফির'আউন তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঐ পথে অগ্রসর হয় ঃ

فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰى-

"অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। এবং ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি (২০ ঃ ৭৮)।

অর্থাৎ ফির'আউন যখনই মূসা (আ)-এর লোকদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্ট পথে অবতরণ করল তখন দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পানি তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল। ফলে দলের সকলেই ডুবে মরল, একজনও উদ্ধার পেল না, যেমন বনী-ইসরাঈলের একজনও ডুবেনি। এ ঘটনার মধ্যে বিরাট ও বহু সংখ্যক নিদর্শন আছে যা আমি তাফসীরে উল্লেখ করেছি।

আলা ইব্ন হায্রামী আবূ আবদুল্লাহ্ ছাকাফী ও আবূ মুসলিম খাওলানীর নদীর স্রোতের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং কোন লোক বা জিনিসপত্রের ক্ষতি না হওয়ার কাহিনী

উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা ছিলেন আউলিয়া; একজন সাহাবী ও দু'জন তাবিঈ। এঁদের অবস্থা যখন এই, তাহলে রাসূল করীম (সা) যখন এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন তখন তাঁর অবস্থাটা কি হতে পারে? যিনি সমস্ত নবীদের নেতা, সর্বশেষ নবী, মি'রাজের রাত্রে যিনি ছিলেন নবীগণের ইমাম ও সম্মানার্হ। কিয়ামত দিবসের একমাত্র খতীব, জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, হাশরের ময়দানে প্রথম শাফা'আতকারী, জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারী। কিতাবের শেষাংশে কিয়ামতের বর্ণনায় আমরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। রাসূল করীম (সা)-এর নবুওত প্রমাণকারী মু'জিযা ও মর্যাদা বৃদ্ধিকারী মু'জিযার বিবরণ আমরা পরে দেব। এখানে আমরা নূহ (আ)-এর মু'জিযা সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমার শায়খের আলোচনা এ পর্যন্তই শেষ। অন্যরা আরও বিভিন্ন দিক নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

হাফিয আবূ নু'আয়ম ইস্পাহানী 'দালাইলুন নবুওত' গ্রন্থের (যা তিন খন্ডে সমাপ্ত) ৩৩ তম পরিচ্ছেদে অন্যান্য নবীদের ফযীলত ও নিদর্শনের সাথে শেষ নবীর ফযীলত ও নিদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কেননা অন্যান্য নবীগণকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার অনুরূপ জিনিস শেষ নবীকে দেয়া হয়েছে। প্রথম নবী হযরত নূহ (আ) তাঁকে প্রদত্ত নিদর্শন হল, যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র শাস্তির প্রার্থনা মঞ্জুর ও তাঁর ক্রোধ প্রশমন। সুতরাং যারা তাঁর উপর ঈমান এনে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তাঁরা ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠের উপরের সমস্ত মানুষ ডুবে মারা যায়। নিঃসন্দেহে এটা এক বিরাট নিদর্শন যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে পূর্বাহ্নে অবহিত করেছিলেন। অনুরূপ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর সম্প্রদায় যখন প্রত্যাখান করে এবং কঠোর নির্যাতন করে, এমন কি সিজদারত অবস্থায় উক্‌বা ইব্‌ন আবি মু'আইত তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়িভূঁড়ি নিক্ষেপ করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ্! কুরায়শ নেতাদের শাস্তির ভার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বুখারীতে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। কা'বা ঘরের নিকটেই-এ ঘটনা সংঘটিত হয়। কুরায়শগণ এ কাণ্ড দেখে হেসে ফেটে পড়ে এবং একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ে। হযরত ফাতিমা (রা)-এ দৃশ্য দেখে দ্রুত এসে পিঠের উপর থেকে তা সরিয়ে ফেলেন এবং কুরায়শদেরকে গালমন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ফিরিয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করেন ও বলেন, হে আল্লাহ্! কুরায়শ সর্দারদের শাস্তির ভার আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। তারপর তিনি এক এক জনের নাম উল্লেখ করে বলেন, হে আল্লাহ্! আবূ জাহ্ল, উত্‌বা, শায়বা, ওলীদ ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন খালফ, উক্‌বা ইব্‌ন আবী মু'আইত ও উমারা ইব্‌ন ওলীদের বিচার আপনি করুন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, ঐ সব কাফিরকে আমি বদর প্রান্তরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। পরে তাদেরকে (বদর প্রান্তরে অবস্থিত পুঁতিগন্ধময় প্রাচীন কুয়োতে) নিক্ষেপ করা হয়।

এভাবে কুরায়শ বাহিনী যখন বিপুল সংখ্যায় অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বদর প্রান্তরে উপনীত হয়, তখন নবী করীম (সা) হাত উঠিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্! এই কুরায়শগণ দাম্ভিকতার সাথে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে, আপনার রাসূলের বিরোধিতা করে ও তাঁকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়ে। হে আল্লাহ্! আপনি ওদেরকে আগামীকাল পাকড়াও করুন! এ যুদ্ধে তাদের

নেতৃস্থানীয় সত্তর জন নিহত হয় ও সত্তর জন বন্দী হয়। যদি আল্লাহ্ সেদিন ইচ্ছে করতেন তাহলে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু তিনি তাঁর অসীম ধৈর্য ও নবীর খাতিরে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন, যারা পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আল্লাহ্র জানা ছিল।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লাহাবের পুত্র উতবার প্রতি বদ দু'আ দিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তার উপর সিরিয়ার একটা কুকুর লেলিয়ে দিন! (তখন সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিল)। বসুরা শহরের নিকট যারকা উপত্যকায় একটি সিংহের কবলে পড়ে সে মারা যায়। এরূপ ঘটনার আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় সাত বছর যাবত ফসলহানি ঘটায় চরম দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। লোক রক্ত, হাঁড় ও অন্যান্য অখাদ্য ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবশেষে তারা ইউসুফ (আ)-এর অনুগ্রহ কামনা করে তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলে বৃষ্টি হয় ও দুর্ভিক্ষ কেটে যায়।

ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ তার 'দালাইলুন নবুওয়ত' গ্রন্থে নূহ (আ)-কে প্রদত্ত ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে রাসূল করীম (সা)-কে প্রদত্ত ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তাঁর দ্বারা রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রমাণিত হয়। নূহ (আ) আপন-জাতির নিকট যে বিধান নিয়ে এসেছিলেন তা যখন তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং নবীর প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ ও নির্যাতন বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি তাঁর স্বজাতির প্রতি বদ্ দু'আ করে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا "হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা"। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবূল করলেন, তাঁর জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে মারলেন, এমনকি নৌকায় যেসব প্রাণীকে নেয়া হয়েছিল সেগুলো ব্যতীত আর কোন প্রাণীই বেঁচে থাকেনি। এটা হযরত নূহ (আ)-এর একটি ফযীলত। কারণ তাঁর দু'আ কবূল হয়েছে এবং নিজ জাতি ধ্বংস হওয়ায় তাঁর হৃদয় শান্তি পেয়েছে। অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপ ফযীলত দান করা হয়েছে। কুরায়শরা যখন তাঁকে অমান্য করল এবং উপহাস ও বিদ্রূপ করতে লাগল, আল্লাহ্ তখন পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাকে এই বলে প্রেরণ করেন যে, আমার প্রিয় নবী তাঁর জাতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তোমাকে যে নির্দেশ দেন, সে নির্দেশ তুমি পালন করবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার স্বজাতির অত্যাচার-নির্যাতনের মুকাবিলায় ধৈর্য অবলম্বনের পথ বেছে নেন এবং তাদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের এ ভূমিকাই উত্তম।

ইতিপূর্বে তায়েফের ঘটনা সম্পর্কে আইশা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তায়েফ গিয়ে তায়েফ বাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না, বরং তাঁকে নির্যাতন করে। তিনি ফিরে আসেন ও চিন্তামগ্ন হন। যখন কারনুছ ছা'আলিবের নিকটে পৌঁছাল তখন পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতা ডেকে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার জাতি আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছে ও যে উত্তর দিয়েছে তা আপনার রব শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন। যে নির্দেশ আপনি দেবেন, তা আমি পালন করব। যদি আপনি চান তাহলে মক্কার উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড়দ্বয়-অর্থাৎ জাবালে আবূ কুবায়স ও যর্ চাপা দিয়ে তাদেরকে পিষে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, বরং আমি অপেক্ষা করব, হয়ত তাদের বংশে এমন লোক জন্ম নেবে, যারা শির্ক করবে না।

হযরত নূহ (আ)-এর নিম্নলিখিত দু'আর মুকাবিলায় হাফিয আবূ নু'আয়ম ইসতিস্‌কার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌র নিকট দু'আয় নূহ (আ) বলেছিলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ - فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ -
وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ -

(তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে। এবং যমীন থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে)।

ইসতিসকার হাদীস হযরত আনাস প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। জনৈক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁদের দারিদ্র্য ও বৃষ্টিহীনতার অভিযোগ জানিয়ে দু'আর আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত উপরে তুলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ্, আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ শেষে মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তার দাড়ি মুবারকের উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া আরম্ভ হয়ে যায়। উপস্থিত সাহাবীগণ সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেন। একদা চাচা আবূ তালিব রাসূলের প্রসঙ্গে কবিতার মাধ্যমে যে উক্তি করেছিলেন, আজ তা বাস্তব হয়ে দেখা দিল। আবূ তালিবের কবিতা এই ঃ

وَاَبْيَضَ يُستسقى الْغَمَامُ بِوَجْهِه ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلاَرَامِلِ
يَلُوْذُ بِه الْهَلاَكُ مِنْ ال هاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَه فِى نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

(অর্থ ঃ সে এমন দীপ্তিময় চেহারার অধিকারী যে, তাঁর চেহারার সৌজন্যে বৃষ্টি কামনা করা যেতে পারে। ইয়াতীমদের তিনি আশ্রয় ও বিধবাদের জন্য নির্ভরস্থল। হাশিম গোত্র তাঁর বদৌলতে শরণ মাগে, তারই বদৌলতে তারা অনুগ্রহ ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে)।

অনুরূপভাবে এমন স্থানেও তিনি বৃষ্টি কামনা করেছেন, যে স্থানে না দুর্ভিক্ষ ছিল, না খরা ছিল। বরং কেবল সাময়িকভাবে পানির সংকট হয়েছে। সেখানে ঠিক যে পরিমাণ দরকার সে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে-কমও নয়, বেশিও নয়। এ অবস্থাটি অধিক সূক্ষ্ম মু'জিযা। তা ছাড়া এ পানি রহমত ও নিয়ামতের পানি। পক্ষান্তরে নূহ (আ)-এর প্লাবনের পানি গযব ও শাস্তির পানি ছিল। কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই নয় বরং হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর বরকতে বৃষ্টি কামনা করলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া যুগে যুগে ও দেশে দেশে মুসলমানগণ বৃষ্টির জন্য ইসতিস্‌কার নামায ও দু'আ করলে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার বহু ঘটনা বিদ্যমান আছে। অমুসলিমরা এরূপ করলে তা কবূল হয় না এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না।

আবূ নু'আয়ম বলেন, নূহ (আ) সাড়ে নয় শ' বছর জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলিয়ে একশ'ও পূর্ণ হয়নি। পক্ষান্তরে মাত্র বিশ বছর সময়কালে আমাদের নবীর উপর পূর্ব ও পশ্চিমের প্রচুর লোক ঈমান আনে। বিশ্বের পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহগণ তাঁর সম্মুখে নতি স্বীকার করেন এবং নিজেদের রাজ্য হারাবার ভয়ে শংকিত থাকেন। যেমন কায়সার ও কিসরা, নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করেন ও ইসলামের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। বাকি যারা ঈমান

আনেনি তারা জিয্য়া কর দিয়ে আত্মরক্ষা করে ও বশ্যতা স্বীকার করে, যেমন নাজরান, হাজার, আয়লা ও দূমার অধিবাসীগণ। রাসূলের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হত। এটা আল্লাহ্রই সাহায্য। বহু এলাকা ও দেশ তিনি এ স্বল্প সময়ে জয় করতে সমর্থ হন। দলে দলে লোক আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -

"যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে" (১১০ ঃ ১-৩)।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত মদীনা, খায়বর, মক্কা ও হাদ্রামাওত এবং ইয়ামানের অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয়। ওফাতের সময় তিনি এক লাখ বা ততোধিক সাহাবা রেখে যান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট আল্লাহ্র দীন কবূল করার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন। কেউ সে পত্রের অনুকূলে সাড়া দেয়, কেউ প্রতারণা ও ধোকার আশ্রয় নেয়, আর কেউবা তা' প্রত্যাখ্যান করে লাঞ্ছিত হয়। যেমন কিস্রা ইব্ন হুরমুয গর্ব ও অহংকার ভরে দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে তার রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর রাসূলের খলীফাগণ অর্থাৎ হযরত আবূ বকর, উমর, উছমান ও আলী (রা) পর্যায়ক্রমে গোটা দেশ তথা পূর্ব ও পশ্চিম সাগরের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেন। এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমাকে স্বপ্নযোগে ভূ-মন্ডল দেখান হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত এলাকা আমি দেখতে পাই। যে পরিমাণ স্থান আমাকে দেখান হয়েছে সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজ্যসীমা অচিরেই পৌঁছে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেনঃ কায়সারের পতন হলে আর কখনও এরূপ কায়সারের উত্থান হবে না এবং কিসরা ধ্বংস হলে আর কোন দিন এরূপ কিস্রার অস্তিত্ব ফিরে আসবে না। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম, এমন সময় আসবে, যখন ঐ দুই রাজ্যের সঞ্চিত ধন-রত্ন তোমরা আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দেবে ঃ

اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده - واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده - والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله -

বাস্তবে তা-ই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। কনস্টান্টিনোপল ব্যতীত কায়সারের সমগ্র অঞ্চল, কিস্রার সমস্ত রাজ্য, পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহ এবং মরক্কোর শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তা হয় হযরত উসমানের শাহাদত কাল অর্থাৎ ছত্রিশ হিজরী সনের মধ্যেই।

নূহ (আ) মানুষকে দা'ওয়াত দেন। কিন্তু তারা কুফর, পাপাচার ও ভ্রষ্ট পথে দৃঢ় থাকে। নবী তাঁর দীন, রিসালাত ও আল্লাহ্র মর্যাদার জন্য তাদের প্রতি বদ-দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবূল করেন। তাঁর ক্রোধের জন্য তিনিও ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁরই কারণে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে তাঁর দাওয়াতের পরিণতি স্বরূপ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শাস্তি নেমে আসে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত ও রিসালাতের ফল স্বরূপ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি অবতীর্ণ হয়। যারা ঈমান গ্রহণ করেন তাঁরা নিরাপত্তা লাভ করেন এবং যারা কুফর অবলম্বন করে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ "অর্থাৎ, আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি" (২১ ঃ ১০৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, انما انا رحمة مهداة (আমি শান্তি ও সু-পথ বৈ কিছু নই)। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত আয়াত অর্থাৎ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে সে দুনিয়া ও আখিরাতে রহমতের অধিকারী হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, সে ব্যক্তি পূর্ব যুগের উম্মতের উপর পতিত হওয়া যে কোন একটি শাস্তির যোগ্য এ দুনিয়াতেই হয়ে যায়। আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ-

"অর্থাৎ-তুমি কি ওদের প্রতি লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে" (১৪ ঃ ২৮)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত نعمة অর্থ মুহাম্মদ (সা) এবং وَالَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا এর অর্থ কুরায়শের কাফিররা। অর্থাৎ যারাই তাঁকে অবিশ্বাস করবে, যে কোন যুগেই হোক না কেন, তারাই এ আয়াতের আওতায় পড়বে। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ "অর্থাৎ-অন্যান্য দলের যারাই একে অস্বীকার করে আগুনই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান (১১ ঃ ১৭)।

আবূ নু'আয়ম লিখেছেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর গুণবাচক নাম দ্বারা নাম রেখেছেন, যেমন তিনি বলেছেন ঃ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا "সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" (১৭ ঃ ৩)।

তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম দ্বারা নাম রেখেছেন যেমন ঃ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ "মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১২৮)।

আল্লাহ্ অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের নাম ধরে আহ্বান করেছেন, যেমন- হে নূহ্ (يَانُوْحُ), হে ইবরাহীম (يَا اِبْرَاهِيْمُ), হে মূসা (يَا مُوْسٰى), হে দাঊদ (يَا دَاوُدُ), হে ইয়াহ্ইয়া (يَا يَحْيٰى), হে ঈসা (يَا عِيْسٰى), হে মারইয়াম (يَا مَرْيَمُ), পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা)-কে আহ্বান করেছেন এভাবে যে, হে রাসূল (يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ), হে নবী (يَاَيُّهَا النَّبِيُّ), হে কমলিওয়ালা (يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ), হে চাদর আবৃত (يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)। এগুলি নিঃসন্দেহে সম্মানসূচক উপাধি।

মুশরিকগণ অন্যান্য নবীদেরকে পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি কটুক্তি করলে তাঁর উত্তর নবীগণ নিজেদের পক্ষ থেকেই দিতেন যেমন- নূহ (আ) বলেছেন ঃ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ "হে আমার সম্প্রদায়, আমি নির্বোধ নই, বরং আমি সমগ্র জগতের প্রতিপালকের রাসূল" (৭ আ'রাফ ঃ ৬৭)।

হযরত হুদ (আ)ও তাঁর সম্প্রদায়কে ঠিক অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। ফির'আউন যখন মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يَا مُوْسٰى مَسْحُوْرًا "হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত"। তার উত্তরে মূসা (আ) বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰۤؤُلَاۤءِ اِلاَّ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۤئِرَ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ـ

"তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন- প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। হে ফির'আউন! আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার ধ্বংস আসন্ন" (১৭ ইসরা ঃ ১০১, ১০২)।

পক্ষান্তরে এ সব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় আল্লাহ্ নিজেই তাঁর নবীর পক্ষ হয়ে মুশরিকদের উত্তর দিয়েছেন। যেমন বলেছেন ঃ

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"ওরা বলে, ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো নিশ্চয় উম্মাদ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করছ না কেন"? (১৫ হিজর ঃ ৬-৭)।

পরবর্তী আয়াতে বলেছেন ঃ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ

"আমি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত; ফেরেশতারা উপস্থিত হলে ওরা আর তখন অবকাশ পাবে না" (১৫ হিজর ঃ ৮)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"তারা বলে, এগুলি তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। বল, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২৫ ফুরকান ঃ ৫)।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ـ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ـ

"ওরা কি বলতে চায়, সে একজন কবি ? আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি। বল্ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি" (৬২ তূর ঃ ৩০-৩১)।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ ـ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

"এটা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা কোন গণকের কথাও নয়; তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এটা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ" (৬৯ হাক্কা ঃ ৪১,৪৩)।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنَ ـ

"কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দেবে এবং বলে, এতো এক পাগল! (৬৮ কলম ঃ ৫১)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ "এতো বিশ্ব জগতের জন্যে উপদেশ মাত্র" (৬৮ কলম ঃ ৫২)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ـ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ـ

"নূন-শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ কলম ঃ ১-৪)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُبِيْنٌ ـ

"আমি তো জানিই, তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। ওরা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু এ কুরআনের ভাষা তো স্পষ্ট আরবী ভাষা (১৫ নাহল ঃ ১০৩)।

হযরত হূদ (আ) এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

এ প্রসঙ্গে আবূ নু'আয়ম বলেছেন, আল্লাহ্ হযরত হূদ (আ)-এর জাতিকে উষ্ণ বায়ু দ্বারা ধ্বংস করেন, যা ছিল আল্লাহ্র ক্রোধের ফলশ্রুতি। পক্ষান্তরে খন্দক যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা" (৩৩ আহযাব ঃ ৯)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর এক বর্ণনায় বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময় দক্ষিণের বায়ু উত্তরে গিয়ে বলে, চল আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করি। জবাবে উত্তরের বায়ু দক্ষিণের বায়ুকে জানাল, রাত্রিকালে উষ্ণতা দেখা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি পূবালী হাওয়া প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا-

"তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি পূবোলী শীতল বায়ু দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আদ জাতিকে বিপরীতমুখী হাওয়া দ্বারা নির্মূল করা হয়।

হযরত সালিহ্ (আ)-এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

আবূ নু'আয়ম বলেন, যদি বলা হয় যে, আল্লাহ্ হযরত সালিহ্ (আ)-কে আশ্বর্য রকম মু'জিযা দান করেছিলেন-পাথরের মধ্য থেকে উটনী বের করেন; এবং ঐ উটনীর জন্য ও তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি পান করার দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তবে এর উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এরূপ বরং তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক মু'জিযা দান করেছেন। কেননা সালিহ্ (আ)-এর উটনীর বাক্‌শক্তি ছিল না, সে তাঁর সাথে কোন কথা বলেনি এবং তার নবুওতের পক্ষে কোন সাক্ষ্য দেয়নি। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে উট কথা বলেছে, নবুওতের সাক্ষী দিয়েছে এবং অভিযোগ করেছে যে, তার মালিক তাকে আহার্য দেয় না এবং তাকে যবেহ করতে ইচ্ছুক। এ হাদীস সহীহ্। হাসান ও মুসনাদ গ্রন্থে আছে এবং দালাইলুন নবুওয়াত অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি। ঐ সাথে হরিণ ও গুই সাপ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্র নবুওতের সাক্ষ্যদানের হাদীস এবং পাথর, বৃক্ষ ও প্রান্তরের সালাম দেওয়ার হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তিনি নবুওয়ত প্রাপ্তও হননি।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

শায়খ আবুল মা'আলী বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রে অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম লগ্নে পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়েছিল। আর তা হয়েছিল নবী হবার চল্লিশ বছর পূর্বে। দ্বিতীয়ত ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয় যখন তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন। পক্ষান্তরে আমাদের নবীর কারণে পারস্যের অগ্নি নির্বাপিত হয় কয়েক মাসের দূরত্বের ব্যবধানে থেকে। রাসূল করীম (সা) এর জন্ম ইতিহাসের আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তারপর শায়খ আবুল মা'আলী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেন, এ উম্মতের কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের একজনের নাম আবূ মুসলিম খাওলানী। ঘটনা মোটামুটি এরূপঃ আসওদ ইব্‌ন কায়েস আল-আনাসী আবূ মুসলিম খাওলানীকে ইয়ামেনে ডেকে পাঠায়। আসওদ জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল? খাওলানী বললেন, হাঁ। পুনরায় সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল? খাওলানী বললেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। পুনরায় সে জিজ্ঞেস

করলে তিনি একই উত্তর দিলেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। অবশেষে সে এক বিরাট প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আবূ মুসলিমকে নিক্ষেপ করল; কিন্তু আগুন তাঁর কোনই ক্ষতি করল না। আসওদ আনাসীকে পরামর্শ দেয়া হল যে, আপনি যদি একে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তভাবে থাকতে দেন তবে সে আপনার বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। সুতরাং তাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। তিনি মদীনায় এসে হাজির হলেন। তখন মহানবী (সা)-এর ইনতিকাল হয়ে গেছে এবং হযরত আবূ বকর (রা) খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত। আবূ মুসলিম মসজিদের একটি খুটির নিকট সালাত আদায় করেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে এসেছ তুমি? তিনি বললেন, ইয়ামেন থেকে। হযরত উমর বললেন, আমাদের যে সাথীটিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিন্তু তার কোনই ক্ষতি হয়নি, তার সাথে আল্লাহ্ পরে কেমন ব্যবহার করেছেন? লোকটি বললো, সে তো আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয়্যূব। হযরত উমর বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি-ই কি সেই লোক নও? তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমিই সেই ব্যক্তি। তারপর উমর লোকটির কপালে চুমু খেয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে নিয়ে বসালেন এবং বললেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি আমাকে আমার মৃত্যুর পূর্বেই উম্মতে মুহাম্মদীর এমন এক লোককে দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন, যার সাথে তিনি ঐরূপ আচরণ করেছেন, যেরূপ আচরণ করেছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র সাথে।

এই ঘটনাকে ইব্ন আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রে শুরাবীল ইব্ন মুসলিম আল-খাওলানী থেকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন ঃ আসওদ ইব্ন কায়স ইব্ন যুল-হিমার আল-আনাসী নিজ দেশ ইয়ামেনে নবুওতের দাবি করে। সে আবূ মুসলিম খাওলানীকে নিজের কাছে তলব করে এবং জিজ্ঞেস করে, তুমি কি স্বীকার কর যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আবার জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি স্বীকার কর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, হাঁ। এভাবে বারবার তাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। এবং তিনিও একই জবাব দেন। অতঃপর তার নির্দেশে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করা হল, কিন্তু আগুন তাঁর কোনই ক্ষতি করেনি। লোকজন আসওদকে পরামর্শ দিল যে, একে এখান থেকে দূর করে দিন, অন্যথায় আপনার অনুসারীদেরকে সে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। সাথে সাথেই তাঁকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি মদীনায় চলে এলেন। কিন্তু এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং হযরত আবূ বকর খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। আবূ মুসলিম মসজিদের দ্বারে বাহন রেখে ভিতরে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। হযরত উমর তাঁকে দেখে নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশ কোথায়? তিনি বললেন, আমি ইয়ামান দেশের অধিবাসী। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবী, যে লোকটিকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল সে কোথায়, কী করে? তিনি বললেন, সে তো আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয়্যূব। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, সে ব্যক্তি কি তুমি নও। তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাক্ষী, আমিই সে ব্যক্তি। হযরত উমর তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত করে বললেন ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র, যিনি উম্মতে মুহাম্মদীর এমন একজন লোককে না দেখিয়ে আমার মৃত্যু দেননি, যার সাথে তিনি এমন আচরণ করেছেন, যেমন আচরণ করেছিলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র সাথে।

ইসমাঈল ইব্ন আয়্যাশ (ইয়ামেনী) বলেন, আমার নিকট ইয়ামেনের খাওলান গোত্রের বহু লোক এসে থাকে। তারা নিজেদের পরিচয় দেয়ার সময় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বলতো : الخولانيون للعنسيين।অর্থাৎ আমরা আনাসী বনাম খাওলানী—তোমাদের মিথ্যাবাদী বন্ধু আমাদের বন্ধুকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু তার কোনই ক্ষতি করতে পারেনি।

হাফিয ইব্ন আসাকির ভিন্ন এক সূত্রে ইব্ন আবূ ওয়াহ্শিয়া থেকে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করায় তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে কুফরীতে ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সে অস্বীকার করলে তারা তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আগুন তার কেবল একটা আঙ্গুলের অগ্রভাগ ছাড়া আর কিছুই পোড়াতে পারেনি। এই আঙ্গুলের অগ্রভাগে পূর্বে কোন সময় উযূর পানি পৌঁছেনি। তারপর লোকটি হযরত আবূ বকরের নিকট আগমন করে। আবূ বকর তাঁর নিকট নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানায়। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আপনিই বরং এর অধিক যোগ্য। হযরত আবূ বকর বললেন, তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; কিন্তু আগুন তোমাকে পোড়াতে পারেনি। তারপর ঐ ব্যক্তি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঐ ব্যক্তিটি সিরিয়া অভিমুখে চলে যান। লোকে তাঁকে ইব্রাহীম (আ) বলে সম্বোধন করত। লোকটি অন্য কেউ নয়, ইনিই আবূ মুসলিম আল-খাওলানী। বলা বাহুল্য এ মর্যাদা তিনি লাভ করেছেন শরীআতে মুহাম্মাদী অনুসরণের কারণে। যেমন শাফা'আতের হাদীসে আছে : উযূর স্থান সমূহ দগ্ধ করা আল্লাহ্ আগুনের উপর হারাম করে দিয়েছেন :

حرم الله على النار ان تاكل مواضع السجود.

আবূ মুসলিম পশ্চিম দামিশকে 'দারিয়া' নামক স্থানে বসবাস করতে শুরু করেন। ফজরের সালাতে তাঁর আগে কেউই দামিশকের মসজিদে পৌঁছতে পারত না। রোমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে বহু কারামতের তথ্য পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মতে তাঁর কবর দারিয়ায় অবস্থিত এবং যে স্থানে তিনি অবস্থান করতেন সেখানেই। হাফিয ইব্ন কাছীর এর মতে তিনি রোমে ইনতিকাল করেছেন, কারও মতে মু'আবিয়ার আমলে। কারও মতে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার যুগে হিজরী ষাট সনের পর।

আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারীর ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদা তিনি তাঁর উস্তাদ আবূ সুলায়মানের নিকট এই খবর দিতে গেলেন যে, উনুন গরম করা হয়েছে। লোকজন তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় আছে। তিনি এসে দেখলেন যে, উস্তাদ লোকজনের সাথে আলোচনায় লিপ্ত। তিনি সে অবস্থায় খবর শুনালেন। কিন্তু লোকজনের সাথে কথা বলতে থাকায় এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। দ্বিতীয় বার খবর দিলেন। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তৃতীয়বার উস্তাদসহ সেখানে উপবিষ্ট সকলকে খবর জানালেন। ততক্ষণে উস্তাদ তাঁকে বললেন, তুমি যাও এবং উনুনের মধ্যে গিয়ে বস। আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী তখনই গিয়ে প্রজ্জ্বলিত উনুনের মধ্যে বসে পড়েন। কিন্তু আগুন তার উপর শীতল ও শান্তিময় হয়ে যায়। এ ভাবে বহু সময় কেটে গেল। এক পর্যায়ে আবূ সুলায়মান আলোচনা শেষ করে বলে উঠলেন, কারা আছ, চল আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারীর নিকট যাই। কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়ত সে আমার নির্দেশ পালন করার জন্য উনুনের মধ্যে বসে পড়েছে। সুতরাং সকলে গিয়ে তাঁকে সে অবস্থায়ই দেখতে পেলেন। আবূ সুলায়মান তাঁর হাত ধরে তাঁকে বের করে আনলেন।

ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল মিন্‌জানীক নামক এক প্রকার নিক্ষেপন যন্ত্রের সাহায্যে। পক্ষান্তরে মুসায়লামা কায্‌যাবের ঘটনায় হযরত বারা ইব্‌ন মালিকের যে অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা অধিকতর বিস্ময়কর। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসায়লামা কায্‌যাবের বাহিনী দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং প্রাচীরের ফাঁক বন্ধ করে দেয়। তখন বারা ইব্‌ন মালিক লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা আমাকে বর্শার ফলকে উঠিয়ে প্রাচীরের উপর দিয়ে ভিতরে ফেলে দাও। সত্যিই তাই করা হল। তাকে ঐ ভাবে প্রাচীরের ওপারে ফেলে দেয়া হল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেন ও মুসায়লামাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলের আলোচনায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সিদ্দীক (রা) খালিদ ইব্‌ন ওলীদ (রা)-কে মুসায়লামা ও বনূ হানীফার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাদের সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক এক লাখ। আর মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তের হাজার থেকে কিছু বেশি। উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে বেদুইনদের অনেকে ভয়ে পালাতে থাকে। মুহাজির ও আনসারগণ খালিদকে জানালেন-আপনি আমাদেরকে ওদের থেকে পৃথক করুন ও যুদ্ধ করতে দিন! মুজাহির ও আনসারদের সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার। সুতরাং তাঁরা আক্রমণ চালালেন এবং ঘোষণা করতে থাকলেন ঃ হে সূরা বাকারার লোকজন (জালূত বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত)! আজ সকল যাদু ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশেষে মুসায়লামার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং নিকটেই একটি বাগানে আশ্রয় নেয়-ঐ বাগানের নাম রাখা হয় মৃত্যুর বাগান (حديقة الموت)। বাগানের দূর্গের চারিপাশে মুসলমানগণ অবরোধ রচনা করে রাখেন। তারপর উল্লেখিত উপায়ে বারা ইব্‌ন মালিক (আনাস ইব্‌ন মালিকের বড় ভাই) বর্শার উপর উঠে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং দ্রুত আক্রমণ করে একাই দুর্গ জয় করেন। তারপর তারা মুসায়লামার প্রাসাদের দিকে যান, নিকটে যে প্রাসাদের বাইরে দেয়ালের কাছে দাড়িয়ে ছিল তখন তাকে একটা ধূসর বর্ণের উটের ন্যায়। হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হারব বর্শা হাতে নিয়ে মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হয়। আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন হারশা আল আনসারীও সে দিকে ছুটে যান। ওয়াহ্‌শী প্রথমে বর্শা নিক্ষেপ করে, যা মুসায়লামার দেহ ভেদ করে চলে যায়। তারপর আবূ দুজানা গিয়ে তলোয়ার দ্বারা তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ সময় জনৈক দাসী প্রাসাদের ছাদে উঠে চিৎকার দিয়ে বলে, হায় আমাদের আমীর! তাঁকে একজন কৃষ্ণকায় গোলাম হত্যা করেছে। কথিত আছে মৃত্যুকালে মুসায়লামার বয়স হয়েছিল একশ' চল্লিশ বছর।

হাফিয আবূ নু'আয়ম বলেছেন ঃ যদি বলা হয় আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল (বন্ধু) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা তাঁর জন্য বিশেষ মর্যাদা। তার উত্তরে বলা যাবে, আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কেও খলীল ও হাবীব রূপে গ্রহণ করেছেন। আর হাবীব (প্রিয় বন্ধু) খলীল এর চেয়ে অধিক প্রিয় অর্থ বুঝায়। ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমি যদি কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বকরকেই করতাম, কিন্তু জেনে রেখ, তোমাদের সাথী (অর্থাৎ আমি) আল্লাহ্র খলীল ঃ

لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا - ولكن صاحبكم خليل الله -এ হাদীস ইমাম মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনায়

আছে, আমি যদি কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বকরকেই খলীল বানাতাম। কিন্তু সে তো আমার ভাই, আমার সাথী। জেনে রেখ, তোমাদের সাথীকে আল্লাহ্ই খলীল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

মুসলিম জুনদুব সূত্রেও এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম আবূ সাঈদ থেকে এবং বুখারী এককভাবে ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন যুবায়র থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। ফাযাইলে সিদ্দীকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে আমরা তাকে আনাস, বারা', জাবির, কা'ব ইব্ন মালিক, আবুল হুসায়ন ইব্ন ইয়া'লা, আবূ হুরায়রা, আবূ ওয়াকিদ লাইছী ও আইশা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি।

আবূ নু'আয়ম উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন যাহ্র সূত্রে ..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। কা'ব বলেন, আমি শুনেছি, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই তার উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে খলীল ছিল। আর আমার খলীল আবূ বকর। আর আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গীকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসের সনদ যঈফ।

মুহাম্মদ ইব্ন আজলান সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীরই খলীল থাকে। আমার খলীল আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা। আর তোমাদের সঙ্গীর খলীল স্বয়ং রহমান। এ সনদ গরীব। আবদুল ওহ্হাব ইব্ন যাহ্হাক সূত্রে .... আমর ইব্ন আস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমাকে খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমার ও ইবরাহীম (আ)-এর আসন জান্নাতের মধ্যে সামনা সামনি থাকবে। আর আব্বাস আমাদের দুই খলীলের মাঝে অবস্থান করবেন। এ হাদীসটিও গরীব, সনদ সমালোচিত। ইমাম মুসলিম আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা সূত্রে ..... হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর ইনতিকালের পাঁচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহ্র নিকট এ ব্যাপারে নিজের সাফাই পেশ করব এই বলে যে, তোমাদের কাউকে আমি খলীল বানাইনি। কেননা আল্লাহ্-ই-আমাকে তাঁর খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-কে তিনি খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যদি একান্তই আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে খলীল বানাতাম তাহলে আবূ বকরকেই বানাতাম। সাবধান থেকো, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল, সাবধান, তোমরা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি এ কাজ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।

তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক হুসায়নকে খলীলরূপে গ্রহণ করার বর্ণনাতে আবূ নু'আয়ম কোন সনদ পেশ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খলীল (অন্তরঙ্গ) ও হাবীব (প্রিয়তম) নামে অভিহিত করা সম্পর্কে হিশাম ইব্ন আম্মার তাঁর 'মাব'আছ' নামক কিতাবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হামযা সূত্রে উরওয়া ইব্ন রুওয়ায়েম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। আমাকে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নিয়েছেন এবং আমার সম্মুখে সবকিছু প্রকাশ করেছেন। দুনিয়ায় আমরা শেষে আগমন করেছি; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা অগ্রে থাকব। আমি একটি উক্তি করছি, তার মধ্যে আমার কোন অহংকার নেই। তা হল, ইবরাহীম আল্লাহ্র খলীল, মূসা আল্লাহ্র মনোনীত আর আমি আল্লাহ্র প্রিয়তম ঃ ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله وانا حبيب الله। কিয়ামতের দিন আমিই হব বনী-আদমের নেতা; আমার হাতে থাকবে আল্লাহ্র প্রশংসা খচিত ঝাণ্ডা। তিনটি বিষয়ে আল্লাহ্

তোমাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। এক ঃ দুর্ভিক্ষ-মহামারী দ্বারা তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। দুই ঃ শত্রুকে নির্মূল করা তোমাদের জন্যে বৈধ করেছেন। তিন ঃ কোন গোমরাহীর উপর তোমরা সবাই একমত হবেনা।

ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হামিদ খলীল বা অন্তরঙ্গ শব্দের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ খলীল তাঁকে বলা হয়, যে তার রবের ইবাদত করে আগ্রহ ও ভীতিসহ। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ "ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল" (৯ তাওবা ঃ ১১৪)।

কেননা তিনি বহুলভাবে 'আওয়াহ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। পক্ষান্তরে হাবীব বলা হয় তাকে, যে রবের ইবাদত করে দর্শনের মাধ্যমে ও মহব্বতের সাথে। তিনি আরো লিখেন যে, খলীল ঐ ব্যক্তি, যে কারও দানের ও পুরস্কারের অপেক্ষায় থাকে। আর হাবীব সেই ব্যক্তি, যে কারও সাক্ষাতের অপেক্ষায় অধীর থাকে। তিনি আরও বলেন, খলীল ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সাথে সু-সম্পর্ক করা হয় কোন মাধ্যম দ্বারা-যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ-

"এ ভাবেই ইবরাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়" (৬ আন'আম ঃ ৭৫)।

আর হাবীব বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার সাথে কোন মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি সু-সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى "ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম" (৫৩ নাজম ঃ ৯)।

ইবরাহীম খলীল বলছেন ঃ وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ "এবং আমি আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন" (২৬ শু'আরা ঃ ৮২)।

অপর দিকে হাবীব মুহাম্মদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন" (৪৮ ফাতাহ্ ঃ ২)।

অন্যত্র ইবরাহীম খলীল বলেছেন ঃ وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ "এবং আমাকে লাঞ্ছিত করোনা কিয়ামত দিবসে" (২৬ শু'আরা ঃ ৮৭)।

আর আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ক্ষেত্রে বলছেন ঃ يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ "সে দিন আল্লাহ্ নবী ও তার মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করবেন না (৬৬ তাহ্রীম ঃ ৮)।

ইবরাহীম খলীলকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট; এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক! (৩ আলে-ইমরান ঃ ১৭৩)।

পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্ বলছেন : يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ "হে নবী! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৮ আনফাল : ৬৪)।

ইবরাহীম খলীল বলছেন : اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ "আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন" (৩৭ সাফ্‌ফাত : ৯৯)।

আর মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ বলছেন : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, তারপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন" (৯৩ দুহা : ৭)।

ইবরাহীম খলীল বলছেন : وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ "এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখো" (১৪ ইবরাহীম : ৩৫)।

অন্য দিকে আল্লাহ্ তাঁর হাবীবের ক্ষেত্রে বলেছেন :

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۔

"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে" (৩৩ আহ্‌যাব : ৩৩)।

ইবরাহীম খলীল বলেছেন : وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ "এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর" (২৬ শু'আরা : ৮৫)।

আর মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন : اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ "আমি তোমাকে সকল মঙ্গলের অধিক পরিমাণ দান করেছি কিংবা হাওজে কওছার দান করেছি" (১০৮ কাওছার : ১)।

ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ এ জাতীয় বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শরীফে উবায়্য ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামত দিবসে আমি এমন এক স্থানে দন্ডায়মান থাকব যে, আমার দিকে সমস্ত লোক উদগ্রীব থাকবে, এমন কি তাদের পিতা ইবরাহীম খলীলও। এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সা) সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কেননা ঐ সময়ে সমস্ত মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। এ হাদীস থেকে আরও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্থান। কেননা, ইবরাহীম (আ) এর চাইতে অধিক সম্মানের কেউ যদি হতেন, তবে রাসূল (সা) তাঁর নামই উল্লেখ করতেন।

আবূ নু'আয়ম বলেছেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইবরাহীম (আ)-কে নমরূদের হাত থেকে তিন প্রকার পর্দা দ্বারা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা হলে এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর বিরোধীদের কবল থেকে পাঁচ প্রকার পর্দা দ্বারা নিরাপত্তা দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ۔

"আমি ওদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং ওদেরকে আবৃত করে রেখেছি ফলে ওরা দেখতে পায় না" (৩৬ ইয়াসীন : ৯)।

এ আয়াতে তিনটি পর্দার উল্লেখ আছে। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ـ

"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই" (১৭ ইসরা ঃ ৪৫)।

অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ ঃ
"আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, ফলে ওরা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে" (৩৬ ইয়াসীন ঃ ৮)।

এই সর্ব মোট পাঁচটি পর্দা রাসূলের জন্যে রাখা হয়েছে। ফকীহ্ আবূ মুহাম্মাদও এ পাঁচটি পর্দার কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়ের মধ্যে কে কার থেকে গ্রহণ করেছে তা আমি বলতে পারিনা। অন্য দিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে যে তিনটি পর্দার কথা বলেছেন, সেগুলো কি কি তা আমার জানা নেই। তিনটি পর্দার কথা কিভাবে বলা হল, সে এক প্রশ্ন বটে। আমরা জানি তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ তাঁকে তা থেকে রক্ষা করেছেন এই যা। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে পর্দার কথা বলা হয়েছে তার সবগুলিই অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয়। অর্থাৎ বিরোধীরা সত্য পথ থেকে দূরে সরে রয়েছে। সত্য তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাদের অন্তরে স্থান পায় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ـ

"ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল" (৪১ হা-মীম, আসসাজদা/ ফুসসিলাত ঃ ৫)।

এ বিষয়ে আমরা তাফসীরে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। সীরাত ও তাফসীর গ্রন্থে আমি আবূ লাহ্বের স্ত্রী উম্মে জামীলের কথা উল্লেখ করেছি যে, তার ও তার স্বামীর নিন্দা, ধ্বংস ও জাহান্নামে যাওয়ার সংবাদ সহ সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন সে একটি বড় পাথর হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মস্তকে আঘাত করার জন্যে অগ্রসর হয়। তখন সে হযরত আবূ বকরের নিকট এসে থেমে যায়। হযরত আবূ বকর তখন নবী করীম (সা)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু রাসূল করীম (সা)-কে সে দেখতে পায়নি। হযরত আবূ বকরকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গী কোথায়? হযরত আবূ বকর বললেন, তাকে কী প্রয়োজন? উম্মে জামীল বললো, সে আমার নিন্দা করেছে। হযরত আবূ বকর বললেন, কি সে নিন্দা-মন্দ করেছেন? সে বললো, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি তাকে দেখি তবে এ পাথর দ্বারা তার মাথা চূর্ণ করে দেব। তারপর সে নিম্নের বাক্যটি বলতে বলতে প্রত্যাবর্তন করল ঃ

مذمما اتينا * ودينه قلينا

"আমরা তার বদনাম রটাব এবং তার দীনকে ঘৃণা করব"।

—৫১

একবার রাসূল করীম (সা) সালাতে সিজদায় রত ছিলেন। এমন সময় আবূ জাহল সে দিকে অগ্রসর হল। উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের মস্তক মুবারক তার অপবিত্র পা দিয়ে মাড়াবে। কিন্তু হঠাৎ সে তার সম্মুখে এক ভয়াবহ অগ্নি গহবর দেখতে পেল এবং গহবরের পরেই ফেরেশতার পাখা দেখতে পেল। তা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে আত্মরক্ষা মূলকভাবে হস্তদ্বয় সম্মুখে রেখে উলটোভাবে ফিরে এলো। কুরায়শগণ জিজ্ঞেস করল, নিপাত যাও, কী হয়েছে তোমার? তখন যা সে দেখেছিল তা বর্ণনা করল। নবী করীম (সা) বললেন, সে যদি আরও অগ্রসর হত তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। যে রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করছিলেন সে রাত্রে কুরায়শরা তাঁর বের হবার সকল পথ বন্ধ করে তাঁর বাড়িকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্যে লোক নিযুক্ত করে। বলে দেয়া হল, যখনই মুহাম্মদ (সা) বেরোবার চেষ্টা করবেন তখনই তাকে হত্যা করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শয়ন করার নির্দেশ দিয়ে বের হয়ে আসেন। শত্রুরা তখনও বাড়ির চারিপাশে বসা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুষ্টি ধুলি হাতে নিয়ে شَاهَتِ الْوُجُوْهُ বলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করেন, যা প্রত্যেক কাফিরের মাথায় গিয়ে পড়ে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আর তারা দেখতে পেলনা। এরপর আসে গারে-ছওর এর ঘটনা। মাকড়শা গর্তের মুখে জাল বুনে দেয়। আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওদের কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায় তবে তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমরা দু'জন নই। তৃতীয়জন আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। জনৈক কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

نَسِيجُ داؤد ما حَمَى صَاحِبَ الْغَارِ * وكَانَ الْفَخَارُ لِلْعَنْكَبُوْتِ

দাউদ নির্মিত বর্ম গুহাবাসীকে রক্ষা করেনি, বরং তাদের কৃতিত্ব মাকড়শারই প্রাপ্য।

মদীনার পথে যাওয়ার প্রাক্কালে সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুনদুম রাসূলের পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু অশ্বের পা মাটির মধ্যে দেবে যায়। সে তাঁর নিকট থেকে নিরাপত্তার ওয়াদা নেয় যেমনটি হিজরতের ঘটনায় আমরা বিস্তারিত বলে এসেছি।

ইব্‌ন হামিদ উল্লেখ করেছেন, ইবরাহীম (আ)-কে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করার জন্যে আপন পুত্রকে যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে যমীনের উপর শায়িত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমরা দেখি যে, উহুদসহ অন্যান্য যুদ্ধে নিজেকেই তিনি হত্যার মুখোমুখি পেশ করে দেন। ফলে কাফিররা যা করার তাই করেছে- তার মাথায় আঘাত হেনেছে, নীচের পাটির ডান দিকের সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছে, যেমনটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আল্লাহ্ সে আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দেন। এর মুকাবিলায় আবূ হামিদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপ করা হয়েছে। খায়বর দিবসে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বিষ তাঁর পেটে শীতল ও শান্তিময় হয়ে যায়। অথচ বিশর ইব্‌ন বারা ঐ বিষযুক্ত খাদ্য খেয়ে ইনতিকাল করেন। সেই বিষযুক্ত বকরীর রান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভক্ষণ করতে দেয়া হয়। তিনি ঐ রানের গোশত একগ্রাস গ্রহণ করেন। বস্তুত রানের মধ্যে বিষ ছিল বেশি। কারণ তারা জানত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রান খেতে ভালবাসেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিষের ক্রিয়া খতম হয়ে যায়। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত

সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকেন। তবে মৃত্যুকালে তিনি কিছুটা বিষ যন্ত্রণা উপলব্ধি করেন। যা ঐ বিষাক্ত খাদ্যেরই পরিণতি ছিল। সিরিয়া বিজয়ী খালিদ ইব্ন ওলীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর কাছে বিষ আনা হয় এবং শত্রুদের সম্মুখে তিনি তা পান করেন যাতে তারা ভীত হয়। এ বিষে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি।

আবূ নু'আয়ম বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে নমরূদ নবুওয়াতের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল এবং সে বিতর্কে তিনি নমরূদকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর একটা বড় বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ. "অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল" (২ বাকারা ঃ ২৫৮)।

এর উত্তরে বলা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উবায়্য ইব্ন খালাফ উপস্থিত হয়। সে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতো না। হাড্ডি পঁচেগলে যাবার পর কি করে তা জীবিত করা যায় এ ছিল তার প্রশ্ন ঃ "مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ "অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করাবে কে, যখন তা পচে গলে যাবে"? (৩৬ ইয়াসীন ঃ ৭৮)।

উত্তরে আল্লাহ্ অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলেন ঃ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ "বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত" (৩৬ ইয়াসীন ঃ ৭৯)।

এ জবাব শুনে প্রশ্নকারী নবুওতের প্রমাণ পেয়ে নির্বাক হয়ে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ উত্তর প্রমাণ পেশের জন্যে অধিকতর অকাট্য। কেননা এখানে পুনরুত্থানকে প্রমাণ করার জন্যে প্রথম সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করান হয়েছে। সুতরাং পূর্বে ছিলনা এমন বস্তুকে যে সত্তা অস্তিত্ব দান করতে পারেন, তিনি অবশ্যই তাকে পুনরায় অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। আল্লাহ্ বলেনঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ -

"যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা সর্বজ্ঞ" (৩৬ ইয়াসীন ঃ ৮১)।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى "মৃতকে জীবিত করতে তিনি সক্ষম" (৪৬ আহকাফ ঃ ৩৩)।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ "তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, এরপর তিনি তা সৃষ্টি করবেন পুনর্বার। এটা তাঁর জন্যে অতি সহজ" (৩০ রূম ঃ ২৭)।

ইহকালীন জীবন ও পারলৌকিক জীবন-তথা সৃষ্টি ও পুনরুত্থান অধিকাংশের মতে যুক্তি সাপেক্ষ বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়। ইবরাহীম (আ)-এর সাথে যে লোক বিতর্ক করেছিল, সে ছিল কাফির ও বিদ্বেষমূলকভাবে সত্যকে অস্বীকারকারী। অন্যথায় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব একটি স্বভাবজাত স্বীকৃত বিষয়। প্রত্যেকেই এটা স্বীকার করতে বাধ্য। তবে হাঁ, যার স্বভাবজাত ও জন্মগত ধারণা লোপ পেয়েছে তার কথা ভিন্ন, তার নিকট এটা যুক্তিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

কোন কোন দার্শনিক স্রষ্টার অস্তিত্বকে যুক্তিসাপেক্ষ মনে করেন, অপরিহার্য গণ্য করেন না। যা হোক, নমরূদের দাবি যে, সেই জীবন দান করে ও মৃত্যু দেয়। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি এটা গ্রহণ করেনা, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনায় এটা অস্বীকার করেছে। সুতরাং ইবরাহীম নমরূদকে তার দাবি প্রমাণের জন্যে বলেন, যদি তোমার দাবি সঠিক হয়ে থাকে তবে তুমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত কর ঃ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ "তখন যে কুফরী মতে ছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না"।

এ ঘটনার মুকাবিলায় আমরা বলতে পারি, এরূপ এক বিদ্রোহী কাফির উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আসে। তিনি নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। ঘটনা ছিল এরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বর্শা তার প্রতি নিক্ষেপ করেন। বর্শা তার কাঁধে স্পর্শ করে যায়। এরই যন্ত্রণায় সে কয়েকবার ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে যায়। দলের লোকজন জিজ্ঞেস করল, রে হতভাগা, কি হয়েছে তোর? সে বললো, আল্লাহ্র কসম, যে যন্ত্রণা আমার হচ্ছে তা যদি যুলমাজাজে উপস্থিত লোককে ভাগ করে দেয়া হত তবে সবাই মারা যেত। তোমরা জান, মুহাম্মদ কি এ কথা বলেনি যে, আমিই তাকে হত্যা করব। আল্লাহ্র কসম, সে যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করত তবুও আমার তাতেই মৃত্যু ঘটত ঃ والله لو بصق على لقتلنى এই অভিশপ্ত কাফির (মক্কায়) একটি ঘোড়া পুষতো এবং একটি বর্শা রাখতো এবং বলত, এই ঘোড়ায় চড়ে আমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করব। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, বরং আমিই তাকে হত্যা করব ইন্শা আল্লাহ্। আর উহুদ যুদ্ধে তাই সত্যে পরিণত হয়। আবূ নু'আয়ম এরপর বলেন, যদি বলা হয় হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ হয়ে মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন, তবে তার উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ৩৬০ টি মূর্তি ভেঙ্গেছেন যেগুলিকে কাফির সর্দারগণ শীসা ও পিতল দ্বারা তৈরী করেছিল। তিনি এক একটি মূর্তির নিকট গিয়ে স্পর্শ না করেই কেবল লাঠি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, আর অমনি তা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। তখন রাসূল (সা) শুধু মুখে বলতেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا "অর্থাৎ-সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবারই জিনিস" (১৭ ইসরা ঃ ৮১)।

তারপর সমস্ত ভগ্ন মূর্তি দূরে নিক্ষেপ করা হয়। এ পদ্ধতি ইবরাহীম (আ)-এর পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর বটে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীসসমূহ সূত্রসহ রাসূলের মক্কা বিজয়ের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

বহু সংখ্যক জীবনীকার লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম লগ্নেও একবার মূর্তি ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল। ভাঙ্গার চেয়ে এটা নিঃসন্দেহে অধিকতর সুদৃঢ় মু'জিযা। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে রাত্রে নবী করীম (সা) জন্ম গ্রহণ করেন ঐ রাত্রে পারস্যের অগ্নি কুন্ডলী নির্বাপিত হয়ে যায়-যে অগ্নি কুন্ডলী যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসছিল এবং পারস্যবাসীরা যার উপাসনা করত। এর এক বছর পূর্ব থেকে আর কোন দিন ইহা নির্বাপিত হয়নি। তা ছাড়া ঐ একই রাত্রে রোমের রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি কার্নিশ ধ্বসে পড়েছিল। এ ঘটনার দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে, অল্প দিনের ব্যবধানে তাদের চৌদ্দজন সম্রাটের পতন হবার সাথে সাথে

তাদের সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটবে। অথচ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে তাদের সম্রাজ্য চলে আসছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা চার প্রকার পাখির জীবিত হওয়া প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবন দানের বর্ণনায় আসবে। উম্মতে মুহাম্মদীর দু'আর বরকতে মৃতকে জীবন দান, শুকনা গাছের ক্রন্দন, পাথর ও বৃক্ষের সালাম দান, শস্য ক্ষেতের সাথে কথাবার্তা ইত্যাদি আলোচনা সেখানে আসবে।

ইবরাহীম (আ) প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

"এভাবে ইবরাহীমকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়" (৬ আন'আম ঃ ৭৫)।

এর মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"পবিত্র ও মহিমান্বিত তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (১৭ ইসরা ঃ ১)।

এ গ্রন্থে মি'রাজের অধ্যায়ে এবং তাফসীর গ্রন্থে এ সংক্রান্ত সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছি যে, মক্কা ও বায়তুল মাকদিসের মাঝে এবং সেখান হতে প্রথম আকাশ পর্যন্ত এবং তারপরে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা এবং জান্নাত ও জাহান্নামে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী রাসূলকে দেখান হয়েছিল। আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (সা) বলেছেন, "আমার সম্মুখে প্রতিটি জিনিস প্রকাশিত হয় এবং আমি তার গূঢ় তত্ত্ব জানতে সক্ষম হই"।

ইব্ন হামিদ বলেছেন, ইয়াকুব (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষায় ফেলেছিলেন; তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)-কে হারিয়ে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন ও আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করেন। এর মুকাবিলায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রসঙ্গে বলেন, রাসূল (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমকে মৃত্যু দানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নেন এবং তিনি এতে ধৈর্য ধারণ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্তি করেছিলেন যে, চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে এবং অন্তর ব্যথিত হয়েছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি যাতে নেই, এমন কোন কথা আমরা বলি না, ওহে ইবরাহীম তোমার জন্যে আমরা দুঃখিত। আমি বলি, ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিন কন্যা ইনতিকাল করেন; তাঁরা হলেন রুকায়্যা, উম্মি কুলছুম ও যয়নাব; উহুদের যুদ্ধে চাচা হামযা শহীদ হন-এ সব ক্ষেত্রে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেন ও পুণ্যের আশা করেন। এরপর ইব্ন হামিদ হযরত ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্যের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য, মাহাত্ম্য, সৌষ্ঠব ও স্বভাব-চরিত্র দানশীলতা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। রাসূলের শামাইলের বর্ণনায় এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। যেমন রুবাই বিন্ত মাসউদ বলেছেন ঃ لو رأيته لرأيت الشمس طالعة "তুমি যদি তাকে দেখতে তাহলে উদীয়মান সূর্যই দেখতে"।

অতঃপর ইব্ন হামিদ ইউসুফ (আ)-এর পরবাসী ও একাকী জীবনের পরীক্ষা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন, আপন জন্মভূমি ও পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা

মূসা (আ)-কে প্রদত্ত বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শন নয়টি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ "আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি" (১৭ ইসরা ঃ ১০১)।

তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা ও আলিমদের এ সংক্রান্ত পার্থক্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। জমহুরের মতে নিদর্শনগুলো এই ঃ লাঠি জীবন্ত চলমান আজদাহায় পরিণত হওয়া, হাত—যখন তিনি নিজের হাত বগলে ঢুকিয়ে বের করতেন তখন তা চাঁদের মত উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে যেত, ফিরাউন ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ-তারা যখন মূসা (আ) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে তখন তিনি বদ-দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর শাস্তিমূলকভাবে বন্যা, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রেরণ করেন, এ সবই ছিল তার নুবুওতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারাও আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেন। তা ছিল তিন প্রকারঃ ১. ফসলহানি, ২. বৃক্ষের ফল বিনষ্ট হওয়া বা ফল না হওয়া, ৩. আকস্মিক মৃত্যু। ভিন্ন মতে বন্যা, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে বনী ইসরাঈলের পার হয়ে যাওয়া এবং ফিরআউনের দলবলের নিমজ্জিত হওয়া, তীহ্ প্রান্তরে বনী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত হওয়া এবং সেখানে মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানির জন্যে আল্লাহ্র নিকট মূসা (আ)-এর পানি প্রার্থনা। ফলে আল্লাহ্ একটি পাথর থেকে তাদের পানির ব্যবস্থা করে দেন। পাথরটি তারা পশুর পিঠের উপর রেখে বহন করাত। পাথরটি ছিল চারটি মুখ। মূসা (আ) যখন আপন লাঠি দ্বারা পাথরটিকে আঘাত করতেন তখন প্রতিটি মুখ থেকে পৃথক পৃথক তিনটি করে পানির ধারা বের হত। বনী ইসরাঈলের বারটি উপগোত্রের প্রত্যেকে এক একটি ধারার পানি গ্রহণ করত। পুনরায় আঘাত করলে পানি বন্ধ হয়ে যেত। এগুলো ব্যতীত আরও অনেক মু'জিযা মূসা (আ)-এর আছে, যার বিশদ বর্ণনা তাফসীরে ও এই কিতাবের 'কাসাসুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন,যারা বাছুর পূজা করেছিল, তাদের সবাইকে আল্লাহ্ মৃত্যু দান করেছিলেন এবং পুনরায় জীবিত করেছিলেন। গাভীর ঘটনাটিও আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

মূসা (আ)-এর লাঠি ও তার জীবন লাভ প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন যামালকানী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্কর তাসবীহ্ পাঠ করেছিল। হযরত আবূ যার (রা) থেকে এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। দালাইলুন নুবুওত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেউ কেউ বলেছেন ঐ কঙ্করগুলো হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে পরে হযরত উমরের হাতে এবং তারপরে হযরত উছমানের হাতেও তাসবীহ্ পাঠ করেছে, যেভাবে করেছিল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে। আর রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ ইহা নুবুওতের প্রতিনিধি (هذه خلافة النبوة)। হাফিয এক সনদে আবূ বকর ইব্ন হুবায়শের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, আবূ মুসলিম খাওলানীর একটা

তাসবীহ্ ছড়া ছিল। তিনি এর দ্বারা নিয়মিত তাসবীহ্ পাঠ করতেন। এক রাতে খাওলানী তাসবীহ্ হাতে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর অজান্তে তাসবীহ্ তাঁর হাতের মধ্যে ঘুরতে থাকে। হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি শুনতে পেলেন-তাসবীহ্ থেকে নিম্নোক্ত দু'আ পঠিত হচ্ছে ঃ سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات "আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে তরু-লতা উৎপাদনকারী, হে চিরঞ্জীব!"। তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন, হে উম্মি মুসলিম! শ্রীঘ্র এস, দেখ কী অবাক কান্ড! উম্মি মুসলিম এসে দেখতে পেলেন, তাসবীহ্‌টি হাতের মধ্যে ঘুরছে এবং তাসবীহ্ পাঠ করছে। কিন্তু মহিলা সেখানে বসতেই তাসবীহ্ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এ ঘটনার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট বুখারীর এক রিওয়ায়াত। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ বলেন, আহার্য খাদ্যদ্রব্যের তাহবীহ্ পাঠ করা আমরা শ্রবণ করেছি ঃ كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل। আমাদের শায়খ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাথরও সালাম করেছে। ইমাম মুসলিম হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি সেই পাথরটিকে চিনি, যে পাথরটি নুবুওত প্রাপ্তির পূর্বে মক্কায় আমাকে সালাম করত, এখনও তার কথা আমার মনে পড়ে ঃ

انى لاعرف جحرا كان يسلم على بمكة قبل ان ابعث انى لاعرفه الان কেউ কেউ বলেছেন, ঐ পাথরটি হল হাজারে আসওদ। ইমাম তিরমিযী ..... হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মক্কার কোন এক এলাকায় আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখনই তিনি কোন বৃক্ষ বা পাহাড়ের সম্মুখীন হতেন তখনই তারা তাঁকে সালাম জানাত, বলত السلام عليك يا رسول الله। তিরমিযী এ হাদীসটিকে গরীব বলে অভিহিত করেছেন। আবূ নু'আয়ম দালাইল গ্রন্থে ..... হযরত আলীর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। যখনই তিনি কোন পাথর, বৃক্ষ, প্রান্তর কিংবা অন্য কোন জিনিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন তখনই তারা বলে উঠত السلام عليك يا رسول الله।

আমাদের শায়খ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে একটি বৃক্ষ তাঁর নিকট চলে এসেছিল। তাছাড়া ঐ দু'টি বৃক্ষের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যে দু'টি বৃক্ষ পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (সা) তাদের আড়ালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। পরে বৃক্ষ দু'টি যথা স্থানে ফিরে যায়। এ উভয় হাদীসই সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত। তবে এ ঘটনার দ্বারা বৃক্ষের জীবন লাভ করা বুঝায় না। কারণ, হতে পারে বৃক্ষের কাণ্ডমূলে চালিকা শক্তি দান করা হয়েছিল তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নোক্ত উক্তি انتقادا على باذن الله। "আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আমার অনুগত হও" দ্বারা বৃক্ষের সাথে সম্বোধনপূর্বক কথা বলা এবং নির্দেশমত বৃক্ষদ্বয়ের অনুগত হওয়ার দ্বারা বুঝা যায় যে, বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে চেতনা শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। একবার তিনি একটি ফলদার খর্জুর বৃক্ষের এক কাধা খেজুরকে নীচে নেমে আসার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা মাটি চিরে বেরিয়ে নবী (সা)-এর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? উত্তরে কাঁধটি তিন বার সাক্ষ্য প্রদান করে স্বস্থানে চলে যায়। এ ঘটনা পূর্বের ঘটনা অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য হাদীসটি অধিক গরীব পর্যায়ের।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল তা আমি কিভাবে বুঝব? তিনি বললেন, এই খেজুর গাছের কাধিকে যদি আমি ডাকি আর সে যদি আমার কাছে চলে আসে তবে কি তুমি স্বীকার করবে যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? সে বলল, হাঁ। অতঃপর রাসূল (সা) বৃক্ষোপরি খেজুর কাধিকে ডাকলেন। খেজুর কাঁদি নীচে অবতরণ করল এবং মাটি চিরে নবী (সা)-এর নিকট এসে দাঁড়াল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে যথা স্থানে ফিরে গেল। তখন বেদুইন বলল, اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সে ঈমান গ্রহণ করল। বায়হাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদও এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারীও তাঁর তারীখে কাবীরে এটা বর্ণনা করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, জনৈক বেদুইন রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করেছে। ঐ বেদুইন ছিল বনূ আমিরের লোক। কিন্তু বায়হাকী এ হাদিসটিই আ'মাশ সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে কিছুটা ভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনার সাথী-সঙ্গীরা এ কী কথা বলছে? তারা বলছে যে, রাসূল (সা) বৃক্ষ ও খেজুর কাদিকে স্থানচ্যুত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি কোন নিদর্শন দেখতে চাও? সে বলল, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুর গাছের একটি ডালকে লক্ষ্য করে আহবান করলেন। ডালটি ছুটে এসে মাটি ফেড়ে রাসূল (সা)-এর সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং ডালের মাথা একবার সিজ্‌দা করতে ও একবার মাথা উঁচু করতে থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে ডাল তার আপন স্থানে চলে যায়। এরপর আমির গোত্রের লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আমির ইব্‌ন সা'সা' বলে থাকে, আমরা তার কোন কথাই মিথ্যা বলবোনা। সব সময়ই এ চর্চা সে করতে থাকে।

হযরত ইব্‌ন উমর থেকে হাকিমের বর্ণনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক লোককে ইসলাম গ্রহণের দিকে আহ্বান জানান। লোকটি বললো, আপনার দাবির পক্ষে কি কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আছে-এই বৃক্ষ। বৃক্ষটি ছিল উপতক্যার কিনারায়। তিনি তাকে আসার জন্যে আহবান করলেন। সাথে সাথেই বৃক্ষটি মাটি ফেড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়। তিনি বৃক্ষের নিকট রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বললেন। হুকুম অনুযায়ী বৃক্ষটি তিনবার সাক্ষ্য দিল এবং আপন স্থানে ফিরে গেল। বেদুইন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ কথা বলে বিদায় নিল যে, আমার গোত্রের লোকেরা যদি আমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে সাথে নিয়ে আপনার কাছে আসব। অন্যথায় আমি একাই চলে আসব এবং আপনার সঙ্গী হয়ে থাকব।

এ ছাড়া খেজুর বৃক্ষের যে কান্ডের উপর ভর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্‌বা দিতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরহে তার ক্রন্দনের ঘটনাও অতি সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর জন্যে যখন মিম্বর নির্মিত হয় এবং খুত্‌বা দানের জন্যে তিনি তাতে আরোহণ করেন তখন ঐ কান্ডটি এমনভাবে কেঁদেছিল, যেমনভাবে উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসবের পর উচ্চস্বরে কেঁদে থাকে। জুম'আর দিনে উপস্থিত সকল লোক সে কান্না শুনতে পেয়েছিল। কান্ডটি কাঁদতেই থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে নেমে এসে কান্ডটিকে জড়িয়ে ধরলে তার ক্রন্দন থেমে যায়। রাসূল (সা) তাকে দুইটির একটি গ্রহণ করার জন্যে বললেন- অর্থাৎ সে চাইলে জীবন্ত বৃক্ষে পরিণত করে দেয়া হবে,

অথবা চাইলে তাকে জান্নাতে স্থাপন করা হবে এবং আল্লাহ্‌র ওলীগণ সেখানে তার ফল আহার করবেন। কাণ্ডটি জান্নাতে সংস্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করল ও নীরব হয়ে থাকল। হাদীটি মাশহূর; বহু সংখ্যক সাহাবী এর বর্ণনাকারী। বহু লোকের সম্মুখে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য কাণ্ডটি ক্রন্দন করার বিষয়টির বর্ণনা মুতাওয়াতির। কেননা সাহাবীদের একটি জা'মাত থেকে তা বর্ণিত এবং তাঁদের থেকে অসংখ্য তাবিঈ তা বর্ণনা করেছেন, আর এ ভাবে অসংখ্য লোকের মাধ্যমে নিম্নের দিকে চলে এসেছে। এত লোক কোন মিথ্যা কথার উপর একমত হতে পারেন না। কিন্তু কাণ্ডটির দু'টি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করার অংশটি মুতাওয়াতির নয়। এমন কি এর সনদও সহীহ্ নয়। আমাদের শায়খ সে মন্তব্যই করেছেন। দালাইল অধ্যায়ে আমি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছি। মুসনাদে আহমদে, সুনানে ইব্‌ন মাজায় এর উল্লেখ আছে। হযরত আনাস থেকে পাঁচটি সূত্রে এ অংশটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এর একটি মাত্র সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন। ইব্‌ন মাজা দ্বিতীয় সূত্রে, আহমদ তৃতীয় সূত্রে বায্‌যার চতুর্থ সূত্রে এবং আবূ নু'আয়ম পঞ্চম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বুখারী শরীফে দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বায্‌যার তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে এবং আহমদ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং এটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী আছে। মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বায় সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদের বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমের শর্তাধীনে এবং মুসনাদে আহমদ ও ইব্‌ন মাজায় হযরত ইব্‌ন আব্বাসের বর্ণিত হাদীসের সনদ মুসলিমের শর্তাধীনে আছে। বুখারী শরীফে এটা হযরত ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে। আহ্‌মদ একে ভিন্ন এক সূত্রে ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দে আবূ সাঈদ থেকে মুসলিমের শর্তে বর্ণিত হয়েছে। ইয়া'লা আল মুসিলী ভিন্ন সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ নু'আয়ম আলী ইব্‌ন আহমদ আল-খাওয়ারিযমী ..... এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি অনেক দীর্ঘ এবং এতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাণ্ডটিকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন, সে আখিরাতকে গ্রহণ করে। তারপর মাটির নীচে অদৃশ্য হয়ে যায়। তার আর কোন চিহ্ন থাকল ন। কিন্তু এ হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে গরীব। আবূ নু'আয়ম হযরত উম্মি সালামা থেকে উৎকৃষ্ট সনদে এ অংশটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া এ সংক্রান্তে আরও বহু হাদীস ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। সেগুলোর সনদ ও শব্দ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি। এখানে আর পুনরোল্লেখের প্রয়োজন নেই। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে হাদীসের এ অংশের সত্যতাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। কাযী ইয়ায তাঁর 'শিফা' গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটি মাশহূর ও মুতাওয়াতির, সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ কিতাবে এটা বর্ণনা করেছেন, দশের অধিক সাহাবা থেকে এটা বর্ণিত হয়েছে যেমন, হযরত উবায়্য ইব্‌ন কা'ব, হযরত আনাস, বুরায়দা, সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর। মুত্তালিব ইব্‌ন আবী ওয়াদা'আ, আবূ সাঈদ ও উম্মি সালামা (রা)। আমাদের শায়খ বলেছেন, এ সব জড় ও উদ্ভিদের কথা বলা ও ক্রন্দন করা হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি আযদাহায় রূপান্তরিত হওয়ার চাইতে কম নয়, বরং তার সম পর্যায়ের। এ প্রসঙ্গে আমরা হযরত ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবন দান মু'জিযার আলোচনার ক্ষেত্রে আরও কিছু আলোকপাত করব। যেমন বায়হাকী হাকিম ..... আমির ইব্‌ন সাওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমর বলেন, আমাকে (ইমাম) শাফিঈ বললেন, আল্লাহ্ কোন

—৫২

নবীকে এমন কোন মু'জিযা দেননি যা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে না দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-কে মৃতকে জীবন দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি বললেন, মসজিদের মিম্বর তৈরী না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুর গাছের যে কান্ডের পাশে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন, মিম্বর তৈরী হলে সেটি ক্রন্দন করেছিল। সে ক্রন্দন সবাই শুনতে পেয়েছিলেন। এটাতো হযরত ঈসার মু'জিযা অপেক্ষা বড়। (ইমাম) শাফিঈ পর্যন্ত এর সনদ। আমি আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্যী (র)-কেও (ইমাম) শাফিঈ থেকে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। অবশ্য শাফিঈ একে মৃতকে জীবন দান অপেক্ষাও বড় বলেছেন। তার কারণ এই যে, গাছের শুষ্ক কাণ্ড জীবন লাভের উপযুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে চেতনা ও বিবেচনা শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ত্যাগ করে মিম্বরে আসন গ্রহণ করায় সে গর্ভবতী উটনীর মত উচ্চ স্বরে কেঁদেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিচে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরায় ও নীরব হতে বলায় সে নীরব হয়।

হাসান বসরী বলেন, শুকনা খেজুরের কাণ্ড যখন নবীর জন্যে কেঁদেছে, তখন মানুষের তাঁর চাইতে অধিক পরিমান কাঁদা উচিত। যে মৃত দেহে রূহ্ ছিল সেই দেহে পুনরায় রূহ্ স্থাপন করা একটি আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই; কিন্তু যে দেহে পূর্বে জীবন ছিল না এবং তা জীবন লাভের যোগ্যও নয়, সেই দেহে জীবনের সঞ্চার অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পতাকা ছিল। অভিযানকালে তা সাথে রাখা হতো। এর ফলে সম্মুখে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত শত্রুদের অন্তরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর একটি বল্লম ছিল। সফরকালে তা অগ্রভাগে নিয়ে চলা হত। শূন্য প্রান্তরে সালাত আদায়ের সময় সম্মুখে তা গেড়ে দেয়া হত। তাঁর একটি লাঠিও ছিল। হাঁটার সময় তার উপর ভর করে তিনি চলতেন। এর কথাই সতীহ তার আপন ভাতিজা আবদুল মাসীহ ইব্ন নুফায়লাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওহে আবদুল মাসীহ্! যখন তিলাওতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, লাঠিধারী আত্মপ্রকাশ করবেন। সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে যাবে তখন এ সুবিস্তৃত শামদেশ আর সতীহ এর জন্যে শামদেশ থাকবে না। এই জিনিসগুলিকে হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি সাপ হওয়ার ঘটনার সাথে উল্লেখ করাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কেননা এটি তার সমতুল্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিষয়গুলি ছিল একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন, পক্ষান্তরে মূসা (আ)-এর লাঠিটি যদিও বারবার সাপ হয়েছে, কিন্তু তা'ছিল একটিই। এ আলোচনা হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিত করা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। যেহেতু ঈসা (আ)-এর এ ঘটনা অধিক আশ্চর্যজনক ও সুস্পষ্ট।

এরপর আমাদের শায়খ মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ্র কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে নবী করীম (সা)-এর সাথে আল্লাহ্র দীদারসহ কথাবার্তা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা মূসা (আ)-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যবহ। মূসা (আ)-এর মু'জিযার সাথে ইস্রা রাত্রের তুলনা করা হয়েছে। ঐ রাত্রে নবী করীম (সা)-কে ডেকে বলা হয়, হে মুহাম্মদ! তোমাকে দু'টো ফরজের দায়িত্ব দেয়া হল এবং আমার বান্দাদের জন্য দায়িত্ব কমিয়ে দেয়া হল। ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকে এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্র সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথোপকথন হয়েছে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কতিপয় আলিম এ ব্যাপারে ইজমা হওয়ার কথাও বলেছেন। তবে কাযী ইয়ায ভিন্ন মতের

উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আল্লাহ্কে দেখার ব্যাপারে সাহাব ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ আছে। ইমামগণের মধ্যে ইমামুল আইম্মা আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, কাযী ইয়ায, শায়খ মুহি উদ্দীন নববী দেখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে দেখার পক্ষে ও বিপক্ষে দুই মতই বর্ণিত হয়েছে—মুসলিম শরীফে এর উল্লেখ আছে। হযরত আয়েশা (রা) আল্লাহ্কে দেখার কথা অস্বীকার করেছেন-বুখারী ও মুসলিম। সূরা নাজমের শুরুতে দু'বার দর্শন লাভের যে কথা উল্লেখ হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত ইব্ন মাসঊদ, আবূ হুরায়রা, আবূ যার ও আয়েশা (রা) বলেন, এখানে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহ্কে দেখেছেন? তিনি বললেন, আমাকে নূর দেখান হয়েছে বা আমি নূর দেখতে পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে সীরাত গ্রন্থে মি'রাজ প্রসঙ্গে এবং তাফসীর গ্রন্থে সূরা বনী ইসরাঈলে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা সম্পর্কে আমাদের শায়খ এসব আলোচনা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত আরও কথা হল, মূসা (আ) আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেন সিনাই পর্বতে এবং আল্লাহ্কে দেখার আবেদন জানালে আল্লাহ্ তা প্রত্যাখান করেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন সপ্ত আকাশ ও বস্তু জগতের উর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়ে-যেখান থেকে ফেরেশতাদের কলমের লেখার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। শুধু কথা বলা-ই নয়, উম্মতের বিপুল সংখ্যক আলিমের মতে তিনি আল্লাহ্র দীদারও লাভ করেছিলেন।

ইব্ন হামিদ এ বিষয়টিকে তার কিতাবে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন যেমন ঃ মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي "এবং আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম" (২০ তা-হা ঃ ৩৯)।

আর মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আলে ইমরান ঃ ৩১)।

হযরত মূসার হাত-যাকে ফিরআউন ও তার দলের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ দেয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা লাঠির সাপ হওয়ার ঘটনার পরে বলেন ঃ

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ -

" তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষভাবে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। এ দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য" (২৮ কাসাস ঃ ৩২)।

সূরা তা-হায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ اٰيَةً اُخْرٰى لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى। "এটা (তোমাকে দেয়া হল) অপর এক নিদর্শন স্বরূপ। এটি এজন্যে যে, আমি তোমাকে দেখাব আমার মহা নির্দশনগুলোর কিছু" (তা-হা ঃ ২২-২৩)।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করা হয়েছে-আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিতকরণ; যার এক খণ্ড তাঁর সম্মুখে এবং আর এক খণ্ড হেরা পর্বতের পশ্চাতে অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে পূর্বে মুতাওাতির হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে নিম্নের আয়াতটিও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ـ

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো চিরাচরিত যাদু" (৫৪ কামার ঃ ১,২)।

নিঃসন্দেহে হযরত মূসা (আ)-এর উপরোক্ত মু'জিযার তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা অত্যন্ত বড়, অতি উর্ধ্বের ও অতি সুস্পষ্ট।

হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর তাওবার ঘটনার দীর্ঘ হাদীস বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ঐ হাদীসের এক স্থানে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন দিকে যেতেন তখন তাঁর চেহার জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত-মনে হত যেন চন্দ্রের একটি টুকরো বিশেষ। ইব্ন হামিদ বলেন, আহলি কিতাবগণ যদি বলে, মূসা (আ)-কে উজ্জ্বল হস্ত দান করা হয়েছে তবে তাদেরকে আমরা বলব যে, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যকর জিনিস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেয়া হয়েছে-তা হল আল্লাহ্ তাঁকে এমন নূর দান করেছিলেন যে, যেখানেই তিনি বসতেন বা যেখান থেকেই উঠতেন তার ডানে ও বাঁয়ে ঐ নূরের আলো ছড়িয়ে পড়তো। এবং সকলে তা প্রত্যক্ষ করতেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে নূর বিদ্যমান থাকবে। তাইতো এক দিন ও এক রাতের দূরত্ব থেকে তার কবরের উপর সুউচ্চ নূর দেখতে পাওয়া যায়। তবে এ বক্তব্যটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

তুফায়ল ইব্ন আমর আদ দাওসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বলা হয়েছে যে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে এসেছিলেন তখন নবী করীম (সা)-এর নিকট বলেছিলেন, আমাকে একটা নিদর্শন দিন যা দ্বারা আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। এ কথা বলতেই তার কপালে একটা নূর প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এ স্থানে (চেহারা) নয়, এরূপ দেখলে তো তারা বলবে আমার চেহার বিকৃত হয়ে গেছে। তখন নূরটি স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর লাঠির প্রান্তে চলে যায়। এভাবে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলে সকলেই তা প্রদীপের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখতে পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরকতে ও দু'আয় গোটা সম্প্রদায় ইসলামে দীক্ষিত হয়। তিনি এই বলে দু'আ করেছিলেন اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَّاْتِ بِهِمْ "হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে সু-পথ দেখাও এবং তাদেরকে এনে দিন"। এ ঘটনার পর থেকে তুফায়লকে যুন-নূর (জ্যোতিধারী) বলে আখ্যায়িত করা হতো।

Contents

বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র একদা অন্ধকার রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত থেকে বিদায় গ্রহণ করে। পথে দু'জনের মধ্যে এক জনের লাঠির একপাশ উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে যায়। আরও অগ্রসর হয়ে যখন তারা উভয়ে পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়েন তখন উভয়ের লাঠির প্রান্তদেশ আলোয় ভরে যায়। আবূ যুর'আ আর রাযী কিতাবুদ দালাইলে ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন, আব্বাদ ইব্ন ও উসায়দ ইব্ন যুবায়র একদা ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত থেকে বিদায় নেন। এ সময়ে একজনের লাঠির এক প্রান্ত প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হয়ে যায়। তাঁরা সে আলোয় পথ অতিক্রম করতে থাকে। যখন উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে যান, তখন তাঁদের উভয়ের লাঠিই আলোকিত হয়। আবূ যুর'আ ইবরাহীম ও ইয়া'কূবের বরাতে ..... হযরত আমর আল আসলামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা ঘোর আঁধার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক সফরে বের হই। হঠাৎ আমার একটি আঙ্গুল উজ্জ্বল আলোকিত হয়ে উঠে। সাথীরা এসে তাদের পিঠ আমার সে প্রজ্জ্বলিত আঙ্গুলের উপর চেপে ধরে; কিন্তু তাতে কারও কোন ক্ষতি হয়নি। অথচ আমার আঙ্গুল তখনো আলো ছড়াচ্ছিল।

হিশাম ইব্ন আম্মার ..... আবুত তায়্যাহ্ যাবীয়ী থেকে বর্ণনা করেন। মুতার্‌রাফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ প্রতি জুমু'আয় কবরস্থানে উপস্থিত হতেন। অনেক সময় তাঁর লাঠির সাথে নূর দেখা যেত। এক রাতে ঘোড়ায় চড়ে তিনি কবরস্থানে উপস্থিত হলে কবর ভেঙ্গে পড়ে। মুতার্‌রাফ বলেন, আমি দেখলাম, প্রত্যেক কবরবাসী নিজ নিজ কবরের উপর বসে রয়েছে এবং বলছে ইনি মুতার্‌রাফ প্রতি জু'মুআয় এখানে আসেন। আমি বললাম, জু'মুআয় জিনের উপস্থিতি কি আপনারা টের পান? কবরবাসী বললেন, হাঁ। এদিনে পাখিরা কি বলে তাও আমরা টের পাই। জিজ্ঞেস করলাম, পাখিরা এ দিনে কী বলে? তারা উত্তর দিলেন, পাখিরা বলতে থাকে رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ قَوْمَ صَالِحٍ "হে আল্লাহ্, নেক্‌কার সম্প্রদায়কে নিরাপদে রাখুন"।

মূসা (আ) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে তূফান দ্বারা শাস্তি দেয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। এখানে তুফান দ্বারা অর্থ আকস্মিক মৃত্যু এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি নিদর্শনাদি। এ বদ-দু'আর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা নবীর অনুসারী হয় এবং বিরোধিতা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এতে তারা আরও অধিক বিরোধীতা ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلاَّ هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ـ

"আমি ওদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি ওদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে ওরা ফিরে আসে। ওরা বলেছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্যে তাই প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন; তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব" (৪৩ ঃ ৪৮,৪৯)।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ....
وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ ـ

“তারা বললো, আমাদেরকে যাদু করার জন্যে তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করনা কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত দ্বারা কষ্ট দেই। এগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তারা বলত, হে মূসা! তমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর। তোমার সাথে তাঁর যে অঙ্গীকার রয়েছে সে অনুযায়ী যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস করবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব। যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এবং নির্দিষ্ট কালের জন্যে যা তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি, কারণ তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল” (৭ ঃ ৩২-৩৬)।

অনুরূপ কুরায়শদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইউসুফ (আ)-এর জাতির উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত সাত বছর দুর্ভিক্ষ দেওয়ার জন্যে বদদু‘আ করেন যখন তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে মেতে উঠেছিল। সুতরাং এ বদদু‘আর পরে কুরায়শরা কঠিন দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং এমন কোন অখাদ্য ছিল না যা তারা এ সময়ে ভক্ষণ করেনি। এমনকি ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় আকাশ পর্যন্ত শুধু ধোয়ায় পরিপূর্ণ বলে মনে হত। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) নিম্নের আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ “অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের, যেদিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ” (৪৪ ঃ ১০)। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে একাধিক স্থানে ইব্ন মাসউদ এর বরাতে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। এরপর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রক্ত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার খাতিরে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন রাহমাতুল-লিল্ আলামীন। সুতরাং তিনি তাদের জন্যে দু‘আ করেন। ফলে দুর্ভিক্ষ দূর হয় এবং আযাব তুলে নেয়া হল এবং ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েও তারা রক্ষা পেল।

এবার মূসা (আ)-এর সমুদ্র বিভাজনের বিষয়টি দেখা যাক; ফিরআউনের দল যখন মূসা (আ)-এর দলের কাছাকাছি এল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা মূসা (আ)-কে তাঁর লাঠির দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করার নির্দেশ দেন। ফলে সমুদ্রের পানি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রতিটি ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ দেখাতে লাগল (শু‘আরা ঃ ৬৩)। এটা নিঃসন্দেহে মূসা (আ)-এর একটি বড় মু’জিযা এবং নবুওতী প্রমাণের পক্ষে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা তাফসীর গ্রন্থে এবং এ কিতাবে ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। অপর দিকে কুরায়শদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র অংগুলির ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন ছিল পূর্ণিমার রাত এবং কুরায়শদের উপস্থিতিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ও বিস্ময়কর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওতের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার দলীল। কোন নবীর পক্ষ থেকেই এর চাইতে বিস্ময়কর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা তাফসীর কিতাবে নবুওতের সূচনা অধ্যায়ে আমরা এর প্রমাণ পেশ করেছি। এ ঘটনা হযরত ইউশা ইব্ন নূন কর্তৃক শনিবার রাত্রের ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যকে গতিহীন রাখার ঘটনা থেকেও অধিকতর আশ্চর্যজনক। সামনে এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা তা বিস্তারিতভাবে বলব।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আলা আল-হাযরামী, আবূ উবায়দ আছ-ছাকাফী ও আবূ মুসলিম আল-খাওলানী এবং তাদের সঙ্গী সৈন্য বাহিনী দাজলা নদীর পানির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন। অথচ দাজলা নদীর বিক্ষুব্ধ স্রোতে গাছপালা, খড়কুটোর মত ভেসে যেত। এসব ঘটনাও হযরত মূসার জন্যে পানি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া থেকে কয়েক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। ইব্‌ন হামিদ বলেছেন, যদি বলা হয়, মূসা (আ) লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করার ফলে পানি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। সমুদ্রে আঘাত করার ফলে পানি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়; সুতরাং এটা মূসা (আ)-এর জন্যে একটা মু'জিযা। তবে এর উত্তরে বলা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও অনুরূপ মু'জিযা দেয়া হয়েছে। হযরত আলী (রা) বলেছেন, আমরা যখন খায়বরে গেলাম তখন একটা গভীর পার্বত্য খাদের নিকট গিয়ে উপনীত হলাম। চৌদ্দজন মানুষের উচ্চতার সমপরিমাণ গভীর ছিল। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শত্রু আমাদের পেছনে এসে গেছে এবং খাদটি একেবারেই সামনে। আমাদের অবস্থা এখান মূসা (আ) সঙ্গী-সাথীদের মত, যখন তারা বলেছিল, আমরা শত্রুদের নাগালের মধ্যে পড়ে গেছি إِنَّا لَمُدْرَكُونَ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং উট ও ঘোড়া সম্মুখপানে হাঁকিয়ে দিলেন, উট ও ঘোড়ার ক্ষুর পর্যন্ত সামান্যতম ভিজেনি। তাতে অনায়াসেই জয় মুসলমানদের হাতে এসে গেল। কিন্তু ইব্‌ন হামিদ এ হাদীসটি সূত্র উল্লেখ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে সহীহ্, হাসান কিংবা যয়ীফ সূত্রেও এর উল্লেখ আমি পাই নি।

হযরত মূসা (আ)-কে তীহ্ ময়দানে মেঘমালার ছায়াদান প্রশ্নেও বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও এরূপ মেঘের ছায়া দান করা হয়েছিল। বহীরা তাঁকে ছায়া দিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। পূর্বেই এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য উপলক্ষে যাওয়ার সময় পথে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছায়া দানের ঘটনা মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ছায়াদানের ঘটনা থেকে অধিকতর বিস্ময়কর। কেননা রাসূলকে যখন মেঘমালা ছায়াদান করেছিল, তখন তিনি নবুওতপ্রাপ্ত হননি, তাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র বার বছর। তা ছাড়া তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্য থেকে প্রকাণ্ড মেঘ কেবল তাঁকেই ছায়াদান করেছিল। অন্য কারও মাথার উপর সে ছায়া পড়েনি। অন্য এক দিক থেকেও বনী ইসরাঈলের ছায়ার ঘটনাকে পর্যালোচনা করা যায়। তা হল বনী ইসরাঈল যখন প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনিয়তা প্রবলভাবে দেখা দেয় তখনই তাদেরকে মেঘের ছায়া দান করা হয়। পক্ষান্তরে 'দালাইলুন নুবুওতে' আমরা উল্লেখ করেছি যে, দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে ক্ষুধা অবস্থায় তাড়িত হয়ে জনগণ একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন জানায়। তখন তিনি দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন ঃ اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا —হে আল্লাহ্ আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর– ৩ বার। হযরত আনাস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ঐ সময়ে আকাশের কোথাও বিন্দু পরিমাণও মেঘের চিহ্নও ছিল না এবং (মদীনার) সালা পর্বত ও আমাদের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘর-বাড়িও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঐ সালা পর্বতের পশ্চাতে ঢালের আকারে এক খণ্ড মেঘ জমেছে। যখন তা আকাশের মধ্যখানে ভেসে এল তখন সম্প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। আনাস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা ঐ সপ্তাহে আর সূর্যের মুখ দেখতে পাইনি। অতঃপর লোকজন পুনরায় বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করতে বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন এবং

বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি নিয়ে যান। আমাদের উপর আর দেবেন না। যেই দিকের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশারা করলেন মেঘ তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গিয়ে জমা হল এবং মদীনার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ফলে মদীনার আশে পাশে বৃষ্টি হতে থাকে কিন্তু মদীনায় হয়নি। এটাও ছিল এক প্রকার ছায়াদান এবং তা ছিল ব্যাপক। বনী ইসরাঈলের মেঘের ছায়ার প্রয়োজনের তুলনায় এর প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি এবং অধিক উপকারী। মু'জিযার বিচারে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি।

বনী ইসরাঈলের উপর যেমন মান্না ওয়া সালওয়া নাযিল হয়েছিল তেমনি রাসূল করীম (সা)-এর জীবনে বহু ক্ষেত্রে খাদ্য ও পানীয় প্রচুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। 'দালাইলুন নবুওতে' সে সবের উল্লেখ আছে। যেমন সামান্য খাদ্য দ্বারা অসংখ্য লোকের প্রয়োজন মিটান। উদাহরণ স্বরূপ খন্দকের যুদ্ধের সময় জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর ছোট্ট একটি বকরী এবং এক সা'[১] যবের দ্বারা প্রায় এক হাজার ক্ষুধার্ত লোকের খাদ্য সংকুলান। এক মুষ্টি খাদ্য দ্বারা বিরাট এক জমাতের খাদ্য সমস্যা মিটান যা আকাশ থেকে নাযিল হয়। এ ধরনের ঘটনা রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনে বহুবার সংঘটিত হয়েছে। আবূ নু'আয়ম ও ইব্ন হামিদ বলেছেন, মান্না এবং সালওয়া নামক খাদ্যদ্রব্য বনী ইসরাঈলকে দেওয়া হয়েছিল, যার জন্যে তাদের কোন শ্রম দিতে হয়নি। পক্ষান্তরে, গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এবং তার উম্মতের জন্য হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে অন্য কারও জন্যে হালাল ছিল না। জাবির (রা)-এর ঘটনাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। হযরত জাবির (রা) যখন আবূ উবায়দার সাহায্যার্থে গমন করেন তখন সফরের সম্বল নিঃশেষ হওয়ায় অনাহারে তাকে থাকতে হয়। এমনকি শুকনা পাতা পর্যন্ত তিনি ভক্ষণ করতে বাধ্য হন। তারপর সমুদ্র থেকে তাঁদের জন্যে একটি বিরাট মাছ নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ মাছের নাম ছিল আম্বর। ঐ দলের সমস্ত লোক ত্রিশ দিন পর্যন্ত ঐ মাছটি ভক্ষণ করেন। ফলে তাঁদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁদের পেটের চামড়া মজবুত হয়। এ হাদীস সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে হযরত ঈসা মাসীহ ইব্ন মারয়ামের আসমানী খাঞ্চার আলোচনায় পুনরায় এর উল্লেখ করা হবে।

আবূ মূসা আল-খাওলানীর ঘটনা

আবূ মূসা খাওলানী একবার তাঁর একদল শিষ্যসহ হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন, কেউ খাদ্য রসদ ও পথের সম্বল সাথে নিতে পারবে না। এরপর যখনই তাঁরা কোন মনযিলে অবতরণ করতেন, তখনই দু'রাকাআত সালাত আদায় করতেন। সালাত শেষ হলে তাঁদেরকে খাদ্য, পানীয় এবং তাঁদের বাহনের ঘাস দেওয়া হত এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হত। যাওয়ার সময় এবং আসার সময় গোটা সফরকালে সকাল সন্ধ্যায় তাঁদেরকে এভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

মূসা (আ)-এর আর এক ঘটনা, যা নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ـ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ـ

১. সা প্রায় সোয়া তিন কেজি পরিমাণ।

"স্মরণ কর যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে তা থেকে বারটা ঝর্ণা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান স্থান চিনে নিল" (বাকারা ঃ ৬০)।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা মূসা (আ)-এর ইতিহাস প্রসঙ্গে এবং তাফসীরে উল্লেখ করেছি। আর এ প্রসঙ্গে আমরা সে হাদীসেরও উল্লেখ করেছি যে, একটি ছোট পাত্রে রাসূলে করীম (সা) তাঁর পবিত্র আঙ্গুল রাখেন, যার মধ্যে পুরা হাত রাখার জায়গাও ছিল না। তারপর তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে থাকে। এইভাবে তাঁর জীবনে বহুবার দেখা গেছে যে, অস্বাভাবিক পন্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। জনৈকা মহিলার ক্ষেত্রে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এরূপ হয়েছিল। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার মদীনাবাসীদের জন্য পানির প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী বৃষ্টি দান করেন। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বর্ষান; তার কমও নয় বেশিও নয়। মু'জিযা হিসাবে মূসা (আ)-এ ঝর্ণার তুলনায় এটা অনেক বড়। একদল আলিমের বর্ণনা মতে এই পানির ধারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের আঙ্গুল থেকে প্রবাহিত হয় তাহলে এটা পাথর থেকে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত হওয়ার তুলনায় অধিকতর আশ্চর্যজনক। কারণ ঝর্ণার উৎসস্থল পাথর (আঙ্গুল নয়)। হাফিয আবূ নু'আয়মও প্রায় এ ধরনের কথাই বলেছেন যে, মূসা (আ) তীহ ময়দানে তার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করায় ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রস্রবণ বেছে নেয়। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে তার চাইতে অধিকতর আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কেননা পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া যুক্তিগত ও বাস্তব সম্মত, পক্ষান্তরে রক্ত, মাংস ও হাড্ডির মাঝ থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া আশ্চর্যজনক ও অবোধগম্য। অথচ তাই সংঘটিত হয়েছিল রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনে। বাতনে মুহাস্সাব নামক স্থানে তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে সুপেয় ধারা প্রবাহিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ, ঘোড়া ও উট সে পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করে। মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ..... আবূ উমরা আনসারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবারের ঘটনা, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করি। একদা লোকজন সকলেই অনাহারে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পেয়ালা চেয়ে এনে সম্মুখে রাখেন। তারপর তাতে কিছু পানি রাখেন। তারপর মুখের কিছু লালা তাতে মিশিয়ে দেন এবং কিছু দু'আ পাঠ করেন। তারপর তাতে নিজ আঙ্গুল রাখেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুল থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তাঁর নির্দেশক্রমে সকলেই পানি পান করলেন এবং মশক, কলস ইত্যাদি ভর্তি করে রাখলেন। মূসা (আ)-এর আর দু'টি ঘটনা অর্থাৎ বাছুর পূজার কারণে নিহতদেরকে জীবিত করা এবং গাভীর ঘটনা সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবন্ত করার ঘটনার সাথে আলোচনা করব। এই স্থানে আবূ নু'আয়মের আরও অনেক কথা আছে, সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সেগুলো আমরা ছেড়ে দিলাম। হিমাশ ইব্‌ন উমারা তার মাবআছ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কী দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরকে-ই বা কী দেওয়া হয়েছিল ?

মুহাম্মদ ইব্ন শু'আয়ব ..... আমর ইব্ন হাস্সান আততায়মী থেকে বর্ণনা করেন। হযরত মূসা (আ)-কে আরশের ভাণ্ডার থেকে একটি দু'আ দান করা হয়েছিল, তা এই ঃ

رب لا تولج الشيطان فى قلبى واعذنى منه ومن كل سوء فان لك اليد والسلطان والملك والملكوت، دهر الداهرين وابد الابدين امين امين ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার অন্তরে শয়তানের অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখ, শয়তান থেকে এবং প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আমাকে তোমার আশ্রয়ে গ্রহণ কর। কেননা সকল শক্তি, ক্ষমতা, দৃশ্য-অদৃশ্য রাজ্যসমূহের তুমিই মালিক। সকল যুগ ও অনন্তকালের উপর তুমি বিরাজমান, কবূল কর (হে আল্লাহ্!) তুমি কবূল কর।

পক্ষান্তরে মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হয়েছে আরশের ভাণ্ডার থেকে দুই দুইটি আয়াত। তাহল সূরা বাকারার সর্বশেষ দু'টি আয়াত .... اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ থেকে শেষ পর্যন্ত।

সূর্যের গতি থেমে যাওয়ার ঘটনা

ইউশা ইব্ন নূন ইব্ন আফরাইম ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম খালীলুল্লাহ্ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একজন নবী। তিনিই ময়দানে তীহ থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে বের করে আনেন এবং যুদ্ধ ও অবরোধের পরে তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। বিজয় যখন আসন্ন তখন সময় ছিল শুক্রবার আসরের শেষ সময়। একটু পরেই সূর্য ডুবে গেলে শনিবার এসে পড়বে এবং তখন আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। [কারণ, শনিবারে যুদ্ধ করা তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল]। তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন এবং বললেন "انك مامورة وانا مامور" অর্থাৎ, হে সূর্য! তুমিও আল্লাহ্র আদেশক্রমে অগ্রসর হচ্ছ, আর আমিও আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছি। তারপর বললেন اللهم احبسها عَلَىَّ হে আল্লাহ্! আমার জন্যে সূর্যকে থামিয়ে দিন! সূর্যকে আটকিয়ে রাখুন! সুতরাং আল্লাহ্ সূর্যকে আটকিয়ে রাখেন এবং শহর পূর্ণভাবে জয় হওয়ার পর তা অস্ত যায়। মুসলিম শরীফে আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অতীতকালে আল্লাহ্র এক নবী একটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আসর নামায পড়ার পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে তিনি শহরের নিকটবর্তী হয়ে যান। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সূর্য! আল্লাহ্র হুকুম পালন করছ। আমিও আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করছি। হে আল্লাহ্! একে তুমি আমার জন্যে কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখ। সুতরাং, আল্লাহ্ সূর্যকে আটকিয়ে রাখেন এবং ঐ নবী শহর দখল করে নেন। এই নবী হলেন ইউশা ইব্ন নূন। ইমাম আহমদ ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কোন মানুষের খাতিরে সূর্যকে আটক রাখা হয়নি। কেবলমাত্র ইউশা ইব্ন নূন এর ব্যতিক্রম। তিনি

যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অভিযানে যান তখন সূর্যকে অস্ত যেতে দেয়া হয়নি। এ হাদীস কেবল ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদ বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ। এই ঘটনার তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং এক খণ্ড হেরা পর্বতের উপরে এবং আর এক খণ্ড তার পার্শ্বে পতিত হওয়ার ঘটনা অধিকতর আশ্চর্যজনক এবং মু'জিযার ক্ষেত্রে অধিকতর প্রমাণবহ। তা ছাড়া দালাইল অধ্যায়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় প্রকাশ হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শায়খ আবুল মা'আলী বলেছেন, যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত ইউশা (আ)-এর জন্যে সূর্য আটক করা হয়েছিল। আর আমাদের নবীর জন্য চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, সূর্যের থেমে যাওয়া থেকে চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া অধিকতর বিস্ময়কর। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার হাদীস সহীহ্ এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের। খণ্ডিত চন্দ্রের এক অংশ হেরা পাহাড়ের পশ্চাতে এবং অন্য অংশ উক্ত পাহাড়ের সম্মুখে পতিত হয়। তা দেখে কুরায়শারা বললো, আমাদের চোখে যাদু করা হয়েছে। পরে পথচারীরা এসে জানাল যে, তারা চাঁদের এ অবস্থা স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرَ - وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ -

অর্থাৎ "কিয়ামত আসন্ন এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোন নিদর্শন দেখলে বলে, এতো চিরাচরিত যাদু" (কামার ঃ ১-২)।

তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে দু'বার সূর্যকে আটকিয়ে রাখা হয়। একবারের ঘটনা ইমাম তাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। একজন একজন করে তাদের প্রত্যেকের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাটি এই ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী আসছিল। তখন তাঁর শির মুবারক ছিল হযরত আলী (রা)-এর কোলে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠালেন না। এ দিকে আলী (রা)ও আসরের সালাত আদায় করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! সে তো আপনার আনুগত্য ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করছিল। সুতরাং সূর্যকে কিছুটা পশ্চাতে এনে দিনকে দীর্ঘায়িত করে দিন। আল্লাহ্ তাই করলেন। সূর্যকে প্রত্যাবর্তিত করে দিলেন। হযরত আলী আসরের সালাত আদায় করার পর সূর্য পুনরায় অস্ত গেল। **দ্বিতীয় ঘটনা** ইসরা রজনীর প্রত্যূষে ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মি'রাজের রাত্রের পরবর্তী সকালে কুরায়শদেরকে ডেকে ঘটনা শুনালেন এবং বললেন, এ রাত্রে আমি মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করে এসেছি। কুরায়শরা বায়তুল মুকাদ্দাসের কতিপয় জিনিস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দেন এবং তা দেখে দেখে তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। এরপর কুরায়শরা তাদের এক বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, যারা সিরিয়া থেকে রসদ নিয়ে মক্কা অভিমুখে আসছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানালেন, সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই তারা মক্কা পৌঁছে যাবে। কিন্তু পথে কাফেলার কোন কারণে দেরি হওয়ায় আসতে বিলম্ব হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তখন সূর্যের গতিরোধ করে দেন এবং আসরের সময় তারা মক্কায় পৌঁছে যায়। ইবন বুকায়র এ ঘটনা তার 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত আলীর

জন্যে সূর্য আটক হওয়ার বর্ণনা করেছেন আসমা বিনতে উমায়স ইব্‌ন সাঈদ, আবূ হুরায়রা ও স্বয়ং হযরত আলী। কিন্তু সকল সূত্রেই এ হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য (মুনকার)। আর যারা একে সমর্থন করেছেন তাঁরা হলেন আহমদ ইব্‌ন সালিহ আল মিসরী, আবূ হাফস আত-তাহাবী, কাযী ইয়ায এবং ইব্‌ন মাতহারসহ রাফিযী সম্প্রদায়ের অনেক আলিম। কতিপয় হাফিযে হাদীস এবং হাদীস যাঁচাইকারীদের মতে এ হাদীস প্রত্যাখ্যান ও যয়ীফ; যেমন আলী ইব্‌নুল মাদীনা, ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব, তাঁর শায়খ মুহাম্মদ ও ইয়ালা ইব্‌ন উবায়দ, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম আল বুখারী, হাফিয ইব্‌ন আসাকির, শায়খ জামালুদ্দীন আবুল ফারজ ইব্‌নুল জাওযী তাঁর 'মা'ওযুআত' গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্‌যী ও হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ আয যাহাবী সুস্পষ্টভাবে একে মনগড়া হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র যিয়াদাত গ্রন্থে লিখেছেন, সূর্য উদিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পরে তা উদিত হয়েছিল। কিন্তু ইউনুস ব্যতীত অন্য কোন আলিম এ ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণনা করেননি। তাছাড়া নির্ধারিত সময়ের পরে উদিত হওয়া এমন জিনিস নয়, যা প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু এর চেয়েও অধিক অভিনব কথা বলেছেন ইব্‌নুল মাতহার তার 'মিনহাজ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, হযরত আলীর জন্যে দুইবার সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একবার যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়বারের ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত আলী যখন বাবেলে ফুরাত নদী অতিক্রম করার সংকল্প করেন, তখন তিনি একদল লোকসহ নিজে আসরের সালাত আদায় করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই সাথে পশু থাকার কারণে সালাত আদায় করতে পারেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে তারা হযরত আলীকে অবহিত করলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা করেন। সে মতে সূর্য পশ্চাত দিকে ফিরে আসে। আবূ নু'আয়ম হযরত মূসা (আ)-এর পরে হযরত ইদরীস (আ)-এর উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে তিনি বনী ইসরাঈলের নবী। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার এবং কতিপয় বংশ পঞ্জিকায় বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে তিনি হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বেকার নবী। হযরত আদম (আ)-এর সাথে তার বংশ লতিকা মিলে যায়।

হযরত ইদরীস (আ)-কে যা কিছু দেওয়া হয়েছিল

হযরত ইদরীস (আ)-কে আল্লাহ্ যে সম্মান দান করেছেন সে সম্পর্কে তিনি কুরআনে বলেছেন ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থাৎ আমি তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এর চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা দান করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর সুখ্যাতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ —আমি তোমার খ্যাতি সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। যে কোন খতীব, সুপারিশকারী কিংবা সালাত আদায়কারী ঐ নামের দ্বারাই ঘোষণা করে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰه —আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তাঁর নামের সাথে রাসূলের নাম একত্রিত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই বিদ্যমান। ফরয সালাতের জন্য এটা (আযান) কুঞ্জি বিশেষ। ইব্‌ন লাহীআ ..... আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, জিবরাঈল

আমাকে জানিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, আমাকে যখন স্মরণ করা হবে তখন (মুহাম্মদ) আপনাকে স্মরণ করা হবে ঃ اذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ —ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবী আসিম দাররাজ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল গাতরীফী ..... আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আসমান ও যমীনের যেসব বিষয়ে আল্লাহ্ আমাকে হুকুম করেছেন, তা সম্পন্ন করে যখন আমি অবসর হলাম তখন বললাম, হে আল্লাহ্! আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীকেই আপনি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন; ইবরাহীমকে 'খলীল' বানিয়েছেন, মূসাকে আপনার সাথে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য দান করেছেন, দাউদের জন্যে পাহাড়কে অনুগত করে দিয়েছেন, ঈসাকে মৃত লোককে জীবিত করার শক্তি দান করেছেন, আমার জন্যে আপনি কী রেখেছেন ঃ فَمَا جَعَلْتَ لِيْ জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আপনাকে আমি ঐ সবকিছুর চাইতে শ্রেষ্ঠ জিনিস দান করেছি অর্থাৎ আমার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করে দিয়েছি– যখন আমার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন সেই সাথে আপনার নামও উচ্চারণ করা হয়ে থাকে ঃ ان لا اذكر الا ذُكِرتَ معى আপনার উম্মতকে গোটা মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তারা কুরআন পাঠ করে, যা আমি অন্য কাউকে দেইনি; আর আমার আরশের ভাণ্ডার থেকে আপনাকে একটি কালিমা দান করেছি, তাহল لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه এই সনদের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি থাকলেও আবুল কাসিম ..... ইব্ন আব্বাস থেকে এইরূপ কথাই মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ যুর'আ দালাইলুন নবুওতে ভিন্ন সূত্রে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, হিশাম ইব্ন আম্মার দামিশকী ..... আবূ হুরায়রা ও আনাস ইব্ন মালিক থেকে মি'রাজ রজনীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ঐ রজনীতে আল্লাহ্ যখন আমাকে তাঁর নিদর্শনাদি দেখাচ্ছিলেন তখন এক পর্যায়ে আমি সুঘ্রাণ অনুভব করলাম। আমি বললাম, ইয়া রব! আমার অনুসারীদেরসহ এখানে আমার স্থান দিন! আল্লাহ্ বললেন, তোমাকে তাই দিবো, যার ওয়াদা আমি করেছি [মাকামে মাহমূদ]। যেসব মু'মিন নর ও নারী আমার সাথে কোন শরীক না করে এবং যারা আমাকে ঋণ দেয় তাদেরকে আমি নিকটে রাখব, যে আমার উপর নির্ভর করবে তার জন্যে আমি যথেষ্ট হবো। যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে তাকে আমি দান করব। তার জীবিকা হ্রাস করা হবে না। যা সে কামনা করবে তা কমান হবে না। তোমাকে যা দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে তা দেয়া হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের বাসস্থান কতইনা উত্তম। আমি বললাম, সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর যখন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গেলাম, তখন আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললাম, হে রব! ইবরাহীমকে আপনি খলীল বানিয়েছেন, মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন, দাউদকে যাবূর কিতাব দিয়েছেন এবং সুলায়মানকে বিশাল রাজত্ব দান করেছেন ঃ اتخذت ابراهيم خليلا - وكلمت موسى تكليما واتيت داؤد زبورا - واتيت سليمان ملكا عظيما আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি আপনার নামকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। আপনার উম্মতের জন্যে খুতবা (ভাষণ) দেওয়া জায়িয হবে না, যতক্ষণ না এ সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আমার রাসূল। আপনার উম্মতের অন্তরকে সাক্ষাৎ কিতাব করে বানিয়েছি। আর সূরা বাকারার শেষ অংশটা আমার আরশের নিম্নদেশ থেকে দান করেছি। রাবী ইব্ন আনাস ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে মি'রাজ সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জারীরও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবূ যুর'আ এ বর্ণনার শেষে উল্লেখ

করেছেন; তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবীগণের রূহের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সকল রূহ আল্লাহ্ তা'আলার স্তুতি পাঠ করেন ঃ ইবরাহীম (আ) বললেন, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, আমাকে বিশাল রাজত্ব দান করেছেন, জীবনে ও মরণে আমাকে তাঁর অনুগত বানিয়েছেন। অগ্নিকুণ্ড থেকে পরিত্রাণ দান করে তা আমার জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক বানিয়ে দিয়েছেন। এরপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র স্তুতি জ্ঞাপন করে বললেন, সকল প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্র, যিনি আমার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে ও কথা বলার জন্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। আমার উপরে তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন এবং আমার হাতে ফিরআউনকে ধ্বংস করেছেন। তারপর হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন ঃ সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র, যিনি আমাকে বাদশাহ বানিয়েছেন। আমার উপরে যাবূর অবতীর্ণ করেছেন। আমার জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছেন। পাহাড় ও পাখিকে আমার অধীনে করে দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠে রত থাকে এবং যিনি আমাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বলিষ্ঠ ভাষণ দেওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন। এরপর হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি বায়ু জিন ও ইনসানকে আমার হুকুমাধীন করে দিয়েছেন। দুষ্ট জিনদেরকে আমার অধীন করেছেন, যারা আমার ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করত দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ। যিনি আমাকে পাখির ভাষা বুঝার শক্তি দিয়েছেন। আমার জন্যে প্রবাহিত করেছেন পিতলের ঝর্ণা। আর আমাকে দান করেছেন এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য, যা আমার পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না।

তারপর হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র প্রশংসায় বললেন, যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী সেই মহান আল্লাহ্, যিনি আমাকে তাওরাত ও ইনজিলের জ্ঞান দান করেছেন, তাঁরই হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা এবং মৃতকে জীবিত করার শক্তি দিয়েছেন এবং আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে তুলে এনেছেন এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ফলে আমার উপর শয়তানের কোন প্রভাব পড়তে পারে না।

এরপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র, যিনি আমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, সকল মানবমণ্ডলীর জন্য সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা। আমার উম্মতকে করেছেন উত্তম জাতি, মানবকূলের কল্যাণার্থে তাদের অভ্যুদয় ঘটান হয়েছে। আমার উম্মতকে বানান হয়েছে মধ্যবর্তী জাতি। আমার উম্মতকে করা হয়েছে আউয়াল ও আখেরী উম্মত। আমার বক্ষকে করা হয়েছে উন্মুক্ত প্রশস্ত। আমার ভুল-ত্রুটিকে করা হয়েছে ক্ষমা এবং আমার নামকে করা হয়েছে সমুন্নত। আমাকে করা হয়েছে বিজয়ী এবং সর্বশেষ নবী।

ইবরাহীম (আ) বললেন, এ কারণেই মুহাম্মদ (সা)-কে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

ইবরাহীম হাকিম ও বায়হাকীর পূর্বোক্ত হাদীসের শেষে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ সূত্রে ..... হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব থেকে মারফূ'ভাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আদম (আ) বলেছিলেন।

হে আমার রব! মুহাম্মদ (সা)-এর ওসীলায় আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি তাকে কী করে জানলে ? তাকে তো এখনও সৃষ্টি করিনি। আদম বললেন, আমি আরশের পায়ায় আপনার নামের সাথে মুহাম্মদের নাম লেখা দেখেছি। অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। এ থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনার নামের সাথে যার নাম যোগ করেছেন তিনিই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ্ বললেন, আদম! তুমি যথার্থই বলেছ, মুহাম্মদ না হলে আমি তোমাকে বানাতাম না।

কতিপয় ইমাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর যিকর বা স্মরণ সুউচ্চ করেছেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নিকট নিজের নামের সাথে রাসূল (সা)-এর নাম মিলিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সম্মান ও মর্য্যাদাও অনুরূপ বৃদ্ধি করেছেন। কিয়ামত দিবসে তাঁকে মাকামে মাহমূদ দান করবেন। এ কারণে আগে পরের সকলেই ঈর্ষাবোধ করবেন এবং সকলেই ঐ স্থানের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বেন এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-ও। মুসলিম শরীফে উল্লেখিত এ বিষয়ের বর্ণনা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি এবং পরেও আলোচনা করা হবে। পূর্ব যুগে প্রাচীন জাতির নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা ও তাঁর নাম প্রকাশ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ যখন কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় যদি মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হন তাহলে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, তাঁর আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ্ সেসব নবীদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের উম্মতদের থেকেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করবেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব হয় তাহলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে ও তাঁরই আনুগত্য করবে ঃ

ما بعث اللّه نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حىٌّ ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه وامره ان ياخذ على امته العهد والميثاق لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به وليتبعنه ....

পূর্ববর্তী সকল নবীদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন সম্পর্কে এভাবে সুসংবাদ জানান হয়েছে এবং বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ)-কেও এ সংবাদ জানান হয়। পূর্ব যুগের পীর মাশায়েখ ধর্ম জাযক ও গণকদের নিকটও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের শুভ বার্তা পৌঁছান হয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মি'রাজ (ইসরা) রজনীতে রাসূল (সা)-কে এক আসমান থেকে আর এক আসমানের দিকে উঠান হতে থাকে; চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আ)-কে তিনি সালাম করেন। পঞ্চম আসমান পার হয়ে ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে হযরত মূসা (আ)-কে সালাম জানান। তারপর সপ্তম আসমানে গিয়ে বায়তুল্ মা'মূরের নিকটে ইবরাহীম খলীলকে সালাম করেন। এরপর সে স্থান অতিক্রম করে আরও উপরে উঠে কলমের লেখার আওয়ায শুনতে পান। তারপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেন। এ সফরে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম এবং বড় বড় নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করেন। সকল নবীদের সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেন। জান্নাতের দায়িত্বশীল 'রিদওয়ান' এবং জাহান্নামের

দায়িত্বশীল মালিক ফেরেশতাদ্বয় মহানবী (সা)-কে সালাম করেন। এগুলোই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও তাঁর নাম ও আলোচনা ব্যাপক বিস্তার ও সুউচ্চ করার তাৎপর্য। পরবর্তীকালের লোকদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা বিস্তৃত ও স্মরণীয় হওয়ার অর্থ তাঁর দীন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা। অন্যান্য সকল দীনকে রহিত করা, সর্বকালে ও সর্বযুগে একমাত্র এ দীন বহাল থাকা রহিত না হওয়া। শেষ নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল হক ও ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে হেয় করার চেষ্টা করবে কিংবা তাদের বিরোধীতা করবে তারা ওদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। প্রত্যহ পাঁচবার উঁচু স্থান থেকে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰه এভাবে যে কোন বক্তা তার বক্তৃতায় অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করে থাকে। কবি হাস্সান কত সুন্দর বলেছেন ঃ

اغرُّ عليه للنبوة خاتم * من اللّه مشهود يلوح ويشهد

وضم الاله اسم النبى الى اسمه * اذا قال فى الخمس المؤذن اشهد

وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া নবুওতের সমুজ্জ্বল মোহর তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের নামের সাথে নবীর নামকে মিলিয়ে দিয়েছেন। মুআয্যিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে আযানে তাঁরই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ নিজের নাম থেকে নবীর নাম বের করেছেন। তাই তো বলা হয় যে, আরশের অধিপতি মাহমূদ নার এই নবী হলেন মুহাম্মদ। আল্লামা সারসারী (র) বলেছেন ঃ

الم تر انا لا يصح اذاننا * ولا فرضنا ان لم نكرره فيهما

তুমি লক্ষ্য করেছ কি ? আমাদের আযান ও নামায ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হয় না যতক্ষণ না, উভয়ের মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নাম বারবার উচ্চারিত হয়।

হযরত দাঊদ (আ)-কে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الاَيْدِ اِنَّه اَوَّابٌ - اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالاِشْرَاقِ - وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّه اَوَّابٌ -

"আর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ কর। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল" (সাদ ঃ ১৭-১৯)।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَاجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّالَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

"আমি দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীসকল! তোমরাও। আমি তার জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি কর এবং ওজনে পরিমাণ রক্ষা কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তার সম্যক দ্রষ্টা" (সাবা ঃ ১০-১১)।

তাফসীর গ্রন্থে আমরা দাউদ (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছি। দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমধুর। আল্লাহ্ পক্ষীকুলকে তাঁর অনুগত করেছিলেন। তাঁর সাথে পাখিরা তাসবীহ পাঠ করত। পবর্তমালাও তাঁর ডাকে সাড়া দিত এবং তাসবীহ পাঠ করত। তিনি বেশি বেশি যাবূর কিতাব পাঠ করতেন। এমনকি সফরকালে পথিমধ্যে বাহনকে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দিতেন এবং যাবূর কিতাব একটা পরিমাণ মত পাঠ করে পুনরায় বাহনে আরোহণ করতেন। হযরত দাউদ (আ) সর্বদা নিজের পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অপর দিকে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কণ্ঠস্বরও ছিল সুমধুর, যে মধুর সুরে তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হযরত জুবায়র ইব্ন মুতইম বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের নামাযে সূরা ওয়াততীন ওয়ায্‌যায়তূন পাঠ করেন, এইরূপ মধুর সুর আমি আর জীবনে শুনিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মজীদ তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন, যেভাবে আল্লাহ্ নির্দেশ করেছেন। দাউদ (আ)-এর সাথে পক্ষীকুল তাসবীহ করত তবে মূক পর্বতমালার তাসবীহ পাঠ করা তার চাইতে আশ্চর্যকর। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে কঙ্করসমূহ তাসবীহ পাঠ করেছিল। হাদীসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে ঃ ان الحصا سبح فى كف رسول الله। ইব্ন হামিদ এ হাদীসকে মা'রূফ ও মাশহূর বলে অভিহিত করেছেন। এমনিভাবে পাথর, বৃক্ষ ও মাটির ঢেলা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম জানাত। বুখারী শরীফে ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে রাখা খাদ্যদ্রব্যকে আমরা তাসবীহ পাঠ করতে শুনেছি। অন্য এক ঘটনায় বকরীর বিষ মিশ্রিত রান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলেছিল এবং তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে। গৃহ পালিত পশু, বন্যজন্তু এবং নিষ্প্রাণ পাথর ইত্যাদিও তাঁর নবুওতের সাক্ষ্য দান করেছে। এ প্রশঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এখন আমরা বলতে পারি যে, ক্ষুদ্র কঙ্কর থেকে তাসবীহ উচ্চারিত হওয়া পাহাড়-পর্বতের তাসবীহ পাঠ থেকে অধিকতর আশ্চর্যজনক। কেননা কঙ্করের কোন মুখ থাকে না। কিন্তু পাথরের মুখ ও গহ্বর থাকে। কারণ, পাহাড়-পর্বত জাতীয় জিনিসের মধ্যে সাধারণত শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। মদীনার আমীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলেছেন, তিনি যখন হারাম শরীফে ভাষণ দিতেন তখন পার্শ্ববর্তী আবূ কুবায়স পর্বতে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হত। তবে এতে তাসবীহ উচ্চারণ হত না। কেননা, পাহাড়ের তাসবীহ পড়াটা ছিল দাউদ (আ)-এর

মু'জিযা। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর হাতের মধ্যে পাথর কুচির তাসবীহ পড়া অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার।

হযরত দাঊদ (আ) নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও নিজের হাতের কামাই দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। যেমন, তিনি মক্কাবাসীদের মেষ-বকরী কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে মাঠে চরাতেন। তিনি বলতেন, এমন কোন নবী গত হননি, যিনি মেষ চরাননি ঃ ما من نبى الا وقد رعى الغنم। বিবি খাদীজার পক্ষে মুদারাবা পদ্ধতির (মূলধন একজনের এবং শ্রম অন্য জনের) ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সিরিয়া পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهٗ نَذِيْرًا ـ اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ـ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوْرًا ـ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً ...... وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلآَّ اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ـ

"তারা বলে— এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, তার নিকট কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না, যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারীরূপে। অথবা তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন কিংবা তার একটি বাগান নাই কেন, যা থেকে সে আহার করতে পারত ? সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখ, তারা তোমার কী সব উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই তারা আর সঠিক পথ পাবে না। ..... তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত" (ফুরকান ঃ ৭-২০)।

অর্থাৎ তিনি হাটে-বাজারে যেতেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন হালাল উপায়ে মুনাফা অর্জনের জন্যে। এরপর মদীনায় গেলে যখন জিহাদ আরম্ভ হয়, তখন থেকে তিনি কাফিরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমত ও 'ফায়' লব্ধ দ্রব্যাদি আহার করতেন, যা ইতিপূর্বে কখনও হালাল ছিল না। কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় থেকে তা হালাল করা হয়। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত ইব্ন উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ্ তরবারী দিয়ে পাঠিয়েছেন (অর্থাৎ যুদ্ধ দিয়ে) যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যতক্ষণ না এক ও লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমার রিয্ক রাখা হয়েছে বর্শার ছায়াতলে। আর আমার এ সুন্নাতের যারা বিরোধিতা করবে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অবমাননা। যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রেখে চলবে সে তাদের লোক বলেই গণ্য হবে ঃ

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد اللّٰه وحده لاشريك له ـ وجعل رزقى تحت ظل رمحى ـ وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ـ ومن تشبه بقوم فهو منهم ـ

দাঊদ (আ)-এর হাতে লোহা নরম হয়ে যেত, যেমন নরম হয় আটা। এ নরম লোহা দ্বারা তিনি দাঊদী বর্ম তৈরি করতেন, যা যুদ্ধের পোশাকরূপে ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে এরূপ করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ অর্থাৎ কড়াগুলোকে সমানভাবে আটকান এবং পরিমাণ মত করা, যাতে আক্রমণের সময় আত্মরক্ষা হয়। বুখারী শরীফে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ -

"আমি তোমাদের কল্যাণার্থে তাকে বর্ম নির্মাণ শিখিয়েছিলাম, যাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আক্রমণ থেকে তা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না"? (আম্বিয়া ঃ ৮০)।

জনৈক কবি মু'জিযা প্রসঙ্গে কত সুন্দরই না বলেছেন ঃ

نسيج داؤد ما حمى صاحب الغا * ر وكان الفخار للعنكبوت

"অর্থাৎ হযরত দাঊদ (আ)-এর বর্ম গুহাবাসী [(হযরত মুহাম্মদ (স)]-কে রক্ষা করেনি, বরং এর জন্য কোন গৌরব থাকলে তা কেবল মাকড়াসারই আছে"। বস্তুত দাঊদ (আ)-এর হাতে লোহা নরম হওয়া এটা ছিল তার একটি মু'জিযা। পক্ষান্তরে সীরাত প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, চতুর্থ কিংবা পঞ্চম হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের সময় খন্দক খননকালে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাহাবাগণ শত চেষ্টা করেও তার কিছুমাত্র ভাংতে পারেননি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে যান। তখন ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। তিনি শিলাখণ্ডে তিনটি আঘাত করেন। প্রথমবার আঘাত করলে তার থেকে এক আলো বিদুরিত হয়, যার ঔজ্জ্বল্যে সিরিয়ার পাকা ভবনাদি দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় বারের আঘাতে পারস্যের হর্ম্যরাজি উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এরপর তৃতীয়বার আঘাত করলে শিলাখণ্ডটি বালির ঢিলার ন্যায় গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিলা পাথর যার উপর কোন কিছুই কার্যকরী হয় না, এমন কি আগুনও যাকে নরম করতে পারে না, তা ধূলা-বালির ন্যায় ঝরে পড়া দাঊদ (আ)-এর পাথর নরম হওয়ার থেকে অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা। কেননা লোহা আগুন দ্বারা নরম করা যায়। কবি বলেছেন ঃ

فَلَوْ اَنَّ مَاعَالَجْتَ لِيْنَ فُؤَادِهَا * بِنَفْسِىْ لَلَانَ الْجَنْدَلُ الصَّلَدُ

"অর্থাৎ তুমি সেই প্রেমিকার অন্তর বিগলিত করার জন্যে যে চেষ্টা-সাধনা করেছ, সেরূপ চেষ্টা চালালে বিশাল শক্ত পাথরও গলে যেত"। পাথরের চাইতে অন্য কোন জিনিস যদি বেশি শক্ত ও কঠিন থাকত তাহলে কবি এখানে সেই জিনিসেরই উল্লেখ করতেন।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً -

"এর পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, এ যেন পাথর কিংবা তার চাইতেও কঠিন" (বাকারা ঃ ৭৪)।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ـ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ـ

"হে নবী! বলে দাও যে, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা অথবা এমন কিছু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন" (ইসরা ঃ ৫০-৫১)।

উক্ত আয়াত দু'টিতে লোহা ও পাথরের উল্লেখ করা হয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্যে। তাফসীরে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার সংক্ষিপ্তসার এই ঃ সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতার সময়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় লোহা পাথর অপেক্ষা অধিক কার্যকর, যতক্ষণ না তা আগুনে গরম করা হয়। যখন আগুনে দেওয়া হয় তখন লোহা আগুনের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে; কিন্তু পাথর তা গ্রহণ করে না।

আবূ নু'আয়ম বলেন, দাঊদ (আ)-এর জন্যে লোহা নরম করে দেয়া হয়, যা দিয়ে তিনি কড়ামুক্ত পূর্ণাঙ্গ বর্ম তৈরি করতেন। এ বিষয়ে নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁর জন্যেও পাথর ও কঠিন শিলাকে নরম করা হয়েছে। যেমন উহুদ যুদ্ধের দিন পাথর নরম হয়ে গুহায় পরিণত হয় এবং তিনি তাতে আত্মগোপন করেন, যাতে করে মুশরিকরা দেখতে না পায়। ঐ দিন তিনি মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে পাহাড়ের দিকে যান। তখন পাহাড় নরম হয়ে যায় এবং তিনি তাতে মাথা ঢুকিয়ে দেন, এটা অধিকতর আশ্চর্যজনক। কেননা, আগুন লোহাকে নরম করে থাকে। কিন্তু পাথরকে কখনও নরম করতে দেখা যায় না। আবূ নু'আয়ম বলেন, ঐ স্থানটি এখনও সেইরূপই আছে। দর্শকগণ তা দেখে থাকেন। আবূ নু'আয়ম আরও উল্লেখ করেছেন, মক্কার কোন একটি গিরিপথে বিশাল এক পাথর ছিল। পাথরটি ছিল পাহাড়েরই অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে দিকে যান। তখন পাথরটি নরম হয়ে যায়। তিনি তার বাহুদ্বয় দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তা নীচের দিকে সরিয়ে দেন। মক্কায় এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। হাজীরা তা দেখতে গিয়ে থাকেন। এ ছাড়া যে রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মি'রাজে যান, সে রাতে একটি পাথর তাঁর জন্যে আটার খামিরের মত নরম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে তার বাহন বুরাক বেঁধে রাখেন। বর্তমান কালেও লোকে ঐ স্থানটি বকরতের জন্যে স্পর্শ করে থাকে। কিন্তু আবূ নু'আয়ম কর্তৃক উহুদ যুদ্ধের ও মক্কার গিরিপথের পাথরের ঘটনা দু'টি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের সম্ভবত তিনি অতীত কোন বর্ণনার উপর নির্ভর করে তা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন প্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থে এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে পাথরের সাথে বাহন বাঁধার ঘটনা সঠিক এবং বেঁধেছিলেন জিবরাঈল (আ) নিজে। সহীহ্ মুসলিমে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এরপর থাকে দাঊদ (আ)-কে প্রজ্ঞা ও চূড়ান্ত বাগ্মিতা দানের কথা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মুহাম্মদ (সা)-কে যে হিকমত-প্রজ্ঞা ও শরীআত দান করা হয়, তা ছিল পূর্ববর্তী সকল নবীদের প্রজ্ঞা ও শরীআতের তুলনায় অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। কেননা পূর্বের নবীগণের সকল উত্তম গুণাবলী শেষ নবীকে দান করা হয়েছে। তাঁকে অধিক মর্যাদা ও পূর্ণতা দেয়া হয়েছে। তাঁকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اوتيت جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصارا ـ "অর্থাৎ সকল বিষয়ে বাক্যাবলী অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলার শক্তি আমাকে দান করা হয়েছে এবং অল্প কথায় অধিক

অর্থ প্রকাশ করার মত প্রজ্ঞা আমাকে দেয়া হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল জাতির মধ্যে আরব জাতিই বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠ। আর নবী করীম (সা) ছিলেন আরব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মি। তিনি ছিলেন সকল উত্তম গুণাবলীর আধার।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)-কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ - وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ - وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ - هٰذَا عَطَاءُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ - وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ -

অর্থাৎ "তখন আমি বায়ুকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত, যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। এগুলো আমার অনুগ্রহ। অতএব, এগুলো কাউকে দিতেও পার কিংবা নিজের জন্যে রাখতেও পার– এর কোন হিসাব দিতে হবে না। নিশ্চয় তার জন্যে রয়েছে আমার কাছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণতি" (সাদ ঃ ৩৬-৪০)।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَالِمِيْنَ - وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ -

"এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, যা তার আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ রেখে দিয়েছি। সব বিষয়েই আমি সম্যক অবগত রয়েছি এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্যে ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত, তাদের প্রতি আমি সর্তক দৃষ্টি রাখতাম" (আম্বিয়া ঃ ৮১-৮২)।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَ مَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ - يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَايَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ - اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ -

"আর আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝর্ণা প্রবাহিত

করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার, কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ" (সাবা ঃ ১২-১৩)।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনা সুলায়মান (আ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে এবং তাফসীরে উল্লেখ করেছি। ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইব্ন হিব্বান ও হাকিম নিজ নিজ কিতাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ শেষে আল্লাহ্র নিকট তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেন; ১. আল্লাহ্র নিকট এমন হিকমত প্রার্থনা করেন, যা তাঁর হুকুমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ঃ سأل الله حكما يوافق حكمه, ২. এমন বিশাল এক রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করেন, যেরূপ রাজ্য পরে আর কারও হবে না ঃ وملكا لاينبغى لاحد من بعده, ৩. এই মাসজিদে যে কেউ প্রবেশ করবে, সে যেন তার গোনাহ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে যায় যেমন পাক থাকে নবজাত শিশু ঃ وانه لايأتى هذ المسجد احد الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه

হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্যে বায়ুকে অনুগত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে যা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে আছে আহযাব যুদ্ধ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বাণীঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যা তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন" (আহযাব ঃ ৯)।

মুসলিম শরীফে শু'বা ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমাকে পুবের হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে; আর 'আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে ঃ نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدَّبور মুসলিম শরীফে আ'মাশ ..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই এসেছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমাকে এক মাসের দূরত্ব থেকে অনুভূত হয় এমন প্রতিটি শক্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে ঃ نصرت بالرعب مسيرة شهر অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কাফির গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে সংকল্প করতেন তখন তথায় পৌঁছাবার একমাস পূর্বেই আল্লাহ্ শত্রুদের অন্তরে ভয়-ভীতির উদ্রেক করে দিতেন; সে স্থান যদিও এক মাসের দূরত্বে হোক না কেন। এ ব্যবস্থা হযরত সুলায়মানের বায়ুর সাহায্যে সকালে একমাস ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করার সাথে তুলনীয়। এ ব্যবস্থা বরং সাহায্য সমর্থন, সাহস সৃষ্টি ও বিজয়ের জন্যে অধিকতর কার্যকর। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,

বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা জানালে আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে সেখান থেকে মেঘ তাড়িয়ে এনে প্রার্থিত স্থানে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করত। আবূ নু'আয়ম উল্লেখ করেছেন, যদি বলা হয়, বায়ুকে সুলায়মান (আ)-এর অধীন করে দেয়া হয়েছিল, ফলে বায়ুর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতেন, সকালে এক মাসের পথ এবং বিকেলে এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন। তবে আমরা বলব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা প্রদান করা হয়েছে তা আরও বিরাট ও আরও ব্যাপক। কেননা তিনি এক রাত্রে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে যান, যা ছিল এক মাসের দূরত্ব, সেখান থেকে উর্ধ্বজগতে গমন করেন, যা ছিল পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্ব। এ সফর সমাপ্ত করতে সময় লেগেছিল রাত্রের মাত্র এক-তৃতীয়াংশেরও কম। তিনি এক আসমান থেকে অন্য আসমানে যান। সেখানকার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেন। জান্নাত ও জাহান্নাম ঘুরে ঘুরে দেখেন। সকল উম্মতের আমলনামা সেখানে তাঁকে দেখান হয়। নবীদের সাথে ও আসমানী ফেরেশতাদের সাথে সালাত আদায় করেন। সকল প্রকার পর্দা তাঁর থেকে তুলে নেয়া হয়, একই রাত্রে এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়া অধিকতর বিস্ময়কর নয় কি?

এবার আমরা জিনকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অধীনস্থ করা সম্পর্কে আলোচনা করব। অধীনস্থ জিনরা সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশমত বিভিন্ন রকম কাজ করত। যেমন প্রাসাদ নির্মাণ, ভাস্কর্য তৈরি, হাউযের ন্যায় বড় বড় পাত্র ও বৃহদাকার সুদৃঢ় ডেগ তৈরি করা। এর মুকাবিলায় আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুকাররাব ফেরেশতা পাঠিয়ে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন, যথা বদর, উহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধে এবং অন্যান্য সময়ে। আর এটা জিনকে বশ করার চাইতে অধিকতর গুরুত্ব ও বিস্ময়কর সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমরা আগেই যথাস্থানে করে এসেছি। ইব্ন হামিদও এ বিষয়ে তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, গত রাত্রে একটা দুষ্ট জিন আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (অথবা অন্য শব্দে তিনি একথা বলেছেন) তার উদ্দেশ্য ছিল আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর আধিপত্য দেন। তখন আমি চেয়েছিলাম যে, তাকে মসজিদের কোন এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকালবেলা লোকজন তাকে দেখতে পায়। এ সময়ে আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর একটি দু'আর কথা স্মরণ পড়ে। অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দিন, যা আমার পরে আর কারও হবে না"। রাবী বলেন, এরপর আল্লাহ্ সে জিনকে অপদস্থ করে তাড়িয়ে দেন। এটা হল বুখারীর বর্ণনা। মুসলিম শরীফে আবুদ দারদা থেকে প্রায় এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের শব্দ এরূপ ঃ ..... তারপর আমি তাকে ধরার ইচ্ছে করলাম। আল্লাহ্র কসম, আমাদের ভাই সুলায়মান (আ)-এর প্রার্থনা যদি না থাকত, তাহলে সকালবেলা মদীনার বালকরা তাকে নিয়ে খেলা করত। এ হাদীসই ইমাম আহমদ উত্তম সনদে হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ফজরের নামাযের জন্যে দাঁড়ান। তিনি তখন তাঁর পিছনে ছিলেন। নামাযে তাঁর কিরাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। নামায শেষে তিনি বললেন, তোমরা ইবলীসের সাথে আমার অবস্থাটা দেখতে পেতে। আমি হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলি এবং তার গলা চেপে ধরি।

এক পর্যায়ে তার মুখের ঠাণ্ডা লালা আমার হাতের এই দুই আঙ্গুলে অনুভব করি অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল ও তার পাশের আঙ্গুল। যদি আমার ভাই সুলায়মানের দু'আ না থাকত, তাহলে সকালবেলা মসজিদের কোন এক খুঁটির সাথে সে বাঁধা থাকত। আর মদীনার বালকরা তাকে নিয়ে খেল-তামাশা করত। সকল সহীহ্, হাসান ও মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন রমযান মাসের আগমন হয়, তখন জান্নাতের সকল দ্বার খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ রাখা হয়। এক বর্ণনায় আছে যে, দুষ্ট জিনদেরকে আটক রাখা হয়। এ হচ্ছে সেই বরকত, যা রমযানের সিয়াম ও কিয়ামের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করা হয়েছে। সম্মুখে হযরত ঈসা (আ)-এর অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়ার আলোচনায় দেখান হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আয় একজন মুসলিম জিন রোগমুক্ত হয় এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে ও তার ভয়ে জিনদের দল থেকে বের হয়ে আসে। অন্য এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা একদল জিনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তারা কুরআন শ্রবণ করে ঈমান আনে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে। তারপর তারা নিজ কওমের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে দীনে মুহাম্মদী কবূল করার আহ্বান জানায় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু মানুষ ও জিন উভয় জাতির নবী ছিলেন, তাই বিপুল সংখ্যক জিন ঈমান গ্রহণ করে এবং একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে– যেমন আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি। তিনি তাদেরকে সূরা আর-রাহমান পাঠ করে শুনান এবং তাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান পোষণ করবে তাদেরকে জান্নাতের আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে জাহান্নামের সংবাদ জানিয়ে দেন। তিনি জিনদের খাদ্য ও তাদের প্রাণীদের খাদ্য সম্পর্কে শরীআতের বিধানও বাতলে দেন।

এ থেকে বুঝা গেল যে, জিনদের জন্যে যা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক তা তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আবূ নু'আয়ম লিখেছেন, একবার এক দৈত্য সাহাবাদের এক কাফেলার খুরমা চুরি করে। তারা দৈত্যটিকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছিল না। তার ভয় হল যে, রাসূলের নিকট নিয়ে গেলে তার হাত কাটা যাবে। এর বিনিময়ে সে সাহাবাদেরকে শিখিয়ে দিল যে, আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে তার কাছে কোন শয়তান আসতে পারে না। আমরা এর সনদ ও শব্দসহ তাফসীর গ্রন্থে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। আবূ নু'আয়ম এই প্রসঙ্গে বহু ক্ষেত্রে আবূ জাহলের কবল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিবরাঈলের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেছেন, যার বিবরণ আমরা সীরাতুন নবীতে উল্লেখ করেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে ও বামে থেকে জিবরাঈল ও মীকাঈলের সাহায্যের কথাও বর্ণনা করেছেন।

যদি বলা হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-কে তার পিতার ন্যায় নবুওত ও বাদশাহী একত্রে দান করা হয়েছিল, তবে আমরা বলব, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবুওত ও বাদশাহী কিংবা তাঁর গোলামী ও রিসালাতের যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন : ملكا نبيا او عبدا رسولا রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে জিবরাঈলের নিকট পরামর্শ চান। জিবরাঈল বিনয় প্রকাশের দিকে ইংগিত করেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ্ গোলামী ও রাসূল হওয়াকে পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এক পর্যায়ে তার মুখের ঠাণ্ডা লালা আমার হাতের এই দুই আঙ্গুলে অনুভব করি অর্থাৎ বুড়ো আঙ্গুল ও তার পাশের আঙ্গুল। যদি আমার ভাই সুলায়মানের দু'আ না থাকত, তাহলে সকালবেলা মসজিদের কোন এক খুঁটির সাথে সে বাঁধা থাকত। আর মদীনার বালকরা তাকে নিয়ে খেল-তামাশা করত। সকল সহীহ্, হাসান ও মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন রমযান মাসের আগমন হয়, তখন জান্নাতের সকল দ্বার খুলে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ রাখা হয়। এক বর্ণনায় আছে যে, দুষ্ট জিনদেরকে আটক রাখা হয়। এ হচ্ছে সেই বরকত, যা রমযানের সিয়াম ও কিয়ামের ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করা হয়েছে। সম্মুখে হযরত ঈসা (আ)-এর অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়ার আলোচনায় দেখান হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আয় একজন মুসলিম জিন রোগমুক্ত হয় এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে ও তার ভয়ে জিনদের দল থেকে বের হয়ে আসে। অন্য এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা একদল জিনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তারা কুরআন শ্রবণ করে ঈমান আনে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে। তারপর তারা নিজ কওমের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে দীনে মুহাম্মদী কবূল করার আহ্বান জানায় এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেহেতু মানুষ ও জিন উভয় জাতির নবী ছিলেন, তাই বিপুল সংখ্যক জিন ঈমান গ্রহণ করে এবং একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে– যেমন আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি। তিনি তাদেরকে সূরা আর-রাহমান পাঠ করে শুনান এবং তাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান পোষণ করবে তাদেরকে জান্নাতের আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করবে তাদেরকে জাহান্নামের সংবাদ জানিয়ে দেন। তিনি জিনদের খাদ্য ও তাদের প্রাণীদের খাদ্য সম্পর্কে শরীআতের বিধানও বাতলে দেন।

এ থেকে বুঝা গেল যে, জিনদের জন্যে যা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক তা তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আবূ নু'আয়ম লিখেছেন, একবার এক দৈত্য সাহাবাদের এক কাফেলার খুরমা চুরি করে। তারা দৈত্যটিকে ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সে কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছিল না। তার ভয় হল যে, রাসূলের নিকট নিয়ে গেলে তার হাত কাটা যাবে। এর বিনিময়ে সে সাহাবাদেরকে শিখিয়ে দিল যে, আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে তার কাছে কোন শয়তান আসতে পারে না। আমরা এর সনদ ও শব্দসহ তাফসীর গ্রন্থে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। আবূ নু'আয়ম এই প্রসঙ্গে বহু ক্ষেত্রে আবূ জাহলের কবল থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিবরাঈলের সাহায্য করার কথা উল্লেখ করেছেন, যার বিবরণ আমরা সীরাতুন নবীতে উল্লেখ করেছি। তিনি এ প্রসঙ্গে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে ও বামে থেকে জিবরাঈল ও মীকাঈলের সাহায্যের কথাও বর্ণনা করেছেন।

যদি বলা হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-কে তার পিতার ন্যায় নবুওত ও বাদশাহী একত্রে দান করা হয়েছিল, তবে আমরা বলব, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নবুওত ও বাদশাহী কিংবা তাঁর গোলামী ও রিসালাতের যে কোন একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন ঃ ملكا نبيا او عبدا رسولا রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে জিবরাঈলের নিকট পরামর্শ চান। জিবরাঈল বিনয় প্রকাশের দিকে ইংগিত করেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ্ গোলামী ও রাসূল হওয়াকে পছন্দ করেন। হযরত আয়েশা ও ইব্ন আব্বাস এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর এ কথা সত্য যে, রিসালাতের মর্যাদা অধিকতর মর্যাদার। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যমীনের ধনরত্ন পেশ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, আমি যদি চাইতাম তাহলে আল্লাহ্ আমার জন্যে পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু আমার কাছে এটাই পছন্দনীয় যে, একদিন তৃপ্তিসহকারে আহার করব আর একদিন অনাহারে থাকব। তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থে এ সবকিছুই আমরা সনদ ও দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি।

আবূ নু'আয়ম আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম। এ অবস্থায় আমার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি উপস্থিত করা হয় এবং আমার হাতে রেখে দেয়া হয়। হুসায়ন ইব্ন ওয়াকিদ ..... জাবির (রা) সূত্রে মারফূ'ভাবে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, একদা জিবরাঈল (আ) মখমলের লেবাস পরে সাদা-কালো ডোরা রংয়ের একটি ঘোড়া নিয়ে হাজির হন। তার উপর ছিল বিশ্ব জাহানের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জি, যা আমাকে দেওয়া হয়। কাসিম ...... আবূ লুবাবা সূত্রে মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, একবার আল্লাহ্ আমার জন্যে প্রস্তরময় মক্কার ভূ-খণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করে দিতে চাইলেন। আমি বললাম, ইয়া রব! আমি বরং এটাই চাই যে, একদিন আহার করব এবং আর একদিন অনাহারে কাটাব। যে দিন অনাহারে ক্ষুধার্ত থাকব সে দিন আপনার নিকট আবেদন পেশ করব। আর যে দিন আহার করব সে দিন আপনার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

আবূ নু'আয়ম বলেন ঃ যদি বলা হয় যে, সুলায়মান (আ) পাখি ও পিঁপড়ার ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ "সুলায়মান বলেছিলেন, হে লোকসকল! আমাকে পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে" (নামল ঃ ১৬)।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حَتَّى اِذَا اَتَوْا عَلَى وَادِى النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاَيُّهَا النَّمْلَةُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لاَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ - وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ - فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا -

"যখন তারা পিঁপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিঁপড়া বলল, হে পিঁপড়ার দল! তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে ঢুকে পড়, তা না হলে সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষে ফেলবে। তার কথা শুনে সুলায়মান মুঁচকি হাসলেন" (নামল ঃ ১৮-১৯)।

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমরা বলতে পারি যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও এরূপ ক্ষমতা বা তারও অধিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। যেমন আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রাসূল (সা)-এর সাথে গৃহ পালিত পশু, হিংস্র প্রাণী, মেষ, গাধা ও বৃক্ষ কথা বলেছেন, কংকর ও পাথর তাসবীহ পড়েছে। তিনি এগুলোকে আহ্বান করেছেন এবং তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, নেকড়ে তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাঁর আনুগত্যে পাখিরা তাসবীহ পাঠ করেছে। বনের হরিণী অভিযোগ পেশ করেছে। গুঁই সাপ কথা বলেছে ও নবুওতের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ জাতীয় বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ সবের বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, সেই যে বিষ মিশান

রান্না করা বকরীর রান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষের কথা বলে দিয়েছিল, পরে যে লোক বিষ মিশিয়েছিল সেও তা স্বীকার করেছিল। সে এ কথাও বলেছিল, হে খুযায়ী গোত্রের আমর ইব্ন সালিম! এই মেঘমালাও তোমার সাহায্যের জন্যে দু'আ করবে। একথা তখন বলেছিল, যখন সে ঐ কাছীদা পাঠ করেছিল, যার মাধ্যমে বনূ বকরের বিরুদ্ধে সে সাহায্য চেয়েছিল। যে বনূ বকর হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভেঙ্গে ফেলেছিল এবং তাই ছিল মক্কা বিজয়ের কারণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি সেই পাথরটি চিনি, যে পাথরটি মক্কায় থাকাকালে আমাকে সালাম করত। যখন আমি নবুওতপ্রাপ্ত হইনি। এখনও তা আমি চিনতে পারি। এই সালাম দেয়া যদি পাথরের স্বভাবগত ভাষায় হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা বুঝে থাকেন, তবে এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার বটে, বরং পাখির ও পিঁপড়ার ভাষা বুঝার চাইতে পাথরের ভাষা বুঝা কঠিনতর। কেননা, পাথর হল জড় পদার্থ আর পাখি ও পিঁপড়া হচ্ছে প্রাণী। আর যদি পাথরের সালাম দেওয়া প্রকাশ্যভাবে মানুষের শব্দে হয়ে থাকে এবং এটার সম্ভাবনাই বেশি, তাহলে তো এটা হবে আরও অধিক বিস্ময়ের ব্যাপার। যেমন হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আমি মক্কার কোন এক গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম, যখনই কোন পাথর, বৃক্ষ বা মাটির ঢিলা তিনি অতিক্রম করছিলেন তখনই তারা বলে উঠছিল ঃ "আস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্"। এ সালামের শব্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আলী উভয়েই স্পষ্টভাবে শুনেছেন। আবূ নু'আয়ম লিখেছেন, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ..... খালিদ ইব্ন মুআল্লাত থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বরে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন কাল বর্ণের একটি গাধা এসে হাজির হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কে তুমি ? তখন সে উত্তর দিল, আমি আমর ইব্ন ফিহ্রান। আমরা ছিলাম সাত ভাই। আমরা প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী নবীদের বাহন ছিলাম এবং আমি তাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। আপনার বাহন হিসেবে আমাকেই নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু আমার মালিক জনৈক ইয়াহূদী। যখনই আপনার কথা আমার স্মরণে আসে খুব মারপিট করে ও কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তো ইয়াকূব। এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও মুনকার পর্যায়ের। ইব্ন আবূ হাতিম স্পষ্টভাবে একে মুনকার বলেছেন। আর এটা বর্ণনার কোন দরকারই নেই। কেননা, উপরে যে সব সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোই আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযাসমূহ

হযরত ঈসা (আ)-কে মাসীহ বলা হয়। এরূপ বলার কারণ বিভিন্নজনে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যথা ঃ

১. তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েই মাটি স্পর্শ করেন।

২. ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর পা মাটি স্পর্শ করে।

৩. মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর দেহে তৈল মাখা ছিল।

৪. জিবরাঈল (আ) তাঁকে বরকতের হাতে স্পর্শ করেন।

৫. আল্লাহ্ তাঁর সকল গোনাহ মুছে ফেলেছিলেন।

৬. তিনি যাকেই স্পর্শ করতেন সেই ভাল হয়ে যেত।

হাফিয আবূ নু'আয়ম তাঁর কিতাবে এসব কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই কেবল নারী থেকেই আল্লাহ্র এক কালিমা বলে সৃষ্টি হয়েছেন যেরূপ হাওয়া সৃষ্টি হয়েছিলেন নারী ছাড়াই পুরুষ থেকে এবং আদম সৃষ্টি হয়েছেন নারী পুরুষ উভয়কে ছাড়া। বস্তুত আদমকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে-অর্থাৎ মাটিকে বললেন, হয়ে যাও, অমনি তাই হয়ে গেল। ঠিক এভাবেই ঈসা (আ) সৃষ্টি হয়েছেন আল্লাহ্র এক কালিমা দ্বারা এবং মরিয়মের প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর এক ফুঁ থেকে। হযরত ঈসা ও তাঁর মায়ের এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর জন্মলগ্নে ইবলীস মালউন হিজবের কাছে গিয়ে তাকে খোঁচা দিতে চেয়েছিল, তা না পেরে পর্দায় খোচা দিয়েছিল। বুখারী ও মুসলিমে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসার আর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি জীবিত, মরেননি। বর্তমানে সশরীরে প্রথম আসমানে অবস্থান করছেন। কিয়ামতের পূর্বে দামিশকের পূর্ব পার্শে অবস্থিত শুভ্র মিনারায় অবতরণ করবেন। তখন পৃথিবী ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমনিভাবে পূর্ণ থাকবে তার পূর্বে যুলুম ও অত্যাচারে। তিনি এই মুহাম্মদী শরীআত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইনতিকাল করবেন এবং নবীর কুঠরিতে তার দাফন হবে। ইমাম তিরমিযী ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত ঈসার জীবনীতে আমরা এর বিশদ আলোচনা করেছি।

আল্লামা ইব্ন যামলিকানী বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর যতগুলি মু'জিযা ছিল, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা হল মৃতকে জীবিত করা। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনে এরূপ জড় পদার্থকে জীবিত করার ঘটনা প্রচুর। আর জড় পদার্থকে জীবিত করা তো আরও বেশি আশ্চর্যের বিষয়। বিষযুক্ত মাংস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলেছে।

এ ধরনের জীবিত করা মৃত মানুষকে জীবিত করার চাইতে একাধিক কারণে বেশি বিস্ময়কর। প্রথমত এটা হল একটা প্রাণীর অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে কেবল একটা অংশকে জীবিত করা, অথচ এ অংশটা শরীরের সাথে লাগা থাকলে তখনও এটা মু'জিযা হত। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা একটা প্রাণীর অন্যান্য অংশ মৃত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও কেবল একটা অংশকেই জীবিত করা হয়; তৃতীয়ত তিনি এই অংশকে জীবিত করার সাথে সাথে তাতে উপলব্ধি ও জ্ঞান সঞ্চার করে দিয়েছেন, অথচ এই মাংস খণ্ড এমনই এক প্রাণীর, যা তার জীবিতকালে জ্ঞানও রাখত না এবং কথাও বলতে পারত না। মাংশকে জীবন দানের ঘটনা হযরত ইবরাহীম কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার পাখির মধ্যে জীবন দানের ঘটনা থেকেও আশ্চর্যের বিষয়। আমি বলতে চাই যে, যে পাথরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করেছে তার মধ্যে জীবন, উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রবেশ করা কোন প্রাণীকে জীবিত করার চেয়ে মু'জিযা হিসেবে অধিক প্রমাণবহ। কেননা প্রাণীর মধ্যে কোন এক সময়ে জীবন ছিল, কিন্তু জড় পাথরের মধ্যে কোন প্রকার জীবন পূর্বে ছিল না। পাথর, মাটির ঢিবি, বৃক্ষলতার সালাম করা, রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া এবং শুষ্ক খেজুর কাণ্ডের বিড়বিড় করে কাঁদা (استون حنانه) এ পর্যায়েই পড়ে।

ইব্ন আবুদ দুনিয়া একটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি সেই সব লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা মৃত্যুবরণ করার পরে আবার জীবিত হয়েছে। এ পর্যায়ের বহু ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক অসুস্থ্য আনসার ভাইকে দেখতে গেলাম। তখনও তিনি জ্ঞান হারাননি। আমাদের উপস্থিতিতেই তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁর গায়ের উপর চাদর টেনে দিলাম এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সোজা করে দিলাম। তার বৃদ্ধা মা তার শিয়রের কাছেই বসা ছিলেন। আমাদের একজন তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে বলল, ওহে আল্লাহ্‌র বান্দী! তোমার এ মুসীবতের জন্যে ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহ্‌র নিকট ছওয়াবের আশা রাখ। বৃদ্ধা বললেন, তার মানে? আমার ছেলে কি মারা গেছে? আমরা বললাম, জ্বী হাঁ। বৃদ্ধা বললেন, তোমরা কি সত্য কথা বলছ? আমরা বললাম, জ্বী হাঁ। এ কথা শুনে তিনি হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আপনার রাসূলের নিকট হিজরত করে এসেছি এ আশা নিয়ে যে, ছোট-বড় সকল মুসীবতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। হে আল্লাহ্! আজকের এ মুসীবত আমার উপর চাপিয়ে দেবেন না। হযরত আনাস বলেন, এ মৃত আনসার তখন মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন। আমরা তার সাথে একত্রে পানাহার করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলাম। 'দালাইলুন নুবুওত' অধ্যায়ে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এসেছি (আলা ইব্‌ন হাযরামীর তুফানের আশ্চর্যজনক ঘটনারও উল্লেখ করা হয়েছে)। আমাদের শায়খও এর অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকীও তাঁর কিতাবে এ ঘটনা ভিন্ন সূত্রে সালিহ্ ইব্‌ন বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ্ ছিলেন বসরার একজন বড় আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। তবে ছাবিত থেকে তাঁর বর্ণনায় আনাসের এ হাদীসে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। বায়হাকীর বর্ণনায় আছে যে, তাঁর মা ছিলেন বৃদ্ধা ও অন্ধ। বায়হাকী ঈসা ইব্‌ন ইউনুস সূত্রে এ হাদীসের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপস্থিতিতেই এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এ সনদের সকল বর্ণনকারীই নির্ভরযোগ্য। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন ও আনাসের মধ্যে সনদের বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

আর এক ঘটনা

হাসান ইব্‌ন আরাফা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস সূত্রে ..... আবূ সাবরা আন-নাখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক লোক ইয়ামান থেকে আগমন করে। পথিমধ্যে তার বাহনের গাধাটি মারা যায়। তখন সে উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়ে দু'আ করল, হে আল্লাহ্! আমি শহর ছেড়ে এসেছি আপনার পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের বুক ভরা আশা নিয়ে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি মৃতকে যিন্দা করেন এবং কবরবাসীদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আজ আমাকে কারও করুণার পাত্র বানাবেন না। আপনার কাছে যাঞ্চা করছি, আমার গাধাটিকে জীবিত করে দিন! এ দু'আর পর গাধাটি কান নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। বায়হাকী এর সনদ সহীহ্ বলেছেন। আর এ জাতীয় ঘটনা শরীআত প্রণেতারই অনন্য মু'জিযা। ইমাম বায়হাকী ও ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া উভয়েই ইসমাঈল সূত্রে শাবী থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। শা'বী বলেন, ঐ গাধাটি আমি কূফা নগরীতে বিক্রি হতে দেখেছি, কিংবা ওটা সেখানে বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া ভিন্ন আর এক সূত্রেও এটা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাবের আমলে। ঐ লোকের স্ব-গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি বলছে ঃ

وَمِنَّا الَّذِىْ اَحْىَ الْاِلٰهُ حِمَارَهُ * وَقَدْ مَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضْوٍ وَمَفْصِلِ

আমাদের মধ্যে রয়েছেন এমন এক মহান ব্যক্তি যাঁর গাধার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু কবলিত হওয়ার পর আল্লাহ্ আবার সেটাকে জীবিত করে দেন।

হযরত যায়দ ইব্ন খারিজার ঘটনা—মৃত্যুর পরে কথাবার্তা বলাও রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর সিদ্দীক, উমর ও উসমানের সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান একটি প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচারিত ঘটনা। বেশ কয়টি বিশুদ্ধ সূত্রে এটি বর্ণিত। ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে কাবীরে' লিখেছেন, যায়দ ইব্ন খারিজা আল খাযরাজী আল আনসারী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি মৃত্যুর পরে কথা বলেছিলেন। হাকিম তার 'মুসতাদরাকে' এবং বায়হাকী তার 'দালাইলে' আতাবি সূত্রে ..... সাঈদ ইবনুল মুসায়ইব থেকে বর্ণনা করেন, যায়দ ইব্ন খারিজা আল আনসারী হযরত উসমানের যুগে ইনতিকাল করেন। কাপড়ে তাঁকে জড়িয়ে রাখা হল। পরে লোকজন তার বুকের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেল। এরপর তিনি কথা বললেন; আহমদ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের দ্বারা সত্যায়িত। আবূ বকর নিজের ব্যাপারে দুর্বল, কিন্তু দীনের ব্যাপারে শক্ত, প্রথম কিতাবে সত্য সঠিক রয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব অত্যন্ত শক্তিশালী। উসমান ইব্ন আফফান তাঁদের পদ্ধতির অনুসারী তাঁর চার বছর অতীত হয়েছে, আর দু'বছর অবশিষ্ট রয়েছে। ফিত্না সমাগত। শক্তিমান দুর্বলকে খেয়ে ফেলবে, কিয়ামত আসন্ন। শ্রীঘ্রই তোমাদের সৈন্য বাহিনীর মধ্য থেকে কল্যাণ বিদায় নেবে। ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন, বনূ হুতামার এক লোক মারা যায়। তাকে কাফন পরান হল। এরপর তার বুকের ভিতর কম্পনের শব্দ শোনা গেল। তারপর সে এই কথা বললো যে, বনূ হারিছ ইব্ন খাযরাজের লোকটি সত্য সত্য। ইব্ন আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকীও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে ভিন্ন সূত্রে এবং বিশদভাবে, বায়হাকী এ বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, সহীহ্ বর্ণনা মতে বেশ কিছু লোকের মৃত্যুর পর কথাবার্তা বলার ঘটনা প্রমাণিত আছে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, খন্দকের যুদ্ধকালে হযরত জাবিরের বাড়িতে একটি ছোট ছাগল ছানা ও সামান্য যবের ছাতু দ্বারা এক হাজার লোক আহার করছিলেন। হাফিয মুহাম্মদ ইবনুল মুনযির যিনি 'য়াশকূর' নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তাঁর 'কিতাব আল গারাইব ওয়াল আজাইবে' সনদসহ লিখেছেন যে, খাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত ছাগল ছানাটির হাড্ডি একত্রিত করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করায় তা সাবেক অবস্থায় জীবিত হয়ে যায় এবং জাবিরের বাড়িতে তা রেখে আসা হয়।

আমাদের শায়খ বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর একটি মু'জিযা পাগলকে নিরাময় করা। আমাদের নবী করীম (সা) ও পাগল লোককে নিরাময় করেছেন। তবে হযরত ঈসা (আ) পাগল লোককে নিরাময় করেছেন এমন কোন বিশেষ ঘটনা আমাদের জানা নেই। অবশ্য তিনি জন্মান্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি ঐ যুগের সকল রোগ-ব্যাধি নিরাময় করে দিতেন। ইমাম আহমদ ও হাফিয বায়হাকী ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ইয়া'লা ইব্ন মুর্রা থেকে বর্ণনা করেছেন। জনৈকা মহিলা তার এক শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে নিয়ে আসে। শিশুটি ছিল এমন বদ্ধ পাগল, যেমনটি আমি আর কখনও দেখিনি। মহিলাটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন, তার উপর এক মুসীবত চেপে বসেছে। আর আমরাও সে মুসীবত ভোগ করছি। দিনের বেলা তার যে অবস্থা হয় তাতে আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এস। তখন আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও বাহনের মাঝখানে রাখলাম। এরপর ছেলেটি মুখ হা করিয়ে তিনি নিম্নের দু'আটি পড়ে তিনবার ফুঁক দিলেন। দোয়াটি এই ঃ بِسْمِ اللّٰه - اَنَا عَبْدُ اللّٰه اِخْسَأْ عَدُوَّ اللّٰه (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, আমি আল্লাহ্র বান্দা, আল্লাহ্র দুশমন লাঞ্ছিত)। তারপর ছেলেটিকে মহিলার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই ছেলেটি ভাল হয়ে যায় এবং আর কখনও এমনটা হয়নি। ইমাম আহমদ ইয়াযীদ ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলা তার এক পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ছেলেটির মধ্যে পাগলামী আছে। যখন আমাদের খাওয়ার সময় হয় তখন তার পাগলামী প্রকাশ পায় এবং খাদ্য নষ্ট করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার পাগলামী দূর হওয়ার জন্যে দু'আ করলেন। ফলে ছেলেটি থেকে কাল দানার মত কিছু একটা বের হয়ে গেল এবং সে আরোগ্য লাভ করল। এই বর্ণনা সূত্রটি অত্যন্ত দুর্বল। ফারকাদ নামক রাবী সমালোচিত ব্যক্তি, যদিও তিনি বসরার একজন সূফী ব্যক্তি। তবে পূর্বের বর্ণনা দ্বারা এই বর্ণনা শক্তিশালী হয়েছে, যদিও ঘটনা উভয়টাই অভিন্ন।

আল্লামা বায্যার ফারকাদ সূত্রে সা'দ ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালে এক আনসার মহিলা এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে আমার উপর ভূত সওয়ার হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তুমি এ অবস্থার উপরে ধৈর্য ধারণ কর, কিয়ামতের দিন তোমার কোন পাপ থাকবে না, হিসাবও দিতে হবে না। মহিলাটি বলল, যে সত্তা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তার কসম, আমি মৃত্যু পর্যন্ত ধৈর্য ধারণই করে যাব। এরপর মহিলাটি বললেন, আমার আশংকা হয় যদি ভূত আমাকে একাকী পায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য দু'আ করলেন। এরপর থেকে মহিলাটি যখনই অনুভব করতেন যে, ভূত আছর করবে, তখনই কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন, দূর হ। তখন সে চলে যেত। এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ফারকাদের বর্ণনা সঠিক। কেননা এর সমর্থনে বুখারী ও মুসলিমে আতা ইব্ন আবী রাবাহ্র রিওয়ায়াত থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন আমাকে বললেন, তুমি কি কোন জান্নাতের নারী দেখতে চাও। আমি বললাম, জী হাঁ। তিনি বললেন, এই যে এই কাল মহিলাটি। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে জানায়, আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই এবং বিবস্ত্র হয়ে যাই, হুযুর, আমার জন্যে দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি পার ধৈর্য ধারণ কর, জান্নাত পাবে। আর যদি চাও, তোমার জন্যে আরোগ্যের দু'আ করব। মহিলাটি বলল, না; বরং আমি ধৈর্য ধারণই করব। তবে হুযুর, দু'আ করুন যাতে আমি বিবস্ত্র না হই। ইব্ন আব্বাস বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্যে দু'আ করলেন, এরপর সে আর কখনও বিবস্ত্র হয়নি। এরপর ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ..... আতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মে যুফারকে বায়তুল্লাহ্র প্রাচীরের কাছে অবস্থানরত দেখেছেন, সে ছিল দীর্ঘদেহী ও কৃষ্ণকায় মহিলা। হাফিয ইবনুল আছীর "উসদুল গাবাহ্ ফী আসমাইস সাহাবাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন, এই উম্মে যুফার ছিলেন হযরত খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদের কেশ বিন্যাসকারিণী। তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। এমন কি আতা ইব্ন আবী রাবাহ তাঁকে দেখেছেন।

হযরত ঈসা (আ) 'আকমাহ' অর্থাৎ জন্মান্ধ লোককে নিরাময় করতেন। কারো মতে আকমাহ্ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে দিনে দেখেনা, কিন্তু রাত্রে দেখে; কেউ অন্য রকম

বলেছেন। তাফসীরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি আবরাস অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগীকেও ভাল করে দিতেন। এ ব্যাপারে বলা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের সময় শত্রুর বর্শাঘাতে হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মানের চোখ গালের উপর ঝুলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা স্ব-স্থানে পুনরায় স্থাপন করে দেন। রাসূলের পবিত্র হাতের স্পর্শে চক্ষু ও তার দর্শন শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এটা উল্লেখ করেছেন। কাতাদা ইব্ন নু'মানের পৌত্র আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট গেলে তিনি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আসিম নিম্নের কবিতাটি পড়েন ঃ

انا ابنُ الذى سالَتْ على الخَدّ عينُه * فَردَّتْ بِكف المصطفى احسن الردّ

فعادتْ كما لاَوَّل اَمْرِهَا * فياحسنَ ماعينٍ وياحُسْنَ ماخدّ

আমি সেই ব্যক্তির সন্তান, যার চেহারার উপরে ঝুলে পড়েছিল তার চোখ। পরে মুহাম্মদ মুসতাফার হাতে তা সুন্দরভাবে পুনঃস্থাপিত হয়। ফলে তাঁর চোখ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় পুনরায় চলে আসে, কতনা সুন্দর সে চোখ এবং কতনা সুন্দর সে গাল!

উত্তরে উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেন ঃ

تلك المكارم لاقعبانَ من لبن * شيبا بماء فعادا بعدُ ابوالا

সেই মর্যাদা ও ঐতিহ্য এমন একটি দুধের পেয়ালা, যার সাথে পানি মিশ্রিত হয়ে পরে পেশাবে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বহু উপঢৌকন প্রদান করেন। দারা কুতনী বলেছেন, তাঁর উভয় চোখই বের হয়েছিল এবং তা স্ব-স্থানে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। তবে প্রথম বর্ণনাই সঠিক। ইব্ন ইসহাকও এ কথাই লিখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আয় এক অন্ধের দৃষ্টি লাভের ঘটনা

ইমাম আহমদ রাওহ ও উসমান ইব্ন উমর ..... উসমান ইব্ন হানীফ থেকে বর্ণনা করেন, এক অন্ধ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্যে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে নিরাময় করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি চাও, তবে এ ব্যাপারে বিলম্ব কর, তাহলে আখিরাতে তোমার জন্যে এটা কল্যাণকর হবে; আর যদি চাও তাহলে আমি দু'আ করব। অন্ধটি বলল, বরং আমার জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আই করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উযূ কর, দু'রাক'আত নামায পড়তে এবং এ দু'আটি পড়তে বললেন ঃ

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ـ انى اتوجه به فى حاجتى هذه فَتَقْضِىْ ـ

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করছি, আপনার রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আপনার নিকট আবেদন করছি, আমার এ প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিন।

বলেছেন। তাফসীরে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি আবরাস অর্থাৎ কুষ্ঠ রোগীকেও ভাল করে দিতেন। এ ব্যাপারে বলা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের সময় শত্রুর বর্শাঘাতে হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মানের চোখ গালের উপর ঝুলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা স্ব-স্থানে পুনরায় স্থাপন করে দেন। রাসূলের পবিত্র হাতের স্পর্শে চক্ষু ও তার দর্শন শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এটা উল্লেখ করেছেন। কাতাদা ইব্ন নু'মানের পৌত্র আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট গেলে তিনি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আসিম নিম্নের কবিতাটি পড়েন ঃ

انا ابنُ الذى سالَتْ على الخَدّ عينُه * فَردَّتْ بِكف المصطفى احسن الردّ

فعادتْ كما لاَوَّل اَمْرِهَا * فياحسنَ ماعينٍ وياحُسْنَ ماخدِّ

আমি সেই ব্যক্তির সন্তান, যার চেহারার উপরে ঝুলে পড়েছিল তার চোখ। পরে মুহাম্মদ মুসতাফার হাতে তা সুন্দরভাবে পুনঃস্থাপিত হয়। ফলে তাঁর চোখ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় পুনরায় চলে আসে, কতনা সুন্দর সে চোখ এবং কতনা সুন্দর সে গাল!

উত্তরে উমর ইব্ন আবদুল আযীয বলেন ঃ

تلك المكارم لاقعبانَ من لبن * شيبا بماء فعادا بعدُ ابوالا

সেই মর্যাদা ও ঐতিহ্য এমন একটি দুধের পেয়ালা, যার সাথে পানি মিশ্রিত হয়ে পরে পেশাবে পরিণত হয়েছে।

অতঃপর উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাকে বহু উপঢৌকন প্রদান করেন। দারা কুতনী বলেছেন, তাঁর উভয় চোখই বের হয়েছিল এবং তা স্ব-স্থানে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। তবে প্রথম বর্ণনাই সঠিক। ইব্ন ইসহাকও এ কথাই লিখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আয় এক অন্ধের দৃষ্টি লাভের ঘটনা

ইমাম আহমদ রাওহ ও উসমান ইব্ন উমর ..... উসমান ইব্ন হানীফ থেকে বর্ণনা করেন, এক অন্ধ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র নিকট আমার জন্যে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে নিরাময় করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি চাও, তবে এ ব্যাপারে বিলম্ব কর, তাহলে আখিরাতে তোমার জন্যে এটা কল্যাণকর হবে; আর যদি চাও তাহলে আমি দু'আ করব। অন্ধটি বলল, বরং আমার জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আই করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে উযূ কর, দু'রাক'আত নামায পড়তে এবং এ দু'আটি পড়তে বললেন ঃ

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة - انى اتوجه به فى حاجتى هذه فَتَقْضِى -

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করছি, আপনার রহমতের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে আপনার নিকট আবেদন করছি, আমার এ প্রয়োজনটুকু পূরণ করে দিন।

রাবী উছমান ইব্ন উমরের বর্ণনায় এর সনদে আরো আছে فَشَفِّعْهُ فِيَّ তাই আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবূল করুন! লোকটি সেরূপ করল এবং নিরাময় হয়ে গেল। তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব। আবূ জা'ফর খাতমীর সূত্র ব্যতীত আর কারো মাধ্যমে আমরা এটা শুনিনি। বায়হাকী হাকিম থেকে ভিন্ন সনদে আবূ জাফর খাতমীর সূত্রে ..... উসমান ইব্ন হানীফ থেকে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। উসমান বলেছেন, আমরা তখনও মজলিস থেকে উঠে যাইনি, আলোচনাও দীর্ঘ হয়নি, ইতিমধ্যেই সে লোকটি তথায় উপস্থিত হল, মনে হল সে কোনদিনই অন্ধ ছিল না।

আর একটি মু'জিয়া

আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বা ..... মুহাম্মদ ইব্ন বিশর হাবীব ইব্ন কুরায়ত সূত্রে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা কুরায়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁর উভয় চোখ ছিল সাদা, কিছুই দেখতে পেতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, আমার কাঁধে বোঝা থাকা অবস্থায় আমার পা একটি সাদা সাপের উপর পতিত হয়। ফলে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। নবী করীম (সা) তাঁর দু'চোখে ফুঁক দিলেন। সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। হাবীব বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, আশি বছর বয়সকালেও তিনি সুঁইয়ের ছিদ্রে সুতা প্রবেশ করাতেন, তখন তাঁর চোখ সাদাই ছিল। বায়হাকী ও আরও কয়েকজন বর্ণনাকারী ঐ লোকটির নাম হাবীব ইব্ন মুদরিক বলেছেন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, খায়বরের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর চক্ষু পীড়া হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখে ফুঁক দেন, এরপর তিনি আর কখনও চোখের পীড়ায় ভুগেননি। এ ছাড়া খায়বরের হিজাজী ব্যবসায়ী আবূ রাফি'কে যে রাত্রে হত্যা করা হয় সেই রাত্রে হত্যাকারী জাবির ইব্ন আতীকের পা ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পায়ের উপর হাত বুলিয়ে দেন। সাথে সাথেই পা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়। বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিবের হাত আগুনে পুড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পোড়া স্থানে হাত বুলিয়ে দেন এবং সাথে সাথেই হাত ভাল হয়ে যায়। সাল্মা ইব্ন আক্ওয়ার এর পা খায়বর যুদ্ধে জখম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে পা ভাল হয়ে যায়। হযরত সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর রোগ মুক্তির জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। বায়হাকীর রিওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (সা)-এর চাচা আবূ তালিব রোগে আক্রান্ত হয়ে ভাতিজাকে বলেছিলেন, তোমার রবের নিকট আমার জন্যে একটু দু'আ কর। তিনি দু'আ করলেন। আবূ তালিব আরোগ্য লাভ করেন। এ জাতীয় অসংখ্য উদাহরণ আছে যার বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থ দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে।

আউলিয়া কিরামের বদ-দু'আয় চক্ষু অন্ধ হওয়া এবং পরে দোয়ার সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কিরামত সম্পর্কেও ঘটনা উদ্ধৃত আছে। যেমন হাফিয ইব্ন আসাকির আবূ সাঈদ সূত্রে .... আবূ মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, এক মহিলা আবূ মুসলিমের স্ত্রীকে কু মন্ত্রণা দেয়। আবূ মুসলিম ঐ মহিলাকে বদ দু'আ করেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। পরে সে মহিলাটি এসে বলে , হে আবূ মুসলিম! আমি অপরাধ করেছি সে জন্যে আপনিও যা করার করেছেন; আমি আর কখনও এরূপ করব না। আবূ মুসলিম তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! যদি সে সত্য বলে থাকে তবে তাকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিন। ফলে পুনরায় সে দৃষ্টি শক্তি লাভ করে। এ ঘটনা

ইব্‌ন আবদুদ দুনিয়া সূত্রে ..... উছমান ইব্‌ন আতা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুসলিম খাওলানী যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন ..... এবং বাড়ির মধ্যখানে পৌঁছতেন তখন "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিতেন। সাথে সাথে তার স্ত্রীও আল্লাহু আকবর বলতেন। যখন ঘরে ঢুকতেন তখন পুনরায় আল্লাহু আকবর বলতেন এবং স্ত্রীও আল্লাহু আকবর বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর চাদর ও জুতা খুলতেন। স্ত্রী তাঁর আহার্য নিয়ে আসতেন। তিনি আহার করতেন। এক রাত্রের ঘটনা ঃ তিনি বাড়িতে প্রবেশ করে আল্লাহু আকবর বললেন, কিন্তু স্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না। ঘরের দরজায় গিয়ে তাকবীর দিলেন, সালাম করলেন, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন উত্তর এল না। ঘরে কোন বাতিও জ্বলছিল না। তিনি দেখলেন স্ত্রীর হাতে একটা লাঠি তা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছেন। আবূ মুসলিম বললেন, তোমার কী হয়েছে? স্ত্রী বললেন, লোক তো বেশ আছে, আপনি যদি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে যেতেন, তা'হলে তিনি আমাদেরকে একটা খাদিম আর আপনাকে কিছু ভাতাও দিতেন, যা দিয়ে আপনার জীবিকা চলতো। তখন আবূ মুসলিম দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! যে আমার স্ত্রীকে ক্ষতি করেছে-তাকে আপনি অন্ধ করে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈকা মহিলা আবূ মুসলিমের স্ত্রীর নিকট আসা যাওয়া করত। একদা সে আবূ মুসলিমের স্ত্রীকে বললো, আপনি যদি আপনার স্বামীকে মু'আবিয়ার সাথে আলাপ করতে বলেন, তা হলে তিনি আপনাদের জন্যে খাদিমের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং অর্থ কড়িও দান করবেন। বর্ণনাকারী বলেন (আবূ মুসলিম যখন বদ দু'আ করছিলেন) ঐ মহিলাটি তখন নিজ ঘরে অবস্থান করছিল, তার ঘরে বাতি জ্বলছিল। হঠাৎ সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল, বাতি কি নিভে গেছে? সবাই বলল, না। সে বলল, আল্লাহ্ আমার দৃষ্টি শক্তি নিয়ে গেছেন, ঐ অবস্থায়ই সে আবূ মুসলিমের নিকট এসে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে অনুনয় বিনয় করতে থাকে। তখন আবূ মুসলিম আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং সে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। আর আবূ মুসলিমের স্ত্রীও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

খাঞ্চা প্রসঙ্গ

ঈসা (আ)-এর উপরে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নাযিল প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَاعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ .... لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ -

"স্মরণ কর, যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্য পূর্ণ খাঞ্চা অবতরণ করতে সক্ষম? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। তারা বলেছিল, আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব ও আমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আর জেনে নেব যে, আপনি আমাদের সত্য বলেছেন। আরও চাই যে, আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকব। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম বললেন, হে আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্যে আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্যে হবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান করুন; আপনিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি প্রেরণ করব। তারপর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এর প্রতি কুফ্‌রী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের আর কাউকে দেবনা" (৫ মায়িদা ঃ ১১২-১১৫)।

তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মায়িদা বা খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল কি না -এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশের মতে খাঞ্চা নাযিল হয়েছিল। খাঞ্চার মধ্যে কি জাতীয় খাদ্য ছিল সে ব্যাপারে অনেকগুলি মত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, উমাইয়া আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলের বিজয়ী সেনাপতি মূসা ইব্‌ন নুসায়র এই খাঞ্চাটির সন্ধান পান। কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে, তা'ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর তা'ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং মণি মুক্তা খচিত। সেনাপতি মূসা তা পেয়ে খলীফা ওলীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দেন। মৃত্যু পর্যন্ত খলীফার অধিকারেই তা ছিল। তারপর তা তার ভাই সুলায়মানের হস্তগত হয়। কারও কারও মতে এটা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর মায়িদা। কিন্তু এর সম্ভাবনা খুবই কম। ঈসা (আ)-এর মায়িদা হয়ে থাকলে নাসারাগণের তা না চিনবার কোন কারণ থাকতে পারে না। বহু আলিম এ যুক্তিতে এই মত প্রত্যাখান করেছেন। সে যাই হোক, এখানে আসল বস্তু হল ঈসা (আ)-এর মায়িদা-চাই তা নাযিল হোক বা না হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে এ ধরনের বহু মায়িদা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এমন কি রাসূলের সম্মুখে খাদ্য খাওয়া হচ্ছে। সে খাদ্য তাসবীহ্ পাঠ করেছে এবং লোকজন তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজও শুনেছেন। এমনও বহু সময় দেখা গেছে যে, সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা শত-সহস্র লোক তৃপ্তি সহকারে আহার করছে।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইসহাকের সূত্রে আওযায়ী থেকে আবূ মুসলিম খাওলানীর জীবনীতে লিখেছেন ঃ আবূ মুসলিমের নিকট তার কওমের কয়েক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ মুসলিম! আপনি কি হজে যেতে আগ্রহী? তিনি বললেন, হাঁ, তবে যদি কিছু সঙ্গী পেতাম। তারা বলল, আমরাই আপনার সঙ্গী হব। তিনি বললেন, তোমরা আমার সঙ্গী হতে পার না। আমার সঙ্গী তো তারাই হতে পারে যারা সাথে কোন পাথেয় নেবে না। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ্! পাথেয় ব্যতীত লোকে কিভাবে সফর করতে পারে? তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি দেখনা, পাখীরা সকালে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে। কোন সম্বল তাদের থাকে না? আল্লাহ্ তাদেরকে জীবিকা দান করেন। তারা ক্রয় বিক্রয় করে না, ক্ষেত খামারও করেনা, আল্লাহ্-ই তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকেন। তারা বলল, আমরা আপনার সাথেই সফরে যাব। তিনি বললেন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্র বরকতের উপর ভরসা কর। তারপর তারা দামিশকের গুতা অঞ্চল থেকে সফরে বের হল। এক মনযিল অতিক্রম করার পর সঙ্গীরা বলল, হে আবূ মুসলিম! আমাদের জন্যে খাদ্য এবং পশুদের জন্যে ঘাসের প্রয়োজন। তিনি বললেন, হাঁ। তারপর অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা পাথর নির্মিত একটি মসজিদে গেলেন এবং দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর উভয় হাঁটু গেড়ে বসে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি জানেন, আমরা কী উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছি। কেবলমাত্র আপনার হুকুম পালন করার জন্যেই আমরা আজ ঘরছাড়া হয়েছি। আপনি জানেন, কোন কৃপণ আদম সন্তানের বাড়িতে লোকজন গেলে সেও সকলকে মেহমানদারী করে থাকে। আর আমরা আপনার মেহমান, আপনার ঘরের যিয়ারতকারী দল। সুতরাং আপনি আমাদের পানাহার ও আমাদের পশুগুলোর ঘাসের ব্যবস্থা করুন! এরপর দেখা গেল, একখানা দস্তরখান তাদের সম্মুখে লম্বা করে বিছানো হয়েছে। একটা বড় পেয়ালায় মাংশ মিশ্রিত রুটি আনা হয়েছে, দু'টি মটকায় পানি রাখা হয়েছে এবং ঘাসও আনা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা জানতেও

পেলেন না যে কে এ সব এনে দিল। এ ভাবেই বাড়ি থেকে বেরোবার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত একই অবস্থা চলতে থাকে। পাথেয়ের কোন প্রয়োজন তাদের দেখা দিল না। এ হল এই উম্মতের একজন ওলীর অবস্থা। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে প্রত্যহ দু'বার খাদ্যভর্তি মায়িদা নাযিল হয়েছে। সেই সাথে পানি, ঘাস ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিসও এসেছে। এ একটা বিরাট দান। আর তা পাওয়া গেছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর অনুকরণ অনুসরণের মাধ্যমে।

হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বনী ইসরাঈলদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِى بُيُوْتِكُمْ

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও যা মওজুদ রাখ তা আমি তোমাদেরকে বলে দেব" (৩ আলে ইমরান ঃ ৪৯)।

এ বিষয়টা একজন নবীর জন্যে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বরং বহু ওলীর জীবনে এ জাতীয় বিষয়ের প্রমাণ আছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে আরও যে দুই যুবক কারারুদ্ধ হয়েছিল, তাদেরকে তিনি বলেছিলেন ঃ

لاَ يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ اِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ -

অর্থাৎ "তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি তোমাদেরকে যা বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন" (১২ ইউসুফ ঃ ৩৭)।

এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কে যে সব খবর দিয়েছেন সেগুলো বাস্তব ঘটনার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আর বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে যে সব খবর দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব সম্মত। যেমন তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন যে, উঁই পোকা কুরায়শদের লিখিত বয়কট নামাটি খেয়ে ফেলেছে যা তারা এই মর্মে লিখেছিল যে, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ না করবে ততদিন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হবে। তারা এই লিপিটি কা'বা ঘরের ছাদে ঝুলিয়ে রাখে। আল্লাহ্ উঁই পোকা পাঠিয়ে দেন। তারা তা খেয়ে শেষ করে দেয়, কেবল সে সব স্থান বাদ রাখে যে সব স্থানে আল্লাহ্‌র নাম লেখা ছিল। এক বর্ণনা মতে উঁই পোকা কেবল আল্লাহ্‌র নাম লেখা স্থানগুলি খেয়েছিল। কেননা, ঐ লিপিটি ছিল যুলুম ও বিদ্বেষমূলক-তাই এর সাথে আল্লাহ্‌র নাম থাকাটা পছন্দ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ তথ্যটি চাচা আবূ তালিবকে জানিয়ে দেন। তখন তারা ছিলেন গিরি সঙ্কটে অবরুদ্ধ। তখন আবূ তালিব বের হয়ে কুরায়শদেরকে এ তথ্য জানিয়ে দিলেন। তারা বলল, মুহাম্মদ (সা) যা বলেছেন তা যদি সঠিক হয় তো ভাল, নচেৎ তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করতে হবে। আবূ তালিব বললেন, হাঁ। এরপর কুরায়শরা লিপিটি নামিয়ে দেখল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন তা হুবহু সত্য। তারপর কুরায়শ গোত্র বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের উপর থেকে বয়কট তুলে নেয়। এর দ্বারা আল্লাহ্ বহু লোককে হিদায়াত দান

করেন। এ জাতীয় আরও বহু উদাহরণ সীরাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আব্বাস বন্দী হন। তাঁর নিকট মুক্তিপণ দাবি করলে তিনি বলেন, আমার কোন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই সম্পদ কোথায় যা আপনি (আপনার স্ত্রী) উম্মুল ফযল এর ঘরের দরজার কাঠের নীচে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন? আর আপনি তাকে বলে রেখেছেন, আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তা হলে এ সম্পদ সন্তানদেরকে দিও। তখন আব্বাস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, এই বিষয়ে তো আমি উম্মুল ফযল ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ-ই জানে না। এ ছাড়া আবিশিনিয়ায় নাজাশীর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় থেকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেন এবং তাঁর জন্যে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। মূতা যুদ্ধের সময় তিনি মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে একের পর এক সেনাপতিদের শাহাদাতের সংবাদ শুনাতে থাকেন। হাতিব ইব্ন আবি বালতা'আর গোপন চিঠি যা বনূ আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী শাকিবের সাথে প্রেরণ করা হয় সে চিঠি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সংবাদ দেন এবং তাকে ধরার জন্যে আলী, যুবায়র ও মিকদাদকে প্রেরণ করেন। তারা মহিলাটিকে পথে ধরে ফেলেন এবং তার চুলের বেণী থেকে ভিন্ন মতান্তরে কোমর থেকে উদ্ধার করেন। মক্কা বিজয়ের আলোচনায় এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিস্রার করদ রাজ্য য়ামানের শাসনকর্তা কিস্রার দুইজন আমীরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, গত রাতে আমার রব তোমাদের রবকে হত্যা করেছেন। তারা ঐ রাত্রেই চলে গেল এবং দেখল যে, কিস্রার পুত্র সিংহাসন দখল করে নিয়েছে এবং পিতাকে হত্যা করেছে। এতে ঐ আমীরদ্বয় এবং য়ামানের শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ ঘটনাই পরবর্তীকালে য়ামান রাজ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধীনস্থ হওয়ার কারণে পরিণত হয়। অতীতের ঘটনা ব্যতীত ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে আগাম সংবাদ দানের উদাহরণ আরও অনেক বেশী। পূর্বেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং পরেও আলোচনা করা হবে।

ইব্ন হামিদ হযরত ঈসা (আ)-এর জিহাদের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিহাদের আলোচনা করেছেন। তদ্রুপ হযরত ঈসা (আ)-এর কৃচ্ছ্র সাধনার মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কৃচ্ছ্র সাধনার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের কুঞ্জি পেশ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি একদিন আহার করলে আর একদিন ভুখা থাকতে চাই। অথচ (বিভিন্ন সময়ে) তাঁর ছিলেন তের জন সহধর্মিনী। কখনও এক মাস কখনও দুই মাস তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যেত এবং চুলায় বা ঘরে বাতি জ্বলতো না কেবল দুটি কাল জিনিসই ভাগ্যে জুটত-অর্থাৎ, খুরমা ও পানি। কখনও কখনও ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। পরপর তিন রাত পর্যন্ত গমের রুটি খাওয়ারও সুযোগ ঘটত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা চিল চামড়ার এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর শাখার ছাল। অনেক সময় তিনি নিজেই বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের পবিত্র হাতে কাপড়ে তালি দিতেন এবং জুতা সেলাই করতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বর্ম জনৈক য়াহূদীর নিকট বন্দক রেখে পরিবারে জন্যে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে আনেন। নিজের এ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও গনীমত ও হাদিয়ার হাজার হাজার উট, দুম্বা ও বকরী নিজের ও পরিবারের জন্যে ব্যয় না করে ফকীর, মিসকীন, বিধবা, য়াতীম, বন্দী ও অসহায় লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

করেন। এ জাতীয় আরও বহু উদাহরণ সীরাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আব্বাস বন্দী হন। তাঁর নিকট মুক্তিপণ দাবি করলে তিনি বলেন, আমার কোন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই সম্পদ কোথায় যা আপনি (আপনার স্ত্রী) উম্মুল ফযল এর ঘরের দরজার কাঠের নীচে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন? আর আপনি তাকে বলে রেখেছেন, আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তা হলে এ সম্পদ সন্তানদেরকে দিও। তখন আব্বাস বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, এই বিষয়ে তো আমি উম্মুল ফযল ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ-ই জানে না। এ ছাড়া আবিশিনিয়ায় নাজাশীর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় থেকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেন এবং তাঁর জন্যে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। মূতা যুদ্ধের সময় তিনি মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে অশ্রু সিক্ত নয়নে একের পর এক সেনাপতিদের শাহাদাতের সংবাদ শুনাতে থাকেন। হাতিব ইব্ন আবি বালতা'আর গোপন চিঠি যা বনূ আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী শাকিবের সাথে প্রেরণ করা হয় সে চিঠি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সংবাদ দেন এবং তাকে ধরার জন্যে আলী, যুবায়র ও মিকদাদকে প্রেরণ করেন। তারা মহিলাটিকে পথে ধরে ফেলেন এবং তার চুলের বেণী থেকে ভিন্ন মতান্তরে কোমর থেকে উদ্ধার করেন। মক্কা বিজয়ের আলোচনায় এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিস্রার করদ রাজ্য য়ামানের শাসনকর্তা কিস্রার দুইজন আমীরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, গত রাতে আমার রব তোমাদের রবকে হত্যা করেছেন। তারা ঐ রাত্রেই চলে গেল এবং দেখল যে, কিস্রার পুত্র সিংহাসন দখল করে নিয়েছে এবং পিতাকে হত্যা করেছে। এতে ঐ আমীরদ্বয় এবং য়ামানের শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ ঘটনাই পরবর্তীকালে য়ামান রাজ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধীনস্থ হওয়ার কারণে পরিণত হয়। অতীতের ঘটনা ব্যতীত ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে আগাম সংবাদ দানের উদাহরণ আরও অনেক বেশী। পূর্বেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং পরেও আলোচনা করা হবে।

ইব্ন হামিদ হযরত ঈসা (আ)-এর জিহাদের মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিহাদের আলোচনা করেছেন। তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ)-এর কৃচ্ছ্র সাধনার মুকাবিলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কৃচ্ছ্র সাধনার উল্লেখ করেছেন। বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের কুঁজি পেশ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি একদিন আহার করলে আর একদিন ভুখা থাকতে চাই। অথচ (বিভিন্ন সময়ে) তাঁর ছিলেন তের জন সহধর্মিনী। কখনও এক মাস কখনও দুই মাস তাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যেত এবং চুলায় বা ঘরে বাতি জ্বলতো না কেবল দুটি কাল জিনিসই ভাগ্যে জুটত-অর্থাৎ, খুরমা ও পানি। কখনও কখনও ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। পরপর তিন রাত পর্যন্ত গমের রুটি খাওয়ারও সুযোগ ঘটত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানা চিল চামড়ার এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর শাখার ছাল। অনেক সময় তিনি নিজেই বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের পবিত্র হাতে কাপড়ে তালি দিতেন এবং জুতা সেলাই করতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বর্ম জনৈক য়াহুদীর নিকট বন্দক রেখে পরিবারে জন্যে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে আনেন। নিজের এ অবস্থা থাকা সত্ত্বেও গনীমত ও হাদিয়ার হাজার হাজার উট, দুম্বা ও বকরী নিজের ও পরিবারের জন্যে ব্যয় না করে ফকীর, মিসকীন, বিধবা, য়াতীম, বন্দী ও অসহায় লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

আবূ নু'আয়ম ফেরেশতা কর্তৃক বিবি মারয়ামকে ঈসা (আ)-এর জন্মের সু-সংবাদ দানের মুকাবিলায় বিবি আমিনাকে মহানবী (সা)-এর জন্মের সু-সংবাদ দানের কথা উল্লেখ করেছেন। বিবি আমিনা যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন স্বপ্নে দেখেন, কে যেন তাঁকে বলছে, "এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমার গর্ভে রয়েছেন। তুমি তার নাম রেখ মুহাম্মদ"। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাসূলের জন্ম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। আবূ নু'আয়ম এ সম্পর্কে একটা চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি। তিনি সুলায়মান ইব্ন আহমদ সূত্রে ..... ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মায়ের পেটে আসেন তখন বাহ্যিকভাবে যে সব পরিবর্তন ও নিদর্শনাদি দেখা দেয় তা এই যে ঃ

১. কুরায়শদের যত জীব জানোয়ার ছিল তারা ঐ রাত্রে বাক শক্তি লাভ করে ও কথা বলে। কা'বার মালিকের কসম, রাসূলুল্লাহ্ ঐ রাত্রে মায়ের পেটে আসেন। তিনি হলেন দুনিয়ার শান্তিদূত এবং বিশ্ববাসীর আলোকবর্তিকা।

২. কুরায়শ সহ আরবের সকল গোত্রে যত গণক ছিল তারা আপন আপন স্ত্রীদের থেকে আড়াল হয়ে যায়।

৩. তাদের থেকে ঐ মুহূর্তে গণকের বিদ্যা লোপ পেয়ে যায়।

৪. দুনিয়ায় যত রাজা-বাদশা ছিল তাদের সিংহাসনগুলো সকাল বেলা উল্টে যায়।

৫. রাজা বাদশাগণ মূক হয়ে যান, ফলে ঐ দিন তাদের কেউ কথা বলতে সক্ষম হয়নি।

৬. পূর্ব প্রান্তের পশু-পক্ষী এ সু-সংবাদ বহন করে পশ্চিম প্রান্তের পশু পক্ষীদের নিকট ছুটে যায়।

৭. সমুদ্রের মাছ ও প্রাণীরাও একে অন্যের নিকট সু-সংবাদ জানাতে থাকে।

৮. তিনি যতদিন মায়ের পেটে ছিলেন ততদিন প্রতি মাসে আসমানে ও যমীনে এই ঘোষণা দেয়া হত যে, তোমরা সু-সংবাদ লও, পৃথিবীতে আবুল কাশিমের আবির্ভাবের সময় আসন্ন। তিনি আসবেন শান্তি নিরাপত্তা ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। তিনি মায়ের পেটে ছিলেন নয় মাস। মাতৃ গর্ভে থাকা অবস্থায়ই পিতা আবদুল্লাহ্র ইনতিকাল হয়। ফেরেশতারা তখন ফরিয়াদ জানান, হে আল্লাহ্! হে প্রভু! আপনার নবী তো য়াতীম হয়ে গেলেন, আল্লাহ্ বললেন, হে ফেরেশতারা! আমিই তার অভিভাবক, হিফাজতকারী এবং সাহায্যকারী। সুতরাং তার জন্মের মাধ্যমে তোমরা ধন্য হও!

৯. আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্ম লগ্নে আকাশ সমূহ ও জান্নাতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করে দেন। বিবি আমিনা নিজেই বলতেন, আমার পেটে সন্তানের বয়স যখন ছয় মাস হয়, তখন স্বপ্নে দেখি, এক আগন্তুক এসে পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিয়ে বলছে, হে আমিনা! তুমি বিশ্বের সর্বোত্তম ব্যক্তিকে পেটে ধারণ করে আছ। যখন তিনি ভূমিষ্ট হবেন তখন তাঁর নাম রেখো মুহাম্মদ, অথবা নবী। এই হল তোমার মর্যাদা।

১০. আমিনা নিজের অবস্থা বলতেন যে, অন্যান্য মহিলাদের যা হয়, আমারও সে অবস্থা হল। কিন্তু সমাজের কেউ তা জানতে পারেনি-না নারীরা জানতে পেরেছে না পুরুষরা জানতে পেরেছে। আমি বাড়িতে একাকী ছিলাম আর আবদুল মুত্তালিব তখন গিয়েছিলেন তাওয়াফ করতে। এ সময় আমি এক বিকট আওয়াজ শুনতে পাই এবং বড় কোন ঘটনা বুঝতে পারি।

বিষয়টি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললো। এ দিনটি ছিল সোমবার। আমি দেখলাম, একটি শুভ্র পাখীর ডানা আমার বক্ষ ঝুলিয়ে দিচ্ছে। এতে আমার সমস্ত ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর আমি তাকালাম, দেখলাম আমার সম্মুখে একটি পাত্রে সাদা পানীয় রয়েছে। মনে হল, দুধ হবে। আমি ছিলাম তৃষ্ণার্ত। সুতরাং তা নিয়ে আমি পান করলাম। এর দ্বারা একটি সুমহান নূর লাভ করলাম। এরপর কয়েকজন মহিলাকে দেখতে পেলাম, তারা যেন খেজুর গাছের মত দীর্ঘকায়। মনে হচ্ছিল তাঁরা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা, আমাকে ঘিরে রেখেছেন। আমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললাম, হায়, এরা কোত্থেকে আমার সম্পর্কে জানলেন? অবস্থা আমার জন্যে কঠিন হয়ে আসছিল। এবং কিছুক্ষণ পর পর আমি পূর্বাপেক্ষা বড় ও ভয়াবহ শব্দ শুনতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম, একটা সাদা রেশমী কাপড় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। আর একজন ঘোষণাকারী বলছে, লোকজনের চোখ এড়ানোর জন্যে এটা গ্রহণ কর। আমিনা বলেন, আমি কতিপয় পুরুষ লোককে শূন্যে দণ্ডায়মান দেখলাম, তাদের হাতে রয়েছে রৌপ্যের পাত্র। আর আমার শরীর থেকে মুক্তার ন্যায় ঘাম ঝরছিল। যা খাঁটি মিশকের চাইতেও অধিকতর সুবাসিত। আমি তখন বলেছিলাম, হায় আবদুল মুত্তালিব যদি আমার নিকট আসতেন।

আমিনা বলেন, আমি দেখলাম, এক ঝাঁক পাখি উড়ে এল। কোত্থেকে এল তা বুঝতে পারলাম না। তারা আমার কক্ষ ছেয়ে ফেলল। তাদের ঠোঁটগুলো পান্না পাথরের এবং পাখাগুলো চুন্নি পাথরের। আল্লাহ্ আমার অন্তর দৃষ্টি খুলে দেন। আমি তখন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। আমি তিনটা ঝাণ্ডা স্থাপিত দেখলাম, একটা ঝাণ্ডা পূর্ব প্রান্তে, একটা ঝাণ্ডা পশ্চিম প্রান্তে এবং একটা ঝাণ্ডা কা'বা গৃহের উপরে। এ সময় আমার প্রসব বেদনা উঠে এবং তীব্র বেদনা আরম্ভ হয়। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন মহিলাদের পিঠের উপর হেলান দিয়ে আছি। মহিলাদের ভিড়ে ঘরের মধ্যে আমি যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হলেন। যখন তিনি আমার পেট থেকে বের হলেন তখন ঘুরে দেখলাম, তিনি সিজদারত এবং আকুতি বিকুতি সহকারে দু'আ-রত থাকার মত দু'টি আঙ্গুলি তুলে রেখেছেন। এরপর দেখলাম এক খণ্ড শুভ্র মেঘ আসমান থেকে এগিয়ে এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার চোখ থেকে তিনি আড়াল হয়ে গেলেন। তারপর এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে শুনলাম, তিনি বলছেন, মুহাম্মদকে পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র ঘুরিয়ে আন, সকল সমুদ্রে তাকে নিয়ে যাও। যাতে সেখানকার সবকিছু তাঁকে তাঁর নাম, গুণাবলী ও আকৃতসহ চিনতে পারে। আরও যেন জানতে পারে যে, তাঁর নামকরণ করা হয়েছে মাহী-(অর্থাৎ) বিনাশকারী। শিরকের এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না যা তাঁর দ্বারা অপসৃত হবে না। তিনি বলেন, এরপর তারা শীঘ্রই চলে গেল। তখন আমি তাঁকে একটি সাদা পশমী কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় পেলাম-যা'ছিল দুধের চাইতেও অধিকতর সাদা এবং তার নীচে ছিল সবুজ রং এর রেশমী কাপড়। মুহাম্মদ তিনটি তাজা ও শুভ্র মুক্তোর চাবি মুঠোয় ধরে রেখেছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলছিল, মুহাম্মদ সাহায্যের চাবি, কল্যানের চাবি ও নুবুওতের চাবি গ্রহণ করেছেন। আবূ নু'আয়ম কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই এ বর্ণনা শেষ করেছেন। বস্তুতঃ বর্ণনাটি অত্যন্ত অভিনব ও বিরল প্রকৃতির।

শায়খ জামালুদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইব্ন যূসুফ ইব্ন মানসূর ইব্ন উমর আল আনসারী আস সরসরী-যিনি হাফিজে হাদীস ও প্রখ্যাত ভাষাবিদ, অকৃত্রিম রাসূল

প্রেমিক-রাসূল প্রেমে যিনি হাসসান ইব্ন সাবিত (রা)-এর সাথে তুলনীয় ছিলেন, তিনি তার কাব্যগ্রন্থে (দীওয়ান) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসামূলক কাসীদা লিখেছেন। তিনি ছিলেন অন্ধ কিন্তু গভীর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে তাতারদের হাতে তিনি নিহত হন। এই কিতাবে যথাস্থানে আমরা এর উল্লেখ করব। তার কাব্যের "ح" ছন্দে রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় নিম্নরূপ কবিতা লিখেনঃ

١- محمد المبعوث للناس رحمةً * يُشيِّد ما اَوْهَى الضلالُ ويصلحُ

٢- لئن سبَّحَتْ صُم الجبال مجيبةً * لداود او لاَنَ الحديدُ المصفَّحُ

٣- فان الصخور الصمِّ لانَتْ بكفه * وان الحصا فى كفه ليسبّحُ

٤- وان كان موسى انبع الماءَ بالعصا * فمن كفه قد اصبح الماءُ يطفح

٥- وان كانت الريح الرخاءُ مطيعةً * سليمان لا تألو تروحُ وتسرَحَ

٦- فان الصبا كانتْ لنصر نبينا * برعب على شهر به الخصمُ يُكلَحُ

٧- وان أُوتى الملكَ العظيمَ وسُخِّرَتْ * له الجنُّ تُشفى مارضيه وتلدَحُ

٨- فانّ مفاتيح الكنوز باسرِها * اتتْهُ فردَّ الزاهدُ المترَجِحُ

٩- وان كا ابراهيمُ اَعطى خلَّةً * ومُوسى بتكليمٍ على الطور يُمنَحُ

١٠- فهذا حبيبُ بل خليلُ مكلَّم * وخُصّص بالرؤيا وبالحقّ اَشرَحُ

١١- وَخُصّصَ بالحوض العظيم وباللّوَا * ويَشْفَعُ للعاصين والنار تلفَحُ

١٢- وبالمقعَدِ الاعلى المقَّربُ عنده * عطاءُ بيُشراه اَقَرُّ و اَفْرَحُ

١٣- وبالرتبة العليا الاَسيْلَة دُوْنها * مراتبُ ارباب المواهب تُلمَحُ

١٤- وفى جنة الفردوس اوّلُ داخلٍ * له سائرُ الابوابِ بالخير تُفْتَحُ

১. মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। ভ্রান্ত মতবাদ যে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে তা দূর করে তিনি সত্যকে দৃঢ় করবেন।

২. যদি দাউদ (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে নির্বাক পর্বত তাসবীহ্ পাঠ করে থাকে এবং নির্ভেজাল লোহা বিগলিত হয়ে থাকে।

৩. তাহলে জেনে রেখো, মুহাম্মদ (সা)-এর হাতের সাহায্যে নিরেট পাথর বিগলিত হয়েছে এবং তার মুঠির মধ্যে কঙ্কর তাসবীহ্ পাঠ করেছে।

৪. যদি মূসা (আ)-এর লাঠির সাহায্যে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর হাত (এর আঙ্গুল) থেকে পানি ফুটে বের হয়েছে।

৫. যদি মৃদু-মন্দ বায়ু সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্য করে থাকে এবং অবাধ্য না হয়ে সকাল সন্ধ্যা প্রবাহিত হয়ে থাকে,

৬. তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যের জন্যে নিয়োজিত ছিল পূবের হাওয়া, আর এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত শত্রুদের উপর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রভাব অনুভূত করে দিত এবং তাদের চেহারা মলিন করে ফেলত।

৭. সুলায়মান (আ)-কে যদি দেয়া হয়ে থাকে বিশাল সম্রাজ্য এবং তাঁর অধীনস্থ করা হয়ে থাকে জিনদেরকে, যারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করত,

৮. তাহলে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান করা হয়েছে বিশ্বের সমুদয় ধন ভাণ্ডারের কুঞ্জি, কিন্তু আল্লাহ্ মুখী ও সংসার বিমুখ এ মহান পুরুষ তা প্রত্যাখান করে দিয়েছেন।

৯. যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেয়া হয়ে থাকে খলীল উপাধি আর তূর পাহাড়ে কথা বলার মাধ্যমে মূসা (আ)-কে দেয়া হয়ে থাকে কালীম উপাধি,

১০. তাহলে নবী মুহাম্মদ (সা)-কে দেয়া হয়েছে হাবীব উপাধি, বরং সেই সাথে খলীল ও কালীমের মর্যাদায়ও ভূষিত হয়েছেন তিনি। অধিকন্তু মি'রাজে গমণকারী এবং সত্যের উত্তম ব্যাখ্যাকারীরূপে তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে।

১১. এককভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে হাউজে কাউছার, হাম্‌দের ঝাণ্ডা এবং পাপীদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি, যখন আগুন চেহারাসমূহকে ঝলসাতে থাকবে।

১২. তাঁকে দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং দান করা হয়েছে স্থায়ী ও আনন্দকর সু-সংবাদ।

১৩. দান করা হয়েছে সুমহান মর্যাদা, মূল্যবান নিয়ামতরাজি, যাঁর নিচে থাকবে অন্যান্য সকলের মর্যাদা ও সম্মান।

১৪. জান্নাতুল ফিরদাউসে তিনিই হবেন প্রথম প্রবেশকারী, তাঁরই জন্যে উম্মোচন করা হবে সকল প্রকার কল্যাণের দ্বার।

আমাদের এ যুগ পর্যন্ত সংঘটিত যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ্ (সা) করে গিয়েছেন, এ হলো তাব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যা সঙ্কলনের তওফীক আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। এ সবই তার নবুওতের সত্যতার প্রমাণ। এ পর্যন্ত আমরা সেই সব ঘটনাপঞ্জির আলোচনা শেষ করলাম যা মহানবীর ইনতিকালের পর থেকে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করব সেই সব ফিত্‌না, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপর্যয়ের কথা, যা আখেরী যামানায় সংঘটিত হবে। তারপর আলোচনা করব কিয়ামতের লক্ষণ ও পূর্বাভাস সম্পর্কে, তারপরে পুনরুত্থান সম্পর্কে, তারপরে পর্যায়ক্রমে কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা ও সংকটময় অবস্থার বর্ণনা, হাউজে কাউছার, মীযান ও পুল সিরাতের বর্ণনা, তারপরে করব জাহান্নামের বর্ণনা এবং সর্বশেষে জান্নাতের বিবরণ।

ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী ও হিজরী একাদশ সালের ঘটনাপঞ্জি এবং যারা এ সনে ইনতিকাল করেন

ইতিপূর্বে হি. একাদশ সালের রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ইনতিকালের দিন পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ লেখা হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ মতে ছিল ঐ মাসের বার তারিখ। এ সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালের ঘটনাবলী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোমবার দিন চাশতের সময় ইনতিকাল করেন। তখন লোকজন হযরত আবূ বকরের খিলাফতের বায়'আত সম্পর্কে বনী সায়িদার হল ঘরে (সাকীফায়) আলোচনায় মিলিত হন। এরপর সর্ব সাধারণের বায়'আত গ্রহণের জন্যে তাঁরা দিনের শেষভাগে মাসজিদে নববীতে সমবেত হন। ঐ দিন এবং পরের দিন মঙ্গলবার সকালেও মসজিদে বায়আতের কাজ সম্পন্ন করা হয়। পূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর মঙ্গলবার অবশিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয় এবং জানাযা পড়া হয়। বুধবার রাত্রে নবী করী (সা)-কে দাফন করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন য়াসার বলেন, আমার নিকট যুহরী বলেছেন, এবং যুহরীর নিকট আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করেছেন যে, সাকীফায়ে বনী সায়িদায় হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণের পর পরের সকালে লোকজন সমবেত হলে হযরত আবূ বকর মিম্বরে বসলেন। তখম আবূ বকরের পূর্বে হযরত উমর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে তিনি বললেনঃ

ايها الناس انى قد قلت لكم بالامس مقالة ما كانت وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عَهداًعهده الَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنى قد كنت ارى ان رسول الله سَيُدَبِّر اَمْرَنَا يقول يكون اخِرَنَا ـ وان الله قد ابقى فيكم الذى به هَدْىُ رسول الله فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله ـ وان الله قد جمع امركم على خيركم صاحب رسول الله وثانى اثنين اذ هما فى الغار ـ فقوموا فبايعوه فبايع الناس ابا بكر بعد بيعة السقيفة ـ

অর্থাৎ "হে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদেরকে গতকাল কিছু কথা বলেছি। যা বলেছি তা আল্লাহ্র কিতাবে আমি পাইনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এ ব্যাপারে আমাকে কোন নির্দেশনা দেননি। বরং আমার ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন। তিনিই হবেন আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তি। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের মাঝে সেই ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। যদি আপনারা তাঁকে আঁকড়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ আপনাদেরও সেই হিদায়াত দান করবেন, যে হিদায়াত তিনি তাকে দান করেছেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির নেতৃত্বকে বরণ করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন রাসূলের সঙ্গী। ছাওরে গুহায় তাঁর একমাত্র সঙ্গী। সুতরাং সবাই তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণে এগিয়ে আসুন! এভাবে সাকীফার বায়'আতের পরে সর্ব সাধারণ জনগণ হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

আবূ বকর (রা)-এর প্রথম ভাষণ

এরপর হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে নিম্নরূপ ভাষণ দান করেন ঃ

اما بعد ايها الناس فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينونى و ان اسأت فَقَوِّمُوْنِىْ ـ الصدق امانة والكذب خيانة، والضعيف

—৫৭

فيكم قوى عندى حتى اَرْجِعَ عليه حقّه ان شاء اللّه والقوى فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه ان شاء اللّه ـ لا يَدَعُ قوم الجهادَ فى سبيل اللّه الا خذلهم اللّه بالذل ـ ولا تشيع الفاحشة فى قوم الا عمهم اللّه بالبلاء ـ اطيعونى ما اطعت اللّه و رسوله فاذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لى عليكم ـ قوموا الى صلواتكم يرحمكم اللّه ـ

অর্থাৎ "হে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। তবে আমি আপনাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভাল কাজ করি, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি আমি অন্যায় কাজ করি, আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন। সততা আমানত আর মিথ্যা খিয়ানত। আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না তার অধিকার আমি আদায় করিয়ে দিতে পারি, ইন্শা আল্লাহ্। আর আপনাদের মধ্যে শক্তিমান ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে আমি হকদারের অধিকার ফিরিয়ে এনে দিতে পারি-ইন্শা আল্লাহ্। যে জাতি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ব্যাপক হয় সে জাতির উপর আল্লাহ্ ব্যাপকভাবে বালা মুসীবত নাযিল করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করতে আপনারা বাধ্য নন। এখন আপনারা সালাতের জন্যে উঠে পড়ুন। আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি সদয় হোন!

সহীহ্ সনদে এটা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম ঐ সময়ে আবূ বকর সিদ্দীকের বায়'আতের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান। এমন কি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়ামও বায়'আত গ্রহণ করে। এর প্রমাণ বায়হাকীর বর্ণনা, যা তিনি আবুল হুসায়ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ..... আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে লোকজন হযরত সা'দ ইব্ন উবাদার গৃহে সমবেত হন। এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমরও ছিলেন। তারপর আনসার সমাজের বক্তা দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা অবগত আছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনসার। অতএব যেভাবে আমরা রাসূলের আনসার ছিলাম, সেভাবেই আমরা রাসূলের খলীফারও আনসার থাকব। তারপর হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাদের বক্তা সঠিক কথাই বলেছেন। যদি আপনারা এরূপ কথা না বলতেন, তবে আপনাদের থেকে বায়'আত নিতাম না। এ কথা বলে তিনি হযরত আবূ বকরের হাত ধরে বলেন, ইনিই আপনাদের খলীফা, তাঁর হাতে আপনারা বায়'আত গ্রহণ করুন। তারপর উমর (রা) প্রথমে বায়'আত হন। তারপর মুহাজির ও আনসারগণ পর্যায়ক্রমে বায়'আত হন। তারপর হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং সমবেত লোকদের চেহারার দিকে তাকালেন। হযরত যুবায়রকে তাঁদের মধ্যে না দেখে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। যুবায়র উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, হে রাসূল (সা)-এর ফুফাত ভাই, আপনি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাচ্ছেন? যুবায়র বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্র খলীফা! আমার কোন অভিযোগ নেই। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বায়'আত গ্রহণ করেন। এবার তিনি পুনরায় সমাবেশের দিকে তাকালেন। দেখলেন, আলী (রা) অনুপস্থিত।

আলীকে ডেকে এনে বললেন, হে রাসূল (সা)-এর চাচাত ভাই ও জামাতা! আপনি মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করছেন? আলী বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্র খলীফা! আমার কোন অভিযোগ নেই। এ কথা বলেই তিনিও বায়'আত গ্রহণ করেন। এই হাদীস প্রায় বা এ জাতীয় এক হাদীস সম্পর্কে আবূ আলী নিশাপুরী বলেন, ইব্ন খুযায়মা থেকে আমি শুনেছি, তিনি বললেন, আমার নিকট মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ এসে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি একটি কাগজে এ হাদীসটি লিখে তাঁকে দিলাম এবং পাঠ করে শুনালাম। তিনি মন্তব্য করলেন, এ তো এমন হাদীস যা কুরবানীর উটতুল্য। আমিও বললাম, হ্যাঁ, এটা কুরবানীর উটের ন্যায় এবং এটি মুদ্রার থলে তুল্য। ইমাম আহমদ নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে এটা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে উহায়ব থেকে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা এ হাদীসকে মাহাসিলীর সূত্রে ..... আবূ সাঈদ থেকে উল্লেখ করেছি। এ বর্ণনায়ও ঐদিন আলী ও যুবায়রেরও বায়'আতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

মূসা ইব্ন উকবা তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে সা'দ ইব্ন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আমার পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা যুবায়রের তরবারি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তারপর আবূ বকর (রা) ভাষণ দান করেন। তিনি লোকদের নিকট ওযর পেশ করে বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি কোন সময়ই নেতৃত্বের লোভ করিনি। আল্লাহ্র নিকট প্রকাশ্যে বা গোপনে এটা আমি চাইনি ঃ

والله ماكنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة - ولا سألتها الله فى سر ولا علانية -

মুহাজিরগণ তাঁর এ বক্তব্য গ্রহণ করলেন। আলী ও যুবায়র বললেন, আমরা পরামর্শ সভায় উপস্থিত হতে পারিনি। তবে আবূ বকরকে এ পদের জন্যে আমরা যোগ্যতম মনে করি। তিনি হচ্ছেন নবীর গুহার সাথী। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক অবগত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে দিয়ে সালাতের ইমামতি করিয়েছেন। হযরত আলী (রা)-এর জন্যে এরূপ করাটাই ছিল শোভনীয়। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আবূ বকরের সাথে তিনি সালাতে উপস্থিত থাকতেন। নবীর ইনতিকালের পর উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে আবূ বকরের সাথে তিনি ও যুলকাস্‌সা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সনদ থেকে তাঁকে পরামর্শ ও সমর্থন দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলের ইনতিকালের ছয় মাস পর ফাতিমার মৃত্যু হলে হযরত আলী আবূ বকর (রা)-এর নিকট বায়'আত হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় বার বায়'আত। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তরাধিকার প্রশ্নে তাঁর ও আবূ বকরের মাঝে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তা কেটে যায়। হযরত আবূ বকর মীরাছ দিতে অস্বীকার করেছিলেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্র স্পষ্ট উক্তি থাকার কারণে, আর তা হল ঃ لا نورث ما تركنا فهو صدقة -আমরা নবীরা কোন মীরাছ রেখে যাইনা, যে সম্পদ আমরা রেখে যাই তা সাদকা স্বরূপ-যেমনটি ইতিপূর্বে সনদ ও মূল পাঠসহ বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর সিদ্দীকের সীরাত গ্রন্থে এ জাতীয় যাবতীয় বর্ণনা, হাদীসে রাসূল ও বিধি-বিধান সবিস্তারে আমরা আলোচনা করেছি।

Contents

সায়ফ ইব্‌ন উমর ..... আসিম ইব্‌ন আদী থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরদিন হযরত আবূ বকরের পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী উসামার অভিযান সম্পন্ন করার জন্যে ঘোষণা দিলেন, উসামার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কোন লোক যেন মদীনাতে থেকে না যায়। সবাই যেন জুরফে গিয়ে বাহিনীতে যোগ দেয়। হযরত আবূ বকর (রা) সমবেত লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ

প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করে তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমি আপনাদেরই ন্যায় একজন। যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে সহজসাধ্য ছিল, সে কাজ করতে হয়ত আপনারা আমার উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসীর উপর মুহাম্মদ (সা)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁকে সকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। আমি কেবল তাঁর একজন অনুসারী-নতুন কিছুর উদ্ভাবনকারী নই ঃ انما انا متبع ولست بمبتدع আমি যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি তাহলে আপনারা আমার আনুগত্য করবেন, আর যদি আমি বিপথগামী হই, আপনারা আমাকে সংশোধন করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু কাউকে অন্যায়ভাবে একটি কোড়া মেরেছেন কিংবা তার চেয়েও হালকা কোন খারাপ আচরণ করেছেন, এরূপ দাবি করার মত একজন লোকও এ উম্মতের মধ্যে নেই। আমার পেছনে শয়তান লেগে রয়েছে। সে আমাকে বিপথগামী করার প্রয়াস পাবে। যদি সে আমাকে পেয়ে বসে তা হলে আপনারা আমার থেকে দূরে থাকবেন। আপনাদের চুল বা গাত্র বর্ণের কারণে কাউকে আমি প্রাধান্য দেব না ঃ لا اؤثر فى اشعاركم وابشاركم। সকাল-সন্ধ্যা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে আপনারা ক্রমাবস্থায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অথচ মৃত্যু কত দূরে, সে জ্ঞান আপনাদের নেই। সাধ্যমত ভাল কাজের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত এটা করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর নিকট নিজেকে সোপর্দ করার পূর্বের সময়টুকুকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। কেননা, মৃত্যুর পরে আমলের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এক জাতি ছিল যারা মৃত্যুর কথা ভুলে গাফেল হয়ে থাকে, আমলকে তারা পরবর্তীর জন্যে রেখে দেয়। খবরদার, আপনারা তাদের মত হবেন না। চেষ্টার পর চেষ্টা করতে থাকুন! নাজাত ও মুক্তির পথ অবলম্বন করুন! তাড়াতাড়ি ও দ্রুততার সাথে সৎকাজে এগিয়ে চলুন! আপনাদের পশ্চাতে সার্বক্ষণিক এক অনুসন্ধানকারী লেগে রয়েছে। এক সু-নির্দিষ্ট সময় রয়েছে-যা অবিলম্বে কার্যকারী হয়। মৃত্যুকে ভয় করুন। (মৃত) বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান ও ভাই-বন্ধু থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। যে সব কাজে মৃতদের আনুগত্য করা হয়ে থাকে, কেবল সেই সব কাজে জীবিতদের আনুগত্য করবেন ঃ

ولا تطيعو الاحياء الا بما تطيعوا به الاموات -

রাবী বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) আবারও দাঁড়ালেন, অতঃপরে বললেন ঃ আল্লাহ্ সেই আমল কবূল করেন না, যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। অতএব, সকল কাজ আপনারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করবেন। যখন আপনারা দরিদ্র ও অভাবী ছিলেন তখন আপনাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আপনাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন! আপনাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করুন। দেখুন, গতকাল তারা কোথায় ছিলেন আর আজ তারা কোথায়? সেইসব অত্যাচারী রাজা বাদশারা কোথায়, যাদেরকে যুদ্ধ জয়ীরূপে স্মরণ করা

হয়ে থাকে? মহাকালের করাল গ্রাসে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাদের কৃতিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। নিকৃষ্ট পুরুষের জন্যে নিকৃষ্ট নারী এবং নিকৃষ্ট নারীদের জন্যে নিকৃষ্ট পুরুষই শোভনীয়। সেই সব রাজা বাদশারা আজ কোথায়, যারা পৃথিবীকে প্রাধান্য দিয়েছে ও আবাদ করেছে? অতীতের গর্ভে তারা বিলীন হয়ে গেছে। ভুলেও তাদের নাম স্মরণ করা হয় না, যেন তাদের অস্তিত্বই কোন কালে ছিল না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরে অনুগামী রেখে দিয়েছেন। তাদের থেকে লালসা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। তারা চলে গেছে, তারা যে আমল করে গিয়েছে, তাই তাদের সাথে গিয়েছে। দুনিয়ার অধিকারী হয়েছে অন্যরা। আমাদেরকে তাদের পরে পাঠান হয়েছে। যদি আমরা তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করি তাহলে আমরা পরিত্রাণ পাব। আর যদি আমরা নিম্নগামী হই তাহলে তাদের সমতুল্য হব। সমুজ্জ্বল সুন্দর চেহারার অধিকারী লোকেরা কোথায় গেল, যারা তাদের যৌবনের তাড়নায় ছিল মত্ত। তারা সবই ধূলিতে পরিণত হয়েছে। তাদের বাড়াবাড়ি তাদের জন্যেই অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় গেল সেই সব লোক, যারা শহর নগর তৈরী করেছিল, এবং প্রাচীর দ্বারা সেগুলোর নিরাপত্তা বেষ্টনী বানিয়েছিল, আর বিভিন্ন রকম বিস্ময়কর জিনিস সেগুলোর মধ্যে গড়ে তুলেছিল? সে সবই পরবর্তীদের জন্যে রেখে গিয়েছে। ঐ সবই তাদের বসত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, আর তারা কবরের অন্ধকারে বন্দী ঃ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا "আপনি কি তাদের কারো সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজ শুনতে পান"? (১৯ মারয়াম ঃ ৯৮)।

তোমাদের বাপ-দাদা, ভাই-বন্ধু যাদেরকে তোমরা দেখেছ, তারা আজ কোথায়? তাদের নির্ধারিত সময় খতম হয়ে গেছে। যেরূপ কাজ তারা করেছিল সে দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তারই পরিণতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর পরে হয় নিকৃষ্ট না হয় উৎকৃষ্ট অবস্থার মধ্যেই তারা অবস্থান করছে। জেনে রেখো, আল্লাহ্ একক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর ও বান্দার মাঝে আনুগত্য ও হুকুম পালন করা ব্যতীত এমন কোন সূত্র নেই, যার সাহায্যে তিনি তাকে কল্যান দান করবেন; আর এমন কোন সম্পর্কও নেই, যার ফলে তিনি তার অকল্যাণ দূর করে দেবেন। মনে রেখ, তোমরা কেবল মাত্র তাঁর অনুগত বান্দা। তাঁর নিকট যে সব নিয়ামত রয়েছে তা তার আনুগত্য ছাড়া লাভ করা যাবে না। সাবধান! তোমাদের কারও জন্যে জাহান্নামও কাছে নয়, আর জান্নাতও দূরে নয়।

উসামা ইব্ন যায়দের বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ

সিরিয়ার বালকা সীমান্তে অভিযান চালানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এখানেই হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা, জাফর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা শহীদ হয়েছিলেন। এই অঞ্চলেই উক্ত বাহিনীকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং উক্ত বাহিনী জুরফ নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করল। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)ও ঐ বাহিনীতে ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-কে সালাতে ইমামতি করার জন্যে রেখে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন যখন সংকটাপন্ন হয়ে উঠল তখন উক্ত বাহিনী সেখানে অবস্থান করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হলে ইসলামের উপর মহা বিপর্যয় নেমে আসে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে, মদীনায় মুনাফিকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের লোকজন ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। অপর একদল সিদ্দীকে আকবরের নিকট যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। মক্কা ও মদীনা ব্যতীত দেশের অন্য কোন শহর জুমার জন্যে অবশিষ্ট থাকল না। ইসলাম বিস্তারের পর বাহ্রায়নের জুওয়াছ-ই হচ্ছে প্রথম জনপদ যেখানে মুসলমানগণ জুম'আর সালাত আদায় করেন-ইমাম বুখারী ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তায়িফের ছাকীফ গোত্র ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা পলায়নও করেনি, মুরতাদও হয়নি।

মোটকথা, এই সব অবস্থা যখন দেখা দিল তখন অনেকেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে অনুরোধ জানাল যে, এ মুহূর্তে তিনি যেন উসামার বাহিনীকে অভিযানে না পাঠান, বরং রাষ্ট্রের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে ব্যবহার করেন। কেননা, এই বাহিনীকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় প্রস্তুত করা হয়েছিল। যারা হযরত আবূ বকরের কাছে সুপারিশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উমরও ছিলেন।

কিন্তু হযরত আবূ বকর তাঁদের এ বাধা শুনলেন না, তিনি দৃঢ়ভাবে এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন এবং উসামার বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণের ব্যাপারে অটল থাকেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি সেই বন্ধন খুলতে পারব না, যে বন্ধন আল্লাহ্র রাসূল দিয়েছেন (অর্থাৎ তাঁর গঠিত বাহিনী আমি ভাঙতে পারব না), এমন কি বায পাখী যদি উপর থেকে এসে ছোঁ মেরে আমাদেরকে উঠিয়ে নেয়, হিংস্র জীব জানোয়ার যদি মদীনার চারপাশে এসে আমাদেরকে ঘেরাও করে, ব্যাঘ্র দল যদি উম্মুল মু'মিনীদের পা কামড়িয়ে টেনে নিয়ে যায়, তবুও আমি উসামার বাহিনীকে অভিযানে পাঠাব এবং মদীনার চারপাশে পাহারা জোরদার করব।

সুতরাং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযানে বের হওয়াই ছিল অধিকতর যুক্তিসঙ্গত; উক্ত বাহিনী অভিযানে পথ চলাকালে যেই কোন জনপদ অতিক্রম করেছিল, তারা মুসলমানদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কথিত আছে, তারা যেই কোন বসতি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের উপর তাদের বিপুল প্রভাব সৃষ্টি হত। তারা বলাবলি করত যে, তাদের যদি শক্ত প্রতিরোধ শক্তি না-ই থাকতো, তাহলে তারা তাদের স্বদেশ থেকে কোনমতেই বের হতেন না। চল্লিশ কিংবা সত্তর দিন অবস্থানের পর উসামার বাহিনী অক্ষত অবস্থায় গনীমত সম্ভারসহ প্রত্যাবর্তন করে। তারপর এ বাহিনীকে মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

সায়ফ ইব্ন উমার ..... উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকরের হাতে যখন খিলাফতের বায়'আত গ্রহণ করা হল এবং আনসারগণ তাদের মতবিরোধ মেটানোর জন্যে সমবেত হলেন, তখন হযরত আবূ বকর বললেন, তোমরা যদি উসামার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে, তাহলে কতইনা ভাল হত! অথচ ঐ সময় বহু আরব বেদুইন এবং তাদের দলপতিরা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। প্রতিটি গোত্রেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মুনাফিকরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের নেশায় মেতে উঠেছে। অপর দিকে নবীকে হারিয়ে মুসলমানদের অবস্থা হয়েছে শীতের রাত্রে বৃষ্টি ভেজা বকরীর ন্যায়। সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য, অথচ শত্রু সংখ্যা প্রচুর। এ অবস্থায় উপস্থিত জনগণ খলীফাকে বলল, ওরা তো মুসলমানদেরকে বাড়ি ঘর থেকে বিতাড়িত করে ছেড়েছে। আরব বেদুইনদেরকে দেখতেই

পাচ্ছেন, তারা খুব কমই আপনার সাথে রয়েছে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীকে আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও দূরে প্রেরণ করা আপনার জন্যে কিছুতেই সমীচীন হবে না।

তখন খলীফা বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবূ বকরের জীবন, আমার যদি এই বিশ্বাস থাকত যে, হিংস্র জীব-জন্তু আমাকে ছোবল মেরে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে, তা হলেও আমি উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করতাম, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করেছেন। এই জনপদে যদি আমি ভিন্ন আর একজন লোকও না থাকে, তবুও আমি এ বাহিনী প্রেরণ করবই ঃ ولو لم يبق فى القرى غيرى لاَنْفَذْتُه। অনুরূপ হাদীস হযরত আয়েশা থেকে উরওয়া বর্ণনা করেছেন। কাসিম ও উমারা হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ বিষয়ে আর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সাথে সাথে আরবের সর্বত্র ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং মুনাফিকরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার উপর তখন এমন উদ্বেগ ও অস্থিরতা চেপে বসে যদি তা কোন সুদৃঢ় পর্বতের উপরে পতিত হত তবে সে পর্বত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত। অপর দিকে অন্যান্য সাহাবাদের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল, মনে হত, তাঁরা যেন কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে বর্ষা রাতের বৃষ্টিতে ভেজা মেষপাল। আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবাগণ যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ করলে আমার পিতা তাতে অংশগ্রহণ করতেন ও নিয়ন্ত্রণে আনতেন। অতঃপর তিনি হযরত উমরের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে লোক উমরকে দেখেছে সে জানে যে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ইসলামকে মুক্ত-স্বাধীন করার জন্যে। আল্লাহ্র কসম, তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ নির্মাতা তিনি সব কিছুকে নিজের করায়ত্বে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম ছিলেন।

হাফিয বায়হাকী ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ সে আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, আবূ বকর যদি খলীফা না হতেন, তাহলে আল্লাহ্র ইবাদত করার মত অবস্থা থাকত না। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। এক ব্যক্তি বলল, ওহে আবূ হুরায়রা, থামুন! আবূ হুরায়রা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাতশ' সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করে উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন। বাহিনী যখন 'যূখাশাব' নামক স্থানে পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয়। সাথে সাথে মদীনার চারপাশের আরব গোত্রগুলো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। তখন সাহাবাগণ সমবেত হয়ে হযরত আবূ বকরকে বললেন, আপনি বাহিনীকে ফিরিয়ে আনুন! আপনি রোমান সাম্রাজ্যের দিকে সৈন্য প্রেরণ করছেন, অথচ মদীনার চারপাশের লোকজন মুরতাদ হয়ে যাচ্ছে। হযরত আবূ বকর বললেন ঃ

সেই সত্তার কসম, যিনি একক-অদ্বিতীয়, অবস্থা যদি এমনও হয় যে, কুকুর পাল এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণের পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও আমি সে সৈন্য বাহিনীকে ফিরিয়ে আনব না, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অভিযানে পাঠিয়ে গেছেন। আর আমি সেই ঝাণ্ডার বাঁধন খুলতে পারব না, যে ঝাণ্ডা তিনি নিজে বেঁধে দিয়েছেন। তারপর তিনি উসামাকে রওয়ানা করিয়ে দেন। সে বাহিনী যখনই এমন কোন গোত্রের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করত যারা মুরতাদ হতে যাচ্ছিল, তখনই তারা বলাবলি করত যে, ওদের যদি শক্তি নাই থেকে থাকে তাহলে এমন একটা বাহিনী কিভাবে তাদের থেকে বেরিয়ে আসছে? আমরা বরং তাদেরকে রোমানদের মুকাবিলার জন্যে ছেড়ে দেব। তারপর তাঁরা রোমানদের সাথে মুকাবিলা করলেন। মুসলমানগণ রোমান বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং তাদের অনেককে হত্যাও করলেন এবং

অক্ষতভাবে ফিরে আসলেন। তারা ইসলামের উপর অটল থাকলেন। এ হাদীসের সনদের রাবী আব্বাদ ইব্ন কাছীর-যিনি বারমিকী নামে পরিচিত। তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এই নামে আর একজন আব্বাদ ইব্ন কাছীর আল বসরী আছ্ ছাকাফী আছেন, তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

সায়ফ ইব্ন উমার ..... হাসন বসরী থেকে বর্ণনা করেন, আবূ বকর (রা) যখন উসামার বাহিনীকে অভিযানে রওয়ানা করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন জনৈক আনসারী হযরত উমরকে বললেন, আপনি খলীফাকে বলুন-তিনি যেন উসামাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত উমর খলীফাকে এ কথা জানালে খলীফা তার দাড়ি ধরে বললেন, হে ইব্ন খাত্তাব! তোমার জন্যে দুর্ভোগ, আমি কি রাসূল (সা)-এর নিযুক্ত আমীরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমীর বানাবো? তারপর তিনি নিজে জুরফ এলাকায় অবস্থানরত উসামার বাহিনীর নিকট যান এবং তাদেরকে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও সৈন্যদের সাথে সাথে চলেন। তিনি চলছিলেন পায়ে হেঁটে আর উসামা যাচ্ছিলেন বাহনে চড়ে। আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ হযরত সিদ্দীকের বাহন টেনে নিচ্ছিলেন। উসামা আরজ করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্র খলীফা! হয় আপনি বাহনে আরোহণ করুন, না হয় আমি নীচে অবতরণ করি। খলীফা বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি অবতরণ করবে না, আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। এরপর হযরত সিদ্দীক উসামার নিকট উমার ইব্ন খাত্তাবকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে বলেন। হযরত উমারও সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উসামা তাঁকে ছেড়ে দিলেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে হযরত উমর যখনই উসামাকে দেখতেন তখন এই বলে সালাম করতেন যে, হে আমীর! আপনার উপর সালাম ঃ السلام عليك ايها الامير।

ভণ্ডনবী আসওদ আল-আনাসীর হত্যা প্রসঙ্গ

ইব্ন জরীর বলেন, আমর ইব্ন শায়বা ..... গাস্সান ইব্ন আবদুল হামিদ প্রমুখের শায়খগণের বরাতে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আবূ বকর (রা) রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে উসামা ইব্ন যায়দের বাহিনীকে প্রেরণ করেন এবং তারপর আসওদের হত্যার জন্যে বাহিনী প্রেরণ করেন। এটাই ছিল আবূ বকরের আমলের প্রথম বিজয়-যা তাঁর মদীনায় অবস্থান করা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইয়ামান রাজ্য হিম্য়ারের শাসনাধীনে ছিল। তাদের রাজন্যবর্গকে তুব্বা বলা হত। তাঁরপর ইথিওপীয় রাজা সৈন্যসহ দু'জন সেনাপতিকে সেখানে প্রেরণ করে। তারা হল ঃ ১. আবরাহা আল আশরাম এবং ২. আরইয়াত। হিম্ইয়ার রাজ্যের পতন ঘটিয়ে তারা ইয়ামানকে ইথিওপীয় রাজ্যের অধীনস্থ করে দেয়। তারপর এই দুই সেনাপতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আরইয়াত নিহত হয় এবং আবরাহা ক্ষমতা দখল করে। এরপর আবরাহা সেখানে একটি সুউচ্চ গীর্জা নির্মাণ করে-যার নাম রাখা হয় 'আল-আনিস'। এ গীর্জা নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল আরবের হজ্জ সমাবেশকে ইয়ামনে স্থানান্তর করা। জনৈক কুরায়শ এ বিষয়ে অবগত হয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে এবং তা' অপবিত্র করে রাখে। এ সংবাদ আবরাহার নিকট পৌঁছলে সে মক্কার ঘরকে ধ্বংস করার শপথ গ্রহণ করে। এরপর সৈন্য সামন্ত ও মাহমূদ নামক হাতিসহ তাঁরা মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। এর পরিণতি কী হয়েছিল কুরআনে আল্লাহ্ তা বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে যথাস্থানে বিশদভাবে সে

কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আবরাহা বাহিনীর উপর ধ্বংস নেমে আসলে নিক্ষিপ্ত কঙ্করের আঘাত পেয়ে কতিপয় সৈন্যসহ সে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। কিন্তু পথে তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক এক আঙ্গুল করে খসে পড়তে থাকে। সানআয় পৌঁছলে তার বুক ফেটে যায় এবং সেখানেই সে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহার পরে তার পুত্র 'বালসিয়ূম' ক্ষমতা লাভ করে। বালসিয়ূমের পরে তার ভাই মাসরূক ইব্ন আবরাহা তার স্থান অধিকার করে। এভাবে আবারাহা পরিবারের মাধ্যমে ইয়ামান একটানা সত্তর বছর পর্যন্ত ইথিওপীয়দের অধীনে থাকে। তখন হিম্‌য়ারী নেতা সায়ফ ইব্ন যী ইয়াযান বিদ্রোহী হয়ে ওদের বিরুদ্ধে রোমান সম্রাট কায়সারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইথিওপীয় ও রোমানদের খৃষ্টীয় ধর্মীয় ঐক্যের কারণে রোমান সম্রাট সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। তারপর সায়ফ পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারে হাজির হন এবং হাবশার কবল থেকে ইয়ামানকে উদ্ধার করার জন্যে সাহায্য চান। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা ও দেন-দরবার ঠিক হলে কিসরা সাহায্য করতে সম্মত হন। সাজূন এলাকায় অবস্থিত কিসরা সম্রাটের সৈন্য বাহিনীর একটি অংশ এ উদ্দেশ্যে প্রেরণের জন্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মতে তাদের জনৈক সেনাপতি ওয়াহ্‌রায সর্ব প্রথম ইয়ামন গমন করেন। যুদ্ধে তার হাতে মাসরূক ইব্ন আবরাহা নিহত হয়। হাবশার অধীন থেকে ইয়ামানকে মুক্ত করা হয়। পারস্য বাহিনী রাজধানী সানআয় প্রবেশ করে এবং সেখানকার প্রথা অনুযায়ী সায়ফ ইব্ন যী ইয়াযানকে ক্ষমতায় বসায়। আরবের চতুর্দিক থেকে যী ইয়াযানের প্রতি অভিনন্দন জানান হয়। তবে এ দেশের উপর পারস্য সম্রাটের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ ভাবেই চলতে থাকে। এমনি এক রাজনৈতিক পরিবেশে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কায় অবস্থান শেষে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। ইসলামের বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুর্দিকের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেন। কিসরার নিকট যে দাওয়াত পত্র তিনি পাঠান তার নমুনা নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله الى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاسلم تسلم ....

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাটের প্রতি। পর সমাচার যে হিদায়াতের অনুসারী তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি ইসলাম কবূল করে আনুগত্য স্বীকার করুন, নিরাপত্তা ও শান্তি পাবেন.....।

পত্রখানা সম্রাটের হস্তগত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? লোকজন উত্তর দিল, এটা একটা চিঠি, আরব উপ-দ্বীপের এক লোক এ পত্র লিখেছেন যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন। পত্রখানা খুলে সে দেখল তার নামের পূর্বেই প্রেরকের নিজের নাম লেখা রয়েছে। এ দেখে সে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে চিঠিখানা না পড়েই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। তারপর সম্রাট ইয়ামানে নিযুক্ত তার গভর্নর বাযামের নিকট লিখে পাঠাল যে, তোমার নিকট আমার এ পত্র পৌঁছার সাথে সাথে দু'জন সেনাপতিকে আরবের এ লোকটির নিকট পাঠাবে-যে নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। তাকে বন্দী করে সেনা দলের মাধ্যমে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

সম্রাটের পত্র পেয়ে বাযান দু'জন বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তাদেরকে বলে দেন যে, তোমরা এ লোকটিকে খুঁজে বের করবে এবং তদন্ত করে দেখবে তার বিষয়টা কী? যদি দেখ যে, সে মিথ্যাবাদী তা হলে তাকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী না হয়, তবে তার তথ্যাবলী উত্তমরূপে সংগ্রহ করে আমার নিকট ফিরে এসো। আমি তার বিষয়টা ভেবে দেখব। সেনাপতিদ্বয় আরবে এসে মদীনায় উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তারা অতি উত্তম অবস্থায় পেল এবং আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর থেকে প্রকাশ হতে দেখল। এক মাস তারা মদীনায় অবস্থান করে এবং যেসব তথ্য তাদের জানা দরকার ছিল, তা পেয়ে গেল। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উত্তর প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের গভর্ণরের কাছে ফিরে যাও এবং বল, আমার মনিব গত রাত্রে তার মনিবকে হত্যা করে ফেলেছেন। এ কথায় তারা নরম হয়ে দ্রুত ইয়ামনে ফিরে গিয়ে বাযামের নিকট তা জানাল। বাযাম বললেন, যেই রাত্রের কথা তিনি বলেছেন সেই রাত্রিটি হিসেব করে রাখ। তাঁর এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই নবী হবেন। কয়েক দিনের মধ্যে পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে চিঠি এল যে, কিসরা অমুক রাত্রে নিহত হয়েছে-অর্থাৎ যে রাত্রের কথা নবী করীম (সা) বলেছিলেন সেই রাত্রে। আপন পুত্রদের হাতেই সে নিহত হয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

وكسرى اذ تقاسمه بنوه * باسياف كما اقتسم اللحام

تمخضت المنون له بيوم * اتى ولكل حاملة تمام

অর্থাৎ- কিসরাকে তার পুত্ররা তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করল, যেমনিভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয় মাংস। একটি দিনে মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাল। আর প্রতিটি পূর্ণতারই রয়েছে সমাপ্তি।

কিসরার পতনের পর তার পুত্র 'য়ায্দ গির্দ' সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্যে বাযামের নিকট চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, আরবের সেই লোকটির সাথে সু-সম্পর্ক বহাল রাখবে, তাঁকে সম্মান দেখাবে, বে-আদবী করবে না। এর দ্বারা বাযাম ও ইয়ামানে বসবাসরত পারস্যবাসীদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভক্তি-ভালবাসার উদ্রেক হয়। বাযাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দূত মারফত তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়ে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও দূতের মাধ্যমে তাঁকে গোটা ইয়ামানের শাসনভার অর্পণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে তিনি এ পদ থেকে অপসারণ করেননি। বাযামের মৃত্যুর পর তার পুত্র শাহ্র ইব্ন বাযামকে সান'আসহ কয়েকটি প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। দেশের অন্যান্য প্রদেশগুলোর জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। হিজরী দশম সালের প্রথম দিকে আলী ও খালিদকে এবং পরে মু'আয ও আবূ মূসা আশআরীকে প্রেরণ করেন। এবং ইয়ামানের কর্মকর্তাদেরকে সাহাবাগণের জামাত থেকে পৃথক করে দেন। সুতরাং শাহ্র ইব্ন বাযাম ও আমির ইব্ন শাহ্র আল হামাদানীকে হামাদানের দায়িত্ব দেন। আবূ মূসা আশ'আরীকে মাআরিবের এবং খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আসকে আমরে নাজরা, রাকী ও যাবীদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইয়া'লা ইব্ন উমায়্যাকে জুনদে, তাহির ইব্ন আবী হালাকে ইল ও আশ আরীনদের উপর আমর ইব্ন হারামকে নাজরানে,

যিয়াদ ইব্ন লাবীদকে হাজরামাওতে, উকাশা ইব্ন মওর ইব্ন আখথারকে সাকাসিকে এবং মু'আবিয়া ইব্ন কিন্দাকে সুকূনে শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করেন। মু'আজ ইব্ন জাবালকে ইয়ামান ও হাদ্রামাওত শহর দু'টির শিক্ষকরূপে পাঠান। তিনি এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে শিক্ষা দিতে থাকেন। সায়ফ ইব্ন উমর এ সব তথ্য বর্ণনা করেছেন। এ সব কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা) করেছেন দশম হিজরীতে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে। ইয়ামান দেশের যখন এই অবস্থা, তখন অভিশপ্ত আসওদ আল-আনাসীর আবির্ভাব ঘটে।

আসওদ আনাসীর বিদ্রোহ

আসওদ আনাসীর আসল নাম আবহালা ইব্ন কা'ব ইব্ন গাওছ। সে ছিল কাহ্ফ হানান নামক শহরের অধিবাসী। তার সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ'। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিযুক্ত শাসনকর্তাদের নিকট সে লিখলেন ঃ হে অত্যাচারী দল, আমাদের প্রিয় ভূমির যে অংশ তোমরা দখল করেছ তা আমাদেরকে ফেরত দাও, আমাদের যা কিছু ক্ষতি করেছ তা পূরণ করে দাও! কারণ, এ সবের আমরাই অধিকারী। তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে তোমরা থাক।

অতঃপর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে সে নাজরান অভিমুখে রওয়ানা হল এবং দশ দিনের মাথায় তা দখল করে নিল। এরপর সে সান'আর দিকে যাত্রা করল। সেখানে শাহ্র ইব্ন বাযামের সাথে তার মুকাবিলা হয়। যুদ্ধে শাহ্র ইব্ন বাযাম পরাজিত ও নিহত হয়। আসওদ শাহ্রের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিদ্রোহ ঘোষণার পঁচিশ দিনের মাথায় সে সান'আ দখল করে নেয়। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) সেখান থেকে পালিয়ে এসে আবূ মূসা আশ'আরীর সাথে মিলিত হন এবং উভয়ে একত্রে হাদ্রামাওতে চলে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়োগকৃত প্রশাসকগণ তাহির (ইব্ন আবী হালা) -এর নিকট গিয়ে সমবেত হন এবং উমর ইব্ন হারাম ও খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল 'আস মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। সমগ্র ইয়ামানে আসওদ আনাসীর ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। গোটা রাজ্যে তার দৌরাত্ম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শাহ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় আসওদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাতশ' অশ্বারোহী। আসওদ আনাসীর সেনাধ্যক্ষ ছিল ঃ ১. কায়স ইব্ন আবদে ইয়াগূছ, ২. মু'আবিয়া ইব্ন কায়স, ৩. যায়ীদ ইব্ন মুহ্‌রিম ইব্ন হিস্‌নুল হারিছী ও ৪. য়াযীদ ইবনুল আফকাল আযদী। তার শক্তি সু-সংহত হল এবং কঠোরভাবে সে দেশ শাসন করতে থাকল। ফলে ইয়ামানের জনগণ ও সেখানকার অনেক মুসলিম কর্মচারী মুরতাদ হয়ে যায়। আর খাঁটি মুসলমানগণ সেখানে তাকিয়্যার (আত্মরক্ষা) কৌশল অবলম্বন করেন। মায্‌হাজে আসওদের খলীফা ছিল আমর ইব্ন মা'দীকারাব। জুন্দের দায়িত্ব সে কায়স ইব্ন আবদে ইয়াগূছকে এবং আবনায়ের দায়িত্ব ফীরূয আদ দায়লামী ও দাযবিয়াকে দান করে। আসওদ আনাসী শাহ্র ইব্ন বাযামের সুন্দরী স্ত্রী 'আযাজ্'-কে বিবাহ করে। সে ছিল ফীরূয দায়লামীর চাচাত বোন। এতদসত্ত্বেও ছিল আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণকারী খাঁটি মুসলিম, পুণ্যবতী নারী।

সায়ফ ইব্ন আমর লেখেন,রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন আসওদ আনাসীর খবর পৌঁছে তখন তিনি ওবার ইব্ন ইয়াহ্‌নাস দায়লামী নামক জনৈক দূতের মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে তিনি ইয়ামানের মুসলমানদেরকে আসওদ আনাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাকে নির্মূল করতে নির্দেশ দেন। হযরত মুআয ইব্ন জাবাল এ চিঠি পেয়ে যুদ্ধ চালাবার

জন্যে কঠোর সংকল্পবদ্ধ হন। হযরত মু'আয সুকূনের রামালা নাম্নী জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। সুকূনে মু'আয এর অবস্থান হওয়ায় সেখানকার জনগণের উপর বিপদ মুসীবত নেমে আসে। তাই মু'আযকে সহযোগিতা করার জন্যে তারা দণ্ডায়মান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিঠি যথা সময়ে সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তা (আমিল) ও নির্ভরযোগ্য লোকদের নিকট পৌঁছে গেল। অতঃপর সকলেই জুন্দের আমীর কায়স ইব্ন আবদে ইয়াগূছের নিকট সমবেত হন। কায়স আসওয়াদের উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাই সে তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে উদ্যত হল। ফীরূয দায়লামী এবং দাযবিয়াও একই মত পোষণ করেন। ওবার ইব্ন ইয়াহ্নাস যখন কায়স ইব্ন আবদে ইয়াগূছ-অর্থাৎ কায়স ইব্ন মাকশূহকে এ সংবাদ জানায় তখন তার মনে হল, এরা যেন আসমান থেকে নাযিল হয়েছেন।

আসওদকে খতম করার জন্যে তাঁরা ও মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হলেন এবং পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। গোপনে যখন এ সব পরিকল্পনা চূড়ান্ত হল, তখন শয়তান (জিন) আসওদকে এ বিষয়ে অবহিত করে দিল। কায়স ইব্ন মাকশূহকে ডেকে এনে সে জিজ্ঞেস করল, হে কায়স! এ লোকটি কি বলছে? কায়স বলল, কী বলছে সে? আসওয়াদ বলল, সে বলছে যে, আমি কায়সের নিকট গেলাম, তাঁকে সম্মান করলাম। যখন সে আপনার সব কিছু অবগত হল এবং আপনার সমান মর্যাদা পেল, তখন সে আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, আপনার রাজত্বের প্রতি প্রলুব্ধ হয় এবং গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সে বলে বেড়ায়, হে আসওদ! ওহে আসওদ! অকল্যাণ আর অমঙ্গল তোমাকে অচিরেই গ্রাস করে ফেলবে। আপনি তাকে সন্ধান করুন, কায়সকে শক্তভাবে আটক করুন। অন্যথায় সে আপনাকে উৎখাত করবে, আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে। কায়স মিথ্যা কসম খেয়ে জবাবে তাঁকে বললেন, আপনার নিকট আমি যা কিছু বলব তার চেয়েও আপনি আমার নিকট অধিক মহান ও শ্রেষ্ঠ। আসওদ বলল, আপনি বাদশাকে অমান্য করেন, বাদশার কথাই সত্য। তিনি আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু অবগত হয়েছেন, সে ব্যাপারে শীঘ্রই আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে। অতঃপর কায়স সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফীরূয ও দাজবিয়ার সাথে মিলিত হলেন এবং আসওদের সাথে যা কিছু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারা সকলেই বললেন, আমরা অত্যন্ত সতর্কতার মধ্যে অবস্থান করছি-আপনার মতামত বলুন। এদের এ পরামর্শ চলা অবস্থায়ই আসওদের দূত এসে হাজির হল এবং এদেরকে তার সম্মুখে নিয়ে গেল। আসওদ তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আমি কি তোমাদের জাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ততম ব্যক্তি নই? তারা বলল, হাঁ। আসওদ বলল, তাহলে আমি তোমাদের সম্পর্কে এসব কী শুনতে পাচ্ছি? তারা বললেন, এবারের মত আমাদেরকে মাফ করে দিন। আসওদ বলল, তোমাদের সম্পর্কে আর যেন কিছু না শুনি, তাহলে মাফ করে দেব।

কায়স বলেন, এরপর আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আসলাম। সে আমাদের সম্পর্কে সন্দিহান, আর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত। এমতাবস্থায় হামাদানের আমীর আমের ইব্ন শাহর এবং ইয়ামানের যী-যালীম, যী-কিলাঁ ও অন্যান্য আমীরগণের পক্ষ থেকে আমাদের নিকট এক পত্র আসল। এতে তাঁরা আসওদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন, যখন আসওদকে উৎখাত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট পত্র এসেছিল। আমরা প্রতি উত্তরে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আপনারা মুখ খুলবেন না। কায়স বলেন,

এরপর আমি আসওদের স্ত্রী আযায এর নিকট গিয়ে বললাম, হে চাচাত বোন! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এ লোকটি তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে কত বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে। তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ ছড়িয়ে দিয়েছে। নারীদের ইজ্জত লুন্ঠন করেছে। এখন তার বিরুদ্ধে তোমার কোন প্রতিশোধ স্পৃহা আছে কি? আযায বললেন, তা কী উপায়ে? আমি বললাম, ক্ষমতা থেকে উৎখাতের মাধ্যমে। তিনি বললেন, নাকি হত্যার মাধ্যমে? আমি বললাম, হাঁ, হত্যাও হতে পারে। তিনি বললেন, তা হলে তাই কর! আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে আমার নিকট তার চাইতে অধিক ঘৃণার পাত্র আর কেউ নেই। আল্লাহ্র অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ও তার মর্যাদা নষ্ট হওয়ার কোন ভয় নেই। তোমরা যখন এ কাজ করতে দৃঢ়সংকল্প হবে তখন আমাকে জানাবে, আমি তোমাদেরকে বলে দেব, কীভাবে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কায়স বলেন, এরপর আমি বের হয়ে আসলাম। দেখলাম, ফীরূয ও দাযবিয়া আমার অপেক্ষা করছে এবং তার উপর আক্রমণ করার পাঁয়তারা করছে। তাদের সাথে অবস্থান করার মধ্যেই আসওদ সংবাদ পাঠাল এবং তার গোত্রের সব ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। সে বলল, আমি তোমাদেরকে যথার্থ বলেছিলাম, অথচ তুমি আমাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছ। সে (জিন) তো বল্ছে-হে অমঙ্গল, এস হে অমঙ্গল! কায়সের হাত যদি কেটে দিতে না পার তাহলে সে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবে। তখন কায়স ভাবলেন, সে-ই তাকে হত্যা করে ছাড়বে। তাই তিনি বললেন, এটা সত্য নয়। আপনি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে আমাকে হত্যা করবেন। তাহলে আমার নিহত হয়ে যাওয়াই প্রতিদিনের মৃত্যুর চাইতে উত্তম। আসওদের মন বিগলিত হল এবং তাঁকে চলে যেতে বলল। তিনি গিয়ে তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, তোমরা তোমাদের কাজ সেরে ফেল। তাঁরা বাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছিলেন, এমন সময় আসওদ বের হয়ে তাদের নিকটে আসল। একশ' উট ও গাভী তার নির্দেশে একত্রিত করা হয়েছিল। সে একটা লম্বা রেখা টানল। পশুগুলোকে রেখার পশ্চাতে রেখে নিজে তার কাছে দাঁড়াল এবং সে গুলোকে জবাই করল। পশুগুলো আটকানো বা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল না। কিন্তু কোন একটি পশুও রেখাটি অতিক্রম করেনি। পশুগুলো স্ব-স্থানে ঘুরতে ঘুরতে প্রাণহীন হয়ে ঢলে পড়তে লাগল। কায়স বলেন, এরূপ অবাক কাণ্ড আমি আর কখনও দেখেনি এবং এমন ভয়ও আর কখনও পাইনি।

এ সময় আসওদ বলল, হে ফীরূয! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট যেসব তথ্য এসেছে তা কি সত্য? আমি সংকল্প করেছি, তোমাকে জবাই করে এই পশুগুলোর সাথে একাকার করে ফেলব। সাথে সাথে সে বল্লম হাতে তুলে নিল। ফীরূয বললেন, আপনি আমাকে আপনার শ্বশুর বানিয়েছেন, নিজ সন্তানদের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যদি আপনি নবী না হতেন তা হলে আমরা কিছুতেই আপনার হাতে আমাদের ভাগ্য তুলে দিতাম না। আর তা কী করেই বা সম্ভব? কেননা আমাদের ইহকাল ও পরকালের প্রশ্ন আপনার সাথে জড়িত। সুতরাং আপনার নিকট যেসব তথ্য-সংবাদ এসেছে, তা বিশ্বাস করবেন না। আপনি যেভাবে আমাকে পেতে চান, আমি সে ভাবেই আছি। এ বক্তব্য শুনে আসওদ সন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে উক্ত জবাই পশুগুলোর মাংস লোকদের মাঝে বন্টন করে দেয়ার নির্দেশ দেয়। ফীরূয মাংসগুলো যথারীতি সানআর অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন কাজ শেষ করেই তিনি আসওদের নিকট ফিরে আসেন। সেখানে দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ফীরূযের বিরুদ্ধে আসওদকে ক্ষেপিয়ে

তোলার জন্যে কথা বলছে এবং তাকে উত্তেজিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ফীরূয কান পেতে মনোযোগ সহকারে এসব কথা শুনছিলেন। আসওদ ঐ লোকটিকে বলছিল, আগামীকাল আমি তাকে ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে হত্যা করব, ভোর বেলা তুমি তাকে ধরে নিয়ে এস। এরপর আসওদ পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে ফীরূয দণ্ডায়মান। তাঁকে বলল, থাম। ফীরূয তখন মাংস বন্টন সম্পর্কে আসওদকে সংবাদ জানাল। আসওদ বাড়ির অভ্যন্তরে চলে গেল। আর ফীরূযও নিজের সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং যা কিছু তাকে বলতে শুনেছেন এবং যা তাকে বলা হয়েছে সব বিস্তারিত জানালেন। সকলে পরামর্শ করে ঐক্যমতে উপনীত হলেন যে, আসওদকে কিছু করতে হলে তার স্ত্রীর কাছে যেতে হবে। সুতরাং ফীরূয তাঁর নিকট গেলেন। স্ত্রী জানালেন, এ বাড়িতে যতগুলো ঘর আছে প্রত্যেক ঘরেই প্রহরী নিযুক্ত আছে। কেবল ঐ ঘরটিতে পাহারা নেই। রাস্তার মাথায় অবস্থিত ঐ ঘরে যখন সে যাবে তখন রাত্রিবেলা আপনারা তার উপর আক্রমণ চালাবেন। প্রহরীগণ জানতে পারবে না এবং সে সময় তাকে হত্যা করতে আর কোন বাধাই থাকবে না। এ দিকে আমি ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখব এবং অস্ত্রের ব্যবস্থা করব। ফীরূয সেখান থেকে বের হয়ে যখন আসওদের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আসওদ তাকে দেখে মাথা ধরে ধাক্কা দিয়ে বলল, আমার স্ত্রীর নিকট তুমি কি জন্যে এসেছ? আসওদ ছিল কঠোর ও রূঢ় প্রকৃতির লোক। স্ত্রী চিৎকার করে আসওদকে ফীরূয থেকে হতচকিত করে দিলেন। এরূপ না করলে সে ফীরূযকে হত্যা করে ফেলত। স্ত্রী আসওদকে জানালেন, এ হচ্ছে আমার চাচাত ভাই, আমাকে দেখার জন্যে এসেছে। আসওদ বলল, চুপ থাক, তোমার অমঙ্গল হোক। তোমার খাতিরে একে ছেড়ে দিলাম। ফীরূয দ্রুত গিয়ে সাথীদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বললেন কোন রকম ছাড়া পেয়ে এসেছি। এরপর বিস্তারিত সংবাদ শুনালেন, যা তার সাথে সংঘটিত হয়েছিল। সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, এখন তারা কী করতে পারেন। এ সময়ে তাঁর স্ত্রী তাদেরকে বলে পাঠালেন, আপনারা যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন তা থেকে বিরত হবেন না। তারপর ফীরূয দায়লামী মহিলার নিকট আগমন করে সংবাদ সংগ্রহ করলেন, এবং তারা ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করে ভিতর থেকে গোপন সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করলেন, যাতে করে বাহির দিক থেকে ঘরে প্রবেশের ছিদ্র করা সহজ হয়। তারপর ফীরূয মহিলার কাছে বসে থাকে,যেন তিনি একজন সাক্ষাৎ প্রার্থী।

এ সময় আসওদ সেখানে উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞেস করে, এ কে? স্ত্রী বললেন, সে আমার দুধ ভাই এবং চাচাত ভাই। আসওদ তাকে ধমক দিয়ে বের করে দিল। ফীরূয বের হয়ে আপন সাথীদের নিকট চলে গেলেন। রাত হলে তারা সকলেই এসে ঐ ঘরে ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দেখলেন, ঘরের মধ্যে বড় একটা পাত্রের নীচে বাতি জ্বলছে। ফীরূয এগিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলেন আসওদ রেশমী শয্যার উপর মাথা গুঁজে শুয়ে আছেন এবং ঘুমে অচেতন হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। তার স্ত্রী তার পাশেই বসে রয়েছেন। ফীরূয যখন ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন তখন আসওদকে তার শয়তান উঠিয়ে বসাল। এমন কি তার মুখ দ্বারা কথাও বলালো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নাক ডাকছিল। সে বলছিল ওহে ফীরূয! আমার ও তোমার এ কী হল? ফীরূয আতঙ্কিত হলেন যে, এখন ফিরে গেলে তাঁর এবং ঐ মহিলার ধ্বংস নিশ্চিত। তাই তিনি আসওদকে জড়িয়ে জাপটে ধরলেন। সে উটের ন্যায় মাথা উঁচু করলে ফীরূয মাথা চেপে ধরে মাথায় আঘাত করলেন এবং ঘাড় মোচড় দিলেন, দুই

হাঁটুতে তার পিঠ চেপে ধরে আসওদওকে হত্যা করলেন। এরপর সাথীদের নিকট সংবাদ পৌঁছাবার জন্যে বেরিয়ে আসলেন। এ সময় মহিলাটি (তাঁকে আসওদ ভেবে) তার কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে বললেন, আপনার স্ত্রীকে ফেলে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তাঁর ধারণা ছিল, আসওদ নিহত হয়নি। ফীরূয বললেন, আমি যাচ্ছি সাথীদেরকে তার হত্যার সংবাদ জানাতে। সাথীরা তার মস্তক ছিন্ন করার জন্যে চলে আসলেন। আসওদের শয়তান তখন তাকে নাড়া দিল। তার শরীর নড়ে উঠল। ফলে তাঁরা তা করতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত দুইজন লোক তার পিঠের উপর চেপে বসলেন, আর স্ত্রী তার চুল টেনে ধরলেন, তখন তার মুখ দিয়ে বিড়বিড় শব্দ বের হচ্ছিল। তখন অন্য একজন ঘাড় থেকে মস্তক ছিন্ন করে নিলেন।

এ সময় ষাঁড়ের ডাকের ন্যায় বিকট শব্দ হয়। শব্দ শুনে প্রহরীরা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, এ কিসের শব্দ শোনা গেল? তাঁর স্ত্রী জানালেন নবীর কাছে ওহী আসার শব্দ হয়েছে। এ কথা শুনে তারা সবাই চলে গেল। এরপর কায়স দায্বিয়া ও ফীরূয পরামর্শ করতে লাগলেন, কিভাবে এ সংবাদ তাদের দলবলের নিকট পৌঁছান যায়। শেষে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রত্যূষে দেশের প্রথা অনুযায়ী মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হবে। সুতরাং প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে কায়স দূর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ামানুযায়ী ঘোষণা দিলেন। মুসলমান ও কাফির সকলেই সেখানে সমবেত হল। কায়স মতান্তরে ওবার ইব্ন ইয়াহ্নাশ ঘোষণা দিলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল আর আবহালাহ্ মিথ্যুক[১]। এ কথা বলেই আসওদের ছিন্ন মস্তক তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার অনুসারীরা ছুটে পালাতে লাগল। অন্যান্য লোকজন তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরতে লাগলেন এবং পথে পথে ওঁৎ পেতে থেকে তাদেরকে বন্দী করতে লাগলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধিগণ আপন আপন কাজে ফিরে গেল। তারপর উপরোক্ত তিনজন আমীর পদ পাওয়ার জন্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। কিন্তু পরে সকলেই হযরত মুআয ইব্ন জাবালের পক্ষে একমত হন। তিনিই সালাতের ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তারা সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ঘটনার রাত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে সায়ফ ইব্ন উমর তামীমী ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে রাত্রে আসওদ আনাসী নিহত হয় সে রাত্রেই নবী করীম (সা)-এর নিকট আসমান থেকে সংবাদ পৌঁছে যায়, যাতে তিনি আমাদেরকে এ সু-সংবাদ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে সকালে জানালেন যে, গত রাতে আনাসী নিহত হয়েছে। এক সৌভাগ্যশালী পরিবারের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। লোকে জিজ্ঞেস করল, কে সে? নবী করীম (সা) বললেন, সে হল ফীরূয, ফীরূয। আসওদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নিহত হওয়া পর্যন্ত তার রাজত্বকালের সময় সম্পর্কে কেউ বলেছেন তিন মাস, আবার অন্য কেউ বলেছেন চার মাস। সায়ফ ইব্ন উমর ..... ফীরূয থেকে বর্ণনা করেন যে, আসওদকে আমরা হত্যা করেছি। ফলে সমগ্র সানআয় আমাদের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মুআজ ইব্ন জাবালের নেতৃত্ব মেনে চলতে আমরা সকলেই সম্মত হই। তিনিই সানআয় আমাদের সালাতে ইমামতি করতেন। তিন দিন মাত্র ইমামতির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ

১. ইসলামী যুগে মুসলিম সরকারের সমর্থিত য়ামানের দেশীয় রাজাদের উপাধি ছিল 'আবহালা'।

আমাদের এখানে এসে পৌঁছল। সকল ব্যবস্থাপনা সহসা ভেঙ্গে পড়ল। এরপর অনেক অপসন্দনীয় ঘটনা ঘটে। অনেক দেশে বিপর্যয় নেমে আসে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আসওদ আনাসীর হত্যার সংবাদ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট পৌঁছায় রাবীউল আওয়ালের শেষের দিকে যখন তিনি উসামার বাহিনীকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, ঐ সংবাদ মদীনায় পৌঁছে নবী (সা)-এর ইনতিকালের দিন সকাল বেলা। তবে প্রথম মতটাই প্রসিদ্ধ।

আসল কথা হল, হযরত সিদ্দীক আকবরই তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতি স্থাপন, দীন ইসলামকে মজবূত ভাবে ধারণ করা ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরে আমরা আলোচনা করব যে, খলীফা অল্প দিনের মধ্যেই এমন ব্যক্তিকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, যিনি তথায় গিয়ে দেশের উত্তেজনা প্রশমিত করেন, মুসলমানদের হাত শক্তিশালী করেন এবং ইসলামের আরকানসমূহ সু-প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধর্ম ত্যাগী ও যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে খলীফা আবূ বকর সিদ্দীকের যুদ্ধ ঘোষণা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে আরব বেদুইনদের অনেকগুলি গোত্র ধর্ম ত্যাগ করে, মদীনায় মুনাফিকদল সংঘবদ্ধ হয় এবং বনূ হানিফাসহ ইয়ামামার বহু লোক মুসায়লামা কায্যাবের পাশে সমবেত হয়। অন্য দিকে বনূ আসাদ ও বনূ তায়সহ বহু লোক তুলায়হার নিকট জমায়েত হয়। তুলায়হা ও মুসায়লামা উভয়েই নুবুওতের মিথ্যা দাবি তোলে। এ সময় পরিস্থিতি চরম অবনতির দিকে চলে যায়। এ দিকে খলীফা আবূ বকর উসামার বাহিনীকে রওয়ানা করে দিয়েছেন। এ কারণে খলীফার নিকট সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায়। বহু আরব বেদুইন তাই মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে এবং মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্যে উদ্যত হয়। খলীফা তখন মদীনার চার পাশের ঘাঁটিসমূহে সশস্ত্র প্রহরা নিযুক্ত করেন। যারা রাত্রিবেলা সৈন্যসহ পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। প্রহরা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ১. আলী ইব্ন আবূ তালিব, ২. যুবায়র ইবনুল আওয়াম, ৩. তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ্, ৪. সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, ৫. আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ও ৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)। আরব বেদুইনদের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদীনায় উপস্থিত হয়ে সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার এবং যাকাত প্রদানে অসম্মতির কথা জানিয়ে দিচ্ছিল। এদের কেউ কেউ হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নিকট যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং এরা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে তাদের মতের স্বপক্ষে দলীলও পেশ করে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ - اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ -

"তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যাতে তুমি এর মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র ও সংশোধিত করতে পার। আর তুমি তাদের জন্যে দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্যে সান্ত্বনাদায়ক" (৯ তাওবা ঃ ১০৩)।

---

১. বিশুদ্ধ উচ্চারণ মুসায়লিমা হলেও মুসায়লামা রূপেই তা বেশি পরিচিত। —সম্পাদকদ্বয়

তারা বলত, আমরা আমাদের যাকাত এমন ব্যক্তির কাছে দিব না, যার দু'আ আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয় না। এদের কেউ কেউ নিম্নের কবিতাংশও বলত ঃ

اطعنا رسول الله اذ كان بيننا * فواعجبا ما بال ملك ابى بكر

অর্থাৎ- "রাসূল (সা) যতদিন আমাদের মাঝে ছিলেন, ততদিন তো আমরা তাঁর আনুগত্য করে চলেছি; কিন্তু আশ্চর্য, আবূ বকরের রাজত্বকালে এ কী অবস্থা হল"?

সাহাবা কিরামের অনেকেই খলীফাকে পরামর্শ দিলেন যে, যাকাত অস্বীকার কারীদের ব্যাপারটা এড়িয়ে চলুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখুন। যখন তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে যাবে তখন তারাই যাকাত নিয়ে এগিয়ে আসবে, কিন্তু খলীফা এ পরামর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। ইব্‌ন মাজা ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-কে বললেন, আপনি এসব লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ লোক এক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদকে মেনে নেয়ার সাক্ষ্য না দেবে; কিন্তু যখন এ কথার সাক্ষ্য দেবে তখন তাদের জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ থাকবে। অবশ্য কালেমার হক এর ব্যতিক্রম। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, এসব লোক যদি এমন একটি বকরীর বাচ্চা কিংবা ভিন্ন বর্ণনামতে পশু বাঁধার রশি দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ্র যুগে যাকাত হিসেবে প্রদান করত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। যাকাত হল মালের হক। আল্লাহ্র কসম যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব ঃ والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكواة

হযরত উমর বলেন, পরে আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ আবূ বকরকে যুদ্ধের ব্যাপারে সঠিক বুঝ দান করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনিই হকের উপরে আছেন। আমি বলি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ অর্থাৎ "তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তবে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ কর"(৯ তাওবা ঃ ৫)।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আছে, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি; ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. বায়তুল্লা হজ করা এবং ৫. রমজান মাসের সওম পালন করা।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির দু'টি সূত্র থেকে ..... সালিহ ইব্‌ন কায়সান থেকে বর্ণনা করেছেন, রিদ্দার সময়ে খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে এক ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহ্র গুণগান বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সকল প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্র, যিনি পূর্ণাঙ্গরূপে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, পরিপূর্ণভাবে নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। ইলম বিদূরিত হয়েছে, ইসলাম অপরিচিত ও বর্জিত হতে চলেছে। ইসলামের রজ্জু প্রাচীন হয়েছে, তার যুগ পুরাতন হয়ে গেছে, মুসলমানগণ ইসলামের পথ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আহলি কিতাবদের উপর আল্লাহ্র অসন্তোষ তাই তাদেরকে তিনি কোন কল্যাণ দান করেন না, কল্যাণের বস্তু তাদের নিকট থাকা সত্ত্বেও।

আর তাদের থেকে কোন অকল্যাণও দূর করেন না, অকল্যাণের বস্তু তাদের নিকট থাকার কারণে। তারা তাদের কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং যা তার মধ্যে নেই তা তাতে সংযুক্ত করেছে। আরবগণ নিরাপদে জীবন যাপন করত। তারা মনে করত, আল্লাহ্র শক্তির আওতায় তারা রয়েছে। তারা না তাঁর ইবাদত করত, না তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাত। তাই তিনি তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে দেন এবং ভ্রান্ত দীনের অনুসারী বানান। কঠিন পাথুরে ভূমিতে তাদেরকে রাখেন, সেখানে মেঘ-বৃষ্টি পর্যন্ত ছিল না। অতঃপর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যবর্তী উম্মত হওয়ার গৌরব দান করেন। তাদের মধ্যে যারা নবীর অনুসরণ করে তাদেরকে তিনি সাহায্য করেন এবং অন্যান্য জাতির উপরে বিজয়ী করেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নবীকে উঠিয়ে নেন। তারপরে শয়তান তাদেরকে সেই বাহনে আরোহণ করায়, যে বাহন থেকে তাদেরকে নামান হয়েছিল এবং তাদের হাত ধরে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায় ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ - وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا - وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আর মুহাম্মদ একজন আল্লাহ্র রাসূল বৈ তো নয়। তার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাহলে কি সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তবে সে তাতে আল্লাহ্র কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, তাদেরকে অচিরেই পুরস্কৃত করবেন" (৩ আলে ইমরান ঃ ১৪৪)।

তোমাদের চারপাশের আরব বেদুইনরা যাকাতের উট-বকরী দিতে অস্বীকার করছে। তারা তাদের দীনের উপর অবিচল থাকেনি। যদি তারা এ দিকে ফিরে আসে, আজই আমি তাদের থেকে এগুলো উশুল করব। বর্তমানে তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের থেকে শক্তিশালী নয়। তোমাদের নবীর বরকত অতীত হয়ে গেছে। তিনি তোমাদেরকে সেই নির্ভরযোগ্য অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করে গেছেন যিনি তাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়ে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং নিঃস্ব অসহায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেছেন।

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا -

অর্থাৎ-"তোমরা ছিলে অগ্নি গর্তের কিনারে, আমি সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি" (৩ আলে-ইমরান ঃ ১০৩)।

আল্লাহ্র কসম, তাঁর নির্দেশ মত আমি লড়াই করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করছেন, আমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। এ লড়াইয়ে আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শহীদ হবে সে জান্নাত লাভ করবে, আর যারা বেঁচে থাকবে তারা তাঁর এ যমীনে তাঁরই খলীফা হিসেবে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ্র ফয়সালাই সত্য। আল্লাহ্র এ বাণী যার ব্যতিক্রম কখনও হয় না ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমাদের মধ্যকার ঐ সব লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই" (২৪ নূর ঃ ৫৫)।

এরপর তিনি ভাষণ শেষ করেন। হাসান ও কাতাদা নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّوْنَهٗ ـ

(হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে তার ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে)—এর তাফসীরে বলেন, এখানে আবূ বকর (রা) ও তাঁর সাথীরা মুরতাদ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, সে কথাই বলা হয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সময় আরববাসীরা মুরতাদ হয়ে যায়, কেবল দু'টি মসজিদের অধিবাসীরা বাদ ছিল, অর্থাৎ মক্কা ও মদীনার লোকজন। আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মুরতাদ হয়ে যায়, এদের নেতা ছিল তুলায়হা ইব্ন খুওয়াইলিদ আল-আসাদী আল-কাহিন (গণক)। কিন্দার অধিবাসী এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজনও মুরতাদ হয়ে যায় এবং তাদের নেতৃত্ব দেয় আশআছ ইব্ন কায়স আল কিন্দী। মায্হাজ ও তৎসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারাও ইসলাম ত্যাগ করে। এদেরকে পরিচালনা করে আসওদ ইব্ন কা'ব আল আনাসী, সেও ছিল গণক। রাবী'আ গোত্র মাগরূর ইব্ন নু'মান ইব্ন মুনযিরের নেতৃত্বে মুরতাদ হয়ে যায়। হানীফা গোত্র মুসায়লামা ইব্ন হাবীব আল কায্যাবের নেতৃত্বে একই পন্থা অবলম্বন করে। সুলায়ম গোত্র ফাজ্আর নেতৃত্বে মুরতাদ হয়ে যায়। ফাজ্আর আসল নাম ছিল আনাস ইব্ন আবদ্ ইয়ালীল। বনূ তামীম সাজাহ্ নাম্নী মহিলা গণকের নেতৃত্বে মুরতাদ হয়ে যায়। কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, বনূ আসাদ, বনূ গাতফান ও বনূ তায় তুলায়হা আল আসাদীর নেতৃত্বে একত্রিত হয়। তারা মদীনায় একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করে। আব্বাস ব্যতীত অন্যান্য লোকজন তাদেরকে নিয়ে খলীফা আবূ বকরের নিকট আসে। তারা বলে, আমরা সালাত আদায় করব, কিন্তু যাকাত দেবো না। এ সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্ হযরত আবূ বকরের অন্তরকে মজবুত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা যদি যাকাতের একটি রশি দিতেও অস্বীকার কর তা হলেও তোমাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। এ কথা বলে তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তারা আপন লোকদের মাঝে ফিরে গিয়ে জানাল এবং তাদেরকে মদীনায় কম সংখ্যক লোকের উপস্থিতির সুযোগে মদীনা আক্রমণে তাদেরকে প্ররোচিত করল।

খলীফা আবূ বকর (রা) মদীনার সীমান্ত এলাকাসমূহে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে নিয়মিত মসজিদে আসা বাধ্যতামূলক করলেন। তিনি বললেন, পৃথিবী কুফরীতে ছেয়ে গেছে। তাদের প্রতিনিধিদল তোমাদের সংখ্যাল্পতা দেখে গেছে। তোমরা জান না যে, তারা দিনের ভাগে হামলা করবে, না কি রাত্রে। তোমাদের থেকে তাদের নিকটতম দূরত্ব এক 'বারীদ' বা বার মাইল মাত্র। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, আমরা তাদের প্রস্তাব মেনে নেব ও তাদেরকে অব্যাহতি দেব, কিন্তু আমরা তাদের প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করেছি। তাই তারা হামলা করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং অন্যদের থেকে সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করছে।

এরপর তিন দিন অতিবাহিত হতেই তারা মদীনার উপর আক্রমণ পরিচালনা করে এবং রাত্রিকালেই হামলা করে। তারা তাদের অর্ধেক লোকজনকে 'যী-হুসান' নামক স্থানে রেখে আসে, যাতে করে ওরা পিছন থেকে সাহায্য করতে পারে। মদীনার সীমান্ত রক্ষীদেরকে তারা খলীফা আবূ বকরের নিকট হামলার সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। খলীফা এই রক্ষীদেরকে পুনরায় তাদের নিকট নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তোমরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে। তারপর তিনি মসজিদে উপস্থিত লোকজন সহ তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। শত্রুরা বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। মুসলমানগণ উটের সওয়ার হয়ে তাদেরকে অনুসরণ করল। যী হুসান নামক স্থানে পৌছলে সেখানে রক্ষিত বাহিনী এগিয়ে এসে এ বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

اطعنا رسولَ اللّه ما كان وسطَنا * فيالعباد اللّه ما لابى بكر

أيورثنا بكرا اذا مات بعده * وتلك لَعمرُ اللّه قاصمة الظهر

فهلا رددتم وفدنا بزمانه * وهلا خشيتم حَسَّ رَاعية البكر

وان التى سألو كموا فمنعتموا * لكالتمر او اَحْلى اِلَّى من التمر

অর্থাৎ- "আমরা রাসূলুল্লাহ্‌র আনুগত্য তো করেছি, যতদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাদের এ কী হল, যা আবূ বকরের সঙ্গে ঘটছে। রাসূল কি মৃত্যুর পরে আমাদের জন্যে আবূ বকরকে রেখে গিয়েছেন? তা যদি হয়, তা' হলে আল্লাহ্‌র কসম, এটা হবে উম্মাহর শক্তিকে ভেঙ্গে দেয়ার নামান্তর। তোমরা আমাদের প্রতিনিধি দলকে কেন সেই মুহূর্তে ফেরত পাঠালে? আর কেনইবা আবূ বকরের প্রজাদের মৃত্যুর ব্যাপারে শঙ্কিত হলে না? তারা তোমাদের নিকট যে জিনিসের প্রার্থনা করেছিল তোমরা তা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছ। এ যেন ঠিক খুরমা চাওয়ার ন্যায় একটি বিষয় কিংবা তার চেয়েও অধিকতর কাম্য বস্তু।"

জুমাদাল আখির মাসে খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক মদীনার জনগণ ও সীমান্ত রক্ষীদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী আর বেদুঈনদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন, যারা পূর্বে মদীনার উপর হামলা চালিয়েছিল। তিনি বনূ আব্বাস, বনূ মুররা, বনূ যুব্য়ান এবং বনূ কিনানার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এসব গোত্রের লোকেরা খলীফার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছিল। তুলায়হা তাঁর পুত্র হিবালকে দিয়ে এদের সহযোগিতা করেছিল। উভয় দল যখন মুখোমুখি হল তখন গোত্রের লোকেরা কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ তারা পাহাড়ের উপরে উঠে যায় এবং সেখান থেকে তীর ছুঁড়তে থাকে। খলীফার বাহিনীর উটগুলো এ অবস্থা দেখে দৌঁড়ে পালায়। রাত অবধি সেগুলোকে আর থামান যায়নি। অবশেষে সেগুলো মদীনায় ফিরে যায়। এ প্রসঙ্গে খাতীল ইব্‌ন আওস নিম্নোক্ত কবিতা লিখেছেন ঃ

فِدىً لبنى ذبيان رِحلى وناقتى * عَشية يَحدى بالرماح ابو بكر

ولكن يُدهدى بالرجال فهبنه * الى قدر ما ان تقيم ولا تَسْرِىْ

وللّه اجناد تذاق مذاقه * لتحسب فيما عُدّ من عجب الدهر

اطعنا رسول اللّه ما كان بيننا * فيا لعباد اللّه ما لابى بكر

অর্থাৎ- "বনী যুব্‌য়ানের জন্যে আমার বাহন ও উট উৎসর্গ হোক। রাত্রিকালে আবূ বকর হুদী গান গাইতে গাইতে অস্ত্রশস্ত্র সহ চলে গেলেন। কিন্তু লোকজন নিষ্পেষিত হল ও এতো দুর্বল হল যে, না সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলো, না হেঁটে যাওয়ার শক্তি। আল্লাহ্‌র আছে এমন বাহিনী, যারা মনের মত স্বাদ মিটিয়ে দেয়, এটা হল যুগের আশ্চর্য বস্তুসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমরা তো রাসূলুল্লাহ্‌র আনুগত্য করেছি, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দাদের এ কী হল, যা তাঁরা আবূ বকরের সাথে করছে!

ঘটনা যা ঘটার তাই ঘটে গেল। লোকজন মুসলমানদেরকে দুর্বল ভাবল। তারা অন্যান্য দিক থেকে গোত্রের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে লোকদেরকে সমবেত করলো। আবূ বকর (রা) সারা রাত ধরে লোকদের সাথে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে কাটালেন, রাতের শেষভাগে একদল সৈন্যসহ তিনি বের হলেন। বাহিনীর ডানভাগে নু'আন ইব্‌ন মুকার্রিন, বাম ভাগে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুকার্রিন এবং পশ্চাতভাগে তাঁদের অপর ভাই সুওয়ায়েদ ইব্‌ন মুকার্রিনকে নিয়োগ করলেন। ভোর হতে না হতেই একটি প্রান্তরে উভয় দল মুখোমুখি হয়। কিন্তু শত্রুরা মুসলমানদের কোন সাড়াশব্দ পেলো না। এ অবস্থায় শত্রুদের উপর মুসলমানরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সূর্য উদয় না হতেই তারা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। হিবালসহ তাদের বহু সংখ্যক লোক নিহত হয়। খলীফা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং যুল-কিস্‌সায় অবতরণ করেন। এটা ছিল প্রথম বিজয়, যা দ্বারা মুশরিকরা লাঞ্ছিত হয় এবং মুসলিমগণ সম্মান লাভ করেন। যুব্‌য়ান ও আব্বাস গোত্রদ্বয় তাদের মাঝে বসবাসকারী মুসলমানদের উপর হামলা করে তাদেরকে হত্যা করে। অন্যান্য গোত্ররাও অনুরূপ কাজ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে খলীফা আবূ বকর কসম করেন যে, যে সব মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের বদলায় ঐ পরিমাণ লোক তাদের গোত্র থেকে হত্যা করা হবে; বরং আরও কিছু অতিরিক্ত করা হবে। যিয়াদ ইব্‌ন হানযালা তামীমী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

غداة سعى ابو بكر اليهم * كما يسعى لموتته حلال

اراح على نواهقها عليا * ومج لهن مهجته حبال

অর্থাৎ "আবূ বকর সকাল বেলা তাদের পানে দ্রুত ধাবিত হন যেমনটি হত্যাযোগ্য ব্যক্তি তার মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আলীকে তাদের উপরে নেতা করে পাঠান, তিনি হিবালকে সমূলে উৎখাত করেন। তিনি আরও লিখেছেন ঃ

اقمنا لهم عُرض الشمال فَكبكبوا * ككبكبة الغُزّى اَناخُوا على الوفر

فما صبروا للحرب عند قيامها * صبيحة يسموا بالرجال ابو بكر

طرقنا بنى عبس باذنى نياجها * وذبيان نَهْنَهْنَا بقاصمة الظهر

অর্থাৎ "তাদের উদ্দেশ্যে আমরা উত্তর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলাম। এরপর সৈন্যরা যেভাবে জমায়েত হয় তারাও তদ্রূপ জমায়েত হল। তারা বাহনগুলোকে রেখে শিবির স্থাপন করে নিল। সৈন্যদের অবস্থানকালে তারা যুদ্ধে টিকে থাকতে সমর্থ হয়নি। এ ছিল সকাল বেলার ঘটনা, যখন খলীফা আবূ বকর লোকদেরকে সুবিন্যস্ত করছিলেন। আমরা বনূ আবাস ও যুব্‌য়ান গোত্রের উপর রাত্রিকালে হামলা চালাই এবং তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করি।'

এ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট বিজয়। সমস্ত গোত্রে মুসলমানগণ সম্মানিত এবং কাফিররা লাঞ্ছিত হয়। খলীফা আবূ বকর বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রবেশ করেন। রাত্রিবেলা মদীনা শহরে আদী ইব্ন হাতিম, সাফওয়ান ও যবরকানের প্রদত্ত যাকাতের মাল এসে পৌঁছল। প্রথম দফা যাকাত আসে রাতের প্রথম ভাগে, দ্বিতীয় দফা যাকাত আসে রাতের মধ্য ভাগে এবং তৃতীয় দফা যাকাত আসে রাতের শেষ ভাগে। প্রতিবার যাকাতের সাথে সীমান্ত রক্ষী আমীরের এক একজন সু-সংবাদ বহনকারী হিসেবে আগমন করেন। সাফওয়ানের যাকাতের সংবাদ বহনকারী ছিলেন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, যাবরকানের সংবাদ বহনকারী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং আদী ইব্ন হাতিমের যাকাতের সংবাদ বহনকারী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) মতান্তরে আবূ কাতাদা আনসারী (রা)।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের ষাট দিনের মাথায়। এর কয়েক দিন পর উসামা ইব্ন যায়দ মদীনায় এসে পৌঁছেন। আবূ বকর তাঁকে মদীনার দায়িত্বভার দিলেন এবং বাহনগুলিকে বিশ্রাম দিতে বললেন। তারপর হযরত আবূ বকর পূর্বোল্লেখিত যিল-কিস্সার অভিযানের সঙ্গীদের নিয়ে অভিযানে বের হন। মুসলমানগণ তাঁকে মদীনায় ফিরে গিয়ে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তা' করব না। আমি নিজেই তোমাদের দুঃখ-কষ্টে শরীক থাকতে চাই। এরপর তিনি একদল সৈন্যসহ যূ-হুসান ও যুল কিস্সার দিকে যান। মুকার্রিনের পুত্রগণ-নুমান, আবদুল্লাহ্ ও সু-ওয়াইদ পূর্বের স্থানেই বহাল থাকেন। খলীফা আবরাকে এলাকায় রাবাযীবাসীদের নিকট উপনীত হন। সেখানে ছিল আবাস, যুব্য়ান ও কিনানা গোত্রের কয়েকটি দল। তাদের সাথে খলীফার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হারিছ ও আওফ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাদের অনেক লোক বন্দী হয়। বনূ আবাস ও বনূ বকর উৎখাত হয়। আবূ বকর (রা) আবরাকে কয়েকদিন যাবত অবস্থান করেন। এলাকার উপর বানী যুবয়ান বিজয় লাভ করে। আবূ বকর (রা) বলেন, এলাকার মালিক বানী যুবয়ান হতে পারবে না। কেননা, এটাকে আল্লাহ্ গনীমত হিসেবে আমাদেরকে দান করেছেন এবং মুসলমানদের অশ্বের সাহায্যে আবরাক এলাকাকে সংরক্ষিত রেখেছেন। রাবাযার সমগ্র এলাকাকে তিনি চারণ ভূমি করেছেন। আবাস ও যুব্য়ান গোত্রের লোকজন তালহার দলের দিকে পলায়ন করে, তখন সে বুযাখায় অবস্থান করছিল। আবরাক ঘটনার দিন সম্পর্কে যিয়াদ ইব্ন হানযালা লিখেছেন ঃ

ويوم بالابارق قد شهدنا * على ذبيانْ يلتهب التهابا

اتيناهم بداهية نسوف * مع الصدّيق اذ ترك العتابا

অর্থ ঃ স্মরণযোগ্য সেই দিনের কথা, যেই দিন আমরা আবরাকের যুদ্ধে যুব্য়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তখন তারা ক্রোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দিয়েছিল। আমরা খলীফা সিদ্দীকের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হই। ফলে কাউকে রেহাই দেওয়া হয় নাই। তিনি তখন দোষারোপ পরিহার করেন।

যুল কিস্সা অভিযান

উসামা বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ও বিশ্রাম গ্রহণের পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়। খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে মুসলিম বাহিনীসহ মদীনা থেকে যুল-কিস্সা গমন

করেন। মদীনা থেকে এ স্থানটি এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত। হযরত আলী খলীফার বাহনকে নিয়ে যাচ্ছিলেন-যার বর্ণনা পরে আসছে। আলী সহ কতিপয় সাহাবা খলীফাকে মদীনায় ফিরে গিয়ে অন্য কোন বীরকে পাঠানোর অনুরোধ জানান । খলীফা তাঁদের কথায় সাড়া দিয়ে এগার জন আমীরের নিকট এগারটি ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে অভিযানে পাঠালেন। দারা কুতনী আবদুল ওহাব ইব্‌ন মূসা যুহরীর বরাতে ..... হযরত ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণনা করেন, খলীফা আবূ বকর যুল কিস্‌সায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন বাহনে চড়েন, তখন হযরত আলী বাহনের লাগাম ধরে জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূলুল্লাহ্‌র খলীফা, আপনি কোথায় চলেছেন? আমি আপনাকে সেই কথাটি বলতে চাই, যে কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের যুদ্ধকালে আমাকে বলেছিলেন। আপনাকে কেন তরবারি ধরতে হবে? আপনি আমাদেরকে দুশ্চিন্তা ও বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। আপনি মদীনায় ফিরে যান। কসম আল্লাহ্‌র, যদি আপনার ব্যাপারে আমরা শংকিত ও বিপদগ্রস্ত হই তা' হলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আর কখনও কায়েম হবে না। তখন খলীফা প্রত্যাবর্তন করেন।

মালিক সূত্রে এ বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের। কিন্তু যাকারিয়া আবদুল ওহাবের সূত্রে .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ থেকে এবং যুহরী ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমার পিতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে বাহনে চড়ে ওয়াদিউল কিস্‌সার দিকে বের হয়ে পড়েন। এ সময় আলী এসে বাহনের লাগাম ধরে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্‌র খলীফা! কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনাকে সেই কথাটি বলতে চাই যেই কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, আপনার হাতে তরবারি কেন? আপনার ব্যাপারে আমাদেরকে চিন্তায় ফেলবেন না। আল্লাহ্‌র কসম, আপনাকে যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তা হলে আপনার পরে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আর টিকে থাকবে না। তখন খলীফা ফিরে যান এবং সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর ..... কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, উসামা ও তাঁর বাহিনী যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে প্রচুর পরিমাণ সাদকার মালসহ, হযরত আবূ বকর তখন কতকগুলি বাহিনী তৈরী করেন। তিনি সৈন্যদেরকে এগারটি বিগ্রেডে বিভক্ত করেন। এবং এগারটি পতাকা বেঁধে দেন। একটি পতাকা দেন খালিদ ইব্‌ন ওলীদের হাতে। খলীফা তাঁকে তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদের মুকাবিলার নির্দেশ দেন এবং এখানকার বিদ্রোহ দমন করে বাতাহ্ এলাকায় মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার মুকাবিলায় যেতে বলেন।

ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলের নেতৃত্বে আর একটি বিগ্রেডকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসনাকে ইকরামার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুসায়লামার বিদ্রোহ দমন করে বনূ কুজাআর বিরুদ্ধে যেতে বলেন। আবূ উমাায়্যার নেতৃত্বে মুহাজিরদের একটি বিগ্রেডকে আসওদ আনাসীর বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং কায়স ইব্‌ন মাকশূহ্ এর বিরুদ্ধে লোকদের সাহায্য করার নির্দেশ দেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এ নির্দেশ এ কারণে দেয়া হয়েছিল যে, সে আনুগত্য পরিত্যাগ করেছিল। সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে। খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইবনুল আসের বিগ্রেডকে সিরিয়ায় এবং আমর ইবনুল আসের বিগ্রেডকে কুজাআ, ওদী'আ ও হারিছ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হুযায়ফা ইব্‌ন মিহ্‌সানের অধীনে আর এক বিগ্রেডকে দাবা, আরফাজা, হারছামা ও অন্যান্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠান। তুরফা ইব্‌ন হাজিবের অধীনে এক বিগ্রেড পাঠান বনী সুলায়ম ও হাওয়াযিনের

বিরুদ্ধে। সুওয়াইদ ইব্ন মুকার্রিনের বিগ্রেডকে ইয়ামানের তিহামায় এবং আলা আল হাযরামীর বিগ্রেডকে বাহ্রায়নে প্রেরণ করেন। প্রত্যেক সেনাধ্যক্ষকে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্বভার লিখে দেন এবং যুল কিস্সা থেকে সৈন্যসহ তাদ্দেরকে বিদায় করেন। তারপর খলীফা মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁদের মাধ্যমে খলীফা একটা পত্র লিখে রাবাযায় পৌঁছিয়েছেন। পত্রটির পাঠ নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من ابى بكر خليفة رسول الله الى من بلغه كتابى هذا من عامة وخاصة، اقام على اسلامه او رجع عنه سلام على من اتبع الهدى - ولم يرجع بعد الهدىٰ الى الضلالة والهوى - فانى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو - واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له - وان محمدا عبده ورسوله - نقر بما جاء به - ونكفر من ابى ذالك ونجاهده - اما بعد فان الله ارسل بالحق من عنده الى خلقه بشيرا ونذيرا - وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا - لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين - فهدى الله بالحق من اجاب اليه - وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادبر عنه - حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها - ثم توفى الله رسوله وقد نفذ لامر الله - ونصح لامته - وقضى الذى عليه، وكان الله قد بين له ذالك ولاهل الاسلام فى الكتاب الذى انزل فقال : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ - وَقَالَ : وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ - وَقَال للمؤمنين : وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّرَسُوْلُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى اَعْقَابِكُمْ - وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكِرِيْنَ - فمن كان انما يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان انما يعبد الله فان الله حى لا يموت ولا تأخذه سنة ولانوم - حافظ لامره، منتقم لعدوه .... -

অর্থাৎ "বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। রাসূলুল্লাহ্র খলীফা আবূ বকরের পক্ষ থেকে এ পত্রটি সেই সব লোকের প্রতি প্রেরিত হলো, যাদের নিকট এটা পৌঁছবে। ইসলামের উপর যে প্রতিষ্ঠিত আছে কিংবা ইসলাম যে ত্যাগ করেছে-বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের নিকট এ পত্র। হিদায়াতের পথ অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যে হিদায়াত পাওয়ার পর ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করেনি। আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি যা কিছু বিধান নিয়ে এসেছেন, তা স্বীকার করছি। যে ব্যক্তি তা মানছে না তাকে ঘৃণা করছি ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। পর সমাচার, আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের নিকট এমন সত্য নবী প্রেরণ করেছেন, যিনি একই সাথে সু-সংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং যিনি আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী এবং যিনি এক উজ্জ্বল প্রদীপ। এ ব্যবস্থা এ জন্যে করেছেন যাতে তিনি জীবিত লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন ও কাফিরদের উপর শাস্তির ফয়সালা কার্যকরী

করেন। যে কেউ সে সত্যের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন। আর যে কেউ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সংগ্রাম করেছেন। যাবৎ না সে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের ওফাত দান করেছেন। তিনি আল্লাহ্র বিধান চালু করেছেন, উম্মতকে কল্যাণ দান করেছেন, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন। এ সত্য আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জানিয়েছেন ও মুসলমানদের জন্যে কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন যথা ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ অর্থাৎ "তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে" (৩৯ যুমার ঃ ৩০)

আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ - اَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ অর্থাৎ "তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে? (২১ আম্বিয়া ঃ ৩৪)।

ঈমানদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ - وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আর মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তা হলে সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসারণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ অচিরেই তাদেরকে পুরস্কার দেবেন" (৩ আলে ইমরান ঃ ১৪৪)।

এখন যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করত সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করত তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই, নিদ্রা নেই, তন্দ্রা নেই, তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণকারী, শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তোমাদের জন্যে আমার উপদেশ হচ্ছে ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করবে, তোমাদের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, নবী (সা) তোমাদের কাছে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা পালন করবে, নবীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্র দেয়া দীন শক্তভাবে ধারণ করবে, কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীনকে মানে না সে পথভ্রষ্ট। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সাহায্য করেনা সে লাঞ্ছিত। আল্লাহ্র পথ ব্যতীত অন্য যে কারো পথই বাতিল ভ্রান্ত। আল্লাহ্র বাণী ঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ "আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান সেই সৎপথ প্রাপ্ত হয়। এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তার জন্যে পথ প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবে না" (১৮ কাহাফ ঃ১৭)।

তাঁকে স্বীকার না করা পর্যন্ত দুনিয়ায় কোন বান্দার আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না, আর আখিরাতে তার ফরয নফল কোন ইবাদতই কবূল হবে না। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দীন ইসলাম মেনে নেয়ার ও তদনুযায়ী আমল করার পর

আবার তা থেকে ফিরে গিয়েছে। তারা এরূপ করেছে আল্লাহ্কে ধোঁকা দেয়ার জন্যে, তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে ও শয়তানের আহবানে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلاَّ اِبْلِيْسَ ـ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ـ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ـ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ـ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً ـ

অর্থাৎ "যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার রবের আদেশ অমান্য করল। অতএব, তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালিমদের জন্যে কতই না নিকৃষ্ট বিনিময়" (১৮ কাহ্ফ ঃ ৫০)।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ـ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ـ اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ ـ

অর্থাৎ "শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়" (৩৫ ফাতির ঃ ৬)।

আমি মুহাজির, আনসার ও তাবিঈ সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যদের মাধ্যমে তোমাদের নিকট নির্দেশ পাঠিয়েছি। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি যে, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা ব্যতীত কাউকে রেহাই দেবে না। ঈমান গ্রহণের জন্যে আহ্বান না জানান পর্যন্ত তার বিরুদ্ধ যুদ্ধ করবে না। যদি এ আহ্বানে সাড়া দেয়, ঈমানের স্বীকৃতি দেয় এবং সৎকর্মসমূহ করতে থাকে তা হলে তাকে ছেড়ে দাও ও সাহায্য কর। আর যদি তা না মানে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না আল্লাহ্র বিধানের দিকে ফিরে আসে। এরপর তাদের মধ্যে আর কারও কোন শক্তি থাকবে না। আমি আরও নির্দেশ দিয়েছি আগুনে পুড়িয়ে দিতে, সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে ও নারী ও শিশুদেরকে বন্দী ও আটক করতে। আমি বলে দিয়েছি, ইসলাম ব্যতীত আর কিছুই গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি এ নির্দেশ মেনে নেবে তা তার জন্যে কল্যাণ হবে। আর যে তা মানতে অস্বীকার করবে সে আল্লাহ্কে কিছুতেই অক্ষম করতে পারবে না। আমি আমার দূতকে নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এ পত্র তোমাদের সকল সমাবেশে পাঠ করে শোনায় এবং আযান হচ্ছে ইসলামের প্রতীক স্বরূপ। যদি তারা আযান দেয় তবে তাদেরকে আক্রমণ থেকে বিরত থাক। আর যদি আযান না দেয় তাহলে তাদের উপর যা বর্তায় (জিযিয়া) তা চাও; যদি অস্বীকার করে তাহলে বাধ্য কর। আর যদি স্বীকার করে নেয় তাদের থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় কর। সায়ফ ইব্ন উমর ..... আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

যুল-কিস্সা থেকে সেনা কমাণ্ডারদের উদ্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা

সৈনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন আবূ সুলায়মান খালিদ ইবনুল ওলীদ। ইমাম আহমদ ওয়াহ্শী ইব্ন হারব বরাতে বর্ণনা করেন, খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক মুরতাদদের দমন করার জন্যে যখন খালিদ ইব্ন ওলীদকে প্রেরণ করেন তখন বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র উত্তম বান্দা, স্বজনদের বন্ধু খালিদ ইব্ন ওলীদ-সে আল্লাহ্র অন্যতম তরবারি, আল্লাহ্ একে কাফির ও মুনাফিকদের দমন করার জন্যে কোষমুক্ত করে দিয়েছেন। যুল-কিস্সা থেকে খলীফা খালিদকে রওয়ানা করে দেন। তাঁকে তিনি বলে দেন যে, বায়বর সীমান্তে অপেক্ষমান অন্যান্য আমীরদের নিয়ে তিনি অচিরেই তাঁর সাথে মিলিত হবেন। এটি তিনি এ জন্যেই করেছিলেন যেন তাতে আরব বেদুইনদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। তাঁকে তিনি প্রথমে তুলায়হা আসাদীর বিরুদ্ধে এবং পরে বনূ তামীমের বিরুদ্ধে লড়বার নির্দেশ দেন।

তুলায়হা ইব্ন খুওয়ায়লিদ নিজ গোত্র বনূ আসাদ ও বনূ গাতফানে অবস্থান করছিল। সে বনূ আবাস ও যুবয়ানকেও তাদের সাথে যুক্ত করে নিয়েছিল এবং বনূ জাদীলা, গাওছ ও বনূ তায় এর নিকট সাহায্য চেয়ে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। এ গোত্রগুলো তাদের কিছু সংখ্যক লোককে দ্রুত পাঠিয়ে দেয়। খলীফা আবূ বকর খালিদ ইব্ন ওলীদের পূর্বে আদী ইব্ন হাতিমকে এই বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তুমি তোমার গোত্রে গিয়ে বল, তারা যেন তুলায়হার সাথে মিলিত না হয়। যদি মিলিত হয় তাহলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আদী তাঁর গোত্র বনূ তায় এর নিকট গিয়ে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন খলীফা সিদ্দীকের হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ও আল্লাহ্র বিধান মেনে নেয়। তারা জবাব দিল, আমরা কখনও আবুল ফযল অর্থাৎ আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করব না। আদী বললেন, আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই তোমাদের নিকট এমন এক সৈন্য বাহিনী আসবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবে-তখন জানতে পারবে যে তিনি আবূল ফযল নন, বরং আবুল ফাহ্ল আকবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মহাবীর। আদী তাদেরকে মাথায় ও কাঁধে হাত বুলিয়ে অনুরোধ করতে থাকেন এবং অবশেষে তারা নরম হয়ে যায়। খালিদ সৈন্যসহ পৌঁছল। বাহিনীতে আনসারদের অগ্রভাগে ছিলেন ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস। তিনি সৈন্য বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে ছাবিত ইব্ন আক্রাম ও উক্কাশা ইব্ন মিহ্সানকে প্রেরণ করেন। পথে এ দু'জনের সাথে তুলায়হা ও তার ভাই সালামার সাক্ষাৎ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। এতে তুলায়হার পুত্র জিবাল উক্কাশাকে হত্যা করে। কেউ কেউ বলেছেন, উক্কাশা প্রথমে জিবালকে হত্যা করেন এবং তার সব কিছু ছিনিয়ে নেন। এরপর তুলায়হা উক্কাশাকে আক্রমণ করে হত্যা করে। তারপর সে ও তার ভাই সালামা একযোগে হামলা চালিয়ে ছাবিত ইব্ন আক্রামকে হত্যা করে। পরে খালিদ যখন সসৈন্যে ঐ পথ অতিক্রম করেন, তখন উভয়কে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এতে মুসলমানগণ দারুণ দুঃখ পান। এ ঘটনা প্রসঙ্গে তুলায়হার পঠিত কবিতা এই ঃ

عشيةَ غادرتُ ابن اقرم ثاويا * وعكاشة الغنمى تحتمجال

اقمت له صدر الحمالة انها * معودة قبل الكماة نزال

فيوم تراها في الجلال مصونة * ويوم تراها في ظلال عوالى

وان يك اولاد اصبن ونسوة * فلم يذهبوا فرغا بقتل حبال

অর্থ ঃ স্মরণ কর সেই সন্ধ্যা কালীন ঘটনা যখন আমি ইব্‌ন আকরাম ও উক্‌কাশা আল গানামীকে গমন পথে বন্দী করে হত্যা করি। তাদেরকে তুমি সেনা দলের অগ্রগামী করেছিলে যেন তারা যুদ্ধ করার আগে এসে খবর দিতে পারে। সে দিন তুমি তাদেরকে দেখতে পেয়েছ শূণ্য ময়দানে পড়ে থাকতে এবং অন্ধকারের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে। যদি শিশু ও নারীকে হত্যা করা হয়ে থাকে তবে হিবালের হত্যা করা থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না।

খালিদ বানী তায় এর দিকে অগ্রসর হল। আদী ইব্‌ন হাতিম তার নিকট এসে বললেন, আমাকে তিন দিনের অবকাশ দিন। তারা আমার নিকট এ অবকাশ চেয়েছে। কারণ, যাতে তারা তুলায়হার কাছে চলে যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়ে আনতে পারে। কেননা তারা আশংকা করেন যে, যদি তারা আপনার আনুগত্য মেনে নেয়, তাহলে যে লোকগুলো তার কাছে গিয়েছে তাদেরকে সে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং এই অবকাশ দানটা তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর চেয়ে আপনার পক্ষে উত্তম হবে। তিন দিন পর আদী পাঁচশ' যোদ্ধাসহ খালিদের নিকট আসেন। এরা সবাই সত্যের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁরা খালিদের বাহিনীতে যোগদান করেন। এরপর খালিদ বনূ আদীলা গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আদী বললেন, হে খালিদ! আমাকে কয়েক দিনের অবকাশ দিন। আমি তাদের কাছে যাই। হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা বানী তায় এর ন্যায় এদেরকেও মুক্তি দেবেন। আদী বনী আদীলায় গিয়ে অব্যাহতভাবে বুঝাবার ফলে তাঁরা তার কথা মেনে নিল এবং এক হাজার যোদ্ধাসহ খালিদের সাথে মিলিত হল। আদী সত্যিকার ভাবেই একজন মহান ব্যক্তি, আপন সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ কল্যাণকামী। এরপর খালিদ সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বাজা ও সুলমায় অবতরণ করেন এবং এখানেই সৈন্যদের ব্যূহ বিন্যাস করেন। তুলায়হার সাথে বাযাযা নামক স্থানে খালিদের মুকাবিলা হয়। আরবের বহু কবীলা এ অপেক্ষায় ছিল যে, দেখা যাক পরাজয়ের গ্লানি কার উপর নেমে আসে। তুলায়হা তাঁর আসাদ গোত্র ও যারা তাদের সাথে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে এখানে পৌঁছে। উওয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন নিজ গোত্র বনূ ফাযারার সাতশ' লোক নিয়ে তুলায়হার সাথে মিলিত হয়। লোকজন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হল। তুলায়হা একটি চাদরে নিজেকে আবৃত করে বসল। সে স্বকল্পিত ওহীর অপেক্ষায় থাকে। উওয়ায়না ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এক পর্যায়ে বিপক্ষের চাপের মুখে দুর্বল হয়ে তুলায়হার নিকট চলে আসে। তখনও তুলায়হা চাদরে আবৃত ছিল। জিজ্ঞেস করল, জিবরীল কি আপনার খিদমতে এসেছেন? উত্তর দিল; না। উওয়ায়না পুনরায় রণাঙ্গণে চলে যায়। কিছু সময় যুদ্ধ চালাবার পর আবার চলে আসে এবং পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করে। পুনরায় রণাঙ্গণে ফিরে যায় এবং ফিরে এসে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করে, জিবরীল কি এসেছেন আপনার নিকট? তুলায়হা উত্তর দিল, হাঁ। উওয়ায়না জিজ্ঞেস করল, কী বলে গেছেন তিনি? তুলায়হা বলল, তিনি আমাকে বলে গেছেন যে, আপনার একটি চাক্‌কী থাকবে যেমন চাক্‌কী আছে তার-অর্থাৎ জিবরীলের ঃ ان لك رحا كرحاه আর এমন ঘটনা ঘটবে যা আপনি কোনদিন ভূলবেন না। উওয়ায়না বলল, আমার মনে হয়, আল্লাহ্ এই বিষয়ে অবগত আছেন যে, অচিরেই আপনার একটা এমন ঘটনা সংঘটিত

হতে যাচ্ছে যা আপনি কখনও ভুলে যাবেন না। তারপর উওয়ায়না ঘোষণা দিল, হে বনী ফাযারার লোকজন! চল। এ কথা বলেই সে ফিরে গেল। অন্যান্য লোকজনও তুলায়হার পক্ষে ত্যাগ করে চলে গেল। মুসলমানগণ যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন সে পূর্ব প্রস্তুতকৃত একটি ঘোড়ায় সওয়ার হল এবং স্ত্রী নাওয়ারকে একটি উটের পিঠে উঠিয়ে সিরিয়া অভিমুখে পালিয়ে গেল। তার দলবল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তুলায়হা ও ফাযারার পতনের পর বনূ আমির, বনূ সুলায়ম ও হাওয়াযিন গোত্রগুলো ঘোষণা দিল, যে ধর্ম থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম, তাতেই আমরা আবার ফিরে যাব, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান আনব এবং আমাদের জান ও মালের উপর তাঁর যে বিধান আছে তা নতশিরে মেনে নেব।

আমি বলি, তুলায়হা আসাদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় মুরতাদ হয়। রাসূলের ইনতিকালের পর উওয়ায়না ইব্ন হিসন তার সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী হিসেবে পাশে দাঁড়ায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে। সে তার কওমের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, আল্লাহ্র কসম, বনূ আসাদের নবী আমার নিকট বনূ হাশিমের নবী অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। মুহাম্মদের তো মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। এই তুলায়হা, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এ কথা শোনার পর তার গোত্র বনূ ফাযারার লোকেরা এ কথা গ্রহণ করে নেয়। খালিদের হাতে উভয়ের পতন ঘটে। তুলায়হা সস্ত্রীক সিরিয়ায় পালিয়ে যায় এবং কালব গোত্রে আশ্রয় নেয়। উওয়ায়না ইব্ন হিসনকে বন্দী করে ঘাড়ের সাথে হাত বেঁধে খালিদ মদীনায় পাঠিয়ে দেন। মদীনার শিশু ও বালকরা তাকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে এবং বলতে থাকে, ওহে আল্লাহ্র দুশমন, তুমিই কি ইসলাম ত্যাগ করেছ? উওয়ায়না উত্তরে বলতে থাকে, আল্লাহ্র কসম, আমি তো কখনও ঈমান আনিনি। অবশেষে খলীফা সিদ্দীকের দরবারে নীত হলে খলীফা তাকে তাওবা করার জন্যে উৎসাহ দেন যাতে তার প্রাণ রক্ষা পায়। এরপর উওয়ায়না নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুররা ইব্ন হুবায়রার প্রতিও খলীফা অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। সে ছিল তুলায়হার অন্যতম অনুসারী ও আমীর এবং উওয়ায়নার সাথে সেও বন্দী হয়েছিল। পরবর্তীকালে তুলায়হাও ইসলাম গ্রহণ করে। সিদ্দীকের খিলাফতকালেই উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। লজ্জার কারণে হযরত আবূ বকরের জীবদ্দশায় তাঁর সম্মুখে তিনি আর কোন দিন আসেননি। অবশ্য পরে তিনি মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে খালিদের দলভূক্ত হয়ে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

খলীফা খালিদের নিকট পত্র মারফত জানান যে, তুলায়হার নিকট থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ নেবে, কিন্তু তাকে আমীর বানাবে না। অর্থাৎ তার বাহ্যিক আচরণ তার অন্তরে ক্ষমতার প্রতি মোহের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা হযরত সিদ্দীকে আকবরের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। খালিদ ইব্ন ওলীদ তুলায়হার এমন এক শিষ্যকে, যিনি পরবর্তীতে নিষ্ঠাবান হয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তুলায়হা যেসব ওহীর কথা তোমাদেরকে শুনাত তার কিছু আমাদেরকে শুনাও তো! তিনি উত্তর দিলেন যে, তুলায়হা বলতো ঃ

الحمام واليمام والصرد والصوام - قد صمن قبلكم باعوام ليبلغ ملكنا العراق والشام -

অর্থাৎ "পোষা কবুতর, বন্য কবুতর, সুরাদ ও সুওয়াম পাখি তোমাদের পূর্বে পাখা মেলেছে যাতে আমাদের দেশ ইরাক ও সিরিয়ায় পৌঁছতে পারে।"

এ জাতীয় অর্থহীন প্রলাপ জাতীয় কথাবার্তা সে বলতো। হযরত আবূ বকরের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, খালিদ ইব্ন ওলীদ তুলায়হা ও তার সঙ্গী সহযোগীদেরকে নির্মূল করে দিয়েছেন তখন খলীফা তার নিকট পত্র লেখেন যে, আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ দান করেছেন তা যেন তোমাকে তিনি আরও বাড়িয়ে দেন। তোমার কাজে-কর্মে আল্লাহ্কে ভয় করবে, কেননা, আল্লাহ্ সেই সব লোকের সঙ্গে থাকেন যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং যারা উত্তম কাজ করে। তুমি কাজ সম্পাদনে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে, নমনীয় হবে না। তাদের মধ্যে যে সব মুশরিক মুসলমানদের হত্যা করেছে তাদেরকে হত্যা করবে এবং বন্দীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্র শত্রুতা বা বিরোধিতা করেছে এবং এটাকেই কল্যাণকর মনে করেছে তাদেরকে হত্যা করবে।

খালিদ এক মাস যাবৎ বাযাখায় অবস্থান করেন। তিনি সেখানকার উপরে-নীচে দূরে-নিকটে সর্বত্র ঐ সব লোকদের ধরার জন্যে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন যাদেরকে আটক করার জন্যে খলীফা আদেশ দিয়েছিলেন। এ জাতীয় লোকদেরকে ধরার জন্যে খালিদ এক মাস পর্যন্ত ছুটে বেড়ান। এ এলাকার লোকজন মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সময়ে সেখানকার মুসলমানদের যারা হত্যা করেছিল তাদের হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি এদেরকে আটক করেন। তারপর অভিযুক্তদের কাউকে তিনি অগ্নি দগ্ধ করেন, কাউকে পাথর মেরে হত্যা করেন, কাউকে পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করেন। এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে, যাতে লোকজন আরব মুরতাদদের শাস্তির বর্ণনা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সুফয়ান ছাওরী .... তারিক ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, বাযাখা, আসাদ ও গাতফানের প্রতিনিধি একদল লোক খলীফা আবূ বকরের নিকট উপস্থিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। খলীফা তাদেরকে ইখতিয়ার দিলেন, তোমাদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে, তোমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে, কিংবা লাঞ্ছিত করে ক্ষমা করা হবে-এ দুটির যে কোন একটা গ্রহণ করতে পার। তারা বলল, হে রাসূলুল্লাহ্র খলীফা! উচ্ছেদকারী চূড়ান্ত যুদ্ধের স্বাদ তো আমরা পেয়েই গেছি, (حرب مجلية) কিন্তু লাঞ্ছনাদায়ক ক্ষমার অর্থ কি? খলীফা বললেন, এর অর্থ ঃ তোমাদের বাড়ি ঘর, সহায় সম্পদ ও শক্তি সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হবে আর তোমাদেরকে বানান হবে উটের রাখাল, আল্লাহ্ দেখবেন যে, তাঁর নবীর খলীফা ও মু'মিনগণ তোমাদেরকে অক্ষম করে দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু নিয়েছ তা আমাদেরকে ফেরত দেবে, আর আমরা যা কিছু নিয়েছি তা তোমাদেরকে ফেরত দেব না। তোমরা দেখবে যে, আমাদের যারা নিহত হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে, আর তোমাদের যারা নিহত হয়েছে তারা জাহান্নামে যাবে। আমাদের নিহতদের বদলা দেয়া হবে, তোমাদের নিহতদের কোন বদলা নেই। হযরত উমর বলেন, আপনার কথা-'আমাদের নিহতদের বদলা নেয়া হবে'-এর কারণ হলো, আমাদের লোকেরা আল্লাহ্র নির্দেশমত নিহত হয়েছে-তাদের দিয়াত বা রক্তপণ হয়না। উমর এ কথা বলে বিরত থাকলেন এবং দ্বিতীয়বারে বললেন, আপনার সিদ্ধান্ত কতই না উত্তম (বুখারী)।

আর একটি ঘটনা

বাযাখা দিবসে তুলায়হার বহু সংখ্যক পরাজিত গাতফানী সৈন্য সমবেত হয়ে জনৈকা মহিলার শরণাপন্ন হয়। মহিলাটির নাম ছিল উম্মু যুমাল সালমা বিন্ত মালিক ইব্ন হুযায়ফা। সে তার মা উম্মু কুরফার মত আরবের বিখ্যাত একজন মহিলা। গোত্রীয় মর্যাদা ও অধিক

সংখ্যক সন্তানের কারণে তার মা ছিল প্রবাদতুল্য। তার নিকট ওরা সমবেত হলে সে তাদেরকে তিরস্কার করল ও খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করল। এতে তারাও উত্তেজিত হল। ইতিমধ্যে সুলায়ম, তায়, হাওয়াযিন ও আসাদ গোত্রের আরও লোক এসে তাদের সাথে মিলিত হল। এরা যখন একটি বিরাট বাহিনীতে পরিণত হল এবং উক্ত মহিলার প্রতিপত্তিও তাতে বৃদ্ধি পেল। এদের সংবাদ পেয়ে খালিদ ইব্‌ন ওলীদ দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। উভয় দলের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। উক্ত মহিলা তার মায়ের উটের পিঠে সওয়ার ছিল। সে তার আত্মসম্মান প্রকাশ করার জন্যে ঘোষণা দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি এ উটটিকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে। খালিদ তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, মহিলাটির উটের পা কেটে দেন এবং মহিলাকে হত্যা করে খলীফার নিকট বিজয় বার্তা প্রেরণ করেন।

ফাজাআর ঘটনা

ফাজাআর প্রকৃত নাম ইয়াস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। সে ছিল বনী সুলায়ম গোত্রের লোক। এটা ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা। খলীফা আবূ বকর (রা) ফাজাআকে মদীনার বাকী' নামক স্থানে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। এর কারণ ছিল সে খলীফার দরবারে এসে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় এবং খলীফার নিকট একদল সৈন্য চায়, যাদেরকে নিয়ে সে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে জানায়। খলীফা একদল সৈন্য তার দায়িত্বে দিয়ে দেন। কিন্তু সৈন্য বাহিনী নিয়ে সে সম্মুখে মুসলমান মুরতাদ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করে তাদের মালপত্র লুট করতে থাকে। খলীফা এ সংবাদ শুনেই তাদের পশ্চাতে আর একদল সৈন্যকে ধরে আনার জন্যে প্রেরণ করেন। তাকে ধরার পর তাকে বাকীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তার দুই হাত পিঠের সাথে বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এ অবস্থায়ই সে মারা যায়।

সাজাহ্ ও বনূ তামীমের ঘটনা

রিদ্‌দার সময়ে তামীম গোত্রের লোকজনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। একদল ইসলাম ত্যাগ করে এবং যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আর একদল খলীফার নিকট যাকাত প্রেরণ করে। অপর একদল অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয় সে অপেক্ষায় থাকে। এমনি অবস্থায় সাজাহ্ বিনত হারিছ তথায় আগমন করে। সে ছিল তাগলিব গোত্রের এক খৃষ্টান মহিলা। সে নিজেকে নবী বলে দাবি করে। তার সাথে তার গোত্রের একদল সৈন্যও ছিল এবং অন্যান্য গোত্রেরও কিছু লোক এসে তার সাথে মিলিত হয়েছিল। খলীফা আবূ বকরের সাথে যুদ্ধ করতে তারা বদ্ধ পরিকর হয়। তামীম গোত্রে পৌঁছে সাজাহ্ তাদেরকে নিজের দাবির দিকে আহবান জানায়। জনগণের মধ্যে তার আহবানে বেশ সাড়া পড়ে। যারা তার আহবানে সাড়া দেয় তাদের মধ্যে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা আত তামীমী, উতারিদ ইব্‌ন হাজিব ছাড়াও বনূ তামীমের নেতৃস্থানীয় একদল লোকও ছিল। অন্যরা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তারা পরস্পরে যুদ্ধ না করার জন্যে সমঝোতায় উপনীত হন। কিন্তু মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা সাজাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে য়ারবূ গোত্রের উপর হামলা করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। অবশেষে যুদ্ধ করার

জন্যে সবাই ঐক্যমত পোষণ করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কাদের থেকে যুদ্ধের সূচনা করা যায়? উত্তরে সাজাহ্ কাব্যিক ভঙ্গিতে বলল ঃ

اعدوا الركاب واستعدوا للنهاب - ثم اغيروا على الرباب - فليس دونهم حجاب

অর্থাৎ তোমরা বাহনগুলোকে প্রস্তুত কর। আক্রমণ করার জন্যে তৈরী হও এবং জনগোষ্ঠির উপর ধ্বংসাত্মক অভিযান চালাও। তাদের পরে আর কোন বাধা নেই।

তারপর সকলেই সাজাহ্‌কে সাহায্য সহযোগিতা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন নিম্নের কবিতাটি পাঠকরে ঃ

اتتْنا اختُ تغلِبَ فى رجال * جلائب من سراة بنى ابينَا

وارستْ دعوة فينا سَفَاهًا * وكانت من عمائر اخرِينَا

فما كنا لنرزيهم زبالا * وما كانت لِتُسْلِمَ اذْاتينَا

ألا سفهت حلومكم وضلت * عشية تحشدون لها ثبينا

অর্থাৎ "তাগলিব গোত্রীয় (সাজাহ্) আমাদের বংশীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে আমাদের নিকট আগমন করে। এবং নির্বোধ বানাবার উদ্দেশ্যে সে আমাদের মাঝে নুবুওতী দাবির ভিত্তি স্থাপন করে; কিন্তু বহু বড় বড় গোত্র আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। আমরা তাদেরকে কিছুমাত্র বিপদে ফেলতে সক্ষম হইনি, সে যখন আমাদের নিকট আগমন করেছিল তখন সে আত্মসমর্পণ করেনি। মনে রেখ, তোমাদের জ্ঞানী লোকগুলো নির্বোধ সেজেছে এবং সেই বিকেল-সন্ধ্যায় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, যখন তোমরা সেই মহিলার সাহায্যার্থে তল্পী-তল্পা গুটিয়ে নিচ্ছিলে।"

উতারিদ ইব্‌ন হাজিব এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

امست نبيتنا انثى نطيف بها * واصبحت انبياء الناس ذكرانا

অর্থাৎ "আমাদের নবী একজন নারী-তাকে ঘিরেই আমাদের তৎপরতা। অথচ মানুষ কূলের সকল নবীই ছিলেন পুরুষ"।

এরপর সাজাহ্ ইয়ামামার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে রওয়ানা হয়। ভণ্ড নবী মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীব আল কায্যাব এর হাত থেকে ইয়ামামাকে দখল করাই ছিল তার এ সফরের উদ্দেশ্য। সাজাহ্‌র দলভুক্ত লোকজন মুসায়লামার ব্যাপারে ভীত হয়ে বলল, মুসায়লামা অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি। সাজাহ্ তাদেরকে বলেন, ইয়ামামার অভিযান চালানো তোমাদের উপর অপরিহার্য। কবুতরের ন্যায় ধীর গতিতে পা ফেলতে থাক। এটা হল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। এরপর আর তোমরা তিরস্কৃত হবে না।

عليكم باليمامة - دفوا دفيف الحمامة - فانها غزوة صرامة - لاتلحقكم بعدها ملامة -

অবশেষে তারা মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে প্রস্তুত হল। সে যখন সাজাহ্‌র আগমনের সংবাদ শুনল তখন নিজ দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ল। কারণ, সে তখন

ছুমামা ইব্ন উছালের সাথে যুদ্ধরত ছিল। আর ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল সৈন্য দ্বারা মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করছিলেন। এ সময়ে মুসলিম সৈন্যগণ মুসায়লামার অধীনস্থ কোন এক শহরে অবতরণ করে খালিদ ইব্ন ওলীদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। সুতরাং মুসায়লামা সাজাহ্‌র নিকট যুদ্ধ না করার প্রার্থনা জানিয়ে দূত পাঠিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে এই প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, সে তাকে কুরায়শদের থেকে দখলকৃত জমির অর্ধেকাংশ ছেড়ে দেবে। সে আরও জানাল যে, তুমি সুবিচার করলে আল্লাহ্ তোমাকে তা অবশ্যই ফেরত দেবেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। মুসায়লামা সাজাহ্‌র নিকট এ খবরও পাঠাল যে, আমি আমার গোত্রের একদল লোকসহ তোমার সাথে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আসছি। তারপর ৪০ জন লোকের এক দলসহ মুসায়লামা সাজাহ্‌র নিকট গেল এবং একটি তাঁবুর মধ্যে উভয়ে একান্তে মিলিত হল। মুসায়লামা তাকে অর্ধেক জমি প্রদানের প্রস্তাব দিলে সে তা মেনে নেয়। মুসায়লামা (বাহ্যিকভাবে) বলল, আল্লাহ্ শ্রবণ করালেন সেই ব্যক্তিকে যে শুনলো এবং অর্থ সম্পদের প্রতি লালায়িত করলেন তাকে যে লোভে পড়েছে। প্রতিটি সরল কাজে তাঁর বিধান কার্যকর আছে। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে দেখেছেন ও অভিনন্দিত করেছেন। তোমাদেরকে পৃথক করেছেন, এটা তাঁর ব্যতিক্রম। বিচার দিবসে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দেবেন ও জীবন দান করবেন। সৎ ও নেক লোকদের মঙ্গল দু'আ আমাদের উপর বহাল আছে। যারা পাপিষ্ঠ ও দুরাচার নয়, তারা তোমাদের মহান রবের উদ্দেশ্যে রাত জেগে ইবাদত করে ও দিনের বেলায় সওম পালন করে। তিনি মেঘমালা ও বৃষ্টিপাতের নিয়ন্ত্রক। মুসায়লামা আরও বলেছিল, আমি যখন দেখতে পেলাম, তাদের চেহারা সুন্দর, শরীরের ত্বক পরিষ্কার মসৃণ এবং হস্তসমূহ কোমল, তখন তাদেরকে বললাম, তোমরা নারীদের নিকট গমন করনা, মদ পান করোনা, বরং হে নেককার লোকেরা! তোমরা সওম পালন কর। আল্লাহ্ মহাপবিত্র। জীবন কাল তোমরা কিভাবে কাটাবো? আকাশ রাজ্যের প্রভুর নিকট কি অবস্থায় পৌঁছবে? সরিষা দানার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র পাপও যদি থাকে তবে তার উপরও সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত থাকবে। তিনি অন্তরে লুক্কায়িত সব বিষয়ে অবগত থাকেন। ঐ দিন অধিকাংশ লোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

অভিশপ্ত মুসায়লামা ও তার অনুসারীদের জন্যে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিল যে, অবিবাহিত পুরুষ বিবাহ করবে, যদি তার পুত্র সন্তান হয় তবে জন্ম মুহূর্ত থেকেই ঐ স্ত্রী তার জন্যে আর বৈধ থাকবে না। তবে যদি ঐ পুত্র মারা যায় তাহলে পুনরায় পুত্র সন্তান না জন্মান পর্যন্ত ঐ স্ত্রী তার জন্যে বৈধ থাকবে। এ হল মুসায়লামার মনগড়া বিধান।

কথিত আছে যে, মুসায়লামা যখন সাজাহ্‌র সাথে একান্তে বসেছিল তখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নিকট কী ধরনের ওহী অবতীর্ণ হয়? সে বলল, নারী জাতি কি দীনের দায়িত্ব পালন করতে পারে? বরং আপনি বলুন, আপনার নিকট কী ওহী আসে? মুসায়লামা বলল, আমার নিকট যে সব ওহী আসে তার কিছুটা এই ঃ

الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى ؟ اخرج منها نسمة تسعى، من بين صفاق وحشا ـ

অর্থাৎ "তুমি কি লক্ষ্য করেছ, তোমার রব গর্ভধারিণীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি তাদের মোটা পর্দা ও তীক্ষ্ণ পর্দার মাঝ থেকে চলমান মানব শিশু বের করেছেন"।

সাজাহ্ বলল, সে আবার কী? মুসায়লামা উত্তরে বলল ঃ

ان الله خلق للنساء افراجا ـ وجعل الرجال لهن ازواجا ـ فنولج فيهن قعسا ايلاجا ـ ثم نخرجها اذا نشاء اخراجا ـ فينتجن لنا سخالا انتاجا ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ নারীদের জন্যে যোনী বানিয়েছেন। আর পুরুষদেরকে করেছেন তাদের স্বামী। তাই আমরা তার মধ্যে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাই এবং যখন ইচ্ছা বের করি। তারপর এর থেকে তারা আমাদের জন্য সন্তান প্রসব করে"।

এ কথা শোনার পর সাজাহ্ বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই নবী। মুসায়লামা বলল, আচ্ছা আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই, কী বল? তা'হলে আমার গোত্র ও তোমার গোত্র মিলে গোটা আরবকে অধীনস্থ করে ফেলব? সাজাহ্ বলল, হাঁ, রাজী আছি। এরপর মুসায়লামা (নিম্নোক্ত কবিতা দিয়ে তার বিকৃত রুচির পরিচয় ব্যক্ত করে) বলে ঃ

الا قومى الى النيك * فقد هيء لك المضجع
فان شئت ففى البيت * ان شئت ففى المخدع
وان شئت سلقناك * وان شئت على اربع
وان شئت بثلثيه * وان شئت به اجمع

অর্থাৎ "উঠ নির্জনে চলো, তোমার জন্যে শয্যা প্রস্তুত! যদি চাও ঘরের মধ্যে, আর যদি চাও অন্দর কোঠায়, যদি চাও শয়নে, আর যদি চাও আসনে। যদি চাও দু-তৃতীয়াংশে, আর যদি চাও, তবে পুরোটা দিয়ে।

সাজাহ্ বলল, বরং পুরোটা দিয়েই। মুসায়লামা বলল, এভাবেই আমাকে ওহী দ্বারা জানান হয়েছে। এরপর সাজাহ্ তিন দিন যাবত সেখানে অবস্থান করার পর নিজ গোত্রে ফিরে যায়। লোকজন জিজ্ঞেস করল, মুসায়লামা তোমাকে মোহরানা বাবত কী দিয়েছে? সে বলল, কিছুই দেয়নি। গোত্রের লোকেরা বলল, সেও তোমার মত আরেক কদর্য ব্যক্তি–বিনা মহরে তোমাকে বিয়ে করেছে। সাজাহ্ তখনি মোহরানা দাবি করে মুসায়লামার নিকট সংবাদ পাঠাল। মুসায়লামা জানাল, তোমার মুআযযিন (ঘোষক)-কে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। সে মতে সাজাহ্ তার মুআযযিন শাবাত ইব্‌ন রিবঈ-কে পাঠিয়ে দিল। মুসায়লামা তাকে বলল, তুমি তোমার গোত্রে গিয়ে এই ঘোষণা করে দাও যে, মুহাম্মদ (সা) তোমাদের উপর যে কয় ওয়াক্ত সালাত পড়ার হুকুম করেছিলেন তার থেকে দুই ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ্‌র রাসূল (?) মুসায়লামা ইব্‌ন হাবিব কমিয়ে দিয়েছেন-অর্থাৎ ফজর ও ইশা দুই ওয়াক্ত, এটাই সাজাহ্‌র মহর। খালিদ ইব্‌ন ওলীদের ইয়ামামার সন্নিকটে আগমনের সংবাদ পেয়ে সাজাহ্ নিজ দেশে ফিরে যায়। মুসায়লামাহ থেকে অর্ধেক জমির খারাজ গ্রহণের পর সে পুনরায় জাযীরায় প্রত্যাবর্তন করে। এরপর থেকে সে নিজ গোত্র বনূ তাগলিবে অবস্থান করতে থাকে। অবশেষে হযরত মু'আবিয়া সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেন।

মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা আল-য়ারবূয়ী তামীমীর ঘটনা

আরব উপদ্বীপ থেকে আসার সময় সাজাহ্‌র মন নরমই ছিল। মুসায়লামার সাথে সাক্ষাতের পর তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র অভিশাপে পতিত হয়। এরপর সাজাহ্ তার নিজ শহরে ফিরে যায়। এ ঘটনায় মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা যে স্থানে থাকত সে স্থানের নাম ছিল আল-বাতাহ্। খালিদ ঐ স্থানে অভিযান চালাতে মনস্থ করেন। কিন্তু আসনাসরগণ এতে দ্বিমত পোষন করেন। তাঁরা বললেন, খলীফা আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা সম্পন্ন করেছি। খালিদ বললেন, এটা এমন একটি বিষয়, যা করা প্রয়োজন এবং এমন একটি সুযোগ, যার সদ্ব্যবহার করা উচিৎ। এ ব্যাপারে আমার নিকট কোন চিঠিপত্র আসেনি। আমি সেনাপতি, তথ্য-সংবাদ আমার কাছেই আসে। তোমাদেরকে যাওয়ার জন্যে আমি বাধ্য করছি না। তবে বাতাহ্ অভিযানের সংকল্প আমি গ্রহণ করেছি। দুই দিন চলার পর আনসারদের দূত এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা খালিদকে অপেক্ষা করতে বলেন, এবং তারপর তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হন। খালিদ সসৈন্যে বাতাহ্ গিয়ে পৌঁছলেন। এখানেই ছিল মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার অবস্থান। বাতাহ্ পৌঁছে খালিদ চতুর্দিকে সেন্যদেরকে ছোট ছোট দল প্রেরণ করেন লোকদেরকে ডাকার জন্যে। বনূ তামীমের নেতৃবর্গ খালিদকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং যাকাত প্রদান করল।

অবশ্য মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল এবং লোকজন থেকে দূরে অবস্থান করছিল। খালিদের সৈন্যরা তাকে ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে বন্দী করল। পরে বন্দীদের ব্যাপারে সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিল। সুতরাং আবূ কাতাদা হারিছ ইব্ন রিব্‌ঈ আনসারী বললেন, এরা সালাত আদায় করেছে। অন্যরা বলল, এরা আযানও দেয়নি সালাতও আদায় করেনি। জানান হল যে, বন্দীরা তীব্র শীতের মধ্যে বন্দীশালায় রাত কাটিয়েছে। এ সময় খালিদের ঘোষণাকারী ঘোষণা দিল যে, তোমরা বন্দীদেরকে সরিয়ে ফেল। দলের লোকেরা মনে করল, এ ঘোষণা দ্বারা ওদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে। সুতরাং তারা বন্দীদেরকে হত্যা করে দিল। যিরার ইব্ন আযওর মালিক ইব্ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করেন। ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনে খালিদ বের হয়ে আসেন। কিন্তু এ সময়ে তারা হত্যাকাণ্ড শেষ করে ফেলেছেন। খালিদ বললেন, আল্লাহ্ যখন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তা যথার্থই করেন।

খালিদ (গনীমাত হিসাবে) নারী বন্দীদের মধ্য থেকে মালিক ইব্ন নুওয়ায়রার স্ত্রীকে বেছে নেন। তার নাম ছিল উম্মু তামীম, মিনহালের কন্যা। দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী। ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর খালিদ তার সাথে মিলিত হন। কেউ কেউ বলেন যে, খালিদ মালিক ইব্ন নওওয়ায়রাকে ডেকে এনে সাজাহ্‌র মতাবলম্বন এবং যাকাত প্রদানে বিরত থাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তোমার কি জানা নেই যে, যাকাতের বিধান সালাতের বিধানের সাথে মিলিয়ে একত্রে দেয়া হয়েছে? মালিক বলল, তোমাদের সাথী (নবী) তো এ রকমই মনে করেন। খালিদ বললেন, তিনি আমাদের সাথী, তোমার সাথী (নবী) নন কি? হে যিরার! এর গর্দান উড়িয়ে দাও! তারপর মালিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়। খালিদের নির্দেশে তার শির

ছিন্ন করা হল। তারপর দু'টি পাথর ও মালিকের মস্তক এই তিনটির উপর ডেকচি বসিয়ে খাবার রান্না করা হয়। এই খাবার দিয়ে খালিদ ঐ রাত্রের আহার সারেন। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, আরবের মুবতাদ ও অন্যান্য লোকদেরকে ভীত ও শংকিত করা। কথিত আছে যে, মালিকের মাথার চুলও রান্নার আগুনে দেয়া হয় এবং চুল এত বেশি ছিল যে, গোশ্‌ত পাকান শেষ হবার পরও চুল অবশিষ্ট ছিল। আবূ কাতাদা খালিদের এই কাজের সমালোচনা করেন এবং এ নিয়ে দু'জনের তর্ক-বিতর্কও হয়। এমন কি আবূ কতাদা খলীফা হযরত সিদ্দীকের নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ পেশ করেন। হযরত উমর (রা)-এ বিষয়ে আবূ কাতাদা থেকে অবগত হয়ে খলীফাকে বলেন, খালিদকে অপসারণ করুন-কেননা তার তরবারীর মধ্যে যুলুম আছে। কিন্তু হযরত আবূ বকর বললেন, যেই তরবারীকে স্বয়ং আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন আমি তাকে কোষবদ্ধ করতে পারি না ঃ لا اشيم سيفا سَلَّهُ اللّٰهُ على الكفار। এরপর মুতামমিম ইব্‌ন নুওয়ায়রা এসেও খালিদের বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। হযরত উমর তাকে সাহায্য করেন। মুতামমিম খলীফার সম্মুখে নিহত ভ্রাতার মসিয়া পাঠ করে শুনায়। আর খলীফা নিজেই তার প্রতিবাদ করতে থাকেন। মুতামমিমের পঠিত কবিতার কিছু অংশ এই ঃ

وكنا كندمانى جذيمة برهة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

وعشنا بخير ماحينا وقبلنا * اباد المنايا قوم كسرى وتبعا

فلما تفرقنا كانى ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

অর্থ ঃ মদের আড্ডার দুই বন্ধুর ন্যায় আমরা উভয়ে (আমি ও আমার ভাই মালিক) ছিলাম একত্রে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। একটি যুগব্যাপী ছিল আমাদের এই সম্পর্ক। লোকজন বলতো আমাদের মাঝে কখনও বিরহ আসবে না। যদ্দিন বেঁচে ছিলাম সুন্দর ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের পূর্বে কিসরা ও তুব্বাকেও তো মৃত্যু ধ্বংস করে দিয়েছে। যখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ এসে গেল; তখন দীর্ঘকাল একত্রে থাকা সত্ত্বেও মনে হল যেন আমি ও মালিক একত্রে একটি রাতও কাটাইনি।

তার পঠিত কবিতার আরও কিছু অংশ এই ঃ

لقد لامنى عند العبور على البكى * رفيقى لتذارف الدموع السوافك

وقال اتبكى كل قبر رأيته * لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك

فقلت له ان الاسى يبعث الاسى * فدعنى فهذا كله قبر مالك

অর্থ ঃ আমি যখন বিলাপ করে চলছিলাম, তখন বাধাহীন অশ্রু বর্ষণ দেখে আমার এক বন্ধু আমাকে তিরস্কার করে বলছিল, তুমি কি লিওয়া ও দাকাদিকের মধ্যবর্তী যত সমতল কবর আছে তার প্রত্যেকটা দেখেই এভাবে বিলাপ করতে পারবে? আমি তাকে বললাম, ডাক্তারের কাজ তো ঔষধ পাঠিয়ে দেওয়া; সুতরাং আমাকে কাঁদতে দাও। কেননা, এ সবগুলোই মালিকের কবর।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) খালিদ ইব্‌ন ওলীদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণের জন্য খলীফাকে অব্যাহতভাবে চাপ দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, তার তরবারী যুলুমের সাথে জড়িত হয়ে গেছে ঃ ان فى سيفه لرهقا। অবশেষে খলীফা খালিদকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মদীনায় এসে পৌঁছলেন। তখন তিনি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। প্রচুর পরিমাণ রক্ত লাগার কারণে তাতে মরচে ধরে গিয়েছিল। খালিদ তাঁর মাথার পাগড়ির উপর রক্তমাখা একটি তীর গেড়ে রেখে ছিলেন। মসজিদে প্রবেশ করতেই হযরত উমর উঠে তার পাগড়ি থেকে তীরটি নিয়ে ভেংগে ফেললেন, এবং বললেন, তুমি কি দাপট দেখানোর উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানকে হত্যা করে তার স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাকে আমি পাথর মেরে হত্যা করব। খালিদ হযরত উমরের সাথে কোন কথা বললেন না। তিনি শুধু লক্ষ্য করলেন যে, খলীফার মত এ ব্যাপারে হযরত উমরের মতের অনুরূপ কিনা। তারপর তিনি হযরত আবূ বকরের কাছে গেলেন এবং ওযর পেশ করলেন। খলীফা তাঁর ওযর গ্রহণ করলেন ও ক্ষমা করে দিলেন এবং মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রার রক্তপণ আদায় করে দিলেন।

তিনি যখন খলীফার নিকট থেকে বের হন তখন হযরত উমর মসজিদে বসা ছিলেন। খালিদ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে উম্মে শামালার পুত্র, এবার আমার কাছে এসো! উমর কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, খলীফা তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গেছেন। আবূ বকর (রা) খালিদকে সেনাপতির পদে বহাল রাখেন। আসলে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যার ব্যাপারে খালিদ ইজতিহাদ করেছিলেন, এবং তাতে তাঁর ভুল হয়েছিল। আর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জুযায়মাকে দমন করার জন্য খালিদকে প্রেরণ করলে তিনি সেই সব বন্দীদেরকে হত্যা করেন যারা বলেছিল "আমরা ধর্ম ত্যাগ করেছি, আমরা ধর্ম ত্যাগ করেছি।" আসলে তারা আমরা মুসলমান হয়েছি- কথাটি বলতে অভ্যস্ত ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের রক্তপণ আদায় করেন-যার পরিমাণ ছিল বনূ কালবের পশু পালের সমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'হাত তুলে দু'আ করেছিলেন ঃ اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد। -হে আল্লাহ্! খালিদ যে কাজ করেছে, আমি তা থেকে মুক্ত। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করেননি।

মুসায়লামা কায্যাবের হত্যা প্রসঙ্গ

খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খালিদ ইব্‌ন ওলীদের ওযর গ্রহণ করার পর সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে বনূ হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। বিপুল সংখ্যক মুসলমান এ বাহিনীতে যোগদান করেন। আনসারদের মধ্য থেকে ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্‌মাসকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। যাত্রাপথে কোন মুরতাদের দেখা পেলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হত। সাজাহ্‌র অশ্বারোহী বাহিনীকে অতিক্রম করার সময় খালিদ তাদেরকে বিতাড়িত করেন এবং জাযীরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। খালিদের বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর খলীফা অপর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী তাদের সাহায্যে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে খলীফা মুসায়লামার নিকট ইকরামা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল ও শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা বানূ হানীফার মুকাবিলায় ব্যর্থ হন। কারণ, ওদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। শুরাহ্‌বীলের বাহিনী পৌঁছবার পূর্বেই ইকরামা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজিত হন এবং

খালিদের অপেক্ষা করতে থাকেন। মুসায়লামা যখন খালিদের আগমনের সংবাদ পেল, তখন সে তার সৈন্য বাহিনীকে 'আকরাবা' নামক স্থানে সববেত করল। এ স্থানটি ছিল ইয়ামামার এক পার্শ্বে অবস্থিত এবং এর পশ্চাতে ছিল মরুদ্যান। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মুসায়লামা সর্ব সাধারণকে উৎসাহিত করে। ফলে ইয়ামামার সকল অধিবাসী ব্যাপকভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। মুসায়লামার বাহিনীর ডান ও বাম এই দুই অংশের দায়িত্বভার সে মুহ্কাম ইব্ন তুফায়ল ও রাজাল ইব্ন উনফুওয়া ইব্ন নাহ্শালের উপর ন্যস্ত করে। এই রাজাল হল মুসায়লামার সেই বন্ধু, যে তার নিকট সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি মুসায়লামাকে তার নবুওয়াতী কাজে শরীক করে নিয়েছেন। এই অভিশপ্ত লোকটিই ইয়ামামাবাসীদের বিপথগামী করার জন্য সর্বাধিক দায়ী। তার প্রচেষ্টার ফলেই ইয়ামামার জনগণ মুসায়লামার অনুসারী হয়। ইতিপূর্বে এই রাজাল একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাজির হয়ে সূরা বাকারা শিক্ষা করেছিল। রিদ্দার যুগে সে খলীফা আবূ বকরের দরবারেও হাজির হয়। খলীফা তাকে ইয়ামামাবাসীদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানোর জন্য এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠান। কিন্তু সে এসে মুসায়লামার সাথে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার নবুওতির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সায়ফ ইব্ন উমর ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি আরও কতিপয় লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ছিলাম। ঐ মজলিশে রাজাল ইব্ন উনফুওয়াও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে যার মাড়ির এক একটি দাঁত জাহান্নামের মধ্যে উহূদ পর্বতের চেয়েও বড় বড় হবে। ঐ মজলিসের সবাই একে একে মারা গেল। বেঁচে থাকলাম কেবল আমি ও রাজাল। আমি উক্ত হাদীসের জন্য সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম। অবশেষে রাজাল মুসায়লামার পক্ষ অবলম্বন করে এবং তার নবুওতের সাক্ষ্য দান করে। এদিক থেকে মুসায়লামার ফিত্না অপেক্ষা রাজালের ফিত্না আরও ভয়াবহ। এ হাদীস ইব্ন ইসহাকও ...... আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

খালিদের বাহিনী ইয়ামামার কাছে এসে পৌঁছল। অগ্রভাগে ছিলেন শুরাহ্বীল ইব্ন হাসানা (রা) আর দুই বাহুর দায়িত্বে ছিলেন যায়দ ও আবূ হুযায়ফা। রাত্রে অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে চল্লিশ কিংবা ষাটজন অশ্বারোহীর দেখা হয়। ঐ বাহিনীর নেতা ছিল মুজাআ ইব্ন মুরারা। সে বনূ তামীম ও বনূ আমির থেকে রক্তপণ আদায়ের লক্ষ্যে গিয়েছিল এবং এখন সেখান থেকে নিজ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করছিল। মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈন্যরা তাদেরকে আটক করে খালিদের নিকট নিয়ে আসে। তারা খালিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু খালিদ তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেননি, তাই কেবল মুজাআ ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তাকে বন্দী করে রাখা হয়। যুদ্ধ ও কলা-কৌশলে সে ছিল খুবই অভিজ্ঞ এবং বনূ হানীফার সর্দার ও নেতা। কারো কারো মতে এদেরকে যখন খালিদের সম্মুখে আনা হয় তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে বনূ হানীফার লোকেরা, তোমরা কী মত পোষণ কর? তারা জবাব দিল, আমাদের মত এই যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন আর আপনাদের মধ্যেও একজন নবী আছেন। তখন সবাইকে হত্যা করা হয়, কেবল একজনকে হত্যা করা হয়নি; তার নাম ছিল সারিয়া। খালিদ তাকে বললেন, ওহে! তুমি যদি এর তুলনায় ভাল বা

মন্দ পেতে চাও তবে এই ব্যক্তিকে জীবিত রাখার প্রার্থনা করতে পার-অর্থাৎ মুজাআ ইব্‌ন মুরারাকে। সুতরাং সে তাকে জীবিত রাখার জন্য খালিদের নিকট প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তাঁবুর মধ্যে বন্দী করে রাখেন এবং স্ত্রীকে বলেন, এর সাথে উত্তম আচরণ করবে। খালিদের স্ত্রী এই তাবুতেই ছিল। উভয় পক্ষ মুকাবিলার জন্য যখন মুখোমুখি হল তখন মুসায়লামা নিজ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলল, আজ আত্ম মর্যাদা রক্ষার দিন। আজ যদি তোমরা হেরে যাও তাহলে তোমাদের মহিলারা বন্দী হবে। অপাত্রে তাদের বিবাহ হবে। অতএব তোমরা বংশ মর্যাদা রক্ষার্থে জীবনপণ করে যুদ্ধ কর এবং তোমাদের স্ত্রীদেরকে রক্ষা কর।

মুসলিম বাহিনী ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হল। উপত্যকার কাছে খালিদ এসে মিলিত হলেন এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান। মুহাজিরদের ঝাণ্ডা আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিমের হাতে দেওয়া হয় আর আনসারদের ঝাণ্ডা দেওয়া হয় ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শামমাসের হাতে। সাধারণ আরববাসীরা তাদের নিজ নিজ ঝাণ্ডা নিয়ে থাকে। ওদিকে মুজাআ ইব্‌ন মুরারা তাঁবুর মধ্যে খালিদের স্ত্রী উম্মু তামীমের তত্ত্বাবধানে বাঁধা ছিল। এ সময়ে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় মুসলিম পক্ষের সৈন্যগণ পরাজিত হন। এমন কি বনূ হানীফার লোকজন খালিদ ইব্‌ন ওলীদের তাঁবুতে প্রবেশ করে। উম্মু তামীমকে হত্যা করার জন্যও তারা উদ্যত হয়। কিন্তু মুজাআ তাকে নিরাপত্তা দিয়ে বলে যে, এ ভদ্র মহিলাটি অত্যন্ত ভাল মানুষ। যুদ্ধের এই চক্করের মধ্যেই অভিশপ্ত রাজালা যায়দ ইব্‌ন খাত্তাবের হাতে নিহত হয়। অতঃপর সাহাবাদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। যায়দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শামমাস বলে উঠলেন, আপনারা আপনাদের সাথী সঙ্গীদের সাথে কতইনা খারাপ আচরণ করেছেন! চতুর্দিক থেকে রব উঠল, খালিদ! আমাদেরকে মুক্তি দান করুন। ফলে মুজাহির ও আনসারদের একটি বড় দলকে মুক্তি দেয়া হল। বারা ইব্‌ন মাগরূর ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি যখনই যুদ্ধ দেখতেন তখনই তাঁর শরীরে জ্বর উঠত এবং বাহনের উপরে গিয়ে বসে থাকতেন। এমন কি পরিধেয় পাজামায় পেশাব পর্যন্ত করে দিতেন। এরপর তিনি সিংহের মত গর্জন করে প্রতিপক্ষের উপর ঝাপিয়ে পড়তেন। বনূ হানীফার লোকেরা সেদিন এমন যুদ্ধ দেখায় যেমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। সাহাবাগণ তাদের মাঝে পরস্পর উপদেশ প্রদান করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, হে সূরা বাকারার লোকেরা, আজ তোমাদের যাদু নস্যাৎ হয়ে গেছে। আনসারদের ঝাণ্ডা বহনকারী হযরত ছাবিত ইব্‌ন কায়স কাফনের কাপড় পরে এবং তাতে কর্পুরের সুগন্ধি মাখিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পায়ের নলা পর্যন্ত গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবেই তিনি ঝাণ্ডা নিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকেন এবং এ অবস্থায়ই শাহাদত বরণ করেন।

মুহাজিরগণ আবূ হুযায়ফার মাওলা সালিমকে বললেন, তুমি কি এ আশংকা করছ যে, তোমার পূর্বেই আমরা চলে যাব? সালিম বললেন, তা হলে তো কুরআনের ধারক হিসাবে আমি একজন নিকৃষ্ট লোকে পরিণত হব। যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব ভাষণ দিলেন ঃ হে লোক সকল, তোমরা ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, শত্রুদের নিধন কর এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ওদেরকে পরাজিত না করেন, অথবা আমি আল্লাহ্‌র নিকটে চলে যাই। তখন আমি তাঁর কাছে আমার পক্ষের সাফাই পেশ করব। কিছুক্ষণ পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবূ

হুযায়ফা তার ভাষণে বলেন, হে কুরআনের ধারক বাহকগণ! বাস্তব কর্মের মাধ্যমে তোমরা কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর। এ কথা বলেই তিনি শত্রুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। অতঃপর শাহাদাত বরণ করেন। এরপর খালিদ ইব্‌ন ওলীদ শত্রুর উপর আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে অতিক্রম করে চলে যান এবং মুসায়লামা পর্বতের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানে তিনি এ অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকেন যে, এ পথ দিয়ে মুসায়লামা যেতে থাকলে তাকে হত্যা করবেন। এরপর ফিরে এসে দুই দলের মাঝে দাঁড়িয়ে মল্ল যুদ্ধের জন্য ডেকে বললেন, আমি ওলীদ আল আওদের পুত্র। আমি আমির ও যায়দের বংশধর। এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীর প্রতীক নাম উচ্চারণ করেন। এই যুদ্ধে মুসলমান সংকেত ধ্বনি ছিল 'ইয়া মুহাম্মাদাহ্। শত্রুপক্ষ থেকে যে কেউ মল্ল যুদ্ধে নামলে তাকে হত্যা করতেন এবং যা কিছু তার সামনে পড়ত তাই ধ্বংস করে দিতেন। এ ভাবেই মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের চাকা ঘুরে যায়। অতঃপর মুসায়লামার শয়তান তার ঘাড় বাকিয়ে দেয়, ফলে কোন প্রস্তাবই সে গ্রহণ করেনি। মুসায়লামা যখনই সত্যের দিকে কিছুটা অগ্রসর হয় তখনই তার শয়তান তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতো। এরপর খালিদ তাকে ছেড়ে আসেন। খালিদ মুজাহিরগণকে আনসার আরবদের থেকে পৃথক পৃথক করে রেখেছিলেন। আর আরবের প্রত্যেক গোত্রই তাদের নিজ নিজ ঝাণ্ডার অধীনে যুদ্ধ করছিল। এ ব্যবস্থা এ জন্য করা হয়েছিল যাতে প্রত্যেকেই জানতে পারে যে, তাদেরকে কোন দিক থেকে আসতে হবে। সাহাবায়ে কিরামগণ এ যুদ্ধে অভূতপূর্ব ধৈর্যের পরিচয় দেন। তারা অব্যাহতভাবে শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করেন। কাফিরদের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। পিছন দিক থেকে মুসলমানরা ধাওয়া করে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে এবং যেভাবে সুযোগ হয় সেভাবেই তলোয়ার মারতে থাকেন। এভাবে চাপতে চাপতে তাদেরকে মৃত্যুর বাগিচা পর্যন্ত নিয়ে যান। এ সময়ে ইয়ামামার মুহকাম ইব্‌ন তুফায়ল তাদেরকে বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত দেয়। অতএব, তারা বাগিচায় প্রবেশ করেন। এই বাগিচার মধ্যেই অবস্থান করছিল আল্লাহ্র দুশমন মুসায়লামা। মুহকাম ভাষণ দিচ্ছিল, এ অবস্থায় আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন। তীর তার কাঁধে বিদ্ধ হয় এবং এতে সে মারা যায়। বনূ হানীফা উক্ত বাগিচার প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দেয়। সাহাবাগণ বাগিচা বেষ্টন করে রাখেন। বারা ইব্‌ন মালিক মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে উঁচু করে বাগিচার মধ্যে ফেলে দাও। সুতরাং তার বর্ষার সাহায্যে তাকে উঁচু করে প্রাচীরের উপর দিয়ে ভিতরে ফেলে দিল। বারা একাই দরজার সন্নিকটে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দরজা মুক্ত করেন। ফলে মুসলিম বাহিনী বাগিচার প্রাচীর টপকিয়ে এবং দরজার মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং সেখানে আত্মগোপন করে থাকা ইয়ামামার মুরতাদদেরকে নিধন করে।

এরপর তারা মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হয়। সে তখন একটি ভাংগা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। দেখলে মনে হয় যেন ধূসর বর্ণের একটি উট। সে কিছু প্রকাশ করতে চাচ্ছে, কিন্তু অত্যধিক ক্ষুদ্ধাবস্থায় থাকার কারণে তার কোন কথাই বুঝা যাচ্ছিল না। শয়তান তাকে উত্তেজিত করার কারণে তার এ অবস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। এমনকি চোয়াল বেয়ে ফেনা বের হতে থাকে। এ সময় জুবায়র ইব্‌ন মুত্ইমের আযাদকৃত গোলাম হামযার হত্যাকারী ওয়াহ্শী ইব্‌ন হারব তার দিকে এগিয়ে যান এবং মুসায়লামাকে তাক করে বর্শা নিক্ষেপ করেন। বর্শা

তার দেহ ভেদ করে পেছন দিকে বেরিয়ে যায়। আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা দ্রুত গিয়ে তরবারির আঘাত হানেন। এতে মুসায়লামা ভূপাতিত হয়। এক মহিলা প্রাসাদ থেকে মৃত্যু বার্তা ঘোষণা করল, হায়, মু'মিনদের নেতা! তাকে এক হাবশী ক্রীতদাস হত্যা করেছে। রনাঙ্গণে ও বাগিচার মধ্যে শত্রুদের প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়, কারও কারও মতে নিহতের সংখ্যা একুশ হাজার। পক্ষান্তরে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ছয়শ' ভিন্ন মতে পাঁচশ' সৈন্য শহীদ হন। শহীদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী ও নেতৃস্থানীয় লোক। তারপর খালিদ বের হলেন, সাথে নিলেন মুজাআ ইব্ন মুরারাকে। তখনও সে বাঁধা অবস্থায় ছিল। নিহতদের মধ্য থেকে মুসায়লামার লাশ সনাক্ত করার জন্য খালিদ তাকে সাথে নেন। রাজাল ইব্ন উনফুওয়ার লাশের কাছে গিয়ে খালিদ জিজ্ঞেস করলেন, এই কি সেই ব্যক্তি ? মুজাআ বলল, না। আল্লাহ্র কসম, এ ব্যক্তি তার থেকে উত্তম। এ হচ্ছে রাজাল ইব্ন উনফুওয়া। কিছুক্ষণ পর গেরুয়া বর্ণের চ্যাপটা নাক বিশিষ্ট একটি লাশের কাছে উপস্থিত হয়ে মুজাআ বলল, এই হচ্ছে সেই (মুসায়লামার) লাশ যাকে আপনি খুঁজছেন। খালিদ বললেন, এর অনুসরণ করায় আল্লাহ্ আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন।

খালিদ এরপরে ইয়ামামার চারপাশে পড়ে থাকা মাল-সম্পদ ও বন্দীদেরকে তুলে আনার জন্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি সেখানকার দুর্গসমূহে হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্গগুলোতে মহিলা, শিশু ও অতিশয় বৃদ্ধ লোক ব্যতীত অন্য কেউ জীবিত ছিল না। এ সময় মুজাআ খালিদকে এই বলে প্রতারিত করে যে, পুরুষ লোক ও যুদ্ধক্ষম লোকে পরিপূর্ণ। সুতরাং যুদ্ধ না করে আমার সাথে সন্ধি করুন। খালিদ দেখলেন যে, মুসলিম সৈন্যরা অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি তার সাথে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। তবে তিনি মুজাআকে বললেন, চল, দুর্গগুলো দেখে আসি এবং লোকদের সাথে কথা বলি, যাতে তারাও সন্ধির ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করে। মুজাআ বলল, চলুন! এ বলে সে আগে গিয়ে মহিলাদেরকে বলল, তোমরা বর্ম পরে দুর্গের উপরে মাথা উঁচিয়ে থাক। তারা তাই করল। খালিদ দেখলেন, দুর্গের শীর্ষে মানুষের অজস্র মস্তক উঁচু হয়ে আছে। তিনি ভাবলেন, মুজাআ ঠিকই বলেছে। সুতরাং তিনি সন্ধি সম্পাদন করলেন। তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানালে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল এবং সত্য ধর্মে ফিরে আসল। খালিদ যেসব বন্দীদেরকে তুলে এনেছিলেন তাদের কতককে দুর্গবাসীদের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং অবশিষ্টদেরকে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। বন্দীদের মধ্য থেকে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব একজন বাঁদীকে নিয়ে যান। এই বাঁদীই হল তাঁর পুত্র মুহাম্মদের মা। এ কারণেই তাকে বলা হয়ে থাকে মুহাম্মদ ইবনুল হান্ফিয়া (র)। ইয়ামামার যুদ্ধ প্রসঙ্গে যিরার ইব্ন আযওর বলেন ঃ

فلو سُئلت عنا جَنوب لاخبرت * عشية سالت عقرباء وملهم

وسال بفرع الواد حتى ترقرقت * حجارته فيه من القوم بالدم

عشية لاتغنى الرماحُ مكانها * ولا النبل الا المشرفى المصمم

فان تبتغى الكفارَ غير مسيلم * جَنوب فانى تابع الدين مسلمُ

اجاهد اذا كان الجهاد غنيمة * وَاللّهُ بالمرء المُجاهِدِ اَعْلَمُ

অর্থ ঃ যদি পুবেল হাওয়ার কাছে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সে সেই সন্ধ্যা বেলার কাহিনী বলে দেবে, যখন পাহাড়ী সাপ বিচ্ছু উপত্যকার নিম্নভূমিতে নেমে এসেছিল। তারপর মানুষের রক্তে সে জায়গার পাথরসমূহ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সন্ধ্যাবেলার আক্রমণ থেকে কেউই রেহাই পায়নি। তীর-বর্শা কাউকে রক্ষা করতে পারেনি। তবে, কেউ যদি পাহাড়ের উপরে উঠে গিয়ে থাকে তবে তার কথা ভিন্ন। তুমি যদি মুসলিম না হয়ে কাফিরদের পথের অনুসারী হও, তাহলে জেনে রেখো, আমি দীন ইসলামের অনুসারী খাঁটি মুসলিম। আমি আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করি। কেননা জিহাদই মানুষকে ধন্য করে থাকে। কে সত্যিকার মুজাহিদ তা আল্লাহ্ই সম্যক ভাল জানেন।

খলীফা ইব্‌ন হান্নাত, মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে ইয়ামামার যুদ্ধ হিজরী এগার সনে সংঘটিত হয়। ইব্‌ন কানি' বলেছেন, এই সনের শেষের দিকে যুদ্ধ হয়। কিন্তু ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে হিজরী বার সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় মতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব যে, এগার হিজরীতে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বার হিজরীতে শেষ হয়। বনূ হানীফার লোকজন খলীফার নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের বলেন, মুসায়লামার পেশকৃত কুরআনের (?) কিছু অংশ আমাদেরকে শুনাও দেখি! তারা বলল, হে রাসূলুল্লাহ্‌র খলীফা! আপনি কি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না? তিনি বললেন, অবশ্যই তা করব। তখন তারা মুসায়লামার তথাকথিত ওহী থেকে পড়ে শুনাল ঃ

يا ضفدع بنت الضفدعين نقى لكم نقين - لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين - رأسك فى الماء - وذنبك فى الطين -

হে ব্যাঙদের কন্যা! তুমি তোমাদের জন্য পরিষ্কার রাখ। পানি নষ্ট করোনা, আর পানকারীকে নিষেধ করনা, তোমার মাথা পানির মধ্যে এবং লেজ কাদার মধ্যে।

والمبذرات زرعا - والحاصدات حصدا - والذاريات قمحا - والطاحنات طحنا - والخابزات خبزا - والثاردات ثردا - واللاقمات لقما - اهالة وسمنا - لقد فضلتم على اهل الوبر - وما سبقكم اهل المدر - رفيقكم فامنعوه - والمعتر فاووه - والناعى فواسوه -

কসম সেই সব মহিলাদের– যারা ফসলের বীজ বপণ করে, যারা ফসল কেটে ঘরে উঠায়, যারা দ্রুত গম বের করে, যারা পেষণ করে, যারা রুটি তৈরী করে, যারা ছারীদ বানায়, যারা লুক্‌মা বানিয়ে খাওয়ায়। এরা মোটা ও চর্বিধারী হয়। পল্লীবাসীদের উপর তোমাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শহরবাসীরাও তোমাদেরকে ছড়িয়ে যেতে পারেনি। যারা তোমাদের সফর সঙ্গী, তাদেরকে বিরত রাখ। যারা বিপদগ্রস্ত তাদেরকে আশ্রয় দাও এবং মৃত্যুর সংবাদ বহনকারীকে সববেদনা জ্ঞাপন কর!

এ জাতীয় আবোল তাবোল অর্থহীন কথাবার্তা সে বলত, যা খেলায়রত শিশু বালকদের জন্য হাসির খোরাক হত। কথিত আছে, সিদ্দীকে আকবর (রা) তাদেরকে বললেন, খবরদার!

তোমাদের এসব কথা মতে সে তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? এ সব কথা আল্লাহ্র বাণী হতে পারে না। মুসায়লামার আরও কিছু উক্তি এরূপ ঃ

والفيل وما ادراك ماالفيل ـ له زلوم طويل

হস্তি, তুমি কি জান, হস্তি কি জিনিস? তার একটি লম্বা শুঁড় আছে।

والليل الدامس ـ والذئب الهامس ـ ماقطعت اسد من رطب ولا يابس ـ

অন্ধকার রাত্রির কসম, গর্জনকারী নেকড়ের কসম, ভাল মন্দ কাউকেই সিংহ মারেনি

নিম্নের কথাগুলো পূর্বেও বলা হয়েছে ঃ

لقدانعم الله على الحبلى ـ اخرج منها نسمة تسعى ـ من بين صفاق وحشى ـ

এ ধরনের স্থূল, হাস্যকর, অর্থহীন আজেবাজে উক্তি সে করত।

আবূ বকর বাকিল্লানী তাঁর 'ইজাযুল কুরআন' গ্রন্থে মুসায়লামা, তুলায়হা, আসওদ ও সাজাহ্ প্রভৃতি ভণ্ড নবীদের উক্তি ও বাণীসমূহ উল্লেখ করেছেন। এসব বাণী থেকেই তাদের ভণ্ডামী ও অনুসারীদের গুমরাহী স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) জাহিলী যুগে একবার এক প্রতিনিধিদল দল নিয়ে মুসায়লামার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। মুসায়লামা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, এই সময়ে তোমাদের নবীর উপর কী ধরনের বাণী নাযিল হচ্ছে? আমর বললেন, তাঁর প্রতি একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়স্পর্শী ওহী সম্প্রতি নাযিল হয়েছে। তা হলো ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ـ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

কালের শপথ, নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্মসমূহ করেছে, একে অন্যকে হকের উপদেশ দিয়েছে ও একে অপরকে ধৈর্য অবলম্বনে উৎসাহ প্রদান করেছে।

মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরে মাথা উঁচিয়ে বললো আমার উপরও অনুরূপ কালাম নাযিল হয়েছে। আমর জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? মুসায়লামা পড়ল ঃ

يا وبر يا وبر ـ انما انت ايراد وصدر ـ وسائرك حفر نقر

ওহে ওবর[১], হে ওবর, তুমি আগমন ও প্রত্যাবর্তনকারী, তোমার সব লোকই খালি পা ও খেজুরের আটির গর্তের লোক।

এরপর সে জিজ্ঞেস করল, আমর! কেমন বুঝলে? জবাবে আমর বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি অবশ্যই জান যে আমি জানি, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজের অনুরূপ কাজ করার চেষ্টা করত। সে জানতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কুয়াতে লালা নিক্ষেপ করায় কুয়োর মধ্যে পানির ধারা ফুটে উঠেছে। সেও একটি কুয়োতে লালা নিক্ষেপ করে। কিন্তু এতে কুয়োর সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়। আরও একটি

১. বিড়াল থেকে ছোট একটি প্রাণী, যার কান ও লেজ ছোট হয়ে থাকে। –সম্পাদকদ্বয়

কুয়াতে সে লালা নিক্ষেপ করায় তার পানি তিক্ত হয়ে যায়। একবার সে উযূ করে অবশিষ্ট পানি খেজুর গাছের গোড়ায় দিলে গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। একবার দু'টি বালককে তার কাছে আনা হয় দু'আ নেয়ার উদ্দেশ্যে। সে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কিন্তু এতে একজনের মাথার সব চুল পড়ে যায় এবং অপরজন তোতলা হয়ে যায়। কোন এক লোকের চোখে ব্যথা হলে মুসায়লামা তার দুই চোখ মাসাহ করে দেয়, কিন্তু এতে উভয় চোখই অন্ধ হয়ে যায়। সায়ফ ইব্‌ন আমর ..... তালহা থেকে বর্ণনা করেন। তালহা একবার ইয়ামামায় গিয়ে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, মুসায়লামা কোথায়? তাকে বলা হল, তিনি কথা বলেননা। তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল-বল রাসূলুল্লাহ্‌ কোথায়? তালহা বললো, তাকে দেখার আগে রাসূল বলব না। এরপর মুসায়লামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো আপনি কি মুসায়লামা? বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট কে আসে? সে বললো, রাজিস। তালহা জিজ্ঞেস করলো, আলোর মধ্যে তার আগমন হয়, নাকি অন্ধকারের মধ্যে? বললো, অন্ধকারের মধ্যে। তালহা বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মিথ্যুক নবী আর মুহাম্মদ সত্য নবী। কিন্তু রাবীআ বংশের মিথ্যাবাদী আমার নিকট মুযার বংশের সত্যবাদীর তুলনায় অধিক প্রিয়। এরপর সে তারই অনুসারী হয়ে যায় এবং আক্‌রিবার যুদ্ধে নিহত হয়।

বাহ্‌রায়নবাসীদের মুরতাদ হওয়া ও পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলা ইবনুল হায্‌রামীকে বাহ্‌রায়নে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার শাসক মুনযির ইব্‌ন সাবী আল আবাদী আলার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার স্বদেশে ইসলাম ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইনতিকালের অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মুনসিরের মৃত্যুকালে হযরত আমর ইবনুল আস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুনযির জিজ্ঞেস করলেন, হে আমর! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কি অন্তিম শয়ানে শায়িত রোগীর হাতে তার সম্পদের কোন কর্তৃত্ব রেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, এক তৃতীয়াংশের উপরে। মুনযির বললেন, আমি এ দ্বারা কি করতে পারি? আমর বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে আপনার আত্মীয়-স্বজনকে দান করতে পারেন; ইচ্ছা করলে অভাবী লোকদের জন্য খরচ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে আপনার আত্মীয় স্বজনকে দান করতে পারেন; ইচ্ছা করলে অভাবী লোকরেদ জন্য খরচ করতে পারেন, মুনযির বললেন, দেবতার উদ্দেশ্যে উট-বকরী উৎসর্গ করার ন্যায় দান করাকে আমি পছন্দ করি না। বরং আমি এটা সাদকা করে দেব এবং তিনি তাই করলেন এরপর ইনতিকাল করলেন। আমর ইবনুল আস এতে খুবই বিস্মিত হলেন। মুনযিরের মৃত্যুর পর বাহ্‌রায়নবাসীরা মুরতাদ হয়ে যায় বিভ্রান্ত ও দাম্ভিক মুনযির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন মুনযিরকে তাদের রাজা বানায়। তাদের মধ্য থেকেই একজন মন্তব্য করল যে, মুহাম্মদ যদি সত্যিই নবী হতেন তাহলে মারা যেতেন না। এরপর গোটা বাহ্‌রায়নে জাওয়াছা ব্যতীত আর কোন শহরই ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকল না। এই জওয়াছা শহরেই সর্ব প্রথম জুম'আ কায়েম হয়েছিল। বুখারী শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর বরাতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। মুরতাদরা চারিদিক থেকে শহরটিকে ঘেরাও করে রাখে। বাহির থেকে খাদ্যসহ সবকিছুর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাদ্যাভাবে ক্ষুধার তাড়নায় তারা কাতর হয়ে পড়েন।

পরে আল্লাহ্ তাদের মুক্তির পথ বের করে দেন। এই শহরের বাসিন্দা বনূ বকর ইব্ন কিলাব গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযাফ ক্ষুধা ক্লিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত কবিতা পড়েছিলেন ঃ

الا ابلغ ابا بكر رسولا * وفتيان المدينة اجمعينا

فهل لكم الى قوم كرام * قعودا فى جواثا محصرينا

كان دماءهم فى كل فجّ * شعاعُ الشمس يغشى الناظرينا

توكلنا على الرحمن انا * وجدنا الصبرَ للمتوكلينا

অর্থ ঃ আমি কি আবূ বকর ও মদীনার সব যুবকদের কাছে দূত পাঠিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, জাওয়াছা শহরে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে আছি। এ অবস্থায় কি তোমাদের নীরব বসে থাকা শোভা পায়? প্রতিটি অলি গলিতে তাদের রক্ত কণিকা যেন সূর্য কিরণের ন্যায় দর্শকদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমরা রহমান খোদার উপর ভরসা করে আছি। ভরসাকারীদের জন্য ধৈর্য ধারণ ছাড়া আর কীইবা করার আছে!

জারূদ ইব্ন মু'আল্লা নামক এদের এক অভিজাত ব্যক্তি সবাইকে জমায়েত করলেন। তিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটেও একবার গিয়েছিলেন। সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, হে আবদে কায়েসের বংশধররা! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, জানা থাকলে উত্তর দেবে, জানা না থাকলে উত্তর দেবে-না। তোমরা জান না, মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বে আল্লাহ্ আরও নবী পাঠিয়েছিলেন ? তারা বলল, জী হাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি তাকে দেখেছ, না জেনেছো ? তারা বলল, তাঁর সম্পর্কে জেনেছি। তিনি বললেন, তারা কী করেছিলেন ? তারা বলল, মারা গিয়েছেন। তিনি বললেন, তারা যেমন মারা গেছেন, মুহাম্মদ (সা)-ও তেমনি মারা গিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। তারা বলল, আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আপনিই আমাদের নেতা। এভাবে তারা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেন এবং অন্যান্য লোকদেরকে তাদের মতের উপর ছেড়ে দিলেন।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এদের নিকট আলা ইব্ন হাযরামীকে প্রেরণ করেন, যেমনটি আমরা পূর্বেও বলে এসেছি। তিনি বাহ্রায়নে পৌঁছলে ছুমামা ইব্ন উছাল বিরাট এক বাহিনীসহ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন; এছাড়া সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসে আলা'র বাহিনীতে যোগ দিতে থাকেন। আলা' তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান ও সম্মান করেন। আলা' ছিলেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একজন সাহাবী, তিনি অত্যন্ত আবিদ ছিলেন এবং তাঁর দু'আ কবূল হতো। এই সফরে তিনি এক ঘটনার সম্মুখীন হন। তা হল, তিনি এক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অবতরণ করেন। লোকজন তখনও ঠিকমত বসতে পারেনি। এরই মধ্যে যেসব উটের উপর সৈন্যদের খাদ্য, পানীয় ও তাঁবু বোঝাই ছিল, সে উটগুলো সবই পালিয়ে যায়। পরিধেয় কাপড় ছাড়া আর কিছুই তাদের সাথে ছিল না। ঘটনা হয়েছিল রাতে। সুতরাং একটি উটও তাঁরা ধরতে পারলেন না। কাফেলার সকলেই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হন। একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতে থাকেন। এ সময় আলা ইব্ন হায্রামীর ঘোষণাকারী

সকলকে সমবেত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালে সকলেই সেখানে একত্রিত হন। আলা জিজ্ঞেস করলেন, ভাইসব! আপনারা কি মুসলমান নন ? আপনারা কি আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) বের হয়ে আসেননি ? আপনারা আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী নন ? তাঁরা সবাই বললেন, জী হাঁ। তিনি বললেন, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে, এখন আপনারা যে অবস্থায় আছেন সে অবস্থায় আল্লাহ্ কাউকে লাঞ্ছিত করেন না।

এরপর ফজরের আযান হলে সবাইকে নিয়ে তিনি সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তারপর দু'হাত উঁচিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। অন্যান্য সবাই তাই করল। ইতিমধ্যে সূর্য উদিত হল। উপস্থিত সবাই দেখল সূর্যের কিরণ ঝকমকিয়ে উঠছে। 'আলা' নিবিষ্টচিত্তে দু'আর মধ্যে ডুবে আছেন। যখন বেলা তিনি প্রহরে পৌঁছালো তখন তাঁদের পার্শ্বে আল্লাহ্ পরিষ্কার পানির একটি বিরাট কুয়ো সৃষ্টি করে দেন। তারপর আলা ও তার সাথীরা সবাই কুয়োর কাছে গিয়ে পানি পান করলেন ও গোসল করলেন। বেলা যখন আরো বৃদ্ধি পেল তখন তাঁদের উটগুলো বিভিন্ন পথ বেয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। উটের পিঠে রাখা সমস্ত মালামাল পাওয়া গেল, একটা সুতো পর্যন্ত খোয়া যায়নি। উটগুলোও সেখান থেকে একবার দু'বার করে পানি পান করে নিল। এটা ছিল আল্লাহ্র এক নিদর্শন, যা তিনি এই মুসলিম বাহিনীকে দেখান। এরপর তাঁরা মুরতাদ বাহিনীর সন্নিকটে এসে পৌঁছেন। তারাও বিপুল পরিমাণ সৈন্যের সবাবেশ করেছিল। উভয় বাহিনী এক জায়গায় পাশাপাশি রাত্রি যাপন করে। গভীর রাত্রে আলা হঠাৎ মুরতাদ বাহিনীর মধ্যে চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে , যে ওদের মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে, সে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারবে ? আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাযাফ দণ্ডায়মান হলেন এবং সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, তারা মদ পান করে মাতাল হয়ে আছে এবং তাদের চেতনা লোপ পেয়েছে। তিনি ফিরে এসে সব কথা জানালেন। খবর শোনা মাত্রই আলা সসৈন্যে তাদের উপর আক্রমণ চালালেন এবং বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করলেন। অল্প সংখ্যক লোকই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুসলিম সৈন্যরা শত্রুদের সমুদয় সম্পদ ও পশুপাল দখল করে নেন। ফলে বিপুল পরিমাণ গনীমত তাদের করায়ত্ত হয়।

বনূ কায়স ইব্ন ছা'লাবার জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হাত্ম ইব্ন যবীআ এই সময় নিদ্রিত ছিল। মুসলমানরা তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করলে তিনি ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। সে ঘোড়ায় আরোহণ করলেও তার পা রাখার রিকাব ছিঁড়ে গেল। সে বললো, কেউ কি আছে আমার জিনটা ঠিক করে দেবে ? এক মুসলমান সেই রাত্রেই এগিয়ে এসে বলল, আমিই ঠিক করে দেব, আপনার পা উঁচু করুন! যখন সে পা উঁচু করল তখন মুসলমানটি তলোয়ারের আঘাতে তার পা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। সে বললো! এখন আমাকে মেরে ফেল। মুসলিম লোকটি মারতে অস্বীকার করলো। হাতম ঘোড়ার উপর থেকে নিচে পড়ে গেল। যে কেউ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডেকে বলে যে, আমাকে হত্যা করে দাও, কিন্তু কেউ তাতে রাজি হলো না। এক পর্যায়ে ঐ পথ দিয়ে কায়স ইব্ন আসিম যাওয়ার সময় তাকে ডেকে সে বলল, আমি হাতম, আমাকে হত্যা করে দাও। তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। কিন্তু তার পা কর্তিত দেখে লজ্জিত হয়ে তিনি বললেন, আফসোস! আমি যদি এ অবস্থা জানতাম তাহলে একে ধরতাম না। এরপর মুসলমানরা পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং পথে-ঘাটে

যেখানেই যাকে পেলেন সেখানেই তাদেরকে হত্যা করলেন। যারা পলায়ন করে বেঁচে যেতে সক্ষম হয় তারা সকলে কিংবা অধিকাংশ লোক সমুদ্রকূলে 'দারীন' নামক স্থানে গিয়ে নৌকায় মালামাল আরোহণ করে।

অপরদিকে আলা ইব্ন হায্রামী গনীমতের মালামাল বন্টন শেষে বাহিনীকে পুনপ্রস্তুত করে বললেন, চল, আমরা দারীনে যাই, সেখানে শত্রু আছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। সবাই সম্মত হলেন এবং দ্রুত যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন, তাদের নৌকা বহু দূরে চলে গেছে। তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করার মত নৌকা ছিলনা। তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রের বুকে ঘোড়া ছুটালেন। দু'আ এই ঃ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - يَاحَكِيْمُ يَاكَرِيْمُ - يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ - يَا حَيُّ يَا مُحْيِى - يَاقَيُّوْمُ - يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا رَبَّنَا -

হে মহান দয়াময়, হে প্রাজ্ঞ সত্তা, হে করুণাময়, হে একক, অনন্য, হে স্বয়ং সম্পন্ন, হে চিরঞ্জীব, হে জীবনদাতা, হে চিরস্থায়ী, হে মহা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, হে আমাদের রব।

সৈন্যদেরকেও তিনি এ দু'আ পড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। সকলেই নির্দেশ মত কাজ করল। আল্লাহ্র হুকুমে সবাই উপসাগর পাড়ি দিলেন। তাদের মনে হল নরম বালুর উপরে অল্প পানি। বালুর মধ্যে উটের ক্ষুর আটকায় না এবং পানিও এত কম যে তা ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে না। যে পথ তাঁরা অতিক্রম করেছেন সে পথ নৌকায় পার হতে এক দিন ও এক রাত সময় লাগে। অথচ মুসলিম বাহিনীর ওপার গিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করে গনীমত নিয়ে এপারে প্রত্যাগমন করতে সর্বমোট সময় লাগে মাত্র এক দিন। এ সংবাদ তাদের স্বজনদের কাছে পৌঁছানোর মত একজন শত্রুকেও ছেড়ে দেওয়া হয়নি। মানুষ, জীব-জন্তু ও মাল-সম্পদ সবকিছু নিয়ে আলা এপারে পূর্বের স্থানে ফিরে এলেন। এতদসত্ত্বেও কোন একজন মুসলিমের কিছুই খোয়া যায়নি; কেবল একজন মুসলমানের ঘোড়ার খাবার ঘাস পড়ে যায়, কিন্তু তাও ফিরবার পথে আলা নিয়ে আসেন। প্রাপ্ত গনীমতের দ্রব্যাদি সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। সৈন্য সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও প্রতিজন অশ্বারোহী দুই হাজার এবং প্রতিজন পদাতিক এক হাজার (দিরহাম) করে ভাগে পান। সেনাপতি আলা খলীফা হযরত সিদ্দীকের নিকট সমস্ত সংবাদ লিখে পাঠান। খলীফাও এতে ধন্যবাদ জানিয়ে লোক পাঠান। আফীফ ইব্ন মুনযির নামক জনৈক মুসলিম সৈন্য তাঁদের সমুদ্র অতিক্রম করা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

الم تران الله ذلل بحره * وانزل بالكفار احدى الجلائل

دعونا الى شق البحار فجاءنا * باعجب من خلق البحار الاوائل

অর্থ ঃ তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে, আল্লাহ্ তার সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের উপরে বিরাট এক বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্রের পানি দু'ভাগে বিভক্ত করে শুকনা পথ বের করে দেন এবং অতীত কালে সমুদ্রকে যেরূপে বিভক্ত করেছিলেন, তার চেয়েও অধিক বিস্ময়করভাবে করেছেন আমাদের জন্য।

সায়ফ ইব্‌ন উমর তামীমী উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের এই সব ঘটনার স্থলের ও আলা ইব্‌ন হায্‌রামীর কারামত সমূহের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছেন 'হাজার' এলাকার অধিবাসী একজন ধর্মযাজক। এ সব প্রত্যক্ষ করে তিনি তখনি ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার তাঁকে ইসলাম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, আমি যেসব নিদর্শন দেখতে পেয়েছি, এরপরও যদি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে আমার আশংকা ছিল যে, আল্লাহ্ আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন। তিনি আরও বলেন যে, আমি রাতের শেষ প্রহরে বাতাসে ধ্বনিত একটি দু'আ শুনতে পাই। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কী সে দু'আ ? তিনি বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - لاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ - وَالْبَدِيْعُ لَيْس قَبْلَكَ شَيْئٌ - وَالدَّائِمُ غَيْرُ الْغَافِلِ - وَالَّذِىْ لاَيَمُوْتُ - وَخَالِقُ مَا يَرٰى وَمَا لاَيَرٰى - وَكُلَّ يَوْمٍ اَنْتَ فِىْ شَأنٍ - وَعَلِمْتَ اَللّٰهُمَّ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا -

হে আল্লাহ্! আপনি পরম দয়াময়, করুণার আধার, আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আপনি সবকিছুর উদ্ভাবক। আপনার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। আপনি চিরস্থায়ী, বে-খিয়াল নন। আপনি এমন এক সত্তা যার মৃত্যু নেই। দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। প্রতিদিন আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত। হে আল্লাহ্! সকল বিষয়ে আপনি সম্যক অবগত।

উক্ত ধর্মযাজক বলেন, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এঁরা যদি আল্লাহ্‌র কাজেই নিয়োজিত না থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তারা ফেরেশতা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হতেন না। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলিমে পরিণত হন এবং সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে তাঁর কাহিনী শুনতেন।

ওমান ও ইয়ামানের 'মাহরা'র অধিবাসীদের মুরতাদ হওয়ার বর্ণনা

ওমানবাসীদের মধ্যে মুকুটধারী লাকীত ইব্‌ন মালিক আল-আযদী নামক এক ব্যক্তি আত্ম প্রকাশ করে। জাহিলী যুগে এর নাম ছিল আল জুলানদী। সেও নবুওতের দাবি করেছিল। ওমানের মূর্খরা তার অনুসারী হয়। ওমানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সে জায়ফার ও আব্বাদকে উচ্ছেদ করে পাহাড় পর্বত ও সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেয়। জায়ফার খলীফা সিদ্দীকের নিকট লোক পাঠিয়ে সৈন্য পাঠাবার আবেদন জানান। খলীফা তাঁর নিকট দু'জন আমীরকে প্রেরণ করেন; একজনের নাম হুযায়ফা ইব্‌ন মিহসান হিময়ারী আর অন্যজনের নাম আরফাজা আল-বারিকী আল আয্‌দী। হুযায়ফা ওমানের দিকে এবং আরফাজা মাহ্‌রার দিকে প্রেরিত হন। খলীফা উভয়কে নির্দেশ দিলেন যে, একত্রে ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উভয়ে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধ শুরু করবে ওমান থেকে। ওমানে আমীরের দায়িত্বে থাকবেন হুযায়ফা আর মাহ্‌রানের অভিযানে আমীর হবেন আরফাজা। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ইকরামা ইব্‌ন আবী জাহ্‌লকে খলীফা মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পেছনে শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন হাসানকেও পাঠিয়েছিলেন। ইক্‌রামা যুদ্ধ আরম্ভের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেন এবং শুরাহ্‌বীলের পৌঁছার পূর্বেই তিনি একা মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন যাতে যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব তিনি একাই লাভ করেন। ইক্‌রামা ও তার দলের লোকেরা মুসায়লামার পক্ষ থেকে দারুণভাবে

আক্রান্ত হন। পরাজিত হয়ে ইকরামা পিছু হটে খালিদ ইব্ন ওলীদের অপেক্ষা করতে থাকেন। খালিদ এসে মুসায়লামাকে দমন করার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। খলীফা ইকরামার নিকট তাড়াহুড়া করার জন্য তিরস্কার করে এক পত্র লিখেন। তিনি জানালেন যে, এ ফিত্নার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখতেও চাইনা এবং তোমার কোন কথা শুনতেও চাইনা। তিনি ইকরামাকে ওমানে গিয়ে হুযায়ফা ও আরফাজার সাথে মিলিত হবার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহিনীর আমীর থাকবে। তবে ওমানে থাকা অবস্থায় হুযায়ফাই হবেন সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ওমানের অভিযান শেষ হলে তোমরা মাহরায় যাবে এবং মাহ্রার অভিযান শেষ করে যাবে ইয়ামান ও হাদ্রামাওতে। সেখানে গিয়ে মুজাহির ইব্ন আবূ উমায়্যার সাথে মিলিত হবে। ওমান থেকে সুদূর হাদ্রামাওত ও ইয়ামান পর্যন্ত যেখানেই মুরতাদদের সন্ধান পাবে তাদেরকে খতম করে দেবে। খলীফার নির্দেশ মতে ইকরামা ওমানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু ওমানে পৌঁছার পূর্বেই হুযায়ফা ও আরফাজার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায়। হুযায়ফা ও আরফাজাকে খলীফা পত্র যোগে জানিয়েছিলেন যে, ওমানের অভিযান শেষে সেখানে অবস্থান কালে কিংবা যাত্রা পথে ইকরামার মতকে তোমরা প্রাধান্য দেবে।

যাহোক, তিন সেনাপতি যাত্রা শুরু করলেন এবং ওমানের সন্নিকটে পৌঁছে জায়ফারকে সংবাদ দিলেন। মুসলিম সেনাদের আগমন বার্তা লাকীত ইব্ন মালিকের নিকট পৌঁছল। মুরতাদ লাকীত তার সৈন্য বাহিনীকে 'দাবা' নামক স্থানে জমায়েত করে। দাবা সে দেশের প্রধান শহর ও বড় বাজার। নারী শিশু ও মাল সম্পদ তারা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পশ্চাতে রেখে দেয়। জায়ফার ও আব্বাদ 'সাহার' নামক স্থানে সৈন্য সমবেত করে খলীফার প্রেরিত আমীরদেরকে সংবাদ দেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুসলিম সৈন্যরা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এমনকি তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের উপক্রম হয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লাহ্র দয়া ও সাহায্য তাঁদের প্রতি নেমে আসে। বনূ নাজিয়া ও বনূ আবদে কায়স তাদের আমীরদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর স্বপক্ষে শরীক হয়ে পড়েন। তারা এসে যোগদান করার পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুশরিকরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে প্রায় দশ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা সহ তাদের ধন সম্পদসহ বাজারের সমুদয় দ্রব্যাদি করায়ত্ত করে নেন। গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ আরফাজার নেতৃত্বে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আরফাজা সেগুলো মদীনায় পৌঁছে দিয়ে পুনরায় সাথীদের নিকট ফিরে আসেন।

ওমানের অভিযান শেষ করে ইকরামা সমুদয় সৈন্য নিয়ে মাহরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তিনি সেখানকার সৈন্যদেরকে দুইটি বাহিনীতে বিভক্ত দেখতে পান। তাদের বড় বাহিনীর আমীরের নাম আল মুসবিহ্। সে ছিল বনূ মাহারিব গোত্রের লোক। অপর বাহিনীর আমীরের নাম শিখরীত। এ দু'জনের মধ্যে ছিল পারস্পরিক বিরোধ। আর এই বিরোধটা ছিল মুসলমানদের জন্য রহমত বিশেষ। ইকরামা শিখরীতের নিকট সংবাদ পাঠালে সে সদলবলে ইকরামার সাথে এসে মিলিত হয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং মুসবিহের বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। ইকরামা পরে মুসবিহের নিকট ইসলাম ও আনুগত্য গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে সংবাদ পাঠান। কিন্তু তার নিজের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ও শিখরীতের বিরোধিতার কারণে

সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং দাম্ভিকতার পরিচয় দেয়। তারপর ইকরামা সমস্ত সৈন্য নিয়ে মুসবিহের উপর আক্রমণ চালান। পূর্বের 'দাবা' যুদ্ধের চেয়ে এ যুদ্ধ আরও অধিক প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অবশেষে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। মুশরিকরা পলায়ন করে, মুসবিহ ও তার দলের অধিকাংশ লোক নিহত হয়। তাদের মাল-সম্পদ মুসলমানরা গনীমত হিসেবে অধিকার করেন। গনীমাতের মধ্যে এক হাজার উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছিল। এক পঞ্চমাংশ গনীমত শিখরীতের মাধ্যমে খলীফার নিকট পাঠান হল। বনী আবিদ ইব্ন মাখযূমের সায়িব নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর বিজয় সংবাদ মদীনায় পৌঁছান হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আলজূম নামক জনৈক ব্যক্তি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

جَزَى اللّٰهُ شخريتا وافنا هاشما * وفَرْضِمَ اذ سارتِ الينا الحَلاَئِبُ

جزاءَ مَسىٔ لم يراقب لذمة * ولم يُوجها فيما يُرجِي الاقارِبُ

اعكرم لولا جمع قومى وفعلهم * لضاقت عليكم بالفضاء المذاهب

وكنا كمن اقتاد كفا باختها * وحلت علينا فى الدهُور النوائبُ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ শিখরীতকে বিনিময় দান করুন। ভেড়া বকরীর পালকে তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, যখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল। আল্লাহ্ তাকে এমন পরিপূর্ণ বিনিময় দান করেন যার পরে তিরস্কার থাকে না এবং বিনিময়টা এমন যা ঘনিষ্ঠ লোকদের থেকেও আশা করা যায় না। হে ইকরামা! আমার কওমের লোকজন যদি সমবেত হয়ে কার্যক্রম না চালাত তবে তোমাদের উপর অন্ধকার নেমে আসত, যমীন সংকুচিত হয়ে যেত। পালাবার সুযোগ থাকত না। কোন ভাই যেমন তার বোনের সাহায্যে এগিয়ে আসে আমরাও সেরূপে ঐক্যবদ্ধ হই। তা না হলে আমাদের উপর বিপদের ঘনঘটা নেমে আসত।

ইয়ামানের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিশপ্ত আসওদ আনাসী সেখানে আত্মপ্রকাশ করে জ্ঞান ও দীনের ব্যাপারে কমযোর লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে, ফলে সেখানকার অধিকাংশ লোকই মুরতাদ হয়ে যায়। পরে কায়স ইব্ন মাকশূহ, ফীরূয দায়লামী ও দাযওয়েহ এ তিন আমীর সম্মিলিতভাবে আসওদকে হত্যা করেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে ইয়ামানের কিছু সংখ্যক লোকের মনে সেই সন্দেহ-সংশয় আবার তীব্রভাবে দানা বেঁধে উঠল, যার মধ্যে এতদিন তারা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ সময় কায়স ইব্ন মাকশুহের মনে ইয়ামানের আমীর হওয়ার লোভ ঘনীভূত হয়। এ উদ্দেশ্যে সে তৎপরতাও চালাতে থাকে। সে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইয়ামানের সাধারণ জনগণ তাদের পক্ষে যোগ দেয়। খলীফা ইয়ামানের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট লিখিত পত্রে কায়স ইব্ন মাকশূহের বিরুদ্ধে ফীরূয ও আবনাকে সহযোগিতা করার জন্য বলে পাঠান এবং দ্রুত তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার নির্দেশ দেন। কায়স অপর দু'জন আমীরকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী দাযওয়েহকে হত্যা করতে সক্ষম হলেও ফীরূয রক্ষা পেয়ে যান। তাঁকে হত্যা করার জন্য কায়স এক কৌশল অবলম্বন করে। সে বাড়িতে ভোজের ব্যবস্থা করে। তারপর প্রথমে দাযওয়েহকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে লোক পাঠায়। দাযওয়েহ্ পৌঁছা মাত্রই সে তাঁকে

হত্যা করে ফেলে। এরপরে সে ফীরূযকে আসার জন্য ডেকে পাঠায়। আসার পথে ফীরূয শুনতে পেলেন, এক মহিলা আর এক মহিলাকে বলছে, দেখ, একেও তার সাথীর ন্যায় হত্যা করা হবে। এ কথা শুনে ফীরূয সেখান থেকে ফিরে যান এবং নিজের সঙ্গীদেরকে দাযওয়ের নিহত হওয়ার সংবাদ জানান। এরপর ফীরূয তার মাতুল খাওলানের কাছে গিয়ে নিরাপত্তা লাভ করেন এবং তাদের থেকে শক্তি সঞ্চয় করেন। আকীল, আক ও খালক তাঁকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কায়স এরপর ফীরূয দাযওয়েহর পুত্রদের উপর চড়াও হয়ে তাঁদেরকে ইয়ামান থেকে বহিষ্কার করে এবং এক দলকে স্থল পথে এবং আর এক দলকে জল পথে পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন পর ফীরূয শক্তি সঞ্চয় করে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কায়সের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন। উভয়ের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। কায়স শোচনীয়ভাবে পরজায় বরণ করে। আসওদ আনাসীর অবশিষ্ট সৈন্যরাও নির্মূল হয়ে যায়।

আমর ও কায়স মুরতাদ হয়ে আনাসীর হাতে দীক্ষিত হয়েছিল। উভয়কে বন্দী অবস্থায় মুজাহির ইব্‌ন আবী উমায়্যার মাধ্যমে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খলীফা তাদেরকে তিরস্কার করেন। তারা খলীফার নিকট নিজেদের ওযর পেশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে। খলীফা তাদের বাহ্যিক ওযর কবূল করেন এবং প্রকৃত ও মূল ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করে দেন। তিনি তাদেরকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের কওমের নিকট ফিরিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমিলগণ তাঁর আমলে ইয়ামানের যেখানে যেখানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ স্থানে ফিরে গিয়ে কাজে যোগদান করেন। এ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বহু যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল, যার বিবরণ লেখা হলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তবে তার সার সংক্ষেপ এই যে, আরব উপ-দ্বীপের এমন কোন ক্ষুদ্র স্থানও অবশিষ্ট ছিল না, যেখানকার কিছু না কিছু অধিবাসী মুরতাদ হয়ে যায়নি।

খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক সেই সব মুরতাদদেরকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীসমূহ ও আমীরদেরকে প্রেরণ করেন। এঁরা যেখানেই যেতেন সেখানকার বসবাসকারী মু'মিনদের সহযোগিতা করাই ছিল তাঁদের কাজ। যেখানেই মুমিন ও মুরতাদদের মধ্যে যুদ্ধ হত সেখানেই খলীফার বাহিনী জয়লাভ করত। প্রচুর কাফির মারা যেত। বিপুল পরিমাণ গনীমত মুসলমানদের হস্তগত হত। ফলে স্থানীয় লোকদের বিরুদ্ধে তাঁরা শক্তিশালী হয়ে উঠেন। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ খলীফার নিকট পাঠান হত। তিনি জনগণের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন। ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেত এবং রোম ও আজমের যারাই যুদ্ধ করতে চাইত, তাদের বিরুদ্ধে এঁরা প্রস্তুত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হল যে গোটা আরব ভূমিতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত মুসলিম এবং খলীফা সিদ্দীকের যিম্মীরা ছাড়া কোন অমুসলিম ছিল না। যেমন নাজরান ও অনুরূপ কিছু এলাকার অধিবাসীরা যিম্মী থেকে যায়। এ সব যুদ্ধ বিগ্রহের অধিকাংশই এগার হিজরীর শেষে কিংবা বার হিজরীর সূচনায় সংঘটিত হয়।

এখন আমরা আলোচনা করব সেই সব বিখ্যাত লোকদের সম্পর্কে যারা এই সনে ইনতিকাল করেছিলেন। এ বছরেই হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইয়ামন থেকে প্রত্যাগমন করেন। এ বছরেও আবূ বকর সিদ্দীক ওমর ইব্‌ন খাত্তাবকে তাঁর উপদেষ্টার দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

হি. ১১ সনে যাদের ইনতিকাল হয়

হিজরী ১১ সনে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তির ইনতিকাল হয় এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি নিহত হন তাঁদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এই যুদ্ধও ১১ হিজরীতেই সংঘটিত হয়েছিল; যদিও প্রসিদ্ধ মতে এটা ১২ হিজরীর প্রথম দিকে সংঘটিত হয়। প্রসিদ্ধ মতে এই সনের ১২ রবীউল আউয়ালের সোমবার বনী আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান উভয় জাহানের নেতা আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয় যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের ছয় মাস পরে তার কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁর কুনিয়াত তাঁর পিতার মায়ের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে (উম্মে আমিনা) রাখা হয়েছিল। রাসূল (সা) তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পরিবারবর্গের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম তাঁর সাথে মিলিত হবেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে ফাতিমা! তুমি কি জান্নাতবাসিনী মহিলাদের প্রধান হতে রাজি নও ? أَمَا تَرْضِيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ প্রসিদ্ধ মতে, ফাতিমা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পরে তিনি ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তানদের আর কেউ জীবিত ছিলেন না। ফাতিমা অধিক পুরস্কারের যোগ্য এ জন্য হয়েছেন যে, পিতৃ বিয়োগের ব্যথা ও মর্মপীড়া তিনিই ভোগ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, রাসূল (সা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ ও ফাতিমার জন্ম যমজরূপে হয়েছিল। রাসূলের বংশধারা ফাতিমা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান থেকে অব্যাহত থাকেনি। যুবায়র ইব্ন বাক্কার বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী ও ফাতিমার বাসর রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করে সে পানি তাদের উপর ছিঁটিয়ে দেন এবং তাদের বংশ বিস্তারে বরকতের দু'আ করেন। আলী ও ফাতিমার বিবাহ সম্পাদন হয় হিজরতের পরে, কারও মতে বদর যুদ্ধের পরে, কারও মতে উহুদ যুদ্ধের পরে, আবার কারও মতে হযরত আয়েশার সাথে রাসূলুল্লাহ্র বিবাহের সাড়ে চার মাস পরে। বিবাহের সাড়ে সাত মাস পরে তাদের বাসর হয়। আলী বিবাহের মহর হিসাবে তার মূল্যবান হাত্মী বর্ম প্রদান করেন-যার মূল্য ছিল চারশ' দিরহাম। বিবাহের সময় ফাতিমার বয়স হয়েছিল পনের বছর পাঁচ মাস। আলী (রা) তাঁর থেকে ছয় বছরের বড় ছিলেন। আলী ও ফাতিমার বিবাহকে কেন্দ্র করে বহু মনগড়া ও মিথ্যা বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে তার অবতারণা করব না। ফাতিমা থেকে আলীর চারজন সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন- হাসান, হুসায়ন, মুহসিন ও উম্মু কুলছুম। উম্মু কুলছুমকে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব পরবর্তীকালে বিবাহ করেছিলেন।

ইমাম আহমদ ..... হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গে বিবাহ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমার সাথে নিম্নলিখিত উপহারাদি পাঠিয়ে দেন ঃ ১টা চাদর, ১টা চামড়ার বালিশ-যার মধ্যে ছিল খেজুর গাছের আঁশ, গম পেষার যাঁতা, একটা মশক ও দুটা কলস।

একদা আলী (রা) ফাতিমাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ্র কসম, কুয়ো থেকে পানি উঠাতে উঠাতে আমার বুক ধরে গেছে। আল্লাহ্ তোমার পিতার হাতে বহু বন্দী এনে দিয়েছেন, তুমি তাঁর নিকট গিয়ে খিদমতের জন্য একজন লোক চেয়ে আনো! ফাতিমা বললেন, আল্লাহ্র

কসম, আটা পেষতে পেষতে আমার হাত দু'খানি ব্যথা হয়ে গেছে। তারপর ফাতিমা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ ? ফাতিমা বললেন, আপনাকে সালাম দেয়ার জন্য এসেছি। কোন কিছুর আবদার করতে তিনি লজ্জাবোধ করলেন। এরপর তিনি ফিরে চলে আসেন। আলী জিজ্ঞেস করলেন, কী করে এলে? ফাতিমা বললেন, লজ্জায় আমি তাঁর নিকট কিছুই চাইতে পারিনি। এরপর উভয়ে একত্রে তাঁর নিকট আসলেন। আলী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, কুয়ো থেকে পানি তুলতে তুলতে আমার বুকে ব্যথা হয়ে গেছে। ফাতিমা বললেন, আটা পেষতে পেষতে আমার দু'হাত ব্যথায় ভার হয়ে গেছে। আল্লাহ্ আপনাকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন অনেক বন্দী দান করেছেন; আমাদের খিদমাতের জন্য একজন খাদিমের ব্যবস্থা করে দিন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাদেরকে কোন খাদিম দিতে পারব না, আহ্লি-সুফ্ফাদের প্রতি লক্ষ্য কর, ক্ষুধায় তাদের পেটে ভাঁজ পড়ে গেছে, কিন্তু তাদের জন্য খরচ করার মত কিছুই আমার হাতে নেই। এ জবাব শুনে তাঁরা ফিরে চলে আসলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের বাড়িতে এলেন। এ সময় তারা উভয়ে একখানা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন-চাদরটি ছিল ছোট, মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তাঁরা লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক। এরপর বললেন, তোমরা আমার নিকট যে জিনিস চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান কি তোমাদেরকে দেবো না ? তাঁরা বললেন, জী হাঁ। তিনি বললেন, তা হচ্ছে কয়েকটি কালিমা যা জিবরীল আমাকে জানিয়ে গিয়েছেন, অর্থাৎ প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরে দশবার সুবহানাল্লাহ্, দশবার আলহামদুলিল্লাহ্ ও দশবার আল্লাহ্ আকবার পড়বে, আর যখন বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। হযরত আলী বলেন, আল্লাহ্র কসম, যে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'আ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেদিন থেকে আর কোন সময় আমি এ দু'আ পড়া বাদ দিইনি। এ সময় ইবনুল কাওয়া বললেন, সিফ্ফীন যুদ্ধের রাতেও কি বাদ দেননি ? আলী বললেন, হে ইরাকী! আল্লাহ্ তোমায় ধ্বংস করুন, হাঁ, সিফ্ফীন যুদ্ধের রাতেও আমি তা বাদ দিইনি। এ হাদীসের শেষ অংশ বুখারী ও মুসলিমে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রা) ধৈর্য ও সংযমের সাথে হযরত আলীর সঙ্গে কষ্ট-ক্লিষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেন। ফাতিমা (রা) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত আলী (রা) অন্য কাউকে বিবাহ করেননি।

অবশ্য একবার তিনি আবূ জাহলের কন্যা বদরাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি হালালকে হারাম করিনা এবং হারামকেও হালাল করিনা। ফাতিমা আমারই দেহের অংশবিশেষ। তাকে যে জিনিসে বিচলিত করে, তা আমাকেও বিচলিত করে। যে জিনিস তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়। আমি তাঁর রক্ত থেকে কোন বিপদের আশংকা বোধ করছি। তবে আমি ভাল মনে করি যে, আলী ফাতিমাকে তালাক দিয়ে আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করুন! কেননা, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র নবীর কন্যা ও আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা একত্রে একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে কখনও থাকতে পারে না। তারপর আলী সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত ফাতিমা খলীফা হযরত আবূ বকরের নিকট মীরাছের দাবি তুলেন। আবূ বকর বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাইনা, যা কিছু সম্পদ রেখে যাই তা সাদকা ঃ لَانُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ফাতিমা পুনরায় বলেন, তাহলে এই সদকার উপর আমার স্বামীকে অভিভাবক বানান। খলীফা এ প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, আমি সেই সব লোকের ব্যয়ভার বহন করব, যাদের ব্যয়ভার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহন করতেন ঃ اِنِّىْ اَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه ص يَعُوْلُ। অবশ্য, আমি এই জিনিসকে ভয় করি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা করেছেন তা যদি ত্যাগ করি, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব وَاِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰه يَفْعَلُهٗ اَنْ اَضِلَّ। আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপনজনদের সাথে সদাচারণ করাকে আমার নিজের আপনজনদের সাথে সদাচরণ করা অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসি ঃ وَاللّٰه لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰه ص اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ। আবূ বকর (রা)-এর এ আচরণে ফাতিমা (রা) কিছুটা দুঃখিত হন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খলীফার প্রতি বিরূপ থাকেন। ফাতিমা (রা) যখন অন্তিমশয্যায়, তখন খলীফা হযরত সিদ্দীক এসে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। তিনি বলতে থাকেন, আল্লাহ্র কসম, আমি ঘরবাড়ি, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও গোষ্ঠী-গোত্র ত্যাগ করেছি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য, তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য এবং তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য হে আহ্লি বায়ত! হে রাসূলের প্রিয় পরিজন!

وَاللّٰهِ مَاتَرَكْتُ الدَّارَ وَالْمَالَ وَالْاَهْلَ وَالْعَشِيْرَةَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَمَرْضَاةِ رَسُوْلِهٖ وَمَرْضَاتِكُمْ يَا اَهْلَ بَيْتٍ ـ

তখন হযরত ফাতিমা (রা) সন্তোষ প্রকাশ করেন। বায়হাকী এ হাদীসখানা শা'বী সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, এটা উত্তম মুরসাল হাদীস তবে এর সনদ সহীহ। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ফাতিমা (রা) আবূ বকর সিদ্দীকের স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়সকে এই মর্মে ওসিয়ত করেন যে, তিনি যেন তাঁকে গোসল করান। সুতরাং, মৃত্যুর পর হযরত আসমা (রা), আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ও রাফি'র মা' সাল্মা তাঁকে গোসল করান। কেউ কেউ বলেছেন, আব্বাস (রা) ও তাতে শরীক ছিলেন। বর্ণনায় আছে যে, মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নিজে গোসল করেছিলেন এবং ওসীয়াত করেছিলেন যে, মৃত্যুর পরে যেন তাঁকে গোসল দেওয়া না হয়। তা অত্যধিক দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। তাঁর জানাযার নামায পড়ান হযরত আলী (রা)। কিন্তু কারও মতে আব্বাস, আবার কারও মতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জানাযা পড়ান। রাত্রিকালে তাঁর দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়। এটা ছিল ১১ হিজরীর রমযান মাসের তিন তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের কতদিন পর ফাতিমা (রা)-এর ইনন্তিকাল হয়, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে, কারও মতে দু'মাস পরে, কারও মতে সত্তর দিন পরে, কার মতে ৭৫ দিন পরে, কারও মতে তিন মাস পরে এবং কারও মতে আট মাস পরে। কিন্তু সঠিক মত সেইটাই যা সহীহ সনদে যুহরীর বরাতে ..... আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা)-এর পরে ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত থাকেন এবং রাত্রিকালে তাঁকে দাফন

করা হয়। কথিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের পর ফাতিমা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কখনও হাসেননি। রাসূলের বিদায় বিরহের শোকে তিনি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স কত ছিল সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ২৭ বছর, কেউ বলেন ২৮ বছর, কেউ বলেন ২৯ বছর, কেউ বলেন ৩০ বছর আবার কেউ বলেছেন ৩৫ বছর। তবে শেষোক্ত মতটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা একান্তই কম। ৩০ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। ফাতিমাকে জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়। ইসলামে হযরত ফাতিমাই প্রথম মহিলা, যাঁর জানাযা খাটিয়া আবৃত করে নেয়া হয়েছিল। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন হযরত আলী লোকজনের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতেন। ফাতিমার ইনতিকাল হওয়ার পর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের বায়আত গ্রহণ করেন। এ বায়আত ছিল মীরাছ প্রসঙ্গে উভয়ের মাঝে সৃষ্ট দূরত্ব দূর করার জন্য। এর দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তিনি প্রথমে বায়আত করেননি। যথাস্থানে এর আলোচনা আমরা করে এসেছি।

উম্মে আয়মানের মৃত্যু

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বারাকা। বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ বারাকা বিনত ছা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নু'মান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাসী, যাকে তিনি পিতা কিংবা ভিন্ন মতে মা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। শিশু নবীকে তিনি লালন-পালন করেন এবং পরবর্তীকালেও তাঁর দেখাশুনা করেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর পেশাব পান করেছিলেন। এতে নবী করীম (সা) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে ফেললে। রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে আযাদ করে উবায়দের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। আয়মান নামে এ পক্ষ থেকে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয় এবং এ পুত্রের নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুক্ত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিছা তাঁকে বিবাহ করেন। এখানে তার আর এক পুত্র উসামা ইব্‌ন যায়েদের জন্ম হয়। উম্মে আয়মান হাবশা ও মদীনা উভয় হিজরতই করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পুণ্যবতী মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে আয়মানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি বলতেন আমার মায়ের পর ইনি আমার মা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে আবূ বকর ও উমর (রা) ও তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে তাঁর বাড়িতে যেতেন। মাওয়ালী সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পাঁচ কিংবা ছয় মাস পর উম্মে আয়মানের ইনতিকাল হয়।

ছাবিত ইব্‌ন আকরম ইব্‌ন ছা'লাবার ইনতিকাল

ছাবিতের বংশ লতিফা নিম্নরূপ ঃ ছাবিত ইব্‌ন আকরম ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান আল বালাবী। তিনি ছিলেন আনসারদের মিত্র। বদর ও তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধেও তিনি গমন করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা শহীদ হয়ে গেলে ঝান্ডা ছাবিতের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তা খালিদ ইব্‌ন ওলীদের নিকট অর্পণ করে বলেন, যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অধিক পারদর্শী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে,

তুলায়হা আল-আসাদী ছাবিত ইব্ন আকরমকে এবং সেই সাথে উক্কাশা ইব্ন মিহসানকে হত্যা করে ছিল। ঐ সময় তুলায়হা নিম্নের কবিতাও আবৃত্তি করেছিল ঃ

عشية غادرت ابن اقرم ثاويا * وعكاشة الغنمى تحت مجال

এ ঘটনা হিজরী এগার সনে সংঘটিত হয়। কারও মতে এটা হিঃ বার সনের ঘটনা। 'উরওয়ার মতে ছাবিত ইব্ন আকরম রাসূলুল্লাহ্র জীবদ্দশায় মারা যান। কিন্তু এ বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব পর্যায়ের। প্রথম মতই সঠিক।

ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের মৃত্যু

তিনি ছিলেন মদীনার আনসার ও খাযরাজ গোত্রের লোক। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মুহাম্মাদ। তিনি আনসারদের খাতীব, তাঁকে খাতীবুন নবীও বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, 'দালাইলুন নবুওত' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সে সময়ে আনসারদের ঝাণ্ডা তাঁরই হাতে ছিল। তিরমিযী মুসলিমের শর্তে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস কতই না উত্তম লোক! আবুল কাসিম তাবারানী আতা আল-খুরাসানী থেকে বর্ণনা করেন। আতা বলেন, একবার আমি মদীনায় গিয়ে এমন একজন লোকের সন্ধান করি, যে আমাকে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের বিবরণ বলতে পারে। লোকজন আমাকে ছাবিতের কন্যার সন্ধান দিল। তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ অর্থাৎ "আল্লাহ্ কোন অহংকারী দাম্ভিক পছন্দ করেন না" (৩১ লুকমান ঃ ১৮), তখন ছাবিতের উপর তা অত্যন্ত ভারী ঠেকে। তাই তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ্র নিকট এ সংবাদ গেলে তিনি এসে কারণ জিজ্ঞেস করলে ছাবিত বলেন, আমি সৌন্দর্যপ্রিয় লোক, আমি গোত্রের নেতৃত্ব দিয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি ওদের (দাম্ভিকদের) অন্তর্ভুক্ত নও; বরং তুমি উত্তমরূপে জীবন যাপন করবে এবং উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করবে। এবং আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাত দান করবেন। পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এ আয়াত নাযিল হয় يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ "হে ঈমানদাররা! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না। নবীর সাথেও উচ্চ কণ্ঠে কথা বলো না" (৪৯ হুজুরাত ঃ ২)। তখন পুনরায় তিনি পূর্বের ন্যায় ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ গেলে তিনি এর কারণ জানার জন্যে লোক পাঠালেন। ছাবিত জানালেন, উক্ত আয়াত আমাকে কঠিন চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। ছাবিতের কণ্ঠস্বর ছিল অতি উচ্চ এবং তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, তিনি সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন যাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি ওসব লোকের অন্তর্ভুক্ত নও, তুমি জীবিত থাকবে প্রশংসিতভাবে এবং তোমার মৃত্যু হবে শহীদরূপে। আর আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ

اِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ - بَلْ تَعِيْشُ حَمِيْدًا وَتُقْتَلُ شَهِيْدًا وَيُدْخِلُكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

পরবর্তীকালে যখন হযরত আবূ বকর (রা)। মুরতাদ, মুসায়লামা কায্যাব ও ইয়ামামাবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন ছাবিত ইব্ন কায়সও তাদের সাথে যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে মুসায়লামা ও বনূ হানীফা তিন তিনবার মুসলমানদের পরাজিত করে। তখন ছাবিত ইব্ন কায়স ও আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এই রকম যুদ্ধতো কখনও করিনি। তারপর তাঁরা উভয়ে একটা গর্ত খনন করে তার মধ্যে থেকে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। ছাবিতের কন্যা আরও বললেন, জনৈক মুসলমান স্বপ্নে ছাবিত ইব্ন কায়সকে দেখতে পান। ছাবিত তাঁকে বলছেন, গতকাল আমি যখন নিহত হই, তখন আমার পাশ দিয়ে এক মুসলমান যাচ্ছিল, সে আমার পরিহিত একটি উৎকৃষ্ট বর্ম দেহ থেকে খুলে নেয়। সে লোকটি সৈন্য বাহিনীর অগ্রভাগে আছে। তার কাছে দীর্ঘকায় একটি ঘোড়া আছে। আমার বর্মটিকে সে ডেগ দিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং তার উপর সওয়ারীর গদি উঠিয়ে রেখেছে। তুমি খালিদ ইব্ন ওলীদকে গিয়ে বল, তিনি যেন আমার বর্মটি তার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। যখন খলীফার নিকট ফিরে যাবে তখন তাঁকে বলবে, আমার উপরে অমুক ব্যক্তির ঋণ আছে। আর এই মাল আমার আছে। (তিনি যেন এ দ্বারা আমার ঋণ পরিশোধ করে দেন)। আমার অমুক গোলাম আযাদ। তুমি এরূপ ভেবো না যে, এটি একটি স্বপ্নমাত্র। তাই তা উপেক্ষণীয়।

লোকটি খালিদের নিকট গিয়ে সব কথা জানালে সে অনুযায়ী বর্মটি উদ্ধার করে আনা হয়। পরে আবূ বকর (রা) এর নিকট ফিরে গিয়ে তাঁকে ওসীয়তের কথা জানালে তিনি সেমতে কাজ করেন। 'আতা আল-খুরাসানী বলেন, কারো মারা যাওয়ার পর তাঁর স্বপ্নে দেয়া ওসীয়ত কার্যকরী করা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত ছাবিত ইব্ন কায়স ছাড়া আর কেউ আছেন বলে আমাদের জানা নেই। উক্ত হাদীস ও ঘটনার আরও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ আয়াত সম্পর্কে উপরে উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে আমাশের বরাতে বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রা) বলেন, ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস ইয়ামামার যুদ্ধে সুগন্ধি মেখে কাফনের কাপড় বিছিয়ে নিম্নের দু'আটি পড়েন ঃ

اللّٰهُمَّ اِنِّى اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هٰؤُلَاءِ - وَاَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! ঐ সব লোক যা কিছু বলে, তার থেকে আমি আপনার নিকট আমার সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি এবং ঐসব লোক যা কিছু করছে আমি আপনার নিকট তার জন্যে ওযরখাহী করছি। এর পরই তিনি শহীদ হয়ে যান। তাঁর পরিধানে একটি বর্ম ছিল। জনৈক ব্যক্তি তা চুরি করে নিয়ে যায়। স্বপ্নের মাধ্যমে এক লোককে তিনি জানান, আমার বর্মটি অমুক জায়গায় আসবাবপত্রের নিচে একটি ডেগের মধ্যে আছে। তাকে তিনি আরও কিছু ওসিয়ত করেন। লোকজন অনুসন্ধান করে বর্মটি পেয়ে যায় এবং তাঁর ওসিয়ত কার্যকরী করে। তাবারানীও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হায্ন ইব্ন আবী ওহবের ইনতিকাল

তাঁর বংশপঞ্জি নিম্নরূপ হাযন ইব্ন আবী ওহব ইব্ন আমর ইব্ন আমির ইব্ন ইমরান আল-মাখযূমী তিনি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেছেন, মক্কা বিজয়কালে তিনি ইসলাম

গ্রহণ করেন। তিনি হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিবের পিতামহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম পরিবর্তন করে সাহ্ল রাখতে চান। কিন্তু হায্ন বললেন, আমার পিতামাতার রাখা নামটি আমি পরিবর্তন করতে চাই না। তারপর আজীবন তাঁর জীবনে কাঠিন্য বা দুঃখকষ্ট লেগেই থাকে। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। সেই সাথে তাঁর দুই পুত্র আবদুর রহমান ও ওহব এবং পৌত্র হাকীম ইব্ন ওহব ইব্ন হাযনও শহীদ হন। এই একাদশ হিজরীতে পারস্যবাসী দায্ওয়েও শাহাদত বরণ করেন। আসওদ আনাসীকে ইয়ামনের যে আমীরগণ হত্যা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। কায়স ইব্ন মাকশূহ মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে এক চক্রান্তের মাধ্যমে দাযওয়েহকে হত্যা করে। খলীফা সিদ্দীক এ হত্যার জন্যে তাকে তিরস্কার করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে তার প্রকাশ্য উক্তি ও ইসলাম গ্রহণ মঞ্জুর করা হয়।

যায়দ (রা) ইব্ন খাত্তাবের শাহাদাত

তাঁর বংশ লতিকা এরূপ ঃ যায়দ ইব্ন খাত্তাব ইব্ন নুফায়েল আল-কুরায়শী আল-আদবী। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মুহাম্মাদ হযরত উমর ইব্ন খাত্তাবের বৈমাত্রেয় জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক কালের মুসলমান। বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মদীনায় মা'ন ইব্ন আদী আনসারীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁরা উভয়েই শহীদ হন। এ যুদ্ধে মুহাজিরদের ঝান্ডা যায়দ ইব্ন খাত্তাবের হাতে ছিল। ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে তিনি সম্মুখে এগিয়ে যান। নিহত হওয়ার পর ঝান্ডা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে আবূ হুযায়ফার মওলা সালিম তা ধারণ করেন। যায়দ ইব্ন খাত্তাবের হাতে রাজ্জাল ইব্ন উনফুওয়া নিহত হয়। রাজালের নাম ছিল নাহার। এই রাজাল প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সূরা বাকারা শিক্ষাও করে। পরে মুরতাদ হয়ে মুসায়লামার কাছে চলে যায়। সে তার অনুসারী হয় এবং তার রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফলে দেশজুড়ে বিরাট ফিতনার সৃষ্টি হয়। যায়দের (রা) হাতে রাজাল নিহত হওয়ার পর আবূ মরিয়াম আল-হানাফীর হাতে যায়দ শহীদ হন। পরবর্তীকালে আবূ মরিয়াম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত উমর (রা)কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আমার হাতে যায়দকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তাঁর হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।

কেউ কেউ বলেছেন, যায়দের হত্যাকারী ছিল এই আবূ মারয়ামের পুত্র সালামা ইব্ন সুবায়হ্। আবূ উমর এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, উমর আবূ মরিয়ামকে কাজীর পদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ যুক্তি দ্বারা পূর্বের মতকে অস্বীকার করা যায় না। হযরত উমর (রা)-এর নিকট যায়দের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন, দুইটা ভাল কাজে তিনি আমার অগ্রগামী, আমার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আমার পূর্বেই তিনি শহীদ হলেন। মুতামমিম ইব্ন নওয়ায়রা তার ভাই মালিকের মৃত্যুতে যখন শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলেন [পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে] তখন হযরত উমর তাকে বলেছিলেন, আমি যদি ভাল কবিতা রচনা করতে পারতাম তা হলে তুমি যেভাবে শোকগাঁথা আবৃত্তি করছো। আমিও সেভাবে শোকগাঁথা আবৃত্তি করতাম। উত্তরে মুতামমিম বলল, যে কাজে আপনার ভাই মারা গেছেন সেই কাজে যদি আমার ভাই মারা যেত তাহলে আমার কোন দুঃখই হত না। হযরত

উমর বললেন, তুমি যেভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিলে এভাবে অন্য কেউ আমাকে সান্ত্বনা দেয়নি। তা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা) বলতেন, যখনই পুবেল হাওয়া বয়ে যায় তখনই যায়দ ইব্ন খাত্তাবের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়।

সালিম ইব্ন উবায়দের শাহাদাত

(মওলা আবূ হুযায়ফা)

তাঁর বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ সালিম ইব্ন উবায়দ ইব্ন উৎবা ইব্ন রাবীআ। কেউ কেউ তার পিতার নাম য়া'মাল বলেছেন, সালিম ছিলেন আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম। আবূ হুযায়ফার স্ত্রী ছুবায়নাহ বিনত য়া'আদ-এর গোলাম ছিলেন সালিম। তাঁকে তিনি মুক্ত করে দেন। তারপর আবূ হুযায়ফা তাকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং তার ভাতিজী ফাতিমা বিনত ওলীদ ইব্ন উৎবার সাথে তার বিবাহ দেন। কুরআনের এ আয়াত যখন নাযিল হল ঃ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ–পালক পুত্রদেরকে তাদের জন্মদাতা পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাক (৩৩ আহ্যাব ঃ ৫) তখন আবূ হুযায়ফার স্ত্রী সাহালাহ্ বিনত সাহল ইব্ন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালিম এমন অনেক সময় আমার কাছে আসে যখন আমি বেখিয়াল থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তার বুকের দুধ পান করিয়ে দিতে বললেন। ছুবায়নাহ্ দুধ পান করাবার পর থেকে তিনি তাঁর নিকট যে কোন সময় আসা-যাওয়া করতেন। সালিম একজন শীর্ষ স্থানীয় মুসলমান। ইসলামের প্রথমিক কালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে অবস্থানকারী মুহাজিরদের সালাতে তিনি ইমামতি করতেন। কেননা কুরআন হিফযের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রগামী। এই সকলের মধ্যে হযরত উমর (রা) ও ছিলেন। বদর ও তার পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। যেই চার ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তোমরা এদের থেকে কুরআন পড়া শিখবে, সালিম ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন যে, সালিম যদি আজ জীবিত থাকতেন তাহলে খলীফা নির্বাচনের জন্যে আমি পরামর্শ বোর্ড গঠন করতাম না। আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার বলেন, উমর (রা)-এর এ উক্তির অর্থ হল, সালিমের রায় এমন ব্যক্তির পক্ষে হত যিনি প্রকৃতই খিলাফত পাওয়ার যোগ্য। ইয়ামামার যুদ্ধে যায়দ ইব্ন খাত্তাব নিহত হলে তিনি যখন ঝান্ডা তুলে নেন তখন মুহাজিররা বলেছিলেন, আপনি কি আশংকা করছেন যে, আপনার পূর্বেই আমরা কেউ এটা তুলে নেব? জবাবে তিনি বলেন, এরূপ ধারণা করলে কুরআনের হাফিয হিসেবে আমি একজন নিকৃষ্ট লোক ছাড়া আর কী হতে পারি। যুদ্ধে প্রথমে তার ডান হাত কাটা যায়, তখন বাম হাত দ্বারা ঝান্ডা উঁচিয়ে ধরেন, এরপর বাম হাত কাটা গেলে ঝান্ডা বুকের সাথে চেপে ধরে নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -

অর্থ ঃ মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে এরপর আরও কত নবী এমন এসেছিল যাদের সাথী হয়ে বহু আল্লাহ্ওয়ালা লোক লড়াই করেছে। (৩ আলে ইমরান ঃ ১৪৪, ১৪৬)।

যখন তিনি শত্রুর আঘাতে মাটিতে পড়ে যান, তখন সাথীদেরকে বলেন, আবূ হুযায়ফার অবস্থা কী? বলা হয়, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের অবস্থা কী? জানান হল, তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, ঐ দু'জনের মাঝখানে আমাকে শুইয়ে দাও। হযরত উমর (রা) সালিমের পরিত্যক্ত সম্পদ তাঁর আযাদকারিণী (ছুবায়না) এর নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি এই বলে তা ফেরত পাঠান যে, আমি ওকে শর্তহীন ও পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন করেছি। তখন খলীফা উমর তা বায়তুল মালে রেখে দেন।

আবূ দুজানার শাহাদাত

তাঁর নসবনামায় পিতা ও দাদার নামে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। যথা আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা কিংবা আবূ-দুজানা সিমাক ইব্ন আওস ইব্ন খারাশা ইব্ন লূযান ইব্ন আবদে উদ ইব্ন যায়দ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খাযরাজ উব্ন সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ আল-আনসারী আল-খাযরাজী। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, উহুদের যুদ্ধে আহত হন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের তরবারী দান করেন এবং তিনি সার্থকভাবে তা কাজে লাগান। যুদ্ধের ময়দানে দর্পভরে অহংকার প্রদর্শন কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, চলার এ ভঙ্গিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। তবে যুদ্ধের ময়দানের কথা আলাদ। বীরত্ব ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি মাথায় লাল পট্টি বাঁধতেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐ যুদ্ধে মুসায়লামার বাগিচায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমে যারা প্রবেশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। এ সময় তাঁর একটি পা ভেঙ্গে যায়। তা সত্ত্বেও প্রচন্ড যুদ্ধ করে আবূ দুজানা শহীদ হন। মুসায়লামাকে হত্যা করার ব্যাপারে তিনি ওয়াহ্শীর সাথে শরীক ছিলেন। কারণ, ওয়াহ্শী মুসায়লামাকে বর্শাবিদ্ধ করে এবং আবূ দুজানা তরবারি দ্বারা তার শিরশ্ছেদ করেন। হত্যার পরে ওয়াহ্শী মন্তব্য করে বলেছিলেন فربك اعلم اينا قتله। -তোমার আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, আমাদের দু'জনের কার হাতে সে মারা গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, আবূ দুজানা সিফ্ফীনের যুদ্ধে আলীর পক্ষে লড়াই করে নিহত হয়েছেন। কিন্তু প্রথম মত অধিক বিশুদ্ধ। আবূ দুজানা তাবিজ ও মাদুলের প্রবর্তন করেন বলে যে বর্ণনাটি পাওয়া যায় তা যয়ীফ এবং অগ্রহণযোগ্য।

শুজা' ইব্ন ওহবের মৃত্যু

তাঁর পিতামাতার নাম রাবী'আ আল-আসাদী, বনূ আবদে-শামসের মিত্র। তিনি প্রথম যুগেই ইসলামে দীক্ষিত হন, হিজরত করেন এবং বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে হারিছ ইব্ন আবূ শামির আল গাস্সানীর নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য দূতরূপে প্রেরণ করেন। হারিছ ইসলাম গ্রহণ করেনি, অবশ্য তার দ্বার রক্ষক সুওয়ায় মুসলমান হয়ে যান। ইয়ামামার যদ্ধে প্রায় ৪৩ বছর বয়সকালে শুজা ইব্ন ওহব শহীদ হন। তিনি ছিলেন একজন দীর্ঘকায় ও হালকা পাতলা গড়নের লোক।

তুফায়ল ইব্ন আমর-এর শাহাদাত

তুফায়ল ইব্ন আমর ইব্ন তুরায়ফ ইবনুল-আস ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন সুলায়ম ইব্ন [ফিহ্র ইব্ন] গানামা ইব্ন দাওস আদ-দাওসী। হিজরতের বেশ আগে ইসলাম গ্রহণ করে নিজ

কবীলায় গিয়ে গোত্রীয় লোকদের নিকট ইসলামী দাওয়াত পেশ করেন। ফলে আল্লাহ্ তাঁর হাতেই তাঁদেরকে মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। নবী করীম (সা) মদীনায় হিজরত করলে তুফায়ল নিজ গোত্রের নব্বইজন মুসলিমসহ মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তাঁর পুত্র আমরসহ অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন, তাঁর মাথার চুল মুণ্ডন করা হয়েছে। আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে তার লজ্জাস্থানের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর পুত্র তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করলেন যে, তাকে শহীদ করে দাফন করা হবে এবং পুত্র শাহাদাতের আকাংখা করবে, কিন্তু তার আশা এ সময়ে পূরণ হবে না। বাস্তবে তাই ঘটল যা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে ইয়ারমূকের যুদ্ধে তাঁর পুত্র আমর শহীদ হন।

আব্বাদ ইব্ন বিশর ইব্ন ওয়াকাশ আল-আনসারীর শাহাদাত

হিজরতের পূর্বে হযরত মু'আয ইব্ন জবল ও উসায়দ ইব্ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আব্বাদ ইব্ন বিশ্র হযরত মুসআব ইব্ন উমায়রের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর এবং তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। মুনাফিক কা'ব ইব্ন আশরাফ য়াহূদীকে যারা হত্যা করেছিলেন আব্বাদ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অন্ধকার রাত্রে তার লাঠি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো। মূসা ইব্ন উকবা যুহরীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাদ ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পাঁয়তাল্লিশ বছর। জীবনে তিনি বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ..... আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন, এ সময় তিনি আব্বাদের কণ্ঠস্বর শুনে দু'আ করেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ –'হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর।'

সাইব ইব্ন উসমান ইব্ন মায্‌উনের শাহাদাত

হযরত সাইব (রা) ছিলেন বদরী সাহাবী, দক্ষ তীরন্দাজ। ইয়ামামার যুদ্ধে একটি তীর এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয় এবং এতেই তিনি শহীদ হয়ে যান, তখন তিনি সবেমাত্র যুবক।

সাইব ইব্নুল আওয়ামের শাহাদাত

তিনি হযরত যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা) এর ভাই। ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর এর শাহাদাত

পূর্ণ বংশ লতিকা নিম্নরূপ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আমর ইব্ন আবদে শামস ইব্ন আবদে উদ আল-কুরাশী আল আমিরী। ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম কবূল করেন। এরপর হিজরত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে মক্কায় নির্যাতিত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থেকে যান। বদর যুদ্ধের সময় কুরায়শ বাহিনীর সাথে তিনিও আসেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখী হলে তিনি পালিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিশে যান। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হজ্জের সময় খলীফা আবূ বকর আবদুল্লাহ্‌র পিতাকে সান্ত্বনা দেন। তখন পিতা সুহায়ল

বললেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ الشَّهِيْدَ لَيَشْفَعُ لِسَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِهٖ –শহীদ তার নিজ পরিবারের সত্তর জন লোকের জন্যে সুপারিশ করতে পারবে। আমি আশা করি, সে প্রথমে আমাকে দিয়েই সুপারিশ আরম্ভ করবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্য ইব্ন সুলূল-এর শাহাদাত

তিনি ছিলেন আনসারী ও খাযরাজী গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অত্যন্ত ভক্ত ও শীর্ষ স্থানীয় সাহাবী। তিনি বদর ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিল মুনাফিক দলের নেতা। এ কারণে আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি পেলে তিনি পিতার শিরচ্ছেদ করে দিতেন। আবদুল্লাহ্র পূর্বের নাম ছিল হুবাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পাল্টিয়ে আবদুল্লাহ্ নাম রাখেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক-এর ইনতিকাল

তিনি ইসলামের উন্মেষকালে মুসলমান হন। বলা হয়ে থাকে যে, এই আবদুল্লাহ্-ই- খাদ্য পানীয় ও গোপন সংবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ও আবূ বকরের নিকট গারে ছওরে আসতেন। রাত্রে সেখানে থাকতেন এবং অতি প্রত্যুষে এমনভাবে মক্কায় গিয়ে পৌঁছতেন যেন তিনি মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। যে কোন ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনতেন সাথে সাথে তাঁদেরকে পৌঁছে দিতেন। তায়িফ যুদ্ধে আবূ মিহজান ছাকাফী নামক এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়ে আহত হন। ক্ষত স্থান ভাল হয়ে গেলেও তিনি তার ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং এ ব্যথায়ই এগার হিজরীর শাওয়াল মাসে ইনতিকাল করেন।

উক্কাশা ইব্ন মিহসানের শাহাদাত

তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ উক্কাশা ইব্ন মিহসান ইব্ন হারছান ইব্ন কায়স ইব্ন মুররা, ইবন গানাম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা আল-আসাদী গোত্রভুক্ত। তিনি ছিলেন বনূ আবদে শামসের মিত্র। উক্কাশার কুনিয়াত ছিল আবূ মিহসান। ইনি ছিলেন অজানা মর্যাদাশীল ও বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি হিজরত করেন ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন। তাঁর তরবারীখানা এক পর্যায়ে ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেজুর গাছের একটা শুকনা বাঁকা ডাল তাঁর হাতে তুলে দেন। হাতে নিতেই তা সত্যিকার তরবারীতে পরিণত হয়- যা লৌহ নির্মিত তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্ত ও ধারাল ছিল। তরবারিটির নাম রাখা হয় 'আল-আওন' (সাহায্য)। উহুদ, খন্দক ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তখন উক্কাশা আবেদন জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যে দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! ওকে তাদের অন্তর্ভুক্ত রেখো! তারপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্যও দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকেও ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত রাখেন।রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার আগেই তা নিয়ে গেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ হাদীস

বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের খিলাফতকালে খালিদ ইব্‌ন ওলীদ যখন যুলকিস্‌সা অভিযানে যান, তখন তিনি উক্কাশাহ্ ইব্‌ন মিহ্‌সান ও ছাবিত ইব্‌ন আকরামকে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহের জন্যে অগ্রবর্তী রূপে প্রেরণ করেন। পথে তুলায়হা আল আসাদী ও তার ভাই সালামার সাথে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। তারা উক্কাশা ও ছাবিতকে হত্যা করে ফেলে। অবশ্য এর আগেই উক্কাশা তুলায়হার পুত্র হিবালকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে তুলায়হা ইসলাম গ্রহণ করে। মৃত্যুকালে উক্কাশার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ।

মা'আন ইব্‌ন আদীর শাহাদাত

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ মা'আন ইব্‌ন আদী ইবনুল জা'দ ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন দাবী'আহ্ আল-বালওয়াবী। ইনি ছিলেন বনূ আমর ইব্‌ন আওফের মিত্র। মা'আন এর ভাই আসিম ইব্‌ন আদী। তিনি আকাবার শপথকারীদের অন্যতম। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন খাত্তাবের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দেন এবং উভয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ইমাম মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব সূত্রে সালিমের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করলে লোকজন কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, ভাল হত যদি রাসূলের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হত। কেননা আশংকা হয় যে, তাঁর মৃত্যুর পরে আমরা ফিত্‌নায় জড়িয়ে পড়ব। ঐ সময় মা'আন ইব্‌ন আদী বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলের পুর্বে আমি মারা যাব, এটা আমি চাইনা; কারণ, মৃত্যুর পরেও তাঁকে আমি সেই ভাবে সত্য ঘোষণা করতে চাই, যেভাবে তাঁকে জীবিত অবস্থায় সত্য বলে মেনেছি।

আম্‌মারা ইবনুল ওলীদ ইবনুল মুগীরার দুই পুত্র ওলীদ ও আবূ উবায়দা ইয়ামামার যুদ্ধে তাদের চাচা খালিদ ইবনুল ওলীদের সাথে নেতৃত্বে যুদ্ধ করে বাতাহ্ নামক স্থানে উভয়ে শাহাদত বরণ করেন। তাদের পিতা আম্‌মারা ইবনুল ওলীদ আমর ইবনুল আসের সাথে (মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্য) হাবশা গিয়েছিল, সে ঘটনা সর্বজন বিদিত ও প্রসিদ্ধ।

আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবার শাহাদাত

আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবীআহ্ ইব্‌ন আবদি শাম্‌স আল কুরাশী আল আবশামী প্রথম যুগের মুসলমান। দারে আরকাম প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় ও মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর ও পরবর্তী যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণ করেন। আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক পাতিয়ে দেন। উক্ত দুই জনই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। মৃত্যুকালে আবূ হুযায়ফার বসয় ছিল তিপ্পান্ন কিংবা চুয়ান্ন বছর। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, সুদর্শন এবং তাঁর মুখে একটি অতিরিক্ত দাঁত ছিল। আবূ হুযায়ফার আসল নাম ছিল হুশায়ম, মতান্তরে হাশিম (কিংবা মিহ্‌শাম)। আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারাশার শাহাদাতের বর্ণনা পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

যাহোক ইয়ামামার যুদ্ধে সর্বমোট শহীদের সংখ্যা চারশ' পঞ্চাশ জন। এঁদের মধ্যে অনেকেই কুরআনের হাফিয ও সাহাবী ছিলেন। প্রসিদ্ধির কারণে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম আমরা উল্লেখ করেছি। যে সব মুজাহিব সাহাবী ঐ যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁদের কয়েকজনের নাম

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, অবশিষ্ট মুহাজিরদের নাম নিম্নে দেওয়া হল ঃ ১. মালিক ইব্ন আমর বনূ গানামের মিত্র, মুহাজির বদরী; ২. ইয়াযীদ ইব্ন রুকায়শ ইব্ন রাবাব আল আসাদী বদরী ; ৩. হাকাম ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস ইব্ন উমায়্যা আল উমাবী; ৪. হাসান ইব্ন মালিক ইব্ন বুহায়না আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক আল আয্দী এর ভাই, বনুল মুত্তালিব ইব্ন আবদি মানাফের মিত্র ; ৫. আমির ইবনুল বিক্র আল লায়ছী, ইব্ন আদী বদরীর মিত্র; ৬. মালিক ইব্ন রাবীআ , বনূ আবদি শামস এর মিত্র; ৭. আবূ উমায়্যা সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা ইব্ন আমর ; ৮. ইয়াযীদ্ব ইব্ন আওস, বনূ আবদিদ্-দার এর মিত্র ; ৯. হায়্যী, ভিন্ন নাম মুআল্লা ইব্ন হারিছা ছাকাফী; ১০. হাবীব ইব্ন উসায়দ ইব্ন হারিছাহ ছাকাফী; ১১. ওলীদ ইব্ন আবদি শাম্স আল মাখযূমী; ১২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন বুজরা আদাবী ; ১৩. আবূ কায়স ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স আস-সাহ্মী, হাবশায় হিজরাতকারী; ১৪. আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স; ১৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মাখরামা ইব্ন আবাদিল উয্যা ইব্ন আবূ কায়স ইব্ন আবদে উদ্ ইব্ন নাস্র আল আমিরী, প্রথম যুগের মুহাজির, বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী; ১৬. আমর ইব্ন আওস ইব্ন সাদ ইব্ন আবূ সারা আল আমিরী ; ১৭. সুলায়ত ইব্ন আমর আল আমিরী ; ১৮. রাবী'আ ইব্ন আবী খারাশা আমিরী ; ১৯. আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ ইব্ন রাযা আল-আমিরী।

ঐ যুদ্ধে আনসারদের মধ্যকার যারা শহীদ হয়েছিলেন

কিছু সংখ্যক প্রসিদ্ধ আনসারদের নাম বৃত্তান্তসহ পূর্বেই উল্লেক করা হয়েছে। তাঁরা ব্যতীত আরও কতিপয় আনসারের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যথা ঃ ১. উমারা ইব্ন হায্ম ইব্ন যায়দ ইব্ন লাওযান আন-নাজুরী, তিনি ছিলেন আমর ইব্ন হাযমের ভাই। মক্কা বিজয়কালে গোত্রীয় পতাকা তাঁরই হাতে ছিল। বদরের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন; ২. উক্বা ইব্ন আমির ইব্ন নাবী ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম আস-সুলামী। তিনি প্রথম দফায় আকাবায় শপথকারীদের অন্যতম। বদর এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন; ৩. ছাবিত ইব্ন হাযাল, বনূ সালিম ইব্ন আওফ গোত্রভুক্ত। কারও মতে তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী; ৪. আবূ আকীল ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন ছালাবা, ইনি ছিলেন জাহজাবী গোত্রের লোক। বদর এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি শরীক ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে গমন করেন, একটি তীর হঠাৎ এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা টেনে বের করে পুনরায় তরবারী নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শহীদ হয়ে যান। ঐ দিন তিনি দুশমনদের তীর-তরবারির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন; ৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক ; ৬. রাফি ইব্ন সাহ্ল; ৭. হাজিব ইব্ন যায়দ আল আশহালী; ৮. সাহ্ল ইব্ন আদী; ৯. মালিক ইব্ন আওস; ১০. আমর ইব্ন আওস; ১১. তালহা ইব্ন উতবা, বনূ জাহজাবী গোত্রের; ১২. রাবাহ, হারিছ এর আযাদকৃত গোলাম; ১৩. মাআন ইব্ন আদী; ১৪. জুয-ইনি জাহ্জায গোত্রের শাখাগোত্র মালিক ইব্ন আমির এর অন্তর্ভুক্ত; ১৫. ওয়ারাকা ইব্ন ইয়াস ইব্ন আমর আল খাযরাজী বদরী; ১৬. মারওয়ান ইব্ন আব্বাস; ১৭. আমির ইব্ন ছাবিত; ১৮. বিশর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল খায়রাজী; ১৯. কুলায়ব ইব্ন তামীম; ২০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইত্বান; ২১. ইয়াস ইব্ন ওদীআয; ২২. উসায়দ ইব্ন য়ারবূ; ২৩. সাদ ইব্ন হারিছা; ২৪.

সাহ্ল ইব্ন হাম্মান; ২৫. মুহাসিন ইব্ন হুমায়র; ২৬. সালমা ইব্ন মাসউদ, ভিন্ন মতে মাসউদ ইব্ন সিনান; ২৭. দামরা ইব্ন ইয়ায; ২৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স; ২৯. আবূ হাব্বা ইব্ন গাযিয়া আল-মাযিনী; ৩০. খাব্বাব ইব্ন যায়দ; ৩১. হাবীব ইব্ন আমর ইব্ন মিহ্সান; ৩২. ছাবিত ইব্ন খালিদ; ৩৩. ফারওয়া ইব্ন নু'মান; ৩৪. আ-ইয ইব্ন মাইস; ৩৫. ইয়াযীদ ইব্ন ছাবিত ইব্ন যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন ছাবিতের ভাই। খলীফা ইব্ন হান্নাত বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে আনসার ও মুহাজির মিলে মোট আটান্ন জন শাহাদত বরণ করেন। অবশিষ্ট চারশ' পঞ্চাশজন অন্যান্য মুসলমান শহীদ হন। পক্ষান্তরে, এই ইয়ামামার যুদ্ধে এবং এর সূচানায় যে সকল স্থানে মুসলমান ও কাফিরদের সংঘর্ষ হয় তাতে কাফির ও মুশরিকদের সর্বমোট পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হয়। এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল দু'জন ভণ্ড নবী। এরা হচ্ছে আসওদ আনাসী ও মুসায়লামা ইব্ন হাবীব।

আসওদ আনাসী এর প্রকৃত নাম ছিল আবহালা ইব্ন কা'ব ইব্ন গাওছ। সে প্রথমে সাতশ' সৈন্য নিয়ে ইয়ামানের কাহাফ খাবান থেকে আত্মপ্রকাশ করে। এক মাসের মধ্যে সে গোটা ইয়ামান দখল করে নেয়। তার সাথে একটি শয়তান থাকতো এবং সে তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যেতো। কিন্তু অধিক প্রয়োজনের মুহূর্তে সে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে তিন বা চার মাস অতিবাহিত না হতেই কতিপয় সত্যপন্থী নেতার হাতে সে নিহত হয়। তাঁরা হলেন ঃ ১. দাজওয়ে আল-ফারিসী, ২. ফীরূয আদ-দায়লামী ও ৩. কায়স ইব্ন মাকশূহ্ আল-মুরাদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের কয়েক দিন আগে মতান্তরে এক দিন পূর্বে এগার হিজরীর রবীউল আওয়ালে সে নিহত হয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সে রাত্রেই অবহিত করেছিলেন, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

মুসায়লামা ইব্ন হাবীব আল ইয়ামামী আল কাযযাব

মুসায়লামা একবার তার গোত্র বনূ হানীফার কতিপয় লোকসহ একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আগমন সম্পর্কে অবগত হন। তিনি শুনতে পান যে, মুসায়লামা বলেছে, মুহাম্মদ যদি আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন, তবে আমি তার আনুগত্য করব ঃ ان جعل لى محمد الامر من بعده اتبعته তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তুমি যদি আমার হাতের এই শুকনা খেজুরের শুকনো ডালটিও চাও, তাও আমি তোমাকে দেবো না ঃ لوسألتنى هذا العود ما اعطيتكه لعرجون فى يده, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে যাও তবে-আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আমি যে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমার মধ্যে তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর হস্তদ্বয়ে দুটি স্বর্ণের বালা শোভা পাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই আল্লাহ্ তাঁকে আদেশ করলেন বালার উপর ফুঁক দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফুঁক দিলেন। সাথে সাথেই বালা দু'টো উবে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ব্যাখ্যা করলেন যে, দু'জন মিথ্যুক নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের একজন হল সানআর অধিবাসী (আসওদ) আর একজন ইয়ামামার অধিবাসী (মুসায়লামা)। বাস্তবে তাই হল, কেননা, তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তাদের কর্তৃত্বও উবে যায়। আসওদকে তার ঘরেই জবাই করে হত্যা করা হয়। আর মুসায়লামাকে ওয়াহ্শী বর্শা দ্বারা আঘাত করে আহত করেন, যেমনটি আহত করা হয় উটকে

এবং আবূ দুজানা তরবারি দ্বারা তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে দেন। আর এ হত্যাকাণ্ড ঘটে তার নিজের ঘরেই, যে ঘর ছিল সেই বাগিচার মধ্যে যাকে মৃত্যুর বাগিচা (حَدِيقَةُ الْمَوْت) বলে আখ্যায়িত করা হতো। নিহত মুজাআ ইব্ন মুরারা খালিদ ইব্ন ওলীদকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এই হল সেই মুসায়লামার লাশ। তার মরদেহ দেখতে খয়রি রং কিংবা গেরুয়া রং এর উটের ন্যায় দেখাচ্ছিল। কথিত আছে যে, মৃত্যুকালে মুসায়লামার বয়স ছিল একশ' চল্লিশ বছর। মুসায়লামাকে হত্যা করার পূর্বে তার দুই উযীর ও উপদেষ্টাকেও হত্যা করা হয়। তাদের একজন হল মিহ্কাম ইব্ন তুফায়ল, যার উপাধি ছিল মিহ্কামুল ইয়ামামা। সে যখন তার দলবলকে হাতিয়ার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিচ্ছিল তখন আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর তীরের আঘাতে তাকে হত্যা করেন। অপরজন হল নাহার ইব্ন উনফুওয়াহ্, যাকে ডাকা হত রাজাল ইব্ন উনফুওয়াহ্ নামে। সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মুসায়লামাকে সত্য নবী বলে সাক্ষ্য দেয়। হযরত যায়দ ইব্ন খাত্তাব রাজালকে হত্যা করে পরে নিজেও শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক পত্র লিখেছিল। পত্রের পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم اللّه الرحمن الرحيم - من مُسيلمة رسول اللّه الى محمد رسول اللّه - سلام عليك - اما بعد ! فانى قد اشركت معك فى الامر - فلكم المدر ولى الوبر

কোন কোন বর্ণনায় আছে فلكم نصف الارض ولنا نصفها শেষে আছে ولكن قريشا قوم يعتدون, অর্থাৎ ঃ এই চিঠি আল্লাহ্র রাসূল (?) মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের নিকট। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পর সমাচার এই যে, নুবুওয়াতী বিষয়ে আমাকে আপনার শরীক করা হয়েছে। সুতরাং; শহর এলাকায় আপনি নবী, আর গ্রামাঞ্চলে আমি নবী। কিংবা ভিন্ন বর্ণনামতে দেশের অর্ধেক আপনার অধীনে, বাকি অর্ধেক থাকবে আমার নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু কুরায়শ জাতিটি বড়ই সীমালংঘনকারী জাতি। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখেন ঃ

بسم اللّه الرحمن الرحيم - من محمد رسول اللّه الى مسيلمة الكذاب - سلام على من اتبع الهدى - اما بعد ! فان الارض للّه - يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين -

অর্থাৎ- আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম দয়াময় ও করুণাময়। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মিথ্যুক মুসায়লামার নিকট। শান্তি বর্ষিত হোক ঐ ব্যক্তির উপরে, যে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে। পর সংবাদ এই যে, রাজ্যের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, তাকেই এর ক্ষমতা প্রদান করেন। তবে পরকালের শুভ ফল কেবল মুত্তাকীদের জন্যেই নির্ধারিত।

পূর্বে আমরা মুসায়লামার সেই সব জঘন্য ও হাস্যকর উক্তিসমূহ উল্লেখ করেছি, যেগুলোকে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী বলে দাবি করত। আল্লাহ্ এ সব থেকে পবিত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর মুসায়লামা দেখল, এইতো সুযোগ, সে নিজেকে একচ্ছত্র নবী বলে

আখ্যায়িত করল। তার সম্প্রদায়ের লোকজন ছিল মূর্খ, তাই সহজেই তারা মুসায়লামার আনুগত্য কবূল করল। মুসায়লামা বলত ঃ

خُـذ الدُّفَّ يـاهذه والـعـبى * وَبُثّىْ مـحـاسن هذا الـنَّبِىّ

تـولـى نـبـى بـنـى هـاشـم * وقـــام نـبـى بـنـى يـعـــرب

অর্থ ঃ হে নারী! ঢোল হাতে নাও আর খেলা কর এবং এই নবীর গুনাগুণ বর্ণনা কর। বনূ হাশিমের নবী বিদায় নিয়েছে এবং বনূ ইয়ারাবের নবী আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু বেশি দিন অতীত হলনা। রাসূলের ইনতিকালের অল্পদিন পরেই আল্লাহ্ তাঁর এক তরবারি পাঠিয়ে দিলেন এবং যমদূত নিযুক্ত করলেন, সে তার পেট ফেঁড়ে দিল। মস্তক দ্বিখণ্ডিত করল এবং অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহ্ সে অভিশপ্ত আত্মাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ـ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ ঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে, কিংবা বলে যে, আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে; অথচ তার নিকট কিছুই পাঠান হয়নি। আর যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন বাণী নাযিল করব, যেমন বাণী আল্লাহ্ নাযিল করেন। আপনি যদি জানেন, ঐ সব যালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে-নিজেদের রূহকে নিজেরাই বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপরে অসত্য আরোপ করেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে দাম্ভিকতা দেখিয়ে ফিরে গিয়েছিলে (৬ আন'আম ঃ ৯৩)। [মুসায়লামা, আসওদ ও তার অনুসারীরা উপরোক্ত শাস্তির উপযুক্ত কেন্দ্র]।

হিজরী দ্বাদশ বছর

এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দ্বাদশ বছরের সূচনা হল যখন খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রেরিত সৈন্য বাহিনী মুরতাদদের দমন করার উদ্দেশ্যে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছিল। যাবতীয় বিদ্রোহী শক্তিকে নির্মূল করে দিয়ে ইসলামের ভিত্তিসমূহকে সুদৃঢ় করার কাজে এ বাহিনী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে দীনের হৃত গৌরব ফিরে এল এবং সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। জাযীরাতুল আরবের দূরের ও কাছের এলাকা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। একদল ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশারদের মতে ইয়ামামার ঘটনা এ বছরের রবীউল আওয়ালে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু অন্য এক দলের মতে, পূর্ববর্তী বছরের শেষের দিকে এটা সংঘটিত হয়। উভয় মতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আগের বছরের শেষের দিকে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং এ বছরের প্রথম দিকে শেষ হয়। এই কারণে আমরা

নিহতদের এক দলের উল্লেখ ১১ হিজরীতে করেছি। কেননা, হতে পারে তাঁরা ঐ বছরে নিতহ হয়েছেন। বৃহত্তর সিরিয়া এবং ইরাকে যারা নিহত হয়েছেন তাদের উল্লেখ জীবনীসহ আমরা এ বছরের আলোচনায় উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ্। কোন কোন গ্রন্থকার লিখেছেন যে, জুওয়াছা, ওমান, মাহ্রাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত সেই সকল ঘটনা, যার প্রতি আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি, এগুলো দ্বাদশ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তাছাড়া চারজন বাদশাহ্ হাম্দ, মাহ্রাস, আবদা'আ ও মুশাররাহ্ এ বছরেই নিহত হয়। যিয়াদ ইব্ন লবীদ আনসারী তাদেরকে হত্যা করেন। মুসনাদে আহমদে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

খালিদ ইব্ন ওলীদের ইরাক অভিযান

ইয়ামামার যুদ্ধের পর খলীফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খালিদ ইব্ন ওলীদকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁকে ফারজুল হিন্দ অর্থাৎ উবুল্লা দেয় যাত্রা শুরুর আদেশ দেন এবং তাঁকে সেখান থেকে ইরাকে উঁচু এলাকা দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। খলীফা আরো নির্দেশ দেন যে, জনসাধারণের সাথে কোমল ব্যবহার করতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে আহবান জানাতে হবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তো ভাল, আর যদি না মানে, তাহলে জিযিয়া কর দিতে বলবে। কিন্তু যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, এই অভিযানে সাথে যাওয়ার জন্যে কাউকে যেন তিনি বাধ্য না করেন, আর যে একবার মুরতাদ হয়েছে তাকে যেন না নেন, যদিও সে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসে থাকে। খলীফা বলে দেন যে, স্বেচ্ছায় যে কোন মুসলমান যেতে চাইলে তাকে যেন সাথে নেয়া হয়। এরপর খলীফা খালিদের সাহায্যার্থে সৈন্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। ওয়াকিদী বলেন, খালিদের এই অভিযানে গমন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পার্থক্য আছে; কেউ বলেছেন, তিনি ইয়ামামা থেকেই ইরাকে চলে যান; আবার কেউ বলেছেন, তিনি ইয়ামামা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, পরে মদীনা থেকে ইরাকে যান। যাওয়ার পথে তিনি কূফা হয়ে হীরায় পৌঁছেন। আমার মতে, প্রথম মতটাই প্রসিদ্ধ।

মাদাইনী সনদ উল্লেখ করে বলেন, দ্বাদশ হিজরীর মুহাররম মাসে খালিদ ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং বসরার পথ ধরে সম্মুখে অগ্রসর হন। তখন বসরার শাসনকর্তা ছিলেন কুতবা ইব্ন কাতাদা, আর কূফার শাসক ছিলেন মুছান্না ইব্ন হারিছা আশ-শায়বানী। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সালিহ ইব্ন কায়সানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,খলীফা আবূ বকর খালিদকে ইরাকে যাওয়ার জন্যে লিখিত নির্দেশ পাঠান। নির্দেশ পেয়ে খালিদ ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি সাওয়াদ অঞ্চলের বান্নিকিয়া ও বারূসামা অবতরণ করেন। হাবান ছিল ঐ এলাকার শাসক। সেখানকার অধিবাসীরা খালিদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে। তবে সন্ধি চুক্তি হওয়ার পূর্বে মুসলমানরা বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করেন। রজব মাসে সম্পাদিত এই চুক্তি হয়েছিল এক হাজার দিরহাম, ভিন্নমতে এক হাজার দীনার প্রদানের স্বার্থে। চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে তাদের পক্ষ থেকে বুসবুহ্রী ইব্ন সালূবা। কেউ কেউ তার নাম লিখেছেন সালূবা ইব্ন বুসবুহরী। খালিদ তাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও লিখিতভাবে দিয়ে দেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে খালিদ হীরায় অবতরণ করেন। হীরার শাসনকর্তা কুবায়সা ইব্ন ইয়াস ইব্ন হায়্যা

তাশী স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে খালিদের সাথে সাক্ষাৎ করে। নু'মান ইব্‌ন মুনযিরের পরে পারস্য সম্রাট কিসরা কুবায়সাকে তথায় শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। খালিদ তাদেরকে বললেন, আমি সর্বপ্রথম তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইসলামের পথ অবলম্বন করার আহবান জানাই, যদি মেনে নাও তাহলে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারা যা পাবে তোমরাও তাই পাবে; তাদের উপর যা বর্তাবে তোমাদের উপরও তাই বর্তাবে। যদি এতে সম্মত না হও তবে জিযয়া কর দিতে হবে, যদি জিয্‌য়া দিতে অস্বীকার কর তবে শুনে রেখো, এমন এক জাতি তোমাদের কাছে এসেছে যাদের অবস্থা এই যে, বেঁচে থাকার জন্যে তোমরা যেই পরিমাণ আগ্রহী, মরে যাওয়ার জন্যে তারা তার চাইতে বেশি লোভী। অর্থাৎ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হব এবং চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না।

কুবায়সা বলল, আমরা যুদ্ধ চাই না, বরং আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে থাকব আর আপনাদেরকে জিয্‌য়া কর দেবো ঃ

فقال له قبيصة : مالنا بحربك من حاجة -بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية

খালিদ তাদেরকে বললেন, আফসোস হয় তোমাদের জন্যে যে, নিজেদের ধ্বংসের পথটাই বেছে নিলে। কারণ কুফর হল ধ্বংসের প্রশস্ত ময়দান, সুতরাং আরবের নির্বোধতম ব্যক্তি সেই, যে ঐ ময়দানে চলাচল করে। এরপর খালিদের সাথে দুই ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে; একজন আরবী, অন্যজন আজমী। খালিদ আরবীকে ছেড়ে দেন এবং আজমীর সাথে কথা বলেন। আলোচনা শেষে তারা বার্ষিক নব্বই হাজার, অন্য বর্ণনামতে দুই লক্ষ দিরহাম জিযিয়া দেবে এ শর্তে খালিদ চুক্তি করেন। এটাই ছিল ইরাক থেকে আদায় করে মদীনায় প্রেরিত সর্ব প্রথম জিযিয়া এবং ইতিপূর্বে আবূ সালূবার সাথে সম্পাদিত চুক্তি থেকে প্রাপ্ত জিযিয়া। আমি বলি, হীরায় কিসরা সরকারের নিয়োগকৃত প্রশাসকের সাথে যে প্রতিনিধি দলটি খালিদের নিকট এসেছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম আমর ইব্‌ন আবদুল মাসীহ ইব্‌ন হিব্বান ইব্‌ন বাকীলাহ্[1]। সে ছিল একজন আরব খৃষ্টান। খালিদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার অস্তিত্ব কোত্থেকে হয়েছে? সে বলল, আমার পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে। খালিদ বললেন, তুমি কোথা থেকে বের হয়েছো? সে বলল, আমার মায়ের পেট থেকে। খালিদ বললেন, আফসোস, তুমি কোন জিনিসের উপর আছ? সে বলল, মাটির উপরে আছি। খালিদ বললেন, আফসোস, তুমি কোন্ জিনিসের মধ্যে আছ? সে বলল, আমার কাপড়ের মধ্যে। খালিদ বললেন, রে নির্বোধ! বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? (تَعْقِلُ)[2] সে বলল, জী হাঁ। বেড়িও লাগাই। খালিদ বললেন, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি (রহস্য করছি না) সে বলল, আমিও তো উত্তর দিচ্ছি। খালিদ বললেন, তুমি শান্তি চাও না কি যুদ্ধ? সে বলল, বরং শান্তিই চাই। খালিদ বললেন, তবে ঐ দুর্গগুলো কি জন্যে-যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি? সে বলল, এগুলো আমরা নির্বোধদের জন্যে তৈরী করেছি, এর মধ্যে তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখি, যখন বিবেকবান হয় তখন আর রাখা হয় না। তারপর খালিদ তাদেরকে হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় জিয্‌য়া প্রদান, না হয় যুদ্ধ করার জন্যে আহবান জানান। তারা নব্বই

১. তাবারীতে তার নাম আবদুল মাসীহ ইব্‌ন আমর বাকীলাহ্ এসেছে।

২. আরবীতে এ শব্দটির আরেক অর্থ বাঁধা।

হাজার মতান্তরে দুই লাখ দিরহাম জিযি্য়া প্রদানে সম্মত হয়। তারপর খালিদ ইব্ন ওলীদ পারস্য সম্রাটের নিয়োগকৃত মাদাইনের ওযীর ও নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র লিখেন। হিশাম ইব্ন কালবী ..... শা'বী থেকে বর্ণিত। শাবী বলেন, মাদাইন বাসীদের উদ্দেশ্যে খালিদ ইব্ন ওলীদের লিখিত সেই পত্রটি বনূ বাকীলার লোকেরা আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছে। পত্রের পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلٰى مُرَازِبَةِ اَهْلِ فَارِسَ - سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى - اَمَّا بَعْدُ ! فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى فَضَّ خَدَمَكُمْ وَسَلَبَ مُلْكَكُمْ وَوَهَنَ كَيْدَكُمْ - وَاِنَّ مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَل ذَبِيْحَتَنَا فَذَالِكُمْ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ مَا لَنَا وعليه ماعلينا - اما بعد ! فاذا جاءكم كتابى فابعثو الىَّ بالرهن واعتقدوا منى الذمة - والا فوالذى لا اله غيره لابعثن اليكم قوما يحبون الموت كما تحبون انتم الحيوٰة -

অর্থাৎ ঃ "খালিদ ইব্ন ওলীদের নিকট থেকে পারস্যের সমস্ত সর্দারদের নিকট প্রেরিত। যারা সত্য পথের অনুসারী, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! পর সমাচার, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদের সেবকদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তোমাদের সম্রাটকে তুলে নিয়েছেন এবং তোমাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তবে যে কেউ আমাদের কিবলাকে নিজের কিবলা বানাবে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশত আহার করবে তবে সে মুসলিম জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা যা পাব, সেও তা পাবে; আমাদের উপর যা বর্তাবে তার উপরও তাই বর্তাবে। এরপর এপত্র যখন তোমাদের নিকট পৌঁছবে তখন আমার কাছে বন্ধক স্বরূপ কিছু পাঠিয়ে দিয়ে আমার থেকে নিরাপত্তা লিখিয়ে নেবে। অন্যথায় সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তোমাদের প্রতি এক বাহিনী পাঠাব, যারা মৃত্যুকে সেইরূপ পছন্দ করে, যেইরূপ তোমরা কর বেঁচে থাকাকে"।

চিঠি পড়ে তারা অবাক ও বিস্ময় বোধ করতে লাগল। সায়ফ ইব্ন উমর ..... কূফার কাযী মুগীরা ইব্ন উয়ায়না সূত্রে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন ওলীদ ইয়ামামা থেকে ইরাক যাওয়ার পথে সৈন্য বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, একই পথ দিয়ে তাদেরকে পাঠাননি। সুতরাং যফরকে পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করে মুছান্নার বাহিনীকে দুইদিন পূর্বে প্রেরণ করেন। তারপর আদী ইব্ন হাতিম ও আসিম ইব্ন আমরের বাহিনীকে পাঠান। এদের পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করেন মালিক ইব্ন আব্বাদ ও সালিম ইব্ন নাসরকে। এদের এক জনকে অন্য জন থেকে এক দিনের আগ পাছ করে প্রেরণ করেন। খালিদ ইব্ন ওলীদ আসেন সবার শেষে এবং তিনি পথপ্রদর্শনের জন্যে রাখেন রাফি'কে। সকল বাহিনীকে 'আল-হাফীর' নামক স্থানে সমবেত হয়ে দুশমনের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। পারস্যের সীমান্ত এলাকার মধ্যে 'ফারজুল হিন্দ' ছিল সর্ব বৃহৎ। এ এলাকার লোকজন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ। এখানকার জলে ও স্থলে যুদ্ধের দায়িত্ব ছিল হুরমুযের উপর। খালিদ তাই হুরমুযের নিকট পত্র লেখেন। হুরমুয খালিদের পত্রখানা শীরী ইব্ন কিস্‌রা এবং আরদাশীর ইব্ন শীরীর নিকট পাঠিয়ে দেয়। কিসরার

প্রতিনিধি হুরমুয এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে কাজিমার নিকট পৌঁছল। তার দুই বাহুতে ছিল বাদশাহ্ পরিবারের দুই ব্যক্তি কুব্বাদ ও আনু-শ্জান। সৈন্যদেরকে সে শিকল দ্বারা বেঁধে রাখে যাতে পলায়ন করতে না পারে। এই হুরমুয ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক ও গোঁড়া কাফির। পারস্যবাসীদের মধ্যে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। আর সমাজে যার যত মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তার জাঁকজমক ততই বৃদ্ধি পায়। তাই হুরমুযের মুকুটের মূল্য ছিল এক লাখ দিরহাম।

খালিদ আঠার হাজার সৈন্যসহ পানি শূন্য এক স্থানে অবতরণ করেন। সৈন্যরা পানির অভিযোগ করলে তিনি বলেন, তোমরা ওদেরকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত হানো, তাহলে তোমরা ওদেরকে জলাশয় থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দু-দলের মধ্যে অধিক ধৈর্যশীলদের পক্ষে থাকেন। মুসলমানরা তাদের মঞ্জিলে পৌঁছে ঘোড়ার উপর থেকে অবতরণের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে দুইটি পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। পানি পেয়ে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর উভয় পক্ষ মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু যুদ্ধে টিকতে না পেরে হুরমুয বাহন থেকে নিচে নেমে পায়ে হেঁটে গিয়ে খালিদকে অবতরণ করার আহবান জানায়। সুতরাং খালিদ অবতরণ করে পায়ে হেঁটে হুরমুযের নিকট আসেন এবং উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়। খালিদ হুরমুযকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এসে হত্যা করেন। হুরমুযের সাহায্যার্থে তার লোকজন এগিয়ে আসে; কিন্তু ওরা তাকে হত্যা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কা'কা ইব্ন উমর হুরমুযের সাহায্যকারীদের উপর আক্রমন চালান এবং তাদেরকে চিরনিদ্রায় শায়িত করেন।

পারস্য বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে রাত যাপন করার জন্যে শিবিরে প্রত্যবর্তন করল। খালিদ শত্রুবাহিনীর হাতিয়ার ও মাল সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি এক হাজার উট গনীমত হিসেবে লাভ করেন। পারস্য বাহিনীর অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্যরা শৃংখলে আবদ্ধ থাকায় এই যুদ্ধকে শৃংখলের যুদ্ধ বা যাতুস- সালাসিল বলে অভিহিত করা হয়। কুব্বায় ও আনু-শ্জান যুদ্ধে পরাজিত হয়। সৈন্য সামন্ত প্রত্যাবর্তন করার পর খালিদের ঘোষণাকারী সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পড়ার জন্যে ঘোষণা দেয়। সুতরাং লোকজন ও মালামালসহ খালিদ বর্তমান বসরার বিশাল সেতুর নিকট এসে উপনীত হন। এখান থেকে যুদ্ধের বিজয় সংবাদ ও একটি হাতি বোঝাই করে গনীমাতের পঞ্চমাংশ যির ইব্ন কুলায়বের মাধ্যমে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। মদীনার মহিলাগণ এ দেখে বলাবলি করতে লাগলেন যে, এটা কি আল্লাহ্র সৃষ্টি, নাকি কৃত্রিমভাবে তৈরী? খলীফা এ সংবাদ শুনে যির এর মাধ্যমে তা খালিদের নিকট ফেরত পাঠান। খলিফা সঠিক সংবাদ অবগত হয়ে হুরমুযের পরিত্যক্ত অস্ত্রসম্ভার ও মুকুটসহ ও পরিধেয় বস্ত্র খালিদকে দান করেন। তার মুকুটের মূল্য ছিল এক লক্ষ দিরহাম। মুকুটটি মণি মুক্তা খচিত ছিল।

তারপর খালিদ তার সেনাপতিদেরকে ডানে ও বামে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। তারা এলাকার সমস্ত দুর্গ অবরোধ করে যুদ্ধ বা সন্ধির মাধ্যমে করায়ত্ব করেন এবং বিপুল পরিমাণ গনীমত সংগ্রহ করেন। খালিদ এ যুদ্ধে কোন কৃষক বা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেননি, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল। বরং কেবলমাত্র যুদ্ধরত সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা করেন। এরপর এ বছরের সফর মাসে মাযার এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে 'ছানীর যুদ্ধ' কিংবা 'নাহারের যুদ্ধ'ও বলা হয়। ইব্ন জারীর বলেন, ঐ দিন লোকজন বলাবলি করেছিল যে, এ মাস হল

সফ্রুল-আসফার, যতসব যালিম বাদশাহ্ এ মাসে নদীর মোহনায় নিহত হবে, এ বলার কারণ এই যে, হুরমুয এর আগে খালিদের আগমন সম্পর্কে তথ্য দিয়ে আরদশীর ও শীরীর নিকট এক পত্র লিখেছিল। পত্র পেয়ে কিসরা হুরমুযের সাহায্যার্থে কারিন ইব্ন কারয়ানিস নামক আমীরের নেতৃত্বে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু এ বাহিনী হুরমুযের নিকট পৌঁছার পূর্বেই খালিদের সাথে হুরমুযের যুদ্ধ বেঁধে যায়-যার বর্ণনা একটু পূর্বেই দেয়া হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অশ্ব বাহিনীর যারা পলায়ন করতে সমর্থ হয়, তাদের সাথে পথে কারিনের সাক্ষাৎ হয়। পলায়নরত সকলেই কারিনের পাশে একত্রিত হয় এবং পুনরায় খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে পরস্পরকে উত্তেজিত করে। সুতরাং তারা এসে 'মাযার' নামক স্থানে পৌঁছে। কারিনের বাহিনীর দুই বাহুতে থাকে কুব্বাদ ও আনুশ্জান। এ সংবাদ খালিদ ইব্ন ওলীদের নিকট পৌঁছে যায়। তিনি দ্রুত যাতুস সালাসিলের গনীমত বন্টন করেন। $\frac{৪}{৫}$ অংশ সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করেন এবং $\frac{১}{৫}$ অংশ ওলীদ ইব্ন উক্বার দায়িত্বে দিয়ে এবং উপস্থিত সংবাদ জানিয়ে খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে সাথে নিয়ে তিনি মাযারে গিয়ে অবতরণ করেন। এখানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। কারিন মল্লযুদ্ধের জন্যে আহবান জানায়। সুতরাং খালিদ অপর বীর যোদ্ধাসহ মল্লযুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসেন। যুদ্ধে মা'কাল ইবনুল-আশ ইব্ন নাব্বাশ কারিনকে, আদী ইব্ন হাতিম কুব্বাদকে এবং আসিম আনুশ্জানকে হত্যা করেন। বাকি অশ্ব বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যকে ঐ দিনেই হত্যা করে। তাদের অধিকাংশই নদীর মধ্যে ও পানিতে ডুবে মরে। খালিদ মাযারে অবস্থান করতে থাকেন। নিহত ব্যক্তিদের সঙ্গের হাতিয়ার, পোশাক ইত্যাদি তাদের হত্যাকারীদেরকে অর্পণ করেন। পারস্যবাসীদের মধ্যে কারিনের স্থান ছিল অতি উচ্চ। গনীমতের মালামাল পাঁচ ভাগ করে একভাগ বনূ আদী ইব্ন কা'বের সাঈদ ইব্ন নু'মানের মাধ্যমে বিজয় বার্তাসহ খলীফার নিকট মদীনায় পাঠিয়ে দেন। অবশিষ্ট চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেন। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদের সন্তান ও নারীদেরকেও গনীমতের মাল হিসেবে বন্টন করা হয়। তবে কৃষকদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। বরং জিযিয়ার বিনিময়ে তাদেরকে থাকার অধিকার দেওয়া হয়। এই বন্দীরদের মধ্যে হাসান বসরীর পিতা হাবীবও ছিলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। উসমানের আযাদকৃতত দাস মা-ফান্নাহ ও মুগীরাহ্ ইব্ন শু'বার আযাদকৃত দাস আবূ যিয়াদও এই বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর খালিদ সৈন্যদের দায়িত্ব সাঈদ ইব্ন নু'মানের উপর এবং জিয্য়া কর আদায়ের দায়িত্ব সওয়ায়দ ইব্ন মুকার্রিনের উপর ন্যস্ত করেন। সুওয়ায়দকে 'হাফীর' নামক স্থানে থাকার জন্য তিনি নির্দেশ দেন, যাতে জিযিয়া প্রভৃতির দ্রসম্ভার সহজে সেখানে আনা যায়। আর খালিদ নিজে শত্রুদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার কাজে তৎপর হন।

এরপর আসে ওলাজার যুদ্ধ। তাও এই সালের সফর মাসে সংঘটিত হয় বলে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মাযারের যুদ্ধে কারিন ও তার দলবলের যে অবস্থা হয়, সে সংবাদ যখন তৎকালীন পারস্য সম্রাট আরদ শীর এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বীর সেনাপতি আনযার যাগরেকে প্রেরণ করেন। আনযার সাওয়াদের মাদাইনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন। আনযারকে সাহায্য করার জন্য বাহ্মান জাযাওয়াহ্র নেতৃত্বে আরও একটি বাহিনী পাঠান। এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হন এবং সেখানে

নিযুক্ত তাঁর প্রতিনিধিকে সাবধান থাকার জন্য নির্দেশ দেন। অচিরেই মুসলিম বাহিনী আনযার যাগারের বাহিনীর কাছে এসে উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এ যুদ্ধ ছিল পূর্বের যুদ্ধগুলো থেকে আরও প্রচণ্ড। ধৈর্যের বাঁধ উভয় দলেরই ভেঙ্গে যাচ্ছিল। জয় পরাজয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অতর্কিত আক্রমন করার জন্য খালিদের রেখে আসা বাহিনী দুটি এসে পৌঁছতে বিলম্ব করছিল। অল্প পরেই তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে পৌঁছে যায় এবং দুই দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে।

তখন পারস্য বাহিনী রণে ভংগ দিয়ে পালাতে শুরু করে। সম্মুখ দিক থেকে খালিদের বাহিনী এবং পশ্চাৎ দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণকারী বাহিনী আক্রমন করতে থাকে। কে কার শত্রু তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আনযার যাগার ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় পিপাসায় কাতর হয়ে মারা যায়। খালিদ ইব্‌ন ওলীদ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন। সৈনিকদেরকে তিনি অনারব দেশের প্রতি আকৃষ্ট হতে এবং আরব দেশের মমতা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, এখানে খাদ্যের কত ছড়াছড়ি? আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ চালিয়ে যাই এবং ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতে থাকি, তা হলে আমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার মত হল, শস্য-শ্যামল এই দেশে আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। এদেশের অধিকারী আমরাই হব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে এবং অলসদের হাত থেকে তোমাদের হাতে তা অর্পিত হবে। তারপর গনীমত পাঁচ ভাগ করে চার ভাগ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করেন এবং এক ভাগ খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। শত্রু যোদ্ধাদের সন্তান ও স্ত্রীদেরকে বন্দী করেন এবং কৃষকদের জিযিয়ার বিনিময়ে স্বস্থানে বহাল রাখেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর ..... শা'বী থেকে বর্ণনা করেন, ওয়ালাজার যুদ্ধে খালিদ এমন এক আজমী ব্যক্তির সাথে মল্লযুদ্ধ করেন, যে হাজার লোকের মুকাবিলা করার শক্তি রাখতো। কিন্তু খালিদ তাকে হত্যা করেন এবং দুই পক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে তার দেহের সাথে ঠেস দিয়ে বসে নাশ্‌তা করেন।

দ্বাদশ হিজরীর এই সফর মাসে উল্লায়সের যুদ্ধ নামে আরও একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ওয়ালাজার যুদ্ধে বক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের কয়েক ব্যক্তি খালিদের হাতে মারা যায়। বক্‌র আরবের একটি খ্রিষ্টান গোত্র। পারস্য বাহিনীর পক্ষে এরা যুদ্ধ করতে এসেছিল। নিহতদের গোত্রের লোকেরা এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। আবদুল আসওদ ছিল এ ব্যাপারে সর্বাধিক ক্ষুব্ধ। কারণ, ইতিপূর্বে তার এক পুত্রও নিহত হয়েছিল। এ কারণে বনূ বকর পারস্য সম্রাটের নিকট প্রতিশোধ গ্রহণার্থে একটি পত্র লেখে। সম্রাট আরদশীর তাদের সাহায্যার্থে একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা ঐ বাহিনীসহ 'উল্লায়স' নামক স্থানে সমবেত হয়। সৈন্যরা খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে দস্তরখানে রাখা খাদ্যদ্রব্য সামনে রেখে বসে। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এমন একটি সুযোগের সন্ধান করছিলেন। খালিদকে দেখেও ওদের দলের একজন বলল, আপনারা আহার করুন! খালিদের চিন্তা করবেন না! অপর দিকে কিসরার সেনাপতি বলল, আমাদের বরং উচিত হবে খাদ্য চিন্তা পরিত্যাগ করে প্রতিরোধে যত্নবান হওয়া। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। খালিদ এ সময় বাহন থেকে অবতরণ করে সৈন্যদের সম্মুখে এসে উচ্চস্বরে আহ্বান করলেন, হে অমুক! হে

অমুক! বেরিয়ে এসো! কিন্তু শত্রু পক্ষের কেউ উঠল না। নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকল; কেবল মালিক ইব্‌ন কায়স নামক বনী জাযরার এক ব্যক্তি মল্লযুদ্ধের জন্য অগ্রসর হল। খালিদ তাকে বললেন, ওহে অধম! সমগ্র বাহিনীর মধ্য থেকে তুই-ই উঠে আসার সাহস পেলি ? কিন্তু তোর বিশ্বস্ততা বলে কিছু নেই। এরপর খালিদ একটি মাত্র আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এ দৃশ্য দেখে পারস্য বাহিনী আহার ছেড়ে দিয়ে হাতিয়ার হাতে তুলে নিল এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হল। মুশরিক শত্রুরা বাহমানের প্রতীক্ষা করছিল-যাকে সম্রাট এদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন। সে আশায় এরা শক্তি, সাহস ও যুদ্ধ উন্মাদনা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

মুসলমানরা এখানে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। খালিদ আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহায্য করা সম্পূর্ণ আপনারই ইখতিয়ার। দয়া করে দুশমনদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করলে আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করব, একজনকেও জীবিত রাখব না। তাদের রক্ত দিয়ে এখানকার নদীতে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবো। তারপর আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, তাদেরকে শক্তি দান করে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী করলেন। খালিদের ঘোষণাকারী যুদ্ধের ময়দানে ঘোষণা দেন যে, বন্দী কর, বন্দী কর; যে ব্যক্তি বন্দী হতে অস্বীকার করবে কেবল তাকেই হত্যা করবে। সুতরাং অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুদের পিছনে ধাওয়া করে নিয়ে যেতে থাকে এবং এক এক দলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিয়োগ করা হয়, যারা তাদেরকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। একাধারে তিন দিন পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। যাকেই আনা হত তাকেই হত্যা করে নদীতে ফেলা হত। রক্তের চাপে পানি দূরে চলে যায়। এক মুসলিম সেনাপতি খালিদকে বললেন, নিহতদের রক্ত জমাট হয়ে নদীর প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেছে; রক্তের উপর পানি না ঢাললে প্রবাহিত হবে না এবং আপনার শপথও (রক্ত বন্যা প্রবাহিত করা) পূরণ হবে না।

খালিদ তাই করলেন; ফলে তাজা রক্ত নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল। এই কারণে বর্তমান কালে ঐ নদীকে 'নাহ্‌রুদ-দাম' বা রক্ত নদী বলে অভিহিত করা হয়। সত্তর হাজার লোক এখানে নিহত হয়। শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করার পর শিবিরে প্রত্যাবর্তনকারী লোকদেরকে সম্বোধন করে খালিদ বললেন, ওরা খাদ্যসম্ভার পরিত্যাগ করে গেছে, এটা গনীমত; তোমরা ওগুলো আহার কর। সুতরাং রাত্রের খাবার হিসেবে সকলে তা খেয়ে নেন। পারস্যের লোকেরা দস্তারখানার উপর যে খাদ্যসম্ভার রেখে গিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। আরব বেদুইনরা তাদের চাপাতি রুটি দেখে বলে উঠে, এগুলো কি কাপড় না কি ? শহর ও নগরের লোকেরা যারা এগুলো চিনত তারা ওদেরকে বলে, তোমরা কি বিলাসীপূর্ণ জীবন যাপনের কথা শুননি ? তারা বলল, হাঁ, শুনেছি। তখন বলে দেয়া হল, এটাই সেই বিলাসপূর্ণ জীবন যাত্রার নমুনা। ঐ দিন থেকেই আরবরা এ খাদ্যের নাম রাখে 'রুকাক'। অবশ্য আরবরা একে বলত আল-'উদ'।

সায়ফ ইব্‌ন উমর, শা'বী ..... খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের যুদ্ধে সৈনিকদেরকে কেবল রুটি, তরমুজ ও ভুনা গোশত খেতে দিয়েছিলেন, তার বাড়তি কিছু দেননি। উল্লায়সের এই যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিল তাদের অধিকাংশ লোকই ছিল 'আমগীশিয়া' শহরের অধিবাসী। এ কারণে খালিদ ঐ শহরকে বিধ্বস্ত করার নির্দেশ দেন।

অতঃপর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গনীমত লাভ করেন। এবং যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন। এতে গনীমতের ভাগ ছাড়াও প্রত্যেক অশ্বারোহী এক হাজার পাঁচ শত দিরহাম করে পায়। পূর্ববর্তী যুদ্ধের গনীমত সম্ভার ছিল তার অতিরিক্ত। এরপর বনূ আজালের জানদাল নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের বিজয় সংবাদ ও গনীমতের মাল ও বন্দীদের খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। জানদাল ছিল একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক। সে যখন খলীফার নিকট খালিদের পত্র ও আমানত পৌঁছিয়ে দেয়, তখন খলীফা তাকে ধন্যবাদ জানান ও একটি দাসী উপহার দেন। খলীফা ঘোষণা দেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়। তোমাদের সিংহ অন্য সিংহের উপর জয়ী হয়েছে এবং তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। বর্তমান কালের মহিলা আর একজন খালিদ ইব্ন ওলীদ প্রসবে ব্যর্থ হয়েছে। এরপরও বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সেনাপতি খালিদের ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত থাকে, যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও খালিদের মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা, শিথিলতা, বিরক্তি ও দুঃশ্চিন্তা দেখা দেয়নি, বরং অধিকতর তেজ, শক্তি, সাহস ও শৌর্য-বীর্যের পরিচয় তার মধ্যে দেখা যায়। এরূপ হওয়ার কারণ এটাই বুঝে আসে যে, আল্লাহ্ তাকে বানিয়েছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং কাফিরী শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে।

খালিদের অন্যান্য অভিযান

তারপর খালিদ সসৈন্যে 'নাজফ' এর খুওয়ারনিক ও সাদীরে গমন করেন এবং সেখানে পৌঁছে সৈন্যদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীতে বিভক্ত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। তারা হীরার বিভিন্ন দুর্গ অবরোধ করে এবং কোন কোনটির অধিবাসীদেরকে জোর পূর্বক ও শক্তি বলে আর কোন কোনটির অধিবাসীদেরকে সন্ধি সূত্রে ও সহজে বশ করেন। সন্ধির মাধ্যমে যাদেরকে বশ করা হয় তাদের মধ্যে একটি দল আরবের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। তাদের নেতা ছিল পূর্বোল্লিখিত ইব্ন বুকায়লা। হীরাবাসীদেরকে খালিদ নিরাপত্তা পত্র লিখে দেন। সন্ধির ব্যাপারে যে ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সে হল আমর ইব্ন আবদুল মাসীহ্ ইব্ন বুকায়লা। খালিদ তার নিকট একটা থলে দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এর মধ্যে কী আছে? খালিদ নিজেই থলেটি খুলেন এবং কিছু একটা জিনিস দেখতে পান। ইব্ন বুকায়লা জানাল, ওটা মারাত্মক বিষ। খালিদ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এটা সঙ্গে রেখেছ কেন ? ইব্ন বুকায়লা বলল, রেখেছি এ কারণে যে, আমি যখন নিজ সম্প্রদায়ের দুরবস্থা দেখতে পাব তখন এটা খেয়ে ফেলব। কেননা, এমন অবস্থা দেখার চেয়ে মরে যাওয়াটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। খালিদ তারপর এ বিষটুকু হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন, কোন মানুষ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কখনও মরে যায় না। এরপর তিনি পড়লেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ - رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ - اَلَّذِىْ لَيْسَ يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ دَاءٌ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

"আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। তাঁর নাম সকল নামের চেয়ে উত্তম। তিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। যার নামের বরকতে কোন রোগ কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারে না। তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

তিনি যখন এ দু'আ পাঠ করছিলেন, তখন সেনাপতিগণ তা ভক্ষণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু তাদের আসার আগেই তিনি অবলীলায় গিলে ফেলেন। ইব্‌ন বুকায়লা এ দৃশ্য দেখে বলে উঠল ঃ হে আরব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এরূপ একজন লোকও যদি বেঁচে থাকে, তা হলেও তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এরপর তিনি হীরাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের ন্যায় বিস্ময়কর ঘটনা আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি। এরপর তিনি সবাইকে ডেকে খালিদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করলে খালিদ তা মঞ্জুর করে সন্ধিপত্র লিখে দেন এবং নগদ চার লাখ দিরহাম তাদের থেকে গ্রহণ করেন। খালিদ হীরাবাসীদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ধি করেননি যতক্ষণ না তারা কারমাতা বিনত আবদুল মাসীহ্‌কে শুওয়াইল[১] নামক এক সাহাবীর নিকট হস্তান্তর করে।

ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হীরার দুর্গসমূহের আলোচনা করেন। তখন তিনি বনূ কিলাব সর্দারদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেন। তখন শুওয়াইল বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বুকায়লার কন্যাকে আমাকে দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ, তাকে তোমাকেই দেয়া হবে। এখন যখন হীরা জয় হল, তখন শুওয়াইল বুকায়লার কন্যাকে দাবী করে বসেন এবং দু'জন সাহাবী তার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু হীরাবাসীরা তাকে সোপর্দ করতে অসম্মতি প্রকাশ করল এবং শুওয়াইলকে বলল, তুমি আশি বছরের এই বুড়িকে নিয়ে কী করবে? কিন্তু মহিলাটি তার কওমকে বলল, আমাকে তার নিকট অর্পণ কর। আমি মুক্তিপণ দিয়ে চলে আসব। সে আমাকে যুবতী অবস্থায় দেখেছিল। এ কথার পর তাকে শুওয়াইলের নিকট অর্পণ করা হয়। যখন সে একান্তে তার সাথে মিলিত হল, তখন বলল, আশি বছরের বুড়িকে দিয়ে আপনি কী করবেন ? বরং আমি আপনাকে মুক্তিপণ দিয়ে চলে যেতে চাই। এখন আপনার মর্জি। শুওয়াইল বললেন, দেখ, আল্লাহ্‌র কসম, এক হাজার দিরহামের কমে আমি তোমাকে ছাড়ব না, এক হাজার দিরহাম তাঁর নিকট খুব বেশি মনে হল। যাহোক, মহিলাটি তার কওমের নিকট এসে বললে তারা এক হাজার দিরহাম পেশ করল। কিন্তু মুসলমানরা শুওয়াইলকে এই বলে তিরস্কার করল যে, তুমি এত কম চেয়েছ কেন? যদি এক লাখেরও বেশি চাইতে তা হলে তাই তারা দিতে বাধ্য থাকত। শুওয়াইল বললেন, দশ শতের অধিকও কোন সংখ্যা আছে নাকি ? এরপর তিনি খালিদের নিকট গিয়ে বললেন, আমি তো তার কাছে সর্বাধিক পরিমাণ মুক্তিপণ চেয়েছি। খালিদ বললেন, তুমি বলেছ এক সংখ্যা। আর আল্লাহ্ বুঝবেন অন্য সংখ্যা, তা হয় না। আমি ফয়সালা দেব, তার উপর যা তুমি উল্লেখ করেছ। তোমার নিয়্যতের ব্যাপার আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, তুমি সত্য বলছ, না মিথ্যা বলছ।

সায়ফ ইব্‌ন উমর ..... শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন, হীরা বিজয়ের পর খালিদ এক সালামে আট রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন। কবি আমর ইবনুল-কা'কা' এই ঘটনায় ও রিদ্দা যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সব মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

سقى الله قتلى بالفرات مقيمة * واخرى باثباج النجاف الكوانف

১. বালাযুরী বলেন, বিশুদ্ধ মতে উক্ত সাহাবীর নাম ছিল নুরায়ম ইবন আওস আত'তায়ী। ফুতূহুল বুলদান বাংলা অনু, ই, ফাবা, ১৯৯৮, পৃ ২৪৭।

ونحن وطأنا بالكواظم هرمزا * وبالثنى قرنى قارن بالجوارف

ويوم احطنا بالقصور تتابعت * على الحيره الروحاء احدى المصارف

حططناهم منها وقد كان عرشهم * يميل بهم فعل الجبان المخالف

رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا * غبوق المنايا حول تلك المحارف

صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا * الى الريف من ارض العريب المقانف

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তার জান্নাতী শরাব পান করাবেন সেই সব শহীদদেরকে যার প্রাণ দান করেছে ফুরাত নদীর কূলে এবং নিজাফ এর মধ্যবর্তী কাওয়ানিফ যুদ্ধে আমরা কাওয়াজিম যুদ্ধে হুরমুযকে এবং ছানিয়ার যুদ্ধে 'জাওয়ারিফ' নামক স্থানে কারিন এর উভয় বাহুর সৈন্যকে পদদলিত করেছি। স্মরণীয় সেই দিনের কথা যেদিন আমরা হীরার রওহায় দুর্গসমূহ একের পর এক অবরোধ করি। সেদিন দুর্গের লোকদেরকে আমরা সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিই। তাদের নেতৃবর্গ জাবানের ভূমিকার বিরোধিতা করেছিল। তাদের আবেদন নিবেদনকে আমরা প্রত্যাখান করি। ফলে সেসব স্থানে তারা মৃত্যুর অন্ধকার প্রত্যক্ষ করে নেয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয় সেই দিন প্রভাতকালে, যে দিন তারা দাবি করেছিল যে, আমরা এমন এক শ্রেণীর লোক, যারা কঠিন কৃষি ভূমি কর্ষণ করে।

খালিদ ইব্ন ওলীদ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবার পর যখন হীরায় অবস্থান করছিলেন, তখন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রা) তাঁর নিকট আগমন করেন। গনীমতের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে জারীর উপস্থিত হতে পারেননি। কারণ খলীফা জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্কে খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'সের সাথে সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। জারীর খালিদ ইব্ন সাঈদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মদীনায় আসেন এবং খলীফার নিকট এ মর্মে অনুমতি চান যে, তিনি তার বাজিলা গোত্রের লোকদেরকে জড়ো করে খালিদ ইব্ন সাঈদের সাহায্যার্থে নিয়ে যাবেন। খলীফা এতে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছ, তার চেয়ে যে ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয়, তা থেকে তুমি আমাকে সরিয়ে নিতে চাও ? তারপর তিনি তাঁকে খালিদ ইব্ন ওলীদের সাথে ইরাকে মিলিত হবার নির্দেশ দেন।

সায়ফ ইব্ন উমর সনদ উল্লেখ করে বলেন, ইব্ন সালূবা খালিদের সাথে 'বানিকিয়া' ও 'বিসমা' এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য দশ হাজার দীনারের বিনিময়ে সন্ধি করেন। ঐ সব অঞ্চলের সর্দারগণ এসে তাদের দেশ ও জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে হীরার ন্যায় সন্ধি স্থাপন করেন। এই দিনগুলিতে খালিদ ইরাকের পার্শ্ববর্তী এলাকা অধিকার করেন। হীরা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরসমূহ দখল করেন এবং উল্লায়স, ছানী ও পরবর্তী বহু ক্ষেত্রে পারস্য বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করেন। যারা তাদের হয়ে যুদ্ধ করতে আসে তাদেরকেও পরাজিত করেন এবং তাদেরকে হত্যা করেন। তাদের প্রধান সম্রাট আরদশীর ও শীরীনকে হত্যা করেন, যারাই তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেছে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট অশ্বারোহী বাহিনীর

সৈন্যরা উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খেতে থাকে, কে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব নেবে ? তারা এ ব্যাপারে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অবশ্য পরে তারা একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে খালিদের মুকাবিলায় মাদাইনে অবস্থান নেয় যেখানে কিসরার রাজধানী ও সিংহাসন ছিল। খালিদ তখন সেখানকার সর্দারবর্গ ও নেতৃবৃন্দের নিকট এই মর্মে পত্র লেখেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে মেনে নাও। দীন ইসলাম কবূল কর। তোমাদের রাজ্য তোমাদেরই থাকবে। এতে সম্মত না হলে জিয্‌য়া আদায় কর। তাতেও যদি রাজী না হও তাহলে জেনে নাও এবং শুনে রেখো, এমন এক বাহিনী তোমাদের নিকট প্রেরিত হবে, যারা মৃত্যুকে এমনভাবে কামনা করে যেমনভাবে কামনা কর তোমরা বেঁচে থাকতে। এ পত্র পেয়ে তারা খালিদের অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখে বিস্মিত হয় এবং নিজেদের দুর্বলতা ও অজ্ঞতার জন্যে নিজেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। হীরার সন্ধি সম্পাদনের পর খালিদ্ এক বছর যাবত পারস্যের বিভিন্ন শহরের উপর আক্রমণ করতে থাকে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড ও দুর্ধর্ষ আক্রমণ করেন যে, তা দেখলে চোখ ঝলসে যায়, শুনলে কান বধির হয়ে যায় এবং চিন্তা করলে হতবুদ্ধি হতে হয়।

খালিদের আম্বার বিজয় ঃ এই যুদ্ধের অপর নাম চক্ষু যুদ্ধ

আম্বার বিজয়ের উদ্দেশ্যে খালিদ তাঁর সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে সেখানে যান। শীরযায নামক জনৈক সমর বিশারদ তখন আম্বারের শাসনকর্তা ছিল। খালিদ আম্বার শহর অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু শহরের চারদিকে পরিখা খনন করে রাখা ছিল। আম্বারের আশে পাশের আরব সম্প্রদায় আপন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় লোকজনও তাদের সাথে যোগ দিয়ে খালিদকে খন্দকের কাছে যেতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয় দল যখন ঘোরতর যুদ্ধ চালায় তখন খালিদ তাঁর বাহিনীকে শত্রুদের চোখ তাক করে তীর ছুড়তে নির্দেশ দেন। সৈন্যরা তাই করতে শুরু করল এবং এক হাজার লোকের চোখে তীর বিদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে শত্রুদলের মধ্যে আর্তনাদ শুরু হয়; তারা বলতে থাকে, আম্বারবাসীদের চোখ সব চলে গেল। এ কারণে এই যুদ্ধকে 'যাতুল-'উয়ূন' বা 'চক্ষুর যুদ্ধ' বলা হয়।

অবশেষে শীরযায খালিদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। খালিদ সন্ধির জন্য এমন কতগুলো শর্ত আরোপ করলেন যা শীরযায মঞ্জুর করতে অসম্মত হয়। তারপর খালিদ পরিখার নিকটবর্তী হয়ে নিকৃষ্ট জাতীয় উটসমূহ যবেহ করে খন্দকে ফেলাবার নির্দেশ দেন। যবেহকৃত উটের স্তূপে পরিখা ভরাট হয়ে গেলে সৈন্যদের নিয়ে খালিদ তা পার হয়ে যান। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শীরযায সেই সব শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে সম্মত হয়, যেইসব শর্ত ইতিপূর্বে খালিদ আরোপ করেছিলেন। শীরযায নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার আবেদন জানালে খালিদ তা মঞ্জুর করেন। এভাবে শীরযায আম্বার ত্যাগ করে চলে যায় এবং খালিদ নির্বিঘ্নে আম্বারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে বসবাসকারী আরবদের নিকট থেকে সাহাবা কিরামগণ আরবী লিপির জ্ঞান লাভ করেন। ঐ সব আরবগণ তাদের পূর্ববর্তী আরবগোত্র বনূ ইয়াদ থেকে লেখার কাজ শিখেছিল। যে যুগে বুখতে নাসর ইরাকে আরবদের বসতি স্থাপন করার সুযোগ দেয় তখন থেকে বনূ ইবাদ এখানে বসবাস করে আসছিল। এই বনূ ইয়াদের জনৈক কবি তার

গোত্রের প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেছিল। সেই কবিতা দিয়ে তারা খালিদের প্রশংসা করে। কবিতার কিছু অংশ এই ঃ

قومي إياد لوانهم امم * او لو اقاموا فتهزل النعم

قوم لهم بساحة العراق إذا * ساروا جميعا واللوح والقلم

অর্থ ঃ আমার গোত্র বনূ ইয়াদ। যদি তারা সংঘবদ্ধ না হত কিংবা যদি তারা প্রতিষ্ঠিত হত তাহলে পূর্ণ কুল দুর্বল হয়ে যেত। তারা এমন এক জাতি, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইরাকের ভূমিতে পদার্পণ করার সময় খাতা কলম সংগে করে নিয়ে আসে।

এরপর খালিদ বাওয়াযীজ ও কালওয়াযীবাসীদেরকে দমন করেন। সায়ফ ইব্‌ন উমর বলেন, আম্বার ও তৎসংলগ্ন এলাকার জনগণের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়ে আসে তখন তারা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে। বাওয়াযীজ ও বানকিয়া ব্যতীত আর কেহই সন্ধির উপর অবিচল ছিল না। সায়ফ ..... হাবীব ইব্‌ন আবী ছাবিত থেকে বর্ণনা করেন, যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ইরাকের অধিবাসীদের কোন সন্ধিচুক্তি ছিল না। কেবল মাত্র হীরার অধিবাসী বনূ সালূবা ও কালওয়াযী এবং ফুরাত নদীর অববাহিকার কয়েকটি জনপদের সাথে সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তি ভঙ্গ করার পর তাদেরকে যিম্মী থাকার আহ্বান জানানো হয়। সায়ফের বর্ণনা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করি, কতিপয় দুর্গ ও কিল্লা ব্যতীত সাওয়াদসহ সমগ্র এলাকা কি জবরদস্তীরসাথে দখল করা হয়েছিল ? উত্তরে তিনি বলেন, কিছু সন্ধির মাধ্যমে এবং কিছু জোর পূর্বক দখল করা হয়েছিল। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সাওয়াদবাসীরা কি যুদ্ধের পূর্বে যিমযীত্ব গ্রহণ করেছিল ? শা'বী বলেন, না, তবে যখন তাদেরকে আহ্বান করা হয় এবং খারাজ দিতে সম্মত হয় তখন তারা যিম্মীতে পরিণত হয়ে যায়।

'আয়নুত-তামার' অভিযান

আম্বারে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারকান ইব্‌ন বদর এর উপর তথার দায়িত্ব দিয়ে খালিদ আয়নুত-তামারের দিকে অগ্রসর হন । মাহরান ইব্‌ন বাহরাম জুবীন বিশাল এক বাহিনী নিয়ে এখানে অবস্থান করছিল। তামারের আশপাশের কতিপয় আরব কবীলা যথা তাগলিব, ইয়াদ ইত্যাদি মাহরানের সাহায্যার্থে প্রস্তুত ছিল। উক্‌কা ইব্‌ন আবী উক্‌কা ছিল এদের সেনাপতি। খালিদ আয়নুত তামারের সন্নিকটে পৌঁছলে উক্‌কা মাহরানকে বলল, আরবদের বিরুদ্ধে আরবরাই যুদ্ধ করতে বেশি পারদর্শী। সুতরাং খালিদের বিরুদ্ধে বুঝাপড়া করার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন। মাহরান বলল, ঠিক আছে, তাই হোক। তবে যদি প্রয়োজন মনে কর তবে সাহায্যের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য অনারব সৈন্যরা মাহরানকে ভর্তসনা করল। মাহরান তাদেরকে বুঝাল, তোমরা এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ো না, কেননা, এরা যদি খালিদকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে সে বিজয় তো তোমাদেরই; আর যদি এরা পরাজিত হয় তবে পরে আমরা খালিদের বিরুদ্ধে লড়ব এবং তখন মুসলমানরা হয়ে পড়বে ক্লান্ত আর আমরা থাকব শক্তিশালী সবল। মাহরানের যুক্তিপূর্ণ কথা সবাই স্বীকার করে নিল। এরপর খালিদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উক্‌কার কাছাকাছি এলেন। উভয় দল যখন মুখোমুখি

তখন খালিদ তাঁর দুই বাহুর সৈন্যদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের অবস্থানকে সুরক্ষিত রেখো। আমিই আক্রমণ করছি। নিজের সাথীদেরকে বললেন, তোমরা আমার পশ্চাতে থাক। উক্‌কা যেই মুহূর্তে সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করছিল সেই মুহূর্তে খালিদ ঝটিকা আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে ফেলেন। ফলে উক্‌কার সৈন্যরা বিনা যুদ্ধেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করল। মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করে অনেককেই বন্দী করেন।

এরপর খালিদ আয়নুত তামারের দুর্গ অবরোধ করতে মনস্থ করেন। ওদিকে উক্‌কা ও তার সৈন্যদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে মাহ্‌রান ভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। পরাজিত আরব খ্রিস্টানরা দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত দেখে ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। খালিদ গিয়ে তাদেরকে কঠিনভাবে অবরোধ করে রাখেন। অবস্থা বে-গতিক দেখে তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু খালিদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। বাধ্য হয়ে তারা খালিদের নির্দেশক্রমে আত্মসমর্পন করে। মুসলমানরা তাদের সবাইকে বন্দী করে দুর্গ অধিকার করেন। এরপর খালিদের আদেশ অনুযায়ী প্রথমে উক্‌কার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়, তারপরে যারা তার সাথে বন্দী হয়েছিল এবং যারা খালিদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। দুর্গাভ্যন্তরে যা কিছু পাওয়া যায় সব কিছুই গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

খালিদ একটি আবদ্ধ গির্জায় চল্লিশ জন বালকের সন্ধান পান, যারা সেখানে ইনজিল কিতাব শিক্ষা লাভ করছিল। গির্জার তালা ভেঙ্গে খালিদ তাদেরকে বের করে আনেন এবং সেনাপতি ও আমীরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান খুমুস হিসেবে হুমরানকে লাভ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের পিতা সীরীনকে আনাস ইব্‌ন মালিক গ্রহণ করেন। এ জাতীয় বেশ কিছু প্রসিদ্ধ মাওয়ালী বা মুক্ত গোলাম তাদের মধ্য থেকে হয়েছে, যাদের সাথে এবং যাদের সন্তানদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হয়। আয়নুত-তামারের গনীমত নিয়ে ওলীদ ইব্‌ন উক্‌বা মদীনায় খলীফার নিকট পৌঁছলে খলীফা তা গ্রহণ না করে ইয়াদ ইব্‌ন গানামের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেন। ইয়াদ তখন 'দূমাতুল-জানদাল' অবরোধ করে রেখেছিলেন। ওলীদ ফিরে এসে দেখেন ইয়াদ ইরাক উপকণ্ঠে একটি গোত্রকে অবরোধ করে রয়েছেন। আর তারাও ইয়াদের যাতায়াতের সকল পথ বন্ধ করে রেখেছে। সুতরাং তিনিও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। ইয়াদ ওলীদকে বললেন, দেখুন, একটা ভাল পরামর্শ বিরাট সৈন্য বাহিনী থেকেও উত্তম হয়ে থাকে ঃ إِنَّ بَعْضَ الرَّأْىِ خَيْرٌ مِنْ جَيْشٍ كَثِيْف আমরা যে অবস্থায় আছি, সে অবস্থায় কি পরামর্শ দেন ? ওলীদ বলল, আপনি সাহায্য চেয়ে খালিদের নিকট পত্র লিখুন! সুতরাং তিনি খালিদের নিকট সাহায্য চেয়ে পত্র লেখেন। পত্রখানা আয়নুত-তামারের ঘটনার পর খালিদের নিকট পৌঁছালে তিনি ইয়াদকে লিখলেন ঃ "খালিদের থেকে ইয়াদের নিকট এ চিঠি-আমি অবশ্যই তোমার সাহায্যার্থে আস্‌ছি।"

لبث قليلا تأتك الحَلائب * يحملن اسادا عليها القَشَائِبُ

كتائبَ تتبعها كتائبُ

অর্থাৎ অল্প কিছুদিন ধৈর্য ধারণ কর। দুগ্ধবতী উটনী তোমার নিকট আসছে। তারা মৃত্যু বিষ বহন করে আনবে। এক দলের পশ্চাতে আর একদল অব্যাহত ভাবে আসতে থাকবে।

দূমাতুল জানদাল অভিযান

আয়নুত তামার জয় করার পর খালিদ সেখানে উআয়মির ইবনুল কাহিন আসলামীকে দায়িত্ব দিয়ে দূমাতুল জানদালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দূমাবাসীরা এ খবর শুনে তাদের অনুগামী বাহরা, তানূখ, কালব, গাসসান ও দাজাইম গোত্র সমূহের নিকট সংবাদ পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা হাজির হয়ে যায়। ইবনুল আয়হামকে গাসসান ও তানূখের সেনাপতি করা হয় এবং দাজাইমের সেনাপতি করা হয় আল-হাদরিজানকে। দূমায় সমবেত সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় দুইজন লোক। একজনের নাম উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিক; অপর জনের নাম জাওদী ইব্ন রাবীআ। উভয় দলপতির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। উকায়দায়া বলল, খালিদ সম্পর্কে সবার চেয়ে আমি ভাল জানি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদে ফিরে আসা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তার চেহারা দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দল ছোট হোক কি বড়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। অতএব, আমার কথা মেনে নাও এবং তাদের সাথে সন্ধি কর।

কিন্তু উকায়দিরের কথা সকলেই প্রত্যাখ্যান করল। তখন সে বলল, আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাব না এবং এ কথা বলেই সে দল ত্যাগ করে চলে গেল। অতঃপর খালিদ আসিম ইব্ন আমরকে তার নিকট পাঠালেন। উকায়দির মুকাবিলা করতে যেয়ে আসিমের হাতে বন্দী হয়। খালিদের নিকট হাজির করা হলে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং তার সাথে যা কিছু ছিল তা নিয়ে নেওয়ার জন্য বলেন। এরপর খালিদ ও দূমাবাসীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ওদের নেতা ছিল জূদী ইব্ন রবীআ। শত্রুপক্ষের প্রত্যেক আরব গোত্র নিজ নিজ গোত্রীয় আমীরের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। খালিদ সমগ্র দূমা এলাকাকে দু'টি ফ্রন্টে বিভক্ত করেন। একটিতে আয়াদ ইব্ন গানাম এবং আরেকটিতে তিনি নিজে নেতৃত্ব দেন। আরব মুশরিক সৈন্যরাও দুটি দলে ভাগ হয়ে একদল ইয়াদ এর মুকাবিলায় এবং অপর দল খালিদের মুকাবিলায় অবস্থান নেয়। সুতরাং খালিদ তাঁর সম্মুখস্থ শত্রুদের উপর এবং ইয়াদ তাঁর সম্মুখস্থ সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালান। যুদ্ধের শুরুতেই জূদী খালিদের হাতে বন্দী হয়। একই সাথে আক্‌রা ইব্ন হাবিস অদীআকে বন্দী করেন। আরব মুশরিকরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। তারা এক দুর্গে অবস্থান নেয়। দুর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেলে কিছু সংখ্যক সৈন্য বাইরে থেকে যায়। বনূ তামীম এই বাইরে থাকা সৈন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে কিছু খোরাক দিলে তাদের কিছু সংখ্যক বেঁচে যায়।

পরে খালিদ এসে বাইরে অবস্থানকারী সৈন্যদের সবাইকে হত্যা করেন। জূদী এবং তার সাথের বন্দীদেরকেও তিনি হত্যা করার নির্দেশ দেন। তবে বনী কালবের বন্দীরা হত্যা আদেশের আওতায় ছিল না। কারণ আসিম ইব্ন আমর আক্‌রা ইব্ন হাবিস এবং বনূ তামীমের মুসলমানরা এদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিলেন। খালিদ তাদেরকে বললেন, আমি কি চাই, আর তোমরা কি করছ ? তোমরা কি জাহিলী যুগের প্রথাকে আঁকড়ে রাখবে এবং ইসলামী নীতিকে বিসর্জন দিতে চাও ? আসিম ইব্ন আমর বললেন, তাদের প্রতি ক্ষমা

প্রদর্শনে সংকীর্ণ হওয়া ও তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য সৃষ্টির কামনা করা সমীচীন হবে না। অতঃপর খালিদ দুর্গের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে এর মূলৎপাটনের চিন্তা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রচণ্ড আক্রমণ করে সদলবলে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবশে করেন এবং যুদ্ধক্ষম সকলকে হত্যা করেন। ছেলে-মেয়ে ও মহিলাদেরকে বন্দী করেন এবং নিলামে নিজেদের মধ্যে বিক্রি করেন। খালিদ ইব্ন ওলীদ জূদীর এক সুন্দরী কন্যাকে ক্রয় করেন। দূমাতুল জানদালে কিছুদিন অবস্থান করার পর খালিদ আক্‌রা ইব্ন হাবিসকে আম্বারে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে হীরায় প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি হীরায় পৌঁছেন তখন স্থানীয় লোকজন ঢোল-তবলা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। খালিদ শুনতে পান ওদের মধ্যে একজন লোক তার সাথীকে বলছে ঃ مُرَبِنَا فَهٰذَا يَوْمُ فَرِحَ الشَّرُّ

অর্থ ঃ আমাদের সাথে চল, কেননা আজকের দিনটি এমন যে, দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিও খুশি।

হাসীদ ও মুযায়্যাহ্ অভিযান

সায়ফ ইব্ন উমর বলেন, মুহাম্মদ, তালহা ও মুহাল্লিব বলেছেন, সেনাপতি খালিদ যখন দূমাতুল জানদালে অবস্থান করছিলেন তখন তথাকার অনারব সৈন্যরা জাযীরাতুল আরবের মুশরিকদেরকে পত্রের মাধ্যমে খবর দিয়ে জড়ো করে এবং আম্বার শহরকে খালিদের নিযুক্ত গভর্ণর যবরকানের দখল থেকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সংবাদ হীরায় নিযুক্ত খালিদের গভর্ণর কা'কা' ইব্ন আমরের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। কা'কা' সংবাদ পেয়েই আ'বাদ ইব্ন ফাদাকী আস-সা'দীকে 'হাসীদ' এলাকায় এবং উরওয়া ইব্ন আবিল জা'দ আল-বারিকী-কে 'খানাফিস' অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এদিকে খালিদ মাদাইনে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে দূমাতুল জানদাল ছেড়ে হীরায় গিয়ে উপস্থিত হন। মাদাইন ছিল কিসরার রাজধানী। কিন্তু খলীফা হযরত আবূ বকরের অনুমতি না নিয়ে তিনি মাদাইন যাওয়াটা পছন্দ করেননি। কিন্তু খলীফা তখন অনারব মুশরিক ও আরব খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত এ বিশাল বাহিনীর প্রতিরোধের চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন।

যা হোক, কা'কা' ইব্ন আমরকে তিনি সেনাধিনায়ক করে 'হাসীদ' এলাকায় পাঠান। অনারব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল পার্সিয়ান সেনাপতি 'রোযবেহ' এবং তাকে সাহায্য করছিল আর একজন সেনাপতি যার নাম 'যরমহর'। মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। তাদের অধিকাংশ সৈন্যই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। কা'কা' স্বহস্তে যরমহরকে হত্যা করেন। ইসমাত ইব্ন আবদুল্লাহ্ দাব্বী মুসলমান রোযবেহ-কে হত্যা করে। বিপুল পরিমাণ গনীমত মুসলমানগণ লাভ করে। যুদ্ধের অবশিষ্ট শত্রু-সৈন্য পলায়ন করে খানাফিস নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবূ লায়লা সংবাদ পেয়ে সে দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু শত্রুরা তা অনুভব করতে পেরে সেখান থেকে 'মুযায়্যাহ' নামক স্থানে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা আরব ও অনারব লোকদের নিয়ে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সংবাদ পেয়ে খালিদ ইব্ন ওলীদ তাদের প্রতিরোধ করার জন্য সদলবলে অগ্রসর হন। তিনি সৈন্য বাহিনীকে তিন ভাগ করেন। রাত্রিকালে শত্রুরা যখন

ঘুমিয়ে ছিল তখন অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমণ করে চির নিদ্রায় শায়িত করেন। নগণ্য সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশ লোকই মারা যায় এবং এমন দৃশ্যের সৃষ্টি হয় যে, কেবল এক পাল মৃত পড়ে থাকা বকরীর সাথেই তার তুলনা করা যায়।

ইব্‌ন জারীর আদী ইব্‌ন হাতিম থেকে বর্ণনা করেন যে, এই যুদ্ধের সময় আমরা জনৈক ব্যক্তির কাছে যাই, তার নাম হারকূস ইবনুল নু'মান আন-নামিরী। তাকে ঘিরে বসে ছিল তার ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী। তার সম্মুখে ছিল একটি বড় পেয়ালা ভর্তি মদ। কিন্তু তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল, ওদিকে খালিদের সৈন্য বাহিনী আসছে। এ অবস্থায় কেউ মদ পান করতে পারে ? উত্তরে হারকূস তাদেরকে বলল, তোমরা এই শেষ বারের মত পান কর, কেননা, আমার বিশ্বাস, এরপর আর মদ পান করার মত সুযোগ পাবে না। তখন সবাই মদ পান করল, আর হারকূস নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছিল ঃ

الا يا اسقيانى قبل نائرة الفجر * لعل منايانا قريب ولاندرى

অর্থাৎ হে সাকী! ফজরের পূর্বেই আমাকে মদ পান করতে দাও। হয়ত বা আমাদের মৃত্যু অতি সন্নিকটে কিন্তু আমরা তার খবর রাখি না।

এ কাসীদা সে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে থাকে। ইত্যবসরে কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য সেখানে পৌঁছে যায়। একজন হারকূসকে আঘাত করলে তার মাথা ফেটে মদের সেই পেয়ালার উপর পড়ে যায়। তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে বন্দী করে আনা হয়। এই যুদ্ধে এমন দুই ব্যক্তি মারা যায়, যারা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের কাছে খলীফার দেওয়া নিরাপত্তামূলক পত্রও ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এ বিষয়ে অবগত ছিল না। লোক দুইটির নাম আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন আবী রুহ্‌ম ইব্‌ন কারাউশ। তাকে হত্যা করেন জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল বাজালী। অপরজনের নাম লাবীদ ইব্‌ন জারীর, তাকে হত্যা করেন জনৈক মুসলমান। খলীফার নিকট এ সংবাদ গেলে তিনি এর প্রতিবাদ করেন এবং নিহত দুই মুসলমানের সন্তানদের রক্তপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করার জন্য খালিদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেন। এই দুই মুসলমানকে হত্যা করার জন্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব খালিদের সমালোচনা করেন। ইতিপূর্বে মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করার জন্যও তিনি খালিদের সমালোচনা করেছিলেন। খলীফা সিদ্দীক হযরত উমরকে বললেন, মুসলমান হয়েও যারা মুশরিকদের সাথে একই জায়গায় বসবাস করে তাদের অবস্থা এ রকমই হয়। অর্থাৎ তাদের অপরাধ হল মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান ঃ اى الذنب لهما فى مجاورتهما المشركين হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মুশরিকদের সাথে যারা একত্রে বসবাস করে তাদের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত ঃ انا برئ من كل ساكن المشرك فى داره অপর এক হাদীসে আছে "তুমি তাদের দুইজনের আগুন একত্রে দেখতে পাবে না" ঃ لا ترى نارهما অর্থাৎ মুসলমান ও মুশরিক একই মহল্লায় বসবাস করেনা। অতঃপর ছানি ও যুমায়লের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে যত আরব ও অনারব মুশরিক ছিল তারা সবাই এ যুদ্ধে নিহত হয়। একজন লোকও রক্ষা পায়নি। কারও সংবাদ কেউ নিতে পারেনি। হযরত খালিদ গনীমতের

এক পঞ্চমাংশ খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলী এ যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে এক মহিলাকে ক্রয় করেন। সে হল তাগলিব গোত্রের রাবীআ ইব্ন বুজায়র এর কন্যা। উমর ও রুকায়্যা এই পক্ষের সন্তান।

ফারাদ অভিযান

মহাবীর খালিদ ইব্ন ওলীদ মুসলিম বাহিনী নিয়ে ফারাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ফারাদ সিরিয়া, ইরাক ও জাযীরাতুল আরবের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। পুরা রমযান মাস তিনি এখানে কাটান। তবে সওম পালন করতে পারেননি। কেননা দুশমনদের মুকাবিলায় তাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। রোম সম্রাট যখন জানতে পারল যে, খালিদ তাদের দেশের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছেন, তখন তারা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে খালিদের গতিরোধ করার জন্য এক বিশাল বাহিনী সমাবেশ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা তাগলিব, ইয়াদ ও তামার গোত্রগুলোকেও ডেকে আনে। এরপর তারা মুকাবিলা করার জন্য খালিদকে আহ্বান জানায়। মুসলিম ও সম্মিলিত রোমান বাহিনীর মাঝখানে পড়ে ফুরাত নদী। রোমানরা খালিদকে বলল, তোমরা নদী পার হয়ে এপার এসো! খালিদ রোমনদেরকে বললেন, তোমরা বরং নদী পার হয়ে এপার এসো! সুতরাং রোমান বাহিনী ফুরাত নদী পার হয়ে এপারে পৌছল। তখন ছিল দ্বাদশ হিজরীর যিল কাদ মাসের পনের তারিখ। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এটা ছিল বাতিল শক্তির মুকাবিলায় মুসলমানদের চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আল্লাহ্ এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত রোমান বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে থাকলে মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং এক লক্ষ সৈন্যকে হত্যা করে। বিজয়ের পর খালিদ ফারাদে দশ দিন অবস্থান করেন এবং যিলকাদ শেষ হওয়ার পাঁচ দিন বাকি থাকতে হীরায় যাওয়ার জন্য সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। যাওয়ার সময় আসিম ইব্ন আমরকে বাহিনীর অগ্রবর্তী দলে এবং শাজারা ইবনুল আ'আযকে পশ্চাৎবর্তী দলের নেতৃত্ব দিতে বলেন এবং তিনি নিজেও ঐ দলের (পশ্চাৎভাগ) সাথে থাকবেন বলে প্রকাশ করলেন। প্রকৃত পক্ষে খালিদ তাঁর কতিপয় একান্ত সাথীদের নিয়ে বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এমন অচেনা পথ দিয়ে তিনি মক্কার দিকে যান, যে পথে পূর্বে কখনও তিনি যাননি। এমন সব ঘটনা যাওয়ার পথে ঘটতে থাকে যা অন্য কারও ব্যাপারে ঘটেনি। একটি অনুত্তম বাহনে চড়ে অজানা পথে তিনি মক্কার পানে পাড়ি দিচ্ছেন। অবশেষে তিনি মক্কায় পৌছে এ বছরের হজ্জ সম্পাদন করেন।

জ্জ শেষে খালিদ দ্রুত গতিতে ফিরে এসে সেই বাহিনীর পশ্চাৎবর্তী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হন। তখনও সৈন্যরা হীরা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। যে কয়জন লোক তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরা ব্যতীত সৈন্য দলের আর কেউ-ই সম্যক জানতে পারেনি যে, তিনি এ বছর হজ্জ করে এসেছেন। খলীফা আবূ বকরও এ সংবাদ জানতেন না। তবে হজ্জ থেকে মদীনার লোকজন ফিরে এসে খলীফাকে এ বিষয়ে অবহিত করে। সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য খলীফা খালিদের নিকট ভর্ৎসনামূলক চিঠি লিখেন এবং এর শাস্তি স্বরূপ তিনি খালিদাকে ইরাক ফ্রন্টের যুদ্ধ বাদ দিয়ে সিরিয়া ফ্রন্টে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। খলীফা খালিদকে চিঠিতে লিখেন ঃ

তুমি ফেলে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সৈন্যদের কোন ক্ষতি হয়নি। অতএব, হে আবূ সুলায়মান! নিয়্যত ও ভাগ্য তোমাকে সাহায্য ও আনন্দিত করবে। তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর। তবে আল্লাহ্ও তোমাকে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আত্মম্ভরিতা যেন তোমাকে পেয়ে না বসে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও হেয় প্রতিপন্ন হবে। সাবধান, অহংকার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা, অনুগ্রহ তো আল্লাহ্ই দিবেন। সব কিছুর প্রতিদান দেওয়ার অধিকারী আল্লাহ্ই।

দ্বাদশতম বছরের স্মরণীয় ঘটনাবলী

১. এ বছরে হযরত আবূ বকর (রা) যায়দ ইব্ন ছাবিতকে আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত সমূহ হাড্ডি ও গাছের বাকল প্রভৃতি থেকে এবং হাফিযদের হৃদয় পট থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। ইয়ামামার যুদ্ধে প্রচুর হাফিযে কুরআন শহীদ হয়ে যাওয়ায় এই প্রয়োজন দেখা দেয়। বুখারী শরীফে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. এ বছরে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে বিবাহ করেন। উমামা ছিল যয়নবের পূর্ব স্বামী উমায়্যা শাখার আবুল আস ইব্ন রুবায় ইব্ন আবদি শামস এর ঔরসজাত সন্তান। উমামার পিতাও এ বছরেই ইনতিকাল করেন। এই উমামাকেই শিশুকালে নবী করীম (সা) সালাত আদায় করার সময় কোলে করেই সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় রেখে দিতেন এবং সিজদা থেকে দাঁড়াবার সময় আবার তুলে নিতেন।

৩. এ বছরে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল এর কন্যা আতিকাকে বিবাহ করেন। আতিকা ছিলেন উমরের চাচাত বোন। উমর তাঁকে ভালবাসতেন ও তাঁর প্রতি বিমুগ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁকে মসজিদে আসতে বাধা দিতেন না। সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যেতে তিনি তাকে বাধা দিতেন না বটে, তবে তিনি তা পছন্দ করতেন না। একদা আতিকাকে ধরার জন্যে উমর অন্ধকার রাত্রে মসজিদে আসার পথে ওঁৎ পেতে ছিলেন। আতিকা যখন ঐ পথ দিয়ে চলছিলেন তখন হযরত উমর তাঁর নিতম্বে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করেন। তখন তিনি বাড়িতে ফিরে যান এবং এরপর আর কখনও ঘর থেকে বের হননি। কারো কারো মতে এর আগে আতিকা যায়দ ইব্ন খাত্তাবের স্ত্রী ছিলেন। এ অবস্থায় যায়দ শহীদ হন। যায়দের পূর্বে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আতিকাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহও শাহাদাত বরণ করেন। উমর (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত যুবায়র আতিকাকে বিবাহ করেন। যুবায়রের শাহাদাতের পর হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু আতিকা এই কথা বলে জবাব দেন যে, যার সাথে আমার বিবাহ হয় সে-ই মারা যায়। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আতিকা আর কারও সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

৫. এ বছরে হযরত উমর (রা) তাঁর আযাদকৃত দাস আসলামকে ক্রয় করেছিলেন। তিনি প্রথমে তাকে তাঁর কাছেই রেখে দেন। পরবর্তীতে আসলাম উচ্চ মানের তাবিঈ রূপে গণ্য হন। তাঁর পুত্র যায়দ ইব্ন আসলাম অন্যতম নির্ভরযোগ্য রাবী।

৬. এ বছরে খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক হজ্জ পরিচালনা করেন এবং হজ্জের সফরকালে উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। ইব্ন ইসহাক ..... আবূ মাজিদা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবূ মাজিদা বলেন, আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত কালে দ্বাদশতম বছরে আমাদেরকে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। এ সফরে তিনি কান কর্তনের কিসাসের হাদীস বর্ণনা করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা) এ ব্যাপারে আবূ বকরের নির্দেশ মতে ফয়সালা দেন। ইব্ন ইসহাক বলেন যে, কারও কারও মতে আবূ বকর (রা) তাঁর খিলাফত কালে হজ পরিচালনা করেননি; বরং দ্বাদশ সালে হজ্জের মওসুমে উমর ইব্ন খাত্তাবকে কিংবা আবদুর রহমান ইব্ন আওফকে হজ্জের আমীররূপে প্রেরণ করেন।

দ্বাদশ হিজরীতে যাদের ইনতিকাল হয়

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধসহ পরবর্তী ঘটনাসমূহ এই দ্বাদশ হিজরীতে সংঘটিত হয়। সে হিসেবে ইয়ামামার যুদ্ধে ও তার পরবর্তী যুদ্ধে নিহত যে সব ব্যক্তিদের নাম একাদশ হিজরীতে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নাম এখানে আসা উচিৎ। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত তাই যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

বশীর ইব্ন সা'দ ইব্ন ছা'লাবা খায্রাজীর ইনতিকাল

ইনি ছিলেন ইব্ন বাশারের পিতা। দ্বিতীয় আকাবার শপথে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বদর ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আনসারদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। বনূ সাকীফার চত্বরে আবূ বকরকে খলীফা পদে নির্বাচনকালে আনসারদের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদের বাহিনীর সদস্যরূপে বিভিন্ন অভিযানে যোগদান করেন। অবশেষে 'আয়নুত-তামার' যুদ্ধে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। ইমাম নাসাঈ তাঁর থেকে মধু মক্ষিকা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। মিহকাম ইব্ন জুছামার ভাই সা'ব ইব্ন জুছামা লাইছী (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি হিজরাত করেছিলেন এবং ওয়াদ্দানে বসবাস করতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের খিলাফত কালে ইনতিকাল করেন।

আবূ মারছাদ আল-গানামীর ইনতিকাল

তাঁর নাম ছিল মু'আয ইব্ন হুসায়ন। পূর্ণাঙ্গ বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ মু'আয ইব্ন হুসায়ন ইব্ন য়ারবূ' ইব্ন আমর ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন খারাশা ইব্ন সা'দ ইব্ন তুরায়ফ ইব্ন গায়লান ইব্ন গানাম ইব্ন গনী ইব্ন আ'সার ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন গায়লান ইব্ন মুদার ইব্ন নিযার আবূ মারছাদ আল-গানামী। বদরের যুদ্ধে আবূ মারছাদ ও তাঁর পুত্র মারছাদ অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁরা ব্যতীত আর কোন পিতাপুত্র এক সাথে এ যুদ্ধে শরীক হননি। রাজী দিবসের ঘটনায় মারছাদ শহীদ হন। তাঁর পুত্রের পুত্র উনায়স ইব্ন মারছাদ ইব্ন আবী মারছাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন সাহচর্যধন্য সাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ে ও হুনায়নের যুদ্ধে

অংশ গ্রহণ করেন। আওতাস যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুপ্তচরের দায়িত্ব তিনি পালন করেন। সুতরাং তিন পুরুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তাঁরা সাহাবীর মর্যাদায় ধন্য হন। আবূ মারছাদ হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মিত্র ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটা হাদীস মাত্র তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই :

لا تصلوا الى القبور ولاتجلسوا اليها

অর্থাৎ তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামায পড়োনা এবং কবরের কাছে বসোনা।

ওয়াকিদী বলেন, আবূ মারছাদ দ্বাদশ হিজরীতে ইনতিকাল করেছেন। অন্য একজন বাড়িয়ে বলেছেন যে, তার মৃত্যু সিরিয়ায় হয়েছে; ভিন্ন আর একজন আরও বাড়িয়ে বলেছেন যে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছষট্টি বছর। আবূ মারছাদ দীর্ঘকায়, প্রচুর লোম বিশিষ্ট সু-পুরুষ ছিলেন। আমি বলি, দামিশকের নিকটে বহু কবরের মধ্যে আবূ মারছাদের কবরটি সুপরিচিত। তাঁর কবরের গায়ে লেখা আছে :

هٰذَا قَبْرُ كِنَازِ بن حصين صاحب رسول الله صلّى اللّٰهُ عليهِ وسلم

এটা রাসূল (সা)-এর সাহাবী কিনায ইব্‌ন হুসায়নের কবর। তাঁর কবরস্তানে আমি একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও গাম্ভির্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাঁর 'তারীখুশ শাম' (সিরিয়ার ইতিহাস) গ্রন্থে এর উল্লেখ করেনি।

আবুল 'আস ইবনুর রাবী'-এর ইনতিকাল

তাঁর পূর্ণাংগ বংশ পরিচয় নিম্নরূপ : আবুল আস ইবনুর রাবী' ইব্‌ন আবদিল উয্‌যা ইব্‌ন আবদি শাম্‌স ইব্‌ন আবদি মানাফ ইব্‌ন কুসায়্যি আল কুরাশী আল আবশামী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা যয়নাবের স্বামী। আবুল আস যয়নাবকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাঁর সাথে সদাচরণ করতেন। নবুওয়াত লাভের পর মুসলমানগণ যয়নাবকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে আবুল আস তা প্রত্যাখ্যান করেন। আবুল আস হযরত খাদীজা বিনত খুওয়ায়লিদের বোন-পো ছিলেন। তাঁর মার নাম ছিল হালা। কারো কারো মতে হিন্‌দ বিনত খুওয়ায়লিদ। আবুল আসের প্রকৃত নাম কি, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন 'লাকীত' এবং এটিই প্রসিদ্ধ মত। কারও মতে মিহশাম, কারও মতে হুশায়ম। বদর যুদ্ধে আবুল আস কাফিরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হন। মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছাড়াবার জন্য তাঁর ভাই আমর ইব্‌ন রাবী' আগমন করে। মুক্তিপণের জন্য আমর সেই হারটি নিয়ে আসে, যেটি হযরত খাদীজা (রা) যয়নাবের বিবাহের সময় দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হারটিকে দেখেন তখন তাঁর অন্তরে এক গভীর ভাবাবেগের উদ্রেক হয় এবং সে কারণে তাকে মুক্ত করে দেন। তবে আবুল আসের উপর এই শর্ত আরোপ করেন যে, তিনি যেন যয়নাবকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেন। আবুল আস এ শর্ত পূরণ করেন। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আবুল আস কুফরী জীবনের উপর অবিচল থাকেন। এ সময় একবার তিনি কুরায়শদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে বের হন। পথে যায়দ ইব্‌ন হারিছার

বাহিনীর সম্মুখীন হলে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যায়দ ইব্ন হারিছা কাফিরদের অধিকাংশকে হত্যা করে তাদের মালামাল গনীমত হিসেবে নিয়ে আসেন। আবুল আস পালিয়ে মদীনায় চলে এসে তাঁর স্ত্রী যয়নাবের আশ্রয় প্রার্থনা করে। যয়নাব তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবের আশ্রয় দান মঞ্জুর করেন এবং কুরায়শ কাফিলার যেসব মালামাল আনা হয়েছিল সে সব মাল আবুল আসের মাধ্যমে ফেরত দেন। আবুল আস সমস্ত মালপত্র নিয়ে মক্কায় যান এবং যার যে মাল, তাকে তা ফেরত দেন। তারপর আবুল আস কালিমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান এবং মদীনায় হিজরত করে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাবকে পূর্ব বিবাহের ভিত্তিতে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়া ও পুনরায় এই মিলনের মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান ছিল এবং হুদায়বিয়ায় উমরাকালে মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ হারাম হওয়ার বিধান জারী হওয়ার দু'বছর পর এ ঘটনা ঘটে। কেউ কেউ বলেছেন, নতুন বিবাহের মাধ্যমে যয়নাবকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যয়নাবের গর্ভে আবুল আসের একটি পুত্র সন্তান হয়। নাম আলী ইব্ন আবিল আস। আলীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইয়ামানে পাঠান তখন আবুল আসও তাঁর সাথে যান। শ্বশুর হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ জামাতার প্রশংসা করে বলতেন ঃ " আবুল আস আমার নিকট যা বলত সত্য বলত; যে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ করত।"

খলীফা সিদ্দীকের খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে আবুল আস ইনতিকাল করেন। এ বছরেই হযরত আলী আবুল আসের কন্যা উমামাকে বিবাহ করেন, তাঁর খালা ফাতিমার মৃত্যুর পরে। তবে আবুল আসের ওফাতের পূর্বে এ বিবাহ হয়েছিল, না পরে হয়েছিল, তা আমার জানা নেই।

এই পর্যন্ত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড শেষ হল। এরপর সপ্তম খণ্ড হি. ত্রয়োদশ বছর থেকে আরম্ভ হবে ইনশাআল্লাহ্।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন) ২০০৩-২০০৪/অঃ সঃ/ ৪৪১১-৩২৫০